প্রশ্নোত্তরে সহজ

শরহে বেকায়াহ্

প্রথম খণ্ড

আরবী-বাংলা

شرح الوقاية

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত, বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ
কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড-এর বোর্ড পরীক্ষার কিতাব হিসেবে নির্ধারিত।

প্রশ্নোত্তরে

সহজ শরহে বেকায়া
প্রথম খন্ড

আরবী – বাংলা

মূল

শায়খ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ বযলুর রহমান
দাওরায়ে হাদীস, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা
বিশিষ্ট লিখক, অনুবাদক ও গবেষক

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান
শাইখুল হাদীস, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা

আল্‌-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার || পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা

মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন : ৭১৬৫৪৭৭

www.pathagar.com

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
বাসা নং : ২১৭, ব্লক : ত
মীরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট : ২০১১ ঈ.
রমাযান : ১৪৩২ হিজরী

বর্ণ-বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য
৬০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টার্স সূত্রাপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ তা'আলা! মানবজাতির ইহ ও পারলৌকিক সফলতার একমাত্র নির্দেশিকা মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন : وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا মুফাস্সিরগণের একটি বিরাট জামাত حكمة শব্দটির তাফসীর করতে গিয়ে বলেন : এ শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইল্মে ফিকাহ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হয়, যাকে ইল্মে ফিকহের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে অনেক মঙ্গল দান করা হয়েছে। সুতরাং ইলমে ফিকহের মাহাত্ম্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমলের ক্ষেত্রেও ইলমে ফিকহের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ ইল্মই আমলের নিয়ম-কানূন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। আর ইল্ম ও আমলের সমন্বয়ের মাঝেই নিহীত রয়েছে ইহ-পরকালীন কামিয়াবী ও শান্তি।

যুগে যুগে উলামায়ে উম্মত এ ইল্মে ফিকহের বিশ্লেষণে বিভিন্ন ভাষায় বহু কিতাব গ্রন্থনা করেছেন। শরহে বেকায়া কিতাবটিও তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা আলেম উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ. কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত। মূল কিতাবটি ইল্মে ফিকহের এক অনন্য ও অনবদ্য সংকলন। প্রায় সকল কাওমী মাদ্রাসায় আরবী ভাষায় ফেকাহ্ শাস্ত্রের মাধ্যমিক স্তরের কিতাব হিসেবে পাঠ্যভুক্ত। কিতাবটি মকবুল হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। অতএব এ মহান কিতাবখানি অনুবাদ করতে পারা নিশ্চয় মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

উল্লেখ্য, ফেকাহ্ শাস্ত্রের এ কিতাবটি যে শুধু মাদরাসা ছাত্রদেরই উপকারে আসবে, তাই নয় বরং এটা প্রত্যেক মুসলিম পরিবারেই সংগ্রহে রাখার মতো একটি কিতাব; এ থেকে উপকৃত হতে পারে সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী-পুরুষ। তালিবে ইলমদের প্রতি লক্ষ্য করে সহজ বাংলায় মূল আরবী এবারতের সঙ্গে মিল রেখে অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে শুধু অনুবাদ দ্বারা মাসআলা বুঝে আসা কঠিন, সেখানে জরুরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সংযোজন করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠক বন্ধুগণ এ থেকে সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের শ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করব।

অনুবাদের কাজটি যথাসাধ্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই পাঠকবর্গের নিকট বিনীত আরয– আশা করি, এতে কোনো প্রকারের ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অমার্জনীয় ভুলত্রুটি আমাদেরকে অবহিত করে কৃতজ্ঞ করবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সবিনয় নিবেদন– তিনি যেন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করে অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং পাঠক সকলের জন্য আখেরাতে নাজাতের উসিলা বানান। আমীন!

বিনীত-
অনুবাদক

প্রশ্নোত্তরে শরহে বেকায়া আউয়াল-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

- সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে কিতাবের বিষয়বস্তুকে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়েছে
- কিতাবের পূর্ণাঙ্গ তরজমা করা হয়েছে।
- মাযহাব ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলাদাভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
- শারেহ রহ.এর উক্তি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ব্যখ্যায় উল্লেখিত প্রামাণ্য আরবী ইবারতকে পৃথক করে লেখা হয়েছে।
- জটিল আরবী শব্দগুলোতে হরকত দেওয়া হয়েছে।
- কিতাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে সাজানো হয়েছে।
- প্রামাণ্য কিতাবগুলোর নাম আরবীতে লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

শরহে বেকায়াহ-এর মুছান্নিফ

জন্ম ও বংশ : নাম উবাইদুল্লাহ। উপাধি ছদরুশ শারী'আহ আল আসগর। পিতার নাম মাসউদ। দাদার নাম মাহমূদ। মোল্লা লুৎফুল্লাহ তাঁর কিতাবের হাশিয়ায় দাদার নাম "উমর" বলে উল্লেখ করেছেন। দাদার নাম আহমদ। লকব ছদরুশ্ শারী'আহ আল্-আকবার। পরিশেষে জনাবের বংশধারা হযরত ওবাইদাহ্ ইবনে ছামেত রাযি.-এর সঙ্গে মিলে যায়।

ইল্ম শিক্ষাঃ তিনি সে যুগের ইমামে কামেল, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, অদ্বিতীয় ফকীহ্ এবং ইলমে তাফসীর, নাহব, ছরফ, ইলমে আদাবও মানতেক ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার দাদা তাজুশ্ শারী'আহ-এর নিকট ইলম শিক্ষা করেন। তার বংশে অধঃস্তন পুরুষগণ সবাই আলিম ছিলেন।

ছাত্রবৃন্দ : শাইখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আলী তাহেরী। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ বুখারী প্রমুখ আলেমগণ তাঁর গুণী ছাত্র।

ইলমের গভীরতা : আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী তাঁর সমসাময়িকদের একজন। আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী ইলমে মা'কূলাতে তাঁর সঙ্গে বাহ্‌ছ করতে চেয়েছিলেন। তবে কুতুবুদ্দীন প্রথমে তার বিশেষ ছাত্র মৌলভী মুবারক শাহকে তাঁর ক্লাশে পাঠান। মুবারক শাহ সেখানে পৌঁছে দেখলেন, ছদরুশ শারী'আহ ইবনে সীনার কিতাব "আল ইরশাদাত" ইবনে সিনা কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা কোনো শরাহ এর তোয়াক্কা না করে এমন সুন্দরভাবে পড়াচ্ছেন, যা ভাষায় বর্ণনাতীত। মুবারক শাহ ক্লাশের এ অবস্থা দেখে কুতুবুদ্দীন রাযীর কাছে পত্রে লিখেন, তিনি হলেন অগ্নিশিখা। আপনি তার সঙ্গে বিতর্কের জন্য আসবেন না। নচেত লজ্জিত হবেন। কুতুবুদ্দীন রাযী একথা শুনে বাহ্‌ছ করার ইচ্ছা ছেড়ে দেন।

মৃত্যু : তিনি ৭৪৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কাশ্‌ফুয্ যুনূন প্রণেতা তা'দিলুল উলূমের পরিচয় করাতে গিয়ে আর আল্লামা কুফুবী কিতাবুত তবকাতে এবং খতীব আব্দুল বাকী প্রমুখ আলেমগণও তার মৃত্যু ৭৪৭ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। তবে মোল্লা আলী কারী রহ. তার মৃত্যু সন ৬৮০ হিজরী লিখেছেন।

রচনাবলী : তিনি তার দাদা তাজুশ্ শারী'আহ -এর প্রসিদ্ধ ফিক্‌হী কিতাব "বেকায়ার" অত্যন্ত উন্নতমানের শরাহ লিখিছেন। এটি সর্বজন স্বীকৃত ও অত্যন্ত বিস্তৃত কিতাব, যা দরসে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্থান পেয়েছে।

তিনি বেকায়ার ইবারত সংক্ষেপ করে তার নাম দিয়েছেন "নেকায়া"। এ নেকায়াকে উমদাহও বলা হয়। তিনি এ ধরনের অনেক জটিল ও প্রয়োজনীয় কিতাব রচনা করেন। নিম্নে তার লিখিত কিছু কিতাবের নাম দেওয়া হল।

✪ তানকীহ ✪ তাওজীহ শরহে তানকীহ ✪ আল্-মুকাদ্দামুল আরবা'আহ ✪ তা'দীলুল উলূম ✪ শরহে ফুসূলে খামসীন। তা ছাড়া ইলমের কঠিন কঠিন সমস্যাকে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন বলে তার লেখায় সবাই বেশী উপকৃত হত।

বেকায়ার শরাহসমূহ :

বেকায়ার শরাহ ও হাওয়াশী মিলে ৫৫টিরও অধিক কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল :

- ✪ ইনায়াহ শরহে শরহে বেকায়াহ –আলাউদ্দীন আলী ইবনে আলী রুমী।
- ✪ আল্ ইসতিফ্‌না শরহে শরহে বেকায়াহ –শায়খ আলাউদ্দীন আলী তরাবিলী।
- ✪ হাশীয়ায়ে শরহে শরহে বেকায়া –মুহিউদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আজমী।
- ✪ আল হুমায়াহ শরহে শরহে বেকায়া –শায়খ ইউসুফ ইবনে হাসান।
- ✪ আত্ তাত্‌বীক শরহে শরহে বেকায়া –শায়খ কাসেম ইবনে সুলাইমান।
- ✪ আল ইস্‌তিগ্‌না শরহে শরহে বেকায়া ফি'ল ইসতিফা –হেসাস উদ্দীন আল-কুবীহ।
- ✪ হাশীয়ায়ে শরহে শরহে বেকায়া –আলী ইবনে মাজদুদ্দীন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়

কিতাবের ভূমিকা ----------------------------৩
শরহে বেকায়াহ-এর মুছান্নিফ ------------------৪

অধ্যায় ঃ পবিত্রতার বর্ণনা

কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিভাষা ------------------২২
ফরযের সংজ্ঞা ও হুকুম ------------------------২২
ওয়াজিবের সংজ্ঞা ও হুকুম ---------------------২২
সুন্নতের সংজ্ঞা ও হুকুম -----------------------২২
মুস্তাহাবের সংজ্ঞা ও হুকুম ---------------------২২
হারামের সংজ্ঞা ও হুকুম -----------------------২৩
মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা ও হুকুম -------------২৩
মাকরূহে তানযীহীর সংজ্ঞা ও হুকুম -------------২৩
মোবাহ বা জায়েয-এর সংজ্ঞা ও হুকুম -----------২৩
ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ---------২৩
فقه এর আভিধানিক অর্থ -----------------------২৩
فقه-এর পারিভাষিক অর্থ -----------------------২৩
ফিকহের আলোচ্য বিষয় ----------------------২৩
ফিক্‌হের উদ্দেশ্য ----------------------------২৩
ফেকাহবিদদের শ্রেণীভাগ ----------------------২৪
ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস -----------------২৪

আইম্মায়ে আরবাআ বা চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -------২৫
ইমাম মালিক রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ------------২৫
ইমাম শাফিঈ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ------------২৫
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সংক্ষিপ্ত জীবনী -------২৫
ফিক্‌হ শাস্ত্রের কয়েকটি পরিভাষা ----------------২৬

বর্তমান সমাজে ফিক্‌হ প্রণয়নের প্রয়োজনীতা

প্রশ্ন : মুসান্নিফ (রহ.) তাঁর কিতাবটিকে بِسْمِ اللّٰه দ্বারা শুরু করলেন কেন? -------------------২৭
প্রশ্ন : হাদীসে পাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠের তাগিদ এসেছে। কিন্তু স্বয়ং বিসমিল্লাহ পাঠও তো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ পূর্বেও কি আরেকবার বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা, তার পূর্বে একবার, তার পূর্বে একবার– এভাবে একের পূর্বে এক বিসমিল্লাহ্ পাঠের কি প্রয়োজন আছে? ----------------------২৮
প্রশ্ন : হাদীসে বলা হয়েছে– যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা না হয়, তা লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ থাকে; কিন্তু বাস্তবে তো আমরা এরূপ দেখি না? --------------------------২৮
প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে হাদীসে পাকের এবারতে তো بِاسْمِ اللّٰه মানে আল্লাহর নামের কথা এসেছে। বিসমিল্লাহ্ শরীফের কথা নয়। তা হলে আপনারা اِسْمُ اللّٰه কে “বিসমিল্লাহ” শরীফে সীমাবদ্ধ করলেন কিভাবে? -----------২৮
প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰه এর শুরুতে بَاء এসেছে। কাজেই পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহপাক কুরআনে কারীম بَاء হরফ দিয়ে শুরু করলেন, অন্য হরফ দিয়ে করলেন না কেন? ---২৮
প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰه বাক্যটি তরকীবে কি হয়েছে? -----২৮
প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰه উক্তিটি অবশেষে متعلق হল কেন?২৯
প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰه উক্তিটি কার সাথে متعلق হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। -----------------------২৯
প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰه এর মুতা'আল্লাকটি বসরী নাহবীগণ فِعل মানলেন কেন? ----------------------২৯
প্রশ্ন : বসরীগণ فعل টি শেষে উহ্য মানলেন কেন? ২৯
প্রশ্ন : লেখার সময় بِسْمِ اللّٰه এর بَاء এর মাথা লম্বা রাখা হল কেন? ---------------------------২৯
প্রশ্ন : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, اِبْتِدَا ফে'লটি প্রথমে উহ্য ধরলে আল্লাহর নামে শুরু করা হয় না; اِبْتِدَا শব্দে শুরু করা হয়। তদুপরি আমরা দেখি, আল্লাহর নামে নয় বরং اِسْم দ্বারা শুরু করা হচ্ছে। কাজেই بِاللّٰه বলাই তো যথোচিত ছিল। ------------২৯

প্রশ্ন : কূফী নাহবীদের মাযহাব অনুসারে بسم الله..... الخ তারকীব কর? ----------------৩০
প্রশ্ন : বসরী নাহবীদের মাযহাব অনুসারে بسم الله..... الخ এর তারকীব কর। ------------৩০
প্রশ্ন : খবরটি মুফরাদ হয় না-কি, জুমলা হয়? কারণসহ ব্যাখ্যা দাও। --------------------৩০
প্রশ্ন : কূফীগণ بِسْمِ اللّٰه الخ এর متعلق শুরুতে মানেন কেন? ----------------------------৩০
প্রশ্ন : উহ্য متعلق টি (بِسْمِ اللّٰه) জার-মাজরূরটির আমেল হলে তো দুটি আমেল তথা متعلق ও جار একই মা'মূলের উপর আমল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ একত্রে দুটি আমেল একই মা'মূলের উপর আমল করতে পারে না। এটি নাজায়েয। ----৩০
প্রশ্ন : اَللّٰه শব্দটি اسم جامد না اسم مشتق বা এ শব্দটি কি পরিবর্তিত নাকি অপরিবর্তিত? বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও। --------------------৩০
প্রশ্ন : اَللّٰه শব্দটি اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمِ এর পূর্বে আনা হল কেন? --------------------------৩১
প্রশ্ন : اَلرَّحْمٰنُ সিফাতটি اَلرَّحِيْمِ সিফাতের পূর্বে আনলেন কেন? ---------------------------৩১
প্রশ্ন : رحمن ও رحيم শব্দের অর্থ কি? ----------৩১
প্রশ্ন : بسم الله الخ তারকীবে কি হবে? মারফূ' মানসূব না মাজরূর? -----------------------৩১
প্রশ্ন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আয়াতে কারীমাটি গ্রন্থকার এখানে কেন আনলেন? ----৩১
প্রশ্ন : একই সময়ে একাধিক বস্তু দিয়ে শুরু করা অসম্ভব; শুরু কেবল একটি বস্তু দিয়েই হতে পারে। সুতরাং تسميه ও تحميد সংক্রান্ত পৃথক দুটি হাদীসের উপর একত্রে কিভাবে আমল করা সম্ভব? ------------------------৩২
প্রশ্ন : حمد ، شكر এবং مدح বলতে কি বুঝ? এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি? ----------------৩২
হামদ, মাদাহ ও শুকরের মধ্যে পার্থক্য -------৩২
প্রশ্ন : الحمد এর আলিফ-লামটি ইস্তিগরাকী না জিনসী? প্রমাণসহ ব্যাখ্যা দাও। --------------৩৩
প্রশ্ন : رب শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর ৩৩
প্রশ্ন : رب শব্দটি মুতা'আদ্দী। অথচ صفت مشبه আসে ফে'লে লাযেম থেকে। তা হলে একে صفت مشبه এর ছীগাহ্ বলা যায় কিভাবে? ---৩৩
প্রশ্ন : رب শব্দটির ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর। -৩৩
প্রশ্ন : যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে বুখারী-মুসলিমে রিওয়ায়াত لَايَقُلْ اَحَدُكُمْ رَبِّىْ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ وَمَوْلَاىَ (তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে ربى না বলে বরং سَيِّدِىْ ও مَوْلَاىَ বলে।) তদ্রূপ কুরআনের কারীমের আয়াত فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ ও اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ইত্যাদির ব্যাখ্যা কি হবে? ---------------------------৩৪
প্রশ্ন : العالمين বা عالم বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর। --------------------------------৩৪
প্রশ্ন : عالم শব্দের অর্থ যদি আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু হয়ে থাকে, তা হলে العالمين বহুবচন আনার কি প্রয়োজন ছিল? -----------------৩৪
প্রশ্ন : ون বা ين দ্বারা ذوى العقول তথা সুবোধ, জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণীর جمع আসে; غير ذوى العقول এর جمع এর আসে না। তদুপরি এখানে ذوى العقول এবং غير ذوى العقول উভয়টি বুঝাতে ين দ্বারা جمع আনা হল কিভাবে? ------------৩৪
প্রশ্ন : رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর মধ্যে কি এরাব হবে? ---৩৪
প্রশ্ন : رب শব্দটি الله শব্দের সিফাত হলে তো দেখা যায়, معرفة এর সিফাত نكره দ্বারা আনা হচ্ছে কারণ, رب শব্দটি ছীগায়ে সিফাত। যা তার معمول মাফউলে বিহীর দিকে মুযাফ হয়েছে। এ ধরনের এযাফতটি لفظيه (শাব্দিক) হওয়ায় এতে মুযাফ শব্দটি معرفة হয় না; নাকেরার পর্যায়েই থাকে। অথচ معرفة এর সিফাত نكرة আসে না? ----------------------------৩৪
প্রশ্ন : صلوة শব্দটির অর্থ ও তাহকীক লিখ। ------৩৫
প্রশ্ন : এই মাত্র বললেন, صلوة শব্দের واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে লেখায় সে واو বহাল থাকে কেন? -----------------------৩৫
প্রশ্ন : গ্রন্থকার হামদের পর সালাত ও সালাম আনলেন কেন? ---------------------------৩৫

প্রশ্ন : কুরআনে কারীমে এসেছে, نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ তথা আমি আল্লাহ বান্দার শাহ্‌রগের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তা হলে আপনারা "বান্দাহ আল্লাহ থেকে দূরে" বললেন কি করে? --------------------------৩৬

প্রশ্ন : صلوة এক অর্থ দু'আ আর دعاء এর সিলাহ্ على এলে অর্থ হয় "বদ-দু'আ"। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব, অকল্পনীয়। --------------------------------৩৬

প্রশ্ন : رسول মানে কি? ব্যাখ্যা কর। -------------৩৬

প্রশ্ন : আপনারা রাসূলের প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْخَلْقِ তথা মাখলুকের কাছে প্রেরণার কথা বললেন। কিন্তু হযরত আদম (আ.) তো মাখলূকের কাছে প্রেরিত হন নি বরং তাঁর আগমনের পর মাখলূক অস্তিত্ব লাভ করেছে। তা হলে তিনি কি নবী নন? ---৩৬

প্রশ্ন : হাদীস অনুসারে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন। আর আসমানী কিতাব ১০৪টি। সুতরাং রাসূলের সাথে কিতাব থাকা জরুরী হলে কিতাব সংখ্যাও নূন্যতম ৩১৩ হত। নতুন শরী'অত নিয়ে আসার শর্ত মানলেও হযরত ইসমাঈল (আ.) কে রাসূল বলা যাবে না। অথচ দুটোই বাস্তবতা পরিপন্থী। কারণ, وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا আয়াতে কারীমায় তাঁকে রাসূল বলা হয়েছে। আবার আসমানী কিতাবও ১০৪ টি। কাজেই রাসূলের জন্য উপরিউক্ত শর্তারোপ করা যথার্থ হয় নি? (বায়যাবী) -----৩৭

প্রশ্ন : محمد শব্দটির সংক্ষিপ্ত তাহকীক ও তারকীব লিখ। -----------------------------------৩৭

প্রশ্ন : ال ("ا" মদসহ) শব্দটির তাহকীক কর। -----৩৭

প্রশ্ন : أهل ও ال শব্দের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। -৩৮

প্রশ্ন : কেবল অভিজাত বা উঁচু শ্রেণীর মানুষের প্রতি যদি ال এর এযাফত হয়, তা হলে তো এর তাছগীর আসা অনুচিত হবে। কারণ, تصغير নীচুতা বুঝায়? ----------------------------৩৮

প্রশ্ন : ال শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ----৩৮

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

প্রশ্ন : كتاب الطهارة কথাটির কয় ধরনের তারকীব- হতে পারে এবং কি কি? --------- ৪৩

প্রশ্ন : كتاب শব্দটির আভিধানিক ও পরিভাষিক অর্থ কি? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। -------------৪৩

পরিভাষিক অর্থ: --------------------------৪৩

প্রশ্ন : كتاب কে কিতাব করে নামকরণের কারণ কি? --------------------------------৪৪

প্রশ্ন : الطهارة শব্দটিকে কয়ভাবে পড়া যায় এবং অর্থ কি? ------------------------------ ৪৪

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবটিকে كتاب الطهارة দ্বারা শুরু করলেন কেন? -----------৪৪

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. طهارة এর অনেক প্রকার থাকা সত্ত্বেও এ শব্দটি একবচন উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করেছেন কেন? ------------- ৪৪

প্রশ্ন : গ্রন্থকার كِتَابُ الطَّهَارَةِ তথা তাহারাত অধ্যায়কে সকল অধ্যায়ের পূর্বে আনলেন কেন? ৪৪

প্রশ্ন : "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ..... الخ" আয়াতে কারীমা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থকার কিতাবের শুরুতে আয়াত এনেছেন কেন? ---------------৪৫

প্রশ্ন : فَالتَّعْقِيْبُ فِىْ قَوْلِهٖ فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ------------------------৪৬

প্রশ্ন : فرض শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ------------------------------------৪৭

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রশ্ন করে, স্বয়ং গ্রন্থকারই সামনে উল্লেখ করবেন- "দাঁড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয", অথচ আয়াত সেকথা বুঝায় না, এর জবাব কি? --------------------------৪৭

প্রশ্ন : বেকায়া গ্রন্থকার وضو এর বিষয়টিকে গোসল এবং অন্যান্য বিষয়ের আগে কেন বর্ণনা করেছেন৪৭

প্রশ্ন : ওযু-গোসলের শাব্দিক বিশ্লেষণ উল্লেখ কর?
غسل শব্দের অর্থ : ------------------------৪৭
প্রশ্ন : ইজার ও কানের মধ্যবর্তী স্থান ধৌত করার মধ্যে কী মতভেদ রয়েছে উল্লেখ কর। -------৪৮
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ---৪৮
প্রশ্ন : ইমাম শামসুল আইম্মাহ হালওয়ায়ী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ---------------------------৪৮
প্রশ্ন : وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ এর মাঝে ইমামদের মতভেদ বর্ণনা কর। ----৪৯
পা ধৌত করতে হবে কি-না? ---------------৪৯
কনুই ও টাখনুসহ ধৌত করতে হবে কি-না? --৫০
الى-এর ব্যাপারে মাযহাব কয়টি ও কি কি? ---৫০
প্রশ্ন : "بِنَاءً عَلَى اَنَّ لِلتَّعْوِيْنِ" এবারত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ------------------------------------৫০
প্রশ্ন : فَهٰذَا الْمَذْهَبُ الرابع দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ----৫০
প্রশ্ন : كعب এর মাসআলার মধ্যে ইমামদের মতভেদ বর্ণনা কর। -----------------------৫২
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর ইমামগণের অভিমত বর্ণনাসহ। -------------৫৩
প্রশ্ন : مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি।
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কর -----৫৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৫৫
প্রশ্ন : مسح (মাসাহ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ----------------------------৫৫
প্রশ্ন : মাথা মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। --------------------৫৫
এ প্রসঙ্গে মাযহাবসমূহ ও তাদের দলিল ------৫৫
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------৫৬
প্রশ্ন : ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দলীলের জবাব দাও ৫৭
প্রশ্ন : الربع দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে কি মতভেদ রয়েছে? --------৫৮
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------৬০
প্রশ্ন : দাড়ি মাসেহ করার হুকুম কি? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। --------------------৬১
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দলিল ----------৬১
ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর দলিল ----------৬১
ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলিলের জবাব --৬১
প্রশ্ন : سنة এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি এবং তার হুকুম কি? -----------------------৬৩
সুন্নতের হুকুম ------------------------------৬৩
প্রশ্ন : উপর্যুক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ------------৬৩
হাত ধৌত করার পদ্ধতি ------------------- ৬৪
প্রশ্ন : উপর্যুক্ত হাদীসটি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে হাত ধোয়ার পূর্বে কোনো অবস্থাতেই পানির পাত্রে দু'হাত প্রবেশ না করানোর ব্যাপারে তো মুতলক (শর্তহীন)। তথাপি ছোট পাত্র না থাকলে ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে বাম হাত প্রবেশ করানোর বৈধতা কিভাবে সাব্যস্ত হল? - ৬৪
প্রশ্ন : অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম মতভেদসহ বর্ণনা কর। --------------------- ৬৫
প্রত্যেক মাযহাবের দলিল ------------------ ৬৫
জমহুরের দলীল ---------------------------৬৬
প্রশ্ন : মিসওয়াকের হুকুম কি? মিসওয়াক করার পদ্ধতি কি, বর্ণনা কর? ---------------------৬৬
প্রশ্ন : কুলি করা, নাকে পানি দেওয়ার বর্ণনা দাও সাথে-সাথে দাঁড়ি ও আঙ্গুলী খিলাল করার অবস্থা বর্ণনা কর। -------------------------৬৬
দাঁড়ি ও আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি --------- ৬৬
প্রশ্ন : মাথা মাসাহের পরিমাণ ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। -------------------- ৬৬
প্রশ্ন : কান মাসাহ করার হুকুম বর্ণনা কর। --------৬৭
প্রশ্ন : ওযুতে নিয়তের হুকুম কি? ইমামদের মতভেদ দলীলসহ বর্ণনা কর। -------------- ৬৯
মাযহাবসমূহের বর্ণনা ---------------------- ৬৯
প্রশ্ন : ওযুর তারতীব নিয়ে ইমামদের মতামত কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও। --------------------- ৭২
মাযহাবসমূহের বিবরণ ---------------------- ৭২
প্রত্যেক মাযহাবের দলিল ------------------ ৭২
ইমামত্রয়ের দলিলের জবাব : --------------- ৭২
প্রশ্ন : ولاء এর অর্থ কি? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। --------৭৫
ইমামগণের মতভেদ ------------------------ ৭৫
প্রশ্ন : مستحبة-এর অর্থ কি? এর হুকুমসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর? ---------------------- ৭৫

www.pathagar.com

প্রশ্ন : শারেহ রহ.-এর অনুসরণে উপরোল্লিখিত عبارت এর ব্যাখ্যাপূর্বক نجس ও نَجَس এর পার্থক্য বর্ণনা কর? ---------------------------৭৭
نجس ও نَجَس এর মধ্যে পার্থক্য -----------৭৭
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------৭৭
প্রশ্ন : নিম্নের ইবারতের বিস্তারিত আলোচনা কর। ·৭৮
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর। --------------------------------- ৭৮
প্রশ্ন : কফ, বমি-এর হুকুম ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। ------------------------------৮২
প্রশ্ন : مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------------------৮৪
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. উক্ত ইবারত দ্বারা কোন্ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন? প্রশ্নটি উল্লেখপূর্বক জবাবটি লিখ। ---------------------------------------৮৪
প্রশ্ন : حكمة غامضة এর বিশ্লেষণ কর। --------৮৬
প্রশ্ন : ইবারতের ব্যাখ্যা কর প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ সহ। -------------------------৮৬
প্রশ্ন : ঘুম, সংজ্ঞাহীনতা ও পাগলের (ওযুর) হুকুম বর্ণনা পূর্বক হাসির প্রকারসমূহের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর? ---------------------------৮৭
প্রশ্ন : হাসি কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার হুকুমসহ বর্ণনা কর। ---------------------------৮৯
হাসির তিনটি স্তর ও হুকুম -------------------৮৯
মাযহাবের বিবরণ --------------------------------৮৯
দলিলের বিবরণ ----------------------------------৮৯
প্রশ্ন : مُبَاشَرَة فَاحِشَة এর সংজ্ঞা কি? ------------৮৯
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। ---------৯০
প্রশ্ন : ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ কর। --------৯০
প্রশ্ন : মহিলাকে স্পর্শ করা ও লিঙ্গ স্পর্শ করার হুকুম বর্ণনা কর। ---------------------------৯০
প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদসহ গোসলের ফরয বর্ণনা কর। ------------------------------৯২
গোসলের ফরযসমূহ ----------------------------৯২
গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয; সুন্নত নয় -------------------------------৯২
মাযহাবের বিবরণ --------------------------------৯২
দলিলের বিবরণ ----------------------------------৯২
প্রশ্ন : গোসলের সুন্নত নিয়ম কি? বিস্তারিত আলোচনা করার পর গোসলের সুন্নতসমূহ লিখ। --------------------------------৯৪
গোসলের সুন্নতসমূহ ------------------------- ৯৪
পা কখন ধুবে -------------------------------- ৯৫
শরীরে পানি ঢালার পদ্ধতি ------------------- ৯৫
প্রশ্ন : বেনী খোলা ও ধোয়া সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনা কর। ---------------------------------- ৯৭
প্রশ্ন : এই ইবারতের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------------------------------৯৭
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------৯৮
প্রশ্ন : انزال منی দ্বারা উদ্দেশ্য কী? হুকুমসহ বর্ণনা কর। ---------------------------------৯৮
বীর্যস্খলনের সময় উত্তেজনা শর্ত কি না? ------৯৮
নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যস্খলনের বিধান। ---------৯৮
প্রশ্ন : المنی এবং المذی এবং الودی এর সংজ্ঞা দাও। -------------------------------৯৯
প্রশ্ন : পানিতে পরিবর্তন আসার প্রক্রিয়া ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। ---------------------১০১
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। ------------------১০১
প্রশ্ন : حشفة কাকে বলে এবং তার হুকুম কি বর্ণনা কর? -----------------------------------১০১
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। ---------১০২
প্রশ্ন : শারেহ রহ. এই আয়াত (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) পেশ করেছেন কেন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। --------------------- ১০২
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর -------------------- ১০২
প্রশ্ন : اِنْقِطَاعُ الدَّمِ এবং جنابة এর মাঝে কি পার্থক্য? তা বিস্তারিত বিবরণ দাও। ---------- ১০৩
প্রশ্ন : مذی মযীর হুকুম কি? বর্ণনা কর। ----------১০৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। --------১০৩
প্রশ্ন : ماء جاری কাকে বলে এবং তার হুকুম কি? বর্ণনা কর। ---------------------------------- ১০৭
প্রশ্ন : উপরিউক্ত মাসআলা شارح এর মত করে বর্ণনা কর। ---------------------------------- ১০৮

www.pathagar.com

প্রশ্ন : مائى المولد এর পরিচয় ও পানির হুকুম বর্ণনা কর? ---------------------------------১১০
প্রশ্ন : কোনো জিনিস দ্বারা ওজু ও গোসল করা জায়েয আছে? ---------------------------------১১০
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------১১১
প্রশ্ন : قوله : او بالطبخ কার উপর عطف হয়েছে এবং এর অর্থ কি? ---------------------------১১১
প্রশ্ন : ماء راكد এর বিধান ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর? ---------------------------------১১৩
প্রশ্ন : বর্ণিত ইবারতটি শারেহ রহ.-এর অনুকরণে তাতে উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তর এর বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা কর। ---------------------------------১১৩
মহিউস সুন্নাহ এর পরিচয় ------------------১১৩
হানাফীদের উপর একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ---১১৪
بير بالوعة এর পরিচয় ---------------------১১৪
প্রশ্ন : কোন্ জনিস দ্বারা পানি مستعمل হয় এবং কোন্ সময় এবং তার হুকুম কি? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। ---------------------১১৬
প্রথম اختلاف। কিসের দ্বারা পানি مستعمل হয় ----------------------------১১৬
দ্বিতীয় ইখতেলাফ : পানি কখন مستعمل (ব্যবহৃত) হয়? ---------------------------১১৬
তৃতীয় ইখতেলাফ : ماء مستعمل এর হুকুম কি? ---------------------------------১১৬
প্রশ্ন : বর্ণিত عبارت টির শারেহ রহ.-এর ব্যাখ্যার মতো ব্যাখ্যা কর। -------------------১১৭
দাবাগত করার পদ্ধতি ----------------------১১৭
دباغة এর হুকুম ----------------------------১১৮
প্রশ্ন : শুকুর ও মানুষের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হবে কি না? বিস্তারিত বিবরণ দাও। -------------------------------১১৮
প্রশ্ন : نافجة المسك এর পরিচয় দাও।
প্রশ্ন : ذكاة এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অতঃপর মৃত পশুর পশম ও হাড় পবিত্র কি-না বর্ণনা কর? -১১৮
মৃত পশুর পশম ও হাড় পবিত্র হওয়ার কারণ -১১৯
ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দলিল ---------------১২০
আহনাফের দলিল ---------------------------১২০
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদ উল্লেখসহ বর্ণনা কর। ----------------------১২০
ইমাম শাফেঈ রহ.-এর দলিল ---------------১২০
আহনাফের দলিল --------------------------- ১২১
দাঁত সম্পর্কিত মাসআলা ------------------- ১২১
প্রশ্ন : উপরিক্ত عبارة দ্বারা شارح রহ.-এর কি উদ্দেশ্য মতভেদসহ বর্ণনা কর। --------------১২২
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------১২৩
প্রশ্ন : কূপ কখন থেকে নাপাক গণ্য হবে ইমামদের অভিমত উল্লেখসহ বর্ণনা কর। --------------১২৩
প্রশ্ন : سور কাকে বলে এবং ইহা কত প্রকার ও কি কি? ---------------------------------১২৪
(১) পাক ------------------------------- ১২৪
(২) নাপাক ----------------------------- ১২৪
(৩) মাকরূহ --------------------------- ১২৪
(৪) মাশকূক (সন্দেহযুক্ত) ----------------১২৪
প্রশ্ন : বর্ণিত ইবারতটি শারেহ রহ.-এর অনুসরণে তাতে প্রশ্ন ও উত্তরের বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা কর। -- ১২৫
প্রশ্ন : نبيذ التمر এর পরিচয় এবং তা দ্বারা ওযুর বিধান কি? ------------------------------ ১২৮

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

প্রশ্ন : تيمم এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাসহ তায়াম্মুমের অর্থ ও হুকুম বর্ণনা কর। ---------১৩০
تيمم এর সংজ্ঞা : ---------------------------- ১৩০
প্রশ্ন : তায়াম্মুম করা যাদের জন্য জায়েয এর বিবরণে জুনুবী ঋতুবতী এবং নিফাসগ্রস্তকে পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হয়েছে অথচ– هُوَطَهُرُ الْمُحْدِثُ বাক্যেই এরা সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, হদছ ছোট হোক বা বড় হোক সকলের উপর محدث শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। এর কারণ কি? ---------- ১৩১
প্রশ্ন : তায়াম্মুম করা কখন, কাদের জন্য জায়েয?-- ১৩১
প্রশ্ন : ঈদের নামায, জুমা ও ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে যাওয়ার ভয়ে تيمم করার হুকুম কি? ------- ১৩২
প্রশ্ন : নিচের মাসাআলা বিশ্লষণ কর। ----------- ১৩৩

প্রশ্ন : তায়াম্মুম করার পদ্ধতি লিখ। -------------১৩৬
কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয : --------- ১৩৬
প্রশ্ন : তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত ফরয কিনা ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ কর। ------- ১৩৭
প্রশ্ন : উপরে উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। ------------------ ১৩৯
প্রশ্ন : ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে কি না? ইমামদের মতভেদ সহ বর্ণনা কর। ------------------------------১৪১
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ করে উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। --------------------১৪১
প্রশ্ন : شك কাকে বলে? তায়াম্মুমকারী নামাযরত অবস্থায় অন্যের কাছে পানি দেখলে এবং পানি দেওয়া না দেওয়ার মধ্যে সন্দিহান হয়ে পড়লে, তায়াম্মুম দ্বারাই নামায পুরা করবে কি? -------------------------- ১৪৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর? -------১৪৩
প্রশ্ন : উপরে বর্ণিত ইবারতের ব্যাখ্যা উল্লেখ পূর্বক مسئلة التحرى এর বর্ণনা দাও। ----------১৪৪
প্রশ্ন : "لمعة الظهر" অর্থ কি? ------------------১৪৫
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর? ------ ১৪৭
প্রশ্ন : হাদাসের জন্য তায়াম্মুম দোহরাবে কি না, ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। ----------১৪৭
প্রশ্ন : জানাবাতের জন্য একবার তায়াম্মুম করার পর ওযূ ভঙের কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করে পানি পেলে কী করণীয়? ----------------------- ১৪৮
প্রশ্ন : উপরে উল্লেখিত সূরতে মাসআলাটি তার হুকুমসহ বর্ণনা কর? ---------------------- ১৫০
প্রশ্ন : اباحة এবং ملكيت এর মধ্যেকার পার্থক্য বর্ণনা কর? -------------------------------- ১৫০
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের রায়সহ বর্ণনা কর? ------------------------------- ১৫০
প্রশ্ন : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক জবাবটি লিখ। ----------------------------১৫১
প্রশ্ন : ধর্মত্যাগের দ্বারা তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে কি না? ইমামদের মতেভেদসহ বর্ণনা কর। --------- ১৫১
প্রশ্ন : পানি তালাশ করা কখন ওয়াজিব এবং কখন ওয়াজিব নয়? বিস্তারিত বর্ণনা দাও? -------- ১৫৩
প্রশ্ন : নিজের বাহনের পানির কথা ভুলে গিয়ে মুসাফির যদি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেওয়ার পর ওয়াক্তের মধ্যে তা স্মরণ হলে তার হুকুম কি মতভেদসহ লিখ। -------১৫৩

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসাহর বিবরণ

প্রশ্ন : جاز بالسنة শব্দ দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর কি উদ্দেশ্য। -----------------------------১৫৪
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারতের দ্বারা কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক উত্তরটি লিপিবদ্ধ করুন। ------------------১৫৪
প্রশ্ন : শারেহ রহ.এর পদ্ধতিতে সূরতে মাসআলাটি লেখ। -------------------------১৫৫
প্রশ্ন : মোজার উপর মাসাহের সুন্নত তরীকা কি? --১৫৭
প্রশ্ন : চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত কয়টি ও কি কি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর? ------ ১৫৭
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশদ ব্যাখ্যা কর? ---- ১৫৭
প্রশ্ন : "طل" শব্দের অর্থ কি? طل দ্বারা মাসাহ জায়েয কি-না? লিখ -----------------------১৫৮
প্রশ্ন : جرموق এর অর্থ ও তার হুকুম বর্ণনা কর। জারমুকের বিধান : -----------------------১৬০
প্রশ্ন : جوربين এর প্রকার ও হুকুম বর্ণনা কর। ---১৬০
প্রশ্ন : طهارة تامه (পূর্ণাঙ্গ তাহারতের) স্বরূপ শারেহ রহ. এর পদ্ধতিতে বর্ণনা কর। -------১৬২
প্রশ্ন : উল্লেখিত বাক্য দুটির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। --------------১৬২
প্রশ্ন : পাগড়ি, টুপি ইত্যাদির উপর মাসাহার বিধান বর্ণনা কর? -------------------------১৬২
প্রশ্ন : মোজার উপর মাসাহর সময়সীমা ইমামদের অভিমত ও দলীলসহ লিখ? ----------------১৬৩
ইমাম মালেক রহ.-এর দলিলের খণ্ডন -------১৬৪
প্রশ্ন : ইমামদের اختلاف সহ মাসাহর মুদ্দতের শুরু সময় লিখ? ----------------------------১৬৪
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুটি বিশ্লেষণ কর? -----১৬৫
প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ----------------------১৬৬

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ------------১৬৯
পট্টির উপর মাসেহের বৈধতার দলিল
প্রশ্ন : ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ ও মোজার উপর মাসাহর মধ্যে পার্থক্য কি? ------------------১৭৩

পরিচ্ছেদ : মাসিক ঋতুস্রাবের বিবরণ

প্রশ্ন : الحيض শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? হায়েয অধ্যায়টি কিতাবুত তাহারাতের শেষে আনলেন কেন? -----------১৭৪
হায়েযের অর্থ ------------------------------১৭৪
প্রশ্ন : حيض এর সর্ব নিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কত দিন? ইমামদের মতভেদসহ বর্ননা কর। ----------------------------------১৭৫
প্রশ্ন : استحاضه ও نفاس এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি? ---------------------১৭৬
প্রশ্ন : كرسف এর পরিচয় ও তার বিধান বর্ণনা কর। ---------------------------------১৭৬
প্রশ্ন : অধিক বয়স্কা মহিলা হলুদ, সবুজ এবং ঘোলাটে রক্ত দেখলে তার কি হুকুম? ------- ১৭৮
প্রশ্ন : طهر متخلل কাকে বলে? অতঃপর ইমামদে মতভেদসহ তার হুকুম বর্ণনা কর। ------------------------------ ১৮০
طهر متخلل-এর বিধান ------------------ ১৮০
ছয় অভিমতের সহজ নকশা -----------------১৮২
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারত দ্বারা কোন্ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন? প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক জবাব লিখ। ----------------------------------১৮৪
প্রশ্ন : كدرة এবং تربيه এর মাঝে কি পার্থক এবং এ দুটির হুকুম কি? লিখ। ---------------------১৮৬
প্রশ্ন : حيض এর রং বর্ণনা পূর্বক হয়েয অবস্থায় নামায ও রোযার বিধান বর্ণনা কর? ----------১৮৬
হায়েযের আহকাম ---------------------------১৮৬
প্রশ্ন : দশদিনের কম সময়ে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে তার কি হুকুম। ------------------------------১৮৭
প্রশ্ন : নামায ও রোযা অবস্থায় হয়েয শুরু হলে তার হুকুম কি? ------------------------------১৮৭
প্রশ্ন : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তাওয়াফের বিধান বর্ণনা কর? ------------------------------১৮৯
প্রশ্ন : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কি? -------------------১৮৯
প্রশ্ন : দশদিন পূর্ণ হওয়ার আগে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে তার হুকুম কি। ------------------------১৯১
প্রশ্ন : রক্ত যদি অভ্যস্ত সময়সীমার আগে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার বিধান কি? ---------------১৯১
প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ করে তার উপর আরোপিত প্রশ্ন এবং উত্তর উল্লেখ কর। ------১৯১
প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদসহ طهر এর সময়সীমা বর্ণনা কর। ------------------------------১৯২
তুহুরের সর্বোচ্চ সময় নিয়ে মতপার্থক্য -------১৯২
প্রশ্ন : শারেহ রহ. এর মত এই ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------------------------------১৯৪
আদত কখন গড়ে উঠে ---------------------১৯৪
ইস্তিহাজার হুকুম --------------------------১৯৬
প্রশ্ন : নিফাস অর্থ কি? --------------------------১৯৭

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন নাজাসাত

প্রশ্ন : ধোয়ার পর নাপাকীর চিহ্ন বাকী থাকলে কি হুকুম? ---------------------------------১৯৯
প্রশ্ন : তরবারী, চামড়ার মোজা ইত্যাদী পাক করার নিয়ম কি? -------------------------------- ১৯৯
প্রশ্ন : নাজাসাতে গলীজা ও খফীফার পরিচয় বর্ণনা কর। ---------------------------------২০০
যে পরিমাণ নাপাক নিয়ে নামায পড়া যায় ----২০১
প্রশ্ন : মাছের রক্তের বিধান কি? ------------------২০৩
প্রশ্ন : গাধা ও খচ্চরের লালার হুকুম কি? ---------২০৩
প্রশ্ন : استنجاء শব্দের অর্থ কি এবং তা কত প্রকার বর্ণনা কর। ---------------------------------২০৫
ইস্তেঞ্জার প্রকারভেদ ---------------------------২০৫
প্রশ্ন : নিদ্রা দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয় কেন? --------------২০৬
প্রশ্ন : উপরে বর্ণিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। -----------------------২০৬
প্রশ্ন : ঢিলা ও পানি ব্যবহার ও হাড্ডির দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার হুকুম কি? --------------------২০৭

www.pathagar.com

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় : নামায

অধ্যায় : সালাত

প্রশ্ন : সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ---------------------------------- ২০৯
পারিভাষিক অর্থ -------------------------- ২০৯
প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত শব্দসমূহের অর্থ উল্লেখ কর? ------ ২০৯
مقياس – শাব্দিক অর্থ --------------------- ২১০
প্রশ্ন : وقت زوال ও فئ زوال এর উদ্দেশ্য কী? ----২১০
প্রশ্ন : الشفق এর পরিচয়। --------------------২১২
প্রশ্ন : বিতরের নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা কর। -----------------২১২
ফজরের মুস্তাহাব সময় ----------------------২১২
যোহরের মুস্তাহাব সময় -------------------- ২১২
আছরের মুস্তাহাব সময় --------------------- ২১২
মাগরিবের মুস্তাহাব সময় -------------------২১২
এশার মুস্তাহাব সময় -------------------------২১২
বিতিরের মুস্তাহাব সময় -------------------- ২১২
প্রশ্ন : সূর্য উদিত হওয়ার সময়, দ্বি-প্রহরের সময় ও অস্ত যাওয়ার সময় নমাজের হুকুম কি? ----২১৪
নিষিদ্ধ সময়ে নামাযের বিধান ------------- ২১৪
প্রশ্ন : উপরিউক্ত মাসআলাটি শারেহের পদ্ধতিতে বর্ণনা কর। ------------------------------- ২১৪
প্রশ্ন : সূর্য উদিত হওয়ার সময় ফজরের নামাযের বিধান বর্ণনা কর। ----------------------- ২১৪
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এর উপর আরোপিত আপত্তি এবং তার জবাব উল্লেখ কর? -------------- ২১৪
প্রশ্ন : যখন ইমাম জুমআর খুতবার জন্য আসে তখন নফল নামাযের বিধান কি? ------------ ২১৬
প্রশ্ন : দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়ার বিধান কি? --------------------------------- ২১৬

পরিচ্ছেদ : আযান

প্রশ্ন : আযানের অর্থ কি? আযানের ইতিকথা লিখ? ২১৮
আযানের ইতিকথা -------------------------২১৮
আযান ও ইকামতের শব্দাবলী বলার নিয়মাবলী --------------------------------২১৮
প্রশ্ন : طرب ও ترنم দ্বারা উদ্দেশ্য কি? -----------২১৮
প্রশ্ন : ترجيع এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর। ---২১৮
প্রশ্ন : আযানের অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ? -------------------------------২১৯
প্রশ্ন : মুকীম এবং মুসফিরের জন্য আযান ও ইকামাতের হুকুম কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও। ২১৯
প্রশ্ন : মুহদিস এবং জুনুবী ব্যক্তির আযানের হুকুম কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও। ----------------২১৯
প্রশ্ন : ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়ার বিধান কী এবং তাতে ফকীহগণের মাঝে কি মতভেদ? --২২০
প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের নিকট আযানের শব্দ কয়টি? দলীলসহ বর্ণনা কর। ---------------২২০
প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের নিকট ইকামতের শব্দ কয়টি? দলীলসহ বিবরণ দাও। -------------২২১
প্রশ্ন : ইমাম ও মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে এবং কখন নামায শুরু করবে? -------------------------২২১
প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত উল্লেখ পূর্বক মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------------------------- ২২২
প্রশ্ন : تثويب এর সংজ্ঞা ও হুকুম উল্লেখ কর? --- ২২৪
প্রশ্ন : মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে? ----------------------২২৬

পরিচ্ছেদ : নামাযের শর্তাবলী

প্রশ্ন : شرط এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? ----------------------------- ২২৮
প্রশ্ন : ثوب এবং مكان দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ------- ২২৮
প্রশ্ন : পুরুষের সতর কতটুকু? বর্ণনা কর। -------২২৮

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অন্ধকার রাতে কিবলা অজ্ঞাত হলে কিভাবে জামা'আতে নামায পড়বে? ---------------- ২২৯
প্রশ্ন : ইবারত বিশ্লষণ পূর্বক মুসান্নিফ রহ. এর উপর উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব উল্লেখ কর। -------------------------------------২৩১
একটি বিভ্রান্তি ও তার অবসান -------------২৩১

পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের বিবরণ

প্রশ্ন : নিয়তের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ। -------------------------------২৩২
আরেকটি মাসআলা --------------------- ২৩৩
প্রশ্ন : রোকন ও শর্তের মাঝে পার্থক্য কি? -------২৩৩
তাহরীমার হুকুমের মধ্যে কি মতবিরোধ রয়েছে এবং رفع اليدين এর হুকুম কি? -----২৩৩
তাহরীমার বিধানের اختلاف। ---------------২৩৩
رفع اليدين: এর হুকুম --------------------২৩৪
প্রশ্ন : তাকবীরে তাহরীমার ব্যাপারে ইমামদের কি মতামত বিস্তারিত বিবরণ দাও? ------------ ২৩৪
প্রশ্ন : "فيما تكرر" এর বিশ্লেষণ কর। ---------২৩৬
প্রশ্ন : "السلام" শব্দ উচ্চারণের বিধানে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ কর? --------------------- ২৩৭
প্রশ্ন : تعديل الاركان দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার হুকুমের মধ্যে اختلاف কি? বর্ণনা কর। ----- ২৩৮
প্রশ্ন : ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য কি? -----২৩৯
প্রশ্ন : হাত উঠানো দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ----------- ২৪০
প্রশ্ন : ফার্সিতে কিরাত পড়ার ব্যাপারে ইমামদের কি অভিমত? বর্ণনা কর? ------------------- ২৪০
প্রশ্ন : নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে দলিলসহ লিখ।২৪২
প্রশ্ন : ذكر مسنون এর উদ্দেশ্য কি? ------------২৪২
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের ইখতিলাফসহ ব্যাখ্যা কর --------------------২৪২
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ব্যাখ্যা কর। ---------২৪৪
প্রশ্ন : মহিলার সাজদার নিয়ম বর্ণনা কর। --------২৪৪
প্রশ্ন : উত্তম তাশাহহুদ কোনটি? -------------------২৪৬
প্রশ্ন : সালামের সুন্নত তরীকা কি? ---------------২৪৬
প্রশ্ন : কোন কোন নামাযে উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়বে? ------------------------------২৪৮
প্রশ্ন : مخافة ও جهر এর পরিমাণ উল্লেখ কর? ---২৪৮
প্রশ্ন : শারেহ রহ. এই ইবারতের দ্বারা কি জবাব দিয়েছেন প্রশ্ন এবং জবাব উল্লেখ কর? -------২৪৮
প্রশ্ন : মুক্তাদির কিরাত পড়ার বিধান কি? ---------২৫০
প্রশ্ন : উক্ত ইবারত দ্বারা শারেহ রহ. কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন? প্রশ্নটি উল্লেখপূর্বক উত্তর লিখ -------------------------------- ২৫০
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদসহ জামা'আতের বিধান বর্ণনা কর। --------------------------------- ২৫২
প্রশ্ন : ইমামতির জন্য সর্বাধিক হকদার কে? ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর। ----------------২৫২
প্রশ্ন : মহিলাদের জামা'আত পড়ার বিধান বর্ণনা কর। --------------------------------- ২৫২
প্রশ্ন : তায়াম্মুমকারীর পিছনে অজুকারীর ইকতিদার হুকুম কি? --------------------------------২৫৩
প্রশ্ন : স্ত্রীলোক ও নাবালক শিশুর ইমামতির বিধান কি? ---------------------------------২৫৩
প্রশ্ন : ইবারতের বিশ্লেষণ কর। -----------------২৫৫
মুকতাদি একজন থেকে বেশি হলে করণীয় ---২৫৫
প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর? -------------২৫৫
প্রশ্ন : شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর পরিচয় ও বিস্তারিত আলোচনা কর? ----------------২৫৭
প্রশ্ন : شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর ব্যাপারে শারেহ রহ.-এর পক্ষ থেকে ফুকাহায়ে কেরামের উপর উত্থাপিত প্রশ্ন উল্লেখ কর। ------------------------------ ২৫৯
প্রশ্ন : শারেহ রহ.-এর পক্ষ থেকে মুসান্নিফ রহ. -এর উপর উত্থাপিত প্রশ্ন বিশদভাবে উল্লেখ কর? ----------------------------------২৫৯
প্রশ্ন : এই ইবারতে উল্লেখিত উত্তরটির বর্ণনা দাও ২৬০
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------২৬২
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতগুলোর ব্যাখ্যা কর। ------- ২৬২
প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত বর্ণনাসহ ইবারতের বিশ্লেষণ কর। --------------------------------২৬৩

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত উল্লেখসহ উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ---------------- ২৬৩
প্রশ্ন : ইমাম মুনফারিদ ও মুকতাদীর হাদাস হলে তার হুকুম কি? ------------------------- ২৬৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------২৬৪

পরিচেছদ ঃ নামাযের মধ্যে হাদাছ হওয়া

প্রশ্ন : নামাযের মাঝে হাদাছ ঘটলে কি করণীয়? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। -------- ২৬৬
প্রশ্ন : বারো মাসআলা বিধানসহ বর্ণনা কর। -----২৬৮
প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর? -------------২৬৯
প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ---------------------------- ২৬৯
প্রশ্ন : ইমাম কিরাত পাঠকালে আটকে গেলে তার হুকুম কি? -------------------------------২৭১
প্রশ্ন : রুকুতে বা সাজদায় হাদাছ হলে তার হুকুম কি? -------------------------------২৭২
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------২৭২
প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর? -----------২৭৩

পরিচ্ছেদ : নামায ভঙ্গকারী ও নামাযের মাকরূহসমূহ

প্রশ্ন : ভুলে কথা বললেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিধান কি? ---------------------২৭৫
প্রশ্ন : উপরোল্লিখিত মাসআলাটি শারেহ রহ.-এর ন্যায় বর্ণনা কর? ----------------------- ২৭৬
প্রশ্ন : عمل كثر এর পরিচয় দাও? -------------২৭৬
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ------------------------ ২৭৮
প্রশ্ন : মুসল্লী নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান লেখ। -----------------------২৭৮
প্রশ্ন : مسجد শব্দের বিশ্লেষণ কর? ------------ ২৭৮
ছোট মসজিদের পরিচয় ----------------------২৭৮
প্রশ্ন : সুতরার বিধান কি? -----------------------২৮১
প্রশ্ন : سدل এর অর্থ ও বিধান কি? --------------২৮১
প্রশ্ন : التفات অর্থ এবং তার হুকুম কি? ---------২৮১
প্রশ্ন : ইমাম একা মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানোর বিধান কি? --------------------------------- ২৮৩
প্রশ্ন : ছবির হুকুম বর্ণনা কর। ------------------২৮৩
প্রশ্ন : ثياب البذلة দ্বারা কি উদ্দেশ্য এবং তা পরিধান করে নামাজ পড়ার হুকুম কী? -------২৮৩
প্রশ্ন : মসজিদ কারুকার্য করার বিধান কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও। ------------------- ২৮৩

পরিচ্ছেদ ঃ বিতর এবং নফলসমূহ

প্রশ্ন : বিতর নামাযের শরয়ী হুকুম বর্ণনা কর। ----২৮৩
সুন্নত হওয়ার দলীল -----------------------২৮৩
আহনাফের দলীল ---------------------------২৮৩
বিতরের রাকাআতে ইমামদের মতভেদ ------ ২৮৩
প্রশ্ন : قنوت এর হুকুম সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ----- ২৮৩
প্রশ্ন : নফল নামায পড়ার নিয়ম ও বিধান বর্ণনা কর। ---------------------------------২৮৬
নফল শুরু করার পর তা ভেঙ্গে দিলে তার বিধান ---------------------------------২৮৬
প্রশ্ন : مسائل ثمانية এর বিস্তারিত বিবরণ দাও। ২৮৮
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------- ২৯০
চিত্রে কিরাত পাঠ করা না করার সূরতসমূহ ---২৯১

পরিচ্ছেদ : সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ ও ইস্তিসকার নামায

প্রশ্ন : তারাবীহ নামাযের রাকা'আত ও বিধানসহ আলোচনা কর। ------------------------- ২৯৫
প্রশ্ন : كسوف এবং خسوف এর অর্থ লিখ। -------২৯৬
প্রশ্ন : استسقاء নামাযের বিধান কি? ----------২৯৬

পরিচ্ছেদ : ফরযের জামাআত পাওয়া প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর? ------------- ২৯৬
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------- ২৯৯
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। -------- ২৯৯
প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ----------------২৯৯
প্রশ্ন : উপরোক্ত عبارت দ্বারা শারেহ রহ. এর কি উদ্দেশ্য? ---------------------------------৩০১
প্রশ্ন : ফজরের সুন্নত তরক করার হুকুম কি? ------৩০৩
ফজরের সুন্নতের কাযা ----------------------৩০৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৩০৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৩০৫
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৩০৫

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : কাযা নামায

প্রশ্ন : قَضَاءُ الْفَوَائِتِ সম্পর্কে আলোচনা কর। --৩০৬
কাযা নামাযে তারতীবের হুকুম ------------ ৩০৭
প্রশ্ন : ইমামদের মতামত বর্ণনাসহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ---------------------------- ৩০৭
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ----------৩০৭
প্রশ্ন : সময় সংকীর্ণ হয়ে গেলে তারতীবের বিধান বর্ণনা কর। ------------------------------ ৩০৯
প্রশ্ন : উপরোক্ত মাসআলাটির সূরত বর্ণনা কর। --৩১১
প্রশ্ন : ইমাম সারাখসী কে ছিলেন? --------------৩১১
প্রশ্ন : উপরোক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ---৩১১

পরিচ্ছেদ : সাজদায়ে সাহু

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে সিজদায়ে সাহুর হুকুম বর্ণনা কর। --------------------------------৩১২
সাজদায়ে সাহু কখন করা উত্তম ------------৩১২
প্রশ্ন : تشهد এর পর অতিরিক্ত কিছু পড়লে তার বিধান কি? --------------------------------- ৩১৪
মুক্তাদীর ভুলের কারণে সাজদা সাহুর বিধান - ৩১৪
মাসবুকের সিজদায়ে সাহুর বিধান ---------- ৩১৪
শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গেলে বিধান --- ৩১৪
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? ----------৩১৪
ইমাম পঞ্চম রাকাতে দাঁড়ানোর পর তার ইক্তিদার বিধান -------------------------- ৩১৬
প্রশ্ন : মুসান্নিফের উপর উথাপিত প্রশ্ন এবং শারেহ রহ. এর পক্ষ থেকে তার উত্তর উল্লেখ কর। - ৩১৭

পরিচ্ছেদ : রুগ্ন ব্যক্তির নামায

প্রশ্ন : ফরজ ও নফল নামাযে রুগ্ন ব্যক্তির দাঁড়ানোর হুকুম বর্ণনা কর। -------------- ৩১৯
দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার সূরত ------------- ৩১৯
প্রশ্ন : সাজদা করতে অক্ষম হলে তার হুকুম কি? - ৩২১
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর -----------৩২৩
মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গ দ্বারা ইশারায় নামায পড়ার বিধান --------------------------------৩২৩

পরিচ্ছেদ : তিলাওয়াতে সাজদা

প্রশ্ন : সাজদায়ে তেলাওয়াতের পরিচয় দাও। ---- ৩২৫
তিলাওয়াতে সাজদা করার পদ্ধতি ---------- ৩২৫
সাজদায়ে তিলাওয়াত যার উপর ওয়াজিব ---- ৩২৫
সাজদার আয়াতসমূহের বিবরণ ------------- ৩২৫
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------৩২৮
প্রশ্ন : এক মজলিসে এক আয়াত বার বার তেলাওয়াত করলে হুকুম কি? ----------------৩২৮

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামায

প্রশ্ন : মুসাফিরের সংজ্ঞা উল্লেখ পূর্বক মুসাফিরের জন্য নামায ও রোযার বিধান বর্ণনা কর। ---- ৩৩২
মধ্যম পন্থায় চলার সীমারেখা ---------------৩৩২
মুসাফিরের জন্য নামায-রোযার বিধান ------- ৩৩২
প্রশ্ন : পাপের উদ্দেশ্যে সফর করলে তার বিধান কি? ------------------------------ ৩৩২
প্রশ্ন : মুসাফিরের জন্য নামায কসর করা رخصة না عزيمة? ---------------------------৩৩৪
প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার বিধান কি? ------------------------ ৩৩৬
প্রশ্ন : الوطن এর পরিচয় ও প্রকার উল্লেখ কর। ---৩৩৬
الوطن لاصلى এর পরিচয় ----------------৩৩৬
الوطن الاقامة এর পরিচয় -----------------৩৩৬
وطن سفر এর পরিচয় --------------------৩৩৬

পরিচ্ছেদ ঃ জুমআর নামায

প্রশ্ন : জুমু'আর পরিচয় দাও? -------------------৩৩৮
প্রশ্ন : জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার এবং আদায় করার শর্ত কতটি এবং কি কি? উল্লেখ কর।---৩৩৮
জুমু'আর নামায আদায় হওয়ার শর্তাবলী ----- ৩৩৮
প্রশ্ন : শহরের সংজ্ঞা, খুৎবা এবং জামাতে মানুষের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ কি? উল্লেখ কর। ------------------------------৩৩৯
خطبة এর ব্যাপারে اختلاف ---------------৩৪১
جماعة সম্পর্কে اختلاف -------------------৩৪১
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৩৪১
প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত বর্ণনাসহ উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -------------------- ৩৪১
প্রশ্ন : যে ব্যক্তি শহরে একবার যোহরের নামায আদায় করার পর জুমু'আর জন্য যায়, ইমামগণের মতভেদ সহ তার হুকুম বর্ণনা কর। ------------------------------ ৩৪৩

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এর উপর প্রথম আযানের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন তার জবাব বিস্তারিত বিবরণ দাও। ---------------------------৩৪৩

পরিচ্ছেদ : দুই ঈদের বিবরণ

প্রশ্ন : ঈদ ও জুমু'আর নামাযের সামঞ্জস্যতা বর্ণনা কর। ---------------------------৩৪৪
প্রশ্ন : ঈদের দিনের সুন্নতগুলো লিখ ------------- ৩৪৫
প্রশ্ন : مصلى দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বর্ণনা কর। -----৩৪৫
প্রশ্ন : তাকবীরের বিধান কি? বর্ণনা কর। --------৩৪৫
প্রশ্ন : দুই ঈদের নামজ একত্রিত হলে কি করণীয়? শারেহ্ রহ. এর অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর। -------৩৪৫
প্রশ্ন : ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি ও সময় বর্ণনা কর। --------------------------- ৩৪৫
প্রশ্ন : ঈদের জামা'আত ছুটে গেলে তা কাযা করার বিধান কি? --------------------------- ৩৪৭
ঈদের নামাযের ওয়াক্ত ---------------------৩৪৭
প্রশ্ন : ايام تشريق কি তার হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর ------------------------------ ৩৪৭
তাকবীরে তাশরীকের হুকুম ---------------৩৪৮
তাকবীরে তাশরীক এর শব্দাবলী ------------ ৩৪৮
تكبير التشريق এর সময় ---------------৩৪৮

পরিচ্ছেদ : ভয়কালীন নামায

প্রশ্ন : صلوة الخوف এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ কর। ------------------------------ ৩৪৮
নামায পড়ার পদ্ধতি ----------------------৩৫০

পরিচ্ছেদ : জানাযা

প্রশ্ন : জানাযার পরিচয় পূর্বক মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্য করণীয় সুন্নত বর্ণনা কর। ---------------------------৩৫২
মৃত্যুকালীন করণীয় সময়ে সুন্নত ------------ ৩৫২
মৃত্যুর পর করণীয় ------------------------ ৩৫২
প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার তরীকা কি ও গোসল দেওয়ার পরবর্তী করণীয় বর্ণনা কর।- ৩৫২
গোসল দেওয়ার তরীকা -------------------৩৫২
গোসলের পর করণীয় ------------------- ৩৫২
প্রশ্ন : কতটুকু পরিমাণ কাফন সুন্নত এবং কি পরিমাণ দ্বারা পুরুষ ও মহিলার জন্য সেটা যথেষ্ট হবে লিখ। অতঃপর উভয়ের কাফনের পদ্ধতি লিখ। ----------------৩৫২
কাফনের সুন্নত -------------------------৩৫৪
কাফন পরানোর তরীকা -------------------৩৫৪
প্রশ্ন : নামাযে জানাযার বিধান কি? -------------৩৫৪
প্রশ্ন : নামাযে জানাযার ইমামতির অধিক হকদার কে? ------------------------------৩৫৪
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুটি বিশ্লেষণ কর। ----৩৫৬
মসজিদের বাইরে লাশ রেখে মসজিদে জানাযা পড়ার বিধান ------------------------------৩৫৮
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো বিশ্লেষণ কর। -----৩৫৮
সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম ৩৫৮
দারুল হরব থেকে কাফির সন্তানকে দারুল ইসলামে কয়েদ করে নিয়ে আসার পর মরে গেলে তার বিধান ------------------------৩৬০
প্রশ্ন : কবরে নামায পড়ার বিধান ---------------৩৬০
প্রশ্ন : জানাযা বহনের সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা কর। --৩৬০
লাশ কবরে রাখার তরীকা -------------------৩৬০
কবর উচু বা সমান সমান করার বিধান-------৩৬০

পরিচ্ছেদ : শহীদ

প্রশ্ন : উপরে উল্লেখিত عبارت এর ব্যাখ্যা কর। --৩৬২
শহীদের সংজ্ঞা -------------------------৩৬২
প্রশ্ন : শহীদের গোসলের হুকুম উল্লেখ কর। -----৩৬৫

পরিচ্ছেদ : কা'বা শরীফে নামায প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : কা'বার নামকরণের কারণ লিখ। -----------৩৭১
প্রশ্ন : কাবা শরীফের ভিতরে নামাযের বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর। ------------------৩৭১
কা'বা শরীফের ভিতরে জামাতে নামায পড়ার তরীকা --------------------------৩৭১
কাবা শরীফের উপরে নামায পড়ার বিধান ---৩৭২
কা'বা শরীফের চতুপার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায পড়ার বিধান ------------------------৩৭২

www.pathagar.com

كِتَابُ الزَّكٰوةِ
অধ্যায় : যাকাত

প্রশ্ন : জাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ পূর্বক زكوة এর নামকরণের কারণ বর্ণনা কর। ---------------------------------৩৭৪
زكوة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ----------------৩৭৪
যাকাতের নামকরণ -------------------------৩৭৪
প্রশ্ন : نصاب দ্বারা উদ্দেশ্য কি? نما - حول এবং حاجة এর অর্থ লিখ? ----------------------৩৭৪
প্রশ্ন : যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কয়টি? -----৩৭৫
প্রশ্ন : মালে যিমারের পরিচয় দাও ---------------৩৭৭
প্রশ্ন : যাকাতের মাঝে নিয়তের বিধান উল্লেখ কর -৩৭৯
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর ----৩৭৯

পরিচ্ছেদ ধন-সম্পদের যাকাত

প্রশ্ন : উপরোল্লিখিত জন্তুর পরিচয় ও উটের যাকাতের বর্ণনা দাও। ----------------------৩৮১
سائمة এর পরিচয় ---------------------------৩৮১
حقه এর পরিচয় -----------------------------৩৮১
জায'আর পরিচয় ----------------------------৩৮১
উটের নিসাব ও যাকাতের সার সংক্ষেপ ------৩৮১
প্রশ্ন : উপরে উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর অর্থ লিখ। -৩৮৩
عوامل এর পরিচয় ---------------------------৩৮৩
عوامل এর হুকুম ----------------------------৩৮৩
حوامل এর পরিচয় ---------------------------৩৮৩
حوامل এর হুকুম ----------------------------৩৮৩
علوفه এর পরিচয় ---------------------------৩৮৩
حمل এর পরিচয় -----------------------------৩৮৩
فصيل এর পরিচয় ---------------------------৩৮৩
عجيل এর পরিচয় ---------------------------৩৮৩
প্রশ্ন : البغاء এর পরিচয় বর্ণনা কর। ------------৩৮৭
রাষ্ট্রদ্রোহীরা যাকাতের মাল ছিনতাই করে যথাস্থানে খরচ না করলে তার বিধান -------৩৮৯
প্রশ্ন : তাগলাবীর পরিচয় দাও। ------------------৩৯২
প্রশ্ন : الاصل فى هذا দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ---------৩৯৪
প্রশ্ন : স্বর্ণ, রৌপ্যের নিসাব বর্ণনা কর। ----------৩৯৪
كسور তথা নিসাবদ্বয়ের মধ্যবর্তী বস্তুর যাকাতের বিধান ---------------------------৩৯৬
খাদযুক্ত রৌপ্যের যাকাতের বিধান -----------৩৯৬
বছরের মাঝে সম্পদ ঘাটতি হলে তার যাকাতের বিধান ---------------------------৩৯৬
স্বর্ণ রৌপ্য উভয়টি থাকলে তার যাকাতের বিধান ---৩৯৬

পরিচ্ছেদ : উশর গ্রহণকারী সম্পর্কে

প্রশ্ন : যাকাত প্রদানের দাবী করলে তার হুকুম কি? ৩৯৭
যে সব বিষয়ে জিম্মির দাবি মেনে নেওয়া হবে ৩৯৯
মুসলমানের যাকাত ও বিধর্মীদের থেকে গ্রহণ করা সম্পদের বিধান ----------------------৩৯৯
ট্যাক্সের পরিমাণ ----------------------------৩৯৯
প্রশ্ন : ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। --------------------------৪০১
প্রশ্ন : بضاعة এর পরিচয় লিখ। ---------------৪০১

পরিচ্ছেদ : খনিজ সম্পদ

প্রশ্ন : ركاز ও معدن ও كنز এর সংজ্ঞা দাও। ----৪০৩
ركاز এর আভিধানিক অর্থ -----------------৪০৩
ركاز ، كنز ও معدن-এর হুকুম -------------৪০৩

পরিচ্ছেদ : উৎপন্ন ফসলের যাকাত

প্রশ্ন : خارج এর সংজ্ঞা দাও? -------------------৪০৫

পরিচ্ছেদ : যাকাতের ব্যয়খাত

প্রশ্ন : مصارف الزكوة কি কি? উল্লেখ কর। -----৪০৮
প্রশ্ন : مسكين ও فقير এর পরিচয় উল্লেখ কর।
প্রশ্ন : যাকাত আদায়কারীর হুকুম কি? -----------৪০৯
গোলাম আযাদ করার বিধান ----------------৪০৯
ধনী লোকের শিশুকে যাকাত দেওয়ার বিধান ৪০৯
বনী হাশিমকে যাকাত না দেওয়ার বিধান ----৪১১

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : সাদকায়ে ফিতর

প্রশ্ন : সাদকায়ে ফিতরের পরিচয় উল্লেখ পূর্বক তার পরিমাণ বর্ণনা কর। ---------------------- ৪১৩
সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ --------------- ৪১৩
প্রশ্ন : صاع ও رطل এর পরিচয় উল্লেখ কর। ----৪১৩
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------- ৪১৬
স্ত্রী ও বালেগ সন্তানদের সদকা আদায় করার বিধান ---------------------------- ৪১৬
প্রশ্ন : সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় বর্ণনা কর। ----------------------------- ৪১৬

كِتَابُ الصَّوم
অধ্যায় : রোযা

প্রশ্ন : রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং রোযা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও? ----------------------------৪১৭
রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ----৪১৭
প্রশ্ন : ইমামগণের ইখতেলাফ বর্ণনাসহ উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর? ---------------------৪১৯
রোযার নিয়ত করার সময় ---------------------৪১৯
ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল --------------৪১৯
আহনাফের দলীল ----------------------------৪১৯
প্রশ্ন : কোন্ রোযা মুতলাক নিয়ত দ্বারা সহীহ? আর কোন্ কোন্ রোযাতে নির্দিষ্ট নিয়ত করা জরুরী? -----------------------৪২১
প্রশ্ন : সংশয়ের দিন দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এবং সংশয়ের দিন নফল রোযা রাখার বিধান কি? -৪২২
يوم الشك এর হুকুম -------------------------৪২২

পরিচ্ছেদ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন : কোন কোন সূরতে রোযার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব? ----------------------৪২৫
প্রশ্ন : কোন কোন সুরতে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব? --৪২৫
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ----------------------------- ৪২৭

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

প্রশ্ন : اعتكاف এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? অতঃপর اعتكاف। এর সময় ও হুকুম বর্ণনা কর? -------------------------৪৩৬
ই'তিকাফ করার সময় ----------------------৪৩৬
ই'তিকাফের হুকুম -------------------------৪৩৬
প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা ই'তিকাফের আমল করেছেন। এর দ্বারা তো ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়ার কথা, সুন্নত নয়। -------------------৪৩৬

كِتَابُ الحَجّ
অধ্যায় : হজ্ব

প্রশ্ন : হজ্বের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কি? এবং হজ্ব কত প্রকার ও কি কি? এবং তন্মধ্যে কোনটি উত্তম? ----------------------------৪৩৮
হজ্বের অর্থ ---------------------------------৪৩৮
পারিভাষিক অর্থ ----------------------------৪৩৮
উত্তম হজ্ব কোনটি --------------------------৪৩৮
প্রশ্ন : হজ্বের আভিধনিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? হজ্ব কার উপর ফরয? ----------------------৪৩৮
প্রশ্ন : হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর। ----৪৩৮
প্রশ্ন : তাৎক্ষণিকভাবে হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমামগনের মতভেদ- মতপার্থক্যের ভিত্তিসহ উল্লেখ কর। ----------------৪৩৯
প্রশ্ন : হজ্ব ফরয হওয়ার সময় উল্লেখ কর। --------৪৪০
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামগণের অভিমতসহ বর্ণনা কর। ----------------৪৪১
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুইটির বিশ্লেষণ কর। ---৪৪২

প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর? ------------- ৪৪২
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা দাও। ------ ৪৪৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ------- ৪৪৫
প্রশ্ন : হজ্বের রোকন সমূহ এবং ওয়াজিব উল্লেখ কর। ----------------------------- ৪৪৫
প্রশ্ন : হজ্বের মাসগুলো বর্ণনা কর। -------------- ৪৪৫
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা দাও। ----- ৪৪৫
প্রশ্ন : মীকাত অর্থ কি? এবং হজ্বের মীকাত কয়টি ও কি? কি? ------------------------------ ৪৪৭
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুইটির বিশ্লেষণ কর। -- ৪৪৮
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------- ৪৪৮
প্রশ্ন : মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার সময় ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম কি? ---------------------- ৪৪৯
ইমাম শাফিঈ রহ. এর অভিমত ------------ ৪৪৯
ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলীল -------------- ৪৪৯
হানাফী, হাম্বলী ও মালিকীদের অভিমত ----- ৪৪৯
তাদের দলীল হল ------------------------ ৪৪৯
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------- ৪৫১
প্রশ্ন : মুহরিম কত প্রকার এবং কি কি? এবং তাদের মধ্যে উত্তম কে? -------------------- ৪৫১
উত্তম ইহরাম পরিধানকারী কে? ------------- ৪৫১
প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় কি কি কার্যাবলি নিষিদ্ধ তা উল্লেখ কর। ------------------------------ ৪৫১
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলির সংঙ্গা দাও। ------- ৪৫২
প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পূর্বক কবিতাটির অর্থ লিখ। --------------------------------- ৪৫২
رفث শব্দের বিশ্লেষণ ------------------------ ৪৫৩
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------- ৪৫৩
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও। --- ৪৫৩
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। ------------------------------ ৪৫৫
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------- ৪৫৫
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও। --- ৪৫৫
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------- ৪৫৬
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও। -- ৪৫৭
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর? ---------- ৪৫৯
প্রশ্ন : নিম্নোক্ত শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও? --- ৪৫৯
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর। ---- ৪৫৯
প্রশ্ন : প্রথম হতে আজ পর্যন্ত কা'বা শরীফ কতবার নির্মান করা হয়েছে? এবং কে কে নির্মান করেছে? ---------------------------- ৪৬১
প্রশ্ন : ইবারতের ব্যাখ্যা করার পর এখানে উহ্য প্রশ্নটি উল্লেখ পূর্বক এর উত্তর দাও। --------- ৪৬২
প্রশ্ন : হাতীম যখন কা'বা শরীফের অংশ তখন সে দিক হয়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না কেন? ---------------------------------- ৪৬২
প্রশ্ন : নিম্মোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও। --- ৪৬৪
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর। ---- ৪৬৬
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর। ---- ৪৬৮
প্রশ্ন : কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি বর্ণনা কর। -------- ৪৭০
প্রশ্ন : হজ্বের মধ্যে কয়টি জামরাহ এবং কি কি? --- ৪৭০
প্রশ্ন : اشعار এর অর্থ কি এবং তার হুকুম কি? ---- ৪৭৩
প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনা সহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ------------------------------- ৪৭৩

পরিচ্ছেদ : হজ্জে কিরান ও তামাত্তু'

প্রশ্ন : তামাত্তু ও কিরান কাকে বলে এবং এ দুই প্রকার হজ্বের মধ্যে পার্থক্য কি? ------------ ৪৭৫
التمتع এর পরিচয় --------------------- ৪৭৫
القران : এর পরিচয় -------------------- ৪৭৫
প্রশ্ন : নিম্মোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও। --- ৪৭৫
প্রশ্ন : পূর্ববর্তী ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ------------ ৪৭৫
প্রশ্ন : হজ্বে তামাত্তু এর পদ্ধতি বর্ণনা কর। -------- ৪৭৭
প্রশ্ন : اشعار এর অর্থ কি? এবং তার বিধান কি? এবং এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে কি মতভেদ? --------------------------------- ৪৭৮
প্রশ্ন : الصام صحيح এবং الصام غير صحيح এর বিশ্লেষণ কর। ------------------------ ৪৮০

পরিচ্ছেদঃ [হজ্বের ব্যাপারে] নিষিদ্ধ কার্যাবলি

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ------------------------------- ৪৮২
প্রশ্ন : যাইতুন ও তিলের তেল ব্যবহার করার বিধান বর্ণনা কর। -------------------------- ৪৮২
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ------------ ৪৮৩
প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। --------- ৪৮৩
প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। --------- ৪৮৪

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ওলামাদের মতভেদ সহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ---------------------------------৪৮৭
প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। --------------------৪৮৭
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর ৪৮৭
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। ৪৮৯
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারত দ্বারা কি উত্তর দিয়েছেন? এবং প্রশ্নটি কি? ---------------- ৪৯০
প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ----------------------------- ৪৯২
প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ---------------- ৪৯৩
প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। -----------৪৯৪
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর কি উদ্দেশ্য? --------------------------------৪৯৫
প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন দাড়ায় এককেটি শিকারের বিপরীতে এক এক রকম প্রাণী নির্ধারনের ভিত্তিটা কি? আকৃতিগত مثل থাকার কারণে? না মূল্যের দিক থেকে অনুরূপ হওয়ার কারণে? ---------------------------৪৯৫
প্রশ্ন : শরী'অতে ক্ষতিপুরণ কত প্রকার ও কি কি? المثل শব্দ দ্বারা এখানে কি উদ্দেশ্য এবং তাতে ইমামদের কি মতবিরোধ রয়েছে? -----৪৯৬
مثل দ্বারা উদ্দেশ্য ও ইমামদের মতবিরোধ -- ৪৯৭
প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। --------৪৯৯
প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. ذبح الحلال বলে মূলত ১টি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো- হেরেম শরীফের সীমানায় শিকার করা, শিকার বা কোনো কিছু হত্যা বা যবাই করা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই নিষিদ্ধ, অথচ মুসান্নিফ রহ. ذبح المحرم বলে এরূপ নিষিদ্ধ কাজকে কেবল মুহরিমের সাথে খাস করে দিয়েছেন। কাজেই কোনো হালাল ব্যক্তি যদি এরূপ কিছু করে, তবে তার হুকুম কি হবে? --৪৯৯
প্রশ্ন : اقسام اربعة দ্বারা কি উদ্দেশ্য? -----------৫০০
প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -------৫০১
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------------------------------৫০৫
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। ----------------------------------৫০৬

পরিচ্ছেদ : বাঁধা দেওয়া

প্রশ্ন : احصار এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? -------------------------------------৫০৯
احصار এর সংজ্ঞা ----------------------------৫০৯
প্রশ্ন : উলামায়ে কেরামের মতামত বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। ----------------------৫০৯
প্রশ্ন : অবরুদ্ধ মুহরিমের দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে লিখ। ----------------------- ৫০৯
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------------------------৫১০
প্রশ্ন : বদলী হজ্বের হুকুম কি? ------------------৫১১
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। --------৫১২
প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------------------------৫১২
প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -----------------৫১৩
প্রশ্ন : ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনাসহ মাসলাটি বিশ্লেষণ কর। --------------------------------৫১৩

পরিচ্ছেদ : [হজ্বের কুরবানির পশু]

প্রশ্ন : هدى শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? --------------------------------৫১৪
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। --------৫১৫
প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -----------------৫১৫
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৫১৫
প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর। ---------৫১৬
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর। ---------৫১৮
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। --------৫১৮
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৫১৮
প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। --------৫১৯
প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর। -----------৫২০
প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর। -----------------৫২০
প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর? -----------৫২০

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিভাষা

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার আমল সংক্রান্ত প্রদত্ত বিধানসমূহ মোট আট প্রকার।

(১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নত, (৪) মুস্তাহাব, (৫) হারাম, (৬) মাকরূহে তাহ্‌রীমী, (৭) মাকরূহে তানযিহী, (৮) মোবাহ্ বা জায়েয।

ফরযের সংজ্ঞা ও হুকুম

যে কাজ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সুনিশ্চিতরূপে করার আদেশ করা হয়েছে, তাকে ফরয বলে। যেমন : কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি।

ফরয দুই প্রকার। (১) ফরযে আইন (২) ফরযে কিফায়া।

ফরযে আইন : যে কাজ প্রত্যেক সাবালক বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমভাবে ফরয, তাকে ফরযে আইন বলে। যেমন– নামায পড়া, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।

ফরযে কিফায়া : যে কাজ কিছুলোক পালন করলে সকলেই গোনাহ্ হতে বেঁচে যায়, তাকে ফরযে কিফায়া বলে; কিন্তু যদি কেউ পালন না করে, তবে সকলেই ফরয তরকের জন্য গোনাহ্গার হবে। যেমন– জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তিকে কাফন-দাফন করা ইত্যাদি। ফরয কাজ যে না করে, তাকে ফাসিক বলা হয় এবং আখিরাতে সে শাস্তির উপযোগী হবে। ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

ওয়াজিবের সংজ্ঞা ও হুকুম : শরী'অতের যে সকল হুকুম দলীলে যন্নী দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সেগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়। ওয়াজিব কাজ ফরযের মতোই অবশ্য কর্তব্য। ফরয তরক করলে যেমনি ফাসেক ও গুনাহ্গার হয়ে যায়, ওয়াজিব তরক করলে তেমনি ফাসেক হয়ে যায় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে; কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হবে না, ফাসেক হবে। যেমন– বেতেরের নামায, কুরবানী, ফিৎরা, ঈদের নামায ইত্যাদি।

সুন্নতের সংজ্ঞা ও হুকুম : যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবাগণ করেছেন, তাকে 'সুন্নত' বলে। সুন্নত দুই প্রকার : (১) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (২) সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ।

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এর সংজ্ঞা ও হুকুম : যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবাগণ সব সময় করেছেন; বিনা ওযরে কোনো সময় ছাড়েন নি, তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ বলে। যেমন– আযান, ইকামত, খতনা, নেকাহ্ ইত্যাদি। সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আমলের দিক দিয়ে ওয়াজিবের মতো অর্থাৎ যদি কেউ বিনা ওযরে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দেয় অথবা ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করে বসে, তবে সে ফাসেক ও গোনাহ্গার হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাছ শাফা'আত হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু ওয়াজিব তরকের গোনাহ অপেক্ষা কম গোনাহ্ হবে আর কখনও ওযরবশত ছুটে গেলে তা কাযা করতে হবে না, অথচ ওয়াজিব ওযরবশত ছুটে গেলে কাযা করতে হবে।

সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ্ -এর সংজ্ঞা ও হুকুম : যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার সাহাবাগণ করেছেন; কিন্তু ওযর ছাড়াও কোনো কোনো সময় ছেড়ে দিয়েছেন, তাকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ বা সুন্নতে যায়েদাহ বলে। এটা করলে সওয়াব আছে, কিন্তু না করলে গুনাহ্ নেই।

মুস্তাহাবের সংজ্ঞা ও হুকুম : যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবাগণ কোনো কোনো সময় করেছেন সর্বদা করেন নি তাকে 'মুস্তাহাব' বলে। এটা করলে সওয়াব আছে, না করলে গোনাহ নেই। **মুস্তাহাবকে নফল বা মান্দুবও বলা হয়।**

www.pathagar.com

হারামের সংজ্ঞা ও হুকুম : যা (دَلِيْل قَطْعِى) দলীলে কতয়ী দ্বারা হারাম বলে প্রমাণিত। হারাম ফরযের বিপরীত। যদি কেউ হারাম কাজ অস্বীকার করে অর্থাৎ যদি কেউ হারাম কাজকে হালাল ও জায়েয মনে করে, তবে সে কাফের হবে। আর যদি বিনা ওযরে হারাম কাজ করে; কিন্তু অস্বীকার না করে অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে না করে, তবে সে কাফের হবে না বরং ফাসেক হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হবে। হারাম কাজ– যেমন : যিনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ইলমে দ্বীন শিক্ষা না করা, নামায না পড়া, যাকাত না দেওয়া, রোযা না রাখা, হজ্ব না করা ইত্যাদি।

মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা ও হুকুম : মাকরূহে তাহরীমী ওয়াজিবের বিপরীত। মাকরূহে তাহরীমী অস্বীকার করলে কাফের হবে না, ফাসেক হবে। যদি কেউ বিনা ওযরে মাকরূহে তাহরীমী কাজ করে, তবে সে ফাসেক হবে এবং আযাবের উপযুক্ত হবে।

মাকরূহে তানযীহীর সংজ্ঞা ও হুকুম : যে কাজ মাকরূহে তানযীহী, তা না করলে সওয়াব আছে; করলে গোনাহ নেই।

মোবাহ বা জায়েয-এর সংজ্ঞা ও হুকুম : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে কাজ করা বা না করার এখতিয়ার দান করেছেন, তাকে মোবাহ বলে। যথা– মাছ-গোশ্ত খাওয়া, দেশ ভ্রমণ করা, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি দর্শন করা ইত্যাদি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَعْرِيْفُ الْفِقْهِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

فِقْه এর আভিধানিক অর্থ : فِقْه শব্দটি بَاب كَرُمَ ও بَاب سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়। بَاب سَمِعَ থেকে এর অর্থ– শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, উন্মুক্ত করে দেওয়া, পরিষ্কার করা। بَاب كَرُمَ থেকে এর অর্থ– ফকীহ হওয়া, শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং ফকীহ ওই ব্যাক্তিকে বলা হয়, যার নিকট শরঈ ইলম উন্মুক্ত হয়ে যায়।

فِقْه-এর পারিভাষিক অর্থ

اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

"কুরআন, হাদীস, ইজমা এই দলিলত্রয়ের মাধ্যমে উৎসারিত শরী'অতের শাখাগত কর্মবিষয়ক মাসায়েল জ্ঞানকে ফিকাহ বলে। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে জায়িয, নাজায়িয, হালাল-হারামের জ্ঞানকে ফিকাহ বলা হয়। আর সুফীগণের মতে ইলম ও আমলকে ফিকাহ বলা হয়।"

مَوْضُوْعُ الْفِقْهِ (ফিকহের আলোচ্য বিষয়)

اَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

"হালাল হারামের দিক বিবেচনায় শরী'অতকর্তৃক অর্পিত বান্দাদের কর্মসমূহ।"

غَرَضُ وَغَايَةُ الْفِقْهِ (ফিক্হের উদ্দেশ্য)

اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ اَىْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

"দোজাহানের সফলতা অর্জন করা অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করা।" দুনিয়ার সফলতা হল, শরঈ হুকুমসমূহের স্তর জেনে নিজে আমল করা ও অপরের সহযোগিতা করা আর আখিরাতের সফলতা হল, অর্জিত ছাওয়াবের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হওয়া।

www.pathagar.com

ফেকাহবিদদের শ্রেণীভাগ

(১) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الدِّيْنِ : এঁরা সে সব ফিকীহ আলিম, যারা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করেন। কারো প্রবর্তিত নীতির অনুসরণে কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বিশ্লেষণ করেন। যথা : চার মাযহাবের প্রণেতা ইমামগণ।

(২) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَذْهَبِ: এঁরা সেসব ফকীহ, যাঁরা ইমাম আবু হানীফা রহ. কর্তৃক নির্বাচিত উসূল ও কায়েদার উপর ভিত্তি করে শরঈ মাসআলা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম ছিলেন। যেমন : ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ রহ.।

(৩) طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَسَائِلِ : এঁরা সেসব ফকীহ, যাঁরা আহলে মাযহাব থেকে কোনো মাসআলার আবিষ্কার না পাওয়া গেলে উক্ত মাসয়ালা কায়দানুযায়ী আবিষ্কার বা উদঘাটন করার ক্ষমতা রাখতেন। যেমন : ইমাম কারখী, তাহাবী, খাচ্ছাফ, সারাখসী, বযদুবী রহ. প্রমুখ।

(৪) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّخْرِيْجِ : এঁরা ওই সব ফকীহ, যারা মুজমাল কথার তাফসীর ও মুহতামাল কথা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যেমন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.।

(৫) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّرْجِيْحِ : এঁরা ওই সব ফকীহ, যাঁরা একই মাসায়ালাতে দুই মতামতের একটিকে প্রাধ্যান্য দান করতে সক্ষম ছিলেন। যেমন : ছাহেবে কুদূরী ও ছাহেবে হিদায়া।

(৬) طَبَقَةُ اَصْحَابِ التَّمْيِيْزِ : সেসব ফকীহ, যাঁরা শক্তিশালী, দুর্বল, রাজেহ, মার্জূহ মতামতে পার্থক্য বিধান করতে সক্ষম ছিলেন। যেমন : কানযুদ্দাকায়েক ও বিকায়ার লেখকদ্বয়।

(৭) طَبَقَةُ الْمُقَلِّدِيْنَ : এঁরা ওই সব ফকীহ, যাদের উপরোল্লেখিত ছয় স্তরের থেকে বর্ণিত মাসায়েল বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। যেমন, বর্তমানকালের সকল মুফতী ও আলিমগণ।

ফিক্হ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামের অভ্যূদয়কাল থেকেই ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্মেষ ঘটে। ওহী নাযিলের সময় থেকেই আকায়িদ, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের শিক্ষা ও অনুশীলন শুরু হয়। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত শরী'অতের যাবতীয় নির্দেশ মুখস্থ রাখতেন। তাই নবুওয়াতের যুগ তথা হিজরী প্রথম শতকে ফেকাহ একটা সুবিন্যাস বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসেবে বিন্যাস্ত ছিল না; তখন এর দরকারও ছিল না। হিজরী দ্বিতীয় শতকে একে শাস্ত্রের আকারে বিন্যাস করা হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. সর্বপ্রথম এ কাজ সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেন। তাই তাঁকে ফিক্হ শাস্ত্রের নৃপতি বলা হয়। সাহাবাদের মধ্যে হযরত উমর রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় শরী'অতের হুকুম আহকাম মৌখিকভাবে শিক্ষা দিতেন। ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়নে তাঁদের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল।

www.pathagar.com

আইম্মায়ে আরবাআহ বা চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম নু'মান, পিতার নাম ছাবিত, উপনাম আবু হানীফা–এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। তিনি ৮০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আনাস রাযি.-সহ চার জন সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এজন্য তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খ্যাতনামা ইমামদের মধ্যে যারা মুজতাহিদ ছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। শৈশবকালে তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। পরে হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার শিক্ষকের সংখ্যা চার হাজার। ৪০ বছর বয়সে ১২০ হিজরীতে শাইখ উস্তাদ হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হন ও ফিক্‌হের ইমাম হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন। সাহাবাদের নিকট হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর খ্যাতিতে বিমুগ্ধ হয়ে তৎকালীন বাদশাহ মনসূর ইমাম সাহেবকে প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় ১৪৬ হিজরীতে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং ১৫০ হিজরীর রজব মাসে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। (ইন্নাঃ) তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই খ্যাত। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

ইমাম মালিক রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম– মালিক, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি 'ইমামু দারুল হিজরত'। পিতার নাম– আনাছ। ইমাম মালিক রহ. ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে হাদীছ শাস্ত্রের উস্তাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত "মুয়াত্তা" হাদীছ শাস্ত্রের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জোরপূর্বক তালাকে বাধ্য করলে উক্ত তালাক পতিত হবে কি না–এ মাসআলায় খলীফা মনসূরের সাথে তার মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ইমাম মালিক রহ. বলতেন : মুকরাহ ব্যক্তির তালাক দিলে তালাক পতিত হয় না। এতে মনসূর ক্ষেপে যায় এবং তাকে জেলখানায় আটক করে নানা ধরনের নির্যাতন চালায়। ফলে তিনি ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মালেকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। তখন বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: মুহাম্মাদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ প্রসিদ্ধ শাফিঈ। ইমাম শাফিঈ রহ. ১৫০ হিজরীতের ইয়ামন মতান্তরে মিনায় জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁকে মক্কা পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি প্রতিপালিত হন। ১৫ বছর বয়সে শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮ হিজরীতে বাগদাদ যান। তথা হতে ১ মাস পরে মিশর যান এবং সেখানেই ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারাফা নামাক স্থানে দাফন করা হয়। শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি খ্যাত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আহমাদ, পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম হাম্বল, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ হাম্বল রহ. ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ফিক্‌হ ও উছূলে ফিকহে তিনি ছিলেন ইমাম শাফেঈর শীর্ষ। খলীফা মুতাছিম বিল্লাহর সময় তাঁকে জেলখানায় যেতে হয় এবং নানা জুলুমের শিকার হতে হয়। তিনি বলতেন : আল্লাহ পাক যেমনি অবিনশ্বর, তেমনি তাঁর কুরআনও অবিনশ্বর; কিন্তু মুতাছিম বিল্লাহ বলত, কুরআন নশ্বর। এ বিরোধিতার ফলস্বরূপ তিনি বহু শাস্তি ভোগ করেন। তার প্রখ্যাত হাদীছের গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে ৪০ হাজার ৩০টি হাদীছ রক্ষিত আছে। এটা সহীহ হাদীস গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। তিনি ১২৫টি মূলনীতির ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সাথে একমত ছিলেন। তার মাযহাবে হাদীছের ইমামের সংখ্যা বেশী। হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ., ইবনে তাইমিয়্যা রহ., ইবনে কায়্যিম রহ. তাঁর মাযহাবের অনুসারী। তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি পরিচিত ও খ্যাত।

www.pathagar.com

ফিক্হ্ শাস্ত্রের কয়েকটি পরিভাষা

ছাহেবাইন : ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-কে একত্রে ছাহেবাইন বলা হয়।

শাইখাইন: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউছুফ রহ.-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়।

তরফাইন : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-কে একত্রে তরফাইন বলা হয়।

বর্তমানে সমাজে ফিক্হ্ প্রণয়নের প্রয়োজনীতা

ইসলামের আদি যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে ফিকহে ইসলামীর চর্চা ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর আমলে এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, তখন ইসলাম আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল আর আরবদের তখনকার জীবন ছিল নেহাৎ সরল-সোজা। তাঁদের প্রয়োজনও ছিল সীমাবদ্ধ তদুপরি তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ﷺ উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া তখন কুরআন মাজীদ নাযিল হতে থাকায় তেমন কোনো সমস্যাও সৃষ্টি হত না। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলেই রাসূলুল্লাহ্ﷺ তার সমাধান করে দিতেন অথবা কুরআন অবতীর্ণ হয়ে এর মীমাংসা করে দিত। এ জন্য তাদের জীবনে কোনো সুসংগবদ্ধ জীবনব্যবস্থা বা আইন শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর ইন্তেকালের পরেই ইসলামের আলোকরশ্মি দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলমানদের দখলে আসে। মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসে এবং নতুন নতুন আদব-কায়দা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। ফলে মানবজীবনে বহু নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে, যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় নি। সমস্যাবহুল মানবজীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সামাজিক ন্যায়নীতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বার্থন্বেষী আমীর-ওমারাহগণ সুযোগ পেয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো আইন-প্রণয়ন ও বিচারকার্য পরিচালনা করে জানসাধারণের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন শুরু করে দেয়। এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণে তাবেঈগণের যুগের শেষ দিকে হক্কানী আলেম সম্প্রদায়ের এক জামাআত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তার মূলনীতি অনুসরণ করে এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন, যা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধানে প্রযোজ্য হবে। তা-ই ফিকহে ইসলামী নামে আজ দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে এই ইসলামী জীবনব্যবস্থার হুকুম-আহকাম নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সমস্যার উদ্ভব হলে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বহু সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্যও বটে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে তা মোটেও সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া স্থান, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত সমস্যাগুলোর বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্নমুখী আয়াত ও হাদীসসমূহের উৎস, শানে নুযুল, পরিবেশের পারস্পরিক সমন্বয় সাধন এবং গবেষণামূলক ব্যাখা দিয়ে তা হতে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য কাজ ছিল না। অতএব, ইসলামকে সহজতর করে সকলের বোধগম্য করাও অনায়াসে সমস্যার সঠিক সমাধান লাভের জন্য একটি ধারাহিক শ্রেণীবদ্ধ আইন-শাস্ত্রের প্রয়োজন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভূত হল। আল্লাহর রহমতে ফিক্হ্ শাস্ত্র উদ্ভাবনে সমাজের সেই অভাব চিরতরে দূরীভূত হয়ে যায়। এরূপ স্থান, কাল, অবস্থা-প্রেক্ষিত, উৎস-পরিবেশ ও পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। এহেন অজ্ঞ অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করে সৎ পথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথপ্রাপ্তীর চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তারা এ সব বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আইন বলতে এই ফিকাহ শাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এ যুগে আমাদেরকে সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান না করে ফিক্হ্ শাস্ত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালাতে হবে। কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করে কি মাসআলা বা কি আইন রচনা করলেন, তা সম্যকরূপে অবগত না হয়ে আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হতে মাসআলা বের করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হবে না। অতএব ফিক্হ্ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করাই বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

خُطْبَةُ الْكِتَابِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ اَجْمَعِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ

সহজ তরজমা

মূল কিতাবের খুতবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর; যারা বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে পবিত্র।

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ (রহ.) তাঁর কিতাবটিকে بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা শুরু করলেন কেন?

উত্তর : কয়েকটি কারণে তিনি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। যথা–

(১) কুরআনে কারীমের অনুসরণে। কেননা কুরআনে কারীম বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

(২) হাদীস শরীফের উপর আমল করে। কারণ, হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা না হয়, তা বরকতশূন্য ও অকল্যাণকর হয়।

(৩) সালফে সালেহীনের অনুকরণে। কারণ, তাঁরা যে কোনো ভালো কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন।

(৪) বিসমিল্লাহর বরকত ও ফযীলত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য। যেমন :

(ক) রাসূলে কারীম ﷺ বলেন,

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِى النَّارِ

যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে কোনো কাজ আরম্ভ করল, তার জন্য শয়তান এমনভাবে গলে যায় (নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন হয়ে যায়), যেমনি আগুনে লোহা গলে যায়।

(খ) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

بِسْمِ اللّٰهِ فَاتِقَةٌ لِلْمَرْتُوْقِ وَمُسَهِّلَةٌ لِلْوَعُوْرِ وَمِجَنَّةٌ لِلشُّرُوْرِ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُوْرِ وَاَمَانٌ فِىْ يَوْمِ النُّشُوْرِ

"বিসমিল্লাহ" বন্ধাত্বের মুক্তিদাতা, জটিলতা ও কঠিনতার সমাধান, অকল্যাণ ও আনিষ্টের জন্য ঢাল স্বরূপ, যাবতীয় বক্ষব্যাধির প্রতিষেধক এবং পুনরোত্থান তথা কিয়ামত দিবসে নিরাপত্তা বিধানকারী।

(গ) "বিসমিল্লাহ" শরীফে ১৯টি হরফ রয়েছে। প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এক একজন ফিরিশতা সৃষ্টি করেন। তাঁরা ওই পাঠকের জন্য কিয়ামতের পরও কল্যাণের দু'আ করতে থাকবেন।

(ঘ) বিসমিল্লাহর বরকত ও কল্যাণ অফুরন্ত-অসীম। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা কলমকে সৃষ্টি করে বলেছিলেন– "আমার অপার কুদরতের কথা লিখ!" তখন কলম সর্বপ্রথম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখেছিল।

www.pathagar.com

(৫) কাফিররা লাত্, উয্যা, মানাত প্রভৃতি অথর্ব প্রতিমার নামে নানা কাজ শুরু করত। এখনও অনেক বিধর্মীরা নিজ নিজ উপাস্যদের নামে কাজকর্ম শুরু করে। মুসান্নিফ রহ. বিস্মিল্লাহ দ্বারা তাঁর কিতাব শুরু করে তাদের ধর্মের অসরতাও প্রমাণ করেছেন। মোটকথা, মুসান্নিফ রহ. বহুবিধ উপকারিতা ও ফযীলত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য কিতাবটিকে বিস্মিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন।

প্রশ্ন : হাদীসে পাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ পাঠের তাগিদ এসেছে। কিন্তু স্বয়ং বিস্মিল্লাহ পাঠও তো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর পূর্বেও কি আরেকবার বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা, তার পূর্বে একবার, তার পূর্বে একবার– এভাবে একের পূর্বে এক বিস্মিল্লাহ্ পাঠের কি প্রয়োজন আছে ?

উত্তর : না, এ ধরনের তাসালসুলের [অনন্তধারার] আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, হাদীসের ভাষ্য كُلُّ اَمْرٍ এর উদ্দেশ্য كُلُّ اَمْرٍ مَقْصُوْدٍ তথা প্রত্যেক উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ। যেমন : এখানে কিতাব রচনাই মূখ্য উদ্দেশ্য; বিস্মিল্লাহ পাঠ করা নয়। কাজেই এভাবে একের পূর্বে এক বিসমিল্লাহ্ পাঠ করার বা লিখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, তা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বস্তুত كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ বলে كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ عَام خُصَّ عَنِ الْبَعْضِ হিসেবে بَالٍ غَيْرِ الْبَسْمَلَةِ الخ উদ্দেশ্য নিলেই উক্ত دَوْر ও تَسَلْسُل [অনন্তধারা] এর মতো নাজায়েয ধারাপ্রবাহ চালু হবে; নতুবা নয়। কাজেই তা বর্জনীয়।

প্রশ্ন : হাদীসে বলা হয়েছে– যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা না হয়, তা লেজকাটা বা অসম্পূর্ণ থাকে; কিন্তু বাস্তবে তো আমরা এরূপ দেখি না ?

উত্তর : হাদীসে পাকে اَبْتَرُ বা اَقْطَعُ শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত। বস্তুত উদ্দেশ্য হচ্ছে, উক্ত কাজ বরকতশূন্য ও অকল্যাণকর হয় ।

প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে হাদীসে পাকের এবারতে তো بِاسْمِ اللّٰهِ মানে আল্লাহর নামের কথা এসেছে। বিসমিল্লাহ শরীফের কথা নয়। তা হলে আপনারা اِسْمُ اللّٰهِ কে "বিস্মিল্লাহ" শরীফে সীমাবদ্ধ করলেন কিভাবে?

উত্তর : প্রথমত উক্ত রিওয়ায়াত আমাদের কাছে স্বীকৃত নয়। আর তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও বলব– এখানে এযাফতটি বয়ানিয়্যাহ। কারণ, যেখানে কুরআনে কারীমের মতো মহাগ্রন্থ বিস্মিল্লাহ শরীফ দ্বারা শুরু করা হয়েছে, সেখানে اِسْمُ اللّٰهِ বলে "বিসমিল্লাহ শরীফ" ছাড়া কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ এর শুরুতে باء এসেছে। কাজেই পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ পাক কুরআনে কারীম باء হরফ দিয়ে শুরু করলেন, অন্য হরফ দিয়ে করলেন না কেন?

উত্তর : কুরআনে কারীম মানবজাতিকে সত্য পথের দিকনির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়। বান্দাকে তার স্রষ্টার সাথে মিলিত করে। কুরআনে কারীম অবতীর্ণের উদ্দেশ্যই তা-ই। ফলে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি হরফ দ্বারা কুরআনে কারীম শুরু করেছেন, যাতে اِلْصَاق তথা কাউকে অন্যের সাথে মিলিয়ে দেওয়া অর্থ রয়েছে। অথচ باء ছাড়া অন্য হরফে এ অর্থ নেই। কাজেই অন্য হরফের পক্ষে অভিযোগটি অমূলক।

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ বাক্যটি তরকীবে কি হয়েছে ?

উত্তর : এখানে باء হরফে জার। اِسْم শব্দটি মুযাফ। اَللّٰه শব্দটি মুযাফ ইলাইহি। এরপর مركب اضافى হয়ে باء হরফে জারের মাজরূর। এরপর جار ও مجرور মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ উক্তিটি অবশেষে متعلق হল কেন?

উত্তর : এটি জার-মাজরূর। আর প্রত্যেক জার-মাজরূরই কোনো فعل বা شبه فعل এর সাথে متلق হয়। অধিকন্তু উক্ত فعل বা شبه فعل তথা এদের মুতা'আল্লাক প্রকাশ্য হলে জার-মাজরূরকে ظرف لغو বলা হয়। কারণ, তখন এগুলো উহ্য فعل এর মুখাপেক্ষী হয় না। আবার উক্ত মুতাআল্লাক উহ্য থাকলে জার-মাজরূরকে ظرف مستقر বলে। কারণ, এগুলো তখন উহ্য فعل এর মুখাপেক্ষী থাকে।

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ উক্তিটি কার সাথে متعلق হয়েছে ? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর : بِسْمِ اللّٰهِ এর متعلق সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। যথা–

(ক) বসরী নাহবীদদের মতে بِسْمِ اللّٰهِ .. الخ এর শেষে বিশেষ একটি ফে'ল (إبتدا) উহ্য রয়েছে। এটি তার সাথেই متعلق হয়ে جمله فعليه গণ্য হবে।

(খ) কূফী নাহবীদের মতে এর متعلق হবে ইসম। যেমন, اِبْتِدَائِىْ ثَابِتٌ بِسْمِ اللّٰهِ... الخ ইত্যাদি। সে মতে অবশেষে এটি جمله اسميه গণ্য হবে।

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ এর মুতা'আল্লাকটি বসরী নাহবীগণ فعل মানলেন কেন?

উত্তর : উক্ত متعلق তথা فعل বা شبه فعل টি তার متعلق তথা জার-মাজরূরের মধ্যে আমল করে। আর আমলের ক্ষেত্রে ফে'লই আসল। বিধায় তারা متعلق হিসেবে فعل কে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : বসরীগণ فعل টি শেষে উহ্য মানলেন কেন ?

উত্তর : মোটামুটি দুটি কারণে তাঁরা মুতা'আল্লাক فعل টি শেষে উহ্য মেনেছেন। যথা–

(ক) فعل টি প্রথমে উহ্য ধরে أَبْتَدِأُ بِسْمِ اللّٰهِ বলা হলে আল্লাহর নামে শুরু করা হয় না। বস্তুত أَبْتَدِأُ শব্দে শুরু করা হয়। ফলে এখানে মূখ্য উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না।

(খ) فعل টি শেষে উহ্য ধরলে বাক্যে তাখসীস বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা হাসিল হয় অর্থাৎ আমেলে উপর মা'মূল মুকাদ্দাম [অগ্রবর্তী] হওয়ায় এ সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নতুবা এ ফায়দা পাওয়া যেত না। যেমন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াতটিতে ك যমীরটি তার আমেল نَعْبُدُ ও نَسْتَعِيْنُ এর পূর্বে আনায় বাক্যে সীমাবদ্ধতা এসেছে। অর্থ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। তদ্রূপ এখানেও অর্থ হবে, একান্ত পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

প্রশ্ন : লেখার সময় بِسْمِ اللّٰهِ এর باء এর মাথা লম্বা রাখা হল কেন?

উত্তর : بِسْمِ اللّٰهِ তো আসলে بِاسْمِ اللّٰهِ ছিল। এরপর অধিক ব্যবহারের কারণে হামযাটি পড়ে গেছে। তারই নিদর্শন হিসেবে باء এর মাথা লম্বা রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, أَبْتَدِأُ ফে'লটি প্রথমে উহ্য ধরলে আল্লাহর নামে শুরু করা হয় না; إِبْتِدَأ শব্দে শুরু করা হয়। তদুপরি আমরা দেখি, আল্লাহর নামে নয় বরং إِسْم দ্বারা শুরু করা হচ্ছে। কাজেই بِاللّٰهِ বলাই তো যথোচিত ছিল।

উত্তর : কথা বটে সত্য। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ না বলে بِاللّٰهِ বললে আসল কথা বুঝা যেত না। কারণ, নিছক تَيَمُّن বা বরকত লাভের জন্যই بِاللّٰهِ বলা হয় না; এ বলে আল্লাহর নামে শপথও করা হয়। তা ছাড়া আল্লাহর নামের সাহায্য ও বরকত লাভের জন্য إِسْم শব্দটি যুক্ত করে بِسْمِ اللّٰهِ বলা হয়েছে; بِاللّٰهِ বলা হয় নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কূফী নাহবীদের মাযহাব অনুসারে بِسْمِ اللّٰهِ .... الخ তারকীব কর?

উত্তর : তাঁদের মতে এখানে باء হরফে জার। اِسْم মুযাফ। اَللّٰهِ শব্দটি মওসূফ। اَلرَّحْمٰنِ প্রথম সিফাত। اَلرَّحِيْمِ দ্বিতীয় সিফাত। এরপর মওসূফ-সিফাত মিলে مركب توصيفى হয়ে اسم মুযাফের মুযাফ ইলাইহি। এরপর মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে مركب اضافى হয়ে باء হরফে জারের মাজরূর। এরপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثَابِتٌ শিব্হে ফে'লের সাথে। ثَابِتٌ এর মধ্যে উহ্য هُوَ যমীর স্বয়ং ثَابِتٌ এর ফায়েল। এরপর شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جمله হয়ে খবর। আর এর পূর্বে اِبْتِدَائِىْ (যা مركب اضافى হয়ে) মুবতদা উহ্য রয়েছে। এরপর মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

প্রশ্ন : বসরী নাহবীদের মাযহাব অনুসারে بِسْمِ اللّٰهِ الخ এর তারকীব কর।

উত্তর : তাঁদের মাযহাব মতেও শাব্দিক তরকীব কূফীদের মতোই। পার্থক্য কেবল متعلق মানার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের মতে بِسْمِ اللّٰهِ .... الخ এর শেষে একটি বিশেষ فعل তথা أَبْتَدِأُ উহ্য রয়েছে। তার সাথে بِسْمِ اللّٰهِ.... الخ মুতা'আল্লিক হবে। এরপর উক্ত اَبْتَدِأُ ফে'ল, তাতে উহ্য هُوَ যমীর ফায়েল এবং متعلق মিলে جمله فعليه خبريه হবে।

প্রশ্ন : খবরটি মুফরাদ হয় না-কি, জুমলা হয়? কারণসহ ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : নিয়ম হল, খবরটি مفرد (একক শব্দ) হওয়া। তা হলে সরাসরি মুবতাদার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। নতুবা তৃতীয় একটি رابطه বা যমীরের মুখাপেক্ষী হতে হয়, যার মধ্যস্থতায় খবরটি মুবতাদার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কারণ, জুমলা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধায় একটি رابطه বা যমীর ছাড়া পূর্বের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। যেমন, زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ এখানে قَامَ اَبُوْهُ বাক্য হওয়ার দরুণ "ه" যমীরের মধ্যস্থতায় একে زَيْدٌ মুবতাদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অবশ্য খবরটি জুমলা হওয়াও জায়েয।

প্রশ্ন : কূফীগণ بِسْمِ اللّٰهِ الخ এর متعلق শুরুতে মানেন কেন?

উত্তর : بِسْمِ اللّٰهِ জার-মাজরূর মিলে তার আমেলের সাথেই متعلق হয়। আর আমেল তার معمول এর উপর মুকাদ্দাম হয়। এজন্য তাঁরা শুরুতে متعلق মানেন।

প্রশ্ন : উহ্য متعلق টি (بِسْمِ اللّٰهِ) জার-মাজরূরটির আমেল হলে তো দুটি আমেল তথা جار ও متعلق একই মা'মূলের উপর আমল করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ একত্রে দুটি আমেল একই মা'মূলের উপর আমল করতে পারে না। এটি নাজায়েয।

উত্তর : আসলে ব্যাপারটি তেমন নয় বরং মুতা'আল্লাকটি জার-মাজরূর উভয়টির আমেল আর জার কেবল মাজরূরের আমেল। সুতরাং দু'আমেলের একই মা'মূল হওয়ার অভিযোগটি অমূলক।

প্রশ্ন : اَللّٰهُ শব্দটি اسم مشتق না اسم جامد বা এ শব্দটি কি পরিবর্তিত নাকি অপরিবর্তিত? বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : বিশুদ্ধ মতানুসারে اَللّٰهُ শব্দটি তার মূল অবস্থায়ই আছে; কোথাও হতে পরিবর্তিত হয়ে আসে নি। এর সমর্থনে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. বলেন– আল্লাহ পাকের সত্ত্বাগত এ নামটি শাব্দিক পরিবর্তন থেকে মুক্ত। তিনি যেমন অনাদি, অনন্ত, পরিবর্তনহীন, তদ্রুপ তার ইসমে যাতটিও পরিবর্তনমুক্ত। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে اَللّٰهُ শব্দটি ইসমে মুশতাক তথা অন্য শব্দ থেকে নির্গত। এ পক্ষের লোকদের মাঝেও আবার এর উৎসমূল নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা–

www.pathagar.com

(১) কারও কারও মতে اَللّٰهُ শব্দটি মূলত مَأْلُوْهٌ (পূজনীয়) অর্থে ব্যবহৃত اِلٰهٌ থেকে নির্গত।

(২) ইমাম সীবওয়ায়েহ (রহ.) এর মতে اَللّٰهُ এর উৎসমূল তিন রকম হতে পারে। যথা–

(ক) اَللّٰهُ শব্দটি মূলত الاله ছিল। দ্বিতীয় হামযাকে يَسَلُ এর কায়দা অনুযায়ী ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর প্রথম لام সাকিন করে দ্বিতীয় লামে ইদগাম করায় اَللّٰهُ হয়েছে।

(খ) اَللّٰهُ শব্দটি মূলত إله ছিল। সহজতার জন্য শুরু থেকে হামযাটি নিয়ম-বিরুদ্ধ (خلاف قياس) ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তদস্থলে الف ولام আনা হয়েছে। ফলে দুটি لام একত্রে আসায় প্রথমটিকে দ্বিতীয়টিতে ইদগাম করা হয়েছে। বিধায় اَللّٰهُ হয়ে গেছে।

(গ) اَللّٰهُ শব্দটি বস্তুত لاه ছিল। এর অর্থ– গুপ্ত, গোপন, পর্দাবেষ্টিত ইত্যাদি। এরপর শুরুতে (সৌন্দর্যের জন্য) الف ولام আনা হয়েছে। তারপর প্রথম লামকে দ্বিতীয় লামে ইদগাম করায় اَللّٰهُ হয়েছে।

প্রশ্ন : اَللّٰهُ শব্দটি اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ এর পূর্বে আনা হল কেন?

উত্তর : اَللّٰهُ শব্দটি সত্ত্বাগত নাম আর اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ গুণবাচক নাম। যদ্দরুন اَللّٰهُ শব্দটি বাক্যে موصوف হয় আর اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ হয় সিফাত। আর صفت -এর পূর্বে موصوف আসার বিধান সর্বজন স্বীকৃত।

প্রশ্ন : اَلرَّحْمٰن সিফাতটি اَلرَّحِيْم সিফাতের পূর্বে আনলেন কেন?

উত্তর : اَلرَّحِيْم এর তুলনায় اَلرَّحْمٰن এর মধ্যে অর্থের আধিক্য রয়েছে। কেননা فَعْلَان ওযনটি فَعِيْل এবং فَعِيْل ওযনটি فَاعِل থেকে অধিক অর্থপূর্ণ। কাজেই একবার দয়াকারীকে رَاحِم অনেকবার দয়াকারীকে رَحِيْم এবং অফুরন্ত অসীম দয়াকারীকে رَحْمٰن বলা হয়। যেমন, কথিত আছে– يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَه وَيَارَحِيْمَ الدُّنْيَا (হে দুনিয়া-আখেরাতের দয়ালু ও দুনিয়ার দয়াবান।) আর সাধারণত প্রথমে নিম্নমানের শব্দ এবং পরে উচ্চমানের শব্দ আনাই নিয়ম। কিন্তু رَحْمٰن শব্দটি ইসমে যাত। এটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়; যেমনি رَحِيْم অন্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে হিসেবে আল্লাহ্ পাকের বেলায় رَحْمٰن শব্দটি أَعْرَف আর رَحِيْم শব্দটি তেমন নয়। কাজেই غَيْر أَعْرَف শব্দের পূর্বে أَعْرَف শব্দ উল্লেখ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন : رَحْمٰن ও رَحِيْم শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : এ দুটি শব্দই رَحْمَة ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ, অন্যের প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করা। আবার শব্দটি দয়া, পুরস্কার, করুণা ইত্যাদির সমার্থকও।

প্রশ্ন : بِسْمِ اللّٰهِ الخ তারকীবে কি হবে? মারফূ' মানসূব না মাজরূর?

উত্তর : بِسْمِ اللّٰهِ ...الخ এর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তিনটি সম্ভাবনাই আছে। যথা–

(ক) উহ্য মুবতাদা তথা اِبْتِدَائِىْ حَاصِل ইত্যাদির খবর হিসেবে মারফূ'।

(খ) مفعول مطلق হিসেবে مَحَلًّا মানুসূব। তখন মূল এবারত হবে– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَبْتَدِأُ اِبْتِدَاءً কারণ, বাক্যটি সূচনার نَوْعِيَّت তথা ধরণ বুঝাচ্ছে।

(গ) حَال হিসেবে مَحَلًّا মানসূব। তখন মূলবাক্য হবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَبْتَدِأُ مُبْتَدِأً ইত্যাদি।

প্রশ্ন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আয়াতে কারীমাটি গ্রন্থকার এখানে কেন আনলেন?

উত্তর : একাধিক কারণে তিনি তার কিতাবের শুরুতে আয়াতটি এনেছেন। যথা–

www.pathagar.com

(ক) কুরআনে কারীম সর্বাপেক্ষা অধিক বরকতপূর্ণ কিতাব। সেই বরকত হাসিলের জন্য গ্রন্থকার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الخ .... শুরুতে এনেছেন।

(খ) কুরআনের অনুসরণে। কারণ, তাতেও تَسْمِيَه এর পর تَحْمِيْد আনা হয়েছে।

(গ) হাদীসের অনুসরণে। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন। كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ অর্থাৎ যেসব কাজ আল্লাহ পাকের حَمْد (হামদ) ব্যতীত শুরু করা হয়, তা বরকতশূন্য ও কল্যাণহীন হয়ে পড়ে।

(ঘ) প্রবীন উলামায়ে কিরামের অনুসরণের জন্য। তাঁরাও সূচনাতে আল্লাহ পাকের হামদ এনেছেন। ইত্যাদি।

প্রশ্ন : একই সময়ে একাধিক বস্তু দিয়ে শুরু করা অসম্ভব; শুরু কেবল একটি বস্তু দিয়েই হতে পারে। সুতরাং تَسْمِيَه ও تَحْمِيْد সংক্রান্ত পৃথক দুটি হাদীসের উপর একত্রে কিভাবে আমল করা সম্ভব?

উত্তর : এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে। যথা–

(১) ইমাম নববী (রহ.) বলেন– تَسْمِيَه ও تَحْمِيْد সংক্রান্ত হাদীসে বস্তুত ذِكْرُ اللّٰه উদ্দেশ্য। একটি হাদীসে حَمْدُ اللّٰه এবং اِسْمُ اللّٰه এর স্থলে সুস্পষ্ট ذِكْرُ اللّٰه শব্দও এসেছে। কাজেই تَسْمِيَه এবং تَحْمِيْد এর ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় তথা ذكر الله দ্বারা শুরু করা অসম্ভব কিছু নয়; অসম্ভব হচ্ছে تَسْمِيَه ও تَحْمِيْد দুটি জিনিস একত্রে পাঠ করা।

(২) ইবতিদা বা সূচনা দু'ধরনের।

(ক) ইবতিদায়ে হাকীকী অর্থাৎ مَقْصُوْد ও غَيْر مَقْصُوْد তথা মূখ্য বিষয় এবং তৎপূর্ব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে। যেমন, بِسْمِ اللّٰهِ الخ ইত্যাদি।

(খ) ইবতিদায়ে ইযাফী অর্থাৎ مَقْصُوْد তথা মূখ্য বিষয়ের পূর্বে এবং غَيْر مَقْصُوْد তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পরে কিংবা غَيْر مَقْصُوْد হিসেবে যা বর্ণিত হয়। যেমন, تَحْمِيْد ইত্যাদি। কাজেই تَسْمِيَه এর হাদীসটি اِبْتِدَاء حَقِيْقِى এর ওপর আর تَحْمِيْد এর হাদীসটি اِبْتِدَاء اِضَافِى এর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে। তা হলে আর উপরিউক্ত প্রশ্নের কোনো অবকাশ থাকে না।

প্রশ্ন : حَمْد ، شُكْر এবং مَدْح বলতে কি বুঝ? এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : حَمْد অর্থ, প্রশংসা করা। পরিভাষায় এমন প্রশংসাকে حَمْد বলে, যা কারও অর্জিত গুণের সম্মান প্রকাশার্থে মুখে করা হয়। আর তা কোনো নেয়ামত বা অনুদানের বিনিময়ে হয় না

আর شُكْر অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পরিভাষায় شُكْر বলা হয়, কোনো নেয়ামত বা অনুদানের বিনিময়ে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কাজেই حَمْد এর বিপরীত ذَمّ (নিন্দা) আর شُكْر এর বিপরীত كُفْرَان (অকৃতজ্ঞতা) আসে। তদ্রূপ مَدْح অর্থ, প্রশংসা করা। পরিভাষায় جَمِيْل اِخْتِيَارِى ও غَيْر اِخْتِيَارِى তথা ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গুণের উপর মৌখিক প্রশংসাকে مَدْح বলে।

হামদ, মাদাহ ও শুকরের মধ্যে পার্থক্য

(ক) حَمْد নেয়ামত প্রাপ্তী ছাড়াও হয়। কিন্তু شُكْر কেবল নেয়ামতের বিনিময়ে হয়। এ হিসেবে حَمْد আম; شُكْر খাছ।

(খ) حَمْد কেবল جَمِيْل اِخْتِيَارِى তথা ঐচ্ছিক বা অর্জিত গুণের উপর হয়। কিন্তু مَدْح ব্যাপক অর্থাৎ جَمِيْل اِخْتِيَارِى এবং جَمِيْل غَيْر اِخْتِيَارِى (ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক বা অর্জিত-অনর্জিত) যে কোনো গুণের উপর হয়।

www.pathagar.com

কাজেই مَدَحْتُ زَيْدًا عَلٰى عِلْمِهٖ বলা যায় না বরং حَمِدْتُ زَيْدًا عَلٰى حُسْنِهٖ বলা যায় حُسْنِهٖ বলতে হবে। কারণ, সৌন্দর্য কারও অর্জিত বা ঐচ্ছিক গুণ নয়।

(গ) حَمْد প্রকাশের মাধ্যম একটি তথা যবান বা কথা। কিন্তু شُكْر কথা, মন এবং শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়। কাজেই প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে حَمْد খাছ, شُكْر আম।

প্রশ্ন : اَلْحَمْد এর আলিফ-লামটি ইস্তিগরাকী না জিনসী? প্রমাণসহ ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে এ আলিফ-লামটি ইস্তিগরাকী। কাজেই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত হবে। এমনকি সৃষ্টিজীবের কারও প্রশংসা করলেও প্রকারান্তরে তা আল্লাহ তা'আলারই প্রশংসা হবে। যেমন, মনোলোভা প্রাসাদের প্রশংসা করলে প্রকারান্তরে রাজমিস্ত্রীরই প্রশংসা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাদের মতে এ আলিফ-লামটি জিন্সী। নতুবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রশংসা করা জায়েয হবে না, অথচ বাস্তবে তা হয়ে থাকে। অন্য কথায় প্রশংসা দু'প্রকার–

(১) حَقِيْقِىْ বা প্রকৃত প্রশংসা, যা হয় আল্লাহর ক্ষেত্রে।

(২) مَجَازِىْ বা রূপক প্রশংসা, যা মাখলুকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : رَبّ শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

উত্তর : رَبّ শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন,

(ক) مَجْمَعُ الْبِحَار গ্রন্থকার বলেন– رَبّ শব্দটি মূলত رَابٌّ-এর সহজরূপ অর্থাৎ এটি اسم فاعل এর ছীগাহ। অর্থ, পালনকর্তা। কারণ, ইসমে মুশ্তাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ সিফাত বা খবর হয় না।

(খ) كَشَّاف গ্রন্থে আছে, رَبّ শব্দটি صعب এর মতো صفت مشبه এর ছীগাহ। অর্থ, মালিক। মোটকথা, আসলে এটি মাসদার। অর্থ, কোনো বস্তুকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছে দেওয়া। সে হিসেবে এটি مبالغه এর ভিত্তিতে আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, বলা হয় زَيْدٌ عَدْلٌ (যায়েদ অধিক ন্যায়পরায়ণ)। কারণ, মাসদার ইসমে মুশতাক নয় বিধায় একে مبالغه অর্থে ধরা ছাড়া সিফাত বা খবর হতে পারে না।

প্রশ্ন : رَبٌّ শব্দটি মুতা'আদ্দী। অথচ صفت مشبه আসে ফে'লে লাযেম থেকে। তা হলে একে صفت مشبه এর ছীগাহ বলা যায় কিভাবে?

উত্তর : صفت مشبه সর্বদা فعل لازم থেকে আসে– কথা ঠিক। কিন্তু ছরফের নিয়ম মাফিক فعل متعدى কে فعل لازم এর বাবে স্থানান্তরিত করে, صفت مشبه গঠন করা যায়। এখানেও তাই করা হয়েছে। আবিন্ নুকূদ রহ. এর اِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيْم গ্রন্থে এ কথাই বিবৃত হয়েছে।

প্রশ্ন : رَبّ শব্দটির ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : এ শব্দটির ব্যবহার পদ্ধতি নিয়েও একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যথা–

(ক) اَلتَّهْذِيْب গ্রন্থকার জাওহারী (রহ.) বলেন, শব্দটি এযাফত ছাড়া কেবল আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

(খ) مَجْمَعُ الْبِحَار গ্রন্থকার বলেন– এযাফতের সাথে শব্দটি বান্দার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। কাজেই নিছক رَبّ বলতে আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝায়; অন্য কাউকে নয়। তবে গৃহিনীর বেলায় এযাফতের সাথে رَبَّةُ الدَّار বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে, বুখারী-মুসলিমের রিওয়ায়াত **لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ رَبِّىْ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ وَمَوْلَاىَ** (তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে رَبِّىْ না বলে বরং سَيِّدِىْ ও مَوْلَاىَ বলে।) অদ্রুপ কুরআনের কারীমের আয়াত اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ও فَارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ ইত্যাদির ব্যাখ্যা কি হবে?

উত্তর : উপরিউক্ত হাদীসটি মাকরূহে তানযীহীর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে। (তথা এরকম বলা মাকরূহে তানযীহী।) আর আয়াতে কারীমাগুলো তৎকালীন যুগের ওরফ বা সামাজিক প্রচলন বলে ধরে নেওয়া হবে।

প্রশ্ন ঃ اَلْعَالَمِيْنَ বা عَالَمٌ বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ এর বহুবচন। অর্থ, مَا يُعْلَمُ بِهِ الشَّئُ তথা যার দ্বারা কোনো বস্তুর পরিচিতি লাভ হয়। প্রচলিত অর্থে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব কিছুকে একত্রে عَالَم বলে। কুরআনে কারীমেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ .... الخ অর্থাৎ ফেরাউন বলল– رَبُّ الْعَالَمِيْنَ মানে কি? হযরত মূসা আ. বললেন– رَبُّ الْعَالَمِيْنَ হলেন তিনি, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর পালনকর্তা, মালিক। কারও কারও মতে اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عَلَمٌ (তথা আলামত বা চিহ্ন) এর বহুবচন। আইনের পরে الف اشباع বাড়িয়ে عَالَم বানানো হয়েছে। অর্থাৎ নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর নাম আলম।

প্রশ্ন : عَالَم শব্দের অর্থ যদি আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছু হয়ে থাকে, তা হলে اَلْعَالَمِيْنَ বহুবচন আনার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর : عَالَم এর শ্রেণী অসংখ্য ও অগণিত। যেমন : عَالَم أَرْوَاح ـ عَالَم افلاك ـ عَالَم نَاسُوت ـ عَالَم مَلَكُوت ইত্যাদি। সে দিকে লক্ষ্য করে এখানে اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি বহুবচন আনা হয়েছে।

প্রশ্ন : ين বা ون দ্বারা ذَوِى الْعُقُوْل তথা সুবোধ, জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণীর جَمْع আসে; غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل এর جَمْع এর আসে না। তদুপরি এখানে ذَوِى الْعُقُوْل এবং غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل উভয়টি বুঝাতে ين দ্বারা جَمْع আনা হল কিভাবে?

উত্তর : تَغْلِيْب তথা প্রধানকে প্রাধান্য দানের নীতি অনুসারে এখানে ين দ্বারা ذَوِى الْعُقُوْل এবং غَيْرذَوِى الْعُقُوْل উভয়ের جَمْع আনা হয়েছে। অর্থাৎ মাখলুকাতের মধ্যে ذَوِى الْعُقُوْل শ্রেষ্ঠ; বাকী সবই তার অধীন। সেগুলোকে ذَوِى الْعُقُوْل এর মধ্যে শামিল করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, আমরা বাড়ীর মুরব্বীকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়ে দাওয়াত করে ধরে নিই, বাড়ীর সবাইকেই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর মধ্যে কি এরাব হবে?

উত্তর : এতে তিন রকম এরাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যথা–

(ক) اَللّٰه শব্দের সিফাত হিসেবে মাজরূর।

(খ) উহ্য মুবতাদা هُوَ এর খবর হিসেবে মারফূ।

(গ) اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের مفعول به হিসেবে কিংবা উহ্য হরফে নেদা (يا) এর مُنَادٰى হিসেবে মানসূব।

প্রশ্ন : رَبّ শব্দটি اَللّٰه শব্দের সিফাত হলে তো দেখা যায়, مَعْرِفَة এর সিফাত نَكِرَه দ্বারা আনা হচ্ছে। কারণ, رَبّ শব্দটি ছীগায়ে সিফাত। যা তার مَعْمُوْل মাফউলে বিহীর দিকে মুযাফ হয়েছে। এ ধরনের এযাফতটি لَفْظِيَه (শাব্দিক) হওয়ায় এতে মুযাফ শব্দটি مَعْرِفَة হয় না; নাকেরার পর্যায়েই থাকে। অথচ مَعْرِفَة এর সিফাত نَكِرَة আসে না?

www.pathagar.com

উত্তর :

(ক) আমরা رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর মধ্যে এযাফতটি لَفْظِي বলে মানি না। কেননা তজ্জন্য শর্ত হল, সিফাতের ছীগাটি حَال বা اِسْتِقْبَال এর অর্থে হওয়া। কিন্তু এ رَبّ শব্দটি حَال বা اِسْتِقْبَال এর অর্থে নয়; اِسْتِمْرَار (স্থায়িত্বের) অর্থে ব্যবহৃত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট কালের রব নন; চিরন্তন রব। কাজেই এ এযাফতটি لَفْظِي নয়; مَعْنَوِي বিধায় মুযাফটি مَعْرِفَه বলে গণ্য হবে এবং اَللّٰه শব্দের সিফাত হিসেবে এর ব্যবহার বৈধ হবে। অনুরূপভাবে এখানে رَبّ শব্দটি অতীতকালের অর্থে হলেও এ এযাফতটি মা'নবী বলে গণ্য হবে। যেমন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ ..... الخ ইত্যাদি। এর ব্যবহারও বৈধ হবে।

(খ) অধিকন্তু এযাফতটি لَفْظِيْ ধরলেও সমস্যা নেই। কেননা সব ধরনের اِضَافَت لَفْظِيْ নাকেরার হুকুমভুক্ত নয়। কারণ, প্রয়োজনীয় শর্ত না পাওয়া গেলে এযাফতটি لَفْظِيْ হয় বটে; কিন্তু لَفْظِيْ বা مَعْنَوِيْ যে কোনোভাবেই নির্দিষ্টতা পাওয়া গেলে এযাফতটি বাহ্যত لَفْظِيْ হলেও مَعْرِفَه এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ مُضَاف টি তখন مَعْرِفَه হবে। যেমন, صِفَت صِيْغَه টি مَاضِي বা اِسْتِمْرَار এর অর্থে ব্যবহৃত হল। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে এযাফতটি لَفْظِيْ বলে স্বীকৃত নয়। আর স্বীকৃত হলেও সমস্যা নেই। এমতাবস্থাও শব্দটি مَعْرِفَه থাকে। বিধায় اَللّٰه শব্দের সিফাত হতে পারে।

প্রশ্ন : صَلٰوة শব্দটির অর্থ ও তাহকীক লিখ।

উত্তর : صَلٰوة শব্দটি بَاب تَفْعِيْل এর تَصْلِيَةٌ মাসদারের ইসম। মূলত واو متحرك তার পূর্বে যবর থাকায় واو কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে صَلٰوة বানানো হয়েছে। শব্দটি صَلّٰى এর مفعول مطلق হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন– শব্দটি মুশতারাক। একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(ক) صَلٰوة এর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে এর অর্থ, রহমত তথা অনুগ্রহ-অনুকম্পা।

(খ) صَلٰوة এর সম্পর্ক ফিরিশতাদের সাথে হলে এর অর্থ হয়, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(গ) এর সম্পর্ক মুমিন বান্দার সাথে হলে এর অর্থ হবে, দু'আ।

(ঘ) এর সম্পক পশু-পাখীর সাথে হলে অর্থ হয়, তাসবীহ।

প্রশ্ন : এই মাত্র বললেন, صَلٰوة শব্দের واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে লেখায় সে واو বহাল থাকে কেন?

উত্তর : আসলে واو টি না থাকারই কথা। কিন্তু تَفْخِيْم এর সময় الف টি واو এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিধায় তা লেখায় আসে; উচ্চারণে আসে না। যেমন, حَيٰوة - زَكٰوة - رِبٰوا ইত্যাদি শব্দেও তাই দেখা যায়। তবে শব্দটি تثنيه হলে বা যমীরের দিকে এযাফত হলে উক্ত واو বহাল থাকে না; আলিফের সাথে আসে। যেমন, صَلَاتُهٗ - صَلَاتَانِ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার হামদের পর সালাত ও সালাম আনলেন কেন?

উত্তর : এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

(ক) কুরআনে কারীমের অনুসরণে। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

www.pathagar.com

(খ) হাদীসের অনুসরণে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللّٰهَ خَصَّنِيْ بِكَرَامَاتٍ اَحَدُهَا إِذَا ذُكِرَ ذُكِرْتُ

(আল্লাহ পাক আমাকে বিশেষ কয়েকটি মর্যাদা দান করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যখনই তাঁর আলোচনা হবে, তৎসঙ্গে আমার আলোচনাও করবে।)

(গ) মানুষ আল্লাহর নৈকট্য থেকে অনেক দূরে। আর দূর থেকে কিছু পেতে হলে সাধারণত কোনো মাধ্যম ছাড়া সম্ভব হয় না। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সে মাধ্যম হলেন নবী করীম ﷺ একথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। যেমন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ الخ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : কুরআনে কারীমে এসেছে, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ তথা আমি আল্লাহ বান্দার শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। তা হলে আপনারা "বান্দাহ আল্লাহ থেকে দূরে" বললেন কি করে?

উত্তর ঃ এ কথা ঠিক যে, আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী। বান্দার সম্মুখে। তিনি সবই দেখেন, শোনেন। তদুপরি আমলহীনতা ও বদ-আমলীর কারণে বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে। এ হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও রহমত প্রাপ্তীর জন্য অবশ্যই বান্দার কোনো মাধ্যম থাকা জরুরী। সে মাধ্যম হচ্ছেন নবী কারীম ﷺ।

প্রশ্ন : صَلٰوة এক অর্থ দু'আ। আর دُعَاء এর সিলাহ عَلٰى এলে অর্থ হয় "বদ-দু'আ"। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব, অকল্পনীয়।

উত্তর : دُعَاء শব্দটির সিলাহ عَلٰى এলে "বদ-দু'আ" অর্থ হয় دُعَاء শব্দটি উল্লেখ থাকলে; না থাকলে নয়। আর এখানে دُعَاء টি উল্লেখ নেই।

প্রশ্ন : رَسُوْل মানে কি? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শব্দটি فَعُوْل ওযনে مَفْعُوْل অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ مُرْسَلٌ বা প্রেরিত। আর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। যথা,

(ক) هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْأَحْكَامِ وَمَعَهُ كِتَابٌ اَوْ شَرِيْعَةٌ

"যে মহামানবকে শরী'অতের বিধি-নিষেধ মাখলূকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তাকে رَسُوْل বলে। এ অর্থে رَسُوْل ও نَبِى সমার্থক শব্দ।"

(খ) যে মহামানবকে আসমানী কিতাব বা নতুন শরী'অত দেওয়া হয়েছে, তাকেই رَسُوْل বলে। এ অর্থে প্রত্যেক রাসূলই নবী; কিন্তু প্রত্যেক নবীই রাসূল নন। নবীর সাথে নতুন শরী'অত বা আসামানী কিতাব থাকা জরুরী নয়; রাসূলের সাথে জরুরী।

প্রশ্ন : আপনারা রাসূলের প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلَى الْخَلْقِ তথা মাখলুকের কাছে প্রেরণার কথা বললেন। কিন্তু হযরত আদম (আ.) তো মাখলূকের কাছে প্রেরিত হন নি বরং তাঁর আগমনের পর মাখলূক অস্তিত্ব লাভ করেছে। তা হলে তিনি কি নবী নন?

উত্তর ঃ বস্তুত উক্ত সংজ্ঞায় إِلَى الْخَلْقِ এর সম্পর্ক تَبْلِيْغ মাসদারের সাথে, بَعَثَهُ এর সাথে নয়। যেমনটি আপনি মনে করেছেন। সুতরাং বাক্যটি মূলত هُوَ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ إِلَى الْخَلْقِ হবে। তখন আর উক্ত প্রশ্নের কোনো অবকাশ থাকে না। মাখলূক তাঁর আগে-পরে যখনই আসুক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : হাদীস অনুসারে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন। আর আসমানী কিতাব ১০৪ টি। সুতরাং রাসূলের সাথে কিতাব থাকা জরুরী হলে কিতাব সংখ্যাও নূন্যতম ৩১৩ হত। নতুন শরী'অত নিয়ে আসার শর্ত মানলেও হযরত ইসমাঈল (আ.) কে রাসূল বলা যাবে না। অথচ দুটোই বাস্তবতা পরিপন্থী। কারণ, وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا আয়াতে কারীমায় তাঁকে রাসূল বলা হয়েছে। আবার আসমানী কিতাবও ১০৪ টি। কাজেই রাসূলের জন্য উপরিউক্ত শর্তারোপ করা যথার্থ হয় নি? (বায়যাবী)

উত্তর : রাসূলের সাথে কিতাব থাকা জরুরী মানে প্রত্যেক রাসূলের সাথেই নতুন নতুন কিতাব (বা শরী'অত) থাকা জরুরী নয় বরং একই কিতাব কয়েকজন রাসূলের সাথে থাকতে পারে কিংবা একই কিতাব কয়েক জন রাসূলের উপর পৃথকভাবে অবতীর্ণ হতে পারে। যেমন, সূরা ফাতিহা মক্কা-মদীনায় পৃথকভাবে অবতীর্ণ কিতাবের সাথে রাসূল নামটি প্রথম অবতরণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। (মাওয়াকিদ)

আবার কেউ কেউ বলেন– মানুষ এবং ফিরিশতা উভয়ের মধ্য থেকেই رَسُوْل হতে পারেন। যেমন,

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ

আয়াতে কারীমায় বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য নবী কেবল মানুষদের মধ্য থেকেই হন।

প্রশ্ন : مُحَمَّد শব্দটির সংক্ষিপ্ত তাহকীক ও তারকীব লিখ।

উত্তর : শব্দটি بَاب تَفْعِيْل থেকে كَثْرَت ও مُبَالَغَه এর অর্থে ব্যবহৃত ইসমে মাফউলের ছীগাহ। অর্থ, অসীম প্রশংসিত, বারবার প্রশংসিত। এটি আমাদের প্রিয়নবী ﷺ এর বরকতময় নাম। এ ছাড়াও তার আরও অনেক নাম রয়েছে। কিন্তু এ নামটিতে كَثْرَت ও مُبَالَغَه এর অর্থ থাকায় বুঝা যায়, তিনি প্রশংসাযোগ্য সকল গুণের আধার। এ জন্যই গ্রন্থকার এখানে এ নামটি চয়ন করেছেন। এ স্থানে শব্দটি رَسُوْل থেকে بَدَل বা عَطْف بَيَان হিসেবে মাজরূর কিংবা উহ্য মুবতাদা هُوَ এর খবর হিসেবে مَرْفُوْع হয়েছে।

প্রশ্ন : آلٌ ("ا" মদসহ) শব্দটির তাহকীক কর।

উত্তর : শব্দটি ইসমে জমা। এর মূল নিয়ে নাহবীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

(ক) ইমাম সীবুওয়ায়েহ রহ বলেন– শব্দটি মূলত أَأْلٌ ছিল। আর أَأْلٌ মূলত اَهْلٌ ছিল। কারণ, এর তাছগীর আসে أُهَيْلٌ (উহাউলুন)। এরপর "হা" ও "হামযাহ" কাছাকাছি মাখরাজের হওয়ায় "হা"কে হামাযাহ দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে। এরপর এক কালিমায় দুটি همزه متحركه একত্রিত হওয়ায় দ্বিতীয়টিকে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে آل হয়ে গেছে।

(খ) ইমাম কাসাঈ রহ. বলেন– শব্দটি মূলত أَوَلٌ ছিল। কারণ, এর তাছগীর أُوَيْلٌ আসে। এরপর واو متحرك ماقبل مفتح হওয়ায় واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্বয়ং এক বেদুঈন আরবকে اٰلٌ وَ أُوَيْلٌ وَأَهْلٌ وَأُهَيْلٌ বলতে শুনেছি। হযরত আসমায়ী থেকেও তদ্রূপ বর্ণিত আছে। কিয়াসমতে এটিই উত্তম। এতে অনিয়মের আশ্রয় নিতে হয় না।

(গ) ফাযিল চলপী রহ. مُطَوَّل এর টীকায় লিখেছেন– آل এর তাছগীর আরবীতে أُوَيْلٌ আসতে দেখা যায়। কাজেই آلٌ শব্দটি أَوَلٌ থেকে واو متحرك ماقبل مفتوح হওয়ায় واو টি الف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে এসেছে –এর প্রমাণ আরবী ভাষায় বিদ্যমান। কিন্তু آل মূলত اَهْل থেকে قريب المخرج হওয়ায় هَا টি الف দ্বারা বদলে যাওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। আর ইসফারায়েনী রহ. اطوال গ্রন্থে লিখেছেন– أُهَيْل তাছগীরটি নিছক

www.pathagar.com

أَهْل এর তাছগীর; آلُ এর নয়। তদ্রূপ تَهْذِيْبُ اللُّغَات গ্রন্থের লেখক আল্লামা আযহারী রহ.-ও এ মত পোষণ করেন। এর সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত أَهْل ও آل মধ্যকার পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন : أَهْل ও آل শব্দের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

উত্তর : এতদুভয়ের মধ্যে মোটামুটি চারটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা-

(ক) آل শব্দটি কেবল ذَوِى الْعُقُوْل বা বোধসম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু أَهْل শব্দটি ব্যাপক। এটি বোধ সম্পন্ন-অবোধ সব ক্ষেত্রেই (মুযাফ হয়ে) ব্যবহৃত হয়। حاشية فاضل ও حاشية شرح تلخيص قاموس এবং هداية الحكمه এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ غاية الهداية কিতাবে এরকমই বর্ণিত আছে। অবশ্য جلبى গ্রন্থে আল্লাহর ক্ষেত্রেও آل শব্দ (آل الله و رسوله) ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) آل শব্দের এযাফত (ذَوِى الْعُقُوْل এর মধ্যে) কেবল مذكر এর দিকে হয়। কাজেই آلُ خَدِيْجَةَ বলা যাবে না বরং أَهْلُ خَدِيْجَةَ বলতে হবে।

(গ) অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছাড়া آل শব্দের এযাফত অন্য কারও প্রতি হয় না। যেমন, آلُ عِمْرَانَ বলা যায়; কিন্তু آلُ الْحَجَّامِ বলা যাবে না বরং أَهْلُ الْحَجَّامِ বলতে হবে।

(ঘ) آل শব্দটি সাধারণত যমীরের দিকে এযাফত হয় না। কুরআনে এরকম ব্যবহার নেই। তবে হাদীসে পাকে দু'একটি পাওয়া যায়। সে হিসেবে ইমাম নুহাস, কাসাঈ এবং আবু বকর যায়েদী রহ. এর মতে আরবী ভাষায় এ ধরনের এযাফতের নযীর রয়েছে। যেমন, জনৈক ব্যক্তি নবীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন-

مَنْ آلُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ آلِىْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আপনজন কারা? (জবাবে তিনি) বলেন- প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুমিন বান্দা, যারা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসবে, তারাই আমার আপনজন। (الشمنى গ্রন্থে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।)

প্রশ্ন : কেবল অভিজাত বা উঁচু শ্রেণীর মানুষের প্রতিই যদি آل এর এযাফত হয়, তা হলে তো এর তাছগীর আসা অনুচিত হবে। কারণ, تَصْغِيْر নীচুতা বুঝায়?

উত্তর : বস্তুত تَصْغِيْر কেবল নীচুতাই নয়; মাহাত্ম্য এবং উঁচুতাও বুঝায়। তা ছাড়া কেবল নীচুতা বুঝালেও তা নিজের মধ্যে বুঝায়; মুযাফ ইলাইহির মধ্যে নয়। কাজেই এ প্রশ্ন অবান্তর।

প্রশ্ন : آل শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর : এর অর্থ সম্পর্কে পাঁচটি অভিমত রয়েছে। যথা,

(ক) এর অর্থ অনুসারী। এটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. এর অভিমত। কতিপয় শাফিঈ আলেমগণও এটি গ্রহণ করেছেন। এ অর্থই ইমাম নববী রহ. এর পছন্দনীয়।

(খ) آل বলতে বনূ হাশিম ও বনুল মুত্তালিব বুঝায়। এ মত ইমাম শাফিঈ রহ. এর।

(গ) শুধু বনূ হাশিমকে آل বলে। এটি ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এবং কতিপয় মালিকিয়াদের মত।

(ঘ) রাসূলে কারীম ﷺ এর স্ত্রী-কন্যা, জামাতা, তাঁদের সন্তান, এমনকি কারও মতে খাদেমরাও آل বলে গণ্য।

(ঙ) নবীজির أَهْل بَيْت তথা পরিবারের সদস্যগণ। মোটকথা, বস্তুত آل দু শ্রেণীর। نَسَبِى ও حَسَبِى তথা বংশীয় ও অবংশীয়। এখানে প্রথম অর্থে অবংশীয় এবং বাকী চার অর্থে বংশীয় সম্পর্কে آل উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

وَبَعْدُ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَقْوَى الذَّرِيْعَةِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ تَاجُ الشَّرِيْعَةِ سَعَدَ جَدُّهٗ وَاَنْجَحَ جِدُّهٗ هٰذَا حَلُّ الْمَوَاضِعِ الْمُغْلَقَةِ مِنْ وِقَايَةِ الرِّوَايَةِ فِىْ مَسَائِلِ الْهِدَايَةِ الَّتِىْ اَلَّفَهَا جَدِّىْ وَاُسْتَاذِىْ مَوْلَانَا الْاَعْظَمُ اُسْتَاذُ عُلَمَاءِ الْعَالَمِ بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ وَالْحَقِّ وَالدِّيْنِ مَحْمُوْدُ بْنُ صَدْرِ الشَّرِيْعَةِ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنِّىْ وَعَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ لِاَجْلِ حِفْظِىْ ـ

সহজ তরজমা

হামদ ও সালাতের পর, সর্ববৃহৎ মাধ্যম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ওসীলা অবলম্বনকারী বান্দা উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শারীআহ বলেন, (তার দাদা সৌভাগ্যশীল হন এবং তিনি তার চেষ্টায় সফল হন) এ কিতাবটি বেকায়াহ এর দূর্বোধ্য স্থানসমূহের সমাধান। যাতে হিদায়ার মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে, যা লিখেছেন আমার দাদা ও উস্তাদ প্রখ্যাত আলেম, বিশ্বের আলেমসমাজের শিক্ষক, শরী'অতে হক ও দ্বীনের প্রামাণ্য দলীল। মাহমূদ ইবনে ছদরুশ শরী'আহ। আল্লাহ তাঁকে আমার ও সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। যাতে করে আমি মুখস্থ করে নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَبَعْدُ : এখানে "و" অব্যয়টি واو استنافيه তবে واو عاطفه হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। "بَعْدُ" শব্দের পরে مضاف اليه টি محذوف منوى হয়েছে। উহ্য এবারত এরূপ– بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ وَالْبَسْمَلَةِ

قَوْلُهٗ : فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ : পূর্ববর্তী শব্দ بَعْدُ এর পূর্বেকার "و" টি "اَمَّا" এর قَائِمِ مَقَام (স্থলাভিষিক্ত) আর يَقُوْلُ এর শুরুর "ف" টি তার জবাবের قَائِمِ مَقَام আর اَلْعَبْدُ শব্দ দ্বারা যেহেতু অনেক বেশি বিনয় প্রকাশ পায়, সেহেতু এই শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। এই অধিক তাওয়াজু প্রকাশের জন্যই আল্লাহ তা'আলা কুআনে কারীমের অনেক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই গুণ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ : اَلْمُتَوَسِّلُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى : এই ইবারত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ এর মধ্যে বান্দার প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে তা পালিত হয়েছে। নেক আমল এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের অসিলা দিয়ে দু'আ করার বিষয়টি অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

قَوْلُهٗ : بِاَقْوَى الذَّرِيْعَةِ : اَلذَّرِيْعَةُ শব্দটির অর্থ অসিলা। আগত শব্দ "اَلشَّرِيْعَةُ" শব্দের সাথে অন্তমিল রাখার জন্য শারেহ রহ. এই শব্দটি নির্বাচন করেছেন। اَقْوَى الذَّرِيْعَةِ বা সবচেয়ে মজবুত অসিলা দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদ্দেশ্য হতে পারে। (১) রাসূলুল্লাহ ﷺ (২) কুরআন মাজীদ (৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম। (৪) ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও কালাম শাস্ত্র সম্বলিত ইলমে শরী'অত। (৫) ইলমে ফিকহ। শেষোক্তটি গ্রহণ করাই সর্বোত্তম। কারণ, শারেহ রহ. ইলমে ফিকহ সংকলন করতে শুরু করেছেন।

قَوْلُهٗ : عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيْعَةِ : عُبَيْدُ اللّٰهِ শব্দটি اَلْعَبْد শব্দের عطف بيان হিসেবে رفع বিশিষ্ট হবে। অথবা مبتدا محذوف তথা هُوَ-এর খবর হিসেবে مرفوع হবে কিংবা اَعْنِىْ শব্দ উহ্য ধরে منصوب ও পড়া যেতে পারে। এটি শারেহ রহ.-এর মুবারক নাম। তাঁর লকব বা উপাধী হল صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ (সদরুশ শরী'আহ) এটি তার দাদার পিতা আহমাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল বুখারী-এরও উপাধী। দুজনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য শারেহ রহ.-এর ক্ষেত্রে اَلثَّانِىْ বা اَلْاَصْغَر শব্দ ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে তাঁর দাদার পিতার জন্য ব্যবহার করা হয় اَلْاَكْبَر বা اَلْاَوَّل শব্দ।

শারেহ রহ.-এর পিতার নাম مَسْعُوْد আর মাদউদের পিতা তথা মাহমূদের উপাধী تَاجُ الشَّرِيْعَةِ তিনি হেদায়া গ্রন্থের অন্যতম শারেহ। তাঁর নাম কি তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও মাহমূদ-আধিক গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : هٰذَا حَلُّ الْمَوَاضِعِ : هٰذَا শব্দটি اسم الاشارة আর এর জন্য مشار اليه থাকা আবশ্যক। এখানে مشار اليه এর দুটি সুরত হতে পারে।

এক. শারেহ রহ.-এর লিখিত ভূমিকাটি যদি الحاقيه (وقايه এর শরাহ লেখার পর সংযোজিত) হয়ে থাকে, তা হলে শরাহটি লেখার পর সে দিকে ইঙ্গিত করে তিনি একথা বলেছেন। সে মতে শরাহটি হবে مشار اليه

দুই. পক্ষান্তরে শারেহ রহ.-এর এই ভূমিকাটি যদি ابتدائيه (অর্থাৎ শরাহ লেখার পূর্বে লেখা) হয়, তা হলে مشار اليه হবে مَا حَضَرَفِي الذِّهْنِ বা শারেহের মস্তিষ্কে অবস্থিত শরাহের মাজমূন বা বিষয়বস্তু।

قَوْلُهُ : حَلُّ الْمَوَاضِعِ الْمُغْلَقَةِ : حَلٌّ (ح বর্ণে যবর ও ل বর্ণে তাশদীসহ) শব্দটির অর্থ খোলা, উন্মোচন করা। বলা হয়, حَلَلْتُ الْعُقْدَةَ (আমি গিরা খুলেছি) اَلْمَوَاضِع শব্দটি مَوْضِع শব্দের বহুবচন। অর্থ, স্থান। اَلْمُغْلَقَةُ শব্দটি اِفْعَال এর باب اسم مَفْعُوْل এর ছীগাহ। অর্থ, বন্ধ। اَلْمَوَاضِعُ الْمُغْلَقَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, وَقَايَة গ্রন্থের অপেক্ষাপকৃত কঠিন স্থানগুলো।

قَوْلُهُ : وَقَايَةُ الرِّوَايَةِ الخ : وَقَايَة শব্দটি واو বর্ণে কাসরা বিশিষ্ট। শব্দটি اسم مصدر অর্থ, রক্ষা করা। শব্দটি وَقَاهُ اللّٰهُ وَقَايَةً (আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করুন) থেকে নির্গত। اَلرِّوَايَة শব্দটি "ر" বর্ণে কাসরা বিশিষ্ট। অর্থ, বর্ণনা করা। مَسَائِل শব্দটি مَسْئَلَة শব্দের বহুবচন। "فِىْ مَسَائِلِ الْهِدَايَةِ" বাক্যাংশ اَلرِّوَايَة মাওসূফের সিফাত হয়েছে। وَقَايَة শব্দের মর্ম হল, مَا وُقِىَ بِهِ الشَّيْئُ (যা দ্বারা কোনো বস্তু সংরক্ষণ করা হয়।) যেহেতু মুসান্নিফ রহ. তাঁর وَقَايَة নামক গ্রন্থে ফেকহী অনেক মাসআলা সংরক্ষণ করেছেন, তাই তিনি এর নাম দিয়েছেন বিকায়াহ।

قَوْلُهُ : اَلَّفَهَا جَدِّىْ الخ : اَلَّفَ শব্দটি تَفْعِيْل এর باب واحد مذكر غائب এর ছীগাহ। বহস ماضى مطلق অর্থ, সংকলন করা। অন্য কথায় تَالِيْف বলা হয় جَعْلُ الْاَشْيَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْاِسْمُ الْوَاحِدُ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত বস্তুনিচয় এমন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করণ যেগুলোকে এক নামে ডাকা যায়। اُسْتَاذ শব্দের অর্থ, শিক্ষক। বহুবচন– اَسَاتِذَة

مَوْلٰى : বহুবচন। مَوَالِى শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন– মনিব, প্রভু, আযাদকারী, আযাদকৃত গোলাম, নেতা, অভিভাবক ইত্যাদি।

قَوْلُهُ : بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ الخ : بُرْهَان শব্দের অর্থ حُجَّة বা দলিল। কোনো দাবির সপক্ষে পেশকৃত দলিলকে بُرْهَان বলে। بُرْهَانُ الشَّرِيْعَة মূলত وَقَايَة কিতাবের মুসান্নিফের উপাধী।

قَوْلُهُ : جَزَاهُ اللّٰهُ الخ : এটি جمله دعائية (দু'আ জ্ঞাপক বাক্য) মুসলিম উম্মাহর অত বড় খেদমত আঞ্জাম দেওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। মতনের উপকারীতা যেহেতু শারেহ রহ. একা লাভ করেন নি, তাই প্রতিদান প্রদানের বিষয়টিও তিনি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক করে বলেছেন : আমার এবং সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রতিদান প্রদান করা হোক।

শারেহ রহ. এখানে اَلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দ ব্যবহার না করে اَلْمُسْلِمِيْنَ শব্দ চয়ন করেছেন। কারণ, اَلْاَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ (প্রকাশ্য আমল)-এর ক্ষেত্রে اَلْاِسْلَام শব্দটি অধিক ব্যবহার হয়। কাজেই فِقْه এর সাথে اَلْاِسْلَام শব্দটিই অধিক মানানসই।

قَوْلُهُ : لِاَجْلِ حِفْظِىْ : اَجْل শব্দটি عِلَّت বা কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য হল, وَقَايَة কিতাবটি তাঁর দাদা তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছেন। মুখস্থ করার বিষয়বস্তু হতে পারে وَقَايَة এর মাসায়েল বা هِدَايَة এবং মাসায়েল কিংবা অন্যান্য মাসায়েল। এখানে আরো যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলে মুসান্নিফ রহ. وَقَايَة রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা ও দলিল-প্রমাণ ত্যাগ করে সংক্ষিপ্ততা বেছে নিয়েছেন। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু মাসআলাগুলো মুখস্ত করানো। আর এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততাই অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসু।

www.pathagar.com

وَالْمَوْلَى الْمُؤَلِّفُ لَمَّا أَلَّفَهَا سَبَقًا سَبَقًا وَكُنْتُ أَجْرِىْ فِىْ مَيْدَانِ حِفْظِهِ طَلَقًا طَلَقًا حَتَّى اتَّفَقَ إِتْمَامُ تَأْلِيفِهِ مَعَ إِتْمَامِ حِفْظِىْ انْتَشَرَ بَعْضُ النُّسَخِ فِى الْأَطْرَافِ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ وَقَعَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنَ التَّغْيِيْرَاتِ وَنَبْذٌ مِّنَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ فَكَتَبْتُ فِىْ هٰذَا الشَّرْحِ الْعِبَارَةَ الَّتِىْ تَقَرَّرَ عَلَيْهَا الْمَتْنُ لِتَغَيُّرِ النُّسَخِ الْمَكْتُوْبَةِ إِلَى هٰذَا النَّمَطِ

وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ لَمَّا شَاهَدَ فِىْ أَكْثَرِ النَّاسِ كَسَلًا عَنْ حِفْظِ الْوِقَايَةِ اتَّخَذْتُ عَنْهَا مُخْتَصَرًا مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَابُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْهُ فَافْتَحُ فِىْ هٰذَا الشَّرْحِ مُغْلَقَاتِهِ أَيْضًا إِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَدْ كَانَ الْوَلَدُ الْأَعَزُّ مَحْمُوْدٌ بَرَّدَ اللّٰهُ مَضْجَعَهُ بَعْدَ حِفْظِ الْمُخْتَصَرِ مُبَالِغًا فِىْ تَأْلِيفِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُ الْمُخْتَصَرِ فَشَرَعْتُ فِىْ إِسْعَافِ مَرَامِهِ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ إِتْمَامِهِ فَالْمَأْمُوْلُ مِنَ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ أَنْ لَّا يَنْسَوْهُ فِىْ دُعَائِهِمِ الْمُسْتَجَابِ إِنَّهُ مُيَسِّرٌ لِلصِّعَابِ وَالْفَاتِحُ لِمُغْلَقَاتِ الْأَبْوَابِ

সহজ তরজমা

সম্মানিত লেখক যখন তা পাঠ করে লিখেন আর আমিও তা পর্যায়ক্রমে মুখস্থ করার ময়দানে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি, এমনকি আমার মুখস্থের সমাপ্তিসহ তার রচনার পরিসমাপ্তি ঘটল; কিছু কপি দিক-বিদিকে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। এরপর তাতে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হল এবং কিছু অংশ মিটিয়ে দেওয়া হল আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া হল। সুতরাং আমি এ ব্যাখ্যায় ওই ইবারত লিখেছি, যার উপর মূলপাঠ স্থির হয়েছে, এ প্রক্রিয়ায় লিখা কপির পরিবর্তনের কারণে। দুর্বল বান্দা যখন অধিকাংশ মানুষের মাঝে বিকায়া মুখস্থ করার ক্ষেত্রে অলসতা লক্ষ্য করলেন, তখন আমি তা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করলাম, যা ইল্‌ম অন্বেষীর জন্যে জরুরী বিষয় সন্নেবেশিত। আর আমি এ ব্যাখ্যায় তার দুর্বোধ্য বিষয়ও উম্মোচন করব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ছেলে মাহমূদ (আল্লাহ তার শয়নস্থলকে শীতল করুন;) মুখতাছার বেকায়াহ মুখস্থ করার পর বেকায়ার শরাহ রচনা করার জোর আবেদন করল, যদ্বারা মুখতাছার এর দুর্বোধ্যতা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাই আমি তার উদ্দেশ্য অনুসারে লেখা শুরু করলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে শরাহ সম্পন্ন হওয়ার আগেই মৃত্যুদান করলেন। এ কিতাব থেকে উপকৃতদের কাছে আরয– তারা যেন তাদের গৃহীত দু'আয় তাকে না ভুলেন। নিশ্চয় তিনি কাঠিন্যকে সহজকারী এবং বদ্ধ দ্বারসমূহ উম্মোচনকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْمَوْلَى الْمُؤَلِّفُ : এখানে اَلْمَوْلَى الْمُؤَلِّفُ দ্বারা وِقَايَة গ্রন্থের লিখক মাহমূদ ইবনে সদরুশ শরী'আহ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : لَمَّا أَلَّفَهَا سَبَقًا سَبَقًا : أَلَّفَهَا এর هَا যমীরের مرجع হল وِقَايَة গ্রন্থ। سَبَق শব্দদ্বয় س ও ب বর্ণে যবর বিশিষ্ট। حال হিসেবে رفع বিশিষ্ট হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ– حَالَ كَوْنِ الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ الْوِقَايَةُ سَبَقًا سَبَقًا টীকা লেখক এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এভাবে– যে পরিমাণ ছবক ছাত্র মুখস্ত করতে সক্ষম হবে ঠিক সেই পরিমাণই তিনি প্রত্যহ রচনা করতেন।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَكُنْتُ اَجْرِىْ : এখানে "و" টি واو عاطفه হতে পারে। তখন عطف হবে اَلْفِهَا ফেল এর উপর। আবার واو حاليه ও হতে পারে। মাওলানা আবদুল হাই রহ.-এর মতে এটাই উত্তম। اَجْرِىْ শব্দটির মাসদারের অর্থ চলা, দৌড়ানো। বলা হয় وَجَرَى الْمَاءُ فِى الْمِيْزَبِ

قَوْلُهُ : طَلَقًا : শব্দের ط এবং ل বর্ণে যবর হবে। ঘোড়ার এক চক্কর কে طَلَق বলে। উদ্দেশ্য হল, শায়েখ মাহমূদ প্রত্যহ যে পরিমাণ ছবক আমার জন্য লিখতেন আমি তা মুখস্থ করে নিতাম।

قَوْلُهُ : اِتْمَامِ تَالِيْفِهِ : হাশিয়া লেখক বলেন, تَالِيْفِهِ যমীরের مرجع দুটি হতে পারে। এক. بُرْهَانُ الشَّرِيْعَةِ তখন اَلْاِضَافَةُ اِلَى الْفَاعِلِ হবে। দুই. اَلْوِقَايَة তখন اَلْاِضَافَةُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ হবে। মর্ম হল, আমি যে পরিমাণ ছবক মুখস্থ করতে সক্ষম ছিলাম তিনি সে পরিমাণ প্রত্যহ রচনা করতেন। আর তিনি যে পরিমাণ রচনা করতেন আমি তা মুখস্থ করতাম। এভাবে তার রচনা এবং আমার মুখস্থকরণ একসাথে সমাপ্ত হল।

قَوْلُهُ : اِنْتَشَرَ بَعْضُ النُّسَخِ الخ : মুসান্নিফ রহ. অল্প অল্প করে কিতাবটি সম্পন্ন করার পর সেটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অল্প অল্প করে লেখার পর পূর্ণ নিরীক্ষণ করার পূর্বেই সেগুলো ভিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার দরুণ নুসখাগুলোতে স্বভাবতই পারস্পরিক কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তার সেগুলোর কতকের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি দেখা দেয়।

قَوْلُهُ : فَكَتَبْتُ فِى هٰذَا الشَّرْحِ : মতনের মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে আমি বক্ষমান শরাহের মতন সংযোজনের ক্ষেত্রে মাতেন (গ্রন্থকার)-এর পুনঃ নিরীক্ষণ বা নজরে ছানীর পরবর্তী মতনটি গ্রহণ করেছি। যেন সকল সমস্যার সমাধান ঘটে।

قَوْلُهُ : وَالْعَبْدُ الضَّعِيْفُ الخ : اَلْعَبْدُ الضَّعِيْفُ দ্বারা উদ্দেশ্য শারেহ রহ. নিজেই। বিনয় প্রকাশার্থে তিনি এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। শারেহ রহ. যখন দেখলেন যে, অলসতার দরুন মানুষ وَقَايَة-এর মতো সংক্ষিপ্ত কিতাবও মুখস্থ করতে নারাজ, তখন তিনি وَقَايَة এবং সার সংক্ষেপ লিখলেন। যা مُخْتَصَرُ الْوِقَايَةِ নামে প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে সেটির নাম اَلنِّقَايَة এবং উক্ত সারসংক্ষেপের মধ্যে তিনি শুধু তালেবুল ইলমের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো বিন্যস্ত করেন। এরপর তিনি শরহে বেকায়া গ্রন্থটি রচনায় মননিবেশ করেন। আর এতে তিনি اَلنِّقَايَة কিতাবের দুর্বোদ্ধ অংশগুলোর ব্যাখ্যা ও সংযোজন করেছেন।

قَوْلُهُ : اِنَّهُ مُيَسِّرٌ لِلصِّعَابِ : এখানে যমীরের مرجع হল اَللّٰه শব্দ। اَللّٰه শব্দের উল্লেখ পূর্বে রয়েছে বা حَاكِمًا তা পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। এ ভিত্তিতে ضمير এর মারজা' اَللّٰه শব্দ হবে। তা ছাড়া কঠিন বিষয়কে সহজ তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করতে পারেন। সুতরাং مَحْمُوْد এর আলোচনা চলমান হলেও সেদিকে اِنَّهُ এর যমীর راجع হবে না।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

اكتفى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ مَعَ كَثْرَةِ الطَّهَارَاتِ لِاَنَّ الْاَصْلَ اَنَّ الْمَصْدَرَ لَايُثَنّٰى وَلَا يُجْمَعُ لِكَوْنِهَا اِسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ جَمِيْعَ اَنْوَاعِهَا وَاَفْرَادِهَا. فَلَاحَاجَةَ اِلٰى لَفْظِ الْجَمْعِ **قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ** اَلْاٰيَةُ اِفْتَتَحَ الْكِتَابَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ تَيَمُّنًا وَلِاَنَّ الدَّلِيْلَ اَصْلٌ وَالْحُكْمَ فَرْعُهُ وَالْاَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

মুসান্নিফ রহ. তাহারত এর অনেক প্রকার থাকা সত্ত্বেও শব্দটির একবচন উল্লেখই যথেষ্ট মনে করেছেন। কেননা রীতি হল, মাসদার (ক্রিয়ামূল) تَثْنِيَة এবং جَمْع (রূপে ব্যবহারর) হয় না, তা اِسْم جِنْس হয় বলে তার যাবতীয় প্রকার ও শাখা-প্রশাখাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই (طَهَارَت এর) বহুবচন ব্যবহার নিঃপ্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ধৌত কর (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। গ্রন্থকার এ আয়াত দ্বারা কিতাব আরম্ভ করেছেন বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এবং এজন্যে যে, দলিল হল اَصْل বা মৌল এবং হুকুম হল তার فَرْع (শাখা বিশেষ)। আর মৌল মর্যাদাগতভাবে ফর'আ বা শাখার উপর অগ্রবর্তী হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ: كَمْ اِعْرَابًا فِىْ "كِتَابُ الطَّهَارَةِ" ؟

প্রশ্ন : كِتَابُ الطَّهَارَةِ কথাটির কয় ধরনের তারকীব- হতে পারে এবং কি কি?

উত্তর : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লিখেন–

هٰذَا خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ. اَىْ هٰذَا كِتَابُ الطَّهَارَةِ، وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مُبْتَدَاً وَخَبَرُهُ مَحْذُوْفٌ وَ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَنْصُوْبًا بِحَذْفِ فِعْلِ اِقْرَأْ اَوْ اُخُذْ اَوْنَحْوِ ذٰلِكَ.

১। كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি هٰذَا মুবতাদা মাহযূফের خَبَر হবে। যেমন– هٰذَا كِتَابُ الطَّهَارَةِ

২। كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি مُبْتَدَا এবং এর خَبَر টি মাহযূফ [বা উহ্য আছে]। যেমন– كِتَابُ الطَّهَارَةِ هٰذَا

৩। كِتَابُ الطَّهَارَةِ বাক্যটি اِقْرَأْ বা اُخُذْ কিংবা অনুরূপ কোনো فعل محذوف এর مَفْعُوْل হবে। যেমন, اِقْرَأْ كِتَابَ الطَّهَارَةِ. اُخُذْ كِتَابَ الطَّهَارَةِ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْكِتَابِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : كِتَابٌ শব্দটির আভিধানিক ও পরিভাষিক অর্থ কি? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর : كِتَابٌ শব্দটি فِعَالٌ ওজনে بَاب تَفْعِيْل এর মাসদার আভিধানিক অর্থ– একত্র হওয়া। যেমন– كَتَبْتُ الْخَيْلَ–আমি অশ্ব একত্র করেছি।

পরিভাষিক অর্থ : كِتَاب বলা হয় যাতে একজাতীয় মাসায়েল একত্রিত করা হয়, চাই ঐ মাসআলাগুলো বিভিন্ন প্রকার হোক বা না হোক, এ ব্যাপকতা এজন্য জরুরি যে, যেন كِتَاب এর অধীনে হারানো মালের অধ্যায় (كِتَابُ اللُّقْطَةِ) এবং হারানো ব্যক্তির অধ্যায় (كِتَابُ الْمَفْقُوْدِ) ও অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ لِلْكِتَابِ؟

প্রশ্ন : كِتَاب কে কিতাব করে নামকরণের কারণ কি ?

উত্তর : যেহেতু একটি গ্রন্থে অনেক অক্ষর এবং বিভিন্ন চিত্র একত্রিত হয়, এ কারণে كتاب কে কিতাব করে নামকরণ করা হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : كَمْ قِرَاءَةً فِيْ لَفْظِ "الطَّهَارَة" وَمَا مَعْنَاهَا؟

প্রশ্ন : اَلطَّهَارَة শব্দটিকে কয়ভাবে পড়া যায় এবং অর্থ কি ?

উত্তর : طَهَارَة শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায়। যথা– ১। طَهَارَة (ত্ব-এ যবর দিয়ে) এর অর্থ হল, পবিত্রতা। ২। طِهَارَة (ত্ব-এ যের দিয়ে) এর অর্থ– পবিত্রতা অর্জনের পাত্র। ৩। طُهَارَة (ত্ব-এ পেশ দিয়ে) এর অর্থ যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়, পবিত্রতা অর্জনের বস্তু। যেমন– মাটি ও পানি।

اَلسُّوَالُ : لِمَاذَا بَدَأَ الْمُؤَلِّفُ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الطَّهَارَة؟

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবটিকে كِتَابُ الطَّهَارَة দ্বারা শুরু করলেন কেন?

উত্তর : শরী'আত স্বীকৃত ও অনুমোদিত (مَشْرُوْعَات) বিষয়সমূহ থেকে ঈমানের পর নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ও তাৎপর্যপূর্ণ। নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ ، مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَ مَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

অর্থাৎ নামায দীনের স্তম্ভ বা খুঁটি; যে নামায কায়েম করল, সে দীন কায়েম করল আর যে নামাযকে নষ্ট করল, সে দীনকে ধ্বংস করল। (আল-হাদীস)

আর নামায সহীহ হওয়ার পূর্ব শর্ত হল, طَهَارَة হাদীস শরীফে আছে– مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ اَلطُّهُوْرُ (পবিত্রতা নামাযের চাবি।) আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, شَرْطُ الشَّيْئِ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّيْئِ যে সব বিষয় কোনো কাজের জন্য পূর্বশর্ত, সেসব বিষয় ওই কাজের পূর্বে পাওয়া আবশ্যক। তাই গ্রন্থকার كِتَابُ الطَّهَارَة দ্বারা তাঁর কিতাব আরম্ভ করেছেন।

اَلسُّوَالُ : لِمَ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ مَعَ اَنَّ اَنْوَاعَ الطَّهَارَة كَثِيْرَةٌ؟

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. طَهَارَة এর অনেক প্রকার থাকা সত্ত্বেও এ শব্দটি একবচন উল্লেখকে যথেষ্ট মনে করেছেন কেন ?

উত্তর : বেকায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ. তাহারাতের বিভিন্ন প্রকার ও শাখা-প্রশাখা থাকা সত্ত্বেও اَلطَّهَارَة কে বহুবচন ব্যবহার না করার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, اَلطَّهَارَةُ শব্দটি ইসমে মাসদার। এটি بَاب نَصَرَ وَكَرُمَ উভয় বাব থেকেই ব্যবহৃত হয়। আর মাসদারের ব্যবহাররীতি হল, এটা কখনো দ্বিবচনে বা বহুবচনে রূপান্তরিত হয় না। কেননা মাসদার اسم جنس এর হুকুভুক্ত হয়ে থাকে। আর اسم جنس এর বৈশিষ্ট্য হল, তার যাবতীয় প্রকার ও শাখা-প্রশাখাকে শামিল করা। সুতরাং اَلطَّهَارَة শব্দটি اسم جنس হওয়ার কারণে পবিত্রতার যাবতীয় শ্রেণী-অংশকে অন্তর্ভুক্ত করবে, তাই اَلطَّهَارَة কে বহুবচন উল্লেখ করা নিঃপ্রয়োজন একবচন উল্লেখ যথেষ্ট মনে করেছেন।

اَلسُّوَالُ : لِمَ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَ الطَّهَارَة عَلَى الْاَبْوَابِ كُلِّهَا

প্রশ্ন : গ্রন্থকার كِتَابُ الطَّهَارَة তথা তাহারাত অধ্যায়কে সকল অধ্যায়ের পূর্বে আনলেন কেন ?

উত্তর : আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষৌভী রহ. হিদায়া গ্রন্থের প্রাদটীকায় প্রদত্ত এ প্রশ্নের উত্তর এখানে উল্লেখ করেছেন– اَلْمَشْرُوْعَاتُ اَرْبَعَةٌ بِالْاِسْتِقْرَاءِ حُقُوْقُ اللهِ تَعَالٰى وَحُقُوْقُ الْعِبَادِ الخ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ শরী'অত স্বীকৃত ও অনুমোদিত বিষয়সমূহ চার প্রকার : (১) শুধু হুকূকুল্লাহ, (২) শুধু হুকূকুল ইবাদ, (৩) হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয় (তবে এতে হুকূকুল্লাহ প্রবল), (৪) হুকূকুল্লাহ এবং হুকূকুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয়, তবে এতে হুকূকুল ইবাদ প্রবল। এসব বিষয়টির মধ্যে হুকূকুল্লাহ এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হওয়ায় গ্রন্থকার হুকূকুল্লাহ (ইবাদত) এর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর ইবাদতের মধ্যে নামাযের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় প্রথমে নামাযের আলোচনা করেছেন। কেননা ইসলামে ঈমানের পর নামাযের স্থান। কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। আর طَهَارَة নামাযের পূর্বশর্ত। হাদীসে আছে : مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ (পবিত্রতা নামাযের চাবি) এ ছাড়া সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি হল, شَرْطُ الشَّيْ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّيْ যেসব বিষয় কোনো কাজের জন্য পূর্বশর্ত, সে সব বিষয় ওই কাজের আগে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। এ কারণে গ্রন্থকার طَهَارَة কে অপরাপর অধ্যায়ের আগে এনেছেন।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ مَفْهُوْمَ الْاٰيَةِ "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ بَيِّنْ لِمَاذَا بَدَأَ الْمُؤَلِّفُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ؟

প্রশ্ন ঃ "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ ..... الخ" আয়াতে কারীমা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? গ্রন্থকার কিতাবের শুরুতে আয়াত এনেছেন কেন?

উত্তর : ঐতিহাসিক এক সত্য কথা হল, হযরত আয়েশা রাযি.-এর হার হারানোর ঘটনাটি ঘটেছে বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে, যা সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে। অতএব উক্ত আয়াতটি নিঃসন্দেহে মাদানী আর সেখানেই ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী ফরয করা হয়েছে। সেমতে ওযুর ফরযসমূহ, গোসল ও তায়াম্মুমের বৈধতা এ আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। মুফাসসিরগণ قُمْتُمْ শব্দের অর্থ করেছেন اَرَدْتُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা ইচ্ছে করবে। কেননা নামায আরম্ভ হওয়ার পর ওযু হয় না।

এ ছাড়া উক্ত আয়াতে اَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ বাক্যটি উহ্য রয়েছে। সুতরাং নাপাকী হলে ওযুর প্রয়োজন হবে। এটাই জমহূর উলামায়ে কিরামের মত।

অবশ্য اَصْحَاب ظَوَاهِر আয়াতের যাহিরী অর্থকে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, নামায আদায়ের জন্য ওযু থাকলেও ওযু করতে হবে, যেমনি ওযু না থাকলে ওযু করতে হয়। কিন্তু জমহূর উলামায়ে কিরাম বলেন, ওযু থাকলে পুনরায় ওযু করা আবশ্যক নয়।

দ্বিতীয়ত উক্ত আয়াত দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম এর চারটি উত্তর দেন। তবে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার কিতাবের মধ্যে ২টি উত্তর উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন :

اِفْتَتَحَ الْكِتَابَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ تَيَمُّنًا وَلِاَنَّ الدَّلِيْلَ اَصْلٌ وَالْحُكْمَ فَرْعُهٗ وَالْاَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ

(১) বেকায়া গ্রন্থকার কুরআনের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আয়াতে কুরআনীর মাধ্যমে তার কিতাব শুরু করেছেন।

(২) শরী'অতের দৃষ্টিতে দলীল হল আসল বা মূল উৎস; হুকুম হল তার ফর'আ বা প্রতিনিধি। আর আসল মর্যাদার দিক দিয়ে তার শাখার উপর অগ্রগণ্য হয়। কাজেই আয়াতে কারীমা তার থেকে নির্গত মাসআলার উপর অগ্রবর্তী হওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

(৩) গ্রন্থকার আয়াতে কুরআনীর মাধ্যমে তার কিতাবের সূচনা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফকীহের জন্য দলীলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা যিনি দলীল থেকে মাসআলা উদ্ঘাটন করতে পারেন না, তাকে ফকীহ বলা হয় না।

(৪) হুকুম বা মাসআলা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা دَلَائِلُ الشَّرْعِيَّةِ বা শরী'আতের দলিলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা শরী'আতের বিধান বা হুকুমের ক্ষেত্রে শুধু রায় ও অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। আয়াতকে পূর্বে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলীল আর হুকুম এই। যেন শিক্ষার্থীর মেধা তা কবুল করে।

www.pathagar.com

ثُمَّ لَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ دَالَّةً عَلٰى فَرَائِضِ الْوُضُوْءِ اَدْخَلَ فَاءَ التَّعْقِيْبِ فِىْ قَوْلِهٖ ، **فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ مِنَ الشَّعْرِ** اَىْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَهُوَ مُنْتَهٰى ، مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ **اِلَى الْاُذُنِ** فَيَكُوْنُ مَابَيْنَ الْعِذَارِ وَ الْاُذُنِ دَاخِلٌ فِى الْوَجْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيَفْرُضُ غَسْلُهٗ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ مَشَايِخِنَا

وَذَكَرَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَائِىُّ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّبُلَّ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ وَلَايَجِبُ اِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلٰى مَارُوِىَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ اَنَّ الْمُصَلِّىَ اِذَا بَلَّ وَجْهَهٗ وَاَعْضَاءَ وُضُوْئِهٖ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَسِلِ الْمَاءُ عَنِ الْعُضْوِ جَازَ لٰكِنْ قِيْلَ تَاوِيْلُهٗ اَنَّهٗ سَالَ مِنَ الْعُضْوِ قَطْرَةٌ اَوْ قَطْرَتَانِ وَلَمْ يَتَدَارَكْ **وَاَسْفَلِ الذَّقَنِ** فَتَمَّ حُدُوْدُ الْوَجْهِ مِنَ الْاَطْرَافِ الْاَرْبَعَةِ

সহজ তরজমা

এরপর যখন উপর্যুক্ত আয়াতটি ওযুর ফারায়েযের উপর নির্দেশ করছে, তাই মুসান্নিফ রহ. তাঁর উক্তি (فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ)-তে فَاءَ تَعْقِيْبِ প্রবেশ করিয়েছেন। **কাজেই ওযুর ফরয হল, মুখমণ্ডল ধোয়া।** আর তা হল চুল থেকে তথা মাথার চুলের গোড়া থেকে অর্থাৎ মাথার চুল গজানোর সর্বশেষ স্থান থেকে **কান পর্যন্ত।** সুতরাং কান এবং চোয়ালের পার্শ্বদেশের মধ্যবর্তী অংশ মুখমণ্ডলের আওতায় প্রবেশ করবে। যেমনটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাব। তাই তা ধৌত করা ফরয হবে। এটাই আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত।

শামসুল আইম্মা হুলওয়াঈ রহ. উল্লেখ করেছেন, চোয়ালের পার্শ্বদেশ ও কানের মধ্যবর্তী অংশ ভিজানোই যথেষ্ট; সেখানে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যিক নয়। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, মুসল্লী যখন নিজের মুখমণ্ডল ও ওযুর অঙ্গসমূহকে পানি দিয়ে ভিজায়, কিন্তু পানি অঙ্গ থেকে গড়িয়ে না পড়ে, তা জায়েয হবে। কিন্তু ফকীহগণ এর মর্মার্থ এই বলেছেন যে, যদি পানি এক ফোঁটা বা দুফোঁটা করে ঝরে ধারাবাহিকভাবে না ঝরে **এবং চিবুকের নিচ পর্যন্ত।** এ পর্যন্ত মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বের সীমারেখার বর্ণনা সমাপ্ত হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ؟

প্রশ্ন : فَالتَّعْقِيْبُ فِىْ قَوْلِهٖ فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : মুসান্নিফ রহ. فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ বাক্যাংশে যে فَاء টি প্রবেশ করিয়েছেন, তা মূলত تَعْقِيْب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর فَاءِ تَعْقِيْب মানে فَاء এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বস্তুদ্বয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী অব্যয়, যা পর্যায়ক্রমে ও পরবর্তীতা বুঝায়।

সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হবে– যখন উল্লেখিত আয়াতটি ওযুর ফরযসমূহ নির্দেশ করছে, কাজেই ওযুর ফরয হল, সমস্ত মুখ মণ্ডল ধৌত করা।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : فَفَرْضُ الْوُضُوْءِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْفَرْضِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন : فَرْض শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : فَرْض শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্তন করা, নিরূপণ করা, নির্ধারণ করা প্রভৃতি।

পারিভাষিক অর্থ : শরী'আতের পরিভাষায় فَرْض এমন হুকুমকে বলা হয়, যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বেকায়ার টীকায় লিখেন–

وَفِى الْاِصْطِلَاحِ هُوَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ

اَلسُّوَالُ : مَا الْجَوَابُ اِنِ اعْتَرَضَ اَحَدٌ اَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيُبَيِّنُ "اَنَّ مَسْحَ رُبُعِ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ" مَعَ اَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنَ الْاٰيَةِ الْكَرِيْمَةِ

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রশ্ন করে, স্বয়ং গ্রন্থকারই সামনে উল্লেখ করবেন– "দাঁড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয", অথচ আয়াত সেকথা বুঝায় না, এর জবাব কি?

উত্তর: আয়াতের নির্দেশনা ব্যাপক; চাই صَرَاحَةً হোক বা بِطَرِيْقِ اِسْتِنْبَاط হোক অথবা বলা হবে, আয়াতের মধ্যে সমস্ত ফরয এর বিবরণ উল্লেখ করা হয় নি।

اَلسُّوَالُ : لِمَاذَا قَدَّمَ الْوُضُوْءَ عَلَى الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ؟

প্রশ্ন: বেকায়া গ্রন্থকার وُضُو এর বিষয়টিকে গোসল এবং অন্যান্য বিষয়ের আগে কেন বর্ণনা করেছেন?

উত্তর :

১। গোসল ও অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অযুর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

২। অযুর অঙ্গসমূহ গোসলের অঙ্গসমূহের جُزْ (শাখা) আর নিয়ম হচ্ছে, جُزْ (শাখা) كُل (মৌল)-এর উপর অগ্রবর্তী হয় طَبْعًا (মান বিবেচনায়); তাই وَضْعًا (বাস্তবে) ও ওযুর বিবরণকে গোসলের বিবরণের উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

৩। কুরআন মাজীদেও আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ওযুর বর্ণনা করে বলেছেন : فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ; এর পরে গোসলের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেছেন : فَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْوُضُوْءَ وَالْغُسْلَ شَرْحًا لُغَوِيًّا؟

প্রশ্ন : ওযু ও গোসলের শাব্দিক বিশ্লেষণ উল্লেখ কর?

উত্তর : وُضُوْء শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়।

(১) اَلْوَضُوْءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ অর্থাৎ واو অক্ষর যবর যোগে। অর্থ, اَلْمَاءُ يُتَوَضَّأُ بِهِ তথা ওই পানি, যার দ্বারা ওযু করা হয়।

(২) اَلْوُضُوْءُ بِضَمِّ الْوَاوِ অর্থাৎ واو অক্ষর পেশ যোগে। অর্থ–

اَلْغُسْلُ اَلْمَسْحُ عَلٰى اَعْضَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ اَوْ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَى الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ

اَلرَّأْسِ . وَالْوَجْهِ . وَالْيَدَيْنِ . وَالرِّجْلَيْنِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ ধৌত ও মাসাহ করা। অথবা নিয়তের সাথে চার অঙ্গ তথা মাথা, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের উপর পানি প্রবাহিত করা। (আল-মু'জামুল ওয়াসীত : ১০৩৮)

www.pathagar.com

غُسْل শব্দের অর্থ : غُسْل শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায়।

(১) غَسْل (গাইন বর্ণে যবর দিয়ে) এর অর্থ হল, পানি দিয়ে ময়লা-আবর্জনা দূর করা।

(২) غُسْل (গাইন বর্ণে পেশ দিয়ে) এর অর্থ হল, সমস্ত শরীর ধৌত করা অর্থাৎ গোসল করা।

(৩) غِسْل (অর্থাৎ গাইন বর্ণে যের দিয়ে) এর অর্থ হল, ধৌত করার উপকরণ। যেমন, খিতমী–যা দ্বারা মাথা ধৌত করা হয়, পানি, সাবান ইত্যাদি।

قَوْلُهُ : قِيْلَ تَاوِيْلُهُ اَنَّهُ سَالَ مِنَ الْعُضْوِ .... الخ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ اِخْتِلَافَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِىْ غَسْلِ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ

প্রশ্ন : ইজার ও কানের মধ্যবর্তী স্থান ধৌত করার মধ্যে কী মতভেদ রয়েছে উল্লেখ কর।

উত্তর : কান থেকে চেহারার দিকে সামান্য ব্যবধানে যে দাঁড়ি রয়েছে, সেটাকে عِذَار বলে। এই عِذَار এবং কানের মাঝের অংশকে مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْاُذُنِ বলে।

ইজার ও কানের মধ্যবর্তী অংশ ওযুতে ধৌত করা নিয়ে ইমামদের মাঝে নিম্নরূপ মতভেদ রয়েছে :

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে ইযার ও কানের মধ্যবর্তী শুভ্র অংশ চেহেরার অন্তর্ভুক্ত। তাই ধৌত করা ফরয। এটা অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত।

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, তার নিকট তা ধৌত করা ফরয নয় বরং পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। এ বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী রহ. এ মত গ্রহণ করেছেন। ইযার ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক নয় বরং ভেজা হাত বুলিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লিখেন, আল্লামা চালপী রহ. যখীরাতুল উকবা (ذخيرة العقبى) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন : ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, বক্তব্য পানি দ্বারা অঙ্গ ভিজানো-এর ব্যাখ্যা এক ফোঁটা অথবা দুই ফোঁটা পানি প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য হল, শামসুল আইম্মাহ রহ. এর মাযহাব খণ্ডন করা কেননা হালওয়ায়ী রহ. এর মাযহাবে পানি নিঃসরণ শর্ত নয়। আর এতে বুঝা যায়, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর নিকট কমপক্ষে দু'এক ফোঁটা পানি নিঃসরণ শর্ত। অতএব এ ব্যাখ্যানুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাযহাব বাহ্যত ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাবের সাথে মিলে যাচ্ছে। যদি এর ব্যাখ্যা এমন না করা হত, তবে ইমাম আবূ ইউসূফ এর মাযহাব لُغَةً ও شَرْعًا ইমাম আবূ হানিফা রহ. এবং মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাবের পরিপন্থী হত।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ نَبْذًا مِّنْ حَيَاةِ الْاِمَامِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَائِىِّ

প্রশ্ন : ইমাম শামসুল আইম্মাহ হালওয়ায়ী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর : তার নাম আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ইবনে নসর ইবনে সালেহ আল বুখারী রহ.। তার উপাধী শামসুল আইম্মাহ তথা ইমামদের সূর্য। তিনি এ উপাধিতে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। তার পিতা হালওয়া বিক্রেতা ছিলেন বিধায় তাঁকে হালওয়ায়ী বলা হয়। কেউ কেউ তাকে হুলওয়ানীও বলেন। হুলওয়ান ইরাকের একটি শহরের নাম। তিনি উক্ত শহরের অধিবাসী ছিলেন তাই তাকে হুলওয়ানী বলেও ডাকা হয়।

www.pathagar.com

ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْوَجْهِ قَوْلَهُ **وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ** خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا يَدْخُلُ الْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ فِي الْغَسْلِ لِأَنَّ الْغَايَةَ لَاتَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا وَنَحْنُ نَقُوْلُ إِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ تَدْخُلْ فِيْهَا كَلِمَةُ إِلَى لَمْ يَتَنَاوَلْهَا صَدْرُ الْكَلَامِ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهَا صَدْرُ الْكَلَامِ كَالْمُتَنَازَعِ فِيْهِ تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلنَّحْوِيِّيْنَ فِي إِلَى أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ . اَلْأَوَّلُ دُخُوْلُ مَابَعْدَهَا فِيْ مَا قَبْلَهَا إِلَّا مَجَازًا وَالثَّانِيْ عَدَمُ الدُّخُوْلِ إِلَّا مَجَازًا وَالثَّالِثُ الْإِشْتِرَاكُ وَالرَّابِعُ الدُّخُوْلُ إِنْ كَانَ مَابَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا وَعَدَمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَهٰذَا الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْنَا فِي اللَّيْلِ وَالْمَرَافِقِ .

সহজ তরজমা

তারপর মুসান্নিফ রহ. وَجْه এর উপর عَطْف করেছেন নিজ উক্তি وَالْيَدَيْنِ কে এবং উভয় হাত কনুইসহ আর উভয় পা গোড়ালিসহ ধোয়া। এতে ইমাম যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে কনুইদ্বয় এবং গোড়ালিদ্বয় ধৌত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা غَايَة (সীমানা) তার পূর্ববর্তী অংশ (مُغَيَّا)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। আমরা বলি, যদি غَايَة এমন হয় যে, তাতে إِلَى অব্যয়টি প্রবেশ না করলে বাক্যের প্রথমাংশ (صَدْرُ الْكَلَامِ) তাকে শামিল করবে না; তবে غَايَة [সীমানা] مُغَيَّا-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন : সাওম সম্পর্কিত বিধানে রাত অন্তর্ভুক্ত। আর যদি غَايَة এমন হয় যে, সদরুল কালাম তাকে শামিল করে, যেমন– বিরোধপূর্ণ মাসআলায় (কনুই ও টাখনু ধোয়ার বিধানের অন্তর্ভুক্ত), তা হলে غَايَة [সীমানা] مُغَيَّا-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বস্তুত নাহবীদের নিকটে إِلَى সংক্রান্ত চারটি মাযহাব রয়েছে। ১. إِلَى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী বস্তুর অন্তর্ভূক্ত হবে; কিন্তু রূপক হিসেবে কখনো অন্তর্ভুক্ত হবে না। ২. অন্তর্ভুক্ত হবে না; কিন্তু مَجَاز হিসেবে কখনো অন্তর্ভুক্ত হবে। ৩. উভয়টির (অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়ার) মাঝে মুশতারাক। ৪. إِلَى এর পরবর্তী অংশ যদি পূর্ববর্তী বস্তুর সমজাতীয় হয় তা হলে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বস্তুটি সমজাতীয় না হয়, তা হলে অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং এই চতুর্থ মাযহাবটি রাত ও কনুই প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ اِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي الْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ

প্রশ্ন ঃ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ এর মাঝে ইমামদের মতভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর : উপর্যুক্ত মাসআলায় বিবদমান মাযহাবসমূহের বিবরণ

পা ধৌত করতে হবে কি-না ? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে অজুতে পা ধৌত করতে হবে। ধৌত করা ফরয। মাসেহ যথেষ্ট নয়। কিন্তু رَوَافِض ও شِيْعَة إِمَامِيَّة সম্প্রদায়ের মতে পা মাসেহ করতে হবে। ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

কনুই ও টাখনুসহ ধৌত করতে হবে কি-না?

অজুতে (مِرْفَق) কনুই (كَعْب) টাখনু ধৌত করা ফরয কি-না, এতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। যেমন; ইমাম যুফার রহ. বলেন, অজুতে কনুই ও টাখনু ধৌত করা ফরয নয়। পক্ষান্তরে জমহূর উলামায়ে কিরাম বলেন, অজুতে কনুই ও টাখনু ধৌত করা ফরয।

দলিল : ইমাম যুফার রহ. বলেন, غَايَة (إِلَى এর পরবর্তী অংশ) مُغَيًّا (إِلَى পূর্ববর্তী বস্তু) এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন : রোযার বিধান সম্পর্কিত আয়াত- وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।)

আর এখানে غَايَة হল مِرْفَقَيْنِ ও كَعْبَيْنِ (দুই কনুই ও দুই টাখনু) সুতরাং غَايَة টা নিঃশর্ত مُغَايَة-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না বিধায় এখানে কনুইদ্বয় ও টাখনুদ্বয় ধোয়ার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

জমহূর উলামায়ে কিরাম এর দলীল হচ্ছে, غَايَة যদি এমন হয় যে, إِلَى শব্দটি দাখিল না হলেও غَايَة কে مُغَيًّا শামিল রাখে না। তবে غَايَة টা مُغَيًّا এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ আয়াতের মধ্যে; إِلَى শব্দটি যদি এখানে উল্লেখ নাও করা হত, তবুও مُغَيًّا তথা يَوْم (দিন) غَايَة তথা لَيْل (রাত) কে শামিল রাখত না। আর যদি غَايَة টা এমন হয় যে, إِلَى শব্দটি দাখিল না হলেও غَايَة কে مُغَيًّا শামিল রাখে। তবে غَايَة টা مُغَايَة এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে مِرْفَق কনুইকে এবং পা كَعْب টাখনুকে শামিল রাখে। কেননা يَدٌ বলতে বগল পর্যন্ত বুঝায় অনুরূপ رِجْل পা বলতে রান পর্যন্ত বুঝায়।

إِلَى-এর ব্যপারে মাযহাব কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ إِلَى এর ব্যাপারে চার মাযহাব।

(১) إِلَى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কখনো রূপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে না।
(২) إِلَى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে রূপক অর্থে হবে।
(৩) إِلَى এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া-না হওয়া মুশতারাক।
(৪) إِلَى এর পরবর্তী ও পূর্ববর্তী অংশ যদি একজাতীয় হয়, তা হলে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি একজাতীয় না হয়, তা হলে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالْعِبَارَةِ الْاٰتِيَةِ "بِنَاءً عَلٰى اَنَّ لِلنَّحْوِيِّيْنَ" ؟

প্রশ্ন : "بِنَاءً عَلٰى اَنَّ لِلنَّحْوِيِّيْنَ" এবারত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : এ عِبَارَة দ্বারা শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. জমহূরের দলীলকে আরো মজবুত করেছেন অর্থাৎ জমহূরের দলীলটি নিছক একটি দাবী নয় বরং এটি নাহুবিদদের থেকে বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক পেশ করা হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : مَا اَرَادَ بِقَوْلِهِ "فَهٰذَا الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ" بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : فَهٰذَا الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে, জমহূর উলামা সাওমের আয়াতে রাত এবং অজুর আয়াতে কনুই ও টাখনু সম্পর্কে যে রীতি অনুসরণ করেছেন, তার সাথে চতুর্থ মাযহাবের মিল রয়েছে। প্রথমোক্ত দু'টি মাযহাব পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সুতরাং উভয়টি রহিত হয়ে যাবে।

আর তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে, إِلَى এর مَا بَعْد এর مَا قَبْل এর মধ্যে দাখিল হওয়া-না হওয়া উভয়ই সমান। তাই এতেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দরুন এ মাযহাবও বর্জনীয়। এখন শুধু রয়ে গেল চতুর্থ সূরত। আর এটাই আমাদের গৃহীত মাযহাব।

www.pathagar.com

وَاَمَّا الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ يُعَارِضُهُ الثَّانِىْ فَتَسَاوَيَا وَالثَّالِثُ وَاجِبُ التَّسَاوِىْ اَيْضًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِىْ مَوَاقِعِ اِسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ اِلٰى فَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ اللَّيْلِ فِى الصَّوْمِ اِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِى التَّنَاوُلِ وَالدُّخُوْلِ فَلَا يَثْبُتُ التَّنَاوُلُ بِالشَّكِّ وَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ النِّزَاعِ اِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِى الْخُرُوْجِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ تَنَاوُلُ صَدْرِ الْكَلَامِ وَالدُّخُوْلُ فِيْهِ فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَمَا ذَكَرُوْا اَنَّهَا غَايَةُ الْاِسْقَاطِ فَمَشْهُوْرٌ فِى الْكُتُبِ فَلَا نَذْكُرُهُ ـ

সহজ তরজমা

তবে প্রথমোক্ত তিন মাযহাব, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং উভয়টি সমপর্যায়ের হয়ে গেল এবং তৃতীয় মাযহাবও অনুরূপ সমকক্ষতাই সাব্যস্ত করছে। সুতরাং اِلٰى অব্যয় ব্যবহারের স্থানসমূহে সন্দেহ সৃষ্টি হল। তাই সাওম সম্পর্কিত বিধানে রাতের অনুপ্রবেশ ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহের সাথে অন্তর্ভুক্তি প্রমাণিত হবে না। আর বিরোধপূর্ণ সূরতে (কনুই ও টাখনু) সদরুল কালামে শামিল ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণিত হওয়ার পর বেরিয়ে আসার প্রশ্নে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সন্দেহবশত তা বের হবে না। আর উসূলবিদগণ যে উল্লেখ করেছেন, এটা غَايَةُ الْاِسْقَاطِ (বহির্ভূতকরণ) এর অন্তর্ভুক্ত, তা কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ। সুতরাং আমরা সেটা আলোচনা করব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاَمَّا الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ الخ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. উল্লেখ করেছেন যে, اِلٰى সম্পর্কে বর্ণিত চার মাযহাবের চতুর্থতম মাযহাবটি আমরা গ্রহণ করেছি। বাকি তিন মাযহাবকে বর্জন করেছি। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় মাযহাব একটি অপরটির বিপরীত, তাই উভয়টি বরাবর। অতএব, একটির উপরে অপরটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। ফলত উভয়টিই বর্জণীয়। তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে, اِلٰى-এর مَابَعْد-এর مَاقَبْل-এর এর মধ্যে দাখিল হওয়া ও না হওয়া বরাবর। তাই এতেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, غَايَة - مُغَيَّا-এর মধ্যে শামিল আছে, নাকি নাই। অতএব, সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার দরুন এ মাযহাবও বর্জনীয়। বাকি রয়েছে চতুর্থতম মাযহাব, যা আমরা গ্রহণ করেছি।

قَوْلُهُ : وَفِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ النِّزَاعِ الخ : চতুর্থতম মাযহাব মোতাবেক সাব্যস্ত হয়েছে যে, আলোচ্য মাসআলায় غَايَة তথা কনুই مُغَيَّا তথা হাত-এর মধ্যে শামিল এবং টাখনু পায়ের মধ্যে শামিল। কেননা, উক্ত মাসআলায় اِلٰى-এর مَا بَعْد ও مَاقَبْل এক جِنْس-এর।

قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرُوْا اَنَّهَا غَايَةُ الْاِسْقَاطِ الخ : اُصُوْلِيِّيْن-এর কিতাবে এ মাসআলা প্রসিদ্ধ যে, উক্ত আয়াত তথা غَسْلُ الْيَدَيْنِ اِلَى الْمَرَافِقِ এবং غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর মধ্যে مِرْفَق - يَدٌ-এর মধ্যে এবং رِجْل-এর মধ্যে كَعْب--এর মধ্যে শামিল, এটি ইমাম যুফার রহ.-এর বক্তব্যের খন্ড যে, مِرْفَق এবং كَعْب যে غَايَة হয়েছে, তা سَاقِط করে যা غَايَةُ الْاِسْقَاط ও مِرْفَق ও كَعْب-এর পরবর্তী অংশকে ওযূতে ধৌত করার হুকুম থেকে দিয়েছে। ফলত مِرْفَق এবং كَعْب - سَاقِطُ الْغَسْل-এর মধ্যে পড়ে না; বরং ثَابِتُ الْغَسْل-এর মধ্যে পড়ে, যা আমাদের عَيْنُ الْمَذْهَب-অতএব, ইমাম যুফার রহ.-এর বক্তব্য আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

www.pathagar.com

ثُمَّ الْكَعْبُ فِىْ رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَفْصِلُ الَّذِىْ فِىْ وَسْطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِّرَاكِ لٰكِنَّ الْاَصَحَّ اَنَّهَا الْعَظْمُ النَّاتِى الَّذِىْ يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ تَعَالٰى اِخْتَارَ لَفْظَ الْجَمْعِ فِىْ اَعْضَاءِ الْوُضُوْءِ فَاُرِيْدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ وَاخْتَارَ فِى الْكَعْبِ لَفْظَ الْمُثَنّٰى فَلَمْ يُمْكِنْ اَنْ يُّرَادَ بِهٖ اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ فَتَعَيَّنَ اَنَّ الْمُثَنّٰى مُقَابِلٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْجَمْعِ فَيَكُوْنُ فِىْ كُلِّ رَجُلٍ كَعْبَانِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ لَا مَعْقَدُ الشِّرَاكِ فَاِنَّهُ وَاحِدٌ فِىْ كُلِّ رِجْلٍ ـ

সহজ তরজমা

ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে হিশামের সূত্রে বর্ণিত, কা'ব হল ওই জোড়া, যা পায়ের মাঝখানে জুতার ফিতা বাঁধার স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, كَعْبُ বলা হয় ওই উঁচু হাড়কে, যেখানে পায়ের নলার হাড় এসে শেষ হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা ওযূর অঙ্গসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বহুবচন শব্দ গ্রহণ করেছেন। তাই বহুবচন এর বিপরীতে বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা "ইনকিসামুল আহাদ আলাল আহাদ" (একক বস্তু একক বস্তুর উপর বণ্টন হওয়া) উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা كَعْبُ এর ক্ষেত্রে দ্বিবচন শব্দ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاٰحَادِ عَلَى الْاٰحَادِ উদ্দেশ্য নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, جَمْع এর প্রতিটি ফরদের বিপরীতে দ্বিবচন হবে। কাজেই প্রত্যেক পায়ে দুটি করে কা'ব (টাখুন) থাকবে। আর তা হল, উঁচু দুটো হাড়; জুতার ফিতা বাঁধার স্থান নয়। কেননা তা প্রত্যেক পায়ে একটি রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ الْاِخْتِلَافُ فِىْ مَسْئَلَةِ الْكَعْبِ؟

প্রশ্ন : كَعْبُ এর মাসআলার মধ্যে ইমামদের মতভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর : ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে হিশাম রহ. كَعْبُ এর সংজ্ঞায় বলেন : পায়ের মাঝখানে জুতার ফিতা বাঁধার যে স্থান রয়েছে, তাকে كَعْبُ বলা হয়। তবে বিশুদ্ধতম মতে كَعْبُ বলা হয়, পায়ের দু'পাশের উঁচু হাড়কে, যেখানে এসে পায়ের নলার হাড় শেষ হয়েছে। কিন্তু শরহে বেকায়ার মুসান্নিফ রহ. বলেন, এটি ভুল বরং বিশুদ্ধ মতে كَعْبُ বলা হয়–

اَلْعَظْمُ النَّاتِى الَّذِىْ يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ তথা পায়ের গোড়ালির নিচে ভাসমান হাড়কে; যেখানে এসে পায়ের গোছার হাড় সমাপ্ত হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন– اَلْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِىْ هُوَ الصَّحِيْحُ তথা اَلْكَعْبُ বলা হয়, ভাসমান বা বেরিয়ে থাকা হাড়কে আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : ثُمَّ الْكَعْبُ فِىْ رِوَايَةٍ الخ

اَلسُّوَالُ: وَضِّحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ ذِكْرِ اَقْوَالِ اَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন: উল্লেখিত ইবারতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর ইমামগণের অভিমত বর্ণনাসহ।

উত্তর : উক্ত ইবারত এর মাধ্যমে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. كَعْب (টাখনু) এর পরিচয় দিচ্ছেন। সুতরাং তিনি বলেন : ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে হিশাম রহ. এর সূত্রে বর্ণিত মতানুযায়ী كَعْب (টাখনু) বলা হয়, পায়ের পাতার মধ্যখানে উপরিভাগের ভাসমান জোড়া হাড়কে, যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয়। কিন্তু শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, এটি ভুল বরং বিশুদ্ধমতে كَعْب বলা হয় اَلْعَظْمُ النَّاتِى الَّذِىْ يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ عَظْمُ السَّاقِ তথা পায়ের গোড়ালীর নিচে ভাসমান হাড়কে যেখানে এসে পায়ের গোছার হাড় সমাপ্ত গেছে। হিদায় গ্রন্থকার রহ. বলেন, وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِىْ هُوَ الصَّحِيْحُ অর্থাৎ كَعْب বলা হয়, ভাসমান বা বেরিয়ে থাকা হাড়কে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওজুর অঙ্গসমূহের বিবরণের ক্ষেত্রে جَمْع (বহুবচনের) শব্দ চয়ন করেছেন। যেমন– وُجُوْهَكُمْ ، مَرَافِق ، اَرْجُلَكُمْ ، رُؤُوْسَكُمْ ، اَيْدِيَكُمْ প্রভৃতি আর جَمْع এর বিপরীতে جَمْع দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاَحَادِ عَلَى الْاَحَادِ (প্রত্যেক এককের উপর একক বণ্টিত হওয়া) উদ্দেশ্য করা হয়। কিন্তু শুধু كَعْب এর ক্ষেত্রে تَثْنِيَه (দ্বিবচন) শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই এর দ্বারা اِنْقِسَامُ الْاَحَدِ عَلَى الْاَحَدِ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। অতএব جَمْع এর প্রত্যেক فَرْد এর বিপরীতে مُثَنَّى (দ্বিবচন) উদ্দেশ্য হবে,। প্রত্যেক পায়ের দুই كَعْب তথা ভাসমান দুটি হাড় উদ্দেশ্য হবে,,জুতার ফিতা বাঁধার স্থান নয়। কেননা জুতার ফিতা বাঁধার স্থান তো প্রত্যেক পায়ে একটি করে।

قَوْلُهُ : فَاُرِيْدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ؟

পশ্ন : مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِا لِلْجَمْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এখানে جَمْع এর বিপরীতে جَمْع এর মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে মানবজাতিকে অযুর নির্দেশদানের ক্ষেত্রে فَاغْسِلُوْا তথা جَمْع শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ওযুর অঙ্গসমূহের ক্ষেত্রেও جَمْع শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাই এখানে جَمْع এর বিপরীতে جَمْع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর এ جَمْع এর বিপরীতে جَمْعএর দ্বারা উদ্দেশ্য اِنْقِسَامُ الْاَحَادِ عَلَى الْاَحَادِ এর মর্ম হচ্ছে– যারা নামায পড়ার ইচ্ছে পোষণ করে, তারা প্রত্যেকে যেমনি নিজ নিজ হাত-পা ইত্যাদি ধৌত করে। এখানে فَاغْسِلُوْا বলে যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাদের একেকজন উদ্দেশ্য এবং وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ ইত্যাদি দ্বারা ওই একেকজনের একেক চেহারা ও একেক হাত ইত্যাদি উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়– رَكِبُوْا دَوَابَّهُمْ (তারা তাদের সওয়ারিতে আরোহণ করেছে) অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সওয়ারিতে আরোহণ করেছে।

www.pathagar.com

وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ اَلْمَسْحُ اِصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ الْعُضْوَ اِمَّا بَلَلًا يَأْخُذُهُ مِنَ الْاِنَاءِ اَوْ بَلَلًا بَاقِيًا فِى الْيَدِ بَعْدَ غَسْلِ عُضْوٍ مِّنَ الْمَغْسُوْلَاتِ وَلَا يَكْفِى الْبَلَلُ الْبَاقِى فِى يَدِهٖ بَعْدَ مَسْحِ عُضْوٍ مِّنَ الْمَمْسُوْحَاتِ وَلَا بَلَلٌ يَاخُذُهُ مِنْ بَعْضِ اَعْضَائِهٖ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْعُضْوُ مَغْسُوْلًا اَوْ مَمْسُوْحًا وَكَذَا فِى مَسْحِ الْخُفِّ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَفْرُوْضَ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ اَدْنٰى مَايُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ وَهُوَ شَعْرَةٌ اَوْ ثَلٰثُ شَعْرَاتٍ عِنْدَ الشَّافِعِى رح عَمَلًا بِاِطْلَاقِ النَّصِّ وَعِنْدَ مَالِكٍ رح اَلْاِسْتِيْعَابُ فَرْضٌ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَعِنْدَنَا رُبُعُ الرَّأْسِ وَقَدْ ذَكَرُوْا اَنَّهٗ اِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِىْ يُرَادُ بِهٖ كُلُّهٗ وَاِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهٖ بَعْضُهٗ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِى الْبَاءِ اَنْ تَدْخُلَ فِى الْوَسَائِلِ وَهِىَ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ فَلَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُهَا بَلْ يَكْفِىْ مِنْهَا مَايَتَوَسَّلُ بِهٖ اِلَى الْمَقْصُوْدِ فَاِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِى الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ فَلَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُ الْمَحَلِّ۔

সহজ তরজমা

মাথা এবং দাড়ির এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসাহ করা। মাসাহ হল, অঙ্গের উপর ভিজা হাত বুলানো। হয়ত সে আর্দ্রতা পাত্রের সংগৃহীত পানি থেকে হবে কিংবা ধৌত অঙ্গে বিদ্যমান আর্দ্রতা দ্বারা হবে। তবে মাসাহ এর অঙ্গ মাসাহ করার পর হাতের অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারা মাসাহ যথেষ্ট হবে না এবং কতিপয় অঙ্গ থেকে যে আর্দ্রতা নেওয়া হয়েছে, তাও মাসাহকরণে যথেষ্ট হবে না। চাই সে অঙ্গ ধৌত করা হোক অথবা মাসাহ করা হোক। মোজা মাসাহর বেলায়ও অনুরূপ বিধান। জেনে রাখ, মাথা মাসাহর ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই ফরয, যার উপর শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। আর তা হল, এক চুল অথবা তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করা। এটা ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অভিমত, নসের শর্তহীনতার উপর আমল করে। ইমাম মালিক রহ. এর মতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয। যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ (তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল মাসাহ করো!) এতে পূর্ণাঙ্গ মাসাহর কথা বলা হয়েছে। আর আমাদের নিকট মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয। উসূলবিদগণ লিখেছেন : যখন বলা হয়, مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِىْ (আমি হাত দিয়ে দেওয়াল মাসাহ করেছি) তখন এর দ্বারা সম্পূর্ণ দেওয়াল উদ্দেশ্য হয়। আর যখন বলা হয় مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ (আমি দেওয়াল মাসাহ করেছি), তখন এর দ্বারা দেয়ালের একাংশ উদ্দেশ্য হয়। কেননা باء ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম হল, باء অব্যয়টি وَسَائِل (মাধ্যম)-এর শুরুতে প্রবেশ করে। আর তা উদ্দিষ্ট বস্তু নয়, তাই وَسَائِل এর পূর্ণাঙ্গতা সাব্যস্ত হবে না রবং وَسَائِل (মাধ্যম)-এর এতটুকু অংশ প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট; যদ্দারা উদ্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। সুতারাং যখন باء অব্যয়টি مَحَل এর শুরুতে প্রবেশ করবে, তখন مَحَل কে وَسَائِل-এর সাথে সাম স্যতা বিধান করা হবে। কাজেই مَحَل এর সম্পূর্ণতাও প্রমাণিত হবে না।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اِمَّا بَلَلٌ يَاخُذُهُ مِنَ الْاِنَاءِ

اَلسُّوَالُ : وَضِّحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ كَيْ يَتَّضِحَ الْمُرَامُ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কর

উত্তর : মাসেহ করার জন্য হাতে পানির আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকা জরুরী। শুকনো হাত দিয়ে মাসেহ করলে, তা যথেষ্ট হবে না। শারেহ রহ. উপরিউক্ত বাক্যে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ হয়তো আর্দ্রতা ওযুর পাত্র থেকে সংগৃহীত হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, হাতে যদি আর্দ্রতা না থাকে কিংবা আর্দ্রতা ছিল কিন্তু শুকিয়ে গেছে, তা হলে নতুনভাবে ওযুর পাত্র থেকে পানি নিয়ে হাত ভিজাতে হবে। এখানে مِنَ الْاِنَاءِ কয়েদটি ইত্তেফাকী বা আকস্মিক। কেননা নদীর তীরে বসে ওযু করলেও একই হুকুম প্রয়োজ্য হবে। তদ্রূপ ধোয়ার অঙ্গসমূহ ধৌত করার পর হাতে যে আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকে, তা দ্বারাও মাসাহ জায়েয হবে। তবে মাসাহর অঙ্গটি মাসাহ করার পর অবশিষ্ট আর্দ্রতা দ্বারা মাসাহকরণ যথেষ্ট হবে না। কেননা মাসাহ করার সময় পানি যখন মাসাহকৃত অঙ্গে লেগে যাবে তখন তা ব্যবহৃত পানিরূপে গণ্য হবে আর ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবত্রিতা হাসিল করা বৈধ নয়। ধোওয়া এর ব্যতিক্রম। কেননা ধৌত করার সুরতে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি শরীর থেকে পৃথক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবহৃত পানি বলেই পরিগণিত হয় না।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرَ وَاَنَّهُ اِذَا قِيلَ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন: উল্লেখিত ইবারতের ব্যখ্যা কর।

উত্তর : শারেহ রহ. ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাবকে দু'ভাবে অপনোদন করেছেন। তন্মধ্যে একটি উপযুক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ بَا অব্যয়টির ব্যবহার নীতি হল, সাধারণত بَا অব্যয়টি وَسِيْلَه (মাধ্যম হয় এমন বস্তু)-এর শুরুতে আসে, তবে সে ওসীলাটি উদ্দিষ্ট বস্তু নয়। তাই তার পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বরং ওসীলার এতটুকু অংশ প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট, যদ্দারা উদ্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। আর যদি بَا অব্যয়টি مَحَل (ক্ষেত্র বা স্থান) এর শুরুতে প্রবেশ করে, তখন مَحَل কে ওসীলার সাথে তুলনা করা হবে। তাই যেমনি ওসীলার পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হয় না, তেমনি مَحَل এরও পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হবে না। এ নীতির উপর ভিত্তি করেই হানাফীগণ মাসাহ সম্পর্কিত আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ প্রসঙ্গে বলেন, এখানে بَاءِ অব্যয়টি সরাসরি মহল তথা رُؤُس এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই এ আয়াত দ্বারা পুরো মাথা মাসাহ করা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উসূলবিদগণের এ কানুন ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মাসাহ শর্ত করার বিপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمَسْحِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟

প্রশ্ন ঃ مَسْح (মাসাহ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : مَسْح এর আভিধানিক অর্থ হল– মোছা, ঘর্ষণ করা, বুলানো। পরিভাষায় مَسْح বলা হয় اِصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ الْعُضْوَ। তথা অঙ্গের উপর ভিজা হাত বুলানো। এটা সাধারণত مَسْح এর সংজ্ঞা। এতে মাথা মাসাহ, দাড়ি মাসাহ, মোযার উপরে মাসাহ ইত্যাদি সবগুলো একত্রিত করে।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ مَسْئَلَةَ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : মাথা মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

উত্তর : মাথা মাসাহ করা তো সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। কেননা মাথা মাসাহ করার বিষয়টি স্পষ্ট نَصّ তথা কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তবে মাসেহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

এ প্রসঙ্গে মাযহাবসমূহ ও তার দলিল

(১) ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিকট مُطْلَقًا [নিঃশার্ত] মাথা মাসাহ ফরয। তাই কেউ যদি এক চুল কিংবা তিন চুল পরিমাণ মাথা মাসাহ করে, তবে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

দলীল : ইমাম শাফেঈ রহ. তার মতের স্বপক্ষে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন : وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো। এখানে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো কথাই বলা হয় নি। বিধায় এ নির্দেশটি নিঃশর্ত।

আর মুতলাক বা নিঃশর্ত বিষয়টি স্বস্থানে অপরিবর্তিত থাকার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। তাই কুরআনের এই সাধারণ হুকুমকে কোনোকিছুর সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে না। সুতরাং এক চুল বা তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করলেই মাথা মাসাহের ফরয আদায় হয়ে যাবে।

(২) ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয।

দলীল : তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসাহ কর। এর দ্বারা তায়াম্মুমকালে পূর্ণ মুখ মাসাহ করা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। কাজেই وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ আয়াত দ্বারা ওযুতেও সমস্ত মাথাহ মাসাহ করা ফরয সাব্যস্ত হবে। সারকথা, ইমাম মালেক রহ. তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করে ওযুর ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম সাব্যস্ত করেছেন।

(৩) আহনাফের মতে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয।

দলীল : তারা বলেন– وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ আয়াতটিতে মাথা মাসাহ করার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নি বরং মাথার যে কোনো এক অংশ মাসাহ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে মাথার উল্লেখযোগ্য একাংশ মাসাহ করা আবশ্যক হবে। কেননা এক চুল, তিন চুল তো ইচ্ছে ছাড়া এমনিতেই মাসাহ হয়ে যায়। একে মাথা মাসাহ বলা হয় না। আর সে অংশ হল 'নাসিয়া' পরিমাণ অর্থাৎ মাথার সম্মুখ ভাগের এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সম্প্রদায়ের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করলেন। এরপর ওযু করলেন ও নাসিয়া পরিমাণ উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন।

www.pathagar.com

لٰكِنْ يُشْكَلُ هٰذَا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَيُمْكِنُ اَنْ يُّجَابَ عَنْهُ بِاَنَّ الْاِسْتِيْعَابَ فِى التَّيَمُّمِ لَمْ يَثْبُتْ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاَحَادِيْثِ الْمَشْهُوْرَةِ وَبِاَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِى التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهٖ فَحُكْمُ الْخَلْفِ فِى الْمِقْدَارِ حُكْمُ الْاَصْلِ كَمَا فِىْ مَسْحِ الْيَدَيْنِ فَلَوْ كَانَ النَّصُّ دَالًّا عَلَى الْاِسْتِيْعَابِ لَلَزِمَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ اِلَى الْاِبْطَيْنِ فِى التَّيَمُّمِ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَمْ تُذْكَرْفِى التَّيَمُّمِ وَاَيْضًا اَلْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ وَهُوَ حَدِيْثُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دَلَّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْتِيْعَابَ غَيْرُ مُرَادٍ فَانْتَفٰى قَوْلُ مَالِكٍ ـ وَاَمَّا نَفْىُ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ فَمَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ الْاٰيَةَ مُجْمَلَةٌ فِىْ حَقِّ الْمِقْدَارِ لَامُطْلَقَةٌ كَمَا زَعَمَ لِاَنَّ الْمَسْحَ فِى اللُّغَةِ اِمْرَارُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ وَلَا شَكَّ اَنَّ مُمَاسَّةَ الْاَنْمِلَةِ شَعْرَةً اَوْ ثَلٰثًا لَا تُسَمّٰى مَسْحَ الرَّأْسِ وَاِمْرَارُ الْيَدِ يَكُوْنُ لَهٗ حَدٌّ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ فَيَكُوْنُ مُجْمَلًا وَلِاَنَّهٗ اِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ الْبَعْضُ وَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ الْكُلُّ فَيَكُوْنُ الْاٰيَةُ فِى الْمِقْدَارِ مُجْمَلَةً فَفِعْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ مَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهٖ يَكُوْنُ بَيَانًا لَهٗ ـ

সহজ তরজমা

এ আলোচনার উপর فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ আয়াত দ্বারা একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় (–যে এখানে بـا অব্যয়টি مَحَل এর শুরুতে ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুমে তো পূর্ণাঙ্গ চেহারা মাসাহ করা ফরয পরিলক্ষিত হচ্ছে) এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, তায়াম্মুমে পূর্ণাঙ্গতা নস দ্বারা প্রমাণিত হয় নি এবং প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। আবার এ জবাবও হতে পারে– তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল মাসাহ করা ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং কিয়াসের ক্ষেত্রে স্থলবর্তীর বিধান মূলবস্তুর বিধানের অনুরূপ হবে। যেমনটি হয় হস্তদ্বয় মাসাহ করার ক্ষেত্রে। কেননা নস (শরী'অতের বাণী) যদি পূর্ণাঙ্গতার প্রতি নির্দেশ করত, তা হলে তায়াম্মুমে উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করা আবশ্যক হত। কেননা তায়াম্মুমে সীমানা উল্লেখ করা হয় নি। তদ্রূপ [একটি প্রমাণ] হাদীসে মাশহুর। আর তা হল, মাথার সম্মুখ ভাগ মাসাহ সম্পর্কিত হাদীস। সেটাই প্রমাণ করে (মাথা মাসাহর প্রশ্নে) সম্পূর্ণতা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি ইমাম শাফিয়ী রহ. ধারণা করেছেন। কেননা আভিধানিক অর্থে مَسْح হল ভিজা হাত ফেরানো। আর নিঃসন্দেহে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা এক চুল অথবা তিন চুল স্পর্শ করাকে মাথা মাসাহ বলা হয় না। সুতরাং হাত ফেরানোর জন্য একটা সীমা থাকবে। আর তা এ আয়াতে অজ্ঞাত, তাই তা মুজমাল (অস্পষ্ট) রূপে গণ্য হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لٰكِنْ يُشْكَلُ هٰذَا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: উক্ত عِبَارَة এর মধ্যে ইমাম মালেক রহ.-এর পক্ষ থেকে হানাফী আলেমদের দলীল এর উপর আপত্তি করা হয়েছে। প্রশ্ন হল– ইমাম মালেক রহ.-এর পক্ষ থেকে হানাফী আলেমদের দলীল এর উপর উত্থাপিত

www.pathagar.com

আপত্তির সারমর্ম হচ্ছে, হানাফী আলেমগণ إِسْتِدْلَال এর ক্ষেত্রে বলেছেন : بَا যদি مَحَل এর মধ্যে দাখিল হয়, তবে এর দ্বারা مَحَل এর অংশবিশেষ উদ্দেশ্য হয়। যেমনটি হয়ে থাকে وَسَائِل এর মধ্যে بَاء প্রবিষ্ট হলে। সেমতে তায়াম্মুমের আয়াত فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ এর মধ্যে بَاء হরফটি مَحَل এ প্রবিষ্ট হয়েছে। অনুরূপ ওযুর আয়াত– وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ এর মধ্যে মাথা মাসাহর বর্ণনায়ও بَاء হরফটি مَحَل এর মধ্যে দাখিল হয়েছে। এদিকে উভয় আয়াতেই মাসাহর পরিমাণ উল্লেখ নেই। তাই উভয় আয়াতে মাসাহর পরিমাণ বরাবর হওয়ার দরকার। অথচ হানাফী আলেমগন বলেন, তায়াম্মুমে পূর্ণ মুখ মাসেহ করা ফরয আর ওযুতে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। সুতরাং بَا সম্পর্কে তাদের গৃহীত মূলনীতি আয়াতদ্বয়ের হুকুম বর্ণনায় স্পষ্ট বিরোধ পরিলক্ষিত হয়?

উত্তর : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার এ প্রশ্নের দুটি উত্তর বর্ণনা করছেন। তার সারমর্ম হচ্ছে নিম্নরূপ–

(১) তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে পূর্ণ মুখ মাসাহ করার বিষয়টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– হযরত জারির এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ অর্থাৎ তায়াম্মুমে দু'বার হাত মাটিতে মারতে হবে; একবার মুখমণ্ডল মাসাহ করার জন্য। দ্বিতীয়বার উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ করার জন্য। উক্ত হাদীসে মুখমণ্ডল মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। আর মুখমণ্ডল বলতে পূর্ণ মুখই বুঝায়। অতএব তা এ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হল, আয়াত দ্বারা নয়।

(২) مَسْحُ الْوَجْهِ (মুখমণ্ডল মাসাহ) ওজুর غَسْلُ الْوَجْهِ (মুখমণ্ডল ধৌত করা)-এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব اَصْل তথা ধৌত করার ক্ষেত্রে যেমনি পূর্ণ মুখ ধৌত করা ফরয, তেমনি তার خَلِيفَه তথা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও পূর্ণ মুখ মাসাহ করা ফরয। যেমনিভাবে তায়াম্মুমে مَسْحُ الْيَدَيْنِ (হস্তদ্বয় মাসাহ) কে ওজুর غَسْلُ الْيَدَيْنِ (হস্তদ্বয় ধৌত করা) এর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে অর্থাৎ তায়াম্মুমের আয়াত فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ-এর মধ্যে غَايَة তথা কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। তাই এখানে বগল পর্যন্ত পূর্ণহাত মাসাহ করা ফরয হয়। তাই একে এর আসল তথা غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ এর হুকুমের উপর حَمْل করা হয়েছে।

ইমাম মালেক রহ.-এর দলিল খণ্ডন

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. ইমাম মালেক রহ. এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের দুটি জবাব দানের পর সে মাযাহাবের অসারতা প্রমাণের জন্য حَدِيثُ النَّاصِيَه কে পেশ করেছেন, যা প্রমাণ করে نَاصِيَه পরিমাণ মাথা মাসাহ করাই যথেষ্ট। অতএব এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয নয় বরং نَاصِيَه পরিমাণ মাসাহ করাই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا نَفْيُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ح فَمَبْنِيٌّ اَنَّ الْاٰيَةَ مُجْمَلَةٌ فِيْ حَقِّ الْمِقْدَارِ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبِ الْجَوَابَ عَنْ دَلِيْلِ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ ح

প্রশ্ন : ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দলীলের জবাব দাও।

উত্তর : ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলীলের জবাবের সারকথা হল, মাসাহ সম্পর্কিত আয়াত وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ মাসাহ-এর পরিমাণের ব্যাপারে মুজমাল বা অস্পষ্ট; মুতলাক [নিঃশর্ত] নয়। শরহে বেকায়া এর গ্রন্থকার আয়াতটি মুজমাল হওয়ার দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

১। মাসাহ-এর শাব্দিক অর্থ হল, ভিজা হাত বুলানো। তা-ই বলে কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে একচুল বা তিনচুল স্পর্শ করাকে মাথা মাসাহ বলা হয় না। কাজেই হাত বুলানোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাপ থাকা বাঞ্ছনীয়; অথচ এ আয়াতে তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি। কাজেই এটা মুজমাল হিসেবে পরিগণিত হবে।

২। **قَوْلُهُ : لِاَنَّهُ اِذَا قِيْلَ مَسَحْتُ الخ** : শারেহ রহ. এখানে মাসাহ সম্পর্কিত আয়াতটি মুজমাল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে বলেন : যখন পরিভাষায় مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ বলা হয়, এর দ্বারা আংশিক মাসাহ করা উদ্দেশ্য হয়। কেননা এখানে باء অব্যয়টি মহল এর শুরুতে এসেছে। পক্ষান্তরে তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ এর মধ্যে باء অব্যয়টি মহল এর শুরুতে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ মুখ মাসাহ করা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং باء এর ব্যবহার রীতির পার্থক্যের কারণে ওযু সংশ্লিষ্ট আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ মাসাহ পরিমাণের ক্ষেত্রে মুজমাল বা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে অর্থাৎ পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয না-কি আংশিক?

এ থেকে বুঝা যায়, কুরআনের উক্ত আয়াতটি মুতলাক নয়; মুজমাল বা অস্পষ্ট। অপর দিকে হাদীসে মাশহূর কুরআনের অস্পষ্টতার তাফসীর বা ব্যাখ্যা হয়। এটা সর্বসম্মত। তাই হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রহ. এর হাদীস "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাসিয়া পরিমাণ মাসাহ করেছেন"–এটা কুরআনের ওই মুজমালের ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে। সুতরাং এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। অতএব এ হাদীসখানা ইমাম শাফিঈ রহ.-এর তিন চুল নির্ধারণের বিপক্ষে প্রমাণ।

www.pathagar.com

وَاَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح مَسْحُ رُبُعِهَا فَرْضٌ لِاَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَاتَحْتِهَا مِنَ الْبَشَرَةِ صَارَ كَالرَّأْسِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ مَسْحُ كُلِّهَا فَرْضٌ لِاَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ غَسْلُ مَاتَحْتِهَا مِنَ الْبَشَرَةِ اُقِيْمَ مَسْحُهَا مَقَامَ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا فَيَفْرُضُ مَسْحُ الْكُلِّ بِخِلَافِ الرَّأْسِ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ عَارِيًا عَنِ الشَّعْرِ لَايَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ وَلَا مَسْحُ كُلِّهِ

وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّبُعِ رُبُعُ مَايُلَاقِىْ بَشَرَةَ الْوَجْهِ مِنْهَا اِذْ لَايَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلٰى مَا اسْتَرْسَلَ مِنَ الذَّقَنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ رح كَذَا فِى الْاِيْضَاحِ وَفِىْ اَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ مَسْحُ مَا يَسْتُرُ الْبَشَرَةَ فَرْضٌ وَهُوَ الْاَصَحُّ الْمُخْتَارُ كَذَا فِىْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِقَاضِىْ خَانْ وَاِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ لَايَجِبُ الْاِعَادَةُ وَكَذَا اِذَا تَوَضَّأَ ثُمَّ قَصَّ الْاَظْفَارَ

সহজ তরজমা

আর দাড়ি সম্পর্কিত মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা রহ, এর মত হল দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয। কেননা যখন দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করার বিধান রহিত হয়ে গেল, তখন তা মাথার অনুরূপ সাবস্ত হল। আর ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে সমস্ত দাড়ি মাসাহ করা ফরয। কেননা যখন দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করার বিধান রহিত হয়ে গেল, তখন দাড়ি মাসাহ করা তার নিচের অংশ ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং পুরোটাই মাসাহ করা ফরয হবে। মাথা মাসাহর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মাথা চুলবিহীন হলে তখন সম্পূর্ণ মাথা ধৌত করা আবশ্যক নয় এবং পুরোটা মাসাহ করাও আবশ্যক নয়।

উল্লেখ করা হয়েছে, رُبُع দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দাড়ির যে অংশটুকু চেহারার চামড়ার সাথে মিলিত রয়েছে, তার এক-চতুর্থাংশ। কেননা থুতনির নিচে ঝুলে থাকা দাড়িতে পানি পৌঁছানো আবশ্যক নয়। এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতভেদ রয়েছে । ইযাহ নামক কিতাবে তদ্রূপ উল্লেখ আছে।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দুই বর্ণনা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে দাড়ির যে অংশটুকু চামড়াকে আবৃত করে রাখে, কেবল তা মাসাহ করা ফরয। এটাই বিশুদ্ধ এবং পছন্দনীয় মত। তদ্রূপ কাযীখান রহ. তার الجامع الصغير ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যখন কেউ মাথা মাসাহ করল, তারপর চুল মুণ্ডাল, তা হলে পুনরায় মাসাহ করা আবশ্যক হবে না। অনুরূপ যখন ওযু করল, এরপর নখ কর্তন করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّبُعِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالرُّبُعِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ؟ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : اَلرُّبُعُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে কি মতভেদ রয়েছে?

উত্তর : হানাফী আলেমগণ বলেন- رُبُع لِحْيَة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দাড়ির যে অংশটুকু মুখমণ্ডলের চামড়ার সাথে মিলিত, তার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয। কেননা থুতনির নিচে ঝুলে থাকা দাড়িতে পানি পৌঁছানোই

www.pathagar.com

আবশ্যক নয়; কাজেই তা মাসাহ করাও আবশ্যক হবে না। ইমাম শাফিঈ রহ. এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তার মতে শরী'অতে দাড়ি মাসাহ করার কোনো বিধান নেই। সুতরাং ঝুলন্ত দাড়িও ধৌত করা ওয়াজিব হবে। তদ্রুপ ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন : দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে দাড়ির ভিতরাংশে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। অন্যথায় যদি দাড়ি ঘন হয় দাড়ির বহিরাংশ ধৌত করা ফরয।

قَوْلُهُ : وَاِذَا مَسَحَ الرَّأْسَ ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ ا۔

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার এখানে দুটি নতুন মাসাআল বর্ণনা করেছেন।

১। মাথা মাসাহ করার পর কেউ চুল মুণ্ডালে তার জন্য পুনরায় মাথা মাসাহ করা আবশ্যক নয়।

২। ওজু করার পর কেউ নখ কর্তন করলে তার জন্য পুনরায় হাত ধৌত করা আবশ্যক নয়।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ مَسْحِ اللِّحْيَةِ؟ بَيِّنْ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : দাড়ি মাসাহ করার হুকুম কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : দাড়ি মাসাহ করার বিধান ও ইমামদের মতামত

قَوْلُهُ : وَاَمَّا اللِّحْيَةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح : দাড়ি ওঠার আগে থুতনির নিচ পর্যন্ত ধৌত করা ফরয; এটা সর্বসম্মত অভিমত। তবে দাড়ি ওঠার পর সেখানে পানি পৌঁছানো কষ্টকর হলে তখন মাসাহ করা ফরয। তবে পুরো দাড়ি মাসাহ করা ফরয না কি আংশিক এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে দাড়ির এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয।

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. রহ.-এর মতে সম্পূর্ণ দাড়ি মাসাহ করা ফরয।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দলিল : তাঁর দলিল হল, যখন দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করণ রহিত হয়ে গেছে কাজেই এটা না ধোয়ার বিবেচনায় মাথার মতো সাব্যস্ত হল। আর মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয। তাই মাথার উপর কিয়াস করে দাড়িরও সেই পরিমাণ মাসাহ করা ফরয হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর দলিল : তিনি তার অভিমতের স্বপক্ষে দলিল দেন যে, ধৌত করা হল اَصْل বা মৌলিক দাড়ি মাসাহ করা হল তার خَلِيْفَة বা প্রতিনিধি। সুতরাং যখন দাড়ির নিচের অংশ ধোয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেল, তাই দাড়ি মাসাহ করাকে সে অংশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে। আর প্রতিনিধির হুকুম আসল এর অনুরূপ হয়ে থাকে। অতএব সমস্ত দাড়ি মাসাহ করা ফরয হবে। এ মতের উপরই ফাতওয়া।

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الرَّأْسِ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ الخ : এ বাক্যে শারেহ রহ. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর পক্ষ থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দলিলের জবাব আলোকপাত করেছেন। জবাবের খোলাসা হল, দাড়ি মাসাহকে মাথা মাসাহ এর উপর কিয়াস করা অবৈধ। কারণ হল, যদি কারও মাথায় চুল না থাকে, তখন না সমস্ত মাথা ধোয়া ফরয আর না সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরয। পক্ষান্তরে যদি মুখমণ্ডলে দাড়ি না থাকে, তখন থুতনির নিচ পর্যন্ত ধৌত করা ফরয সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মাথার উপর কিয়াস করে দাড়ির হুকুম সাব্যস্ত করা যাবে না।

www.pathagar.com

وَسُنَّتُهُ لِلْمُسْتَيْقِظِ غَسْلُ يَدَيْهِ اِلٰى رُسْغَيْهِ ثَلٰثًا قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ هٰذَا الْغَسْلُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ سُنَّةٌ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ بَعْدَهُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ جَمِيْعًا وَكَيْفِيَّةُ الْغَسْلِ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ صَغِيْرًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ رَفْعُهُ يَرْفَعُهُ بِشِمَالِهٖ وَيَصُبُّهُ عَلٰى كَفِّهِ الْيُمْنٰى وَيَغْسِلُهَا ثَلٰثًا ثُمَّ يَصُبُّهُ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى كَفِّهِ الْيُسْرٰى كَمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا بِحَيْثُ لَايُمْكِنُ رَفْعُهُ فَاِنْ كَانَ مَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ يَرْفَعُ الْمَاءَ بِهٖ وَيَغْسِلُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ يُدْخِلُ اَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرٰى مَضْمُوْمَةً فِى الْاِنَاءِ وَلَايُدْخِلُ الْكَفَّ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَيَدْلُكُ الْاَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ يَفْعَلُ هٰكَذَا ثَلٰثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يُمْنَاهُ فِى الْاِنَاءِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَالنَّهْىُ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَا اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا وَمَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ اَمَّا اِذَا كَانَ الْاِنَاءُ كَبِيْرًا وَلَيْسَ مَعَهُ اِنَاءٌ صَغِيْرٌ يُحْمَلُ عَلَى الْاِدْخَالِ بِطَرِيْقِ الْمُبَالَغَةِ كُلُّ ذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَلٰى يَدِهٖ نَجَاسَةً اَمَّا اِذَا عَلِمَ فَاِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَلٰى وَجْهٍ لَايُفْضِىْ اِلٰى تَنْجِيْسِ الْاِنَاءِ اَوْ غَيْرِهٖ فَرْضٌ

সহজ তরজমা

ওযুর সুন্নত হল : ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির জন্যে [পানির] পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। কতক মাশায়েখের মতে এই ধৌতকার্যটি ইস্তিঞ্জার পূর্বে করা সুন্নত। কারো কারো মতে ইস্তিঞ্জার পরে আর কারো মতে ইস্তিঞ্জার আগে-পরে উভয় অবস্থায় সুন্নত। আর হস্তদ্বয় ধোয়ার পদ্ধতি হল, পাত্র যদি এমন ছোট হয়, যা উপরে উঠানো সম্ভব, তা হলে বাম হাত দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে ডান হাতের তালুতে পানি ঢালবে এবং তা তিনবার ধৌত করবে। এরপর ডান হাত দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে বাম হাতের তালুতে পানি ঢালবে। যেরূপ আমরা বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে যদি পাত্র এত বড় হয় যা উপরে উঠানো সম্ভব নয় আর তার সঙ্গে যদি কোনো ছোট পাত্র থাকে, তা হলে তা দ্বারা পানি উঠিয়ে আমাদের বর্ণিত নিয়মানুসারে উভয় হাত ধৌত করবে। নতুবা যদি ছোট পাত্র না থাকে, তা হলে বাম হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্র করে পাত্রে প্রবেশ করাবে কিন্তু তাতে তালু প্রবেশ করাবে না এবং ডান হাতে পানি ঢালবে ও আঙ্গুলগুলো পরস্পরে ঘষবে। এরূপ তিন তিনবার করবে। তারপর পাত্রে ডান হাত প্রবেশ করাবে যতটুকু ইচ্ছে করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী "পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না"-এর মধ্যে নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য হবে এর উপর যে, যখন পাত্রটি ছোট হবে বা বড় হবে আর তার সঙ্গে ছোট কোনো পাত্র থাকবে। পক্ষান্তরে যদি পাত্রটি বড় হয় আর তার সঙ্গে ছোট পাত্র না থাকে, তা হলে তা [তথা বিধানটি] অতিমাত্রায় হাত প্রবেশ করানোর উপর প্রযোজ্য হবে। এ সকল বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন তার হাতে নাপাক আছে জানা না যাবে। কিন্তু যদি সে নাপাকী সম্পর্কে জানে, তা হলে এরূপভাবে নাপাকী দূরীভূত করা ফরয যেন পাত্র ইত্যাদিতে নাপাকী ছড়িয়ে না পড়ে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى السُّنَّةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَمَاحُكْمُهَا؟

প্রশ্ন : سُنَّةٌ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি এবং তার হুকুম কি ?

উত্তর : سُنَّةٌ এর আভিধানিক অর্থ– اَلطَّرِيْقَةُ তথা পথ, পন্থা ইত্যাদি। আর শরী'অতের পরিভাষায় سُنَّةٌ ওই আমলকে বলা হয়, যা রাসূল ﷺ নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তবে মাঝে মধ্যে বর্জনও করেছেন, যাতে তা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে سُنَّةٌ এর পারিভাষিক অর্থ লিখেছেন–

اَلسُّنَّةُ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَرْكِهِ اَحْيَانًا

সুন্নতের হুকুম : সুন্নতের হুকুম সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্নৌভী রহ. শরহে বেকায় গ্রন্থের টীকায় লিখেন–

حُكْمُهَا اَنَّهُ يُثَابُ فَاعِلُهَا وَيُلَامُ تَارِكُهَا وَيَسْتَحِقُّ اِثْمًا اِنِ اعْتَادَ تَرْكَهَا

"সুন্নতের হুকুম হল, এর উপর আমলকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে আর বর্জনকারী ব্যক্তি ভর্ৎসনার যোগ্য হবে এবং সুন্নতকে বর্জন করার অভ্যাস করে নিলে তার পাপ হবে।

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ " سُنَّةٌ لِلْمُسْتَيْقِظِ غَسْلُ يَدَيْهِ .... الخ؟

প্রশ্ন : উপর্যুক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : سُنَّةٌ এর পরিচয় : سُنَّةٌ এর শাব্দিক অর্থ হল– পথ, পদ্ধতি। এর বহুবচন سُنَنٌ আসে। এখানে সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুন্নাতে মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজ নিয়মিতভাবে পালন করেছেন আবার কখনো কখনো তরকও করেছেন, তাকে পরিভাষায় সুন্নত বলা হয়। এর হুকুম হল, সুন্নত আদায়কারীকে প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বর্জনকারী তিরস্কৃত হবে। আর যে ব্যক্তি তরক করাকে অভ্যাসে পরিণত করবে সে গুনাহগার হবে। সুন্নতের হুকুমের ব্যাপারে শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকাকার আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্নৌভী রহ.-ও এ মত ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ : لِلْمُسْتَيْقِظِ : যে কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেই তার জন্য দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা সুন্নত। চাই ওযু করুক বা না করুক। কেননা ওযুকারীর জন্য ঘুমের শর্ত ছাড়াই তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না, নিদ্রা অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল। (অর্থাৎ কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেছিল।)

কখন ধৌত করবে : ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত কখন ধৌত করবে, ইসতিঞ্জা এর আগে না পরে এ বিষয়ে শারেহ রহ. ইমামদের তিনটি মতামত বর্ণনা করেছেন।

(১) কতক মাশায়েখের নিকট ইস্তিঞ্জার পূর্বে ধৌত করা সুন্নত।

(২) কতকের মতে ইস্তিঞ্জার পরে ধৌত করা সুন্নত।

(৩) আর কতকের মতে ইস্তিঞ্জার আগে-পরে উভয় অবস্থায় ধৌত করা সুন্নত। এটাই অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। সিহাহ সিত্তার হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল দ্বারা ইস্তিঞ্জার আগে ও পরে হাত ধৌত করা প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَكَيْفِيَّةُ الْغَسْلِ : হাত ধৌত করার পদ্ধতি : ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যদি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানো না যায়, তা হলে হাত কিভাবে ধৌত করবে? শারেহ রহ. এর একটি চমৎকার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তা হল, পানির পাত্রটি যদি এমন ছোট হয় যা হাত দিয়ে উঠানো সম্ভব, তা হলে বাম হাত দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে তিনবার ধৌত করবে। এরপর ডান হাত দিয়ে পাত্রটি উঠিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে তিনবার ধৌত করবে। কিন্তু যদি পাত্রটি এত বড় হয় যে তা হাতে উঠানো যায় না আর যদি এর সঙ্গে ছোট পাত্র থাকে, তবে তা দ্বারা পানি উঠিয়ে উপরিউক্ত নিয়মে উভয় হাত ধৌত করবে। অন্যথায় এর সঙ্গে ছোট পাত্র না থাকলে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে; কিন্তু হাতের তালু প্রবেশ করাবে না। এর দ্বারা পানি বের করে ডান হাতে ঢালবে এবং আঙ্গুলগুলো পরস্পর মলবে। এরূপ তিনবার করবে। এরপর যতটুকু প্রয়োজন ডান হাত প্রবেশ করাবে এবং পানি বের করে বাম হাত তিনবার ধৌত করবে।

قَوْلُهُ : وَالنَّهْيُ فِيْ قَوْلِهِ : "فَلَا يَغْمِسَنَّ" الخ

اَلسُّوَالُ : قَدْ اُجِيْبَ بِالْعِبَارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ عَنْ اعْتِرَاضٍ عَلَيْكَ اِيْرَادُ الْاِعْتِرَاضِ اَوَّلاً ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : উপর্যুক্ত হাদীসটি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে হাত ধোয়ার পূর্বে কোনো অবস্থাতেই পানির পাত্রে দু'হাত প্রবেশ না করানোর ব্যাপারে তো মুতলক (শর্তহীন)। তথাপি ছোট পাত্র না থাকলে ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে বাম হাত প্রবেশ করানোর বৈধতা কিভাবে সাব্যস্ত হল?

উত্তর : শরহে বেকায়া- গ্রন্থকার এর উত্তরে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী "সে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না"–এ নিষেধাজ্ঞাটি ওই সময় প্রযোজ্য হবে, যখন পাত্রে হাত প্রবেশ করানো নিষ্প্রয়োজন। যেমন, পানির পাত্রটি ছোট অথবা বড় ঠিকই, তবে সঙ্গে ছোটপাত্র (বদনা-মগ ইত্যাদি) রয়েছে, যা দিয়ে পানি উঠানো যায়। পক্ষান্তরে হাত প্রবেশ করানোর যদি প্রয়োজন পড়ে, যেমন– পানির পাত্রটি বড় আর সঙ্গে ছোট পাত্রও নেই, তা হলে এ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজনের চাইতে বেশি হাতের অংশ প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হবে অর্থাৎ এমতাবস্থায় প্রয়োজন মিটাতে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে চামিচের মতো বানিয়ে প্রবেশ করানো যাবে, তবে এরচেয়ে বেশি নিষ্প্রয়োজনীয় বিধায় হাতের তালু প্রবেশ করানো যাবে না।

www.pathagar.com

تَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ بِمِيَاهٍ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِمِيَاهٍ وَاِنَّمَا قَالَ بِمِيَاهٍ وَلَمْ يَقُلْ ثَلٰثًا لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ الْمَسْنُوْنَ اَلتَّثْلِيْثُ بِمِيَاهٍ جَدِيْدَةٍ وَاِنَّمَا كَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ لِيَدُلَّ عَلٰى تَجْدِيْدِ الْمَاءِ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّ الْمَسْنُوْنَ عِنْدَهُ اَنْ يُّمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ هٰكَذَا ثُمَّ هٰكَذَا **وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ وَتَثْلِيْثُ الْغَسْلِ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّاْسِ مَرَّةً** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّ عِنْدَهُ تَثْلِيْثَ الْمَسْحِ سُنَّةٌ وَقَدْ اَوْرَدَ التِّرْمِذِىُّ فِىْ جَامِعِهٖ اَنَّ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ اَعْضَاءَهُ ثَلٰثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَقَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ مِثْلُ هٰذَا **وَالْاُذُنَيْنِ بِمَائِهٖ** اَىْ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لَهُ فَاِنَّ تَجْدِيْدَ الْمَاءِ لِمَسْحِ الْاُذُنَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَهُ ـ

সহজ তরজমা

ওযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা, মিসওয়াক করা, (প্রত্যেকবার) নতুন পানি দিয়ে কুলি করা ও নতুন পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। গ্রন্থকার بِمِيَاهٍ বলেছেন ثَلٰثًا বলেন নি–যেন এটা এর প্রতি নির্দেশ করে যে, সুন্নত হচ্ছে নতুন পানি দিয়ে তিন তিনবার ধৌত করা। আর তিনি তার উক্তি بِمِيَاهٍ পুনরাবৃত্তি করেছেন, যাতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা প্রত্যেকটির জন্যে নতুন পানি নেওয়া বুঝায়। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে সুন্নত হচ্ছে, এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করবে এবং নাক পরিষ্কার করবে। পুনরায় এরূপ করবে, তারপরও এরূপ করবে **এবং দাড়ি ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা এবং প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা এবং সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা।** এতে ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে তিনবার মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম তিরমিযী রহ. তার جَامِع কিতাবে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আলী রাযি. ওযূ করলেন আর, সমস্ত অঙ্গ তিনবার ধৌত করলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন একবার। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযুও এরূপই ছিল। সহীহ বুখারীতেও এরূপ বর্ণিত আছে; **উভয় কান মাসাহ করা তার পানি দ্বারা** অর্থাৎ মাথা মাসাহ এর (অবশিষ্ট) পানি দিয়ে। শাফিঈ রহ. দ্বিমত পোষণ করেন, তার নিকটে কর্ণদ্বয় মাসাহের জন্যে নতুন পানি নেওয়া সুন্নত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ الْاِخْتِلَافُ فِىْ تَسْمِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً ؟

প্রশ্ন : অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : মাযহাবসমূহের বিবরণ : আসহাবে যাওয়াহের, হাসান বসরী রহ. এবং একটি দুর্বল বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর নিকট অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ রহ.-এর বিশুদ্ধ মত হল– ওযুর শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ বলা সুন্নত।

প্রত্যেক মাযহাবের দলিল

(১) اَصْحَاب ظَوَاهِر হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেন।

www.pathagar.com

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি অজু করে নি, তার নামায হয় নি আর যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ উল্লেখ করে নি, তার অজু হয় নি। (মুসতাদরাকে হাকীম : ১/১৪৬)
তাঁরা প্রমাণস্বরূপ বলেন : উক্ত হাদীসে ৮ অক্ষরটি نَفْيُ الْجِنْسِ এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার মর্ম, بِسْمِ اللّٰهِ না পড়লে ওযু হবে না।

জমহুরের দলীল

তারা বলেন, ওযুর আয়াতে অজু সম্পর্কিত চারটি বিষয়ে বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়ার বিষয়টি নেই। অতএব উক্ত خَبَرِ وَاحِد দ্বারা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা তথা بِسْمِ اللّٰهِ পড়াকে ওয়াজিব বলা জায়েয নয়। এতে প্রমাণিত হল, অযুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব নয়; সুন্নত।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ السِّوَاكِ وَمَاذَا كَيْفِيَّتُهُ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : মিসওয়াকের হুকুম কি? মিসওয়াক করার পদ্ধতি কি, বর্ণনা কর?

উত্তর : গাছের যে (চিকন) ডাল দ্বারা দাঁত মাজা হয় তাকে মিসওয়াক বলে। যাইতুন বা নিমের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা উত্তম। মোটা এক আঙ্গুল পরিমাণ আর লম্বা এক বিঘত পরিমাণ হওয়া উচিত। কুদূরী কিতাবের শরাহ 'মুজতাবা' নামক কিতাবে আছে : মিসওয়াক আড়াআড়িভাবে করা সুন্নত। مَرَاسِلِ أَبُو دَاوُد-এ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَكُوْا عَرْضًا তথা যখন তোমরা মিসওয়াক করবে, তখন আড়াআড়িভাবে করবে। (মারাসিলে আবূ দাউদ : ৫)

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ وَمَا كَيْفِيَّةُ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : কুলি করা, নাকে পানি দেওয়ার বর্ণনা দাও সাথে সাথে দাঁড়ি ও আঙ্গুলী খিলাল করার অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর : مَضْمَضَة ও اِسْتِنْشَاق এর পরিচয়

مَضْمَضَة শব্দটি بَاب فَعْلَلَة এর ওজনে মাসদার। অর্থ, اَلْحَرَكَة–নড়াচড়া করা, ঘুরানো। আর পরিভাষায় মুখে পানি দিয়ে গড়গড়াসহ কুলি করাকে مَضْمَضَة বলে।

اِسْتِنْشَاق শব্দটি بَاب اِسْتِفْعَال এর মাসদার, نَشَقَ يَنْشُقُ نَشْقًا হতে নির্গত। অর্থ, ঘ্রাণ নেওয়া। পরিভাষায় নাকে পানি প্রবেশ করানোকে اِسْتِنْشَاق বলে।

قَوْلُهُ تَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ : দাঁড়ি ও আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি

আঙ্গুল ও দাঁড়ি খিলাল করা সুন্নত। হাতের আঙ্গুল খিলার করার পদ্ধতি হল, উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে প্রবেশ করানো অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতে এবং বাম হাতের আঙ্গুল ডান হাতে প্রবেশ করানো।

পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার পদ্ধতি হল, বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ডান পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলে শেষ করবে এবং বাম পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলী হতে আরম্ভ করে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করবে। দাঁড়ি খিলাল করার পদ্ধতি হল, নিচ থেকে উপরে হাতের আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করবে।

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ مِقْدَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا

প্রশ্ন : মাথা মাসাহের পরিমাণ ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নত।

www.pathagar.com

দলিল : তিরমিযী শরীফে হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

তিনি একবার মাথা মাসাহ করে বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযু এরূপই ছিল। এতে সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা প্রমাণিত হল। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে মাথা তিনবার মাসাহ করা সুন্নত।

দলিল : তিনি স্বপক্ষে হযরত উসমান রাযি.-এর নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন–

إِنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ثَلٰثًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ ﷺ فَعَلَهُ

একবার তিনি ওযু করলেন। তখন তিনবার মাথা মাসাহ করলেন আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ অযু করতে দেখেছি।

জবাব : হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, এ হাদীসে সূত্রগত দিক থেকে দুর্বলতা রয়েছে। এ ছাড়া ইমাম নববী রহ. বলেছেন, সহীহ হাদীসসমূহে কেবল একবার মাথা মাসেহ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ؟

প্রশ্ন : কান মাসাহ করার হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : দু'কান মাসাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে হুলওয়ানী ও শাইখুল ইসলাম রহ.-এর অভিমত লিখেছেন, يُدْخِلُ الْخِنْصَرَ فِىْ اُذُنَيْهِ وَيُحَرِّكُهُمَا

অর্থাৎ দুই হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দুই কানে প্রবেশ করাবে ও হালকা নাড়া দিবে। (ফাতহুল কাদীর : ১/২৭)

قَوْلُهُ : وَالْأُذُنَيْنِ بِمَائِهِ ঃ ওযুতে কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিতে হবে কি-না, এ সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, মাথা মাসাহের অবশিষ্ট পানি দ্বারা কান মাসাহ করা সুন্নত। এর জন্য নতুন পানি নেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দলীল : হাদীসে উল্লেখ আছে, اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ কর্ণদ্বয় মাথার অংশ। এতে বুঝা গেল, যে পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করবে, ওই পানি দ্বারা কানও মাসাহ করবে।

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া সুন্নত। মাথাহ মাসাহ করার পর হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা কান মাসাহ করলে এ সুন্নাত আদায় হবে না।

দলীল : তিনি দলিল হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসখানা পেশ করেন,

إِنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَاَخَذَ لِاُذُنَيْنِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِىْ اَخَذَ لِرَأْسِهِ

অর্থাৎ তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অজু করতে দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন।

জবাব : হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, এ হাদীসখানা بَيَانُ جَوَازٍ তথা কান মাসাহে নতুন পানি নেওয়া বৈধ বুঝানোর জন্য।

www.pathagar.com

وَالنِّيَّةُ وَتَرْتِيبُ نُصَّ عَلَيْهِ اَىْ تَرْتِيبُ الْمَذْكُورُ فِىْ نَصِّ الْقُرْاٰنِ وَكِلَاهُمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ اَمَّا النِّيَّةُ فَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَجَوَابُنَا اَنَّ الثَّوَابَ مَنُوطٌ بِالنِّيَّةِ اِتِّفَاقًا فَلَابُدَّ اَنْ يُقَدَّرَ الثَّوَابُ اَوْ يُقَدَّرَ شَىْءٌ يَشْمَلُ الثَّوَابَ نَحْوُ حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَاِنْ قُدِّرَ الثَّوَابُ فَظَاهِرٌ وَاِنْ قُدِّرَ الْحُكْمُ فَهُوَ نُوْعَانِ دُنْيُوِىٌّ كَالصِّحَّةِ وَاُخْرُوِىٌّ كَالثَّوَابِ وَالْاُخْرُوِىُّ مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ فَاِذَا قِيلَ حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَيُرَادُ بِهِ الثَّوَابُ صُدِّقَ الْكَلَامُ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الصِّحَّةِ فَاِنْ قِيلَ مِثْلُ هٰذَا الْكَلَامِ يَتَاَتّٰى فِىْ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْعِبَادَاتِ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ ـ فَاِنَّ الْمُتَمَسَّكَ فِىْ اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْعِبَادَاتِ هٰذَا الْحَدِيثُ قُلْنَا نُقَدِّرُ الثَّوَابَ لٰكِنَّ الْمَقْصُودَ فِى الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ الثَّوَابُ فَاِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُودِ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ لِاَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ اِلَّا مَعَ كَوْنِهَا عِبَادَةً ـ بِخِلَافِ الْوُضُوْءِ اِذْ لَيْسَ هُوَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ بَلْ شُرِعَ شَرْطًا لِجَوَازِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا خَلَا عَنِ الثَّوَابِ اِنْتَفٰى كَوْنُهُ عِبَادَةً لٰكِنْ لَاَيَلْزَمُ مِنْ هٰذَا اِنْتِفَاءُ صِحَّتِهٖ اِذْ لَايَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا عِبَادَةً فَيَبْقٰى صِحَّتُهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ كَمَا فِىْ سَائِرِ الشَّرَائِطِ كَتَطْهِيرِ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَاِنَّهُ لَاتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهَا ـ

সহজ তরজমা

<u>নিয়ত করা এবং কুরআনের ধারাবহিকতা রক্ষা করা</u> অর্থাৎ কুরআনী নসে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা। তার [তথা ইমাম শাফিঈ রহ.-এর] মতে উভয়টি ফরয। আর নিয়ত করা ফরয এ জন্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হল, সর্বসম্মতিক্রমে ছাওয়াব (পুণ্য) নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আবশ্যক হল উল্লেখিত হাদীসে ثَوَابٌ শব্দটি উহ্য ধরা অথবা এমন একটি বিষয় উহ্য মানা, যা ثَوَاب কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন : حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (সমস্ত আমলের হুকুম নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত)। সুতরাং যদি ثَوَاب শব্দটি উহ্য ধরা হয়, তবে তো [বিষয়টি] সুস্পষ্ট। আর যদি حُكْم শব্দটি উহ্য ধরা হয়, তবে [বলা হবে] তা [হুকুম] দু'প্রকার–

১. পার্থিব, যেমন– আমল শুদ্ধ হওয়া ২. পরকালীন, যেমন– ছওয়াব লাভ হওয়া। আর উক্ত হাদীসে সর্বসম্মতিতে পরকালীন বিষয়ই উদ্দেশ্য। কাজেই حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ দ্বারা যখন ছওয়াব উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, তখনই হাদীসের মর্ম যথার্থ হবে। সুতরাং এ হাদীসে আমল শুদ্ধ হওয়ার প্রতি কোনো নির্দেশনা নেই। যদি প্রশ্ন করা হয়, এ ধরনের বক্তব্য সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং কোনো ইবাদতেই নিয়ত শর্ত হওয়ার পক্ষে উক্ত হাদীসে নির্দেশ থাকছে না। অথচ এটা ভুল। কেননা (উদ্দিষ্ট) ইবাদতে নিয়তের শর্তের পক্ষে এ হাদীসটিকেই দলিলরূপে উপস্থাপন করা হয়। জবাবে আমরা বলি, এখানে ثَوَاب শব্দ উহ্য মানব। তবে যেহেতু عِبَادَة مَحْضَة বা খালেছ এবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবই মূখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত ইবাদত যদি উদ্দেশ্যশূন্য হয়ে যায়, তা হলে তার صِحَّت (শুদ্ধতা)

www.pathagar.com

বাকী থাকবে না। কেননা عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ কেবল ইবাদত বলেই শরী'অতসিদ্ধ হয়েছে। ওযুর বিধান এর বিপরীত। কেননা ওযূ ইবাদতে মাকসূদা (মৌলিক ইবাদত) নয় বরং তা নামায জায়েয হওয়ার শর্ত হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং ওযূ যখন (নিয়তবিহীন) সাওয়াবশূন্য হল, তখন তা ইবাদতরূপে গণ্য থাকবে না। অবশ্য এতে ওযূ সহীহ না হওয়া অনিবার্য হয় না। কেননা ওযুর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় যে, তা শুধু ইবাদত হিসেবেই অনুমোদিত। সুতরাং 'ওযূ নামাযের চাবিস্বরূপ' এ অর্থে নিয়ত ছাড়াও তার শুদ্ধতা অবশিষ্ট থাকবে। যেমনি অন্যান্য শর্তসমূহের বেলায় থাকে। উদাহরণত, কাপড় ও জায়গা পবিত্রকরণ এবং ছতর ঢাকা ইত্যাদি। কেননা এগুলোর কোনোটিতেই নিয়তের শর্ত করা হয় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ اَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ فِىْ حُكْمِ نِيَّةِ الْوُضُوْءِ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : ওযুতে নিয়তের হুকুম কি? ইমামদের মতভেদ দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : ওযুতে দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত ওযু একটি ইবাদত। দ্বিতীয়ত ওযু নামাযের চাবি। ওযুকে ইবাদত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তাতে নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়তবিহীন ওযু ইবাদত বলে গণ্য হবে না। তবে مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ হাদীসের আলোকে ওযুতে নিয়ত করা ফরয না-কি সুন্নত –ব্যাপারে এখতেলাফ রয়েছে।

মাযহাবসমূহের বর্ণনা

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট ওযুতে নিয়ত করা সুন্নত। ইমাম শাফেঈ তথা اَئِمَّهْ ثَلَاثَهْ এর নিকট ওযুতে নিয়ত করা ফরয। কাজেই ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে কেউ যদি নিয়ত ছাড়া ওযু করে, তবে সে ওযু দ্বারা তার নামায আদায় হবে না। অবশ্য হানাফীদের নিকট নামায আদায় হয়ে যাবে ঠিক; কিন্তু ওযুর বিনিময়ে সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

দলীল : ইমাম শাফেঈ রহ. দলিলস্বরূপ বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এতে বাহ্যত বুঝা যায়, নিয়ত ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর যেহেতু ওযুও একটি আমল, তাই ওযুতেও নিয়ত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ : اِنَّ الثَّوَابَ مَنُوْطٌ الخ ঃ শারেহ রহ. এ বাক্য দ্বারা ইমাম শাফেঈ রহ.-এর প্রদত্ত দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন : হানাফী, শাফেঈ মাযহাবসহ সকল আলেম একমত যে, সমস্ত আমলের সওয়াব (পুণ্য) নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। তাই উল্লেখিত হাদীসে اَلْاَعْمَال এর পূর্বে ثَوَاب শব্দ উহ্য মানা আবশ্যিক। তখন হাদীসের অর্থ হবে, ثَوَابُ الْاَعْمَالِ لَيْسَ اِلَّا بِالنِّيَّةِ তথা নিয়ত ছাড়া আমলের সাওয়াব লাভ হয় না।

অথবা اَلْاَعْمَال এর পূর্বে এমন কোনো শব্দ উহ্য মানতে হবে, যা ثَوَاب কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, حُكْم শব্দটি। তখন হাদীসের অর্থ হবে– اِنَّمَا حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

যাবতীয় আমলের হুকুম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এতে সাওয়াব লাভ ও শুদ্ধ হওয়া দুটোই অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং যদি 'সাওয়াব' উহ্য মানা হয়, তবে আমল সহীহ হওয়ার জন্যে নিয়ত শর্ত হওয়ার পক্ষে এ হাদীসে কোনো প্রমাণ না থাকা সুস্পষ্ট। অবশ্য এ হাদীসখানা সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত বলেই বুঝায়। তথাপি এটা আহনাফের বিপক্ষে নয়; পক্ষের প্রমাণ।

পক্ষান্তরে حُكْم শব্দ উহ্য মানা হলে বলা হবে, হুকুম দু'প্রকার।

(১) حُكْم دُنْيَوِىْ (ইহকালীন হুকুম)। যেমন, আমল শুদ্ধ হওয়া।

(২) حُكْم اُخْرَوِىْ (পরকালীন হুকুম)। যেমন, আমলের সাওয়াব পাওয়া। অথচ হাদীসে সর্বসম্মতভাবে পরকালীন হুকুম উদ্দেশ্য। কেননা হানাফী, শাফেঈ এবং জমহূর ফুকাহা এ ব্যাপারে একমত যে, নিয়ত ব্যতীত আমলের

www.pathagar.com

সাওয়াব পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন 'সাওয়াব' উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, তখন এ হাদীসে আমল শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত হওয়ার উপর কোনো নির্দেশনা থাকে না।

قَوْلُهُ : فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْكَلَامُ الخ : উপরিউক্ত বাক্যে আহনাফের পক্ষ হতে إِنَّمَا ثَلَاثَةٌ-এর দলিলের যে জবাব দেওয়া হয়েছে, এখানে তার উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়।

এর সারকথা হল, عِبَادَة مَقْصُوْدَة এর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত হওয়ার পক্ষে দলিল উক্ত হাদীসই। কিন্তু আপনাদের কথা মতো যদি ثَوَاب অথবা حُكْم শব্দটি اَلْاَعْمَال এর পূর্বে উহ্য মানা হয়, তা হলে উপর্যুক্ত হাদীসখানা عِبَادَة مَقْصُوْدَة এর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত হওয়া প্রমাণ করে না। কাজেই আপনাদের ব্যাখ্যা বাতিল।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার قُلْنَا نُقَدِّرُ ..... الخ বলে উক্ত আপত্তির জবাব দিয়েছেন। যার সারমর্ম হল, ইবাদত দুই প্রকার।

(১) عِبَادَة مَقْصُوْدَة [মৌলিক ইবাদত] (২) عِبَادَة غَيْر مَقْصُوْدَة [অমৌলিক সহায়ক ইবাদত] عِبَادَة مَقْصُوْدَة এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাওয়াব হাসিল করা। আর عِبَادَة غَيْر مَقْصُوْدَة এর উদ্দেশ্য দু'টি :

(ক) সওয়াব হাসিল করা। (খ) অন্য ইবাদতের জন্য উসিলা (সহায়ক মাধ্যম) হওয়া।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীসের আলোকে عِبَادَة مَقْصُوْدَة [মৌলিক ইবাদত] যদি সওয়াবশূন্য হয়, তবে তার শুদ্ধতাও থাকবে না। কারণ, শুদ্ধতা (صِحَّة) বলা হয়– إِتْيَانُ الشَّيْئِ بِحَسْبِ مَا شُرِعَ لَهُ

অর্থাৎ কোনো জিনিস যেভাবে শরী'অতসিদ্ধ হয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা করা। আর এই মৌলিক ইবাদত শরী'অতসিদ্ধ হয়েছে ثَوَاب এর জন্যই কাজেই ثَوَاب এর নিয়ত না থাকলেও উক্ত মৌলিক ইবাদতের শুদ্ধতা বাকি থাকে না। পক্ষান্তরে عِبَادَة غَيْر مَقْصُوْدَة এর ক্ষেত্রে যদি নিয়ত না থাকে, তবে সওয়াব পাওয়া যাবে না ঠিক; কিন্তু এর শুদ্ধতা অক্ষুণ্ন থাকবে। কারণ, তা সওয়াবের জন্য শরী'অতসিদ্ধ হয় নি। তেমনি ওযূও একটি সহায়ক ইবাদত অর্থাৎ عِبَادَة غَيْر مَقْصُوْدَة এর একটি প্রকার, যা নামাযের শর্ত হয়। এমনকি এতে নিয়ত না থাকলেও শর্ত হবে। অবশ্য সাওয়াব পাওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত।

www.pathagar.com

وَامَّا التَّرْتِيبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَيَفْرُضُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَجْهِ فَيَفْرُضُ تَقْدِيمُ الْبَاقِي مُرَتَّبًا لِاَنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ الْوَجْهِ مَعَ عَدَمِ التَّرْتِيبِ فِي الْبَاقِي خِلَافُ الْاِجْمَاعِ، قُلْنَا اَلْمَذْكُورُ بَعْدَهُ حَرْفُ الْوَاوِ فَالْمُرَادُ فَاغْسِلُوا هٰذَا الْمَجْمُوعَ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى تَقَدُّمِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَاِنْ سُلِّمَ فَمَتٰى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لَمْ يَكُنِ الْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدًا فَاسْتِدْلَالُهُ بِهَا عَلَى تَرْتِيبِ الْبَاقِي اِسْتِدْلَالٌ بِلَا دَلِيلٍ وَتَمَسُّكٌ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ لَا بِالْاِجْمَاعِ۔ وَقَدْ رَاَيْتُ فِي كُتُبِهِمُ الْاِسْتِدْلَالَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلٰوةَ اِلَّا بِهِ وَقَدْ كَانَ هٰذَا الْوُضُوْءُ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالَى الصَّلٰوةَ اِلَّا بِهِ فَهٰذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ اِلَى الْمَرَّةِ فَحَسْبُ لَا اِلَى الْاَشْيَاءِ الْاُخَرِ لِاَنَّ هٰذَا الْوُضُوْءَ لَايَخْلُو اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ اِبْتِدَاؤُهُ مِنَ الْيَمِيْنِ اَوِ الْيَسَارِ وَاَيْضًا اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُوَالَاةِ اَوْعَدَمِهَا فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هٰذَا وُضُوْءٌ الخ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ هٰذَا الْوُضُوْءُ بِجَمِيْعِ اَوْصَافِهِ يَلْزَمُ فَرْضِيَّةُ الْمُوَالَاةِ اَوْضِدُّهَا اَوِ التَّيَامُنُ اَوْضِدُّهُ وَاِنْ لَمْ يُرِدْ بِجَمِيْعِ اَوْصَافِهِ لَايَدُلُّ عَلٰى فَرْضِيَّةِ التَّرْتِيْبِ۔

সহজ তরজমা

তা ছাড়া [ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিকট] তারতীব ফরয এজন্যে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ধৌত কর)। কাজেই চেহারা ধোয়াকে অগ্রবর্তী করা ফরয হবে। সঙ্গেসঙ্গে [একই কারণে] অন্যান্য অঙ্গসমূহও ধারাবাহিকভাবে অগ্রগামী করা ফরয হবে। কেননা বাকী অঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে শুধু চেহারা ধোয়াকে অগ্রবর্তী করা সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী। আমরা বলি, (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) এর পর واو অব্যয় উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই সব'কটি অঙ্গ ধৌত কর। সুতরাং চেহারা ধোয়াকে অগ্রবর্তী করার কোনো নির্দেশনা [এখানে] নেই। আর যদি স্বীকারও করে নেওয়া হয় (غَسْل وَجه কে অগ্রবর্তী করা ফরয), তা হলে আমরা বলব– যখন মুজতাহিদ (ইমাম শাফিঈ রহ.) এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করলেন, তখন তো ইজমাই সংঘটিত হয় নি। সুতরাং বাকী অঙ্গের মাঝে তারতীবের পক্ষে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা দলীল বিহীন এবং নিছক ধারণাপ্রসূত দলিল; ইজমাভিত্তিক নয়।

আমি শাফিঈদের কিতাবাদিতে দেখেছি, তারা (তারতীবের ফরযের পক্ষে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– "এটা এমন ওযু, যা ছাড়া আল্লাহ নামাযই কবূল করবেন না" -এর দ্বারা দলীল পেশ করেন। আর ওই ওযূ ধারাবাহিকভাবে ছিল। সুতরাং তারতীব ফরয গণ্য হবে। আমার নিকট (এ হাদীসের) সুন্দর জবাব হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ একেকবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন ওযূ, যা না হলে আল্লাহ নামাযই কবুল করবে না। সুতরাং এই বক্তব্য (هٰذَا وُضُوْءٌ) শুধু একবার করে ধৌত করার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে; ওযুর অন্য কোনো বস্তুর দিকে নয়। কেননা ওযূ [এ থেকে] মুক্ত নয় যে, হয়ত তার শুরুটা ডান দিক থেকে হয়ে থাকবে অথবা বাম দিক থেকে। তদ্রূপ হয়ত তা ধারাবাহিকভাবে হয়ে

www.pathagar.com

থাকবে অথবা অধারাবাহিক। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, فَهٰذَا وُضُوْ দ্বারা যদি এই ওযূ তার যাবতীয় গুণের সাথে সম্পাদিত বলা উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা বা এর বিপরীত করা অথবা ডান দিক থেকে শুরু করা বা এর বিপরীতটা ফরয হয়ে যাবে। আর যদি ওই ওযু করাও তার যাবতীয় গুণের সাথে সম্পন্ন হওয়া উদ্দেশ্য করা না হয়, তা হলে এটা তারতীব ফরয হওয়া বুঝাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ تَرْتِيْبِ الْوُضُوْءِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : ওযুর তারতীব নিয়ে ইমামদের মতামত কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : ওযুতে তারতীব সুন্নত না-কি ফরয, এ নিয়ে اَئِمَّهْ ثَلَاثَهْ ও اَحْنَاف এর মাঝে মতবিরোধ আছে। এখানে আমরা তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

মাযহাবসমূহের বিবরণ

আইম্মায়ে ছালাছা বলেন, ওযুতে তারতীব ফরয। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, সুন্নত।

প্রত্যেক মাযহাবের দলিল

আইম্মায়ে ছালাছা দলিল পেশ করেন কুরআনের আয়াত اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ দ্বারা। সুতরাং তাঁরা বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতে فَاغْسِلُوْا এর فاء অক্ষরটি تَعْقِيْب এর অর্থে ব্যবহৃত। এটি তার পরবর্তী বিষয় তথা غَسْلُ الْوَجْهِ কে পূর্ববর্তী বিষয় তথা اَلْقِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ এর সাথে مُرَتَّبْ বা ক্রমানুমিক করে দেয় অর্থাৎ নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে পোষণ করার পর غَسْلُ الْوَجْهِ কে বুঝায়।

আর যেহেতু غَسْلُ الْوَجْهِ এবং اَلْقِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ এর মাঝে তারতীব আবশ্যিক বুঝায়, এজন্য অন্যান্য অঙ্গসমূহের মাঝেও আবশ্যিক বুঝাবে। কেননা অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ غَسْلُ الْوَجْهِ এর উপর عَطْف হয়েছে আর নীতি আছে : اَلْمَعْطُوْفُ عَلَى الْمُرَتَّبِ তথা মা'তূফের উপর মুরাত্তাব বিষয়টিও مُرَتَّبْ বলেই গণ্য হয়। কাজেই অন্যান্য অঙ্গসমূহের মাঝেও তারতীব আবশ্যিক সাব্যস্ত হবে।

আহনাফও উপর্যুক্ত আয়াত اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ দ্বারা দলীল পেশ করেন।

আলোচ্য আয়াতে عَطْف এর واو অব্যয়টি শুধু এক জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা আয়াতে উল্লেখিত চার অঙ্গ ধৌত করা ও মাসাহ করাকে বুঝায়; তারতীবকে বুঝায় না।

اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ এর দলিলের জবাব : আমাদের প্রমাণ বিশ্লেষণের মধ্যে তাদের দলিলের একরকম জবাব হয়ে গেছে। তা ছাড়া দ্বিতীয়ত আয়াতে فاء অব্যয়টি تَعْقِيْب এর অর্থে ব্যবহৃত বলে মেনে নিলেও আমরা বলব, যেহেতু আয়াতে فاء এবং واو অক্ষরই বিদ্যমান– তাই আয়াতের মর্ম হবে– اَعْضَاء اَرْبَعَة তথা চার অঙ্গ ধৌত করার বিষয়টি اَلْقِيَامُ اِلَى الصَّلَاةِ এর পরে সম্পন্ন হবে। এতে প্রতীয়মান হয়, اَلْقِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ এবং غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الْاَرْبَعَةِ এর মধ্যে তারতীব রক্ষা করা জরুরী। কিন্তু এর দ্বারা অঙ্গ চতুষ্টয়ের মাঝে তারতীব জরুরি বলে সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য হল, অঙ্গ চতুষ্টয়ের তারতীব সম্পর্কে। কারণ, অঙ্গ চতুষ্টয়ের ক্ষেত্রে فاء ব্যবহৃত হয় নি বরং واو ব্যবহার করা হয়েছে, যা তারতীবের ফায়দা দেয় না।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّ تَقْدِيْمَ غَسْلِ الْوَجْهِ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. এখানে বলেন, ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন, اَلْقِيَامُ اِلَى الصَّلٰوةِ এবং غَسْلُ الْوَجْهِ এর মধ্যে যখন তারতীব প্রমাণিত হল, তখন পরবর্তী অঙ্গসমূহের বেলায়ও তা

www.pathagar.com

মানতে হবে। অন্যথায় غَسْلُ الْوَجْهِ এর বেলায় তারতীব মেনে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে তা অমান্য করা সুস্পষ্ট ইজমার পরিপন্থী হবে।

এখন اَحْنَافْ এর পক্ষ হতে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন যদি اَئِمَّةْ ثَلَاثَةْ এর বক্তব্য তথা (তারতীবকে) فَاءٌ অব্যয়টি تَعْقِيْب এর জন্য এসেছে বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে তাদের দাবী মুখমণ্ডল ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীবকে মেনে নিয়ে অন্যান্য অঙ্গে তারতীব না মানা ইজমার পরিপন্থী বিধায় দাবীটি ঠিক নয়। কেননা আমাদের ও তাদের মাঝে কোনো ইজমাই সংঘটিত হয় নি। সুতরাং তাদের ইজমার পরিপন্থী হওয়ার দাবীটি সম্পূর্ণ অমূলক।

قَوْلُهُ : قَدْ رَأَيْتُ فِىْ كُتُبِهِمْ : এখানে শরহে বেকায়া-এর মুসান্নিফ রহ. اَلْاَئِمَّةْ ثَلَاثَةْ আরেকটি দলিল উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, আমি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের কিতাবে পেয়েছি, তারা ওযুতে তারতীব ফরয হওয়ার পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلَاةَ اِلَّا بِهٖ এর দ্বারা দলিল প্রদান করেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযু ছিল তারতীবসহ ওযু। তদুপরি তিনি বলেছেন, এটি এমন ওযু, যা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবুল করেন না।" সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ওযুতে তারতীব ফরয।

www.pathagar.com

وَالْوَلَاءُ اَیْ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ عَلٰی سَبِیْلِ التَّعَاقُبِ بِحَیْثُ لَا یَجُفُّ الْعُضْوُ الْاَوَّلُ وَعِنْدَ مَالِكٍ رح هُوَ فَرْضٌ وَالدَّلِیْلُ عَلٰی کَوْنِ الْاُمُوْرِ الْمَذْکُوْرَةِ سُنَّةً مُوَاظَبَةُ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ غَیْرِ دَلِیْلٍ عَلٰی فَرْضِیَّتِهَا ۔

وَمُسْتَحَبُّهُ التَّیَامُنُ اَیِ الْاِبْتِدَاءُ بِالْیَمِیْنِ فِیْ غَسْلِ الْاَعْضَاءِ فَاِنْ قُلْتَ لَاشَكَّ اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَی التَّیَامُنِ فِیْ غَسْلِ الْاَعْضَاءِ وَلَمْ یَرَ وَاحِدٌ اَنَّهُ بَدَاَ بِالشِّمَالِ فَیَنْبَغِیْ اَنْ یَکُوْنَ سُنَّةً قُلْتُ اَلسُّنَّةُ مَا وَاظَبَ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَیْهِ مَعَ التَّرْكِ اَحْیَانًا فَاِنْ کَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْکُوْرَةُ عَلٰی سَبِیْلِ الْعِبَادَةِ فَسُنَنُ الْهُدٰی وَاِنْ کَانَتْ عَلٰی سَبِیْلِ الْعَادَةِ فَسُنَنُ الزَّوَائِدِ کَلُبْسِ الثِّیَابِ وَالْاَکْلِ بِالْیَمِیْنِ وَتَقْدِیْمِ الرِّجْلِ الْیُمْنٰی فِی الدُّخُوْلِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ ۔ وَکَلَامُنَا فِی الْاَوَّلِ وَمُوَاظَبَةُ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَی التَّیَامُنِ کَانَتْ مِنْ قَبِیْلِ الثَّانِیْ وَیُفْهَمُ هٰذَا مِنْ تَعْلِیْلِ صَاحِبِ الْهِدَایَةِ بِقَوْلِهٖ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یُحِبُّ التَّیَامُنَ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ **وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ** لِاَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَیْهَا ۔

সহজ তরজমা

<u>এবং একের পর এক</u> ধৌত করা অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে অঙ্গসমূহ এরূপভাবে ধোয়া যে, [দ্বিতীয় অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে] প্রথম অঙ্গ না শুকায়। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এটা ফরয। উপর্যুক্ত কাজসমূহ সুন্নত হওয়ার দলিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত আমল। সেইসঙ্গে এসব ফরয হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। <u>আর ওযূর মুস্তাহাব হল ডান দিক হতে শুরু করা</u> অর্থাৎ অঙ্গসমূহ ধোয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক হতে শুরু করা। সুতরাং যদি তুমি বল– নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গসমূহ ধোয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক হতে শুরু করার উপর নিয়মিত আমল করেছেন। এমনকি কেউ বর্ণনা করেন নি যে, তিনি বাম দিক হতে শুরু করেছেন। কাজেই ডান দিক হতে শুরু করা সুন্নাত হওয়া উচিত।

আমি বলব : সুন্নত হচ্ছে নবী ﷺ যা নিয়মিতভাবে পালন করেছেন আবার কখনও কখনও ছেড়েও দিয়েছেন। সুতরাং যদি উপরিউক্ত مُوَاظَبَت (নিয়মিতকরণ) ইবাদত হিসেবে হয়ে থাকে, তবে তাকে সুনানুল হুদা [অর্থাৎ সুন্নতে মুয়াক্কাদা] বলা হয়। আর যদি তা অভ্যাস হিসেবে হয়ে থাকে, তবে তা سُنَنُ الزَّوَائِدِ (অতিরিক্ত সুন্নত) যেমন : কাপড় পরিধান করা, ডান হাতে খাওয়া এবং প্রবেশকালে ডান পা প্রথমে রাখা ইত্যাদি। আমাদের আলোচনা প্রথম প্রকার مُوَاظَبَت (নিয়মিতকরণ) সম্পর্কে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ডান দিক হতে শুরু করার উপর مُوَاظَبَة-টি ছিল দ্বিতীয় প্রকারের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী– "আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করেন, এমনকি জুতা পায়ে দেওয়া এবং চুল আঁচড়ানোর বেলায়ও"-এর দ্বারা হেদায়া গ্রন্থকারের কারণ-দর্শানো থেকে এটাই বোধগম্য হয়। <u>তদ্রূপ ঘাড় মাসাহ করা</u>। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর মাসাহ করেছেন।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْوَلَاءِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন ঃ وَلَاء এর অর্থ কি? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : وَلَاء শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة এর মাসদার। অর্থ, একের পর এক করা। পরিভাষায় ওযূর অঙ্গসমূহ বিরামহীন ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করাকে وَلَاء বলা হয়। এর শরঈ বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে اِخْتِلَاف রয়েছে।

ইমামগণের মতভেদ : (১) হানাফী ও জমহূর ফুকাহাদের মতে وَلَاء বা অঙ্গসমূহ পর পর বিরামহীনভাবে ধৌত করা সুন্নত। (২) ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট এটা ফরয। তিনি আবূ দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى رَجُلًا يُّصَلِّيْ فِيْ ثَوْبِهٖ لَمْعَةً لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَاَمَرَهٗ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ

"একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে পায়ের গোড়ালী শুষ্ক অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখলেন। সুতরাং তিনি তাকে ওযু ও নামায দুটোই পুনঃ করতে নির্দেশ দিলেন।"

জমহূর ফুকাহা এর জবাবে বলেন, উপরিউক্ত হাদীসটি خَبَر وَاحِد এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোনো বিধানের আবশ্যকতা বা ফরযিয়াত প্রমাণ হয় না।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمُسْتَحَبَّةِ ؟ بَيِّنْ مَعَ حُكْمِهٖ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : مُسْتَحَبَّة-এর অর্থ কি? এর হুকুমসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর?

উত্তর : مُسْتَحَب-এর আভিধানিক অর্থ, اَلشَّيْءُ الْمَحْبُوْبُ "প্রিয় জিনিস"। ফকীহগণের পরিভাষায় مُسْتَحَب বলা হয় مَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً وَتَرَكَهٗ اُخْرٰى তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওই আমলকে, যা তিনি কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়ে দিয়েছেন।

حُكْمُ الْمُسْتَحَبِّ : মুস্তাহাব-এর হুকুম সম্পর্কে "বাহরুর রায়েক" প্রণেতা লিখেন وَحُكْمُهُ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَدَمُ اللَّوْمِ عَلَى التَّرْكِ অর্থাৎ তার হুকুম হল, এর উপর আমলকারী সওয়াব পাবে আর তা বর্জনকারী ভর্ৎসনা যোগ্য হবে না। বলা বাহুল্য, মুস্তাহাবকে আফযল, মানদূব, নফল এবং আদবও বলা হয়। এখানে প্রশ্ন জাগে, মুসান্নিফ রহ.-এর মতে ডান দিক হতে ওযু শুরু করা মুস্তাহাব। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। সুতরাং ওযুতে এ تَيَامُن তথা ডানদিক হতে শুরু করা তো সুন্নত হওয়া উচিত?

قُلْتُ السُّنَّةُ مَا وَاظَبَ বলে গ্রন্থকার রহ. উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব কাজ নিয়মিত করেছেন, তা দু'প্রকার। যথা- (১) سُنَنُ الْهُدٰى একে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহও বলা হয়। এর তরককারী শাস্তির যোগ্য। এটা ইবাদত হিসেবে নিয়মিত পালন করতে হয়। (২) سُنَنُ الزَّوَائِد একে সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাও বলা হয়। এটা অভ্যাসগতভাবে পালন করা হয়, কিন্তু এর তরককারী তিরস্কারযোগ্য নয়। যেমন, ডান দিক থেকে শুরু করা। এখানে আমাদের বক্তব্য প্রথম প্রকার সুন্নত প্রসঙ্গে অর্থাৎ ওযুর সুন্নতে মুয়াক্কাদাহসমূহ বর্ণনা করা। পক্ষান্তরে ডান দিক থেকে শুরু করা দ্বিতীয় প্রকারের একটি সুন্নত, যা মুস্তাহাবের সমার্থবোধক। এ হিসেবে গ্রন্থকার تَيَامُن কে ওযুর মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, শারেহ রহ. سُنَّة এর যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা فعلى (কার্যত) সুন্নত-এর সংজ্ঞা; সাধারণ সুন্নতের নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বা অনুমোদন দ্বারা সাব্যস্ত সুন্নতসমূহ এ সুন্নতের সংজ্ঞা থেকে বের হবে না। তা ছাড়া নিয়মিত পালন-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে-সব কাজ ফরয নয় এবং ওয়াজিবও নয়। তবে "কখনো কখনো তরক"-এর শর্তারোপের কারণ হল, জমহূরের নিকটে তরক ছাড়া নিয়মিত পালন করা ওয়াজিবের দলীল।

www.pathagar.com

وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا اَوْغَيْرَ مُعْتَادٍ كَالدُّوْدَةِ وَالرِّيْحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقُبُلِ وَالذَّكَرِ وَفِيْهِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ **اَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ اِلٰى مَايُطَهَّرُ** اَىْ اِلٰى مَوْضِعٍ يَجِبُ تَطْهِيْرُهُ فِى الْجُمْلَةِ اِمَّا فِى الْوُضُوْءِ اَوْ فِى الْغُسْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ رح اَلْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ لَايُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَقَوْلُهُ اِنْ كَانَ نَجِسًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ ـ وَالرِّوَايَةُ اَلنَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَهُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَاَمَّا بِكَسْرِ الْجِيْمِ فَمَا لَايَكُوْنُ طَاهِرًا هٰذَا فِىْ اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَاَمَّا فِى اللُّغَةِ فَيُقَالُ نَجَسَ الشَّئُ يَنْجِسُ فَهُوَ نَجَسٌ وَنَجِسٌ وَاِنَّمَا قَالَ سَالَ لِاَنَّهُ اِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ لَايُنْقِضُ الْوُضُوْءَ عِنْدَنَا وَيُنْقِضُ عِنْدَ زُفَرَ وَكَذَا اِذَا عُصِرَ الْقَرْحَةُ فَتَجَاوَزَ وَكَانَ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يُعْصَرْ لَمْ يُجَاوِزْهُ وَكَذَا اِذَا عَضَّ شَيْئًا اَوْ خَلَّلَ اَسْنَانَهُ اَوْ اَدْخَلَ اِصْبَعَهُ فِىْ اَنْفِهٖ فَرَاٰى اَثَرَ الدَّمِ اَوِ اسْتَنْثَرَ فَخَرَجَ مِنْ اَنْفِهِ الدَّمُ عَلَقًا عَلَقًا مِثْلُ الْعَدَسِ لَايَنْقُضُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رح وَوَجْهُهُ اَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِىْ زَوَالِ الطَّهَارَةِ كَالسَّبِيْلَيْنِ

সহজ তরজমা

ওযূ ভঙ্গকারী বস্তু হল, যা উভয় পথ (তথা মলদ্বার ও মূত্রপথ) দিয়ে বের হয়। তা প্রকৃতিগত হোক কিংবা অপ্রকৃতিগত। যেমন : কীট [বা কৃমি] এবং পুরুষ ও মহিলার মূত্রপথে নির্গত বায়ু। এতে মাশায়েখের মতবিরোধ আছে। **অথবা মলদ্বার ও মূত্রপথ ছাড়া [শরীরের কোনো অংশ থেকে] যা বের হয়, যদি তা নাপাক হয় আর এমন স্থানে গড়িয়ে পড়ে, যা পাক করতে হয়** অর্থাৎ এমন স্থানে গড়িয়ে যায়, যা ওযূ অথবা গোসলে সর্বাবস্থায় ধোয়া আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মলদ্বার ও মূত্রপথ ছাড়া (শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে) যা কিছু বের হয়, তা ওযূ ভঙ্গ করবে না।

মুসান্নিফ রহ.-এর উক্তি اِنْ كَانَ نَجَسًا তার অপর উক্তি اَوْمِنْ غَيْرِهٖ এর সাথে সম্পৃক্ত। বর্ণিত আছে : نَجَس শব্দটি জীমে যবর হলে এর অর্থ, মূল নাপাক [মল-মূত্র] আর জীমে যের হলে অর্থ হবে– এমন বস্তু, যা পবিত্র হয় না। এ পার্থক্য ফকীহগণের পরিভাষায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আভিধানিক অর্থে [কোনো পার্থক্য নেই] বলা হয়– نَجَسَ الشَّيْئُ يَنْجِسُ فَهُوَ نَجِسٌ وَنَجَسٌ [অর্থাৎ জীমে যবর-যের যাই হোক অর্থ একই]

মুসান্নিফ রহ. অবশ্য سَالَ (প্রবাহিত হবে) বলেছেন এজন্য যে, নাপাক যদি স্বস্থান অতিক্রম না করে তবে তা আমাদের মতে ওযূ ভঙ্গ করবে না। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর মতে ওযূ ভেঙে যাবে। এমনিভাবে যদি কোনো ক্ষতস্থান চাপ দেওয়া হয়, ফলে ওই রক্ত, পুঁজ বা পানি ইত্যাদি স্বস্থান অতিক্রম করে যায় অথচ তা এমনি অবস্থায় ছিল যে, চাপ না দেওয়া হলে তা স্বস্থান অতিক্রম করত না (তা হলে ওযূ ভাঙবে না)। এভাবে যখন কেউ দাঁত দিয়ে কোনো বস্তু কাটল বা দাঁতসমূহ খিলাল করল বা নাকের ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করাল আর সে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেল অথবা নাক পরিষ্কার করল, অমনি নাক থেকে মসূর ডালের মতো জমাট রক্ত বের হল; আমাদের মতে এসবে ওযূ ভাঙবে না। ইমাম যুফার রহ.-এর মতে ভাঙবে না। তার দলিল– নাজাসাত বের হওয়া নিশ্চয় পবিত্রতা নষ্টের কারণ, যেমনি মল-মূত্রপথ [দিয়ে নির্গত কোনো বস্তু]।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالرِّيْحُ الْخَارِجَةُ مِنَ الْقُبُلِ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ اِنْ كَانَ نَجِسًا الخ

اَلسُّوَالُ : اُشْرُحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ ثُمَّ بَيِّنْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّجَسِ وَالنَّجِسِ؟

প্রশ্ন ঃ শারেহ রহ.-এর অনুসরণে উপরোল্লিখিত عِبَارَت এর ব্যাখ্যাপূর্বক نَجِس ও نَجَس এর পার্থক্য বর্ণনা কর?

উত্তর : আমাদের সকল ইমাম একমত যে, পিছনের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু ওযু ভঙ্গ করে। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট। তবে নারী বা পুরুষের সামনের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ুর বিষয়টি বিতর্কিত। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এক উক্তি মতে তা ওযু ভঙ্গ করে দেয়।

অবশ্য হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, সামনের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু ওযু ভঙ্গ করে না। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। কিন্তু যদি কোনো মহিলার উভয় পথ একাকার হয়ে যায় আর তার মূত্রপথে বায়ু নির্গত হয়, তা হলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব। কেননা এ বায়ু তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

قَوْلُهٗ : اِنْ كَانَ نَجِسًا الخ ঃ এটা ওযু ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ। প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া শরীরের অন্যস্থান থেকে কোনো নাপাকী বের হয়ে যদি ওযু বা গোসলে পাক করতে হয় এরূপ স্থানে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে, তাতে ওযু ভেঙ্গে যাবে। বলা বাহুল্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন ধরনের। যথা–

(১) শরীরের ভিতরের অঙ্গ। যেমন– হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কলিজা ইত্যাদি। এসব অঙ্গ ওযু-গোসলের কোথাও ধৌত করা জরুরী নয়। আর তা সম্ভবও নয়। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত যে শরীরে রক্ত চলাচল হচ্ছে, তাতে ওযু ভঙ্গ হবে না।

(২) শরীরের [স্পষ্ট] বহিরাংশ। যেমন– হাত, মুখ ইত্যাদি। এসব অঙ্গ ওযু ও গোসলের উভয়টিতে ধৌত করা আবশ্যক।

(৩) আংশিক ভিতরের, আংশিক বাইরের অঙ্গ। যেমন– মুখ ও নাকের ভিতরাংশ। তা গোসলে ধৌত করা আবশ্যিক; ওযুতে আবশ্যিক নয়। কিন্তু এই শেষোক্ত দু'প্রকারে রক্ত বা পূজ গড়িয়ে পড়লে ওযু ভঙ্গ হবে।

نَجِس ও نَجَس এর মাঝে পার্থক্য

ফকীহগণের পরিভাষায় এ দু'টি শব্দে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যেমন– نَجَس শব্দের ج এর উপর যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, عَيْنُ النَّجَاسَةِ বা মূল নাপাক আর ج এর নিচে যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, مَا لَا يَكُوْنُ طَاهِرًا অর্থাৎ এমন বস্তু, যা পবিত্র হয় না। যেমন : নাপাক পানি। কিন্তু আভিধানিকভাবে نَجِس বা نَجَس এর মধ্যে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, বলা হয়– نَجِسَ الشَّيْئُ يَنْجِسُ فَهُوَ نَجِسٌ نَجَسٌ অর্থ, অপবিত্র করা।

قَوْلُهٗ : اِلٰى مَا يَطْهُرُ اِحْتِرَازٌ الخ

اَلسُّوَالُ: اُشْرُحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : চোখের ভিতরে ফোঁড়ার চামড়া তুলে ফেলার কারণে যদি তা থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়ে তবে চোখের সীমানা থেকে বের না হয়, তা হলে ওজূ ভঙ্গ হবে না। মূল মাসায়ালা থেকে এ অবস্থাকে বের করে দেওয়ার জন্যই اِلٰى مَايَطْهُرُ বাক্যাংশ উল্লেখ করেছেন। কেননা চোখের ভিতরাংশ ধোয়া কোথাও ওয়াজিব নয়– না

www.pathagar.com

ওযূতে, না গোসলে। কারণ, চোখ বাহ্যিক দেহের হুকুমভুক্ত নয়। অথচ ওযূ ভাঙার ক্ষেত্রে দেহের প্রকাশ্য অংশে নাজাসাত গড়িয়ে পড়া ধর্তব্য।

اَلسُّوَالُ: اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নের ইবারতের বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : مَاخَرَجَ اِلَى مَا يُطَهَّرُ الخ : قَوْلُهُ : وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ اِلَى مَا يُطَهَّرُ : শারেহ রহ. বলেন : মূল পাঠে يُطَهَّرُ اِلَى مَا বাক্যটি مَاخَرَجَ এর সাথে সম্পৃক্ত; سَالَ এর সাথে নয়। কেননা শিঙ্গা লাগানোর কারণে যদি অধিক পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়; কিন্তু ক্ষতস্থানে রক্ত না মাখে, তবু ওযূ ভেঙে যায়, যদিও সে রক্ত এমন স্থানে প্রবাহিত না হয়, যার উপর পবিত্রকরণের হুকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি اِلَى مَا يُطَهَّرُ বাক্যটি سَالَ এর সাথে সম্পৃক্ত হয় ,তবে এতে ওযূ ভঙ্গ হত না। কেননা রক্ত বের হয়ে তা পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে নি। সুতরাং উত্তম ছিল, এরূপ বলা–

مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِلَى مَايُطَهَّرُ اِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ

অর্থাৎ উভয় পথ [মলদ্বার ও মূত্রপথ] দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া অথবা এ ছাড়া শরীরের এমন স্থান থেকে নাপাক বের হওয়া, যা পবিত্র করতে হয় আর এরপর তা প্রবাহিত হয়। এ থেকে বুঝা যায়– শারেহ রহ. এর মতে পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয়, এমন স্থানে নাপাক প্রবাহিত হওয়া এবং এমন স্থান থেকে নাপাক বের হয়ে অন্যত্র গড়িয়ে পড়া দু'টোই ওযূ ভঙ্গকারী।

اَلسُّوَالُ : "لَايَنْتَقِضُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رح" بَيِّنْ اِخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর : হানাফীদের মতে ওযূ ভঙ্গের জন্য নাপাকী গড়িয়ে স্থানচ্যুত হওয়া শর্ত। নির্গত নাজাসাত স্ব-স্থান অতিক্রম না করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার রহ.-এর মতে স্থানচ্যুত হওয়া শর্ত নয়।বরং স্থানচ্যুত হোক বা না হোক, ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَوَجْهُهُ اَنَّ خُرُوْجَ النَّجَاسَةِ الخ : এখানে ইমাম যুফর রহ.-এর মাযহাবের দলীর পেশ করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, নাজাসাত নির্গমন পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ। এতে স্থানচ্যুত হওয়া বা না হওয়ার কোনো (শর্ত নেই) প্রভাব নেই। যেমনি পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোনো জিনিস বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এখানে সর্বসম্মতভাবে স্থানচ্যুত হওয়ার শর্ত আবশ্যক নয়। সুতরাং যকন ইল্লত পাওয়া যাবে, তখন পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

হানাফীগণ এর জবাবে বলেন, নাজাসাত নির্গমন পবিত্রতা নষ্টের কারণ একথা আমরাও স্বীকার করি। তবে যে অল্প নাপাকী প্রবাহিত হয় নি, তা মূলত স্বস্থানে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র; বের হয় নি। আর স্বস্থানে থাকাবস্থায় নাজাসাত পবিত্রতা নষ্টের কারণ হয় না।

www.pathagar.com

وَنَحْنُ نَقُوْلُ نَعَمْ لٰكِنَّ الْقَلِيْلَ بَادٍ لَاخَارِجٌ وَالنَّجَاسَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِيْ مَوْضِعِهَا لَاتَنْقُضُ قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ غَيْرُ تَامٍّ لِاَنَّهُ يَشْمُلُ مَا اِذَا غُرِزَتْ اِبْرَةٌ فَارْتَقَى الدَّمُ عَلٰى رَأْسِ الْجُرْحِ لٰكِنْ لَمْ يَسِلْ فَاِنَّ الْخُرُوْجَ هُنَاكَ مَحْسُوْسٌ وَمَعَ ذٰلِكَ لَايُنْقِضُ عِنْدَنَا وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِيْ وَجْهٌ حَسَنٌ وَهُوَ اَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوْجُ النَّجَاسَةِ لِاَنَّ هٰذَا الدَّمَ غَيْرُ نَجِسٍ بَلِ النَّجِسُ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوْحُ وَهٰكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيْلِ وَسَيَأْتِيْ فِيْ هٰذِهِ الصَّفْحَةِ وَقَوْلُهُ اِلٰى مَا يُطَهَّرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّا اِذَا قُشِرَتْ نِفْطَةٌ فِي الْعَيْنِ فَسَالَ الصَّدِيْدُ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْعَيْنِ لَايَنْقُضُ الْوُضُوْءُ لِاَنَّ دَاخِلَ الْعَيْنِ لَايَجِبُ تَطْهِيْرُهُ اَصْلًا لَا فِي الْوُضُوْءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ اِذْ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ فَالْمُعْتَبَرُ الْخُرُوْجُ اِلٰى مَاهُوَ ظَاهِرُ الْبَدَنِ شَرْعًا وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهُ اِلٰى مَا يُطَهَّرُ يَجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مَاخَرَجَ لَا بِقَوْلِهِ سَالَ فَاِنَّهُ اِذَا فَصَدَ وَخَرَجَ دَمٌ كَثِيْرٌ وَسَالَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَلَطَّخْ رَأْسُ الْجُرْحِ فَاِنَّهُ لَاشَكَّ فِي الْاِنْتِقَاضِ عِنْدَنَا مَعَ اَنَّهُ لَمْ يَسِلْ اِلٰى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ بَلْ خَرَجَ اِلٰى مَوْضِعٍ لَايَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ ثُمَّ سَالَ فَالْعِبَارَةُ الْحَسَنَةُ اَنْ يُّقَالَ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِلٰى مَايُطَهَّرُ اِنْ كَانَ نَجِسًا سَالَ

সহজ তরজমা

আমরা বলব, হাঁ! তবে অল্প নাপাকী প্রকাশ পায় মাত্র, তা নির্গত হয় না। আর স্বস্থানে স্থির নাপাকী ওযূ ভঙ্গ করে না। আমি বলব, এ দলিলটি অসম্পূর্ণ। কেননা তা ওইই প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না যে, যখন কোনো অঙ্গে সুঁই বিদ্ধ হল, ফলে ক্ষতস্থানের অগ্রভাগে রক্ত প্রকাশ পেল কিন্তু স্থানচ্যুত হল না। সুতরাং এখানে নাজাসাত নির্গমন বোধগম্য। এতৎসত্ত্বেও আমাদের মতে তা ওযূ ভঙ্গ করে না। আমার মনে এর চমৎকার একটি কারণ উদয় হয়েছে। সেটি হল, এখানে নাজাসাত নির্গমন প্রমাণিত হয় নি। কারণ, এ রক্ত নাপাক নয় বরং নাপাক হল প্রবাহিত রক্ত। এমনি হুকুম অল্প বমির ক্ষেত্রেও। আর তার আলোচনা এ পৃষ্ঠায় অত্যাসন্ন।

মুসান্নিফ রহ.-এর اِلٰى مَا يُطَهَّرُ উক্তি সে অবস্থার পরিহার– যখন চোখের ভিতর কোনো ফোঁড়ার চামড়া তুলে ফেলা হল ফলে তা থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু চোখ থেকে বাইরে বের হল না– তা ওযূ ভঙ্গ করবে না। কেননা চোখের ভিতরাংশ মূলত পবিত্র করা আবশ্যক নয় শরী'অতে; না ওযূতে আর না গোসলে। কেননা তার জন্য প্রকাশ্য শরীরের বিধান নেই। সুতরাং (ওযূ ভঙ্গের ক্ষেত্রে) বিবেচ্য হল বাহ্যিক অঙ্গে নাজাসাত গড়িয়ে পড়া।

জেনে রাখ! (মূল পাঠে) মুসান্নিফ রহ. এর اِلٰى مَا يُطَهَّرُ উক্তিটি তার [অপর] উক্তি مَاخَرَجَ এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক; না তার [অন্য] উক্তি سَالَ এর সাথে। কেননা যখন কেউ শিঙ্গা লাগাল আর অধিক পরিমাণ রক্তক্ষরণ হল এবং এমনভাবে গড়িয়ে পড়ল যে, ক্ষতস্থানের অগ্রভাগ মাখল না–এমতাবস্থায় আমাদের মতে ওযূ ভাঙার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ তা এমন স্থান অতিক্রম করে নি, যার

www.pathagar.com

সাথে পবিত্রকরণের হুকুম প্রযোজ্য বরং পাক করার হুকুম প্রযোজ্য নয় এমন স্থানে বের হয়েছে, এরপর প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং উত্তম এবারত ছিল, مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ اِلٰى مَا يُطَهَّرُ اِنْ كَانَ نَجِسًا سَالَ বলা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : قُلْتُ هٰذَا الدَّلِيْلُ : এখানে শারেহ রহ. বলেন, ইমাম যুফার রহ.-এর যুক্তির জবাবে হানাফীদের পক্ষ হতে "نَحْنُ نَقُوْلُ نَعَمْ" বলে যে দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে, তা মূলত অপ্রবাহিত বস্তুর যাবতীয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বিধায় দলিলটি অসম্পূর্ণ। যেমন– কারো শরীরে সুঁইয়ের অগ্রভাগ বিদ্ধ হল। ফলে ক্ষতস্থানের মাথায় রক্ত প্রকাশ পেল; কিন্তু তা ক্ষতস্থান হতে গড়িয়ে পড়ল না। এমতাবস্থায় নাজাসাত স্ব-স্থান থেকে নির্গত হয়ে ক্ষতস্থানের অগ্রভাগে আসা বোধগম্য বিষয়। এতৎসত্ত্বেও হানাফীদের নিকট এতে ওযু ভঙ্গ হয় না বিধায় তা অসম্পূর্ণ দলীল।

قَوْلُهٗ : وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِيْ وَجْهٌ حَسَنٌ : শরহে বেকায়াহ গ্রন্থকার উপরিউক্ত বাক্যে ইমাম যুফার রহ.-এর দলীলের আরেকটি ভিন্ন জবাব দিচ্ছেন অর্থাৎ নাজাসাত নির্গত হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ –একথা আমরাও বিশ্বাস করি। তবে সুঁইয়ের অগ্রভাগ বিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নাজাসাত নির্গমনই প্রমাণিত হয় নি। কেননা এ রক্ত ক্ষতস্থানে আটকে থাকে; গড়িয়ে পড়ে না। তাই তা নাপাক নয় বরং নাপাক কেবল প্রবাহিত রক্ত। তদ্রূপ অল্প বমিও নাপাক বলে গণ্য হয় না।

قَوْلُهٗ : وَقَوْلُهٗ اِلٰى مَا يُطَهَّرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّا اِذَا الخ : শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, গ্রন্থকারের বক্তব্য اِلٰى مَا يُطَهَّرُ শর্ত (قَيْد) দ্বারা নিম্নোক্ত সুরতকে বাদ দেওয়া হয়েছে যথা– যখন চোখের ভিতরে কোনো ফোসকার চামড়া ছিলে যায় আর পুঁজ এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, চোখ থেকে তা বাহিরে আসে না, তবে এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা, চোখের ভিতরের অংশ ওযূ বা গোসল ধৌত করা আবশ্যক নয়। কারণ, তা শরীরের বাহিরের [প্রকাশ্য] অংশ নয়।

قَوْلُهٗ : اِذْ لَيْسَ لَهٗ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ : চক্ষু শরীরের প্রকাশ্য (ظَاهِر) অংশ নয়। কেননা, গোসলে ধোয়া আবশ্যক ঐ অঙ্গ, যা সর্বাবস্থায় শরীরের প্রকাশ্য অংশ। যেমন– হাত-মুখ ইত্যাদি। অনুরূপ ঐ অঙ্গ যা একভাবে শরীরের প্রকাশ্য অংশ এবং অন্যভাবে শরীরের ভিতরের অংশ। যেমন– মুখ ও কানের ভিতরের অংশ। আর ঐ অঙ্গ ধোয়া আবশ্যক নয়, যা সর্বাবস্থায় শরীরের ভিতরের অংশ। যেমন, চোখের ভিতরের অংশ।

قَوْلُهٗ : وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهٗ اِلٰى مَا يُطَهَّرُ الخ : শিক্ষার্থীর জন্য জানা উচিত যে, اِلٰى مَا يُطَهَّرُ বাক্যটি مَاخَرَجَ-এর সাথে সম্পৃক্ত, سَالَ-এর সাথে নয়। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বেকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, এখানে اِلٰى مَا يُطَهَّرُ বাক্যটির সম্পর্ক তিনটি শব্দের সাথে হতে পারে–

১. একটি একটি উহ্য (مَحْذُوْف) শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তখন عِبَارَة হবে–

نَاقِضَةٌ خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهٖ وَاصِلًا اِلٰى مَا يُطَهَّرُ اِنْ كَانَ نَجِسًا ـ

২. অথবা, এটি سَالَ-এর সাথে সম্পৃক্ত হবে, যা শারেহ রহ. رَدّ [খণ্ডন] করেছেন। কেননা, যদি ফিনকি দিয়ে বা টপকিয়ে রক্ত পড়ে, যা আমাদের নিকট ওযূ ভঙ্গকারী। অথচ ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত হয় না কিংবা রক্তাক্ত হয় না, তাই এর সম্পর্কে سَالَ-এর সাথে না হয়ে مَاخَرَجَ-এর সাথে হওয়া আবশ্যক।

৩. এটি مَاخَرَجَ-এর সাথে সম্পৃক্ত হবে, যা শারেহ রহ.-এরও অভিমত।

www.pathagar.com

وَالْقَيْءُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مَاخَرَجَ فَاَرَادَ اَنْ يُّفَصِّلَ اَنْوَاعَهٗ لِاَنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ فِيْهَا فَقَالَ **دَمًا رَقِيْقًا اِنْ سَاوَى الْبُزَاقَ** حَتّٰى اِذَا كَانَ الْبُزَاقُ اَكْثَرَ لَايَنْقُضُ وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُسَاوَاتِ عُلِمَ حُكْمُ الْغَلَبَةِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى فَقَالُوْا اِذَا اصْفَرَّ الْبُزَاقُ مِنَ الدَّمِ فَلَايَجِبُ الْوُضُوْءُ وَاِنِ احْمَرَّ يَجِبُ

ثُمَّ عُطِفَ عَلٰى قَوْلِهٖ اَوْ مِرَّةً **اَوْ طَعَامًا اَوْ مَاءً اَوْ عَلَقًا اِنْ كَانَ مِلْأَ الْفَمِ لَا بَلْغَمًا اَصْلًا** سَوَاءٌ كَانَ نَازِلًا مِنَ الرَّأْسِ اَوْصَاعِدًا مِنَ الْجَوْفِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيْلًا اَوْ كَثِيْرًا لِاَنَّهٗ لِلَزُوْجَتِهٖ لَا يَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ **وَيَنْقُضُ صَاعِدُهٗ مِلْءَ الْفَمِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ** رح لٰكِنَّ النَّازِلَ مِنَ الرَّأْسِ لَايُنْقِضُ عِنْدَهٗ اَيْضًا ـ وَهُوَ يَعْتَبِرُ الْاِتِّحَادَ فِى الْمَجْلِسِ وَمُحَمَّدٌ رح فِى السَّبَبِ فَيُجْمَعُ مَا قَاءَ قَلِيْلًا قَلِيْلًا فَقَوْلُهٗ **وَهُوَ يَعْتَبِرُ الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ اِلٰى اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَهٰذَا اِبْتِدَاءُ مَسْاَلَةٍ صُوْرَتُهَا اِذَا قَاءَ قَلِيْلًا قَلِيْلًا** بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَبْلُغُ مِلْءَ الْفَمِ فَاَبُوْ يُوْسُفَ رح يَعْتَبِرُ اِتِّحَادَ الْمَجْلِسِ اَىْ اِذَا كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ فَيَكُوْنُ نَاقِضًا وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ اِتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثْيَانُ فَاِنْ كَانَ بِغَثْيَانٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ فَيَكُوْنُ نَاقِضًا ـ فَحَصَلَ اَرْبَعُ صُوَرٍ اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ وَالْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ اِتِّفَاقًا وَاخْتِلَافُهُمَا فَلَايُجْمَعُ اِتِّفَاقًا وَاِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح وَاخْتِلَافُ الْمَجْلِسِ مَعَ اِتِّحَادِ الْغَثْيَانِ فَيُجْمَعُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ ـ

সহজ তরজমা

এবং বমি–মুসান্নিফ রহ.-এর উক্তি مَاخَرَجَ এর উপর عَطْف হয়েছে। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. [এখানে] বমির সমস্ত প্রকার স্ববিস্তরে বর্ণনা করার ইচ্ছে করেছেন। কেননা এর বিধান বিভিন্ন। কাজেই তিনি বলেছেন : **তরল রক্ত যদি তা থুথুর সমান হয়** এমনকি যদি থুথু যদি বেশি হয়, তা হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। যখন সমান হওয়ার হুকুম উল্লেখ করা হল, তখন আধিক হওয়ার হুকুম অতি উত্তমরূপেই জানা গেল। সুতরাং ফকীহগণ বলেন, যদি রক্তের কারণে থুথু হলুদ হয়ে যায়, তা হলে ওযু আবশ্যক নয়। কিন্তু যদি থুথু লাল হয়ে যায়, তা হলে ওযূ আবশ্যক। এরপর মুসান্নিফ রহ. তাঁর উক্তি دَمًا-এর উপর عَطْف করে বলেছেন : **অথবা পিত্ত, খাদ্য, পানি বা জমাট রক্ত যদি তা মুখ ভরে হয়** (ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে) **তবে কফ মূলত ওযু ভঙ্গকারী নয়**, তা মাথা থেকে নির্গমন করুক বা উদর থেকে উঠে আসুক এবং অল্প হোক বা বেশি। কেননা কফ পিচ্ছিল হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাত প্রবেশ করে না। **তবে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতে উদর থেকে উঠে আসা কফ মুখ ভরে হলে ওযু ভঙ্গ করে দেয়** কিন্তু মাথা থেকে নির্গত কফ তার মতেও ওযূ ভঙ্গকারী নয়।

www.pathagar.com

আবূ ইউসূফ রহ. স্থানের অভিন্নতা বিবেচনা করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. সবব বিবেচনা করেন। সুতরাং অল্প অল্প করে যে বমি করে, তা একত্র করা হবে। মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি وَهُوَ يَعْتَبِرُ-এর هُوَ সর্বনামটি اَبُوْ يُوْسُفَ এর দিকে ফিরেছে। এটা আরেকটি মাসাআলার সূচনা। তার সুরত হল, যদি কেউ অল্প অল্প করে এ পরিমাণ বমি করে যে, তা একত্র করলে মুখভর্তি পরিমাণ হয়ে যাবে, তা হলে এখানে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. স্থানের অভিন্নতা বিবেচনা করেন অর্থাৎ যদি একই স্থানে (কয়েকবারে) বমি হয়, তা হলে একত্র করা হবে। সুতরাং তা ওযূ ভঙ্গকারী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. سَبَب এর অভিন্নতা বিবেচনা করেন, তাহল উদ্বেগ। অতএব যদি একই উদ্বেগে (কয়েকবার) বমি হয়, তাহলে একত্র করা হবে এবং তা ওযু ভঙ্গকারী হবে। সুতরাং এখানে চারটি সূরত হয়। (১) স্থান ও উদ্বেগের অভিন্নতা এ সূরতে সর্বসম্মতিক্রমে বমি একত্র করা হবে। (২) স্থান ও উদ্বেগ উভয়টির ভিন্নতা– এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে একত্র করা হবে না। (৩) স্থান এক, উদ্বেগ ভিন্ন– তা হলে ইমাম আবূ ইউসূফ এর মতে একত্র করা হবে, ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে একত্র করা হবে না। (৪) স্থান ভিন্ন উদ্বেগ এক ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এ ক্ষেত্রে একত্র করা হবে; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতে একত্র করা হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ الْقَيْئِ وَالْبَلْغَمِ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন ঃ কফ, বমি-এর হুকুম ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যদি বমির মধ্যে কফ বের হয়, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ.ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট ওযু ভঙ্গ হবে না। চাই তা মাথা থেকে নির্গত হোক বা উদর থেকে আসুক। কম হোক বা বেশি হোক। কেননা এই কফ পিচ্ছিল হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাত প্রবেশ করবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর নিকট উদর থেকে উঠে আসা কফ মুখ ভরে নির্গত হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা উদর নাজাসাতের স্থান। তাই কফ নাজাসাতের সংস্পর্শে নাপাক বলে গণ্য হবে। তবে মাথা হতে নির্গত কফ তার মতেও ওযু ভঙ্গকারী নয়। কেননা মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। মোটকথা, যদি কফ মাথা থেকে নির্গত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাতে ওযু ভঙ্গ হবে না। আর যদি তা উদর হতে উঠে আসে, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

قَوْلُهُ : وَهُوَ يَعْتَبِرُ الْاِتِّحَادَ فِى الْمَجْلِسِ ঃ যদি কেউ অল্প অল্প করে এই পরিমাণ বমি করে যে, তা একত্র করলে মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. اِتِّحَاد مَجْلِس তথা স্থানের অভিন্নতা বিবেচনা করেন। অর্থাৎ একই কারণে যতবারই বমি হোক। তবে তা এক মজলিস হতে হবে। চাই কারণ এক হোক কিংবা বিভিন্ন হোক। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. اِتِّحَاد سَبَب অর্থাৎ বমি হওয়ার কারণের অভিন্নতা বিবেচনা করেন অর্থাৎ একই কারণে যতবারই বমি হোক সেগুলো একত্রিত করা হবে। মজলিস এক হোক কিংবা বিভিন্ন হোক। সুতরাং এ মাসআলার চারটি ধরণ হল। যার মধ্যে দু'টি সর্বসম্মতভাবে ওযু ভঙ্গকারী আর দু'টি বিতর্কিত। (১) মজলিস ও কারণ অভিন্ন। সর্বসম্মতিক্রমে বমির সম্মিলিত পরিমাণ একত্রিত করা হবে। (২) মজলিস ও কারণ ভিন্ন। সর্বসম্মতভাবে বমির সম্মিলিত পরিমাণ একত্র করা হবে না। (৩) মজলিস অভিন্ন, কারণ ভিন্ন। এটা বিতর্কিত। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর নিকট মজলিস অভিন্নতার কারণে বমির সম্মিলিত পরিমাণ একত্রিত করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে কারণের বিভিন্নতার দরুন বমি একত্র করা হবে না। (৪) মজলিস ভিন্ন ও কারণ অভিন্ন। এটাও বিতর্কিত। মুহাম্মদ রহ.-এর মতে কারণের অভিন্নতার দরুন বমির সম্মিলিত পরিমাণ একত্রিত করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে মজলিসের বিভিন্নতার দরুন বমি একত্রিত করা হবে না।

www.pathagar.com

وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ بِكَسْرِ الْجِيْمِ فَيَلْزَمُ مِنْ اِنْتِفَاءِ كَوْنِهٖ حَدَثًا اِنْتِفَاءُ كَوْنِهٖ نَجِسًا فَالدَّمُ اِذَا لَمْ يَسِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ طَاهِرٌ وَكَذَا الْقَيْءُ الْقَلِيْلُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْاُصُوْلِ اَنَّهٗ نَجِسٌ لِاَنَّهٗ لَا اَثَرَ لِلسَّيَلَانِ فِى النَّجَاسَةِ فَاِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُوْنُ كَذَالِكَ وَلَنَا قَوْلُهٗ تَعَالٰى قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا اِلٰى قَوْلِهٖ اَوْدَمًا مَسْفُوْحًا فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ لَايَكُوْنُ مُحَرَّمًا فَلَايَكُوْنُ نَجِسًا وَالدَّمُ الَّذِىْ لَمْ يَسِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوْحٍ فَلَايَكُوْنُ نَجِسًا ـ

فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا فِيْمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا فِيْمَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهٗ كَالْاٰدَمِىِّ فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ حَرَامٌ اَيْضًا فَلَايُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ بِحِلِّهٖ عَلٰى طَهَارَتِهٖ ـ قُلْتُ لَمَّا حُكِمَ بِحُرْمَةِ الْمَسْفُوْحِ بَقِىَ غَيْرُ الْمَسْفُوْحِ عَلٰى اَصْلِهٖ وَهُوَ الْحِلُّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ كَانَ فِيْمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ اَوْ لَا ـ لِاِطْلَاقِ النَّصِّ ثُمَّ حُرْمَةُ غَيْرِ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِىِّ بِنَاءٌ عَلٰى حُرْمَةِ لَحْمِهٖ وَحُرْمَةُ لَحْمِهٖ لَا تُوْجِبُ نَجَاسَةً اِذْ هٰذِهِ الْحُرْمَةُ لِلْكَرَامَةِ لَا لِلنَّجَاسَةِ فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِىِّ يَكُوْنُ عَلٰى طَهَارَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ مَعَ كَوْنِهٖ مُحَرَّمًا ـ

সহজ তরজমা

এবং যেসব বস্তু হদছ বা ওযু-গোসল ভঙ্গকারী নয়, তা নাজিসও (নাপাককারীও) নয় نَجِس শব্দটির جيم যের বিশিষ্ট। সুতরাং কোনো বস্তু হদছ না হওয়া থেকে তা নাপাক না হওয়াও অনিবার্য হয়। তাই যে রক্ত ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম না করে, তা পবিত্র। তদ্রূপ অল্প বমিও পবিত্র । মূল গ্রন্থের বহির্ভূত বর্ণনা অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তা নাপাক। কেননা নাজাসাতের বেলায় প্রবাহের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। যখন প্রবাহিত (রক্ত) নাপাক, তাই অপ্রবাহিতও নাপাক গণ্য হবে। আমাদের দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী, "আপনি বলে দিন যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাইনি (কিন্তু মৃত) বা প্রবাহিত রক্ত"। তাই অপ্রবাহিত রক্ত হারাম হবে না, বিধায় তা নাপাক হবে না।

আর যে রক্ত ক্ষতস্থানের মাথা থেকে অতিক্রম করে না, তা অপ্রবাহিত। সুতরাং তা নাজিস (নাপাককারী) হবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ দলিল যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা সুস্পষ্ট। তবে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না। যেমন– মানুষ, এগুলোর অপ্রবাহমান রক্তও হারাম। সুতরাং তার (অপ্রবাহমান রক্তের) হালাল হওয়া দ্বারা তার তাহারাতের উপর اِسْتِدْلَال (প্রামাণ পেশ করা) সম্ভব নয়। আমি বলব, যখন প্রবাহিত রক্তের حُرْمَت এর বিধান করা হল, তখন অপ্রবাহমান রক্ত তার মৌলিক অবস্থার উপর রয়ে গেল। আর তা হল حِلّ (হালাল হওয়া) এবং حِلَّت থেকে তাহারাত আবশ্যক হবে, চাই مَاكُوْلُ اللَّحْمِ (গোস্ত খাওয়া যায় এমন) প্রাণীর অপ্রবাহমাণ রক্ত হোক অথবা غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ (গোস্ত খাওয়া যায় না) এমন প্রাণীর অপ্রবাহমান রক্ত হোক। কেননা

www.pathagar.com

কুরআনের আয়াত শর্তমুক্ত। অতঃপর মানুষের অপ্রবাহমান রক্ত হারাম হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে তার গোশত হারাম হওয়ার উপর, তবে মানুষের গোশত হারাম হওয়া তার নাজাসাতকে প্রমাণিত করে না। কেননা এই حُرْمَت সম্মানের কারণে; নাজাসাতের কারণে নয়। সুতরাং মানুষের অপ্রবাহমান রক্ত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা মৌলিক পবিত্রতার উপর বহাল থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ ،

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন ঃ مَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ উক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. উপরিউক্ত বাক্যে ওযূ ভঙ্গের আলোচনার মাঝে এক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে, যে সব حَدَث তথা ওযূ ভঙ্গের কারণ হয়, তা নাপাক গণ্য নয়। এখানে কেউ কেউ كُل শব্দ ব্যবহার করেছেন, আবার কেউ কেউ مَا উল্লেখ করেছেন। সকলের উদ্দেশ্য অভিন্ন। কেননা مَا শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সারকথা হল, শরীর থেকে নির্গত বস্তু যা হদছ নয়, তা নাপাকও নয়। নির্গত বস্তু হদছ না হওয়ার কারণে তার নাপাকত্ব দূর হয়ে যাবে। সুতরাং অপ্রবাহিত ও অল্প বমি পবিত্র। এসব বস্তু কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা ধোয়া জরুরী নয়। রক্ত ধৌত করা ব্যতীত এগুলোসহ নামায পড়া জায়েয আছে।

এটা জমহুর ফকীহদের মত। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এক উক্তি অনুসারে যেসব বস্তু হদস নয়, তা নাপাক। কেননা নাজাসাতের ক্ষেত্রে প্রবাহের কোনো দখল নেই। যেসব বস্তু নাপাক, তা সত্ত্বাগতভাবেই নাপাক। সুতরাং সর্ব সম্মতিক্রমে প্রবাহমান রক্ত নাপাক। তখন অপ্রবাহিত রক্তের বিধানও অনুরূপ হবে। কেননা উভয়ের মাঝে ذَات তথা সত্ত্বাগত দিকের বিবেচনায় কোনো পার্থক্য নেই। জমহুর ফুকাহার দলীল ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا اِلٰى قَوْلِهٖ اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا

"আপনি বলে দিন! যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি প্রবাহিত রক্ত ছাড়া কোনো হারাম খাদ্য পাইনি।"

এ আয়াতে প্রবাহিত রক্ত হারাম করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, অপ্রবাহিত রক্ত হারাম নয় বিধায় তা নাপাকও গণ্য নয়।

قَوْلُهُ : ثُمَّ حُرْمَةُ غَيْرِ الْمَسْفُوْحِ فِى الْاٰدَمِيِّ

اَلسُّوَالُ : عَنْ اَيِّ سُوَالٍ اَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلًا ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. উক্ত ইবারত দ্বারা কোন্ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন? প্রশ্নটি উল্লেখপূর্বক জবাবটি লিখ।

উত্তর : শারেহ রহ. এ ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রশ্নটি হল এই, আলোচ্য আয়াতে কারীমা যদিও মুতলাক বা শর্তহীন। তদুপরি এতে সন্দেহ নেই যে, মানুষের রক্ত হারাম। চাই প্রবাহিত হোক বা অপ্রবাহিত হোক যেহেতু মানুষের প্রবাহিত রক্ত নাপাক বিধায় অপ্রবাহিত রক্তও নাপাক গণ্য হবে ?

উত্তর : হুরমত দুপ্রকার যথা (১) নাপাকীর কারণে হারাম। যেমন কুকুর, শুকুরের গোশত। (২) মর্যাদা ও সম্মানের কারণে হারাম। যেমন –মানুষের গোশত। অতএব মানুষের অপ্রবাহমান রক্ত হারাম একথার উপর ভিত্তি করে, মানুষের গোশত হারাম। আর গোশত হারাম হওয়া থেকে তার নাপাকত্ব সাব্যস্ত হয় না কেননা হারাম হওয়ার কারণ নাপাকী নয়, বরং তার মর্যাদা ও সম্মান। সুতরাং মানুষের অপ্রবাহমান রক্ত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা মৌলিক পবিত্রতার উপর বহাল থাকবে

www.pathagar.com

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْفُوحِ وَغَيْرِهِ مَبْنِيٌّ عَلٰى حِكْمَةٍ غَامِضَةٍ وَهِيَ اَنَّ غَيْرَ الْمَسْفُوحِ دَمٌ اِنْتَقَلَ عَنِ الْعُرُوْقِ وَانْفَصَلَ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَحَصَلَ لَهٗ هَضْمٌ اٰخَرُ فِى الْاَعْضَاءِ فَصَارَ مُسْتَقِلًّا اَنْ يَّصِيْرَ عُضْوًا فَاَخَذَ طَبِيْعَةَ الْعُضْوِ فَاَعْطَاهُ الشَّرْعُ حُكْمَهٗ بِخِلَافِ دَمِ الْعُرُوْقِ، فَاِنَّهٗ اِذَا سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ عُلِمَ اَنَّهٗ دَمٌ اِنْتَقَلَ مِنَ الْعُرُوْقِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ وَهُوَ الدَّمُ النَّجِسُ، اَمَّا اِذَا لَمْ يَسِلْ عُلِمَ اَنَّهٗ دَمُ الْعُضْوِ هٰذَا فِى الدَّمِ وَاَمَّا فِى الْقَيْئِ فَالْقَلِيْلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِىْ كَانَ فِىْ اَعْلَى الْمِعْدَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الرِّيْقِ۔

وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ وَمُسْتَنِدٍ اِلٰى مَا لَوْ اُزِيْلَ لَسَقَطَ لَا غَيْرَ اَيْ لَايَنْقُضُ الْوُضُوْءَ نَوْمُ غَيْرِ مَاذُكِرَ هُوَ النَّوْمُ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا **وَالْاِغْمَاءُ وَالْجُنُوْنُ** عَلٰى اَيِّ هَيْأَةٍ كَانَا وَيَدْخُلُ فِى الْاِغْمَاءِ اَلسُّكْرُ وَحَدُّهٗ هُنَا اَنْ يَّدْخُلَ فِىْ مَشْيَتِهٖ تَحَرُّكٌ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَكَذَا فِى الْيَمِيْنِ حَتّٰى لَوْ حَلَفَ اَنَّهٗ سَكْرَانٌ يُعْتَبَرُ هٰذَا الْحَدُّ۔

সহজ তরজমা

প্রবাহিত ও অপ্রবাহিত রক্তের মাঝে পার্থক্য নির্ভর হচ্ছে একটি সূক্ষ্ম রহস্যের উপর আর তা হল এই যে, অপ্রবাহিত রক্ত যা রগ থেকে নির্গত হয়ে নাজাসাত থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং তার জন্য অঙ্গসমূহের মাঝে অপর আরেকটি হজম অর্জিত হয়েছে। তাই সে রক্ত (স্বতন্ত্র) একটি বস্তু হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে বিধায় তা অঙ্গের স্বভাব ধারণ করল। সুতরাং শরী'অত তাকে অঙ্গের বিধান প্রদান করেছে। তবে রক্ত এর বিপরীত। কেননা যখন এ রক্ত ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তখন বুঝা যায় যে, এটা এমন রক্ত যা এ মুহূর্তে রগ থেকে নির্গত হয়েছে। আর তা হল নাপাক রক্ত। তবে রক্ত প্রবাহিত না হলে বুঝা যায় যে, এটা অঙ্গের রক্ত। এ হলো রক্ত সম্পর্কিত আলোচনা। পক্ষান্তরে বমির বিবরণ এই, অল্প বমি হলো পাকস্থলির উপরস্থ পানি । আর তা নাজাসাতের স্থান নয়। সুতরাং তার বিধান থুথুর বিধানের অনুরূপ।

কাত হয়ে ও হেলান দিয়ে শায়িত ব্যক্তির ঘুম এবং এমন বস্তুর সাথে ঠেস দিয়ে শায়িত ব্যক্তির ঘুম, যা সরালে সে পড়ে যাবে (তা ওযূ ভঙ্গ করে) এছাড়া অন্য ঘুম নয় অর্থাৎ উল্লেখিত ঘুম ছাড়া অন্য অবস্থার ঘুম ওযূ ভঙ্গ করে না। আর তাহল দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সেজদায় ঘুমানো। এবং বেহুশ হওয়া ও মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া তা যে কোনো অবস্থাতেই হোক এবং সংজ্ঞাহীনতার বিধানে নেশাগ্রস্ততা প্রবেশ করবে। এখানে নিশাগ্রস্ততার অর্থ এই যে, তার চলাফেরায় অনাকাঙ্খিত হেলা-দোলা প্রকাশ পাবে। এটাই বিশুদ্ধ। তদ্রূপ শপথের বেলায়ও। এমনকি যদি কেউ শপথ করে বলে যে, সে নেশাগ্রস্ত, এখানে এই অর্থই বিবেচ্য।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْحِكْمَةَ الْغَامِضَةَ

প্রশ্ন ঃ حِكْمَةَ غَامِضَةَ **এর বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর ঃ স্মরণ রাখা উচিত যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দর্শন অনুসারে ভক্ষণকৃত খাদ্যে পাঁচ ধরনের হজম সংঘটিত হয়ে থাকে। কোনো বস্তু অপর কোনো বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে তৃতীয় কোনো বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়াকে هَضْم বলে।

প্রথম হজম হল, খাদ্য মুখে নিয়ে দাঁত দ্বারা চিবানো, যা লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে চর্বিত রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয় হজম হল, যখন খাদ্য পাকস্থলিতে পৌছে। সেখানে খাদ্যের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে যায়।

তৃতীয় হজম হল, পাকস্থলিতে খাদ্য ও পানীয় বস্তু মিলে এক তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে থেকে একটি সূক্ষ্ম অংশ কলিজার দিকে আকর্ষিত হয়। আর ভারী অংশটুকু পাকস্থলিতে চলে যায়। যা পরিশেষে পেশাব-পায়খানার আকৃতিতে স্ব স্ব রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং সূক্ষ্ম অংশ কলিজার অংশের দিকে চোষিত হয়। সেখানে তার তৃতীয় হজম সংঘটিত হয়ে বস্তুটি আগের তুলনায় আরো বেশি সূক্ষ্ম হয়।

চতুর্থ হজম হল, তৃতীয় হজমের ফলশ্রুতিতে সেখানে রক্ত, কফ, পিত ও কৃষ্ণ নামক চারটি ধাতুর সৃষ্টি হয়। তার অধিকাংশ উচ্ছিষ্ট অংশ পেশাবের সাথে নির্গত হয়ে যায় এবং রক্ত বাকী ধাতুগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রয়োজন অনুপাতে রগের ভেতর প্রবেশ করে। রগের ভেতর চতুর্থ হজম সংঘটিত হয়।

পঞ্চম হজম হল, রক্ত রগের ভেতর প্রবেশ করার পর পুনরায় তার দুই অংশ হয়ে যায় সূক্ষ্ম ও ভারী। সূক্ষ্ম অংশ হজম হয়ে রগের বাহিরে চলে আসে এবং অঙ্গের সাথে মিশে যায়। এবার অঙ্গের মাঝে পঞ্চম হজম সংঘটিত হয়। ফলে সে রক্ত একটি স্বতন্ত্র অঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মোটকথা, শারেহ রহ. যে সূক্ষ্ম রহস্যের কথা বলেছেন, তার সার হল এই যে, প্রবাহিত রক্ত মূলতঃ রগের রক্ত এবং এটা নাপাকের সাথে মিশ্রিত। সুতরাং আবশ্যকীয়ভাবে প্রবাহিত রক্ত নাপাক গণ্য হবে। আর অপ্রবাহিত রক্ত হল, যে রক্ত রগ থেকে নির্গত হয়ে নাজাসাত থেকে পৃথক থাকে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চারিত হয়। ফলে সে রক্ত নিজ আকৃতি ত্যাগ করে দেহের রূপ ধারণ করে। আর যেহেতু মানব দেহ পবিত্র, সেহেতু অপ্রবাহিত রক্তও পবিত্র বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَالْقَلِيْلُ هُوَ الْمَاءُ الَّذِيْ كَانَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ مَعَ اِيْرَادِ الْاِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ ؟

প্রশ্ন : ইবারতের ব্যাখ্যা কর প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ সহ।

উত্তর : উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, অল্প বমি ওযূ ভঙ্গের কারণ নয় এবং তা নাপাকও গণ্য নয়। কেননা অল্প বমি পাকস্থলির উপরস্থ পানি। আর তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং অল্পবমির মধ্যে নাপাক প্রবেশ না করায় তা নাপাক গণ্য হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে قَلِيْل (অল্প) শুধু পানি বমির বিশেষণ নয় বরং খাদ্য রক্ত পিত্ত ও কফ ইত্যাদিতেও অল্প বিশেষণ যোগ হতে পারে সুতরাং পানি বমির সাথে একে সীমবদ্ধ করার হেতু কি ?

উত্তর : هُوَ الْمَاءُ الَّذِيْ الخ এখানে কম পানি বলার দ্বারা পানি বমির বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং তা উদাহরণ স্বরূপ পেশ করেছেন অন্যথায় বমির অন্যান্য প্রকার তথা পিত্ত, খাদ্য, জমাট রক্ত, কফ ইত্যাদির সঙ্গেও قَلِيْل (স্বল্প) সিফাতটির প্রয়োগ হবে। অথবা এর উত্তর হচ্ছে বমির সমস্ত প্রকারের মধ্যে পানি مُقَدَّم (অগ্রে) তাই

www.pathagar.com

শুধু পানিকে উল্লেখ করেছেন কিংবা এর উত্তর হচ্ছে হাসান ইবনে যিয়াদ এর অভিমতকে খন্ডন করার জন্য –বিশেষভাবে পানিকে উল্লেখ করেছেন যে পানি পান করার পর نَجَاسَةٌ (নাপাকী) এর সঙ্গে তা মিলিত হবার পূর্বে যদি পানি বমি করে তবে তা ওযু ভঙ্গকারী নয়। আর হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন এর দ্বারাও ওযু ভেঙ্গে যাবে।

اَلسُّوَالُ : مَاحُكْمُ النَّوْمِ وَالْاِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ بَيِّنْ؟ مُفَصَّلًا ثُمَّ بَيِّنْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَهْقَهَةِ وَالضِّحْكِ وَالتَّبَسُّمِ

প্রশ্ন ঃ ঘুম, সংজ্ঞাহীনতা ও পাগলের (ওযুর) হুকুম বর্ণনা পূর্বক হাসির প্রকারসমূহের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ ওযু ভঙ্গের কারণসমূহের একটি হল, ওযুকারী ব্যক্তি কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে বা এমন কিছুতে ঠেস লাগায় যা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়। শরহে বেকায়া গ্রন্থকার রহ. লেখেন, যদি কাত হয়ে কিংবা এক নিতম্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমায়, তবে সর্বসম্মতভাবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমায় যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়, তা হলে দু'টি সুরত হতে পারে।

(১) যদি নিতম্ব ভূমি থেকে পৃথক হয়ে যায়, তা হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(২) যদি ভূমি থেকে নিতম্ব আলাদা না হয়, তা হলে ইমাম তাহাবী রহ.-ও ইমাম কুদুরী রহ. লেখেন, ওযু ভেঙ্গে যাবে। কেননা এতে তার গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে পড়ে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, ওযু ভঙ্গ হবে না। কেননা ভূমির উপর নিতম্ব লেগে থাকা বায়ূ নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

উল্লেখ্য যে, ঘুম ওযু ভঙ্গের কারণ হওয়ার জন্য শর্ত হল, اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ গ্রন্থি সন্ধিগুলো শিথিল হয়ে যাওয়া।

সুতরাং যে ঘুমে اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ এর সম্ভাবনা থাকবে, তা-ই ওযু ভঙ্গের কারণ হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম ওযু ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য اِسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ কে শর্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ

"ওযু আবশ্যক ঐ ব্যক্তির উপর, যে পার্শ্ব দিয়ে ঘুমায়। কেননা, পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তার গ্রন্থি সন্ধিগুলো শিথিল হয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত ঘুমের দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : وَالْاِغْمَاءُ وَالْجُنُوْنُ ঃ اِغْمَاءٌ অর্থ সংজ্ঞাহীনতা। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. বলেন, এটি একটি রোগ বিশেষ যা বোধশক্তিকে দুর্বল করে দেয়। তবে আকল-বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও অকেজো করে দেয় না বরং আকল বুদ্ধি লোপ পায়। পক্ষান্তরে জুনুনী বা উন্মত্ততা আকল বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও অকেজো করে দেয়। শক্তি সামর্থের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিও উম্মাদ, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়। বরং ঘুমন্ত ব্যক্তির চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার দ্বারা সে জেগে উঠে। কিন্তু বেহুশ হওয়া ও পাগল এমন নয়। কেননা তাদের শারীরিক শিথিলতা চরমে পৌঁছে যায়। তাই বেহুশ ও পাগল হওয়া সর্বাবস্থায় ওযু ভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঘুম সর্বাবস্থায় ওযু ভঙ্গকারী নয় বরং যখন শরীরের জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায়, অন্যথায় নয়।

www.pathagar.com

وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ حَتّٰى لَايُنْقِضُ الْوُضُوْءَ قَهْقَهَةُ الصَّبِيِّ وَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ حَتّٰى لَوْ قَهْقَهَ فِيْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ اَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لَايَنْقُضُ الْوُضُوْءَ بَلْ يَبْطُلُ مَا قَهْقَهَ فِيْهِ . وَاِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ لِاَنَّ اِنْتِقَاضَ الْوُضُوْءِ بِهَا ثَبَتَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلٰى مَوْرِدِهٖ . ثُمَّ الْقَهْقَهَةُ اِنَّمَا تَنْقِضُ الْوُضُوْءَ اِذَا كَانَ يَقْظَانَ حَتّٰى لَوْ نَامَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى اَىِّ هَيْأَةٍ فَقَهْقَهَتُهُ لَا يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ بِالْقَهْقَهَةِ وَحَدُّهَا اَنْ تَكُوْنَ مَسْمُوْعَةً لَهٗ وَلِجِيْرَانِهٖ وَالضِّحْكُ اَنْ يَكُوْنَ مَسْمُوْعًا لَهٗ لَا لِجِيْرَانِهٖ وَهُوَ يُبْطِلُ الصَّلٰوةَ لَا الْوُضُوْءَ وَالتَّبَسُّمُ اَنْ لَايَكُوْنَ مَسْمُوْعًا اَصْلًا وَهُوَ لَايُبْطِلُ شَيْئًا .

وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ اِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وَهُوَ اَنْ يَمَاسَّ بَدَنُهٗ بَدَنَ الْمَرْأَةِ مُجَرَّدَيْنِ وَانْتَشَرَ اٰلَتُهٗ وَتَمَاسَّ الْفَرْجَانِ . **لَا دُوْدَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جُرْحٍ** لِاَنَّهَا طَاهِرَةٌ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ النَّجَاسَةِ قَلِيْلَةٌ فَاَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ . لِاَنَّ خُرُوْجَ الْقَلِيْلِ مِنْهُ نَاقِضٌ وَمِنَ الْاِحْلِيْلِ لَا لِاَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ جُرْحٍ وَمِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيْهِ اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ **وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ** اَىْ مِنْ جُرْحٍ **وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح .

সহজ তরজমা

<u>প্রাপ্তবয়স্ক রুকু ও সাজদাকারী মুসল্লীর অট্টহাসি।</u> তবে শিশুর অট্টহাসি ওযু ভঙ্গ করে না। হাসি দ্বারা ওযূ ভঙ্গের শর্ত হচ্ছে, মুসল্লী রুকূ–সাজদা বিশিষ্ট নামাযে থাকবে। অতএব কেউ যদি জানাযার নামায বা তিলাওয়াতের সাজদায় অট্টহাসি দেয় তা হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না এবং যে বস্তুতে অট্টহাসি করল তা বাতিল হয়ে যাবে। উল্লেখিত বস্তুর শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে যে, অট্টহাসি দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হওয়া কিয়াস বা যুক্তির খেলাফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে। অতঃপর অট্টহাসি ওযূ ভঙ্গ করে দেয় যখন সে জাগ্রত থাকে। কাজেই কেউ যদি নামাযের কোনো অবস্থাতে ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার অট্টহাসি ওযূ ভঙ্গ করবে না। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, অট্টহাসি দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয় না। অট্টহাসি এর সীমা হল, যা নিজে এবং তার পার্শ্ববর্তী লোক শুনতে পায়। এবং ضِحْك বা মৃদুহাসি হল যা নিজে শুনতে পায়, তবে তার পার্শ্ববর্তী অন্যরা শুনতে পায় না। এটা নামায বাতিল করে দেয় তবে ওযূ নয়। আর تَبَسُّم বা মুচকি হাসি হল, যা শুনা–ই যায় না, এটা কিছুই বাতিল করে না। <u>মুবাশারায়ে ফাহিশা (ওযু ভঙ্গ করে দেয়); কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তাতে ওযু ভঙ্গ হয় না।</u> আর مُبَاشَرَة فَاحِشَة হলো বিবস্ত্র অবস্থায় পুরুষের দেহ মাহিলার দেহকে পরস্পর স্পর্শ করা এবং পুরুষাঙ্গ বিস্তীর্ণ হওয়া ও উভয় লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হওয়া। <u>ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে ওযু ভঙ্গ হবে না।</u> কেননা কীট পবিত্র। আর তার দেহে লেগে থাকা নাজাসাত অতি অল্প। পক্ষান্তরে পিছনের রাস্তা দিয়ে যে কীট বের হয়, তা ওযূ ভঙ্গ করে দেয়। কেননা তা থেকে অল্প নাজাসাত নির্গত হওয়া ওযূ ভঙ্গকারী। আর পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে কীট বের হলে, এতে মাশায়েখদের মতভেদ

www.pathagar.com

রয়েছে। এবং (ওযূ ভঙ্গ হয় না) তা থেকে মাংস খণ্ড খসে পড়লে। অর্থাৎ ক্ষতস্থান থেকে এবং মহিলা ও লিঙ্গ স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হয় না। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন : হাসি কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার হুকুমসহ বর্ণনা কর।

উত্তর হাসির তিনটি স্তর ও হুকুম

(১) اَلْقَهْقَهَةُ বা অট্টহাসি, যা হাসিদাতা নিজে ও পার্শ্ববর্তী মানুষ শুনতে পায়। চাই দাঁত বের হোক বা না হোক। এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

(২) اَلضِّحْكُ বা স্বাভাবিক হাসি, যা হাসিদাতা নিজে শুনতে পায় কিন্তু অন্য কেউ শুনতে পায় না। اَلضِّحْكُ এর হুকুম হল, এর দ্বারা নামায ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু ওযু ভাঙ্গবে না।

(৩) اَلتَّبَسُّمُ বা মুচকী হাসি, যা কেউই শুনতে পায় না অর্থাৎ আওয়াজ বিহীন হাসি। اَلتَّبَسُّمُ এর হুকুম হল, এর দ্বারা ওযু নামায কোনোটিই ভাঙ্গবে না।

নামাযে অট্ট হাসি ওযু ভঙ্গের কারণ। রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে প্রাপ্তবয়স্ক নামাযির قَهْقَهَة (অট্টহাসি) ওযু ভঙ্গের কারণ কি না? এ বিষয়ে اَئِمَّه ثَلَاثَة ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে।

মাযহাবের বিবরণ : اَئِمَّه ثَلَاثَة তথা ইমামত্রয়ের মতে অট্টহাসি ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। পক্ষান্তরে আহনাফ বলেন, অট্টহাসি ওযু ভঙ্গের কারণ।

দলিলের বিবরণ : اَئِمَّه ثَلَاثَة এর দলীল হল, قَهْقَهَة দ্বারা نَجَاسَة নির্গত হয় না। অথচ نَجَاسَة নির্গত হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ। এ কারণেই قَهْقَهَة জানাজা নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাযের বাহিরে ওযু ভঙ্গের কারণ হয় না। কিয়াসের দাবী এমনই।

আহনাফের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় একজন বেদুইন সাহাবী যার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল তিনি এসে হঠাৎ করে পড়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম নামাযে থাকাবস্থায় হাসতে লাগলেন। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

مَنْ قَهْقَهَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ ......

তোমাদের মধ্যে যারা অট্ট হাসি দিয়েছে, তারা নামায ও ওযু উভয়টা দোহরাবে, আর যারা মুচকি হাসি দিয়েছে তাদের কিছুই দোহরাতে হবে না। (দারা কুতনী : ১/১৬৩)

اَلرَّدُّ عَلَى الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ঃ আমাদের পেশকৃত হাদীসটি মাশহুর হাদীস। আর হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিয়াসকে পরিহার করা হয়ে থাকে। আর যেহেতু হাদীসটি রুকু সেজদা বিশিষ্ট নামায সম্পর্কিত, তাই এর হুকুম এতে সীমাবদ্ধ থাকবে। এর থেকে অতিক্রম করে নামাযে জানাযা, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং নামাযের বাইরে ওযু ভঙ্গের কারণ হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ؟

প্রশ্ন ঃ مُبَاشَرَة فَاحِشَة এর সংজ্ঞা কি?

উত্তর ঃ শারেহ রহ. مُبَاشَرَة فَاحِشَه এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এটিই সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা।

এখানে فَاحِشَة শব্দ দ্বারা অশ্লিলতা উদ্দেশ্য নয় বরং (ظُهُوْر) খোলা বা নগ্ন উদ্দেশ্য। কেননা কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যে, সহবাস ছাড়া তাদের সবই হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার বাদায়ে গ্রন্থে উল্লেখ করেন– হযরত ইয়াসার রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া

www.pathagar.com

রাসূলাল্লাহ! আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া সবই করেছি, এখন আমাকে কি করতে হবে। তিনি বললেন, تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "তুমি ওযু করে নামায পড়ে নাও। (আল বাহরুর রায়েক ঃ ১/৮১)

اَلسُّوَالُ: قَوْلُهُ : "لَادُوْدَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جُرْحٍ" اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: ফোকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে পুরুষ ও মহিলার পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি কোনো কীট বা কৃমি বের হয় তবে এর দ্বারা ওযু ভেঙ্গে যাবে কারণ উক্ত কীট বা কৃমির সঙ্গে যদিও সামান্য নাপাকী নির্গত হয়েছে। কিন্তু- তা তো বের হয়েছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে। আর পায়খানার রাস্তা দিয়ে সামান্য নাপাক বের হলেও ওযু ভেঙ্গে যায়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত কীট পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোনো ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হয় কিংবা ক্ষতের থেকে গোশত খন্ড খসে পড়ে, তবে তা ওযু ভঙ্গকারী নয়। কেননা মূলতঃ কীটটি নাপাক নয় -বরং তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হল নাপাক আর তা অতি সামান্য, যা পায়খানা-পেশাবের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে বের হলে ওযু ভঙ্গ কারী নয়। অনরূপ মানুষের গোশতও নাপাক নয় তাই শুধু গোশত খসে পড়ার দ্বারা ওযু ভাঙবে না। হ্যাঁ যদি উক্ত গোশতের সঙ্গে প্রবাহমান রক্তও বের হয়, তবে তা ওযু ভঙ্গকারী। অনুরূপভাবে যদি পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে কীট নির্গত হয়, তবে ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা তা মূলতঃ ক্ষতস্থান থেকে নির্গত, তাই তা নাপাকী নিয়ে বের হয় না। শারেহ রহ. বলেন, কিন্তু মহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে যদি কীট নির্গত হয়, তবে তা ওযু ভঙ্গের কারণ হবে কিনা, এ নিয়ে মাশায়েখে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। যারা মাহিলার পেশাবের রাস্তা দিয়ে হাওয়া বের হওয়াকে ওযু ভঙ্গের কারণ বলেন, তারা কীট বের হওয়াকেও ওযু ভঙ্গের কারণ বলেন। আর যারা হাওয়া বের হওয়াকে ওযুভঙ্গের কারণ বলেন না, তারা কীট বের হওয়াকেও ওযু ভঙ্গের কারণ বলেন না।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنُوْا نَوَاقِضَ الْوُضُوْءِ

প্রশ্ন : ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর :

(১) পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। (২) পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া শরীরের যে কোনো অংশ থেকে কোনো কিছু বের হয়ে প্রবাহিত হওয়া। (৩) মুখ ভরে বমি হওয়া। (৪) থুথুর সঙ্গে রক্ত সমান বা বেশি হওয়া। (৫) কাত কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমানো যা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে। (৬) সংজ্ঞাহীন ও উন্মত্ততা। (৭) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে বয়স্ক নামাযির অট্টহাসি। (৮) মুবাশারাতে ফাহেশাহ।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ مَسِّ الْمَرْاَةِ وَالذَّكَرِ؟

প্রশ্ন ঃ মহিলাকে স্পর্শ করা ও লিঙ্গ স্পর্শ করার হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মুসান্নিফ রহ. উপরিউক্ত বাক্যে যে সব কারণে ওযু ভঙ্গ হয় না, তার বিবরণ প্রদান করছেন। হানাফীদের মতে মহিলা ও লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয় না। চাই উত্তেজনাবশতঃ হোক। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পত্নী হযরত আয়েশা রাযি.-কে চুমু খেয়ে ওযু না করেই নামায আদায় করেছেন। অদ্রূপ হযরত তালক ইবনে আলী রাযি. হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওটা তো তোমার শরীরেরই একটি অংশবিশেষ।

উপরিউক্ত দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায়, মহিলা ও লিঙ্গ স্পর্শ করা ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। তবে ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে কোনো অন্তরাল ছাড়া যদি মহিলা ও লিঙ্গ স্পর্শ করে তাতে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই কামভাবসহ স্পর্শ করুক অথবা ছাড়া করুক। আর ইমাম মালেক রহ.-এর মতে কামভাব ছাড়া স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হবে না।

www.pathagar.com

وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَهُمَا سُنَّتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح وَلَنَا اَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِنْ وَجْهٍ وَخَارِجٌ مِنْ وَجْهٍ حِسًّا عِنْدَ انْطِبَاقِ الْفَمِ وَانْفِتَاحِهٖ وَحُكْمًا فِىْ اِبْتِلَاعِ الصَّائِمِ الرِّيْقَ وَدُخُوْلُ شَيْئٍ فِىْ فَمِهٖ فَجُعِلَ دَاخِلًا فِى الْوُضُوْءِ خَارِجًا فِى الْغُسْلِ لِاَنَّ الْوَارِدَ فِيْهِ صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ وَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاطَّهَّرُوْا وَفِى الْوُضُوْءِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَكَذٰلِكَ الْاَنْفُ وَاِذَا تَمَضْمَضَ وَقَدْ بَقِىَ فِىْ اَسْنَانِهٖ طَعَامٌ فَلَابَأْسَ بِهٖ **وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ** اَىْ جَمِيْعِ ظَاهِرِ الْبَدَنِ حَتّٰى لَوْ بَقِىَ الْعَجِيْنُ فِى الظُّفُرِ فَاغْتَسَلَ لَايُجْزِئُ وَفِى الدَّرَنِ يُجْزِئُ اِذْ هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ هُنَاكَ وَكَذَا الطِّيْنُ لِاَنَّ الْمَاءَ يَنْفُذُ فِيْهِ وَكَذَا بِالْحِنَّاءِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِىْ هٰذَا الْحَرَجُ وَاِذَا ادَّهَنَ فَاَمَرَّ الْمَاءَ فَلَمْ يَصِلْ يُجْزِئُ۔

وَاَمَّا ثَقْبُ الْقُرْطِ فَاِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيْهَا فَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّ الْمَاءَ لَايَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيْهَا فَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَايَتَكَلَّفُ وَاِنْ غَلَبَ اَنَّهٗ لَايَصِلُ اِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ وَاِنِ انْضَمَّ الثَّقْبُ بَعْدَ نَزْعِهٖ وَصَارَ بِحَالٍ اِنْ اَمَرَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ يَدْخُلُهَا وَاِنْ غَفَلَ لَايَدْخُلُهَا اَمَرَّ الْمَاءَ وَلَايَتَكَلَّفُ فِىْ اِدْخَالِ شَيْئٍ سِوَى الْمَاءِ مِنْ خَشَبٍ اَوْ نَحْوِهٖ وَاِنْ كَانَ فِىْ اِصْبَعِهٖ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ يَجِبُ تَحْرِيْكُهٗ لِيَصِلَ الْمَاءُ تَحْتَهٗ وَيَجِبُ عَلَى الْاَقْلَفِ اِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْقُلْفَةِ وَاِنْ نَزَلَ الْبَوْلُ اِلَيْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا نَقَضَ الْوُضُوْءَ هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ فَلَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَايَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَيْهَا فِى الْغُسْلِ مَعَ اَنَّهٗ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ اِذَا نَزَلَ الْبَوْلُ اِلَيْهَا فَلَهَا حُكْمُ الْبَاطِنِ فِى الْغُسْلِ وَحُكْمُ الظَّاهِرِ فِىْ اِنْتِقَاضِ الْوُضُوْءِ **لَا دَلْكُهٗ**۔

সহজ তরজমা

এবং গোসলের ফরয হল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, উভয়টি সুন্নত। আর আমাদের দলীল হল মুখ এক বিবেচনায় আভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং আরেক বিবেচনায় বহির্ভূত অঙ্গ, যা মুখ বন্ধ ও খোলার সময় অনুভূত হয় এবং তা বিধানগতভাবে (অনুমেয়) রোযাদারের থুথু গিলে ফেলা ও তার মুখে কোনো কিছু প্রবেশ করার বেলায়। সুতরাং তাকে ওযুতে ভেতরের এবং গোসলে বাইরের অঙ্গ সাবস্ত করা হয়েছে। কেননা গোসলের ক্ষেত্রে مُبَالَغَہ এর সীগাহ বর্ণিত হয়েছে। তা হল আল্লাহ তাআলার বাণী, فَاطَّهَّرُوْا পূর্ণরূপে পবিত্রতা হাসিল কর। আর ওযুর ক্ষেত্রে চেহারা ধোয়ার নির্দেশ এসেছে। এবং নাকের বিধানও অনুরূপ। যদি কেউ কুলি করে এবং তার দাঁতে লেগে থাকা খাদ্য বহাল থাকে, তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং সমস্ত শরীর ধোয়া অর্থাৎ দেহের পুরো বাহ্যিক অংশ। এমনকি যদি নখে আটার খামীরা লেগে থাকে অতঃপর গোসল করে, তবে গোসল পূর্ণ হবে না।

www.pathagar.com

আর ময়লা জমে থাকলে গোসল যথেষ্ট হবে। কেননা তা সেখানেই সৃষ্টি। তদ্রূপ মাটি, কেননা তাতে পানি প্রবেশ করে এবং মেহেদি দ্বারা রঞ্জিত হওয়ার বিধানও অনুরূপ। সারকথা এই যে গোসলের ক্ষেত্রে কষ্ট বিবেচিত হবে। কেউ যদি তেল মালিশ করে অতঃপর পানি প্রবাহিত করে কিন্তু পানি শরীরে পৌছল না তবে গোসল হবে না।

পক্ষান্তরে কানের ছিদ্র, যদি তাতে দুল থাকে এবং যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা নাড়ানো ছাড়া ছিদ্রে পানি পৌছবে না, তা হলে তা নাড়িয়ে নেওয়া আবশ্যক। আর যদি ছিদ্রের মধ্যে দুল না থাকে আর তার প্রবল ধারণা হয় যে, নড়াচাড়া দেওয়া ছাড়া -ই তাতে পানি পৌছবে, তা হলে নড়াচড়া দিবে না আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, নাড়ানো ছাড়া পানি পৌছবে না তবে দুল নাড়াবে। যদি দুল খোলার পর ছিদ্র মিশে যায় এবং তার অবস্থা এই হয় যে, যদি তাতে পানি প্রবাহিত করা হয়, তবে পানি প্রবেশ করবে , আর যদি অসতর্ক থাকে, তবে ছিদ্রের মধ্যে পানি প্রবেশ করবে না, তা হলে পানি প্রবাহিত করবে এবং পানি ছাড়া অন্য কিছু কাঠি ইত্যাদি প্রবেশ করাবে না।

যদি কারো আঙ্গুলে সংকীর্ণ আংটি থাকে তবে তা নেড়ে নেওয়া আবশ্যক, যেন তার নীচে পানি পৌঁছে যায়। খাৎনাবিহীন ব্যক্তির উপর (l চামড়ার অভ্যন্তরে পানি পৌছানো ওয়াজিব। যদি পেশাব চামড়া পর্যন্ত বেরিয়ে আসে এবং তা থেকে নির্গত না হয়, তবে তা ওযু ভঙ্গ করে দেয়। এটা কতক মাশায়েখদের অভিমত। সুতরাং তার জন্যে সার্বিক বিবেচনায় বহ্যিক অঙ্গের বিধান আরোপিত হবে। কারো কারো মতে, গোসলে চামড়ার ভেতর পানি পৌছানো আবশ্যক নয়। যদি তাতে পেশাব নির্গমন হয়, তা হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। সূতরাং (লিঙ্গের মুখের) চামড়ার জন্যে গোসলের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ অঙ্গের বিধান এবং ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অঙ্গের বিধান প্রযোজ্য হবে। গোসলের সময় শরীর ডলা ফরয নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ فَرَائِضَ الْغُسْلِ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ ইমামদের মতভেদসহ গোসলের ফরয বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ গোসলের ফরযসমূহ

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা এখানে একসঙ্গে গোসলের ফরযগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি। উলামায়ে আহনাফের মতে গোসলের ফরয তিনটি– (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া গোসলের ফরয নয় বরং সুন্নত।

গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয; সুন্নত নয় : গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত না ফরয এ নিয়ে ইমাম শাফিঈ রহ. ও আহনাফের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

মাযহাবের বিবরণ : উলামায়ে আহনাফ বলেন, গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।

দলিলের বিবরণ : ইমাম শাফিঈ রহ. হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ وَمِنْهَا الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ অর্থাৎ "দশটি জিনিস ফিতরাত

তথা সুন্নত-এর অন্তর্ভুক্ত তন্মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে উল্লেখ করেছেন।" (আবূ দাউদ শরীফ : ১/৩)

হাদীসটি দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।

তা ছাড়া তিনি গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে ওযূতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে তা ওযূতে সুন্নত তেমনি গোসলেও সুন্নত।

উলামায়ে আহনাফ আল্লাহ তা'আলা বাণী : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا "যদি তোমরা জুনুবী হও, তবে পূর্ণরূপে তাহারাত অর্জন কর" দ্বারা দলিল পেশ করেন। পূর্ণরূপে তাহারাত অর্জনের অর্থ হল, সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা। তবে যে সমস্ত অঙ্গে পানি পৌছানো অসম্ভব তা ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন– চোখের ভিতরের অংশ। পক্ষান্তরে যে সমস্ত অঙ্গে পানি পৌছানো সম্ভব যেমন– মুখ ও নাকের ভিতরের অংশ–এগুলো ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এগুলো একদিক থেকে শরীরের ভিতরের অংশ এবং অন্যদিক থেকে তা শরীরের প্রকাশ্য অংশ। অতএব, এগুলো فَاطَّهَّرُوْا মুবালাগার শব্দ হওয়ার কারণে ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে ওযূর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ বলেছেন, যা ভালোভাবে ধৌত করা বুঝায় না। অতএব ওযূতে তা ধৌত করা ফরযও হতে পারে না।

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বিপক্ষে জবাব : আমাদের اِسْتِدْلَال-এর বিবরণ দ্বারা অবশ্যই ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দলিলের খণ্ডন হয়ে গেছে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর কিয়াসী দলিলও আমাদের اِسْتِدْلَال দ্বারা খণ্ডন হয়ে গেছে। কেননা, সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ওযূর ক্ষেত্রে বলেছেন : فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ "তোমরা মুখমণ্ডল ধৌত করা।" আভিধানিক অর্থেও মুখমণ্ডল দ্বারা শুধু এতটুকু অংশই বুঝায় যা মুখামুখিতে প্রকাশ পায়। আর মুখ ও নাকের ভিতরের অংশ মুখামুখিতে প্রকাশ পায় না। তাই গোসলকে ওযূর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

وَسُنَّتُهُ أَنْ يَّغْسِلَ يَدَيْهِ إِلَى رُسْغَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيْلَ نَجَسًا إِنْ كَانَ اَىْ إِنْ كَانَ النَّجَسُ اَىِ النَّجَاسَةُ عَلٰى بَدَنِهٖ **ثُمَّ يَتَوَضَّأُ إِلَّا رِجْلَيْهِ** اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ اَىْ يَغْسِلُ اَعْضَاءَ الْوُضُوْءِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ـ **ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى كُلِّ بَدَنِهٖ ثَلٰثًا ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ لَا فِىْ مَكَانِهٖ** اَىْ إِذَا كَانَ مَكَانُ الْغُسْلِ مُجْتَمَعَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَتّٰى إِذَا اغْتَسَلَ عَلٰى لَوْحٍ اَوْحَجَرٍ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ هُنَاكَ ـ

সহজ তরজমা

গোসলের সুন্নত হল সে (গোসলকারী) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে এবং লজ্জাস্থান ধুবে। আর নাজাসাত দূরীভূত করবে, যদি থাকে অর্থাৎ যদি নাজাসাত শরীরে লেগে থাকে অতঃপর ওযু করবে তবে পদদ্বয় ধুবে না। إِلَّا رِجْلَيْهِ ইসতিছনায়ে মুত্তাসিল অর্থাৎ ওযূর অঙ্গসমূহ ধুবে পদদ্বয় ব্যতিরেকে। অতঃপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে, এরপর দু'পা ধুয়ে নিবে তবে গোসলের স্থানে নয়। অর্থাৎ যখন গোসলের স্থানটি ব্যবহৃত পানি জমে থাকার জায়গা হয়। এমনকি কেউ যদি কাঠ কিংবা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল করে তবে সে সেখানেই পা ধুয়ে নিবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هِىَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلْغُسْلِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ثُمَّ اُكْتُبْ سُنَنَ الْغُسْلِ مُوْجَزًا

প্রশ্ন ঃ গোসলের সুন্নত নিয়ম কি? বিস্তারিত আলোচনা করার পর গোসলের সুন্নতসমূহ লিখ।

উত্তর ঃ গোসলের সুন্নত তরীকা হল, গোসলকারী প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। এরপর লজ্জাস্থান ধুবে। তারপর শরীরে নাপাকী লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করবে। অতঃপর নামাযের জন্য যেরূপ ওযু করে অনুরূপ ওযূ করবে, তবে পা ধুবে না। এরপর মাথা ও শরীরে তিন বার পানি প্রবাহিত করবে। অতঃপর গোসলের স্থান থেকে দূরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলের পদ্ধতি এরূপ ছিল।

গোসলের সুন্নতসমূহ

১. কবজি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করা।

২. গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা।

৩. যদি শরীরে কিংবা কাপড়ে নাপাকী থাকে তবে তা পরিষ্কার করা।

৪. পদদ্বয় ব্যতীত ওযূর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করে ওযূ করা।

৫. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করা।

৬. যদি গোসলের স্থানে ব্যবহৃত পানি জমে থাকে, তবে অন্য স্থানে গিয়ে পদদ্বয় ধৌত করা। অন্যথায় সে স্থানেই ধৌত করা।

৭. মহিলার বেনী বাঁধা চুলের গোড়ায় যদি পানি না পৌঁছে তবে বেনী খুলে সেখানে পানি পৌঁছানো।

اَىْ يَغْسِلُ اَعْضَاءَ الْوُضُوْءِ ঃ শারেহ রহ. উক্ত বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর উক্তি يَتَوَضَّأُ إِلَّا رِجْلَيْهِ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, يَتَوَضَّأُ মানে ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ ধুবে দুটি ব্যতিরেকে। তবে এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, এ ব্যাখ্যায় মাথা মাসাহ করার কথা নেই। সুতরাং এটা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

উত্তরে বলা হবে, شَارِح হযরত হাসান এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উক্তি অবলম্বন করেছেন। সে উক্তিটি হল, গোসলে মাথা মাসেহ নেই। বস্তুতঃ শারেহ রহ.-এর বক্তব্য يَغْسِلُ এর উদ্দেশ্য ব্যাপক মাসাহকেও শামিল করে।

পা কখন ধুবে

সর্বশেষ দু'পা ধৌত করবে। তবে গোসলের স্থানে নয়। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য, যখন গোসলের স্থানে পানি জমে থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোনো লাভ হবে না। পক্ষান্তরে গোসলের স্থানে যদি পানি জমে না থাকে, তবে পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না। তাই যদি কেউ উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করে, তা হলে সেখানেই পা ধুয়ে নিবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ মাসআলায় ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে পা ধোয়া সাধারণভাবে বিলম্বিত করবে না, বরং ওযু করার সময় পা ধুয়ে নিবে।

(২) পা ধোয়া সাধারণভাবে বিলম্বিত করবে। মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্য দ্বারা এটাই অনুমেয়।

(৩) যদি গোসলের স্থানে পানি জমে থাকে, তবে পা ধোয়া বিলম্বিত করবে আর যদি কাঠের উপরে বা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করে, তা হলে পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না। এটি জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত এবং এর উপরই ফাতওয়া।

শরীরে পানি ঢালার পদ্ধতি

শরীরে পানি ঢালার পদ্ধতির ব্যাপারে তিনটি মতামত বর্ণিত রয়েছে।

(১) প্রথমে শরীরের ডান কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে। এরপর বাম কাঁধে তিনবার। অতঃপর মাথায় ও সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালবে।

(২) প্রথমে শরীরের ডান পার্শ্বে তিনবার পানি ঢালবে। এরপর মাথায় এবং বাম পার্শ্বে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে।

(৩) প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর ডান কাঁধে অতঃপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে।

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শেষোক্ত মতটি বেশি বিশুদ্ধ।

www.pathagar.com

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ضَفِيْرَتِهَا وَلَا بَلُّهَا إِذَا ابْتَلَّى اَصْلُهَا خَصَّ الْمَرْأَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رض يَكْفِيْكِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِكِ وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَقْضُهَا وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُضَفَّرَ الشَّعْرِ كَالْعَلَوِيَّةِ وَالْاَتْرَاكِ لَايَجِبُ وَالْاَحْوَطُ اَنْ يَجِبَ وَقَوْلُهُ وَلَا بَلُّهَا قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا تَبُلُّ ذَوَائِبَهَا وَتَعْصِرُهَا لٰكِنَّ الْاَصَحَّ عَدَمُ وُجُوْبِهِ وَهٰذَا اِذَا كَانَتْ مَفْتُوْحَةً اَمَّا اِذَا كَانَتْ مَنْقُوْضَةً يَجِبُ اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلَى اَثْنَاءِ الشَّعْرِ كَمَا فِى اللِّحْيَةِ لِعَدَمِ الْحَرَجِ ـ

وَمُوْجِبُهُ اِنْزَالُ مَنِيٍّ ذِىْ دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ الْاِنْفِصَالِ حَتّٰى لَوْ اَنْزَلَ بِلَا شَهْوَةٍ لَايَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح ثُمَّ الشَّهْوَةُ شَرْطٌ وَقْتَ الْاِنْفِصَالِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَمُحَمَّدٍ رح وَوَقْتَ الْخُرُوْجِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح حَتّٰى انْفَصَلَ عَنْ مَكَانِهِ بِشَهْوَةٍ وَاَخَذَ رَأْسَ الْعُضْوِ حَتّٰى سَكَنَتْ شَهْوَتُهُ فَخَرَجَ بِلَا شَهْوَةٍ يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَهُمَا لَاعِنْدَهُ وَاِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ اَنْ يَبُوْلَ ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا عِنْدَهُمَا لَاعِنْدَهُ وَلَوْ فِىْ نَوْمٍ وَلَا فَرْقَ فِىْ هٰذَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَرُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ رح فِىْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْاُصُوْلِ اِذَا تَذَكَّرَتِ الْاِحْتِلَامَ وَالْاِنْزَالَ وَالتَّلَذُّذَ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا كَانَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحُلْوَائِىُّ لَايُؤْخَذُ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ ـ

সহজ তরজমা

<u>স্ত্রীলোকের জন্যে গোসলের সময় বেণী খোলা ও বেণী ভিজানো জরুরী নয়, যদি চুলের গোড়া ভিজে যায়।</u> গ্রন্থকার স্ত্রীলোকের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, কেনন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা রাযি.-কে বলেছিলেন– "তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে যদি পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়।" পুরুষের জন্যে বেণী খুলে নেওয়া ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেন, পুরুষ যদি চুল বেণী পাকিয়ে রাখে আলাভী ও তুর্কীদের ন্যায়, তবে তা খোলা আবশ্যক নয়। তবে সতর্কতার চাহিদা হল, খোলা ওয়াজিব। গ্রন্থকারের উক্তি وَلَابَلُّهَا (বেণী ভিজানোও জরুরী নয়) এ প্রসঙ্গে আমাদের কতক মাশায়েখ বলেছেন, স্ত্রীলোক তাদের বেণী ভিজাবে এবং তা চাপ দিবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, ভিজানো ওয়াজিব না হওয়া। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন চুল পাকানো -বেনীকৃত হবে। পক্ষান্তরে যদি চুল খোলা থাকে, তা হলে চুলের অভ্যন্তরে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। যেমন দাঁড়ির ভেতরে পানি পৌঁছানো জরুরী । কেননা, তা কষ্টদায়ক নয় <u>এবং গোসল ওয়াজিবকারী হল স্বীয় স্থান থেকে নির্গত হওয়ার সময় সবেগ ও সকাম বীর্যস্খলন</u>। এমনকি যদি কামোত্তেজনা ছাড়া বীর্যপাত হয়, তা হলে আমাদের মতে গোসল ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিপরীত মতপোষণ করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে বীর্য মূল স্থান থেকে স্খলন হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকা শর্ত। আর ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে,

www.pathagar.com

(লিঙ্গ থেকে) নির্গমন হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকা শর্ত। এমনকি যদি বীর্য স্বীয় স্থান থেকে উত্তেজনাসহ স্খলন হয় এবং সে পুরুষাঙ্গের মাথা চেপে ধরে, ফলে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। তারপর উত্তেজনা ছাড়া তা বেরিয়ে আসে তা হলে তরফাইনের মতে গোসল ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. মতে ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি পেশাব করার আগে গোসল করে এরপর বীর্যের অবশিষ্ট অংশ নির্গত হয় তা হলে তরফাইনের মতে দ্বিতীয়বার গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে ওয়াজিব হবে না যদিও নিদ্রিত অবস্থায় হয়। এতে পুরুষ ও মহিলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উসূল তথা মূল গ্রন্থের বহির্ভূত বর্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে : যখন মহিলার ঘুম থেকে জাগার পর স্বপ্নদোষ, বীর্যস্খলন ও আনন্দ অনুভূত হওয়া স্মরণ হয় এবং সে আর্দ্রতা দেখতে না পায় তথাপি তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী রহ. বলেন, এ বর্ণনা গৃহীত নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ضَفِيْرَتِهَا الخ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন : বেনী খোলা ও ধোয়া সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনা কর।

উত্তর : মহিলাদের গোসলের সময় চুলের বেনী খোপা খোলা জরুরী নয় বরং এতটুকু যথেষ্ট যে, চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দিবে। চাই বেনীকৃত চুল শুকানো থাকুক। কেননা গোসলের সময় বেনী খোলা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। আর শরী'আতে কষ্টের বিবেচনা করা হয়। এজন্য মহিলাদের বেনী খোলা ও ধোয়া রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ : وَقِيْلَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُضَفَّرَ الشَّعْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الَّتِىْ تَتَعَلَّقُ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ

প্রশ্ন : এই ইবারতের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : পুরুষের জন্য গোসলের সময় বেনী খোলা ও ধোয়া উভয়ই ওয়াজিব। তবে এক দুর্বল মত অনুযায়ী পুরুষের জন্য বেনী খোলা ওয়াজিব নয়। এজন্যই একে قِيْل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে عَلَوِى (আলাভী) ঐ সকল লোকদেরকে বলা হয় যারা হযরত আলী রাযি. এর বংশধর। তবে হযরত ফাতেমা রহ. এর বংশধর নয় বরং হযরত আলী রাযি. এর অন্যান্য স্ত্রীদের বংশধর।

اَتْرَاك – تُرْك এর বহুবচন, এটি جِنْس- অর্থ তুর্কিলোক। সর্বোপরি তাদের বেনী বাঁধা চুল সম্পর্কে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে তাদের বেনী খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। আর তাঁর দুর্বল বর্ণনা হচ্ছে অধিক সতর্কতা হচ্ছে, তা খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হওয়া এমনকি যদি হযরত উম্মে সালামা এর উক্ত হাদীসে না থাকত তবে মহিলার বেনীও খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হতো।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا تَبُلُّ ذَوَائِبَهَا

اَلسُّؤَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমাদের কতিপয় মাশায়েখ বলেন, মহিলার বেনী খুলে চুলে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এমনকি নিংড়ানো ওয়াজিব কিন্তু শারেহ বলেন যে, বিশুদ্ধ কথা হলো তা ওয়াজিব নয় বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে দেওয়াই যথেষ্ট।

উপরিউক্ত সমস্ত বিবরণ তখন প্রযোজ্য যখন চুল বেনী বাঁধা থাকবে, অন্যথায় যদি চুল খোলা থাকে তবে সমস্ত চুল ও চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। কেননা তখন আর কোনো কষ্ট থাকে না, যেমন কোনো কষ্ট হয়না দাঁড়ির গোড়ায় বা দাঁড়িতে পানি পৌঁছাতে ।

اَلسُّؤَالُ : مَا الْمُرَادُ بِاِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন ঃ اِنْزَال مَنِى দ্বারা উদ্দেশ্য কী? হুকুমসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ اِنْزَال مَنِى দ্বারা উদ্দেশ্য যৌনাঙ্গ থেকে বীর্য বের হওয়া। যদি বীর্য যৌনাঙ্গের ছিদ্রে থেকে যায়, তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

পুরুষের বীর্য হচ্ছে সাদা, আঠাল পদার্থ, যার স্খলন পুরুষকে নিস্তেজ করে দেয়। এটা মেরুদণ্ড থেকে নির্গমন হয়। আর মহিলার বীর্য হল হলদে তরল পদার্থ, যা বুকের পাঁজর থেকে নির্গমন হয়।

বীর্যস্খলনের সময় উত্তেজনা শর্ত কি না?

গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যস্খলনের সময় উত্তেজনা শর্ত কি না? এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) হানাফীদের মতে উত্তেজনাবশতঃ বীর্যস্খলন হলে গোসল ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব নয়।

(২) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে যে কোনো অবস্থায় বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। উত্তেজনা শর্ত নয়। তবে হানাফীদের মাঝে মতভেদ রয়ে গিয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মতে বীর্য স্বস্থান হতে নির্গত হওয়ার সময় কামোত্তেজনা শর্ত। লিঙ্গ থেকে বের হওয়ার সময় উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে বীর্য বের হওয়ার সময় উত্তেজনা শর্ত। উক্ত মতপার্থক্যের ফল এই যে, কারো যদি বীর্য স্বীয় স্থান থেকে কামোত্তেজনাসহ নির্গত হয় এবং সে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে চেপে ধরে। ফলে উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর তা বিনা উত্তেজনায় বেরিয়ে আসে, তা হলে তরফাইনের মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে না।

নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যস্খলনের বিধান।

وَلَوْ فِىْ نَوْمٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ঃ নিদ্রিত অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার কামোত্তেজনাসহ বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। যদি কারো নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়, তবে শরীরে বা কাপড়ে বীর্যের আর্দ্রতা দৃষ্টিগোচর নয়, তা হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি বীর্যের চিহ্ন দেখতে পায়, স্বপ্নের কথা স্মরণ হোক বা না হোক, তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। এ বিধানে পুরুষ ও মহিলার বিধানের কোনো পার্থক্য নেই। যেমনিভাবে নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যস্খলন পুরুষের উপর গোসল ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে মহিলার উপরও গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা একদা উম্মে সুলাইম রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি স্ত্রীলোক জাগ্রত হওয়ার পর বীর্য দেখতে পায়, তা হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْمَنِيَّ وَالْمَذِيَّ وَالْوَدِيَّ .

প্রশ্ন: اَلْمَنِيُّ এবং اَلْمَذِى এবং اَلْوَدِى এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: اَلْمَنِى এবং اَلْمَذِى ও اَلْوَدِى এর সংজ্ঞা ঃ

(١) اَلْمَنِيُّ مَاءٌ اَبْيَضُ ثَخِيْنٌ يَنْدَفِقُ فِى خُرُوْجِهٖ وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ وَيَتَلَذَّذُ بِخُرُوْجِهٖ وَيَعْقُبُهُ الْفُتُوْرُ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ

অর্থাৎ - মনি বলা হয় গাড় শুভ্র পানিকে যা কামোদ্দীপনার সাথে সজোরে নির্গত হয়। তা নির্গত হওয়ার দ্বারা স্বাদ পাওয়া যায়। নির্গত হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা চলে আসে এবং গন্ধ হয় খেজুরের শীষের গন্ধের ন্যায়।

(٢) اَلْمَذِيُّ :- مَاءٌ اَبْيَضُ رَقِيْقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ اَوْ اِرَادَتِهٖ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُوْرٌ رُبَمَا لَا يُحِسُّ خُرُوْجَهُ .

অর্থাৎ মযি বলা হয় আঠাল পাতলা সাদা পানিকে, যা সজোর ও উত্তেজনা ব্যতীত নারীর সঙ্গে ছলনা করা কিংবা সহবাসের আলোচনা বা সহবাসের ইচ্ছে করার সময় নির্গত হয় এবং তা নির্গত হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতাও আসেনা এবং কখনো কখনো তা বের হওয়ার সময় টেরও পাওয়া যায় না।

(٣) اَلْوَدِى :- مَاءٌ اَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِيْنٌ يُشْبِهُ الْمَنِيَّ فِى الثَّخَانَةِ وَيُخَالِفُهُ فِى الْكُدُوْرَةِ وَلَا رَائِحَةَ لَهُ

অর্থাৎ ওদি হল গাঢ় ঘোলা সাদা পানি, যা ঘনত্বের ক্ষেত্রে মনির মতোই হয় এবং ঘোলার ক্ষেত্রে মনির পরিপন্থী হয়।

www.pathagar.com

وَغَيْبَةُ حَشْفَةٍ فِى قُبُلٍ اَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهٖ وَرُؤْيَةُ الْمُسْتَيْقِظِ الْمَنِىَّ اَوْ الْمَذِىَّ وَاِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ اَمَّا فِى الْمَنِىِّ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا فِى الْمَذِىِّ فَلِاحْتِمَالِ كَوْنِهٖ مَنِيًّا رَقَّ بِحَرَارَةِ الْبَدَنِ وَفِيْهِ خِلَافُ اَبِىْ يُوْسُفَ رح ـ

وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ عَلٰى قِرَاءَةِ التَّشْدِيْدِ وَلَمَّا كَانَ الْاِنْقِطَاعُ سَبَبًا لِلْغُسْلِ فَاِذَا انْقَطَعَ ثُمَّ اَسْلَمَتْ لَا يَلْزَمُهَا الْاِغْتِسَالُ اِذْ وَقْتَ الْاِنْقِطَاعِ كَانَتْ كَافِرَةً وَهِىَ غَيْرُ مَاْمُوْرَةٍ بِالشَّرَائِعِ عِنْدَنَا وَمَتٰى اَسْلَمَتْ لَمْ يُوْجَدِ السَّبَبُ وَهُوَ الْاِنْقِطَاعُ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَجْنَبَتِ الْكَافِرَةُ ثُمَّ اَسْلَمَتْ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ لِاَنَّ الْجَنَابَةَ اَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ فَيَكُوْنُ جُنُبًا بَعْدَ الْاِسْلَامِ وَالْاِنْقِطَاعُ غَيْرُ مُسْتَمِرٍّ فَافْتَرَقَا **وَلَا وَطْئُ بَهِيْمَةٍ بِلَا اِنْزَالٍ وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِحْرَامِ وَعَرَفَةَ** فَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّ لِصَلٰوةِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ـ

সহজ তরজমা

এবং পুরুষাঙ্গের মাথা যোনিপথে বা গুহ্যদ্বারে অদৃশ্য হওয়া, কর্তা ও কৃতা তথা যার সাথে এ কাজ করা হয়েছে উভয়ের উপর (গোসল ওয়াজিব করে) এবং ঘুম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির মনী বা মযী দেখা, যদিও স্বপ্ন দোষ না হয়। মনীর ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়া তো সুস্পষ্ট। তবে মযীর বেলায় গোসল ওয়াজিব হওয়া এ জন্যে যে, তা মনী হবার সম্ভাবনা রয়েছে যা শরীরের উষ্ণতার দরুণ তরল হয়ে গেছে। আর এতে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। এবং ঋতুস্রাব ও নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব) এর সমাপ্তি গোসল ওয়াজিব করে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন. وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ (ط এর উপর تَشْدِيْد এর কিরাত অনুযায়ী) তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তারা পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। যখন ঋতুস্রাব এর সমাপ্তি গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হল, সুতরাং যখন কোনো মহিলার ঋতুস্রাব সমাপ্ত হল, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল, তা হলে তার উপর গোসল করা আবশ্যক হবে না। কেননা সে ঋতুস্রাব সমাপ্ত হওয়ার সময় বিধর্মী ছিল। আমাদের মতে সে শরয়ী বিধানের আদিষ্ট নয়। এবং যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সবব পাওয়া যায়নি আর তা হলো ঋতুস্রাব এর সমাপ্তি। এ সুরতের ব্যতিক্রম যে, যখন মহিলা জানাবাতগ্রস্ত হল, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল তবে তার উপর জানাবাতের গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা জানাবাত হলো স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন বিষয়। তাই সে ইসলাম গ্রহণের পরও জুনুবী থাকবে। আর ঋতুস্রাব এর সমাপ্তি স্থায়ী নয়। সুতরাং উভয়টির মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল। বীর্যস্খলন ছাড়া পশু সংগম গোসল ওয়াজিব করে না আর জুম'আ, দুই ঈদ, ইহরাম ও আরাফায় অবস্থানের জন্যে গোসল সুন্নত। জুমআর গোসল সালাতে জুমআর জন্য সুন্নত এবং এটাই বিশুদ্ধ মত।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ "بِتَغْيِيْرِ الْمَاءِ" ؟ بَيِّنْ بِالْاِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ পানিতে পরিবর্তন আসার প্রক্রিয়া ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ প্রকাশ থাকে যে, পানিতে পরিবর্তন আসার বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারে। কখনো পানির সাথে কোনো নাপাক জিনিস মিশ্রিত হওয়ার কারণে বা কখনো অন্য কোনো জিনিস মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানিতে পরিবর্তন আসে। প্রথমোক্ত সুরতে পানির পবিত্রতা দূরীভূত হওয়া সুস্পষ্ট। সুতরাং সে পানি দ্বারা ওযু ও গোসল জায়েয হবে না।

আর যদি পাক জিনিস মিশ্রিত হওয়ার কারণে অথবা দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে পানিতে পরিবর্তন আসে, তা হলে সে পানি দ্বারা ওযু গোসল করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য মূল পাঠে পানির তিনটি গুণ থেকে কোনো একটি গুণের পরিবর্তনের কয়েদটি ইত্তেফাকী নয়। কেননা এখানে এক বা দু'টি গুণের পরিবর্তন উদ্দেশ্য নয় বরং স্বাভাবিক তরলতা অক্ষুণ্ন থাকাই শর্ত। তাই দু'টি গুণের পরিবর্তনের পরও যদি পানির তরলতা ও প্রবাহ বিদ্যমান থাকে সে পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়েয আছে।

عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح **ঃ** ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মাযহাবের সার এই যে, পানির সাথে যদি এমন বস্তু মিশ্রিত হয়, যদ্বারা পবিত্রকরণ উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

قَوْلُهٗ : وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ঃ এখানে سُنَّتْ এর উদ্দেশ্য গোসলের সুন্নতসমূহ নয় বরং সাধারণ গোসলের সুন্নত উদ্দেশ্য। জুম'আর দিন গোসল সুন্নত। তবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে যে, গোসল জুম'আর জন্য সুন্নত না কি জুম'আর দিনের জন্য সুন্নত।

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে দিনের জন্য সুন্নত। আর ইমাম মালেক রহ.-এর মতে নামাযের জন্য সুন্নত। মতপার্থক্যের ফল এই যে, যাদের উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়, যেমন– মহিলা, শিশু ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে তাদের জন্য জুম'আর দিনের গোসল সুন্নত হবে এবং ইমাম মালেক রহ.-এর মতে সুন্নত হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْحَشْفَةِ وَمَا حُكْمُهٗ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন ঃ حَشْفَة কাকে বলে এবং তার হুকুম কি বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ حَشْفَة বলা হয় লিঙ্গের মাথার ঐ অংশকে যা খতনা করার সময় চামড়া কেটে ফেলার অপ্রস্ফুটিত ফুলের অনুরূপ দৃষ্টি গোচর হয়। উর্দু পরিভাষায় একে সুপারি বলে। উপরিউক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল, যদি পুরুষাঙ্গের মাথা স্ত্রীলোকের যোনি পথে অথবা কারো গুহ্য দ্বারে প্রবিষ্ট হয়, তা হলে প্রবেশকারী এবং যার সাথে এ কাজ করা হয়েছে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে। চাই বীর্য বের হোক অথবা না হোক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ

"উভয় খতনার স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক।"

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَاَمَّا فِى الْمَذْىِ فَلِاحْتِمَالِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : وَاَمَّا فِى الْمَذْىِ فَلِاحْتِمَالِ الخ এর ব্যাখ্যা

যদি কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় অথবা শরীরে মনী কিংবা মযী এর আর্দ্রতা দেখতে পায় এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না থাকে, তবে তরফাইনের মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কেননা, যদি তা মনী হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে তো গোসল ওয়াজিব হওয়া সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি তা মযী হয় তবুও গোসল ওয়জিব হবে, কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা মূলতঃ মনীই ছিল, কিন্তু শরীরের উষ্ণতার দরুন তরল হয়ে গেছে।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.বলেন, যদি মনী কিংবা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না হয় তবে গোসল ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ : لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ الخ

اَلسُّوَالُ : لِمَ اَوْرَدَ الشَّارِحُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : শারেহ রহ. এই আয়াত (وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ) পেশ করেছেন কেন ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর : ঋতুস্রাব ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ এর পক্ষে দলিল হিসেবে শারেহ রহ. আল্লাহ তা'আলার বানী وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ এর তাশদীদের কেরাতের ভিত্তিতে পেশ করেছেন।

উল্লেখ্য : يَطَّهَّرْنَ শব্দে দুই ধরনের কেরাত জায়েজ -১. এর ط ও ه উভয় অক্ষরকে তাশদীদের সাথে পড়া। তখন অর্থ হবে يَغْتَسِلْنَ (গোসল করা) ২. ط অক্ষরে সাকিন এবং ه অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়া তখন এর অর্থ হবে يَنْقَطِعُ دَمُ حَيْضِهِنَّ (তাদের হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়া) তাশদীদের কেরাত হলে পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে তোমরা তাদের নিকট যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হয়। আর পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র তখনই হবে যখন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে নিবে। পক্ষান্তরে তাশদীদবিহীন কেরাতও মুতাওয়াতির, তবে সে সুরতে অর্থ হয় তোমরা তাদের নিকটে যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। আর শুধু রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারা তারা পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হতে পারে না, যার কারণে তাদের সঙ্গে সহবাস করা যেতে পারে।

তাছাড়া ইমাম আবু হানীফা রহ. উভয় অবস্থার উপর এভাবে আমল করেন যে, দশদিন পূর্ণ হবার পর যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হয় তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর গোসল ব্যতীতই সহবাস করা জায়েয। যা তাশদীদবিহীন কেরাত দ্বারা বুঝা যায়। কেননা মহিলাটি রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই পাক হয়ে গেছে। আর যদি দশ দিনের কমে ঋতুস্রাব বন্ধ হয় তবে সহবাস করার জন্য তার উপর গোসল ওয়াজিব, তাশদীদ যুক্ত কেরাত দ্বারা বুঝা যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

হায়েজের রক্তের হুকুম ও বিবরণের ন্যায়ই নিফাসের রক্তের হুকুম ও বিবরণ। প্রশ্ন হতে পারে যে, আয়াতে তো নিফাসের কথা উল্লেখ নেই। উত্তর হচ্ছে- আয়াতের শুরু অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন قُلْ هُوَ اَذًى এর اَذًى (পীড়াদায়ক) রক্তের মধ্যে হায়েজ ও নিফাসের রক্তও শামিল।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَالْاِنْقِطَاعُ غَيْرُ مُسْتَمِرٍّ فَافْتَرَقَا

اَلسُّوَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجَنَابَةِ وَانْقِطَاعِ الدَّمِ ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا

প্রশ্ন : جَنَابَة এবং اِنْقِطَاعُ الدَّمِ এর মাঝে কি পার্থক্য? তা বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর: جَنَابَة ও اِنْقِطَاعُ الدَّمِ এর মাঝে পার্থক্যের সারমর্ম হচ্ছে جَنَابَة এর গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ (سَبَب) স্বয়ং جَنَابَة ই তা গোসলের সময় পর্যন্ত অটুট থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এ নারী গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জুনুবী অবস্থায় থাকবে। অতএব, যখন মুসলমান হল তখনও তার جَنَابَة বাকি রয়ে গেছে, তাই তার উপর গোসল ওয়াজিব। পক্ষান্তরে হায়েজ ও নিফাসের গোসলের কারণ (سَبَب) হল اِنْقِطَاعُ الدَّمِ বা রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া। যা একটি অস্থায়ী বিষয়, তা তার মধ্যে পাওয়া গেছে কাফের অবস্থায়– অর্থাৎ কাফের অবস্থায় তার اِنْقِطَاعُ الدَّمِ হয়েছে, কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর আর তা বাকি থাকে নি অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর আর اِنْقِطَاع পাওয়া যায় নি তাই তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الْمَذِيِّ؟ اِشْرَحْ عَلَى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন ঃ مَذِيّ মযীর হুকুম কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যদি কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় অথবা শরীরে মনী কিংবা মযীর আর্দ্রতা দেখতে পায় এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ না থাকে, তবে তরফাইনের মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা যদি তা মনী হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে তা গোসল ওয়াজিব হওয়া সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি তা মযী হয়, তবুও গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা মূলতঃ মনীই ছিল। কিন্তু শরীরের উষ্ণতার দরুন তরল হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, যদি মনী কিংবা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ না থাকে, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য যে, মযী হচ্ছে সাদাটে তরল পদার্থ, যা সাধারণতঃ স্ত্রীর সাথে আদর-আহলাদের সময় নির্গত হয়।

قَوْلُهُ : وَلَا وَطْئُ بَهِيْمَةٍ بِلَا اِنْزَالٍ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বীর্যপাত ব্যতীত পশুর সঙ্গে সঙ্গম করার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় না। হ্যাঁ যদি বীর্যপাত হয়, তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে। কারণ, গোসল ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বীর্যপাত। আর লিঙ্গের حَشْفَه (পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ) প্রবেশ কারনো হচ্ছে এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা সাধারণতঃ حَشْفَه প্রবেশ করানোই বীর্যপাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

www.pathagar.com

وَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْعَيْنِ وَاَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ فَاِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوْزُ وَاِلَّا فَلَا **وَاِنْ تَغَيَّرَ بِطُوْلِ الْمُكْثِ اَوْ غَيَّرَ اَحَدُ اَوْصَافِهِ** اَيِ الطَّعْمَ اَوِ اللَّوْنَ اَوِ الرِّيْحَ **شَيْءٌ طَاهِرٌ كَالتُّرَابِ وَالْاُشْنَانِ وَالصَّابُوْنِ وَالزَّعْفَرَانِ** اِنَّمَا عُدَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ لِيُعْلَمَ اَنَّ الْحُكْمَ لَايَخْتَلِفُ بِاَنْ كَانَ الْمَخْلُوْطُ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ اَوْ شَيْئًا يُقْصَدُ بِخَلْطِهِ التَّطْهِيْرُ كَالْاُشْنَانِ وَالصَّابُوْنِ اَوْ شَيْئًا اٰخَرَ كَالزَّعْفَرَانِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اِنْ كَانَ الْمَخْلُوْطُ شَيْئًا يُقْصَدُ بِهِ التَّطْهِيْرُ يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ اِلَّا اَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَاءِ حَتّٰى يَزُوْلَ طَبْعُهُ وَهُوَ الرِّقَّةُ وَالسَّيْلَانُ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا لَايُقْصَدُ بِهِ التَّطْهِيْرُ فَفِىْ رِوَايَةٍ يُشْتَرَطُ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّوَضِّىْ بِهِ غَلَبَتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَايُشْتَرَطُ وَمَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ رح ـ

সহজ তরজমা

আকাশের পানি দ্বারা ও জমিনের পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয যেমন বৃষ্টি ও ঝরণার পানি। তবে বরফের পানি, যদি বরফ বিগলিত হয়ে পানি টপকাতে থাকে তবে ওযূ জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয নয়। যদিও দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে পানি পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা কোনো পাক বস্তু (মিশ্রিত হয়ে) পানির গুণাবলী অর্থাৎ স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ থেকে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন করে দেয় যেমন মাটি, উশনান, সাবান ও জাফরান।

গ্রন্থকার এসব বস্তু এজন্যে গণনা করেছেন যেন জ্ঞাত হয়ে যায় যে, (ওযূ জায়েয হবার) বিধান ভিন্ন হয় না এসব প্রক্রিয়াতে যে, পানির সাথে মিশ্রত বস্তু মাটি জাতীয় হয়, যেমন মাটি অথবা এমন বস্তু হয় যার মিশ্রণ দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা উদ্দেশ্য হয় যেমন উশনান ও সাবান অথবা অন্যকিছু যেমন জাফরান। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে, যদি মিশ্রিত বস্তু এমন হয় যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে সে পানি দ্বারা ওযূ জায়েয হবে। তবে যদি ঐ মিশ্রিত বস্তু পানির উপর প্রভাব বিস্তার করে এমনকি পানির স্বীয় স্বভাব তথা তরলতা ও প্রবাহ দূরীভূত হয়ে যায় তা হলে ওযূ জায়েয হবে না। আর যদি মিশ্রিত বস্তু এমন হয়, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য হয় না, তা হলে এক বর্ণনায় তা দ্বারা ওযু জায়েয না হবার ব্যাপারে পানির উপর মিশ্রিত বস্তুর প্রবলতাকে শর্ত করা হয়েছে এবং অন্য বর্ণনায় তা শর্তারোপ করা হয়নি। যেসব বস্তু মৃত্তিকা জাতীয় নয়, তাতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মত বিরোধ রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ الخ : মুসান্নিফ বলেছেন, আসমানের পানি যেমন– বৃষ্টির পানি এবং ভূমির পানি যেমন– ঝরনার পানি দ্বারা ওযূ করা বৈধ। মূলত তিনি আসমান ও ভূমির পানি বলে مَاء مُطْلَق-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। مَاء مُطْلَق সাত প্রকার। যথা– ১. বৃষ্টির পানি ২. সমুদ্রের পানি ৩. নদী বা খালের পানি ৪. কূপের পানি ৫. বরফ গলা পানি ৬. শিলা গলা পানি ও ৭. ঝরণার পানি।

www.pathagar.com

এসব ধরনের পানি দ্বারাই ওযূ ও গোসল জায়েয। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا। "আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।" আর ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, طَهُوْر বলা হয় 'যা অন্যকে পাক করে।' -[ফাতহুল কাদীর ১ : ৭৪]

উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আমি আসমান থেকে পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করি। আর مَاءِ مُطْلَق-এর উল্লিখিত সাত প্রকারই মূলত আসমানের পানি।

قَوْلُهُ : وَاِنْ تَغَيَّرَ بِطُوْلِ الْمَكْثِ الخ : কখনো কোনো পবিত্র বস্তু মিশ্রণের কারণে পানি পরিবর্তন হয় আবার পানি দীর্ঘ সময় এক স্থানে অবস্থান করার কারণে পানির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কেননা, এক স্থানে পানি দীর্ঘ সময় অবস্থান করার কারণেও পানি পরিবর্তন হয়ে যায়। সর্বোপরি উক্ত পানি দ্বারা ওযূ বৈধ। কেননা, এ প্রকারের পরিবর্তন দ্বারা পানির مُطَهِّر [পবিত্রকারী] হওয়ার গুণ থেকে দূরে সরে যায় না। কেননা, وَقَدِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ "একবার রাসূলুল্লাহ সা. এমন এক পাত্রের পানি দ্বারা ওযূ করেছিলেন যাতে আটার চিহ্ন ছিল।" -(নাসাঈ শরীফ)

পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানি দ্বারা ওযূ করার বৈধতার হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পানির তিনগুণের একগুণে পরিবর্তন আসবে। আর যদি দুইগুণ বা তিনগুণেই পরিবর্তন এসে যায়, তবে এর দ্বারা ওযূ করা বৈধ নয়। এখানে আমাদের জানা দরকার যে, পানির গুণ তিনটি। যথা– ১. اَلطَّعْمُ [স্বাদ], ২. اَللَّوْنُ [বর্ণ বা রং] ও ৩. اَلرِّيْحُ [গন্ধ] এবং পানির তবিয়ত [স্বভাব] দুটি। যথা– ১. اَلرِّقَّةُ [তরলতা], ২. اَلسَّيَلَانُ [প্রবাহিত হওয়া]।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِنْ كَانَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মাযহাবের সারমর্ম হচ্ছে, যদি পানিতে এমন কোনো বস্তু মিশানো হয় যা দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য, তবে তা মিশানো ক্ষতিকর কিছু নয়, যেমন ক্ষতিকর নয় জমহূর ওলামায়ে কেরামের নিকটও। তবে যদি পানির নামই বাকি না থাকে; বরং অন্য কোনো নাম হয়ে যায় তবে তা ক্ষতিকর এবং এর দ্বারা ওযূ জায়েয নেই। আর যদি মিশ্রিত বস্তু দ্বারা পানিকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে তার দু'টি বর্ণনা রয়েছে– ১. যদি মিশ্রিত বস্তু পানির চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা ওযূ বৈধ নয়। ২. مُطْلَقًا উক্ত পানি দ্বারা ওযূ বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ ধরণের সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে মিশ্রিত বস্তু পানির চেয়ে বেশি হলে এর দ্বারা ওযূ বৈধ না হওয়ার হুকুম দেন; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ : فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ের উপর একমত যে, مُقَيَّد পানি দ্বারা حَدَث দূরীভূত করা যায় না। অর্থাৎ এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। এমতাবস্থায় যদি مُطْلَق পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াম্মুম করবে। পানির সঙ্গে মিশ্রিত বস্তু যদি মাটি জাতীয় না হয়। যেমন– জাফরান, সাবান ইত্যাদি এবং এর দ্বারা তার নাম مُطْلَق পানি থাকে না; বরং মিশ্রিত বস্তুর নামে নাম হয়ে যায়। যেমন– জাফরানের পানি, সাবানের পানি ইত্যাদি, তবে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর নিকট এর দ্বারা ওযূ বৈধ নয়। কিন্তু যদি উক্ত মিশ্রিত বস্তু এতই কম হয় যে, তার নাম مُطْلَق পানিই রয়ে গেছে তবে এর দ্বারা ওযূ বৈধ। পক্ষান্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন, জাফরান মিশ্রিত পানি ও সাবান মিশ্রিত পানি مُقَيَّد পানি নয়; বরং مُطْلَق পানিই। তাই এর দ্বারা ওযূ বৈধ। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহনাফের মাঝে পার্থক্য হলো, তিনি জাফরান ও সাবান মিশ্রিত পানিকে مُقَيَّد পানি বলেন, আর আহনাফ একে مُطْلَق পানিই বলেন।

www.pathagar.com

وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيهِ نَجِسٌ وَلَمْ يُرَ اَثَرُهٗ اَىْ طَعْمُهٗ اَوْ لَوْنُهٗ اَوْ رِيْحُهٗ اِخْتَلَفُوا فِىْ حَدِّ الْجَارِىْ فَالْحَدُّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ دَرْكِهٖ حَرَجٌ مَا يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ اَوْ وَرَقٍ فَاِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِىْ مَعَ ضُعْفٍ يَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ اِذْ هُوَمَاءٌ جَارٍ وَكُلُّ مَاءٍ ضَعِيْفِ الْجَرْيَانِ اِذَا يَتَوَضَّأُ بِهٖ يَجِبُ اَنْ يَجْلِسَ بِحَيْثُ لَايَسْتَعْمِلُ غُسَالَتَهٗ اَوْ يَمْكُثُ بَيْنَ الْغُرْفَتَيْنِ مِقْدَارَ مَايُذْهِبُ غُسَالَتَهٗ وَاِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيْرًا يَدْخُلُ فِيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ اٰخَرَ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ فِىْ جَمِيْعِ جَوَانِبِهٖ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ اَرْبَعًا فِىْ اَرْبَعٍ اَوْ اَقَلَّ فَيَجُوْزُ اَوْ اَكْثَرَ فَلَا يَجُوْزُ - وَاعْلَمْ اَنَّهٗ اِذَا انْتَنَ الْمَاءُ فَاِنْ عُلِمَ اَنَّ نَتْنَهٗ لِلنَّجَاسَةِ لَايَجُوْزُ حَمْلًا عَلٰى اَنَّ نَتْنَهٗ بِطُوْلِ الْمَكْثِ وَاِذَا سَدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ وَيَجْرِى الْمَاءُ فَوْقَهٗ اِنْ كَانَ مَايُلَاقِى الْكَلْبَ اَقَلَّ مِمَّا لَايُلَاقِيْهِ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ فِى الْاَسْفَلِ وَ اِلَّا لَا - قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَلٰى هٰذَا اَدْرَكْتُ مَشَائِخِىْ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ لَابَأْسَ بِالْوُضُوْءِ بِهٖ اِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ اَحَدُ اَوْصَافِهٖ -

সহজ তরজমা

এবং প্রবাহমান পানিতে নাপাকী পড়লে তা দ্বারা ওযু জায়েয, নাপাকীর চিহ্ন দেখা না গেলে। অর্থাৎ তার স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ । ফিক্হবিদগণ প্রবাহিত পানির সংজ্ঞায় বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সুতরাং এ সংজ্ঞা যা বুঝতে কোনো জটিলতা নেই তা এই যে, যে পানি খড় – কুটা অথবা গাছের পাতা ভাসিয়ে নিয়ে যায় (একে مَاءٌ جَارِى বলে) যদি নদীর উপরিভাগে পানি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকে সে পানি দ্বারা ওযু জায়েয। কেননা, তা প্রবাহিত পানি। প্রত্যেক ধীর গতিতে প্রবাহমান পানি, যদি কেউ সে পানি দ্বারা ওযূ করে, তবে তার উপর আবশ্যক হল সে এভাবে বসবে যে, ব্যবহৃত পানি বারবার ব্যবহারে না আসে, অথবা দুই অঞ্জলির মাঝখানে এ পরিমাণ সময় অবস্থান করবে যে, ব্যবহৃত পানি বয়ে চলে যায়। যদি হাউজ ছোট হয় এবং তাতে এক পার্শ্ব দিয়ে পানি প্রবেশ করে ও অপর পার্শ্ব দিয়ে বের হয়ে যায়, সে হাউজের চতুর্দিকে ওযূ জায়েয আছে। এর উপরই ফাতওয়া। এখানে এ ধরনের কোনো প্রভেদ নেই যে, হাউজ চার– চার হাত বা এ থেকে কম হলে ওযূ জায়েয এবং এ পরিমাণ থেকে বেশি হলে ওযু জায়েয নেই। জেনে রাখো যে, পানি যখন দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে, তখন যদি জানা যায় যে, তার দুর্গন্ধ নাপাকী মিশ্রণের কারণ হয়েছে, তা হলে সে পানি দ্বারা ওযূ জায়েয নয়। অন্যথায় ওযূ জায়েয হবে একথার উপর ভিত্তি করে যে, দীর্ঘ সময় অবস্থানের কারণে তাতে এ দুর্গন্ধ সূচিত হয়েছে। যদি (মৃত) কুকুর নালার প্রস্থতা বন্ধ করে দেয় এবং তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, যদি কুকুরের শরীরে মিলিত পানি অপেক্ষাকৃত কম হয় ঐ পানি থেকে যা কুকুরের সাথে মিলেনি, তা হলে নালার নীচু অংশে ওযূ জায়েয হবে; অন্যথায় জায়েয হবে না। ফকীহ আবু জাফর বলেন, আমি আমার মাশায়েখদেরকে এ মতের উপরই পেয়েছি। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এ পানি দ্বারা ওযূ করতে কোনো অসুবিধা নেই যখন পানির (গুণাবলী) থেকে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন না হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمَاءِ الْجَارِىْ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন ঃ مَاءٌ جَارِىْ কাকে বলে এবং তার হুকুম কি? বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ প্রবাহিত পানির সংজ্ঞায় ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) শরহে বেকায়ার মুসান্নিফ রহ. বলেন, مَا يَذْهَبُ بِتَبِنَةٍ اَوْ وَرَقٍ যে পানি খড়-কুটা ও পাতা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাকে مَاءٌ جَارِىْ বলে। এ সংজ্ঞা অধিক সহজ।

(২) কোনো কোনো ফকীহ বলেন, هُوَ الَّذِىْ يَذْهَبُ بِالنَّجَاسَةِ قَبْلَ اِغْتِرَافٍ দ্বিতীয় অঞ্জলী দ্বারা পানি উঠানোর পূর্বে যে পানির সাথে পতিত নাজাসাত প্রবাহিত হয়ে চলে যায়, তাই مَاءٌ جَارِىْ বা প্রবাহমান পানি।

(৩) কেউ কেউ বলেন– مَا يَعُدُّهُ الْعُرْفُ جَارِيًا যে পানি عُرْف (সর্বসাধারণ) প্রবাহিত পানি মনে করে, তাকেই مَاءٌ جَارِىْ বলা হবে। এরূপ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে সে পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয। যদি তাতে নাজাসাতের কোনো আলামত দেখা না যায়। কেননা পানি প্রবাহের কারণে নাজাসাত স্থির থাকে না।

وَكُلُّ مَاءٍ ضَعِيْفِ الْجَرَيَانِ ধীরগতিতে প্রবাহমান পানি। তা দ্বারা ওযুকারী ব্যক্তির আবশ্যক হল, সে পানির উৎপত্তিস্থলে বসবে। কেননা যদি পানির স্রোতের দিকে বসে, তা হলে ব্যবহৃত পানি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা অনিবার্য হবে। আর যদি স্রোতের দিকেই বসে, তা হলে দুই অঞ্জলীর মাঝে এ ব্যবহৃত পানি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা অনিবার্য হয়ে পড়বে।

মূলতঃ এ হুকুমের ভিত্তি হচ্ছে مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ তথা ব্যবহৃত পানির অপবিত্রতা বর্ণনার উপর। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হল, مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ নিজে পাক; অপরকে পবিত্র করতে পারে না।

اَنْ يَكُوْنَ اَرْبَعًا فِىْ اَرْبَعٍ ঃ যে হাউজ চার হাত দৈর্ঘ্য ও চার হাত প্রস্থ হয়, অথবা এ থেকে ছোট হয় তবে তার বৈশিষ্ট্য এমন যে, হাউজের এক পার্শ্ব দিয়ে পানি বের হয়ে যায়, তবে এসব হাউজের চতুর্দিকে ওযু করা জায়েয আছে। আর যদি হাউজ চার হাত থেকে বড় হয়, উদাহরণ স্বরূপ পাঁচ হাত অথবা ছয় হাত হয়, তা হলে চতুর্দিকে ওযু করা জায়েয নয় বরং পানির প্রবেশ পথ ও নির্গমনের পথে ওযু করা জায়েয হবে। কেননা প্রথমোক্ত সূরতে ব্যবহৃত পানি তাৎক্ষণিকভাবে বের হয়ে যায়।

যদি কুকুরের গা বেয়ে পানি প্রবাহিত হয়, তা হলে এর তিনটি সুরত হতে পারে।

(১) কুকুরের গায়ের সাথে লাগা প্রবাহিত পানির পরিমাণ কম হবে। এমতাবস্থায় পবিত্র পানির আধিক্যতার দরুন তা দ্বারা ওযু করা জায়েয হবে।

(২) কুকুরের সাথে লেগে প্রবাহিত পানির পরিমাণ বেশি হবে। এ সময় সেই পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নয়। কেননা কুকুর হল সত্তাগত নাপাক। তাই সম্পূর্ণ পানি নাপাক বলে গণ্য হবে।

(৩) কুকুরের সাথে মিলিত ও অমিলিত পানি সমান সমান হবে, তা হলে সে পানি দ্বারা ওযু জায়েয হবে বটে কিন্তু সতর্কতা হল তা দ্বারা ওযু না করা। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে কুকুরের সাথে লেগে প্রবাহিত পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় ওযু জায়েয হবে। যতক্ষণ না পানির গুণাবলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। কেননা প্রবাহিত পানিতে নাপাকী পড়লে পানি নাপাক হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে– اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ পানি পবিত্র কোনো কিছু তাকে নাপাক করে না। এ কারণেই শায়খ ইবনে হুমাম রহ. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সেখানে স্থির থাকে না। আর দ্বিতীয় সুরতে হাউজ বড় হওয়ার কারণে ব্যবহৃত পানি বের হয় না। বরং প্রবেশ ও বহির্গমনের পার্শ্বদ্বয় ছাড়া অপর পার্শ্বে পানি স্থির থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধমত অনুসারে হাউজ সম্পর্কিত বিধানে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা নেই। বরং হাউজ ছোট হোক কিংবা বড় হোক সকল পার্শ্বে ওযূ করা জায়েয আছে।

قَوْلُهُ : اِذَا سَدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন ঃ উপরিউক্ত মাসআলা شَارِح এর মত করে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এখানে كَلْب দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত কুকুর। যা নাপাক। এক বর্ণনায় জীবিত কুকুরকে নাপাক বলা হয়েছে। এ হিসেবে এখানে জীবিত কুকুর উদ্দেশ্য হতে পারে। মোটকথা মৃত কুকুর নালায় পতিত হওয়ার কারণে পানির স্রোত থেমে যায়।

قَوْلُهُ : يَجِبُ اَنْ يَجْلِسَ بِحَيْثُ الخ : ধীরে ধীরে প্রবাহিত পানি দ্বারা ওযূ করতে হলে এমন স্থানে বসে ওযূ করতে হবে যেন ঐ সমস্ত ব্যবহৃত পানি যেগুলো নালায় পড়ছে, সেগুলো পুনরায় হাতের মুঠোয় না উঠে। অথবা দুই অঞ্জলি পানির মাঝে এতটুকু পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যেন এতক্ষণে ব্যবহৃত পানিগুলো প্রবাহিত হয়ে চলে যায়। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "উক্ত হুকুমের ভিত্তি হলো مَاء مُسْتَعْمَل [ব্যবহৃত পানি] নাপাক হওয়ার" উপর। অর্থাৎ কেউ কেউ ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন। এ ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযূ বৈধ নয়। মূলত مَاء مُسْتَعْمَل [ব্যবহৃত পানি] সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, "مَاء مُسْتَعْمَل পবিত্র পানি, কিন্তু অন্যকে পবিত্রকারী নয়।" এরই উপর ফাতাওয়া প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ : وَاِذَا سَدَّ كَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ الخ : এখানে কুকুর দ্বারা মৃত কুকুর উদ্দেশ্য, যা নাপাক। এক বর্ণনায় জীবিত কুকুরকেও নাপাক বলা হয়েছে। তাই এ হিসেবে জীবিত কুকুরের দৃষ্টান্তও হতে পারে। আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন, "আমার ধারণায় যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত কুকুরের শরীরে নাপাকী না থাকবে, ততক্ষণ তা শুধু একটি কুকুর হিসেবে নাপাক নয়। তাই জীবিত কুকুর যদি শরীরের সঙ্গে যায় যদিও তার দেহ ভিজা হোক না কেন তবে শরীর নাপাক হবে না। হ্যাঁ, যদি এর শরীরে কোনো নাপাক থাকে তবে ভিন্ন কথা। সর্বোপরি যদি মৃত কুকুর নালায় পড়ে যায় আর এর দ্বারা পানি প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, কুকুরের দেহের সঙ্গে লেগে অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছে না কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ব্যতীত অধিক পানি প্রবাহিত হচ্ছে। যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ব্যতীত অধিক পানি প্রবাহিত হয়, তবে এর অধিকাংশ পানি পাক হওয়ার দরুন এর দ্বারা ওযূ করা বৈধ। কিন্তু যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা পানি বেশি হয় তবে এর দ্বারা ওযূ বৈধ নয়। আর যদি কুকুরের দেহের সঙ্গে লাগা ও না লাগা পানি বরাবর হয়, তবে এর দ্বারা যদিও অযূ করা বৈধ তবে সতর্কতা অবলম্বন করত এর দ্বারা ওযূ করবে না।

www.pathagar.com

وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَإِنَّمَا قَالَ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ حَتّٰى لَوْكَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْمَاءِ يَفْسِدُ الْمَاءُ بِمَوْتِهِ فِيهِ أَوْ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ لِأَنَّ النَّجِسَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ كَمَا ذَكَرْنَا وَلِحَدِيثِ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رح۔

لَا بِمَا أُعْتُصِرَ الرِّوَايَةُ بِقَصْرِ مَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ أَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ فَيَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ أَجْزَاءً اَلْمُرَادُ بِهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ طَبْعِ الْمَاءِ وَهُوَ الرِّقَّةُ وَالسَّيَلَانُ أَوْ بِالطَّبْخِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ نَظِيرُ مَا اعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ فَشَرَابُ الرِّيبَاسِ مُعْتَصَرٌ مِنَ الشَّجَرِ وَشَرَابُ التُّفَّاحِ وَنَحْوِهِ مُعْتَصَرٌ مِنَ الثَّمَرِ وَمَاءِ الْبَاقِلِّى نَظِيرُ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَجْزَاءً وَالْمَرَقِ نَظِيرُ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِالطَّبْخِ وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ حَتّٰى إِذَا رُفِعَ فِي الْكَفِّ يَظْهَرُ فِيهِ لَوْنُ الْأَوْرَاقِ فَلَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ كَمَاءِ الْبَاقِلِّى۔

সহজ তরজমা

যে পানিতে জলজ প্রাণী মারা যায়, যেমন মাছ ও ব্যাঙ সে পানি দ্বারা ওযূ জায়েয হবে। ضِفْدَع শব্দটির دال যের বিশিষ্ট। গ্রন্থকার مَائِيُّ الْمَوْلِدِ এ জন্য বলেছেন যে, যে সমস্ত প্রাণী স্থলে (পানিতে নয়) জন্মে, তবে তা পানিতে বাস করে, সেগুলো পানিতে মারা গেলে পানি নষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যেসব প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত নেই যেমন– মশা ও মাছি (এগুলো পানিতে মারা গেলে, সে পানি দ্বারা ওযূ জায়েয হবে)। কেননা, নাপাক হলো প্রবাহিত রক্ত যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং খাদ্যে মাছি পতিত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসের কারণে। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতানৈক্য রয়েছে।

বৃক্ষ অথবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা ওযূ করা জায়েয নয়। بِمَا اعْتُصِرَ পদটি مَا مَقْصُوْرَه এর সাথে বর্ণিত। তবে যে পানি বৃক্ষ থেকে ফোঁটা ফোঁটা টপকিয়ে পড়ে তা দ্বারা ওযূ জায়েয হবে এবং এমন পানি দ্বারা ওযূ জায়েয নয়, যাতে অন্য কোনো বস্তুর প্রবলতার কারণে পানির স্বীয় স্বভাব দূর হয়ে গেছে। এ প্রবলতা অংশগত পরিমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। زَال طَبْعه এর উদ্দেশ্য হল মিশ্রিত বস্তু পানিকে তার স্বভাব অর্থাৎ তরলতা প্রবাহ থেকে বের করে দেবে। অথবা জাল দেওয়ায় (পানির স্বভাব দূর হয়ে গেছে) যেমন – শরবত ও সিরকা। এটা বৃক্ষ ও ফল থেকে নিংড়ানো পানির উদাহরণ। সুতরাং রায়বাস (এক প্রকার বৃক্ষ) এর শরবত বৃক্ষ থেকে নিঃসারিত এবং আপেল ও তার অনুরূপ বস্তুর শরবত ফল থেকে নিঃসারিত এবং সবজির পানি, এটা ঐ পানির উদাহরণ, যাতে অন্য কোনো বস্তু অংশগত পরিমাণের দিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে এবং শুরুয়া পানি, এটা ঐ পানির উদাহরণ জাল দেওয়ায় যাতে অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যে পানিতে অধিক পরিমাণ পাতা পড়ার কারণে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এমনকি যখন সেই পানি হাতের তালুতে উঠানো হয় তখন তাতে পাতার রং প্রকাশ পায়, তা হলে তা দ্বারা ওযূ করা জায়েয হবে না। কেননা এটা সবজির পানির অনুরূপ।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفْ "مَائِيَّ الْمَوْلِدِ" ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ

প্রশ্ন ঃ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ এর পরিচয় ও পানির হুকুম বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ مَائِيُّ الْمَوْلِدِ জলজ প্রাণী দ্বারা সে সব প্রাণীকে বুঝায়, যেগুলোর জন্ম ও বাস উভয়ই পানিতে হয়। এসব প্রাণীর মৃত্যুতে পানি নাপাক হয় না। কেননা জলজ প্রাণীর মধ্যে প্রবাহমান রক্ত থাকে না এবং রক্তবিশিষ্ট প্রাণী পানিতে বাস করতে পারে না। আর প্রবাহমান রক্তের কারণেই মৃত প্রাণীর নাপাকীত্ব সাব্যস্ত হয়। আর যে প্রাণীর জন্ম স্থলে, তবে তা পানিতে বাস করে যেমন, হাস, পানকৌড়ি ইত্যাদি এগুলো জলজ প্রাণীর আওতার বহির্ভূত। এসব প্রাণীর মৃত্যুতে পানি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শাফেঈ রহ.-এর মতে মাছ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দেয়।

مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ ঃ যেসব প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত নেই, যেমন– মশা, মাছি ইত্যাদি এগুলোর মৃত্যুতে পানি নাপাক হয় না। শারেহ রহ.-এর স্বপক্ষে দু'টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।

(১) কুরআনের আলোকে শুধু প্রবাহিত রক্ত নাপাক হওয়া প্রমাণিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا ..... اِلَّا دَمًا مَسْفُوْحًا

এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যেসব প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত নেই, তা পড়লে নাপাক হবে না।

(২) খাদ্যে মাছি পড়ে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ طَعَامٍ وَقَعَتْ فِيْهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَهُوَ حَلَالٌ اَكْلُهُ الخ

অর্থাৎ যে সব প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত নেই সেগুলো খাদ্যের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তা খাওয়া ও পান করা এবং তা দ্বারা ওযু করা জায়েয।

فِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ঃ বাহ্যত মনে হয় যে, فِيْهِ এর সর্বনাম নিকটবর্তী দ্বিতীয় মাসআলার দিকে প্রত্যাবর্তিত অথচ এ মাসআলায় ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতভেদ নেই। বরং তিনি প্রথম মাসআলায় হানাফীদের বিপরীত মত পোষণ করেন যে, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যুতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা। তবে فِيْهِ এর সর্বনাম উভয় মাসআলার দিকে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হিদায়া এর গ্রন্থকার উভয় মাসআলায় ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতভেদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ : وَيَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِمَاءِ السَّمَاءِ الخ

اَلسُّوَالُ : بِاَيِّ شَيْءٍ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ وَالْغُسْلُ؟

প্রশ্ন : কোনো জিনিস দ্বারা ওজু ও গোসল করা জায়েয আছে ?

উত্তর : আসমানের পানি যেমন বৃষ্টির পানি এবং ভূমির পানি যেমন ঝরণার পানি দ্বারা ওযু করা বৈধ। মূলতঃ তিনি আসমান ও ভূমির পানি বলে مَاءِ مُطْلَق এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, مَاءِ مُطْلَق হচ্ছে সাত প্রকার যথা (১) বৃষ্টির পানি (২) সমুদ্রের পানি (৩) নদী বা খালের পানি (৪) কূপের পানি (৫) বরফগলা পানি (৬) শিলার পানি (৭) ঝরণার পানি এসব পানি। দ্বারাই ওযু ও গোসল জায়েয। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন – وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। আর ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন طَهُوْر বলা হয় যা অন্যকে পাক করে, উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আমি

www.pathagar.com

আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। আর مَاء مُطْلَق এর উল্লেখিত সাত প্রকারই মূলতঃ আসমানের পানি। ইরশাদ হচ্ছে – أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ্ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এরপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্ত পানি তথা ভূমির পানিও মূলতঃ আসমানের পানি। অন্যান্য আরো অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এসব পানি দ্বারা ওযূ ও গোসল বৈধ।

لَا بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ এর আলোচনা :

যে পানি বৃক্ষ অথবা ফল নিংড়িয়ে বের করা হয়েছে, যেমন কলা গাছ নিংড়ানো দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের হয়ে থাকে। তদ্রূপ আনারস চাপ দেওয়া পানি, এসব নিংড়ানো পানি দ্বারা ওযূ জায়েয নয়। কেননা এগুলো সাধারণ পানি নয় বরং সম্বন্ধযুক্ত পানি। উল্লেখ্য মুসান্নিফ রহ.-এর উক্তি بِمَا اُعْتُصِرَ বাক্যাংশে مَا শব্দটি مَوْصُوْلَه তবে একে مَاء পানি পড়াও শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ : أَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ فَيَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوْءُ الخ .

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : أَمَّا مَا يَقْطُرُ مِنَ الشَّجَرِ অর্থাৎ ঐ পানি যা কোনো বৃক্ষ্য থেকে নিংড়ানো ব্যতীত নিজে নিজেই টপকে পড়ে। তা দ্বারা ওজু করা বৈধ। আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষৌবী রহ. শরহে বিকায়া গ্রন্থের টীকায় লেখেন হিদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থে এ মতকেই উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু আল-বাহরুর রায়িক ও আননহরুল হুলিয়্যাহ গ্রন্থকার এর দ্বারা ওযূ বৈধ না হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা তা مُقَيَّد পানি। আমার অভিমতও হলো এর দ্বারা ওযূ করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ أَجْزَاءً এর ব্যাখ্যা :

এখানে মিশ্রিত বস্তু পানিতে প্রভাব বিস্তার করার বিধান বিবৃত হয়েছে। এ প্রবলতা অংশগত পরিমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবে রং এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। যেমন এক কেজী পানিতে সোয়া কেজি দুধ মিশ্রিত হওয়া এ সুরতে ওযূ জায়েয হবে না। তবে যদি দুধের পরিমাণ পানির তুলনায় কম হয়, তা হলে রং পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা ওযূ জায়েয হবে। শারেহ রহ. أَجْزَا বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট রং এর পরিবর্তন দ্বারা প্রবলতা বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ : أَوْ بِالطَّبْخِ এর আলোচনা :

اَلسُّؤَالُ : عَلَامَ عُطِفَ قَوْلُهُ : "أَوْ بِالطَّبْخِ" وَمَا مَعْنَاهُ؟

প্রশ্ন : قَوْلُهُ : أَوْ بِالطَّبْخِ কার উপর عَطْف হয়েছে এবং এর অর্থ কি?

উত্তর : গ্রন্থকারের উক্তি أَوْ بِالطَّبْخِ তার অপর উক্তি بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ এর উপর عَطْف হয়েছে, অর্থাৎ যে পানির প্রকৃতগুণ জ্বাল দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়, সে পানি দ্বারা ওজু জায়েয নয়। যেমন শুরুয়া পানি, তবে শারেহ রহ. এর বাহ্যিক বক্তব্য থেকে অনুমান হয় যে أَوْبِالطَّبْخِ উক্তিটি أَجْزَاء এর উপর عَطْف হয়েছে তা হলে অর্থ হবে, মিশ্রিত বস্তু অংশগত পরিমাণ দ্বারা বা জ্বাল দেওয়ার দ্বারা পানির উপর প্রবল হলে তা দ্বারা ওযূ জায়েয হবে না।

www.pathagar.com

وَلاَ بِمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَعَ فِيْهِ نَجَسٌ اِلاَّ اِذَا كَانَ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ فِىْ عَشَرَةِ اَذْرُعٍ وَلاَيَنْحَسِرُ اَرْضُهُ بِالْغُرَفِ ـ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِىْ فَاِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لاَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ بَلْ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ وَكَذَا مِنْ مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ قَالَ مُحْيِ السُّنَّةِ اَلتَّقْدِيْرُ بِعَشَرٍ فِىْ عَشَرٍ لاَيَرْجِعُ اِلٰى اَصْلٍ شَرْعِيٍّ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ اَقُوْلُ اَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ الْغَدِيْرَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لاَيَتَحَرَّكُ اَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ الطَّرَفِ الْاٰخَرِ اِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِىْ اَحَدِ جَوَانِبِهِ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ـ

ثُمَّ قُدِّرَ هٰذَا بِعَشَرٍ فِىْ عَشَرٍ وَاِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ بِنَاءً عَلٰى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ حَفَرَ بِيْرًا فَلَهُ حَوْلَهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا فَيَكُوْنُ لَهَا حَرِيْمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشَرَةً فَفُهِمَ مِنْ هٰذَا اَنَّهُ اِذَا اَرَادَ اٰخَرُ اَنْ يَحْفِرَ فِىْ حَرِيْمِهَا بِيْرًا يُمْنَعُ مِنْهُ لِاَنَّهُ يَنْجَذِبُ الْمَاءُ اِلَيْهَا وَيَنْقُصُ الْمَاءُ فِى الْبِيْرِ الْاُوْلٰى وَاِنْ اَرَادَ اَنْ يَحْفِرَ بِيْرَ بَالُوْعَةٍ يُمْنَعُ اَيْضًا لِسِرَايَةِ النَّجَاسَةِ اِلَى الْبِيْرِ الْاُوْلٰى وَتَنَجُّسِ مَائِهَا وَلاَيُمْنَعُ فِىْ مَا وَرَاءَ الْحَرِيْمِ وَهُوَ عَشَرٌ فِىْ عَشَرٍ فَعُلِمَ اَنَّ الشَّرْعَ اِعْتَبَرَ الْعَشَرَ فِى الْعَشَرِ فِىْ عَدَمِ سِرَايَةِ النَّجَاسَةِ حَتّٰى لَوْكَانَتِ النَّجَاسَةُ تَسْرِىْ يُحْكَمُ بِالْمَنْعِ ثُمَّ الْمُتَأَخِّرُوْنَ وَسَّعُوا الْاَمْرَ عَلَى النَّاسِ وَجَوَّزُوْا لِلْوُضُوْءِ فِىْ جَمِيْعِ جَوَانِبِهِ ـ

সহজ তরজমা

স্থির পানিতে নাপাকী পড়লে তা দ্বারা ওযু জায়েয হবে না, তবে যদি পানি দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ হয় এবং অঞ্জলী ভরে পানি তোলার সময় মাটি প্রকাশ না পায় তখন তার হুকুম প্রবাহিত পানির হুকুমের অনুরূপ। যদি নাজাসাত দৃষ্টিগোচর হয়, তবে নাজাসাত পতিত হওয়ার স্থানে ওযু করবে না বরং অপর পার্শ্বে ওযু করবে। আর যদি নাজাসাত পরিদৃষ্টি না হয়, তবে চতুর্দিকে ওযূ করবে। অদ্রূপ তার ব্যবহৃত পানির স্থানে (ওযু করা যাবে) ইমাম মুহিউসসুন্নাহ রহ. বলেন, (হাউজের পরিমাণ) "দাহ দরদাহ" দ্বারা নির্দিষ্টকরণ শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কোনো দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তিত নয়। শারেহ রহ. বলেন, আমি বলব, আলোচ্য মাসআলার মূলরূপ হচ্ছে, এমন বড় পুকুর যার এক পার্শ্বে নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি নড়ে না। যদি তার এক পার্শ্বে নাপাকী পতিত হয়, তা হলে অন্য পার্শ্বে ওযু জায়েয হবে।

অতঃপর "দাহ দরদাহ" দ্বারা সেই হাউজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর "দহ দরদহ" দ্বারা পরিমাণ নির্ধারিণ করা হয়েছে রাসূল ﷺ এর বাণীর উপর ভিত্তি করে যে, যে ব্যক্তি কূপ খনন করে, তার জন্যে কূপের আশপাশে চল্লিশ হাত সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং কূপের চৌহদ্দী চতুর্দিকে দশ হাত করে হবে। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি অন্য কেউ তার চৌহদ্দীতে কূপ খনন করতে উদ্যত হয়, তাকে খনন কার্য থেকে বাঁধা দেওয়া হবে। কেননা পানি তার দিকে (দ্বিতীয় কূপে) আকর্ষিত হবে এবং প্রথম কূপের মধ্যে পানি হ্রাস পাবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য কূপ খনন

করতে ইচ্ছে পোষণ করে তাকেও নিষেধ করা হবে। কেননা নাজাসাত প্রথম কূপে ছড়িয়ে পড়বে এবং কূপের পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। তবে চৌহদ্দী যার পরিমাণ দশ দশ হাত (এতটুকু ব্যতীত) তার পরবর্তী অংশে কূপ খননে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না।

সুতরাং বোঝা গেল যে, শরীয়ত নাপাকী ছড়িয়ে না পড়ার ক্ষেত্রে দাহ দরদাহ এর ধর্তব্য করেছে। এমনকি যদি নাজাসাত ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে নিষেধের হুকুম প্রদান করা হবে। এরপর পরবর্তী ফকীহগণ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্যে সহজ সাধ্য করেছেন এবং হাউজের চতুর্দিকে ওযূ করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ مَاء رَاكِد এর বিধান ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর?

উত্তর ঃ স্থির নিশ্চল পানিকে مَاء رَاكِد বলা হয়। যেমন পুকুর বা হাউজের পানি। এসব পানিতে নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) যাহিরিয়াদের মতে পানি নাপাক হবে না, যদিও নাজাসাত পড়ার কারণে পানির সমস্ত গুণাগুন পরিবর্তন হয়।

(২) ইমাম মালেক রহ.-এর মতে পানির তিনটি গুণের মধ্য থেকে কোনো একটির পরিবর্তন না হলে নাপাক হবে না। চাই পানি কম হোক বা বেশি হোক।

(৩) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে পানি দু'মটকা (কুল্লাতাইন) পরিমাণ হলে তা নাপাক হবে না। যতক্ষণ না পানির গুণের পরিবর্তন হয়।

(৪) হানাফীদের মতে বড় পুকুর যার এক পার্শ্বে নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরঙ্গায়িত হয় না এবং অঞ্জলী ভরে পানি নিলে মাটির তলা প্রকাশ পায় না। এমন পানিতে নাপাকী পড়লে পানি নাপাক হবে না।

কতক হানাফী ফকীহ দাহ দারদাহ (দশ গজ) দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তীতে হানাফী মাযহাবে এ মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং পুকুর বা হাউজের পরিমাণ এর থেকে ছোট হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. গোসলের সময় যে নাড়াচাড়া হয়, তা ধর্তব্য করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. ওযুর সময় যে নাড়াচাড়া হয়, তা ধর্তব্য করেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অপর উক্তি হল, হাত ধৌতকরণে যে নড়াচড়া হয়, তা ধর্তব্য।

قَوْلُهُ : قَالَ مُحْيُ السُّنَّةِ اَلتَّقْدِيْرُ بِعَشْرٍ فِىْ عَشْرَةٍ لَا يُرْجَعُ اِلَى اَصْلٍ شَرْعِيٍّ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ عَلَى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ مَعَ بَيَانِ الْاِيْرَادِ عَلَيْهِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ

প্রশ্ন ঃ বর্ণিত ইবারতটি শারেহ রহ.-এর অনুকরণে তাতে উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তর এর বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ تَعْرِيْفُ مُحْيِ السُّنَّةِ মহিউস সুন্নাহ এর পরিচয়

তার প্রকৃত নাম আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগাভী। তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। শরহুস সুন্নাহ, মাসাবীহুস সুন্নাহ ও মাআলিমুত তানযিল ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

www.pathagar.com

لَا يَرْجِعُ اِلٰى اَصْلٍ شَرْعِيٍّ ঃ হানাফীদের উপর একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ রহ. হানাফীদের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, "দাহ দারদা" নির্দিষ্ট করণে কুরআন ও সুন্নাহের কোনো দলীল থাকা আবশ্যক। কিন্তু হানাফীরা নাজাসাত ছড়িয়ে না পড়ার ক্ষেত্রে যে সীমারেখা (দাহ দারদাহ) নির্ধারণ করেছেন, মূলতঃ শরী'আতে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল বিদ্যমান নেই।

"اَقُوْلُ اَصْلُ الْمَسْئَلَةِ" বলে মুসান্নিফ রহ. উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে বলেন, আহলে মুহাক্কিক হানাফীরা দাহ দারদাহ এর মতপোষণকারী নয়। এ ব্যাপারে হানাফীদের সর্বসম্মত অভিমত হল, غَدِيْر عَظِيْم তথা বড় পুকুর হওয়া যার এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর প্রান্তের পানি পড়ে না।

পরবর্তীতে কিছু ফুকাহায়ে কিরাম غَدِيْر عَظِيْم কে সহজ করার জন্য দৈর্ঘ্য দশ হাত, প্রস্থ দশ হাত غَدِيْر عَظِيْم এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং হানাফীরা যেহেতু দাহ দারদাহ এর قَائِل নয়, সেহেতু কুরআন ও হাদীসের দলীল থাকা আবশ্যক নয়।

তবে দাহ দারদাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী থেকে জানা যায়, مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهٗ حَوْلَهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا যে ব্যক্তি কূপ খনন করে, আশে-পাশে যেন চল্লিশ হাত সংরক্ষিত থাকে।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকেই মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে ৪০ বর্গ হাত দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সুতরাং মুহিউস সুন্নাহ কর্তৃক অভিযোগ হানাফী কর্তৃক নির্ধারিত দাহ দারদাহ এর শরী'আতের কোনো ভিত্তি নেই, এটা ঠিক নয় বরং ভিত্তিহীন ও অমূলক।

بِئْرُ بَالُوْعَةٍ এর পরিচয়

بِئْرُ بَالُوْعَةٍ এক ধরনের কূপ, যার মুখ সংকীর্ণ হয়। বৃষ্টির পানি আটকে রাখার জন্য যা খনন করা হয় এবং এতে ময়লা আবর্জনা নাপাকী ফেলা হয়।

www.pathagar.com

وَلَا بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ لِقُرْبَةٍ اَوْ لِرَفْعِ حَدَثٍ اِعْلَمْ اَنَّ فِى الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ اِخْتِلَافَاتٌ اَلْاَوَّلُ فِىْ اَنَّهٗ بِاَىِّ شَيْئٍ يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلًا فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح بِاِزَالَةِ الْحَدَثِ وَاَيْضًا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فَاِذَا تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ وُضُوْءً غَيْرَ مَنْوِىٍّ يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلًا وَلَوْ تَوَضَّأَ غَيْرُ الْمُحْدِثِ وُضُوْءً مَنْوِيًّا يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلًا اَيْضًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح بِالثَّانِى فَقَطْ وَعِنْدَ الشَّافِعِى رح بِاِزَالَةِ الْحَدَثِ لٰكِنَّ اِزَالَةَ الْحَدَثِ لَايَتَحَقَّقُ اِلَّا بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ عِنْدَهٗ بِنَاءً عَلٰى اِشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ ـ وَالْاِخْتِلَافُ الثَّانِىْ فِىْ اَنَّهٗ مَتٰى يَصِيْرُ مُسْتَعْمَلًا فَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّهٗ كَمَا زَايَلَ الْعُضْوَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا وَالْاِخْتِلَافُ الثَّالِثُ فِىْ حُكْمِهٖ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح هُوَ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيْظَةً وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح هُوَ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيْفَةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُوْرٍ وَعِنْدَ مَالِكٍ رح وَالشَّافِعِىِّ رح فِىْ قَوْلِهِ الْقَدِيْمِ هُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ ـ

وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَوْكَانَ طَاهِرًا وَمُطَهِّرًا لَجَازَ فِى السَّفَرِ الْوُضُوْءُ بِهٖ ثُمَّ الشُّرْبُ مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ بِذٰلِكَ ـ

সহজ তরজমা

<u>যে পানি নৈকট্য অর্জন অথবা নাপাকী দূর করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, সে পানি দ্বারা ওযু জায়েয নেই।</u> জেনে রাখো যে, مَاء مُسْتَعْمَل তথা ব্যবহৃত পানি সংক্রান্ত কয়েকটি মতভেদ রয়েছে।

প্রথম মতভেদ ঃ কোনো বস্তুর কারণে পানি "ব্যবহৃত " বলে গণ্য হবে। ইমাম আবূ হনীফা ও আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে হাদাছ দূর করার অথবা এর দ্বারা নৈকট্য লাভের নিয়ত করলে। তাই মুহ্‌দিছ (বেওযূ ব্যক্তি) যদি নিয়ত ছাড়া ওযু করে, তা হলে সে পানি ব্যবহৃত গণ্য হবে। আর যদি পবিত্র ব্যক্তি সওয়াব হাসিলের নিয়ত করতঃ দ্বিতীয়বার ওযু করে, তবুও সে পানি ব্যবহৃত ধরা হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, শুধু দ্বিতীয় সূরতেই (অর্থাৎ নৈকট্য অর্জনের নিয়তেই) পানি "ব্যবহৃত" হবে। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, হাদাছ দূর করার দ্বারা। তবে তার মতে নৈকট্য অর্জনের নিয়ত ব্যতিরেকে হাদাছ দূর করা প্রমাণিত হয় না। এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, ওযূতে নিয়ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় মতভেদ ঃ কখন পানি ব্যবহৃত গণ্য হবে ? হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পানি অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় মতভেদ ঃ ব্যবহৃত পানির বিধান সম্পর্কে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, এ পানি নাজাসাতে গলীযা (গাঢ় নাপাক)। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে এ পানি নাপাক তবে নাজাসাতে খফীফা (হালকা নাপাক)। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। ইমাম মালিক রহ. এর মতে, এবং ইমাম শাফিয়ী রহ. এর পূর্বতম মতানুসারে এ পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী। আমরা বলব, ব্যবহৃত পানি যদি পবিত্র এবং পবিত্রকারী হয়, তা হলে ভ্রমণকালে সে পানি দ্বারা ওযূ করা এবং তা পান করা বৈধ হবে । অথচ কেউ, এ কথার প্রবক্তা নন।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بِاَىِّ شَيْءٍ يَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً وَمَتٰى وَمَا حُكْمُهُ؟ اُكْتُبْ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ কোন্ জনিস দ্বারা পানি مُسْتَعْمَل হয় এবং কোন্ সময় এবং তার হুকুম কি? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কোন্ জিনিস দ্বারা পানি مُسْتَعْمَل হয়, সেক্ষেত্রে তিন ধরনের اِخْتِلَاف রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

প্রথম اِخْتِلَاف কিসের দ্বারা পানি مُسْتَعْمَل হয়

(১) শাইখাইনের মতে হদছ দূর কর ও قُرْبَة এর নিয়ত করার দ্বারা পানি مُسْتَعْمَل হয়। তাই যদি কোনো নাপাকী ব্যক্তি قُرْبَة এর নিয়ত ছাড়া ওযু করে, তা হলে পানি مُسْتَعْمَل হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো غَيْر مُحْدِث (নাপাকী নয়) ব্যক্তি قُرْبَة এর নিয়তের সাথে ওযু করে, তা হলেও পানি مُسْتَعْمَل হয়ে যাবে।

(২) ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে শুধু মাত্র قُرْبَة এর নিয়ত করার কারণে পানি مُسْتَعْمَل হয়। কেননা ওযু করার দ্বারা পানির সাথে গুনাহ مُنْتَقِل হয়। যদি قُرْبَة এর নিয়ত করা হয়। অতএব যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি বালতি উঠানোর জন্য কূপে নামে, তা হলে পানি مُسْتَعْمَل হবে না। কেননা তার থেকে قُرْبَة এর নিয়ত পাওয়া যায়নি।

(৩) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে হদস দূর করার কারণে পানি مُسْتَعْمَل হয়। কিন্তু তার নিকট اِزَالَةُ الْحَدَثِ (নাপাক দূরীভূত) এর জন্য نِيَّة قُرْبَة জরুরী। এর কারণ হল, ওযুতে নিয়ত করা যেহেতু শর্ত নিয়ত না পাওয়া গেলে যেমন ওযু হয় না, ঠিক তেমনিভাবে اِزَالَةُ الْحَدَثِ এর ক্ষেত্রে নিয়ত না করলে حَدَث দূর হবে না।

দ্বিতীয় ইখতেলাফ : পানি কখন مُسْتَعْمَل (ব্যবহৃত) হয়?

যতক্ষণ পর্যন্ত পানি শরীর থেকে গড়িয়ে না পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানি مُسْتَعْمَل বা ব্যবহৃত হবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে اِخْتِلَاف হল, পানি কখন مُسْتَعْمَل হয় এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

(১) শরীর থেকে পানি পৃথক হওয়ার সাথে সাথে পানি مُسْتَعْمَل হয়ে যায়। মুসান্নিফ রহ. উক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভিমত।

(২) শরীর থেকে পানি পৃথক হয়ে এক স্থানে জমা হওয়ার পর পানি مُسْتَعْمَل হয়। ফখরুল ইসলাম বাযদবী প্রমূখ ইমামগণ এ মাযহাবটি গ্রহণ করেছেন। এটিই صَاحِبَيْن এর মাযহাব।

مُفْتٰى بِهٖ قَوْل : এ দু'টি قَوْل এর মধ্য হতে প্রথম বর্ণনার উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয়। আর উলামায়ে আহনাফ এর উপরই আমল করেন।

তৃতীয় ইখতেলাফ : مَاء مُسْتَعْمَل এর হুকুম কি?

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) হাসান ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেন, এটি নাজাসাতে গলিজা। কেননা হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, ওযুর পানির সাথে গোনাহ ঝরে পড়ে। আবূ হানীফা রহ. স্বচক্ষে গোনাহ ঝরে পড়তে দেখেছেন।

(২) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর নিকটে مَاء مُسْتَعْمَل নাজাসাতে খফীফা। কেননা عُمُوْم بَلْوٰى এর কারণে নাজাসাতে গলিজা খফীফা এর হুকুম হয়ে যায়।

(৩) ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে مَاء مُسْتَعْمَل নিজে পাক কিন্তু অপরকে পবিত্র করতে পারে না। তথা طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ দলীলের দিক দিয়ে তৃতীয় قَوْل টিই শক্তিশালী। তাই এর উপর ফাতওয়া।

www.pathagar.com

وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اِلاَّ جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ - اِعْلَمْ اَنَّ الدِّبَاغَةَ هِيَ اِزَالَةُ النَّتْنِ وَالرُّطُوْبَاتِ النَّجِسَةِ مِنَ الْجِلْدِ فَاِنْ كَانَتْ بِالْاَدْوِيَةِ كَالْقُرْظِ وَنَحْوِهٖ يَطْهُرُ الْجِلْدُ لَايَعُوْدُ نَجَاسَةً اَبَدًا وَاِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ اَوْ بِالشَّمْسِ يَطْهُرُ اِذَا يَبِسَ ثُمَّ اِنْ اَصَابَهُ الْمَاءُ هَلْ يَعُوْدُ نَجِسًا فَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح رِوَايَتَانِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ رح اِنْ صَارَ بِالشَّمْسِ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَمْ يَفْسُدْ كَانَ دَبَاغًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رح جِلْدُ الْمَيْتَةِ اِذَا يَبِسَ وَوَقَعَ فِى الْمَاءِ لَمْ يَنْجُسْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَالصَّحِيْحُ فِىْ نَافِجَةِ الْمِسْكِ جَوَازُ الصَّلٰوةِ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ -

সহজ তরজমা

শুকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত বাকী সকল চামড়া যা দাবাগাত করা হয় তা পাক হয়ে যায়। জেনে রাখো যে, দাবাগাত হল চামড়ার দুর্গন্ধ ও তার নাপাক আর্দ্রতা দূরীভূত করা। যদি ঔষধ দিয়ে দাবাগত করা হয় যেমন কারয (ছলম বৃক্ষের পাতা) এবং অনুরূপ কোনো ঔষধ, তা হলে চামড়া পাক হয়ে যাবে। কখনো তার অপবিত্রতা প্রত্যাবর্তিত হবে না। আর যদি মাটি মাখিয়ে বা রোদে শুকিয়ে দাবাগাত করা হয়, তা হলে চামড়া শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে চামড়া পানিতে ভিজে তা হলে কি পুনরায় তা নাপাক হয়ে যাবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে দু'টি রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ইউসূফ রহ. থেকে বর্ণিত, রোদে শুকিয়ে যদি চামড়া এমন হয় যে, তা রেখে দিলে নষ্ট হবে না। তা হলে তা দাবাগাতরূপে গণ্য হবে। এবং ইমাম মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, মৃত পশুর চামড়া শুকিয়ে পানিতে পড়লে তা নাপাক হবে না, ঔষধ দিয়ে ও রোদে শুকিয়ে দাবাগাতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (হরিণের) মৃগনাভির থলের ব্যপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, জবাহকৃত ও মৃত হরিণের মাঝে পার্থক্য ছাড়াই তা নিয়ে নামায পড়া বৈধ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : كُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ اِلاَّ جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْقَوْلَ الْمَذْكُوْرَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ

প্রশ্ন ঃ বর্ণিত عِبَارَت টির শারেহ রহ.-এর ব্যাখ্যার মতো ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ প্রনিধানযোগ্য যে, دِبَاغَة হল, চামড়াকে দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত করা, চামড়া পাকানো বা পবিত্র করা, পরিশোধন করা।

পরিভাষায় دِبَاغَة শব্দের অর্থ হল, اَلدِّبَاغَةُ هِيَ اِزَالَةُ النَّتْنِ وَالرُّطُوْبَاتِ النَّجِسَةِ مِنَ الْجِلْدِ

অর্থাৎ দাবাগত হল, চামড়াকে কোনো পদার্থ দ্বারা এমনভাবে পরিশোধন করা যাতে তা মসৃণ ও কোমল হওয়ার পাশা-পাশি নাপাক আর্দ্রতা দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

দাবাগত করার পদ্ধতি ঃ যদি ঔষধের মাধ্যমে চামড়া দাবাগত করা হয়, যেমন ছলম বৃক্ষের পাতা, তা হলে তা পাক হয়ে যাবে। তাতে যদি পুনরায় পানি লাগে, তা হলেও তা নাপাক হবে না।

www.pathagar.com

আর যদি বালু মাটি বা সূর্যের আলো দ্বারা দাবাগত করা হয়, যদি চামড়া শুকিয়ে যায়, তা হলে চামড়া পবিত্র হয়ে যাবে। অতঃপর তাতে পানি লাগলে নাপাক ফিরে আসবে কি না এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দু'টি উক্তি পাওয়া যায়।

(১) নাজাসাত ফিরে আসবে। (২) নাজাসাত ফিরে আসবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে যদি সূর্যের আলোতে চামড়া এমনভাবে শুকানো হয় যে, তা রেখে দিলে নষ্ট হবে না, তা হলে তা দাবাগত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, মৃত জন্তুর চামড়া যদি শুকিয়ে যায়, অতঃপর তা পানিতে পড়ে যায় তা হলে তা নাপাক হবে না। চাই তা ঔষধ দ্বারা দাবাগত করা হোক, অথবা সূর্যের আলোতে দাবাগত করা হোক।

دباغة এর হুকুম

দাবাগতকৃত চামড়ার হুকুম হল, তা দাবাগত করার পর সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়, তার উপর নামায আদায় করা ও থালা বা মশক বানিয়ে তাতে পানি রাখা এবং এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্পূর্ণ জায়েয।

قَوْلُهُ: إلاَّ جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْآدَمِيِّ

اَلسُّوَالُ : هَلْ يَطْهُرُ جِلْدُ الْخِنْزِيْرِ وَالْآدَمِيِّ بِالدِّبَاغَةِ أَمْ لاَ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلاً

প্রশ্ন : শুকুর ও মানুষের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হবে কি না ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : শূকর ও মানুষের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হবে না। কারণ শুকর হল নাজাসাতের আইন তথা সত্তাগতভাবে নাপাক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ فَإِنَّهُ رِجْسٌ নিঃসন্দেহে শূকর নাপাক। কাজেই নাপাকীর কারণে তার কোনো অংশ দ্বারা উপকার লাভ করা যাবে না আর মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা। তাই তার সম্মানার্থে মানব দেহের যে কোনো অঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম বিধায় তা দাবাগাত করলে পাক হবেনা।

قَوْلُهُ : نَافِجَةُ الْمِسْكِ

اَلسُّوَالُ: بَيِّنْ تَعْرِيْفَ نَافِجَةِ الْمِسْكِ

প্রশ্ন : نَافِجَةُ الْمِسْكِ এর পরিচয় দাও।

উত্তর : قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ فِيْ نَافِجَةِ الْمِسْكِ : মিশক এর অর্থ হল মৃগনাভি, কস্তুরী যা এক প্রকার খোশবু বিশেষ। উত্তম সুঘ্রাণ-সুগন্ধির ক্ষেত্রে এ দ্বারা উপমা পেশ করা হয়। মূলতঃ এটা হরিণের নাভিতে জমাট রক্ত যা আল্লাহর নির্দেশে সুগন্ধিতে পরিণত হয়। আর نَافِجَة এর অর্থ হল থলে। অথাৎ মিশকের উৎপত্তিস্থল হরিণের নাভি। বিশুদ্ধ মতানুসারে তা সাথে নিয়ে নামায পড়া বৈধ। পানিতে পড়ে বিকৃত হলেও তাতে নাজাসাত প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা শুষ্কতাই তার দাবাগাত।

www.pathagar.com

وَمَا طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ طَهُرَ بِالذَّكَاةِ وَكَذَا لَحْمُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْكَلْ وَمَا لَا فَلَا اَىْ مَا لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِالدَّبْغِ لَايَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ وَالْمُرَادُ بِالذَّكَاةِ اَنْ يَذْبَحَ الْمُسْلِمُ اَوِ الْكِتَابِىُّ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتْرُكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا وَحَافِرُهَا وَقَرْنُهَا وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ وَيَجُوْزُ صَلٰوةُ مَنْ اَعَادَ سِنَّهُ اِلٰى فَمِهِ وَاِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ ، اَفْرَدَ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ بِالذِّكْرِ مَعَ اَنَّهَا فُهِمَتْ مِمَّا مَرَّ لِاَنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْعَظْمَ طَاهِرٌ لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْهَا فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ بِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح ـ

সহজ তরজমা

যে পশুর চামড়া দাবাগত করলে পাক হয়, তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয়। এরূপ জবাই দ্বারা তার গোশত পাক হয়ে যায়, যদিও তা ভক্ষণ করা জায়েয নাও হয়। আর যা পাক হয় না, তা পাক হবে না অর্থাৎ যে চামড়া দাবাগত করলে পাক হয় না তা জবাই করার মাধ্যমেও পাক হবে না। জবাই দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলমান অথবা কিতাবধারী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ তরক না করে পশু জবাই করবে। মৃত পশুর পশম, হাড়, গোশতপেশী, ক্ষুর, ও শিং এবং মানুষের চুল ও হাড় পাক। ঐ ব্যক্তির নামায জায়েয হবে যে তার ভাঙ্গা দাঁত মুখে রেখে দেয়, যদিও তা এক দিরহামের পরিমাণ অতিক্রম করে। গ্রন্থকার এ মাসআলাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, অথচ তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেছে। কেননা, দাঁত হল হাড়। আর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, হাড় পাক। (اِفْرَادْ بِالذِّكْر এর) কারণ হল, দাঁত সম্পর্কিত মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেননা দাঁত যদি এক দিরহামের পরিমাণ থেকে বেশি হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, নামায জায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالذَّكَاةِ وَهَلْ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ بَيِّنْ؟

প্রশ্ন ঃ ذَكَاة এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অতঃপর মৃত পশুর পশম ও হাড় পবিত্র কি-না বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ যে চামড়া দাবাগত দ্বারা পাক হয় তা জবাই করার দ্বারাও পাক হয়ে যায়। কারণ, দাবাগাত দ্বারা যেমন নাপাক আর্দ্রতা দূর করা হয়, তেমনি জবাই করার দ্বারাও প্রাণীর সমস্ত আর্দ্রতা দূর হয়ে যায়। তাই জবাই করার দ্বারা এর গোশতও পাক হয়ে যায়। এমনকি রক্ত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পাক হয়ে যায়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যদিও তা এমন পশু হয়, যার গোশত খাওয়া হালাল নয়। তবে জবাই দ্বারা চামড়া ও গোশত হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হল, জবাইটা শরঈভাবে হতে হবে। যেমন, কোনো মুসলমান বা কিতাবী ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা। আর যদি কোনো অগ্নিপূজক অথবা মুসলমান কিংবা কিতাবী ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাই করে তবে এ জবাইকৃত প্রাণী মৃত হয়ে যাবে। এমন জবাই দ্বারা এর চামড়া ও গোশত পাক হবে না।

www.pathagar.com

মৃত পশুর পশম ও হাড় পবিত্র হওয়ার কারণ

قَوْلُهُ : وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا الخ :

মৃত জন্তুর পশম, হাড়, খুর, শিং ও পর ইত্যাদি যদি পানিতে পতিত হয় তবে ঐ পানি নাপাক হয় না এবং এর দ্বারা ওযূ করাও বৈধ। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. উক্ত মাসআলায় ইমাম শাফিঈ রহ. ও আহনাফের মধ্যে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন।

আহনাফ বলেন, মৃত জন্তুর উল্লেখিত সমস্ত অঙ্গ পাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, মৃত জন্তুর সবকিছুই নাপাক।

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দলিল

তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, উল্লিখিত অঙ্গগুলো মৃতু পশুরই অংশ। আর মৃত পশুর সবকিছুই নাপাক।

আহনাফের দলিল

মৃত পশুর সমস্ত অঙ্গ নাপাক নয় বরং শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গ নাপাক যেগুলোর প্রাণ রয়েছে। উপরিক্ত অঙ্গগুলোর কোনোটির মধ্যেই প্রাণ নেই। কেননা এগুলোর কোনোটিকে যদি কাটা হয়, তবে পশুর কোনো কষ্ট অনুভব হয় না। তাই প্রাণ না থাকায় এগুলোতে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। অথচ মৃত্যু হল প্রাণ বিলোপ করার নাম।

قَوْلُهُ : وَحَافِرُهَا

حَافِر বলা হয় ঘোড়া, গাধা, গাভী ও বকরির পায়ের নিচের হাড়কে। এক শব্দে যার অর্থ খুর। যেহেতু পরিভাষায় একে হাড় বলা হয় না, তাই একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এটি এক প্রকারের হাড়। কিন্তু একে হাড় বলা হয় না।

قَوْلُهُ : وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ الخ

اَلسُّوَالُ : أَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ إِيْرَادِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদ উল্লেখসহ বর্ণনা কর।

বিকায়া গ্রন্থকার রহ. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের চামড়া নাপাক এবং দাবাগাত করার পরও তা পাক হয় না। এর দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, চামড়ার মতো মানুষের হাড়, চুলও নাপাক। তাই এ দুটিকে পৃথক করে উল্লেখ করেছেন যে, এ দুটি পাক। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. এ মাসআলার ক্ষেত্রেও আহনাফ ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মধ্যে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম নিম্নরূপ-

আহনাফ বলেন, মানুষের চুল ও হাড় পাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, মানুষের চুল ও হাড় নাপাক।

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর দলিল

মানুষের চুল ও হাড় উপকার লাভের যোগ্য নয় এবং এগুলো বিক্রি করাও জায়েয নয়। বুঝা গেল যে, উভয়টি নাপাক।

www.pathagar.com

আহনাফের দলিল

এগুলোর ব্যবহার বা বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা, যা সেগুলো নাপাক হওয়াকে বুঝায় না। তা ছাড়া এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ সা. নিজের মাথার চুল মুণ্ডিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করেছেন। এগুলোও তো চুল পাক হওয়ার পরিচয় বহন করে।

দাঁত সম্পর্কিত মাসআলা

قَوْلُهُ : وَيَجُوْزُ صَلٰوةُ مَنْ اَعَادَ سِنَّهُ الخ

অর্থাৎ নামায আদায়কালে যদি কারো দাঁত পড়ে যায় এবং তা মুখে রেখেই বাকি নামায আদায় করে, তবে তার নামায বৈধ। হ্যাঁ, যদি দাঁতের সঙ্গে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হয়, তবে ভিন্ন হুকুম হবে। অথবা নামাযকালে পতিত দাঁতটি যদি মুখের বাইরে বের করে পুনরায় মুখে নিয়ে নেয়, তবে তা বৈধ নয়। কিন্তু যদি এক দিরহাম বা এর চেয়েও কম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে চলে আসে, তবে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ : لِمَكَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْهَا

শারেহ রহ. উক্ত ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বিকায়া গ্রন্থকার রহ. উল্লেখ করেছেন, যদিও পতিত দাঁত এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে ফেলে তথাপিও একে মুখে রেখে নামায পড়া বৈধ। কিন্তু উক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ রহ. মতানৈক্য করেন। তিনি বলেন, যদি দাঁত পড়ে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অতিক্রম করে ফেলে, তবে তা মুখে রেখে নামায পড়া বৈধ নয়।

তা ছাড়া হাড় না অন্যকিছু এবং হাড় হলে এতে অনুভূতি আছে, না-কি নেই? এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল, দাঁত হচ্ছে হাড় এবং তা অনুভূতিহীন।

www.pathagar.com

فَصْلٌ : بِئْرٌ فِيهَا نَجِسٌ اَوْ مَاتَ فِيهَا حَيَوَانٌ وَانْتَفَخَ اَوْ تَفَسَّخَ اَوْمَاتَ اٰدَمِيٌّ اَوْشَاةٌ اَوْ كَلْبٌ يُنْزَحُ كُلُّ مَائِهَا اِنْ اَمْكَنَ وَاِلَّا فَقَدْرُ مَا فِيهَا اَلْاَصَحُّ اَنْ يُّؤْخَذَ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَارَةٌ فِى الْمَاءِ وَمُحَمَّدٌ قَدَّرَ بِمِائَتَىْ دَلْوٍ اِلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ وَفِىْ حَمَامَةٍ اَوْ دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِيهَا اَرْبَعُوْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ وَفِىْ نَحْوِ فَارَةٍ اَوْ عُصْفُوْرَةٍ عِشْرُوْنَ اِلٰى ثَلٰثِيْنَ وَالْمُعْتَبَرُ اَلدَّلْوُ الْوَسْطُ وَمَا جَاوَزَهُ اُحْتُسِبَ بِهٖ . وَيَتَنَجَّسُ الْبِئْرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ اِنْ عُلِمَ ذٰلِكَ وَاِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَمُذْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِنِ انْتَفَخَ وَقَالَا مُذْ وُجِدَ .

সহজ তরজমা

কূপে নাজাসাত পতিত হলে অথবা যদি কোনো প্রাণী মরে ফুলে বা ফেটে যায় অথবা মানুষ, বকরী বা কুকুর পড়ে মৃত্যুবরণ করে তা হলে সম্ভব হলে কূপের সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। সম্ভব না হলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলতে হবে। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত এই যে, পানি সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. দু'শ থেকে তিন'শ বালতি দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। কবুতর কিংবা মুরগীর অনুরূপ প্রাণী পড়ে মারা গেলে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। ইঁদুর কিংবা চঁড়ুই এর অনুরূপ প্রাণী মারা গেলে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। (পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে) মধ্যম ধরনের বালতি বিবেচ্য এবং যে বালতি এ পরিমাণ থেকে অতিক্রম করে সে ক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের বালতি দ্বারা তার হিসাব করা হবে। (মৃত প্রাণী) পতিত হওয়ার সময় থেকে কূপ নাপাক হবে যদি তা জানা যায়। আর যদি পতিত হওয়ার সময় জানা না যায় তা হলে তা ফুলে না গেলে একদিন ও একরাত থেকে কূপ নাপাক ধরা হবে। আর যদি ফুলে যায় তা হলে তা তিন দিন ও তিন রাত থেকে কূপ নাপাক বলে বিবেচিত হবে। আর সাহেবাইন রহ. বলেন, যখন মৃত প্রাণী পাওয়া গেল, তখন থেকে নাপাক গণ্য হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا اَرَادَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهٖ : "يُنْزَحُ كُلُّ مَائِهَا اِنْ اَمْكَنَ" ؟ بَيِّنْ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ উপরিউক্ত عِبَارَة দ্বারা شَارِح এর কি উদ্দেশ্য মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যদি কূপে কোনো প্রাণী মরে ফুলে পঁচে গলে যায় অথবা মানুষ বকরী বা কুকুর পড়ে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। তবে যদি সমস্ত পানি উঠানো সম্ভব না হয়, যেমন কূপের তলদেশ থেকে সবসময় পানি বের হচ্ছে, তখন অনুমান করবে যে, এতে কি পরিমাণ পানি আছে। কূপে বিদ্যমান পানির সম পরিমাণ তুলে ফেললে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

এর পরিমাণ নির্ণয়ে ফুকাহায়ে কিরাম বেশ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(১) শরহে বেকায়ার বর্ণনা অনুযায়ী বিশুদ্ধমত এই যে, পানি সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হবে। তারা অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করে বলবে যে, এ কূপে এ পরিমাণ পানি রয়েছে।

www.pathagar.com

(২) ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে ২০০ থেকে ৩০০ বালতি তুলে ফেললেই পাক হবে। শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে দুটি উক্তি পাওয়া যায়। (ক) কূপের পানির সমতল পরিমাণ আরেকটি গর্ত খনন করা হবে। এবং কূপ থেকে পানি তুলে গর্ত ভর্তি করা হবে।

(২) কূপের মধ্যে একটি বাশ ফেলে মেপে মেপে পানি বের করা হবে।

قَوْلُهُ : اَلْمُعْتَبَرُ اَلدَّلْوُ الْوَسَطُ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ الدَّلْوُ الْوَسَطُ কূপ থেকে পানি উঠানোর ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে মধ্যম ধরনের বালতি, যা পানি তোলার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। আর যদি বালতি এ থেকে বড় হয় তা হলে ঐ মধ্যম ধরনের বালতি দ্বারাই তার হিসাব করা হবে। উদাহরণ স্বরুপ একটি বড় বালতি দ্বারা এ পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হল যাতে মধ্যম ধরনের বিশ বালতি পরিমাণ পানি ধরে তা হলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে কূপটি পবিত্র হয়ে যাবে। উল্লেখ্য বালতির গণনা আবশ্যক নয়, বরং অনুমান করে পানি উঠালেও যথেষ্ট হবে, তবে এক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের বালতির হিসাব বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ : وَيَتَنَجَّسُ الْبِيْرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَتٰى يَنْجُسُ الْبِيْرُ؟ بَيِّنْ مَعَ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : কূপ কখন থেকে নাপাক গণ্য হবে ইমামদের অভিমত উল্লেখসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : এখানে বিকায়া গ্রন্থকার রহ. বর্ণনা করেছেন যে, কূপ কখন নাপাক হবে? তিনি বলেন, নাপাকী পতিত হওয়ার সময় থেকেই কূপ নাপাক হয়ে যাবে এখন যদি কেউ উক্ত কূপ থেকে ওযু অথবা গোসল করে এবং জানা যায় যে , এ কূপ ঐ সময় থেকে নাপাক, তবে তখন থেকে উক্ত কূপের পানি দ্বারা ওযু করে যে সমস্ত নামায আদায় করা হয়েছে সেগুলো দোহরাতে হবে এবং যে সমস্ত কাপড় ঐ সময়ে এর পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে সেগুলোও পুনরায় ধৌত করতে হবে। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, কখন থেকে নাপাকী পতিত হয়েছে তবে দেখতে হবে যে, উক্ত প্রাণী ফুলে গেছে কি না? যদি ফুলে গিয়ে থাকে, তবে তিনদিন এবং তিনরাত পূর্ব থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে আর যদি না ফুলে থাকে, তবে একদিন ও একরাত পূর্ব থেকে উক্ত কূপকে নাপাক ধরা হবে এবং সে মোতাবেক নামাযকে দোহরাতে হবে এবং কাপড় পুনরায় ধুতে হবে। কিন্তু সাহেবাইন রহ. বলেন, যখন কূপে নাপাক পতিত হওয়ার বিষয়টি জানা যাবে তখন থেকে কূপকে নাপাক ধরা হবে। কুদূরীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ জওহারের মধ্যে উল্লেখ সাহাবাইনের মতের উপরই ফাতাওয়া।

www.pathagar.com

وَسُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَكُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ وَالْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخْلَاةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ مَكْرُوْهٌ وَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ يَتَوَضَّأُ بِهٖ وَيَتَيَمَّمُ اَيْ يَتَوَضَّأُ بِالْمَشْكُوْكِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ اِلَّا فِي الْمَكْرُوْهِ يَتَوَضَّأُ بِهٖ فَقَطْ اِنْ عَدَمَ غَيْرَهُ ـ

সহজ তরজমা

মানুষ, ঘোড়া এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তাদের উচ্ছিষ্ট পাক। কুকুর, শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক। বিড়াল, ছাড়া মুরগী, হিংস্র পাখি এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। আর গাধা এবং খচ্চরের মাশকূক (সন্দেহযুক্ত) তা দ্বারা ওযু করবে এবং তায়াম্মুম করবে অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা ওযু করবে, এরপর তায়াম্মুম করবে। তবে মাকরূহ পানি দ্বারা শুধু ওযু করবে। যদি এ পানি ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى السُّؤْرِ وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ وَمَا هِيَ؟

প্রশ্ন ঃ سُؤْر কাকে বলে এবং ইহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ কোনো প্রাণী খাওয়ার বা পান করার পর যে অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাকে سُؤْر (উচ্ছিষ্ট) বলা হয়।

এ কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী (سُؤْر) উচ্ছিষ্ট চার প্রকার।

(১) **পাক**। যেমন, মানুষের উচ্ছিষ্ট। জুনুবী ঋতুবতী, কাফির এবং পরাধীন এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সম্মান প্রদর্শনার্থে মানুষের আলোচনা আগে আনা হয়েছে। মানুষের (سُؤْر) উচ্ছিষ্ট নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। তবে যদি মুখ অপবিত্র হয় যেমন কেউ মদ পান করে তৎক্ষণাৎ পানি পান করে, তা হলে উচ্ছিষ্ট নাপাক। মদ্যপ ব্যক্তি কিছু সময় বিরত থাকার পর এবং তিনবার থু থু গিলে ফেলার পর পানি পান করলে তার উচ্ছিষ্ট পাক।

ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে চারটি উক্তি পাওয়া যায়। (ক) ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট দ্বারা ওযু করা পছন্দনীয় নয়। (খ) মাকরূহ। (গ) মাশকূক। (ঘ) পাক, এটাই বিশুদ্ধ মত।

কেননা তার মতে ঘোড়ার গোশত মাকরূহ হওয়ার কারণ নাপাকী নয়, বরং তার মর্যাদা। কেননা ঘোড়া জিহাদের বাহন।

(২) **নাপাক**। যেমন কুকুর, শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট। কারণ এসব প্রাণীর গোশত নাপাক এবং গোশত থেকেই লালার সৃষ্টি। আর উচ্ছিষ্টের সাথে লালা মিশ্রিত হয়। তাই এগুলোর উচ্ছিষ্ট নাপাক। سِبَاعُ الْبَهَائِمِ বলা হয় যে সব জন্তু দাঁত দ্বারা শিকার করে।

(৩) **মাকরূহ**। যেমন বিড়াল, ছাড়া মুরগী, হিংস্র পাখি এবং গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট। বিড়ালের গোশত নাপাক হলেও উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা হাদীসের মধ্যে এসেছে– বিড়াল তোমাদের চারপার্শ্বের প্রাণীর মতো।

(৪) **মাশকূক (সন্দেহযুক্ত)**। যেমন গাধা এবং খচ্চরের উচ্ছিষ্ট। এদের উচ্ছিষ্ট পাক ও নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দু'ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। এ কারণে ফকীহগণ গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্টকে মাশকূক বলেছেন। এ পানি ছাড়া অন্য কোনো পানি না পাওয়া গেলে তা দ্বারা ওযু করবে অতঃপর তায়াম্মুম করবে।

www.pathagar.com

وَالْعَرَقُ مُعْتَبَرٌ بِالسُّؤْرِ لِاَنَّ السُّؤْرَ مَخْلُوْطٌ بِاللُّعَابِ وَحُكْمُ اللُّعَابِ وَالْعَرَقِ وَاحِدٌ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَوَلِّدٌ مِّنَ اللَّحْمِ ـ فَاِنْ قِيْلَ يَجِبُ اَنْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَ سُؤْرِ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ فَرْقٌ لِاَنَّهٗ اِنِ اعْتُبِرَ اللَّحْمُ فَلَحْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا طَاهِرٌ ، اَلَا تَرٰى اَنَّ غَيْرَ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ اِذَا لَمْ يَكُنْ نَجِسَ الْعَيْنِ اِذَا ذُكِّيَ يَكُوْنُ لَحْمُهٗ طَاهِرًا وَاِنِ اعْتُبِرَ اَنَّ لَحْمَهٗ مَخْلُوْطٌ بِالدَّمِ فَمَاْكُوْلُ اللَّحْمِ وَغَيْرُهٗ فِىْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ. قُلْنَا اَلْحُرْمَةُ اِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْكَرَامَةِ فَاِنَّهَا اٰيَةُ النَّجَاسَةِ لٰكِنَّ فِيْهِ شُبْهَةٌ اَنَّ النَّجَاسَةَ لِاخْتِلَاطِ الدَّمِ بِاللَّحْمِ اِذْ لَوْلَا ذٰلِكَ بَلْ يَكُوْنُ نَجَاسَتُهٗ لِذَاتِهٖ لَكَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ. فَغَيْرُ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ اِذَا كَانَ حَيًّا فَلُعَابُهٗ مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ الْحَرَامِ الْمَخْلُوْطِ بِالدَّمِ فَيَكُوْنُ نَجِسًا لِاجْتِمَاعِ الْاَمْرَيْنِ وَهُمَا الْحُرْمَةُ وَالْاِخْتِلَاطُ بِالدَّمِ ـ

সহজ তরজমা

এবং ঘাম উচ্ছিষ্টের বিধানে ধর্তব্য হবে। কারণ, উচ্ছিষ্ট লালার সাথে মিশ্রিত হয়। আর লালা এবং ঘামের বিধান একই। কেননা উভয়টি গোশত থেকে সৃষ্ট। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় এবং যার গোশত খাওয়া হয় না উভয় ধরনের প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকা আবশ্যক। কেননা যদি গোশত এর বিবেচনা করা হয়, তবে দু'টোরই গোশত পবিত্র। তুমি কি দেখ না যে, সত্তাগতভাবে যা নাপাক নয় এমন غَيْرُ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ প্রাণীকে জবাই করা হলে তার গোশত পাক হয়ে যায়। আর যদি (প্রবাহমান) রক্তের সাথে গোশত মিশ্রিত হওয়ার বিবেচনা করা হয়, তবে এ ব্যাপারে مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ ও غَيْرُ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ উভয় প্রাণীর হুকুম একই। শারেহ রহ. বলেন আমি এর জবাবে বলব, হুরমত যদি সম্মানার্থে না হয়, তা নাপাক হওয়ার পরিচায়ক। কিন্তু এতে সন্দেহ রয়েছে যে, এ নাজাসাত গোশতের সাথে রক্ত মিশ্রিত হওয়ার কারণে। কেননা, যদি এরূপ না হয় বরং তা সত্তাগতভাবে নাপাক হয়, তা হলে তা নাজিসুল আইন তথা প্রকৃত নাপাক সাব্যস্ত হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। সুতরাং غَيْرُ مَاْكُوْلِ اللَّحْمِ প্রাণী যদি জীবিত হয় তা হলে তার লালা রক্তের সাথে মিশ্রিত হারাম গোশত থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই লালা দু'জিনিসের সমন্বয়ে নাজিস হবে। আর তা হল (গোশত) হারাম হওয়া এবং রক্তের সাথে মিশ্রিত হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَالْعَرَقُ مُعْتَبَرٌ بِالسُّؤْرِ

اَلسُّؤَالُ : اُشْرُحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ مَعَ بَيَانِ الْاِيْرَادِ عَلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন ঃ বর্ণিত ইবারতটি শারেহ রহ.-এর অনুসরণে তাতে প্রশ্ন ও উত্তরের বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ ঘামকেও ঝুটা হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, ঝুটা লালার সাথেই মিশ্রিত হয়। আর লালা এবং ঘামের বিধানও একই। কারণ লালা এবং ঘাম উভয়টা গোশত হতেই তৈরী হয়।

বর্ণিত মাসআলাটিতে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভক্ষিত গোশতের ও অভক্ষিত গোশতের মাঝে তো কোনো পার্থক্য নেই। কারণ যদি গোশতের اِعْتِبَار করা হয়, তা হলে উভয়ের গোশতই পবিত্র। তাইত দেখা যায় যে,

www.pathagar.com

অভক্ষিত গোশত যখন نَجس عَين না হবে, তখন যবেহ করলে তার গোশত পাক হয়ে যায়। আর যদি গোশতকে রক্তের সাথে মিশ্রিত গণ্য করা হয়, তখন غَير مَأكُول اللَّحم ও مَأكُول اللَّحم বরাবর।

উত্তর ঃ হুরমতটা যখন সম্মান ও মর্যাদার কারণে না হবে, তা হলে এই হুরমত নাপাকের আলামত। তবে তাতে এই সন্দেহ আছে যে, নাপাকটা রক্ত গোশতের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে।

কারণ যদি এমন না হয়, তা হলে তার নাপাকটা সত্তাগত কারণে হবে। তা হলে তো نَجسُ العَين হবে। অথচ বাস্তবে তেমন নয়। সুতরাং غَير مَأكُول اللَّحم প্রাণী যদি জীবিত হয়, তা হলে তার লালাটা রক্তের সাথে মিশ্রিত হারাম গোশতের দ্বারাই সৃষ্টি হবে।

সুতরাং দু'টি বিষয় তথা হুরমত রক্তের সাথে মিশ্রণের কারণেই নাপাক হবে। কিন্তু مَأكُول اللَّحم এর মধ্যে একটিই পাওয়া গেছে। আর তা হল রক্তের সাথে মিশ্রণ। সুতরাং এই কারণটি রক্তের সাথে মিশ্রণ হওয়ার কারণে ঝুটা নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ রক্ত তার স্বীয় স্থানে অবস্থানরত। জীবিত জন্তুর মাঝে তাতে নাপাকের হুকুম লাগানো যাবে না। আর যখন তা জীবিত না হবে, তা হলে দু'অবস্থা।

(১) হয়তো যবেহকৃত হবে। (২) যবেহকৃত হবে না।

যদি যবেহকৃত না হয়, তা হলে নাপাক হবে। চাই ভক্ষণযোগ্য গোশত হোক অথবা ভক্ষণ অযোগ্য গোশত হোক। কারণ মৃত্যুর কারণে হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং তাতে হুরমত সাব্যস্ত হবে। তাই রক্তের সাথে মিশ্রণের কারণে নাপাক হবে।

যদি যবেহকৃত হয়, তা হলে পবিত্র مَأكُول اللَّحم এর মধ্যেতো এ কারণে পবিত্র যে, তাতে হুরমত পাওয়া যায়নি এবং তাতে রক্তের সাথে মিশ্রণও পাওয়া যায়নি।

তবে غَير مَأكُول اللَّحم এর মধ্যে এ কারণে যে, তাতে রক্তের সাথে মিশ্রণ পাওয়া যায়নি আর একাকী একটি কারণ নাপাকের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে নাপাক সাব্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

أَمَّا فِىْ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ فَلَمْ يُوْجَدْ اِلَّا اَحَدُهُمَا اَلْاِخْتِلَاطُ بِالدَّمِ فَلَمْ يُوْجِبْ نَجَاسَةَ السُّؤْرِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْعِلَّةَ بِانْفِرَادِهَا ضَعِيْفَةٌ اِذِ الدَّمُ الْمُسْتَقِرُّ فِىْ مَوْضِعِهٖ لَمْ يُعْطَ لَهٗ حُكْمُ النَّجَاسَةِ فِى الْحَيِّ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ حَيًّا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى كَانَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ مَاكُوْلَ اللَّحْمِ اَوْ غَيْرَهٗ لِاَنَّهٗ صَارَ بِالْمَوْتِ حَرَامًا فَالْحُرْمَةُ مَوْجُوْدَةٌ مَعَ اخْتِلَاطِ الدَّمِ فَيَكُوْنُ نَجِسًا وَاِنْ كَانَ مُذَكًّى كَانَ طَاهِرًا اَمَّا فِىْ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ فَلِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدِ الْحُرْمَةُ وَلَا اخْتِلَاطُ الدَّمِ وَاَمَّا فِىْ غَيْرِ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ فَلِاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدِ الْاِخْتِلَاطُ وَالْحُرْمَةُ الْمُجَرَّدَةُ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِى النَّجَاسَةِ عَلٰى مَا مَرَّ اَنَّهَا تَثْبُتُ بِاجْتِمَاعِ الْاَمْرَيْنِ ـ

فَاِنْ عُدِمَ الْمَاءُ اِلَّا نَبِيْذَ التَّمْرِ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ رح بِالْوُضُوْءِ بِهٖ فَقَطْ وَاَبُوْ يُوْسُفَ رح بِالتَّيَمُّمِ فَحَسْبُ وَمُحَمَّدٌ رح بِهِمَا وَالْخِلَافُ فِىْ نَبِيْذٍ هُوَ حُلْوٌ رَقِيْقٌ يَسِيْلُ كَالْمَاءِ اَمَّا اِذَا اشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا لَا يَتَوَضَّأُ بِهٖ اِجْمَاعًا ـ

সহজ তরজমা

পক্ষান্তরে যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয়, তাতে শুধু একটি কারণ পাওয়া যায়। আর তা হল রক্তের মিশ্রণ। তাই তার উচ্ছিষ্টের নাপাকত্ব প্রমাণিত হবে না। কেননা, এককভাবে এই عِلَّت (কারণ) দুর্বল। যে রক্ত স্ব-স্থানে স্থিতিশীল থাকে, জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে তার উপর নাজাসাতের হুকুম প্রদান করা হয় না। আর জীবিত না হওয়ার সুরতে যদি সে প্রাণী (শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায়) জবাইকৃত না হয় তবে তা নাপাক مَاكُوْلُ اللَّحْمِ হোক অথবা غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ হোক। কারণ হল মৃত্যুবরণ করার দরুণ তা হারাম হয়ে গেছে। এখানে রক্তের মিশ্রণের সাথে হুরমত বিদ্যমান। তাই এ প্রাণী নাপাকরূপে গণ্য হবে। আর যদি জবাইকৃত হয়, তবে তা পবিত্র। কেননা, مَاكُوْلُ اللَّحْمِ এর ক্ষেত্রে হুরমতও পাওয়া যায় নি এবং রক্তের মিশ্রণও পাওয়া যায় নি। আর غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ এর ক্ষেত্রে রক্তের মিশ্রণ পাওয়া যায় নি (জবাই করার মাধ্যমে প্রবাহিত রক্ত তা থেকে দূরীভূত হয়েছে তবে গোশত হারাম হওয়া বহাল রয়েছে) এবং শুধু হুরমত নাপাকত্ব প্রমাণে যথেষ্ট নয় যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং দু' জিনিসের একত্রে নাজাসাত প্রমাণিত হয়।

যদি নাবীযে তামার (খোরমা ভিজানো পানি) ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেছেন, তা দ্বারা শুধু ওযু করবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, শুধু তায়াম্মুম করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. (ওযু ও তায়াম্মুম) দু'টোই করার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। এ মতপার্থক্য ঐ নাবীয সম্পর্কে যা মিষ্ট এবং এমন তরল যে, সাধারণ পানির মত প্রবাহিত হয়। আর যদি তা গাঢ় ও নেশাযুক্ত হয়ে যায়, তবে তা দ্বারা সর্বসম্মতিতে ওযু করবে না।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنٰى نَبِيْذِ التَّمْرِ وَمَا حُكْمُهٗ فِى الْوُضُوْءِ بِهٖ؟

প্রশ্ন ঃ نَبِيْذُ التَّمْرِ এর পরিচয় এবং তা দ্বারা ওযুর বিধান কি?

উত্তর ঃ مَاءٌ مُطْلَق তথা সাধারণ পানি পাওয়া না গেলে নবীযে তামর দ্বারা ওযু করা জায়েয। নবীযে তামর দ্বারা ঐ পানি বুঝায় যাতে খোরমা ভিজানো হয় এবং উহা মিষ্টি হয়ে যায়। মুসান্নিফ রহ. নাবীযে তামারকে সুনির্দিষ্টভাবে এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, কিসমিস, গম, যব ইত্যাদি হতে তৈরী নাবীয দ্বারা ওযু জায়েয নয়। এসব নাবিযের উপর কিয়াস করে খোরমা ভিজানো পানি (نَبِيْذ تَمْر) দ্বারাও ওযু না হওয়া চাই। তবে নাবীযে তামার সম্পর্কে হাদীসে মাশহুর বিদ্যমান থাকায় কিয়াসের বিপরীতে তার বৈধতার হুকুম সাবিত হয়েছে। হাদীসটি হল– "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ" খোরমা পবিত্র এবং খোরমা ভিজানো পানি পবিত্রকারী। এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুরমা ভিজানো পানি দ্বারা ওযু করেছেন।

নাবীযে তামার তিন প্রকার।

(১) পানিতে খোরমা ভেজানোর পর তাতে মিষ্টতা এসে যাবে। কিন্তু পানির তরলতা বিদ্যমান থাকবে। এ নাবীয সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে তা দ্বারা ওযু করবে। তায়াম্মুম করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে তা দিয়ে ওযু করবে না বরং তায়াম্মুম করবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে তায়াম্মুম ও ওযু উভয়ই করবে।

(২) খোরমা ভিজানোর পর পানিতে মিষ্টতা আসেনি এবং পানি থেকে খোরমা তুলে নেওয়া হয়েছে। এ নাবীয দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযু জায়েয আছে।

(৩) যদি পানি গাঢ় হয়ে যায়, তা হলে তা দ্বারা ওযু না হওয়ার উপর আলিমগণ একমত।

www.pathagar.com

بَابُ التَّيَمُّمِ

هُوَلِمُحْدِثٍ وَجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْمَاءِ اَیْ عَلٰى مَاءٍ يَكْفِىْ لِطَهَارَتِهٖ حَتّٰى اِذَا كَانَ لِلْجُنُبِ مَاءٌ يَكْفِىْ لِلْوُضُوْءِ لَا لِلْغُسْلِ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَضِّىْ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح اَمَّا اِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَابَةِ حَدَثٌ يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ فَالتَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ بِالْاِتِّفَاقِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ لِلْمُحْدِثِ مَاءٌ يَكْفِىْ لِغَسْلِ بَعْضِ اَعْضَائِهٖ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ اَيْضًا **لِبُعْدِهٖ مِيْلًا** اَلْمِيْلُ ثُلُثُ الْفَرْسَخِ وَقِيْلَ ثَلٰثَةُ الَافِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُ مِائَةٍ اِلٰى اَرْبَعَةِ الَافٍ ۔ وَمَا ذُكِرَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ رح اَلْمِيْلُ اِنَّمَا يَكُوْنُ مُعْتَدًّا اِذَا كَانَ فِىْ طَرَفٍ غَيْرِ قُدَّامِهٖ حَتّٰى يَصِيْرَ مِيْلَيْنِ ذَهَابًا وَمَجِيْئًا فَاَمَّا اِذَا كَانَ فِىْ قُدَّامِهٖ فَيُعْتَبَرُ اَنْ يَكُوْنَ مِيْلَيْنِ **اَوْ لِمَرَضٍ** لَايَقْدِرُ مَعَهٗ عَلٰى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اَوْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرَضُهٗ حَتّٰى لَايُشْتَرَطُ خَوْفُ التَّلَفِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح اِذْ ضَرَرُ اشْتِدَادِ الْمَرَضِ فَوْقَ ضَرَرِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَهُوَ يُبِيْحُ التَّيَمُّمَ **اَوْ بَرْدٍ** اَیْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ يَضُرُّهٗ **اَوْ عَدُوٍّ اَوْ عَطَشٍ** اَیْ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ خَافَ الْعَطَشَ اَوْ اُبِيْحَ الْمَاءُ لِلشُّرْبِ حَتّٰى اِذَا وَجَدَ الْمُسَافِرُ مَاءً فِىْ جُبٍّ مُعَدًّا لِلشُّرْبِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ اِلَّا اِذَا كَانَ كَثِيْرًا فَيَسْتَدِلُّ عَلٰى اَنَّهَا لِلشُّرْبِ وَالْوُضُوْءِ فَاَمَّا الْمَاءُ الْمُعَدُّ لِلْوُضُوْءِ فَاِنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ وَعِنْدَ الْاِمَامِ الْفَضْلِىِّ رح عَكْسُ هٰذَا فَلَايَجُوْزُ **التَّيَمُّمُ اَوْ عَدَمِ اٰلَةٍ كَالدَّلْوِ** وَنَحْوِهَا ۔

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ

মুহদিছ (তথা যার ওযু নেই), **জুনুবী** (তথা যার উপর গোসল ফরয), **ঋতুবতী এবং নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্যে তায়াম্মুম জায়েয যখন তারা পানির উপর** (পানি ব্যবহারে) **সক্ষম না হয়** অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট হবে বটে, তবে গোসলের জন্যে যথেষ্ট নয়, তা হলে সে তায়াম্মুম করবে এবং আমাদের নিকট তার উপর ওযূ আবশ্যক নয়। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তবে যদি জানাবাতের (তায়াম্মুমের) পর ওযূ ওয়াজিবকারী কোনো হাদাছ সংযুক্ত হয়ে, তা হলে তার উপর ওযূ আবশ্যক হবে। জানাবাতের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তায়াম্মুম (এর বিধান) রয়েছে। তবে যদি মুহদিছের কাছে এ পরিমাণ পানি থাকে যা ওযূর কতিপয় অঙ্গ ধৌত করণে যথেষ্ট হবে, এ ক্ষেত্রেও মত পার্থক্য রয়েছে।

পানি এক মাইল দূরত্বে থাকার কারণে, মাইল হল এক ফারসাখের এক তৃতীয়াংশ (পরিমাণ দূরত্বে) এবং কারো মতে, তিন হাজার পাঁচশ হাত থেকে চার হাজার হাত পর্যন্ত (দূরত্বকে) এক মাইল বলা হয়।

www.pathagar.com

(مَتْن এ) যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা যাহিরী রিওয়ায়েত। ইমাম হাসান রহ. এর বর্ণনানুসারে (তায়াম্মুমের বৈধতার ক্ষেত্রে) এক মাইল তখন বিবেচ্য, যখন পানি তার সম্মুখ দিকের বিপরীতে হয় (ডানে, বামে বা পিছনে) যাতে আসা, যাওয়ায় দু'মাইল হয়ে যায়। তবে যদি পানি তার সম্মুখে অবস্থিত হয়, তখন দু'মাইল দূরত্বে পানি থাকা ধর্তব্য করা হবে।

অথবা অসুস্থতার কারণে, যে অসুস্থতায় সে পানি ব্যবহার করার উপর সক্ষম নয় অথবা যদি সে পানি ব্যবহার করে, তা হলে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে। তবে অঙ্গহানীর আশংকা থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে গুরুতর। অথচ এটা তায়াম্মুমের বৈধতা প্রমাণ করে (তাই অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির কারণে তা বৈধ হওয়া আরো যুক্তিসঙ্গত)।

অথবা ঠাণ্ডার কারণে অর্থাৎ যদি পানি ব্যবহার করে, তবে তার ক্ষতি হবে **অথবা শত্রু বা পিপাসার কারণে** অর্থাৎ পানি ব্যবহার করলে সে পিপাসার আশংকায় শংকিত হয় কিংবা এ পানি শুধু পান করার জন্যে অনুমতি রয়েছে। এমনকি যদি মুসাফির কলসে বা বরতনে পান করার জন্যে রক্ষিত পানি পায়, তবে তার জন্যে তায়াম্মুম জায়েয। কিন্তু যদি পানি অধিক পরিমাণ হয়, তবে এটাকে একথার উপর দলীল স্বরূপ পেশ করা হবে যে, এ পানি পান করা এবং ওযূ করার জন্যে রাখা হয়েছে। তবে যে পানি ওযূর জন্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা পান করাও বৈধ। এবং ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফযল রহ. এর মত এর বিপরীত। সুতরাং তার মতে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। **অথবা পানি উঠানোর যন্ত্র না থাকার কারণে, যেমন বালতি** এবং তার অনুরূপ কোনো বস্তু।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ مَشْرُوْعِيَّةَ التَّيَمُّمِ ثُمَّ بَيِّنْ مَعْنَى التَّيَمُّمِ وَحُكْمَهُ

প্রশ্ন ঃ تَيَمُّم এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাসহ তায়াম্মুমের অর্থ ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি. সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ 'বায়দা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দেন। এ স্থানে আয়েশা রাযি. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে যান। সেখানে ঘটনাচক্রে তার গলার হার হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে কিছু সংখ্যক সাহাবী তা তালাশ করতে বের হয়ে গেলেন।

এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পানি না থাকায় সকলেই মহা সংকটে নিপতিত হন। হযরত আবূ বকর রাযি. নিজের কন্যা হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন।

তখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দেন এবং তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এক অপার অনুকম্পা –যা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য বটে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ বিধান একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

تَيَمُّم এর সংজ্ঞা : تَيَمُّم শব্দের আভিধানিক অর্থ হল اَلْقَصْدُ ইচ্ছে করা, সংকল্প করা। শরী'আতের পরিভাষায় قَصْدُ الصَّعِيْدِ الطَّاهِرِ لِلتَّطْهِيْرِ পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাক মাটির ইচ্ছে করা।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : هُوَ لِمُحْدِثٍ وَجُنُبٍ .... الخ

প্রশ্ন : তায়াম্মুম করা যাদের জন্য জায়েয এর বিবরণে জুনুবী ঋতুবতী এবং নিফাসগ্রস্তকে পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হয়েছে অথচ–هُوَطَهُرُ الْمُحْدِثِ বাক্যেই এরা সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, হদছ ছোট হোক বা বড় হোক সকলের উপর مُحْدِث শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। এর কারণ কি?

উত্তর : ব্যাখ্যাকারগণ এর উত্তরে বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবীদের মতে তায়াম্মুম কেবলমাত্র হাদাসে আসগরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সিদ্ধ। জুনুবী তথা যার উপর গোসল ফরয তার জন্য জায়েয নয় কিন্তু পরবর্তীতে জানাবাত অবস্থায় তায়াম্মুমের বৈধতার উপর উলামাদের সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে এবং বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী মতানৈক্যের অগ্রহণযোগ্যতার দিকে ইঙ্গিত করার প্রেক্ষিতে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلسُّؤَالُ : مَتٰى يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ وَلِمَنْ؟

প্রশ্ন : তায়াম্মুম করা কখন, কাদের জন্য জায়েয?

উত্তর : মুহদিছ, জুনুবী, ঋতুবতী এবং নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয, যদি তারা পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হয়। যদি জুনুবী ব্যক্তি ওযু যথেষ্ট হয় পরিমাণ পানি পায়, তবে তা গোসলের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে, তার উপর ওযু আবশ্যক নয়। এটা আহনাফদের মতামত। শাফিঈ রহ.-এর মতে ওযু করবে ও গোসলের জন্য তায়াম্মুম করবে।

পানির উপর সক্ষম না হওয়ার কয়েকটি সুরত হতে পারে–

(১) قَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِيْلًا ঃ যদি কোনো ব্যক্তি শহরের বাইরে এমন কোনো স্থানে অবস্থান করে যে, তার মাঝে ও পানির মাঝে শরী'আত নির্ধারিত এক মাইলের দূরত্ব থাকে, তা হলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। ফরসখ এর এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ দূরত্বকে মাইল বলা হয়, যা ১৮০০ ফুট প্রায়।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে ইমাম হাসানের সূত্রে বর্ণিত, পানি যদি তালাশকারীর সম্মুখ দিকে থাকে, তা হলে তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার জন্য দুই মাইল বিবেচ্য হবে। আর যদি তার চলার বিপরীতে অবস্থিত হয়, তা হলে এক মাইল ধর্তব্য হবে। কেননা, এ অবস্থায় আসা-যাওয়া দুই মাইল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ইংরেজী ৪৮ মাইলে ৬৯ কিলোমিটার হয়।

قَوْلُهُ : لِمَرَضٍ ঃ যদি এমন রোগ হয় যে, সে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম অথবা পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয আছে।

(৩) قَوْلُهُ : أَوْ بَرْدٍ ঃ পানি ব্যবহার করলে ঠাণ্ডায় ক্ষতি হবে আশংকা হলে।

(৪) قَوْلُهُ : أَوْ عَدُوٍّ ঃ পানির স্থানে যেতে দুশমন বা হিংস্র প্রাণীর ভয় হলে আর কোনো উপায়ে পানি সংগ্রহ করতে না পারলে সে কার্যত অক্ষম গণ্য হবে।

(৫) قَوْلُهُ : أَوْ عَطَشٍ ঃ রক্ষিত পানি ব্যবহার করলে পিপাসার আশংকায় শংকিত হলে তাকেও অক্ষম ধরা হবে। তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার জন্য এ মুহূর্তে পিপাসা আবশ্যক নয়।

(৬) قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمِ اٰلَةٍ ঃ কূপ থেকে পানি তোলার জন্যে কোনো বস্তু, বালতি ইত্যাদি না পাওয়া গেলে সেও মূলত অক্ষম। তার জন্য তায়াম্মুম জায়েয।

www.pathagar.com

أَوْ خَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِي الْابْتِدَاءِ اَيْ اِذَا خَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ جَازَ لَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَشْرَعُ فِيْهَا هٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ **وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّأً وَالْحَدَثُ لِلْبِنَاءِ** اَيْ اِذَا شَرَعَ فِيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ مُتَوَضِّأً ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَيَخَافُ اَنَّهُ اِنْ تَوَضَّأَ يَفُوْتُهُ الصَّلٰوةُ جَازَ لَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ لِلْبِنَاءِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح خِلَافًا لَهُمَا وَاِنْ شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِلْبِنَاءِ بِالْاِتِّفَاقِ فَقَوْلُهُ هُوَ لِمُحْدِثٍ مُبْتَدَأٌ وَضَرْبَةٌ خَبَرُهُ وَلَمْ يَقْدِرُوْا صِفَةٌ لِمُحْدِثٍ وَمَا بَعْدَهُ كَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِيْلًا مَعَ الْمَعْطُوْفَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقْدِرُوْا وَفِي الْابْتِدَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبْتَدَأِ تَقْدِيْرُهُ اَلتَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِي الْابْتِدَاءِ وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّئًا ضَرْبَةٌ **اَوْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ لَا لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ** لِاَنَّ فَوْتَهُمَا اِلٰى خَلَفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ وَالْقَضَاءُ ـ

সহজ তরজমা

অথবা ঈদের নামায ফউত হওয়ার (ছুটে যাওয়ার) আশঙ্কা হলে নামাযের প্রারম্ভে অর্থাৎ যদি কেউ ঈদের নামায ফউত হওয়ার আশঙ্কা করে তবে তার জন্যে জায়েয আছে যে, সে তায়াম্মুম করবে এবং তা দ্বারাই নামায আরম্ভ করবে। এটা সর্বসম্মত অভিমত। এবং ওযূ করতঃ নামায শুরুর করার পর যদি হাদাছগ্রস্ত হয়, তবে নামাযের বেনা তথা বাকি নামায আদায়ের জন্যে (তায়াম্মুম জায়েয) অর্থাৎ যদি ওযূ দ্বারা ঈদের নামায শুরু করে থাকে এরপর নামাযের মাঝখানে হাদাছগ্রস্ত হয় এবং আশংকা করে যে, ওযূ করতে গেলে নামায ফউত হয়ে যাবে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে বেনার জন্যে তায়াম্মুম করবে (বেনা অর্থ নতুনভাবে নামায শুরু করবে না বরং অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে)

মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি هُوَ لِمُحْدِثٍ বাক্যটি। مُبْتَدَا ও ضَرْبَة শব্দটি তার خَبَر এবং لَمْ يَقْدِرُوْا বিশেষণটি مُحْدِث ও তার পরবর্তী جُنُبٍ وَحَائِضٍ ইত্যাদি পদসমূহের صِفَت আর মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি لِبُعْدِهِ مِيْلًا বাক্যটি তার সমস্ত মা'তুফসহ গ্রন্থকারের উক্তি لَمْ يَقْدِرُوْا। বিশেষণের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং فِي الْابْتِدَاءِ পদটি مُبْتَدَاء এর সাথে সম্পৃক্ত। তাই ইবারতের উহ্য অংশটি এই যে, اَلتَّيَمُّمُ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِي الْابْتِدَاءِ وَبَعْدَ الشُّرُوْعِ مُتَوَضِّئًا ضَرْبَةٌ অথবা জানাযার নামায ফউত হওয়ার আশংকা হলে (শরীয়ত সম্মত) অভিভাবক ছাড়া অন্যদের জন্যে (তায়াম্মুম জায়েয) তবে জুমু'আ এবং ওয়াক্তিয়ার নামায ফউত হওয়ার আশংকা হলে জায়েয নয়। কেননা, দু'টোই প্রতিনিধি রেখে ফউত হয়। আর তাহল যোহরের নামায (জুম'আর জন্য) এবং কাযা আদায় করা (ওয়াক্তিয়ার জন্যে)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায, জুমা ও ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে যাওয়ার ভয়ে تَيَمُّم করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি কোনো ব্যক্তির এই ভয় হয় যে, যদি সে ওযু করতে যায়, তা হলে তার ঈদের নামায ছুটে যাবে, তা হলে তার জন্য তায়াম্মুম করে ঈদের নামায আদায় করা জায়েয আছে। চাই সে সুস্থ হোক বা তার কাছে পানি

www.pathagar.com

বিদ্যমান থাকুক। এমনিভাবে যদি জানাযা প্রস্তুত আছে, যদি সে ওযু করে তা হলে তার জানাযা ছুটে যাওয়ার ভয় হয়, তা হলে তার জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। কারণ জানাযা নামাযের কোনো خَلِيْفَه স্থলাভিষিক্ত নেই। তাই তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ হবে।

ওয়াক্তিয়া নামায ও জুমআর নামায ছুটে যাওয়ার ভয় হলেও তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়েয হবে না। কারণ, জুমআর নামাযের خَلِيْفَه বা স্থলাভিষিক্ত যোহরের নামায। আর ওয়াক্তিয়া নামাযের خَلِيْفَه বা স্থলাভিষিক্ত বিকল্প হিসেবে ক্বাযা নামায রয়েছে।

قَوْلُهُ : اَوْخَوْفِ فَوْتِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِىْ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسَائِلَ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিচের মাসাআলা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যদি কোনো মুসল্লি ব্যক্তির এ ভয় হয় যে, যদি ওযু করে তবে তার ঈদের নামায শেষ হয়ে যাবে, তবে তায়াম্মুম করে ঈদের নামায আদায় করা তার জন্য বৈধ। যদিও সে সুস্থ এবং পানিও উপস্থিত থাকে। ঈদের নামাজের জন্য তায়াম্মুম এজন্য জায়েয যে, ঈদের নামায ছুটে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ তা ছুটে গেলে এর কোনো কাযা নেই তাই তার কাছে পানি থাকা না থাকা বরাবর। এর দ্বারা এটিও প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক এমন ইবাদত যার কাযা নেই – আর তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, যদি সে ওযু করতে চায় তবে তার উক্ত ইবাদত ছুটে যাবে, তা হলে তায়াম্মুম করে উক্ত ইবাদাতে শরিক হওয়া তার জন্য বৈধ। যেমন জানাযার নামায কিন্তু যদি ইদের জামাত কিছুক্ষণ পর পর বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয় তবে সে ওযু করে অন্য জামাতে শরিক হবে।

قَوْلُهُ : اِذَا شَرَعَ فِىْ صَلَاةِ الْعِيْدِ مُتَوَضِّئًا : অর্থাৎ যখন ওযু করে ঈদের নামায শুরু করে আর নামাজের মধ্যে তার ওযু ভেঙ্গে যায়, তখন যদি তার এ ভয় যে, যদি সে ওযু করতে যায় তবে তার পূর্ণ নামায ছুটে যাবে, তবে সে তায়াম্মুম করে দ্বিতীয় বার নামাজের বিনা করবে। আর যদি তার ধারণা হয় যে, ওযু করতে করতে তার পূর্ণ নামায ছুটবে না। বরং সে কিছু অংশ পেয়ে যাবে তবে ওযু করে বিনা করবে। যেমন প্রথম রাকাতেই ওযু ভেঙ্গে গেছে এরং পানি নিকটেই আছে এবং তাড়াতাড়ি ওযু করে দ্বিতীয় রাকাত কিংবা বৈঠকে শরিক হতে পারবে, তবে তায়াম্মুম জায়েয নেই, বরং ওযুই করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে তায়াম্মুম করে ঈদের জামাতে শরিক হয় এবং নামাযের মধ্যে তার অযু ভেঙ্গে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার জন্য তায়াম্মুম করে উক্ত নামাজেই দ্বিতীয়বার শরিক হওয়া জায়েয। কেননা, যদি তাকে এখন ওযুর নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তাই পূর্ণ নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, প্রথমে যখন সে তায়াম্মুম করেছিল তখনো এর হুকুম এমন ছিল যে, যেন সে পানি পায়নি। আর এখন সে নামাজে পানি পেয়ে গেছে তাই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে গেছে। যেহেতু এ অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যায় এবং এ নামাজের কাযাও নেই, তাই সকল ইমাম এতে একমত যে, সে তায়াম্মুম করে দ্বিতীয় বার নামায বিনা করবে ।

قَوْلُهُ : اَوْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ : এ বাক্যটির আতফ صَلَاةُ الْعِيْدِ বাক্যের উপর অর্থাৎ জানাযা সামনে অভিভাবক বা পরিবারের লোক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ভয় হয় যে, ওযু করতে গেলে তার নামায ছুটে যাবে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা এ নামায ছুটে গেলে তার কোনো কাযা নেই। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ও পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য তায়াম্মুম করে জানাজায় শরিক হওয়া জায়েয হবে না। কেননা, সে নামাজে জানাযাকে কিছু সময়ের জন্য বিলম্বিত করতে পারে। অভিবাবক বা পরিবারের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ ব্যক্তি যার মত ব্যক্তির জানাযার ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে। চাই ঐ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকটত্মীয়

www.pathagar.com

হোক কিংবা না হোক। যেমন রাষ্ট্রপতি বা বিচারপতি। এখন যদি অভিভাবক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি তায়াম্মুম করে জানাযার নামাজে শরিক হয় এবং সাথে সাথে অন্য জানাযা উপস্থিত হয়, তা হলে যদি তার এ পরিমাণ সময় থাকে যে, ওযু করে জানাযায় শরিক হতে পারে তবে সে ওযু করেই দ্বিতীয় জানাযায় শরিক হবে। আর যদি দ্বিতীয় জানাযা বিলম্ব না হয় তবে সে তায়াম্মুম দ্বারাই জানাজা পড়ে নেবে।

قَوْلُهُ : وَهُوَ الظُّهْرُ : এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার দিনে মূল হল, জুমার নামায আর জোহর হলো এর খলিফা। যখন আসলের উপর আমল করা কষ্টকর হয় তখন এর স্থানে এর খলিফা চলে আসবে অর্থাৎ যখন জুমু'আর নামায আদায় করতে অক্ষম হবে তখন যোহরের নামায আদায় করবে। এটি ইমাম যুহরী রহ. এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে জুমু'আ ও যোহরের দুটির যে কোনো একটি ফরজ। ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, ওয়াক্ত হচ্ছে জোহরের ফরজ নামাজের। কিন্তু সে দিন জুমু'আর নামায ফরজ হওয়ার কারণে মানুষ জোহরের নামাযকে বর্জন করার ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এটি যা আল্লামা আইনী ও অন্যান্যে ইমামগণ বলেছেন যে, জোহরের নামায হচ্ছে মূল বা আসল এটি কারো খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত নয়। তবে ধরনটা এমন হয়ে যাবে, যদি জুমার নামায ছুটে যায় তবে যোহরের নামায এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ : وَالْقَضَاءُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওয়াক্তিয়া নামায দ্বারা এ ফরজ ওয়াজিব নামায উদ্দেশ্য যা ছুটে গেলে কাযা করা যায়। অন্যথায় চন্দ্রগ্রহণের নামায সূর্য গ্রহণের নামায এবং তার বাইরের নামায ও ওয়াক্তিয়া নামায এগুলো নির্ধারিত সময়েই আদায় করা হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শুধু কাযা বলাই যথেষ্ট ছিল, জোহর বলার কোনো প্রযোজন ছিল না। কেননা কাযা এর মধ্যে জোহরও শামিল। উত্তর হচ্ছে জুমায় কখনো ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার দ্বারা ছুটে যায়। আবার কখনো ইমাম সাহেবের সালাম ফিরিয়ে ফেলার দ্বারা তথা জামাত ছুটার দ্বারা ছুটে যায়। কেননা জুমার নামায কয়েকবার আদায় করা হয় না। অতএব, জোহরের নামাজের মধ্যে আদা ও কাযা শামিল। তাই যোহর শব্দকে আলাদা উল্লেখ করে আদা এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ضَرْبَةٌ لِمَسْحِ وَجْهِهٖ وَضَرْبَةٌ لِيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيْبُ عِنْدَنَا وَالْفَتْوٰى عَلٰى اَنَّهٗ يُشْتَرَطُ الْاِسْتِيْعَابُ حَتّٰى لَوْ بَقِىَ شَيْئٌ قَلِيْلٌ لَا يُجْزِيْهِ وَالْاَحْسَنُ فِىْ مَسْحِ الذِّرَاعَيْنِ اَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَ الذِّرَاعِ الْيُمْنٰى بِالْوُسْطٰى وَالْبِنْصَرِ وَالْخِنْصَرِ مَعَ شَيْئٍ مِّنَ الْكَفِّ الْيُسْرٰى مُبْتَدِئًا مِنْ رُءُوْسِ الْاَصَابِعِ ثُمَّ بَاطِنَهَا بِالْمُسَبِّحَةِ وَالْاِبْهَامِ اِلٰى رُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَهٰكَذَا يَفْعَلُ بِالذِّرَاعِ الْيُسْرٰى ثُمَّ اِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْغُبَارُ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّخَلِّلَ اَصَابِعَهٗ فَيَحْتَاجُ اِلٰى ضَرْبَةٍ ثَالِثَةٍ لِتَخْلِيْلِهَا **عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ** مُتَعَلِّقٌ بِضَرْبَةٍ **مِّنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ** وَكَذَا الْكُحْلُ وَالزَّرْنِيْخُ وَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا يَجُوْزُ بِهِمَا اِذَا كَانَا مَسْبُوْكَيْنِ فَاِنْ كَانَا غَيْرَ مَسْبُوْكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ بِالتُّرَابِ يَجُوْزُ بِهِمَا وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ يَجُوْزُ وَلَا يَجُوْزُ عَلٰى مَكَانٍ كَانَ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَقَدْ زَالَ اَثَرُهَا مَعَ اَنَّهٗ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ بِالرَّمَادِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَمُحَمَّدٍ رح وَمَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فَلَا يَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح لَا يَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ **وَلَوْ بِلَا نَقْعٍ وَعَلَيْهِ** اَىْ عَلَى النَّقْعِ فَلَوْ كَنَسَ دَارًا اَوْ هَدَمَ حَائِطًا اَوْ كَالَ حِنْطَةً فَاَصَابَ عَلٰى وَجْهِهٖ وَذِرَاعَيْهِ غُبَارٌ لَا يَجُوْزُ بِهٖ حَتّٰى يُمِرَّ يَدَهٗ عَلَيْهِ . **مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الصَّعِيْدِ بِنِيَّةِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ** فَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ خِلَافًا لِزُفَرَ رح حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهٖ حَدَثَانِ حَدَثٌ يُوْجِبُ الْغُسْلَ كَالْجَنَابَةِ وَحَدَثٌ يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّنْوِىَ عَنْهُمَا فَاِنْ نَوٰى عَنْ اَحَدِهِمَا لَا يَقَعُ عَنِ الْاٰخَرِ لٰكِنْ يَّكْفِىْ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا .

সহজ তরজমা

(তায়াম্মুম হল) **মুখমণ্ডল মাসাহর জন্যে মাটিতে একবার হাত মারা। কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসাহর জন্যে আরেকবার হাত মারা।** আমাদের নিকট তায়াম্মুমের ধারাবাহিকতা রক্ষা শর্ত নয়। তবে ফতওয়া হল মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হওয়া আবশ্যক, এমনকি যদি সামান্য জায়গা মাসাহ থেকে রয়ে যায়, তবে তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। হস্তদ্বয় মাসাহ করার উত্তম পদ্ধতি হল ডান হাতের পৃষ্ঠদেশে বাম হাতের (তিন আঙ্গুল) মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার সাথে তালুর কিছু অংশ মিলিয়ে মাসাহ করবে এভাবে যে, আঙ্গুল দ্বারা মাথা থেকে শুরু করে (কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে)। এরপর তার বক্ষদেশে শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা আঙ্গুলের মাথা থেকে মাসাহ করবে এবং এ পদ্ধতিতেই বাম হাত মাসাহ করবে। যদি আঙ্গুলসমূহের মাঝে বালু প্রবেশ না করে, তা হলে তায়াম্মুমকারীর উপর ওয়াজিব যে, সে আঙ্গুলগুলো খেলাল করবে।

www.pathagar.com

সুতরাং আঙ্গুল খেলাল করার জন্যে তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন হবে। মাটি জাতীয় যে কোনো পাক বস্তুতে (হাত মারা) عَلٰى كُلِّ طَاهِرٍ বাক্যটি ضَرْبَةٌ পদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন– মাটি, বালু ও পাথর তদ্রূপ সুরমা ও হরিতাল-খনিজ হলুদ দ্রব্য। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না, যখন এগুলো বিগলিত হয়। আর যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিগলিত না হয় বরং মাটির সাথে সংমিশ্রিত থাকে, তবে এ দু'টো দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েয হবে। গম ও যবের উপর যদি ধূলা জমে থাকে, তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। যে জায়গায় নাপাকী পতিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার চিহ্ন দূরীভূত হয়ে গিয়েছে, সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না, তবে সেখানে নামায পড়া বৈধ। ছাই দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে, মাটি ও বালু ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, মাটি ছাড়া তায়াম্মুম জায়েয নয়। <u>যদিও</u> (মৃত্তিকা জাতীয় জিনিসের উপর) <u>ধূলা জমে না থাকে এবং ধূলার উপর</u> (তায়াম্মুম জায়েয)। সুতরাং কেউ যদি ঘর ঝাড়ু দেয় অথবা দেওয়াল ভাঙ্গে কিংবা গম পরিমাপ করে। আর তার মুখে ও হস্তদ্বয়ে ধূলা লাগে, এতে তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ না সেখানে হাত বুলাবে। **<u>মাটি ব্যবহারে সক্ষম হলেও, নামায আদায়ের নিয়ত করে তায়াম্মুম করা ফরয</u>**, এতে ইমাম যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে। যদি কারও দু'টি হাদাছ পেশ হয়, একটি গোসল ওয়াজিবকারী যেমন– জানাবাত, আরেকটি অযূ ওয়াজিবকারী, তবে দু'টোর আলাদা নিয়ত করা জরুরী। যদি (হাদাছে আসগার ও জানাবাত) থেকে একটির নিয়ত করে, তা হলে এ তায়াম্মুম অপরটি থেকে সংঘটিত হবে না। কিন্তু একই তায়াম্মুম দু'টোর জন্যে যথেষ্ট হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبِ الطَّرِيْقَةَ الْمَسْنُوْنَةَ لِلتَّيَمُّمِ

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুম করার পদ্ধতি লিখ।

উত্তর ঃ প্রথমে তায়াম্মুম করার নিয়ত করবে, আমি নাপাকী দূর করার জন্য অথবা নামায পড়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। নিয়তের পর দু'বার উভয় হাত মাটিতে মারবে। প্রথমবার হাত মেরে সমস্ত মুখ মাসাহ করবে। দ্বিতীয়বার মেরে কনুইসহ উভয় হাত মাসাহ করবে।

তায়াম্মুমে তারতীব আবশ্যক নয়। তবে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী। বিন্দুমাত্রও মাসাহ বাকী থাকলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন যে, আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে এবং আংটি খুলে নিবে, যাতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হয়। দুনো হাত মাসাহ করার সুন্দর নিয়ম হল, বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার সাথে তালুর কিছু অংশ মিলিয়ে ডান হাতের পৃষ্ঠদেশে মাসাহ করবে। অতঃপর একই নিয়মে বাম হাত মাসাহ করবে।

কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয :

মাটি এবং মাটি জাতীয় অন্যান্য বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। মাটি, বালু, পাথর ইত্যাদি। جِنْسُ الْاَرْضِ তথা মাটি জাতীয় বস্তু হল যেগুলো আগুনে জ্বালালে ছাই হয় না এবং পোড়ালে গলেও না। তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার জন্য এগুলোর উপর ধূলা থাকা শর্ত নয়।

তবে যে সমস্ত বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বা গলে যায়, তা মাটি জাতীয় বস্তু নয়। যেমন কাঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিতল ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ নয়। তবে যদি এসব বস্তুর উপর ধূলা জমে থাকে, তা

www.pathagar.com

হলে জায়েয হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে।

اَلسُّوَالُ : اَلنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন ঃ তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত ফরয কিনা ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ জমহুর ফুকাহার মতে তায়াম্মুমে নিয়ত ফরয। এতে ইমাম যুফার রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তিনি বলেন, নিয়ত ফরয নয়। কেননা পবিত্রতা অর্জনে তায়াম্মুম ওযুর প্রতিনিধি। পানি না পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তায়াম্মুম বৈধ।

আর ওযুতে নিয়ত ফরয নয় বিধায় তায়াম্মুমেও ফরয হবে না। অন্যথায় গুণের দিক থেকে প্রতিনিধি। তার আসলের বিপরীত হয়ে যাবে।

জমহুর ফুকাহার দলীল এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا থেকে তায়াম্মুমের নিয়ত ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা তায়াম্মুমের শাব্দিক অর্থ হল, ইচ্ছে করা, সংকল্প করা। সুতরাং যার অর্থ-ই হল ইচ্ছে ও নিয়ত, তা নিয়ত ছাড়া সঠিক হয় কিভাবে? এছাড়া মাটি স্বকীয়ভাবে পবিত্রকারী নয়। বরং মাটিকে পানি না থাকাবস্থায় পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরয। পানি এর বিপরীত। কেননা পানি সৃষ্টিগতভাবেই পবিত্রকারী। কাজেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে নিয়ত আবশ্যক নয়।

www.pathagar.com

فَلَايَجُوْزُ تَيَمُّمُ كَافِرٍ لِاِسْلَامِهٖ اَىْ لَايَجُوْزُ الصَّلٰوةُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ رح فَعِنْدَهٗ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِىْ حَقِّ جَوَازِ الصَّلٰوةِ اَنْ يَنْوِىَ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً سَوَاءٌ لَاتَصِحُّ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ كَالصَّلٰوةِ اَوْتَصِحُّ كَالْاِسْلَامِ وَعِنْدَهُمَا قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ لَا تَصِحُّ اِلَّا بِالطَّهَارَةِ فَاِنْ تَيَمَّمَ لِصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ اَوْ سِجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَجُوْزُ بِهٰذَا التَّيَمُّمِ اَدَاءُ الْمَكْتُوْبَاتِ وَاِنْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ اَوْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ لَاتَصِحُّ بِهِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهٗ لَمْ يَنْوِ بِهٖ قُرْبَةً مَقْصُوْدَةً لٰكِنْ يَحِلُّ لَهٗ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَدُخُوْلُ الْمَسْجِدِ ۔

وَجَازَ وُضُوْءُهٗ بِلَا نِيَّةٍ حَتّٰى اِنْ تَوَضَّأَ بِلَانِيَّةٍ فَاَسْلَمَ جَازَ صَلٰوتُهٗ بِهٰذَا الْوُضُوْءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ رح وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَسْأَلَةِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ وَاِنْ تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ فَاَسْلَمَ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ اَيْضًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ وَاِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ مُبَالَغَةً فَيَصِحُّ وُضُوْءُ الْكَافِرِ مَعَ النِّيَّةِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى ۔

সহজ তরজমা

<u>ইসলাম গ্রহণের নিয়তে কাফিরের তায়াম্মুম জায়েয হবে না।</u> অর্থাৎ এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায শুদ্ধ নয়। এটা তরফাইনের মত। এতে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে নামায বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল ইবাদতে মাকসূদা তথা উদ্দিষ্ট ইবাদত এর নিয়ত করা। চাই তা এমন (উদ্দিষ্ট ইবাদত) হোক যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না যেমন– নামায, অথবা এমন ইবাদত হোক যা (তাহারাত ছাড়া) বিশুদ্ধ হয়। যেমন– ইসলাম গ্রহণ। আর তরফাইনের মতে, (তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল) তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা। সুতরাং কেউ যদি সালাতে জানাযার বা সাজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে তায়াম্মুম করে, তা হলে এই তায়াম্মুম দ্বারা ফারায়েয আদায় করা বৈধ। আর যদি কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বা মসজিদে প্রবেশের জন্যে তায়াম্মুম করে, তা হলে এ দ্বারা নামায বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, সে তায়াম্মুমে উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করেনি। তবে তার জন্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

<u>এবং নিয়ত ছাড়া কাফিরের অযূ জায়েয হবে।</u> এমনকি যদি সে নিয়ত না করে অযূ করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে এই ওযূ দ্বারা তার নামায জায়েয হবে। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে এবং এ মত পার্থক্য ওযূতে নিয়ত শর্ত হওয়ার মাসআলার ভিত্তিতে সৃষ্ট। আর যদি সে নিয়ত করেই ওযূ করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও (আমাদের মাঝে ও শাফিয়ী রহ. এর মাঝে) মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, কাফির ব্যক্তির নিয়ত অর্থহীন সে নিয়ত করার যোগ্য না হওয়ার কারণে। মুসান্নিফ রহ. ব্যাপকতা বোঝাতে بِلَا نِيَّةٍ বলেছেন। সুতরাং নিয়ত করলে কাফিরের ওযূ অতি উত্তমরূপে বিশুদ্ধ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوْزُ تَيَمُّمُ كَافِرٍ لِإِسْلَامِهِ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ اِخْتِلَافَ الْاَئِمَّةِ فِى الْمَسْئَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ

প্রশ্ন ঃ উপরে উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তায়াম্মুম করার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, কাফিরের তায়াম্মুম শুদ্ধ হয় না বিধায় তার দ্বারা নামায পড়া বৈধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে কাফিরের তায়াম্মুম সহীহ্ এবং তার দ্বারা নামায পড়াও বৈধ। তদ্রূপভাবে যদি কোনো কাফির নিয়ত না করে ওযু করে তারপরই ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে ঐ ওযু দ্বারা নামায পড়া বৈধ হবে। এটা হানাফীদের অভিমত। কেননা পানি স্বকীয়ভাবে পবিত্রতাকারী। তাই তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত জরুরী নয়। যেমন– তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এ কাপড় দ্বারা নামায পড়া বৈধ।

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে নিয়ত ছাড়া ওযু শুদ্ধ হবে না। আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, হানাফীদের নিকট ওযুতে নিয়ত করা শর্ত নয়। আর ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে শর্ত। সুতরাং যারা বলে ওযুতে নিয়ত শর্ত, তাদের নিটক নিয়ত ছাড়া ওযু হবে না। আর হানাফীদের মতে যেহেতু নিয়ত শর্ত নয়, সেহেতু নিয়ত ছাড়া ওযু গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কোনো কাফির নিয়ত করে ওযু করে ও তার পর ইসলাম গ্রহণ করে, এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের নিকট শুদ্ধ হবে। আর ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে কাফির নিয়ত করার যোগ্য নয়।

www.pathagar.com

وَيَصِحُّ فِى الْوَقْتِ اِتِّفَاقًا وَقَبْلَهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَلَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اِلَّا فِى الْوَقْتِ عِنْدَهُ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى مَاعُرِفَ فِى اُصُوْلِ الْفِقْهِ اَنَّ التُّرَابَ خَلَفٌ ضَرُوْرِىٌّ لِلْمَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا خَلَفٌ مُطْلَقٌ فَفِى اِنَائَيْنِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ حِجَجٍ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا . **وَبَعْدَ طَلَبِهِ مِنْ رَفِيْقٍ لَهُ مَاءٌ مَنَعَهُ** حَتّٰى اِذَا صَلّٰى بَعْدَ الْمَنْعِ ثُمَّ اَعْطَاهُ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْاٰنَ فَلَا يُعِيْدُ مَا قَدْ صَلّٰى **وَقَبْلَ طَلَبِهِ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا** هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْهِدَايَةِ .

وَذُكِرَ فِى الْمَبْسُوْطِ اَنَّهُ اِنْ لَّمْ يَطْلُبْ مِنْهُ وَصَلّٰى لَمْ يَجُزْ لِاَنَّ الْمَاءَ مَبْذُوْلٌ عَادَةً وَفِى مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنَ الْمَبْسُوْطِ اَنَّهُ اِنْ كَانَ مَعَ رَفِيْقِهِ مَاءٌ فَعَلَيْهِ اَنْ يَّسْأَلَهُ اِلَّا عَلٰى قَوْلِ حَسَنِ بْنِ زِيَادٍ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَفِيْهِ بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَمْ يُشْرَعِ التَّيَمُّمُ اِلَّا لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ مَاءُ الطَّهَارَةِ مَبْذُوْلٌ عَادَةً وَلَيْسَ فِى سُؤَالِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مَذَلَّةٌ فَقَدْ سَاَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ حَوَائِجِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

সহজ তরজমা

তায়াম্মুম (নামাযের) ওয়াক্তে সর্বসম্মতিতে শুদ্ধ হবে এবং ওয়াক্ত আসার পূর্বেও। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে তায়াম্মুম দ্বারা নামায শুধু ওয়াক্তের মধ্যে জায়েয হবে। এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, যা উসূলে ফিকহে প্রমাণিত, ইমাম শাফিয়ী রহ. এর নিকট মাটি প্রয়োজনবশত পানির প্রতিনিধি, আর আমাদের নিকট মাটি স্বকীয় স্থলবর্তী। সুতরাং যদি দুই পাত্রে পানি থাকে, এক পাত্র পাক, অপরটি নাপাক। এমতাবস্থায় আমাদের নিকট তায়াম্মুম জায়েয হবে। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। নবী ﷺ এর বাণী, اَلتُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ حِجَجٍ (মাটি হল মুসলমানের জন্যে পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমনকি দশ বছরও যদি হয়) আমাদের মতামতকে সমর্থন করে।

সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকলে তার কাছে পানি চাওয়ার পর সে তা দিতে অস্বীকার করলে (তায়াম্মুম জয়েয)। এমনকি অস্বীকার করার পর যখন সে তায়াম্মুম করে নামায আদয় করে নিল। তারপর সঙ্গী তাকে পানি প্রদান করল, তখন তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে উক্ত নামায দোহরাবে না এবং সঙ্গীর কাছে পানি চাওয়ার আগে তায়াম্মুম জায়েয। এতে সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। হেদায়াগ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আর মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি সঙ্গীর কাছে পানি না চেয়ে (তায়াম্মুম করে) নামায পড়ে নেয়, তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না। কেননা, পানি সাধারণত এমনিতেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং মাবসূত গ্রন্থের অন্য জায়গায় উল্লেখ আছে, যদি সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে, তাহলে (তায়াম্মুমের আগে) তার কাছে পানি চাওয়া আবশ্যক। তবে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ রহ. এর মতানুসারে পানি চাওয়া আবশ্যক নয়।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, চাওয়া অপমানজনক কাজ এবং এতে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। আর তায়াম্মুম অসুবিধা দূরীকরণে অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু আমরা বলব, অযূর পানি সাধারণত এমনিতেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়াতে কোন অপমান নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কতিপয় প্রয়োজনে অন্যের কাছে চেয়েছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَلتَّيَمُّمُ قَبْلَ مَجِيْئِ الْوَقْتِ جَائِزٌ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافٍ

প্রশ্ন ঃ ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে কি না? ইমামদের মতভেদ সহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ–

(১) হানাফীদের মতে নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম জায়েয। তায়াম্মুমকারী সেই তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল পড়তে পারবে।

(২) ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে ওয়াক্তের পূর্বে তায়াম্মুম জায়েয নেই। এক তায়াম্মুম দ্বারা কেবল সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে। এই মতপার্থক্যের ভিত্তি এই নীতির উপর যে, ইমাম শাফেঈ রহ.-এর নিকট মাটি পানির প্রয়োজনবশত خَلِيْفَه বা স্থলাভিষিক্ত; مُطْلَق বা শর্তহীন স্থলাভিষিক্ত নয়। তাই তায়াম্মুম দ্বারা যখন ফরয নামাযের পূর্ণতা পূরণ হয়ে যাবে, তখন অন্য নামাযের জন্য ওয়াক্তের আগে প্রয়োজন না থাকায় মাটিকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হবে না।

আর হানাফী ইমামদের মতে মাটি পানির শর্তহীন স্থলবর্তী। শুধু প্রয়োজনবশত নয়। তাই পানি যেরূপ সর্বাবস্থায় পবিত্রতাকারী, মাটিও সর্বাবস্থায় পবিত্রতাকারী সাব্যস্ত হবে। যেমন– হাদীসে আছে যদি দশ বছরও পানি না পাওয়া যায় তবুও মাটি পবিত্রকারী হবে।

তদ্রূপ দু'টি পাত্রে পানি থাকাকালীন পানির পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ হলে– হানাফীদের নিকট এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয আছে। ইমাম শাফেঈ রহ.-এর নিকট تَحَرِّى চিন্তা-ভাবনা করে যে পাত্রের পানি পবিত্র বলে প্রবল ধারণা হবে, ওযুর জন্য উক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়।

قَوْلُهُ : "اَلسُّوَالُ ذُلٌّ وَفِيْهِ بَعْضُ الْحَرَجِ الخ" اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ উল্লেখ করে উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের মতে সফর সঙ্গীর কাছে পানি চাওয়া ওয়াজিব নয় এবং পানির অনুসন্ধান ব্যতীত তায়াম্মুম জায়েয। তার দলীল হল, সাওয়াল করা দোষণীয় ও অপমানজনক কাজ, বিশেষ করে সম্মানিত ও মান্যবর ব্যক্তিদের জন্যে আরো বেশি লজ্জার কথা। এছাড়া চাওয়াতে কষ্টও রয়েছে। অথচ তায়াম্মুম কষ্ট লাঘবে প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব এইযে, সাধারণত ওযুর জন্য এমনিতেই পানি দেওয়া হয়ে থাকে এবং লোকেরা তা অনুসন্ধানে কোন লজ্জা মনে করেন। সুতরাং অপমানের প্রশ্নই আসেনা। হ্যাঁ অপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে মানুষের কাছে বার বার যেয়ে নিজের মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা এটা সত্যিকারার্থে অপমানজনক আর ওযুর পানি তো এমন নয় বরং তা অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা খুশিতে এই পানি দিয়ে থাকে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অন্যের কাছে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

وَفِى الزِّيَادَاتِ اَنَّ الْمُتَيَمِّمَ الْمُسَافِرَ اِذْ رَاٰى مَعَ رَجُلٍ مَاءً كَثِيْرًا وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ وَغَلَبَ
عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّهٗ لَايُعْطِيْهِ اَوْ شَكَّ مَضٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ لِاَنَّهٗ صَحَّ شُرُوْعُهٗ فَلَا يَقْطَعُ بِالشَّكِّ
بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَطْلُبْ وَتَيَمَّمَ حَيْثُ لَايَحِلُّ لَهُ الشُّرُوْعُ بِالشَّكِّ فَاِنَّ
الْقُدْرَةَ وَالْعَجْزَ مَشْكُوْكٌ فِيْهِمَا وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّهٗ يُعْطِيْهِ قَطَعَ الصَّلٰوةَ وَطَلَبَ الْمَاءَ
ثُمَّ قَالَ فِى الزِّيَادَاتِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَسَاَلَهٗ فَاَعْطَاهُ اَوْ اَعْطٰى بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ قَادِرٌ
عَلَيْهِ اِسْتَاْنَفَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَبٰى تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ وَكَذَا اِذَا اَبٰى ثُمَّ اَعْطٰى لٰكِنْ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهٗ
الْاٰنَ - اَقُوْلُ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَسْتَوْعِبَ الْاَقْسَامَ كُلَّهَا فَاعْلَمْ اَنَّهٗ اِذَا رَاَى الْمَاءَ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَصَلّٰى
وَلَمْ يَسْاَلْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ لِيَظْهَرَ الْعَجْزُ اَوِ الْقُدْرَةُ فَعَلٰى مَا ذُكِرَ فِى الْمَبْسُوْطِ سَوَاءٌ غَلَبَ
عَلٰى ظَنِّهِ الْاِعْطَاءُ اَوْ عَدَمُهٗ اَوْ شَكَّ فِيْهِمَا وَهِىَ مَسْاَلَةُ الْمَتْنِ -

সহজ তরজমা

যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তায়াম্মুমকারী মুসাফির ব্যক্তি যদি নামাযরত অবস্থায় কারও কাছে অধিক পরিমাণ পানি দেখে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে তাকে পানি দিবে না বা না দেওয়ার সন্দেহে পড়ে, তাহলে তায়াম্মুম দ্বারাই নামায আদায় করে নিবে। কেননা, তার শুরুটা বিশুদ্ধ হয়েছে, সুতরাং সন্দেহ দ্বারা তা (দৃঢ় প্রত্যয়) ভঙ্গ হবে না। এটা এর বিপরীত যে, সে যখন নামাযের বাইরে থাকে এবং পানির খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম করে, তা হলে তার জন্যে (পানি না দেওয়ার) সন্দেহের ভিত্তিতে নামায শুরু করা জায়েয নয়। কেননা, এখানে সক্ষমতা ও অপারগতা উভয়টি মাশকূক তথা সন্দেহযুক্ত। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে তাকে পানি দিবে, তাহলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে পানির খোঁজ নিবে। অতঃপর যিয়াদাত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সে যদি নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর পানি চায় এবং সফরসঙ্গী তাকে পানি দিয়ে দেয় অথবা ন্যায্য মূল্যে পানি প্রদান করে আর সে মূল্য দিতে সক্ষম হয় তাহলে পুনরায় নতুনভাবে নামায পড়বে। আর যদি পানি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি প্রথমে অস্বীকার করে, তারপর পানি দেয় (নামায পূর্ণ হয়ে যাবে)। তবে এখন তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(শরহে বেকায়ার গ্রন্থকার বলেন) আমি বলব, যদি তোমার (মাবসূত ও যিয়াদাত এ উল্লিখিত) সমস্ত প্রকার আয়ত্ব করার ইরাদা হয়, তবে তুমি জেনে রাখো যে, যখন তায়াম্মুমকারী নামাযের বাইরে পানি দেখে নামায পড়ে নেয় এবং নামাযের পরও সে পানি না চায়, যাতে অপারগতা কিংবা সক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহলে এ প্রক্রিয়ার হুকুম তা-ই যা মাবসূতে উল্লেখ করা হয়েছে; চাই পানি দেওয়ার প্রবল ধারণা হোক বা না দেওয়ার প্রবল ধারণা হোক অথবা দেওয়া বা না দেওয়ার মাঝে সন্দেহ হোক। এটা হল মতনের মূল পাঠের মাসআলা। আর যখন নামাযের ভিতর পানি দেখে এবং নামাযের পর পানি না চায়,

www.pathagar.com

তাহলেও অনুরূপ হুকুম (নামায শুদ্ধ হবে না) এবং যদি নামাযের বাইরে পানি দেখে এবং না চেয়েই নামায পড়ে নেয় অতঃপর পানি চায়, আর সে যদি তাকে পানি দিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সে পানি দিতে অস্বীকার করে, নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। চাই পানি দেওয়ার বা অস্বীকার করার ধারণা হোক অথবা এ ব্যাপারে সন্দেহ হোক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الشَّكِّ؟ وَهَلْ يُتِمُّ الْمُتَيَمِّمُ صَلَاتَهُ اِذَا رَأى مَاءً عِنْدَ اَحَدٍ وَشَكَّ فِيْ اِعْطَائِهِ؟

প্রশ্ন : شَكٌّ কাকে বলে? তায়াম্মুমকারী নামাযরত অবস্থায় অন্যের কাছে পানি দেখলে এবং পানি দেওয়া না দেওয়ার মধ্যে সন্দিহান হয়ে পড়লে, তায়াম্মুম দ্বারাই নামায পুরা করবে কি?

উত্তর ঃ যার উভয় দিক সমান হয় এবং কোনো দিকে ধারণা প্রবল হয় না তাকে شَكٌّ বলে। যদি কোনো এক দিকের ধারণা অন্য দিকের তুলনায় কিছুটা বেশি হয়, তাকে ظَنٌّ বলে। আর যদি এক দিনের ধারণা অন্য দিকের তুলনায় প্রবল হয়, তা হলে ظَنٌّ غَالِبٌ বলে এবং এর বিপরীত দুর্বল পর্যায়কে وَهْم বলে।

ব্যাখ্যা : যদি কোন তায়াম্মুমকারী নামাযরত অবস্থায় কারো কাছে পানি দেখতে পায় এবং সে পানি দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে তাহলে সে তায়াম্মুম দ্বারাই নামায আদায় করবে। কেননা তার নামায শুরু করাটা শুদ্ধ হয়েছে পানি বিদ্যমান না থাকার কারণে। সুতরাং সন্দেহ দ্বারা তা ভঙ্গ হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلٰوتِ الخ

اَلسُّوَالُ: اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর?

উত্তর : যদি তায়াম্মুমকারী নামাযের বাহিরে পানি দেখে এবং পানির খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করে, তা হলে নামায হবে না। কেননা এখানে পানির উপর সক্ষম হওয়া বা অক্ষম হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। আর পানির উপর সক্ষম হওয়ার ধারণা হলে তায়াম্মুম দ্বারা নামায জায়েয নয়।

www.pathagar.com

وَاِذَا رَأى فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا فَكَذَا وَاِنْ رَأى خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَصَلّٰى ثُمَّ سَأَلَهُ فَاِنْ أَعْطٰى بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ وَاِنْ أَبٰى تَمَّتْ سَوَاءٌ ظَنَّ الْاِعْطَاءَ اَوِ الْمَنْعَ اَوْ شَكَّ فِيْهِمَا وَاِنْ رَأى فِي الصَّلٰوةِ فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ لٰكِنْ يَبْقٰى صُوْرَتَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ قَطَعَ الصَّلٰوةَ فِيْمَا اِذَا ظَنَّ الْمَنْعَ اَوْ شَكَّ فَسَأَلَهُ فَاِنْ اَعْطٰى بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَاِنْ اَبٰى فَهُوَ بَاقٍ وَالْاُخْرٰى اَنَّهُ اِذَا اَتَمَّ الصَّلٰوةَ فِيْمَا اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ يُعْطِيْ ثُمَّ سَأَلَهُ فَاِنْ اَعْطٰى بَطَلَ صَلٰوتُهُ وَاِنْ اَبٰى تَمَّتْ لِاَنَّهُ ظَهَرَ اَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّيْ لِاَنَّ الْقِبْلَةَ جِهَةُ التَّحَرِّيْ اِصَالَةً وَهٰهُنَا الْحُكْمُ دَائِرٌ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ فَاُقِيْمَ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَقَامَهُمَا تَيْسِيْرًا فَاِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ لَمْ يَبْقَ قَائِمًا مَقَامَهُمَا۔

সহজ তরজমা

আর যদি নামাযরত অবস্থায় পানি দেখে, তাহলে তার হুকুম যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখিত হুকুমের অনুরূপ। তবে দু'টি সূরত এর ব্যতিক্রম।

প্রথমত পানি দিতে অস্বীকার করার ধারণাবশত অথবা দেওয়া না দেওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে সে নামায ছেড়ে দিয়ে পানি চাইল, যদি পানি দিয়ে দেয়, তা হলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তায়াম্মুম বাকী থাকবে।

দ্বিতীয়ত তাকে পানি দিবে, এ ধারণাবশত যদি সে নামায পূর্ণ করে নেয়, অতঃপর চাওয়ার পর যদি তাকে পানি দিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি দিতে অস্বীকার করে তাহলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তার ধারণা ভুল প্রকাশ পেয়েছে। تَحَرِّيْ (কেবলা নির্ধারণে চিন্তা-ভাবনা) মাসআলা এর বিপরীত। কেননা, এ সময় মূলত কেবলা হল (চিন্তা-ভাবনা করে যেদিক সম্পর্কে কেবলা হওয়া অন্তর সাক্ষ্য দেয় সে দিক) আর এখানে তায়াম্মুম বৈধতা ও অবৈধতার হুকুম প্রকৃত সক্ষমতা ও অপারগতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে প্রবল ধারণাকে উভয়টির স্থলাভিষিক্ত করা হবে। কাজেই যখন ধারণার বিপরীত প্রকাশ পেল তখন তা উভয়টির স্থলবর্তীরূপে বহাল থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَالْاُخْرٰى اَنَّهُ اِذَا اَتَمَّ الصَّلٰوةَ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ ثُمَّ بَيِّنْ مَسْئَلَةَ التَّحَرِّيْ

প্রশ্ন : উপরে বর্ণিত ইবারতের ব্যাখ্যা উল্লেখ পূর্বক مَسْئَلَةُ التَّحَرِّيْ এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : সফরসঙ্গী কাছ থেকে পানি পাওয়ার ধারণা থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার পরে উক্ত সফরসঙ্গী পানি দিলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা পানির উপর তার সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি সে পানি দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা ধারণা ভুল প্রকাশ পেয়েছে। بِخِلَافِ مَسْئَلَةِ التَّحَرِّيْ শারেহ রহ. উক্ত عِبَارَت দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, যদি নামাযীর নিকট কেবল সন্দিহান হয়ে পড়ে, তবে তাকে তাহররী করে কেবলা নির্ধারণ করে নেওয়ার

www.pathagar.com

হুকুম দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করে যে দিক সম্পর্কে কেবলা হওয়া অন্তর স্বাক্ষ্য দিবে সেটাই কেবলা। এমনকি নামায সম্পন্ন হওয়ার পর যদি জানতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে কেবলা অন্যদিকে ছিল, তবুও তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ তার ধারণা ভুল প্রকাশ পেয়েছে। এখানে যখন ধারণা ভুল হওয়াকে বিবেচনা করা হল। তখন আলোচ্য মাসআলায় ধারণা ভুল হওয়া প্রকাশিত হওয়ার পর তাকে ধর্তব্য করা হল না। এর জবাবে শারেহ রহ. বলেন, কিবলা অজ্ঞাত হওয়ার সূরতে মূল কিবলা হল তাহাররীর দিকটি। সুতরাং চিন্তা-গবেষণা দ্বারা যে দিকে কিবলা সাব্যস্ত হয়েছে সেদিকে অভিমুখী হওয়া ওয়াজিব। তাই এখানে ধারণা ভুল হওয়া ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় হুকুমের ভিত্তি সফরসঙ্গী পানি প্রদান করা-না-করার উপর। পানি দিলে সে প্রকৃতই সক্ষম। পক্ষান্তরে না দিলে অক্ষম। পরবর্তীতে বিষয়টি সহজ করার নিমিত্তে প্রবল ধারণাকে উভয়টির স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং অবস্থা প্রবল ধারণার বিপরীত প্রকাশ পেলে 'প্রবল ধারণা' উভয়টির স্থলবর্তী হবে না। কাজেই যখন 'ধারণা' ভুল প্রকাশ পেল তখন তা ধর্তব্য হবে না।

www.pathagar.com

وَيُصَلِّيْ بِهٖ مَاشَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ رح **وَيُنْقِضُهٗ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ وَقُدْرَتُهٗ عَلٰى مَاءٍ كَافٍ لِطُهْرِهٖ** حَتّٰى اِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ عَدِمَهٗ اَعَادَ التَّيَمُّمَ وَاِنَّمَا قَالَ كَافٍ لِطُهْرِهٖ حَتّٰى اِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ لُمْعَةَ ظَهْرِهٖ وَفَنِىَ الْمَاءُ وَاَحْدَثَ حَدَثًا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ فَتَيَمَّمَ لَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيْهِمَا بَطَلَ تَيَمُّمُهٗ فِىْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاِنْ لَّمْ يَكْفِ لِاَحَدِهِمَا بَقِىَ فِىْ حَقِّهِمَا وَاِنْ كَفٰى لِاَحَدِهِمَا بِعَيْنِهٖ غَسَلَهٗ وَيُبْقِى التَّيَمُّمُ فِىْ حَقِّ الْاٰخَرِ وَاِنْ كَفٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا غَسَلَ اللُّمْعَةَ لِاَنَّ الْجَنَابَةَ اَغْلَظُ ۔ فَاِذَا غَسَلَ اللُّمْعَةَ هَلْ يُعِيْدُ التَّيَمُّمَ الْحَدَثَ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ وَاِنْ تَيَمَّمَ اَوَّلًا ثُمَّ غَسَلَ اللُّمْعَةَ فَفِىْ اِعَادَةِ التَّيَمُّمِ رِوَايَتَانِ اَيْضًا وَاِنْ صَرَفَ اِلَى الْحَدَثِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهٗ فِىْ حَقِّ اللُّمْعَةِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَتَيْنِ هٰذَا اِذَا تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ۔

সহজ তরজমা

এবং সে তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায আদায় করতে পারবে। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। অযূ ভঙ্গকারী সকল বস্তু তায়াম্মুমও ভঙ্গ করে এবং তায়াম্মুমকারীর এতটুকু পানির উপর সক্ষম হওয়াও (তায়াম্মুম ভঙ্গ করে দেয়) যা তার পবিত্রতার জন্যে যথেষ্ট। অনন্তর যদি সে পানির উপর সক্ষম হয় আর অযূ না করে অত:পর পানি অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তাহলে সে তায়াম্মুম দোহরাবে। মুসান্নিফ রহ. كَافٍ لِطُهْرِهٖ এজন্যে বলেছেন যে, যখন জুনুবী ব্যক্তি গোসল করে এবং তার পিঠের কোন শুষ্ক অংশে পানি না পৌঁছে, এমতাবস্থায় পানি শেষ হয়ে গেল। অত:পর সে এমন হাদাছগ্রস্ত হল যা অযূকে আবশ্যক করে। তখন সে উভয়টির জন্যে তায়াম্মুম করল, তারপর সে এ পরিমাণ পানি পেল যা উভয়টির (শুকনো অংশ ধোয়া ও অযূ করার জন্যে যথেষ্ট হবে, তাহলে দু'টোর প্রত্যেকটির জন্যে তার (কৃত) তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পানি কোনটির জন্যে যথেষ্ট না হয়, তা হলে উভয়টির ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বহাল থাকবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন একটির জন্যে যথেষ্ট হয়, তা হলে পানি দ্বারা সেটা ধুবে এবং অপরটির বেলায় তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে। আর যদি এককভাবে প্রত্যেকটির জন্যে যথেষ্ট হয় তাহলে শুকনো অংশ ধুবে। কেননা জানাবাত হল শক্ত নাপাক।

অতএব যখন সে শুকনো অংশ ধৌত করল, তখন কি হাদাছের জন্যে তায়াম্মুম দোহরাবে? এ ব্যাপারে দু'টি রিওয়ায়েত রয়েছে। যদি প্রথমে তায়াম্মুম করে, অতঃপর শুকনো অংশ ধৌত করে, তাহলেও তায়াম্মুম দোহরানোর ব্যাপারে দু'টি রিওয়ায়েত রয়েছে। আর যদি হাদাছের জন্যে পানিটুকু খরচ করে, তাহলে উভয় রিওয়ায়েতের মতৈক্য দ্বারা শুকনো অংশের ক্ষেত্রে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ব্যাখ্যা তখন প্রযোজ্য যখন উভয় হাদাছের জন্যে একটি তায়াম্মুম করবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى اللَّمْعَةِ الظَّهْرِ

প্রশ্ন : "اَللَّمْعَةُ الظَّهْرِ" অর্থ কি?

উত্তর : মূলত لَمْعَةٌ বলতে শরীরের ঐ অংশকে বুঝায় যা ওযু অথবা গোসলের সময় অসাবধানতা বশত শুকনা থেকে যায়। এখানে ظَهْر (পিঠ) এর কয়েদ এ জন্য লাগানো হয়েছে যে, সাধারণত পিঠের কোন অংশ শুকনো থেকে যাওয়া সম্ভব। কেননা তা দৃষ্টি সীমার আওতা বহির্ভূত। অন্যথায় শুকনো থাকা পিঠের সাথে বিশেষায়িত নয়।

সুতরাং যদি পিঠ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ শুকনো থাকে, যেমন– দু' আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থান, অথবা কনুইয়ের পিছনের অংশ ইত্যাদি, তা হলে একেও لَمْعَةٌ বলা হবে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ كَفٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর ?

উত্তর : শারেহ রহ. এই ইবারত দ্বারা উক্ত মাসআলার আরেকটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন যে, যদি কারো এ পরিমাণ পানি হস্তগত হয়, যদ্দ্বারা 'ওযু' ও 'শুকনো অংশ' এতদুভয়ের মধ্য থেকে অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একটি ধোয়া যায়। অর্থাৎ ওযুর শুকনো অংশ ধোয়ার জন্য সম পরিমাণ পানির দরকার হয় আর সে এ পরিমাণ পানি পেয়ে যায়, তা হলে তা দ্বারা ওযূ করলে শুকনো অংশ ধোয়া যাবে না এবং শুকনো অংশ ধুলে ওযু করা যাবে না। এমতবস্থায় সে উক্ত পানি দ্বারা শুকনো অংশ ধুবে। কেননা জানাবাত হল শক্ত নাপাক আর হাদাছ হল লঘু নাপাক।

قَوْلُهُ : فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ

اَلسُّوَالُ : هَلْ يُعِيْدُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : হাদাসের জন্য তায়াম্মুম দোহরাবে কি না, ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে দুটি রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। একমত অনুসারে তায়াম্মুম দোহরাবে না। কেননা সে হাদাস দূর করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির উপর সক্ষম হয় নি, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মত। দ্বিতীয় মত হল, তায়াম্মুম দোহরাবে। কেননা সে পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির উপর সক্ষম ছিল। এটা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মত।

www.pathagar.com

أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَكَذَا فِى الْوُجُوْهِ الْمَذْكُوْرَةِ وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ لِلْحَدَثِ فَوَجَدَ الْمَاءَ فَإِنْ كَفٰى اللُّمْعَةَ وَالْوُضُوْءَ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ فَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ فِى اللُّمْعَةِ تَقْلِيْلًا لِلْجَنَابَةِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْحَدَثِ وَإِنْ كَفٰى اللُّمْعَةَ لَا الْوُضُوْءَ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَيَغْسِلُ اللُّمْعَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ وَإِنْ كَفٰى لِلْوُضُوْءِ لَا لِلُّمْعَةِ فَتَيَمُّمُهُ بَاقٍ وَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ وَإِنْ كَفٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَصْرِفُهُ إِلَى اللُّمْعَةِ وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ـ فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ جَازَ وَيُعِيْدُ التَّيَمُّمَ وَلَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَلٰكِنْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى اللُّمْعَةِ هَلْ يُعِيْدُ التَّيَمُّمَ أَمْ لَا فَفِىْ رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ يُعِيْدُ وَفِىْ رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا ـ

সহজ তরজমা

পক্ষান্তরে যখন জানাবাতের জন্যে তায়াম্মুল করল, অতঃপর হাদাছগ্রস্ত হল এবং হাদাছের জন্যে তায়াম্মুম করল, অতঃপর পানি পেল, তাহলে উল্লেখিত সূরতসমূহের অনুরূপই বিধান। আর যদি জানাবাতের জন্যে তায়াম্মুম করে, অতঃপর সে হাদাছগ্রস্ত হয় এবং হাদাছের জন্যে তায়াম্মুম না করে, এরপর পানি পায়। যদি পানিটুকু শুকনো অংশ ও ওযূ উভয়ের জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে এর বিধান সুস্পষ্ট। আর যদি কোনো একটির জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। সুতরাং সে পানিটুকু শুকনো অংশে ব্যবহার করবে জানাবাতকে হ্রাসকরণে, আর হাদাছের জন্য তায়াম্মুম করবে। আর যদি তা শুধু শুকনো অংশের জন্যে যথেষ্ট হয় ওযুর জন্যে নয় , তাহলে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং সে শুকনো অংশ ধুবে ও হাদাছের জন্যে তায়াম্মুম করবে। আর যদি শুধু ওযুর জন্যে যথেষ্ট হয় শুকনো অংশের জন্যে নয়, তাহলে তার তায়াম্মুম অবশিষ্ট থাকবে ও তার উপর ওযূ আবশ্যক হবে। যদি এককভাবে প্রতিটির জন্যে যথেষ্ট হয় তাহলে সে পানিটুকু শুকনো অংশের জন্য ব্যয় করবে এবং হাদাছের জন্যে তায়াম্মুম করবে। যদি পানি দ্বারা ওযু করে (এবং শুকনো অংশ ধৌত না করে) তাও জায়েয, তবে সে তায়াম্মুম দোহরাবে। আর যদি তা দ্বারা ওযু না করে কিন্তু হাদাছের জন্যে প্রথমে তায়াম্মুম করে থাকে অতঃপর পানিটুকু শুকনো অংশের জন্যে ব্যয় করে, তাহলে সে তায়াম্মুম দোহরাবে কি না? যিয়াদাতের বর্ণনায় আছে যে, তায়াম্মুম দোহরাবে, আর মাবসূতের বর্ণনায় আছে যে, দোহরাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : إِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَيَمَّمَ لِحَدَثٍ لَحِقَهُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ فَوَجَدَ مَاءً فَمَاذَا يَفْعَلُ الْآنَ؟

প্রশ্ন: জানাবাতের জন্য একবার তায়াম্মুম করার পর ওযূ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করে পানি পেলে কী করণীয়?

উত্তর : জানাবাতের জন্য একবার তায়াম্মুম করার পর ওযূ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়ার দরুন দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করে ফেলার পর সে যদি এ পরিমাণ পানি পায় যা উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে, তা হলে উভয়ের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পানি কোন একটির জন্যও যথেষ্ট না হয়, তা হলে উভয়ের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বহাল থাকবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন একটার জন্যে যথেষ্ট হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এককভাবে প্রতিটির জন্য যথেষ্ট হয়, তা হলে শুকনো অংশ ধৌত করবে।

www.pathagar.com

ثُمَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْقُدْرَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَصْرُوفًا إِلَى جِهَةٍ أَهَمَّ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ أَوْثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ يَصْرِفُهُ إِلَى النَّجَاسَةِ ثُمَّ الْقُدْرَةُ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَبِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُتَيَمِّمِينَ لِيَتَوَضَّأْ بِهٰذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَالْمَاءُ يَكْفِيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ يُعِيدُ الْبَاقُونَ تَيَمُّمَهُمْ لِثُبُوتِ الْقُدْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَأَمَّا إِذَا قَالَ هٰذَا الْمَاءُ لَكُمْ وَقَبَضُوا لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُمْ ـ

أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ يُوْجِبُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيلِ الْاِشْتِرَاكِ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا لَايَكْفِيهِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَلَمْ يَثْبُتِ الْإِبَاحَةُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ بَطَلَ مَا فِيْ ضِمْنِهَا مِنَ الْإِبَاحَةِ ـ

ثُمَّ إِنْ أَبَاحُوْا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكُوْهُ لَايَصِحُّ إِبَاحَتُهُمْ لَا رِدَّتُهُ حَتَّى إِذَا تَيَمَّمَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ ارْتَدَّ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ يَصِحُّ صَلٰوتُهُ بِذٰلِكَ التَّيَمُّمِ ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর স্বক্ষমতা প্রমাণিত হবে তখন, যখন পানি (ওযু ও গোসল থেকে) একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় না হবে। এমনকি যখন তার শরীরে অথবা কাপড়ে নাজাসাত লেগে থাকে তখন সে পানি নাজাসাত দূরীকরণে খরচ করবে। অতঃপর বৈধকরণের পদ্ধতি ও মালিকানাসত্ত্ব দ্বারা সক্ষমতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং পানির মালিক যদি তায়াম্মুমকারী এক দলকে বলে যে, তোমাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা সে এককভাবে এ পানি দ্বারা ওযু করুক। আর পানি এককভাবে প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট হয়, (কিন্তু সম্মিলিতভাবে সকলের জন্যে যথেষ্ট না হয়) তাহলে সকলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব, যখন এক ব্যক্তি ঐ পানি দ্বারা ওযু করল, তখন অবশিষ্ট লোকেরা নিজ নিজ তায়াম্মুম দোহরাবে। কেননা এককভাবে প্রত্যেকের জন্যে (পানি ব্যবহারের উপর) সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন পানির মালিক বলে যে, এই পানি তোমাদের জন্যে। এরপর তারা সকলে তা অধিক গ্রহণ করল, তাহলে তাদের কারো তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না।

সাহেবাইনের নিকট (তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না) এ জন্যে যে, অবিভক্ত বস্তুর দান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মালিকানা সাব্যস্ত করে। সুতরাং প্রত্যেকে এতটুকু পরিমাণ পানির মালিক হবে যা তার ওযুর জন্যে যথেষ্ট নয়। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, ঐ পানি দানকারীর মালিকানায় অবশিষ্ট থাকবে এবং বৈধকরণ প্রমাণিত হবে না। কেননা, যখন هبة (দান করা) বাতিল হয়ে গেল তখন হিবা এর অন্তর্ভুক্ত اباحت ও বাতিল হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

অতঃপর যদি তারা সকলে নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তিকে বৈধ করে দেয়, তাহলে সাহেবাইনের নিকটে সে ব্যক্তির তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকটে ভঙ্গ হবে না। কেননা, যখন তারা মালিক হল না, তখন তাদের বৈধকরণ শুদ্ধ হবে না। ধর্ম ত্যাগ তায়াম্মুম ভঙ্গ করে না, অতএব যখন কোনো মুসলমান তায়াম্মুম করল, অতঃপর সে মুরতাদ হয়ে গেল (আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি) পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করল, তাহলে সেই পূর্বের তায়াম্মুম দ্বারা তার নামায শুদ্ধ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : "ثُمَّ اِنَّمَا يَثْبُتُ الْقُدْرَةُ" اَوْضِحْ صُوْرَةَ الْمَسْئَلَةِ مَعَ بَيَانِ حُكْمِهَا

প্রশ্ন : উপরে উল্লেখিত সূরতে মাসআলাটি তার হুকুমসহ বর্ণনা কর?

উত্তর : উক্ত মাসআলার ধরন বা সূরত এই যে, যে ব্যক্তির উপর ওযু ওয়াজিব এবং তার পানির স্বল্পতার কারণে শরীরের কোন অংশ ধোয়ার বাকি রয়ে গেছে। এছাড়া তার শরীরে কিংবা কাপড়ে নাপাকী লেগেও আছে। এমতাবস্থায় শরীরের শুকনো অংশে ধোয়া ওযুর তুলনায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার কাপড়ে যেহেতু নাপাকী লেগে আছে, সেহেতু এখন এই একান্ত জরুরী কাজেও প্রাপ্ত পানি ব্যয় করা ওয়াজিব নয় বরং তাদ্বারা নাপাক কাপড় বা শরীর ধোয়া আবশ্যক। সুতরাং এ সূরতে শরীরের শুকনো অংশ ও ওযু উভয়ের জন্য তায়াম্মুম করবে। কেননা সে পবিত্রতার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ পানির উপর সক্ষম হয় নি। আর প্রাপ্ত পানি দ্বারা নাপাক দূর করবে। তবে শর্ত হল যে যখন নাজাসাত নামাজের প্রতিবন্ধক পরিমাণ হবে। আর যদি তা এত স্বল্প পরিমাণ হয় যা শরীয়তে ক্ষমার যোগ্য, তাহলে প্রাপ্ত পানি নাপাক দূরীকরণে খরচ করা জরুরী নয়।

قَوْلُهُ : يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْإِبَاحَةِ

اَلسُّوَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْاِبَاحَةِ وَالْمِلْكِيَّةِ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : إِبَاحَة এবং مِلْكِيَت এর মধ্যেকার পার্থক্য বর্ণনা কর?

উত্তর : পানির উপর ক্ষমতা লাভ হওয়া পানি তার মালিকানাধীনে আসার উপর সীমাবদ্ধ নয় বরং বৈধকরণের দ্বারাও পানির উপর স্বক্ষমতা অর্জন হতে পারে। إِبَاحَت ও مِلْكِيَت এর মধ্যকার পার্থক্য এই যে, মালিকানাধীন বস্তুতে তার একচ্ছত্র অধিকার থাকে। সুতরাং সে তা অন্যকে দান করা, বিক্রি করা এবং যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করার মালিক হবে। কিন্তু মুবাহ বস্তু দ্বারা শুধু উপকৃত হওয়ার অনুমতি থাকে। মালিকানাভুক্ত বস্তুর ন্যায় এতে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই।

قَوْلُهُ : اَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِاَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ ذِكْرِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামদের রায় সহ বর্ণনা কর?

উত্তর : উপরোক্ত মাসআলার রূপ হল এই যে, যখন পানির মালিক তায়াম্মুমকারীদেরকে বলে যে, এই পানি তোমাদের জন্য আর তারা সকলে তা করায়ত্ব করে নেয়। এমতাবস্থায় সর্বসম্মত বিধান হল, কারো তায়াম্মুম ভঙ্গ হবেনা। কিন্তু এ বিধানের عِلَّت (কারণ) এর ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। সাহেবাইনের মতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। কারণ, মুশতারক তথা যৌথ বস্তুর হিবা যদিও মালিকানার ফায়েদা প্রদান করে এবং উল্লেখিত সুরতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অংশের মালিক হয়ে যায়। কিন্তু তার মালিকানাভুক্ত অংশের পরিমাণ এত সামান্য যে, তা পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং এখনো পানির উপর তার সক্ষমতা

www.pathagar.com

অর্জিত না হওয়ায় তায়াম্মুম স্ব অবস্থায় বহাল থাকবে। ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। এজন্য যে, তার মতে এ ধরনের বস্তুর হিবা কার্যকর নয় এবং তা মালিকানার ফায়েদা প্রদান করে না। তাই পানি এখনো হিবাকারীর মালিকানাধীন রয়েছে এবং তারা উক্ত পানির উপর সক্ষম হয়নি। সুতরাং তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়াই বিধেয়।

মূলত : এই মাসআলার ভিত্তি ওই কথার উপর যে, অবণ্টিত যৌথ মালিকানাধীন বস্তু যদি এমন হয়, যা বণ্টন করলে স্বতন্ত্রভাবে কোন উপকারে আসে না যেমন– কলম ও নেহাত ছোট কামরা ইত্যাদি, তা হলে সর্বসম্মতিতে এসব বস্তু হিবা জায়েয হবে না আর যদি তা বণ্টনযোগ্য হয়, তবে এতে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে বণ্টনের পূর্বে হিবা কার্যকর হবে না। সাহেবাইনের মতে হিবা কার্যকর হবে এবং তা মালিকানা সত্ত্ব প্রদান করবে। এই মতপার্থক্যের কারণেই উক্ত মাসআলার ইল্লতের ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ : لِاَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ الخ

اَلسُّوَالُ : هٰذَا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلاً ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক জবাবটি লিখ।

উত্তর : শারেহ রহ. এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল এই যে, হিবার মধ্যে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (১) মালিকানা স্বত্ত দান (২) কোন বস্তু থেকে শুধু উপকৃত হওয়ার বৈধতা প্রদান করা। সুতরাং যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর হিবা দ্বারা যদিও মালিকানা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এ থেকে এটা আবশ্যক হয় না যে, উক্ত বস্তুর বৈধতা বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই পানি ব্যবহার মুবাহ হওয়ার কারণে সকলের তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাওয়া উচিৎ। জবাব এই যে, এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইবাহাত তথা বৈধতা নেই, বরং হিবার অধীনে ইবাহাত বিদ্যমান রয়েছে। আর যখন হিবাই অশুদ্ধ হয়ে গেল তখন তার অধীনে থাকা বিষয়টিও বাতিল হয়ে গেল।

قَوْلُهُ : لَارِدَّتُهُ حَتّٰى الخ

اَلسُّوَالُ: هَلْ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِالرِّدَّةِ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ধর্মত্যাগের দ্বারা তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে কি না ? ইমামদের মতেভেদসহ বর্ণনা কর?

উত্তর : ধর্মত্যাগের দ্বারা তায়াম্মুম ভঙ্গ হবেনা, অর্থাৎ কোন কোন মুসলমান যদি তায়াম্মুম করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। তার পর পুনঃইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুন্ন থাকবে, এতে ইমাম যুফার রহ. এরমত বিরোধ রয়েছে। তার মতে, ধর্মত্যাগের কারণে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে গেছে। কেননা কুফর তায়াম্মুমের বিপরীতধর্মী। এর জবাবে বলা হবে, তায়াম্মুমের উপর কুফর আরোপিত হলে তায়াম্মুম তো দূর হয়ে যায় কিন্তু তায়াম্মুম দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে, কেননা তার উপর কুফর আরোপিত হওয়া পবিত্রতার পরিপন্থী নয়। যেমন ওযুর উপর কুফর আরোপিত হলে পবিত্রতা বাতিল হয়না।

www.pathagar.com

وَنُدِبَ لِرَاجِيْهِ اَىْ لِرَاجِى الْمَاءِ اَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاتَهُ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَلَوْ صَلّٰى بِالتَّيَمُّمِ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَايُعِيْدُ الصَّلٰوةَ وَيَجِبُ طَلَبُهُ قَدْرَ غَلْوَةٍ لَوْظَنَّهُ قَرِيْبًا وَاِلَّا فَلَا اَلْغَلْوَةُ مِقْدَارُ ثَلٰثِمِائَةِ ذِرَاعٍ اِلٰى اَرْبَعِ مِائَةٍ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ اِلَيْهِ وَتَوَضَّأَ تَذْهَبُ الْقَافِلَةُ وَتَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهِ كَانَ بَعِيْدًا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيْطِ هٰذَا حَسَنٌ جِدًّا ـ

وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ فِىْ رَحْلِهِ وَصَلّٰى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِى الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ اِلَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَالْخِلَافُ فِيْمَا اِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ اَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِاَمْرِهِ اَمَّا اِذَا وَضَعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ فَقَدْ قِيْلَ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ اِتِّفَاقًا وَقِيْلَ الْخِلَافُ فِى الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِى الْهِدَايَةِ ـ وَيَجِبُ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوْءِ اِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ كَاَسِيْرٍ يَمْنَعُهُ الْكُفَّارُ عَنِ الْوُضُوْءِ اَوْ مَحْبُوْسٍ فِى السِّجْنِ وَالَّذِىْ قِيْلَ لَهُ اِنْ تَوَضَّأْتَ قَتَلْتُكَ فَيَجُوْزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لٰكِنْ اِذَا زَالَ الْمَانِعُ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلٰوةَ كَذَا فِى الذَّخِيْرَةِ ـ

সহজ তরজমা

এবং পানির আশাবাদী ব্যক্তিদের জন্য মুস্তাহাব হল সে তার নামাযকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। সুতরাং যদি তায়াম্মুম দ্বারা শুরু ওয়াক্তে নামায আদায় করে নেয়, অতঃপর সে পানি পায় এবং ওয়াক্ত বাকী থাকে, তাহলে নামায দোহরাবে না। এক তীরের দূরত্ব পরিমাণ পানির অনুসন্ধান করা ওয়াজিব, যদি পানি কাছেই থাকার ধারণা হয়; অন্যথায় অনুন্ধান জরুরী নয়। غَلْوَةٌ হচ্ছে তিনশ গজ থেকে চারশ' গজের পরিমাণ দূরত্ব। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন পানি এমন স্থানে বিদ্যমান থাকে যদি সে সেখানে গিয়ে ওযূ করে তাহলে কাফেলা চলে যাবে ও তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন পানি দূরবর্তী সাব্যস্ত হবে এবং তার জন্যে তায়াম্মুম জায়েয হবে। "মুহীত" এর গ্রন্থকার বলেন, এটা অধিকতর সুন্দর অভিমত।

যদি মুসাফির তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেয়। অতঃপর ওয়াক্তের ভিতরে পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে সে নামায দোহরাবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকটে দোহরাবে। এ মতভেদ ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে অথবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। তবে যখন পানি অন্য কেউ রেখে থাকে, আর সে তা না জানে, তাহলে বলা হয়েছে যে, সর্বসম্মতিতে তায়াম্মুম জায়েয হবে এবং কেউ কেউ বলেন, উভয় অবস্থায় মতপার্থক্য রয়েছে। হিদায়ায় অনুরূপই আছে। জেনে রাখা জরুরী যে, ওযুর প্রতিবন্ধক বস্তু যদি বান্দার পক্ষ থেকে হয় যেমন– বন্দী, কাফেররা তাকে ওযূ করতে বাধা দিচ্ছে অথবা কারাগারে আটক ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি যাকে বলা হয়েছে, যদি তুমি ওযূ কর আমি তোমাকে হত্যা করব, তাহলে তার জন্যে তায়াম্মুম জায়েয হবে। কিন্তু যখন প্রতিবন্ধক বস্তুত দূরীভূত হয়ে যাবে তখন নামায দোহরানা ওয়াজিব হবে। যখীরা গ্রন্থে এমন আছে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَوْ ظَنَّهُ قَرِيْبًا الخ

اَلسُّوَالُ : مَتٰى يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ وَمَتٰى لَمْ يَجِبْ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : পানি তালাশ করা কখন ওয়াজিব এবং কখন ওয়াজিব নয় ? বিস্তারিত বর্ণনা দাও ?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি লোকালয়ে থাকে, তবে তার জন্য পানির অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। কেননা লোকালয়ে সাধারণত পানি বিদ্যমান থাকে। আর যদি সে কোন প্রান্তরে অবস্থান করে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, কাছেই পানি থাকার ধারণা না হয়। তবে তার জন্য পানির অনুসন্ধান করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। কেননা বিশাল প্রান্তের পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি।

اَلسُّوَالُ : اِنْ نَسِيَ الْمُسَافِرُ مَاءَهُ فِيْ رَحْلِهٖ فَصَلّٰى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ مَعَ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ

প্রশ্ন : নিজের বাহনের পানির কথা ভুলে গিয়ে মুসাফির যদি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেওয়ার পর ওয়াক্তের মধ্যে তা স্মরণ হলে তার হুকুম কি মতভেদসহ লিখ।

উত্তর : গ্রন্থকার نِسْيَان (ভুল) বলে সন্দেহ ও কল্পনা কে বের করে দিয়েছেন। যদি কারো সন্দেহ হয় যে, বাহনে রক্ষিত পানি নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতঃপর সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেয়, এরপর সে পানি পায়, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা পানি না থাকার যে সন্দেহ ছিল তা দূরীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু পানির কথা ভুলে গেলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না।

বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যাওয়ার পর ওয়াক্তের ভিতরে এবং ওয়াক্তের পরে স্মরণ হওয়ার হুকুম একই যে, নামায দোহরাতে হবে না। সুতরাং মূল পাঠে فِي الْوَقْتِ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ওয়াক্তের পরে স্মরণ হওয়াকে বাদ দেওয়া নয়। তবে নামাজের মাঝে পানির কথা স্মরণ হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

اِلَّا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ– ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকটে নামাজের পরে ওয়াক্তের ভেতরে পানির কথা স্মরণ হলে নামায দ্বীতিয়বার পড়া ওয়াজিব হবে। কেননা যখন তার বাহনে পানি বিদ্যমান রয়েছে তখন সে আবশ্যকীয়ভাবে পানির উপর সক্ষম বলে গণ্য হবে। কারণ হল বাহন তার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। সুতরাং তার ভুল গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

جَازَ بِالسُّنَّةِ اَىْ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ فَيَجُوْزُ بِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ فَاِنَّ مُوْجِبَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ **لِلْمُحْدِثِ دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ** قِيْلَ صُوْرَتُهُ جُنُبٌ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ اَحْدَثَ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَايَتَوَضَّأُ بِهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَاءٍ يَكْفِىْ لِلْاِغْتِسَالِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فَتَيَمَّمَ ثَانِيًا لِلْجَنَابَةِ فَاِنْ اَحْدَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ خُفَّيْهِ ـ

সহজ তরজমা

<u>মোজার উপর মাসাহ্ করার বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত</u> অর্থাৎ হাদীসে মাশহুর দ্বারা। হাদীসে মা-শহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বর্ধিত করা জায়েয আছে। কেননা কিতাবুল্লাহর দাবী হল পদদ্বয় ধোয়া। <u>মোজার উপর মাসাহ্ করা বৈধ হাদাসগ্রস্তের জন্যে, যার উপর গোসল ওয়াজিব তার জন্যে নয়।</u> বলা হয়েছে, মাসাহ না জায়েয হওয়ার সূরত হল, কোন জুনুবী জানাবাতের জন্যে তায়াম্মুম করল অতঃপর হাদাছগ্রস্ত হল, এমতাবস্থায় তার কাছে এ পরিমাণ পানি আছে যার দ্বারা সে ওযূ করতে পারে। আর সে তা দ্বারা ওযূ করে নেয় এবং মোজাদ্বয় পরে নেয়। এরপর এ পরিমাণ পানির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যা দ্বারা গোসল যথেষ্ট অথচ গোসল করেনি। অতঃপর এ পরিমাণ পানি পেল যা দ্বারা ওযূ করতে পারে, আর সে জানাবাতের জন্যে দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করে নিল। এরপর যদি হাদাছ (ছোট) হয় তাহলে ওযূ করে নিবে এবং মোজাদ্বয় খুলে নিবে। (এ ওযূতে মাসাহ জায়েয নেই)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : جَازَ بِالسُّنَّةِ

اَلسُّوَالُ: مَا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ "جَازَ بِالسُّنَّةِ" ؟

প্রশ্ন : جَازَ بِالسُّنَّةِ শব্দ দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর কি উদ্দেশ্য।

উত্তর : جَازَ শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, ওযূর সময় মোজার উপর মাসাহ করা ওয়াজিব নয় বরং মোজা খুলে পা ধোয়া কিংবা মোজা না খুলে মাসাহ করা উভয়টিই জায়েজ।

قَوْلُهُ : فَيَجُوْزُ بِهَا الخ

اَلسُّوَالُ : عَنْ اَىِّ سُوَالٍ اَجَابَ الْمُصَنِّفُ رح بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلًا ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারতের দ্বারা কোন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক উত্তরটি লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : قَوْلُهُ : فَيَجُوْزُ بِهَا : ইবারত দ্বারা ১টি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হল : কুরআনে কারীমে পা ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে হাদীস দ্বারা পা না ধুয়ে মাসাহ করার বিধান সাব্যস্ত হচ্ছে। ফলে কিতাবুল্লাহর উপর হাদীস দ্বারা বর্ধিত বিধান সাব্যস্ত করা হল, এমনটি কি জায়েয?

www.pathagar.com

উত্তর : কিতাবুল্লাহর মুতলাক বিধানকে মু'কায়্যাদ করা কিংবা রহিত করা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা জায়েজ নেই, তবে হাদীসে মাশহুর এবং হাদীসে মুতাওয়াতের দ্বারা জায়েজ আছে। আর মোজার উপর মাসাহ্ করার বিধান হাদীসে মাশহূর দ্বারা প্রমাণিত।

قَوْلُهُ : قِيْلَ صُوْرَتُهُ

اَلسُّوَالُ : حَرِّرِ الصُّوْرَةَ فِى الْمَسْئَلَةِ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ الْعَلَّامِ ؟

প্রশ্ন : শারেহ্ রহ. এর পদ্ধতিতে সূরতে মাসআলাটি লেখ।

উত্তর : সুরতে মাসআলা : জুনুবী ব্যক্তি জানাবাতের তায়াম্মুম করার পর তার ওযূ নষ্ট হয়েছে। ওযূ করা যায় পরিমাণ পানি পাওয়ার ফলে তা দ্বারা ওযূ করেছে এবং মোজা পরিধান করেছে। এরপর গোসল করা যায় এ পরিমাণ পানি পাওয়া সত্ত্বেও গোসল করে নি, ফলে সে আবারও জুনুবী হয়ে গেল, এমতাবস্থায় ওযূ করা যায় পরিমাণ পানি পেয়ে তা দ্বারা ওযূ করল এবং জানাবতের জন্য দ্বিতীয়বার তায়াম্মুম করল। এ সময় যেহেতু জানাবাতের জন্য তায়াম্মুম করেছে পা ধৌত করে নি, এজন্য এবার ওযূ নষ্ট হলে মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে; মাসাহ্ করতে পারবে না। অথচ মাসাহ্ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হল পা ধুয়ে মোজা পরিধান করা ।

قَوْلُهُ : تَوَضَّأَ وَنَزَعَ خُفَّيْهِ الخ : এখানে একটি মন্তব্য হয় যে, যখন সে পুনরায় তায়াম্মুম করেছে, তখন তার উপর আর গোসল ওয়াজিব থাকে নি। তাই গ্রন্থকারের কথা دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ টি বিশুদ্ধ সুরতটি হয় নি। কিন্তু যদি دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ-এর অর্থ এই ধরা হয় যে, دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ তবে উল্লিখিত সুরতটি বিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সে যদি পুনরায় তায়াম্মুম করার পর ওযূ করে, তবে তার তখন মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। কেননা, যখন তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে তখন তার পায়েও অপবিত্রতা চলে এসেছে। তাই এখন তা ধোয়াও আবশ্যক হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

خُطُوطًا بِاَصَابِعَ مُنْفَرِجَةً يَبْدَأُ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اِلَى السَّاقِ هٰذَا صِفَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ فَلَوْ لَمْ يَفْرُجِ الْاَصَابِعَ لٰكِنْ مَسَحَ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ جَازَ وَاِنْ مَسَحَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بَلَّهَا وَمَسَحَ ثَانِيًا ثُمَّ هٰكَذَا جَازَ اَيْضًا اِنْ مَسَحَ كُلَّ مَرَّةٍ غَيْرَ مَا مَسَحَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَاِنْ مَسَحَ بِالْاِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ مُنْفَرِجَتَيْنِ جَازَ اَيْضًا اِنْ مَسَحَ كُلَّ مَرَّةٍ غَيْرَ مَا مَسَحَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ وَاِنْ مَسَحَ بِالْاِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ مُنْفَرِجَتَيْنِ جَازَ اَيْضًا لِاَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ اِصْبَعٍ اُخْرَى وَسُئِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ رح عَنْ صِفَةِ الْمَسْحِ قَالَ اَنْ يَّضَعَ اَصَابِعَ يَدَيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ خُفَّيْهِ وَيُجَافِى كَفَّيْهِ وَيَمُدُّهُمَا اِلَى السَّاقِ اَوْيَضَعُ كَفَّيْهِ مَعَ الْاَصَابِعِ وَيَمُدُّهُمَا جُمْلَةً لٰكِنْ اِنْ مَسَحَ بِرُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَجَافَى اُصُوْلَ الْاَصَابِعِ وَالْكَفِّ لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَّبْتَلَّ مِنَ الْخُفِّ عِنْدَ الْوُضُوْءِ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْمُحِيْطِ ـ

وَذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَنَّ الْمَسْحَ بِرُؤُوْسِ الْاَصَابِعِ يَجُوْزُ اِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَاءُ مُتَقَاطِرًا فَالْمَاءُ يَنْزِلُ مِنْ اَصَابِعِهِ اِلَى رُءُوْسِهَا فَاِذَا مَدَّ كَاَنَّهُ اَخَذَ مَاءً جَدِيْدًا وَلَوْ مَسَحَ بِظَهْرِ الْكَفِّ جَازَ لٰكِنَّ السُّنَّةَ بِبَاطِنِهَا وَكَذَا اِنِ ابْتَدَأَ مِنْ طَرَفِ السَّاقِ وَلَوْ نَسِىَ الْمَسْحَ وَاَصَابَ الْمَطَرُ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ حَصَلَ الْمَسْحُ وَكَذَا مَسْحُ الرَّأْسِ وَكَذَا لَوْ مَشٰى فِى الْحَشِيْشِ فَابْتَلَّ ظَاهِرُ خُفَّيْهِ وَلَوْ بِالطَّلِّ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

সহজ তরজমা

(মোজার উপর মাসাহ করার তরীকা) <u>প্রশস্ত আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে নলার দিকে রেখা রূপে টেনে নিবে।</u> এটা হল সুন্নাত তরীকায় মাসাহ করার বিবরণ। যদি আঙ্গুল প্রশস্ত না করে ওয়াজিব পরিমাণ মাসাহ করে নেয় তাও জায়েয। যদি এক আঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করে অতঃপর তা ভিজিয়ে দ্বিতীয়বার মাসাহ করে তদ্রূপ তৃতীয় বারও করে তাহলেও জায়েয, তবে শর্ত হল যদি প্রত্যেকবার ঐ স্থান মাসাহ করে যা আগে করা হয়নি। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাৎ আঙ্গুলদ্বয় যারা প্রশস্ত করে মাসাহ করে তাহলেও জায়েয, কেননা এ আঙ্গুলদ্বয়ের মাঝে আর এক আঙ্গুল পরিমাণ (জায়গা) রয়েছে।

সুন্নত তরীকায় মাসাহ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলে, (উত্তরে) তিনি বলেন; উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মোজাদ্বয়ের সম্মুখভাগে রাখবে এবং উভয় হাতের তালু নলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। অথবা উভয় হাতের তালু আঙ্গুলসহ মোজার উপর রাখবে এবং পূর্ণ আঙ্গুল তালুদ্বয়সহ (নলা পর্যন্ত) টেনে নিবে। কিন্তু যদি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মাসাহ করে এবং আঙ্গুলের গোড়া ও তালুকে পৃথক রাখে তাহলে জায়েয হবে না। তবে আঙ্গুলসমূহ রাখার সময় ওয়াজিব পরিমাণ তথা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ভিজে যায়, তা হলে জায়েয। মুহীত নামক গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

যখীরা গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে যে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে মাসেহ করা জায়েয যদি পানি ঝরে পড়ে, কেননা যখন পানি ঝরবে তখন আঙ্গুল থেকে তার অগ্রভাগের দিকে গড়িয়ে পড়বে, সুতরাং যখন আঙ্গুল টেনে নেওয়া হবে তখন যেন সে নতুন পানি নিল।

যদি হাতের পিঠ দ্বারা মাসাহ করে তাহলে জায়েয হবে, কিন্তু তালু দ্বারা মাসাহ করা হল সুন্নত। এমনিভাবে যদি পায়ের নলার দিক থেকে মাসাহ শুরু করে তাহলেও জায়েয। যদি মাসাহ করতে ভুলে যায় এবং মোজার উপর বৃষ্টির পানি পৌঁছে, তা হলে মাসাহ হয়ে যাবে। এমনিভাবে মাথা মাসাহও। তদ্রূপ কেউ ঘাসের উপর হাঁটল, আর মোজার উপরিভাগ ভিজে ওঠল (তাহলেও মাসাহ হয়ে যাবে) যদিও শিশির দ্বারা ভিজে। এটাই সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَاهِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসাহ করার সুন্নত তরীকা কি?

উত্তর : সুন্নত মাসাহ সম্পর্কে মুগীরা ইবনে শূবার হাদীস প্রনিধানযোগ্য।

اِنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رض قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّاءَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى خُفِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى خُفِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَهُ اِلٰى اَعْلَاهُمَا مَسْحًا وَاحِدَةً حَتّٰى اَنْظُرَ اِلٰى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

(اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ)

হযরত মুগীরা ইবনে শূবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি পেশাব করেছেন এবং এসে ওযু করেছেন আর মোজার উপর মাসাহ করেছেন। ডান হাত ডান মোজার উপর এবং বামহাত বাম মোজার উপর রেখেছেন। অতঃপর একসাথে উভয় মোজার উপর মাসাহ করেছেন)। অনন্তর আমি মোজাদ্বয়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলসমূহ দেখেছি। (ইবনে আবি শাইবা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন) মাসাহের এ পদ্ধতি যেহেতু উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এজন্য এ তরীকায় মাসাহ করাকে সুন্নত বলা হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : كَمْ شَرْطًا لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا هِيَ ؟ بَيِّنْ مُوْجِزًا

প্রশ্ন: চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত কয়টি ও কি কি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর ?

উত্তর: যে সমস্ত চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ– তার তিনটি শর্ত রয়েছে। মোজাকে মূলত সেটিকেই বলা হয় যে মোজা গোড়ালীসহ পুরো পা ঢেকে রাখে; কোন অংশ খোলা না থাকে। শর্তগুলো নিম্নরূপ –(১) উক্ত মোজা পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ ছেড়া না হওয়া

(২) মোজা এমন ঢিলা না হওয়া যার দরুন পা থেকে খুলে যায়। (৩) পরিধান করে স্বাভাবিকভাবে চলা-ফেরা সম্ভব হওয়া।

قَوْلُهُ : هٰكَذَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيْطِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশদ ব্যাখ্যা কর ?

উত্তর : 'মুহীত' গ্রন্থের বর্ণনা উল্লেখ করার পর 'যখীরা 'গ্রন্থের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা কেউ কেউ দুই

www.pathagar.com

বর্ণনায় দুইরকম পরস্পর বিরোধী তরীকা বর্ণনা করা হয়েছে বলে মনে করে থাকে। অথচ বাহ্যত পার্থক্য হলেও মূলত পরস্পরে কোনো বিরোধ নেই।

কেননা মুহীতে বলা হয়েছে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মাসাহ করা তখনি জায়েয যখন ওয়াজিব পরিমাণ মাসাহ হয়ে যায়। আর যখীরা গ্রন্থে বলা হয়েছে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মাসাহ করা জায়েয যদি পানি ঝরে পড়ে। আর ঝরে পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই হয় যে, যাতে করে গায়রে মুস্তা'মাল পানি দ্বারা ওয়াজিব পরিমাণ মাসাহ হয়ে যায়। সুতরাং উভয় বর্ণনা দ্বারা ওয়াজিব পরিমাণ মাসাহ যেন হয়ে যায় এটাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : وَلَوْ بِالطَّلِّ هُوَ الصَّحِيْحُ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الطَّلِّ؟ هَلْ يَجُوْزُ الْمَسْحُ بِالطَّلِّ اَمْ لَا؟ اُكْتُبْ

প্রশ্ন : "طَلٌّ" শব্দের অর্থ কি? طَلٌّ দ্বারা মাসাহ জায়েয কি-না? লিখ

উত্তর : اَلطَّلُّ শব্দের অর্থ– শিশির, বস্তুত শিশির পানি কি না তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন শিশির পানি নয়, তাই এর দ্বারা মাসাহ জায়েজ হবেনা। কেউ কেউ বলেছেন পানি। সুতরাং তা দ্বারা মাসাহ জায়েজ হবে। শারেহ, রহ. এ মতকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন هُوَالصَّحِيْحُ (এটাই সহীহ মত)।

قَوْلُهُ : لٰكِنَّ السُّنَّةَ بِبَاطِنِهَا الخ : অর্থাৎ মাসেহ করার সুন্নত তরিকা হলো, হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেট দ্বারা মাসেহ করা। যদি কেউ হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট দ্বারা মোজার তালুর উপর কিংবা গোড়ালির দিক কিংবা পায়ের পার্শ্ব-এর উপর মাসেহ করে তবে এ মাসেহ বৈধ হবে না। কেননা, হাদীসসমূহে পায়ের উপরাংশ [পিঠ] মাসেহ করার কথা এসেছে। তাই পায়ের উপরাংশ ব্যতীত অন্যস্থান মাসেহ করা বৈধ নয়। এখানে শারেহ রহ. বলেছেন যে, যদি মাসেহ করার পদ্ধতিতে কেউ ভিন্ন তরিকায় মাসেহ করে তথা হাতের পিঠ দ্বারা মাসেহ করে কিংবা উপর থেকে নীচের দিকে মাসেহ করে আসে, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। এজন্য যে, মাসেহের পদ্ধতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়; বরং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসেহের মহল।

www.pathagar.com

عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ اَلْخُفُّ مَا يَسْتُرُ الْكَعْبَ كُلَّهٗ اَوْ يَكُوْنُ الظَّاهِرُ مِنْهُ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اَصْغَرِهَا اَمَّا لَوْظَهَرَ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ فَلَا يَجُوْزُ لِاَنَّ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْخَرْقِ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّكُوْنَ وَاسِعًا بِحَيْثُ يُرٰى رِجْلُهٗ مِنْ اَعْلَى الْخُفِّ ـ

اَوْجُرْمُوْقَيْهِ اَىْ عَلٰى خُفَّيْنِ يَلْبَسَانِ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ لِيَكُوْنَا وِقَايَةً لَهُمَا مِنَ الْوَحْلِ وَالنَّجَاسَةِ فَاِنْ كَانَا مِنْ اَدِيْمٍ اَوْ نَحْوِهٖ جَازَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ اَوْفَوْقَ الْخُفَّيْنِ وَاِنْ كَانَا مِنْ كِرْبَاسٍ اَوْ نَحْوِهٖ فَاِنْ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَايَجُوْزُ وَكَذَا اِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَا بِحَيْثُ يَصِلُ بَلَلُ الْمَسْحِ اِلَى الْخُفِّ الدَّاخِلِ ثُمَّ اِذَا كَانَا مِنْ نَحْوِ اَدِيْمٍ وَقَدْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ فَاِنْ لَبِسَهُمَا بَعْدَ مَا اَحْدَثَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَايَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوْقَيْنِ وَاِنْ لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَزَعَهُمَا دُوْنَ الْخُفَّيْنِ اَعَادَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ الدَّاخِلَيْنِ ـ

بِخِلَافِ مَا اِذَا مَسَحَ عَلٰى خُفٍّ ذِىْ طَاقَيْنِ فَنَزَعَ اَحَدَ الطَّاقَيْنِ لَايُعِيْدُ الْمَسْحَ عَلَى الطَّاقِ الْاٰخَرِ وَاِنْ نَزَعَ اَحَدَ الْجُرْمُوْقَيْنِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّعِيْدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوْقِ الْاٰخَرِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اَنَّهٗ يَخْلَعُ الْجُرْمُوْقَ الْاٰخَرَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَوْجَوْرَبَيْهِ الثَّخِيْنَيْنِ اَىْ بِحَيْثُ يَسْتَمْسِكَانِ عَلَى السَّاقِ بِلَا شَدٍّ **مُنَعَّلَيْنِ اَوْ مُجَلَّدَيْنِ** حَتّٰى اِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ اَوْ مُجَلَّدَيْنِ لَايَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح خِلَافًا لَهُمَا وَعَنْهُ اَنَّهٗ رَجَعَ اِلٰى قَوْلِهِمَا وَبِهٖ يُفْتٰى ـ

সহজ তরজমা

(মাসাহ করবে) **মোজাদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে।** মোজা বলা হয় যা গোড়ালীর পুরা অংশকে ঢেকে নেয়। অথবা যা (পরিধান করলে) পায়ের ছোট তিন আঙ্গুলের চাইতে কম খুলে থাকে। তবে যদি পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ খুলে যায় তাহলে মাসাহ জায়েয হবে না। কেননা এটা ছেঁড়ার অন্তর্ভুক্ত। যদি মোজা এমন বড় হয় যে, উপরের দিক দিয়ে তার পা দেখা যায়, তা হলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

অথবা জারমূকদ্বয়ের উপর অর্থাৎ এমন মোজাদ্বয়ের উপর যেগুলো (অপর) মোজাদ্বয়ের উপর পরিধান করা হয়, যাতে করে (ভেতরের) মোজাদ্বয় কাঁদা এবং নাপাক থেকে হিফাযত থাকে। যদি এ দুটি (জারমুকদ্বয়) চামড়ার কিংবা চামড়ার মত বস্তু দ্বারা তৈরী হয় তাহলে তার উপর মাসাহ জায়েয। চাই শুধু সে দুটিই পরা হউক কিংবা মোজাদ্বয়ের উপর পরা হউক। যদি এ দু'টি সুতী কাপড় কিংবা সুতী কাপড়ের মত কোন বস্তু দ্বারা তৈরী হয় তাহলে যদি এ দু'টিকেই শুধু পরিধান করে তাহলে মাসাহ জায়েয হবে না। এমনিভাবে (অপর) মোজাদ্বয়ের উপর পরিধান করলেও (মাসাহ জায়েয হবে না) তবে যদি জারমুকদ্বয়

www.pathagar.com

এমন হয় যে, মাসাহের ভেজাটা ভেতরের মোজা পর্যন্ত পৌছে যায়, (তা হলে জায়েয) আর যদি জারমূকদ্বয় চামড়ার অনুরূপ বস্তু দ্বারা তৈরী হয় এবং উভয়টা মোজার উপর পরিধান করে, যদি এ দু'টি হাদাছের পর পরিধান করে এবং মোজার উপর মাসাহ করে তাহলে জারমূকদ্বয়ের উপর মাসাহ জায়েয হবে না। যদি জারমূকদ্বয় হাদাছ সূচিত হওয়ার আগে পরিধান করে থাকে এবং উভয়টির উপর মাসাহ করে অতঃপর মোজা না খুলে জারমূকদ্বয় খুলে ফেলে, তাহলে ভেতরের মোজাদ্বয়ের উপর দ্বিতীয়বার মাসাহ করে নিবে। তবে এ সূরতের বিপরীত যে, যখন দুপল্লা মোজার উপর মাসাহ করে, আর দু পল্লার এক পল্লাকে খুলে ফেলে তখন দ্বিতীয় পল্লার উপর পুনরায় মাসাহ করবে না। আর যদি জারমূকদ্বয়ের একটি খুলে ফেলে, তা হলে দ্বিতীয় জারমূকের উপর পুনর্বার মাসাহ করা তার উপর ওয়াজিব। আবূ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, সে অপর জারমূকও খুলে ফেলবে এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করবে।

<u>মোটা জাওরাবদ্বয়ের উপর</u> অর্থাৎ এমন জওয়ারবদ্বয় যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের নলার সাথে আটকে থাকে। <u>শুধু নীচে বা উপরে-নীচে চামড়া যুক্ত হয়।</u> এমনকি জাওরাবদ্বয় যখন মোটা হবে কিন্তু নীচে বা উপরে-নীচে চামড়া যুক্ত না হবে তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে তার উপর মাসাহ জায়েয নেই। সাহেবাইন রহ. ভিন্ন মত পোষণ করেন। আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহেবাইন রহ. এর মতের প্রতি ফিরে এসেছেন। এর উপরই ফাতওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْجَرْمُوْقِ وَمَا حُكْمُهٗ بَيِّنْ ؟

প্রশ্ন : جُرْمُوْق এর অর্থ ও তার হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : জারমূক (আবরনী মোজা) ঐ বস্তুকে বলা হয় যা মোজাকে নাপাক ও কাদা আবর্জনা থেকে হিফাজতের উদ্দেশ্যে মোজার উপর পরিধান করা হয়। জারমূক চামড়া কিংবা কাপড় উভয়টির দ্বারাই হতে পারে।

জারমূকের বিধান : আহনাফের মতে চামড়ার জারমূকের উপর মাসাহ করা বৈধ। কেননা এটা স্বতন্ত্র মোজা। রাসূল ﷺ ও জারমূকের উপর মাসাহ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন কোন প্রকার জারমূকের উপর মাসাহ করা জায়েয নেই। তিনি বলেন বদলের বদল হত পারে না অর্থাৎ পায়ের মূলবিধান হল ধৌত করা। তবে শরীয়তে মোজার উপর মাসাহ করাকে পা ধোয়ার বিকল্প সাব্যস্ত করেছেন। এ হিসেবে জারমূক পায়ের বিকল্পের বিকল্প। আর এমনটি জায়েজ নেই।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ اَقْسَامَ الْجَوْرَبَيْنِ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهٗ

প্রশ্ন : جَوْرَبَيْنِ এর প্রকার ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর: চামড়া ছাড়া অন্যা কিছুর তৈরী মোজাকে জাওয়াব বলা হয়। এটা তিন প্রকার– যথা (১) মুনা'আল– তথা যা শুধু নিচের অংশ চামড়া যুক্ত হয়। (২) মুজাল্লাদ অর্থাৎ যে মোজার নীচে–উপরে চামড়া যুক্ত হয়। এ দু' সূরতে সর্ব সম্যতিক্রমে মাসাহ জায়েজ হবে। (৩) সাখীনাইন – অর্থাৎ চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরী মোটা মোজা। এ ব্যাপারে মাতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে এর উপর মাসাহ জায়েয। পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানিফা রহ. সাহেবাইনের মতের প্রতি রুজু করেছেন।

www.pathagar.com

مَلْبُوْسَيْنِ عَلٰى طُهْرٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ فَلَوْ تَوَضَّأَ وُضُوْءً غَيْرَ مُرَتَّبٍ فَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ غَسَلَ بَاقِيَ الْاَعْضَاءِ ثُمَّ اَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ اَوْ تَوَضَّأَ وُضُوْءً مُرَتَّبًا فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَاَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَدْخَلَهَا الْخُفَّ لَيْسَتْ لَهُ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَفِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ اِذَا لَبِسَ الْيُمْنٰى لٰكِنَّهُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ فَعُلِمَ اَنَّ قَوْلَهُ مَلْبُوْ سَيْنِ اَحْسَنُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ وَهِيَ اِذَا لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ لِاَنَّ الْمُرَادَ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ وَقْتَ الْحَدَثِ وَهٰذَا الْوَقْتُ هُوَ زَمَانُ بَقَاءِ اللُّبْسِ لَازَمَانُ حُدُوْثِهِ فَيَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ هُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ وَلَايَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ لِاَنَّ الْفِعْلَ دَالٌّ عَلٰى الْحُدُوْثِ وَالْاِسْمَ دَالٌّ عَلٰى الدَّوَامِ وَالْاِسْتِمْرَارِ **لَا عَلٰى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ** اَلْقُفَّازُ مَايَلْبَسُ الْكَفَّ لِيَكُفَّ عَنْهَا مِخْلَبَ الصَّقْرِ وَالْبَازِىْ وَنَحْوِهِ ـ

وَفَرْضُهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الْيَدِ فَاِنَّ مَسَحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ خُطُوْطًا فَعُلِمَ اَنَّهَا بِالْاَصَابِعِ دُوْنَ الْكَفِّ وَمَا زَادَ عَلٰى مِقْدَارِ ثَلٰثِ اَصَابِعَ اِنَّمَا هُوَ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ فَبَقِيَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ وَلَايَفْرِضُ فِيْهِ شَيْءٌ اٰخَرُ كَالنِّيَّةِ وَغَيْرِهَا ـ

সহজ তরজমা

যখন মোজাদ্বয় হাদাছের পর তাহারাত অবস্থায় পরিহিত হবে। সুতরাং যদি কেউ তারতীব ছাড়া ওযূ করে, যেমন– পদদ্বয়কে প্রথমে ধুয়ে মোজা পরে নিল অতঃপর অন্যান্য অঙ্গ ধৌত করল এরপর হাদাছগ্রস্ত হল এবং ওযূ করল। কিংবা তারতীবসহ ওযূ করল, অতঃপর ডান পা ধুয়ে তাতে মোজা পরে নিল, এরপর বাম পা ধুয়ে তাতে মোজা পরিধান করল। প্রথম সূরতে মোজা পরিধানের সময় তার পূর্ণাঙ্গ তাহারাত ছিল না এবং দ্বিতীয় সূরতে ডান মোজা পরার সময় (পূর্ণাঙ্গ তাহারাত ছিল না)। তবে মোজাদ্বয় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত অবস্থায় পরিহিত ছিল হাদাছ সূচিত হওয়ার সময়।

সুতরাং বুঝা গেল যে, মুছান্নিফ রহ. এর উক্তি مَلْبُوْسَيْنِ ফকীহগণের উক্তি اِذَا لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ (যখন মোজাদ্বয় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত অবস্থায় পরবে হাদাছের সময়) থেকে উত্তম। কেননা হাদাছের সময় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত থাকা উদ্দেশ্য। আর হাদাছের সময়টা হল মোজা পরিহিত থাকার সময়। নতুন করে মোজা পরিধানের সময় নয়। সুতরাং هُمَا مَلْبُوْسَانِ عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ বলা সহীহ হবে এবং لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ বলা সহীহ হবে না। কেননা ফে'ল নতুন করে হওয়ার উপর দালালত করে, আর ইস্ম দালালত করে চলমান ও সার্বক্ষণিকতার উপর।

পাগড়ি, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার উপর মাসাহ্ করা জায়েয নেই। কুফফায বলা হয় যা বাজপাখি বা এ ধরনের বস্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হাতে পরিধান করা হয়। মাসাহের ফরয

www.pathagar.com

হল হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ। কেননা রাসূল ﷺ-এর মাসাহ ছিল রেখাকৃতির। তাই জানা গেল যে, তা ছিল আঙ্গুলসমূহ দ্বারা, হাতের তালু দ্বারা নয়। আর তিন আঙ্গুল পরিমাণ থেকে যা অতিরিক্ত হবে তা ব্যবহৃত পানি দ্বারা হবে বিধায় তার কোন ধর্তব্য নেই। সুতরাং তিন আঙ্গুল পরিমাণই অবশিষ্ট থাকল। মাসাহের ক্ষেত্রে নিয়ত ইত্যাদি কোনো বস্তু ফরয নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ طَهَارَةً تَامَّةً عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন : طَهَارَة تَامَّة (পূর্ণাঙ্গ তাহারতের) স্বরূপ শারেহ রহ. এর পদ্ধতিতে বর্ণনা কর।

উত্তর : পূর্ণাঙ্গ طَهَارَة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে তাহারাত মুতলাক পানি দ্বারা ওযু কিংবা গোসল হাছিল হয়। খেজুর ভেজানো পানি কিংবা অনুরূপ পানি দ্বারা যে তাহারাত হাসিল হয় তা পূর্ণাঙ্গ তাহারাত নয় বরং অসম্পূর্ণ তাহারাত। (১) اِذَا لَبِسَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ (২) مَلْبُوْسَيْنِ عَلٰى طُهْرٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ

اَلسُّوَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : উল্লেখিত বাক্য দুটির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর : প্রথম বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাদাছ সংঘটিত হওয়ার সময় মোজাদ্বয় পূর্ণ তাহারাত অবস্থায় পরিহিত ছিল। তাই প্রথমে পা ধুয়ে মোজা পরিধান করলে অথবা অন্য সব অঙ্গ ধুয়ে পা ধোয়ার সময় প্রথমে ডান পা ধুয়ে একটি মোজা পরিধান করে তারপর বাম পা ধুয়ে দ্বিতীয় মোজা পরিধান করলে, মোজা পরিধান করাটা ওযু করার পূর্বে হয়ে যায়। কিন্তু মোজা পরার পর ওযু পূর্ণ করে নেওয়ার ফলে তাহারাত হাসিল হল। দ্বীতীয় বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মোজাদ্বয় যখন পরা হবে তখন পূর্ণাঙ্গ তাহারাত থাকতে হবে। সুতরাং উপরিউক্ত সূরতসমূহে যেহেতু পরিপূর্ণ তাহারাতের আগেই মোজা পরিধান করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় বাক্যের দাবী অনুযায়ী উক্ত সূরতদ্বয়ে হাদাছ সূচিত হলে মাসাহ বৈধ হয়না।

এ বক্তব্যটি অবশ্য ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উক্তিকে সমর্থন করে। কেননা তার মতে পূর্ণাঙ্গ তাহারাত অবস্থায় মোজা না পরলে তার উপর মাসাহ জায়েয নেই। আহনাফের মতে পূর্ণ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত নয় বরং হাদাছ সূচিত হওয়ার সময় পূর্ণ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরিহিত হওয়াই যথেষ্ট। তাই আহনাফের মত প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে- প্রথম (সূরত) বাক্যই বেশি শ্রেয়।

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসাহ করা ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত, যেমনিভাবে তায়াম্মুম ওযূর স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে যেমন নিয়ত ফরয, তেমনিভাবে মাসাহের ক্ষেত্রেও ফরয হওয়া চাই। অতএব মাসাহের ক্ষেত্রে নিয়ত ইত্যাদি ফরয নয় কেন?

উত্তর: (ক) তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে প্রমাণাদির কারণে নিয়ত ফরয আর মাসাহের ক্ষেত্রে নিয়ত ফরয হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। (খ) মোজার উপর মাসাহ করা মাথা মাসাহ কারার অনুরূপ আর মাথা মাসাহের ক্ষেত্রে নিয়ত ফরয নয়। সুতরাং মোজার উপর মাসাহের ক্ষেত্রেও নিয়ত ফরয হবে না।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ حُكْمَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ

প্রশ্ন : পাগড়ি, টুপি ইত্যাদির উপর মাসাহার বিধান বর্ণনা কর। ?

উত্তর : উপরোক্ত বস্তু সমূহের উপর মাসাহ জায়েয নেই। এগুলোর উপর মাসাহ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। সুতরাং মোজার উপর কিয়াস করে এগুলোর উপর মাসাহ জায়েয মনে করার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

وَمُدَّتُهُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا مِنْ حِيْنِ الْحَدَثِ لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اَلْحَدِيْثُ اَفَادَ جَوَازَ الْمَسْحِ فِى الْمُدَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَقَبْلَ الْحَدَثِ لَا اِحْتِيَاجَ اِلَى الْمَسْحِ فَالزَّمَانُ الَّذِىْ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْمَسْحِ وَهُوَ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ مُقَدَّرٌ بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُوْرِ **وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ وَنَزْعُ الْخُفِّ** ذُكِرَ لَفْظُ الْوَاحِدِ وَلَمْ يَقُلْ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ لِيُفِيْدَ اَنَّ نَزْعَ اَحَدِهِمَا نَاقِضٌ فَاِنَّهُ اِذَا نَزَعَ اَحَدَهُمَا وَجَبَ غَسْلُ اِحْدَى الرِّجْلَيْنِ فَوَجَبَ غَسْلُ الْاُخْرٰى اِذْ لَا جَمْعَ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَكَذَا اِنْ دَخَلَ الْمَاءُ اَحَدَ خُفَّيْهِ حَتّٰى صَارَ جَمِيْعُ الرِّجْلِ مَغْسُوْلًا وَاِنْ اَصَابَ الْمَاءُ اَكْثَرَهَا فَكَذَا عِنْدَ الْفَقِيْهِ اَبِىْ جَعْفَرٍ رح -

সহজ তরজমা

মাসাহের সময় সীমা মুকীমের জন্যে একদিন এবং এক রাত। আর মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত, হাদাছের সময় থেকে নিয়ে। কেননা রাসূল ﷺ-এর বাণী হল, মুকীম মাসাহ করবে একদিন এবং এক রাত, আর মুসাফির তিন দিন ও তিন রাত। উপরোল্লিখিত সময়সীমার মাঝে মাসাহ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীস (প্রমাণ হিসেবে) ফায়দা দিয়েছে। হাদাছ হওয়ার পূর্বে মাসাহের প্রয়োজন নেই। সুতরাং যে সময়ে মাসাহ করার প্রয়োজন হয়, তা হল হাদাছের সময় থেকে নিয়ে উল্লেখিত সময়সীমার সাথে নির্দিষ্ট হবে। মাসাহকে ঐ বস্তু ভেঙ্গে দেয় যা ওযুকে ভেঙ্গে দেয় এবং মোজা খুলে ফেলা। মুসান্নিফ রহ. একবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন, (দ্বিবচন অর্থাৎ) خُفَّيْنِ বলেন নি–যাতে করে একথা বুঝা যায় যে, এক মোজা খুলে ফেলাই মাসাহকে ভেঙ্গে দেয়। কেননা যখন এক মোজা খুলে ফেলল তখন এক পা ধোয়া জরুরী হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয় পাও ধোয়া জরুরী হয়ে যাবে। কেননা ধোয়া এবং মাসাহ করা একত্র করে ফেলা জায়েয নেই। এমনিভাবে যদি দুই মোজার এক মোজার মাঝে পানি প্রবেশ করে অনন্তর পুরা পা ধৌত হয়ে যায় (তাহলেও মাসাহ ভেঙ্গে যাবে এবং অপর মোজা খুলে পা ধুয়ে নিতে হবে)। যদি পায়ের বেশি অংশে পানি পৌঁছে যায় তাহলেও ফকীহ আবু জাফর রহ. এর নিকট এ বিধানই (অর্থাৎ পুরা পায়ের ভেতর পানি প্রবেশের বিধানের অনুরূপ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُ وَمُدَّتُهُ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ الخ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مُدَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعَ ذِكْرِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসাহর সময়সীমা ইমামদের অভিমত ও দলীলসহ লিখ ?

উত্তর : মোজার উপর মাসাহের সময় সীমা সম্পর্কে আহনাফ ও ইমাম মালেক রহ.-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

মাযহাব

উলামায়ে আহনাফ বলেন, হদসযুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মুকীম ব্যক্তি এক দিন একরাত এবং মুসফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ্ করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. থেকে দুটি অভিমত রয়েছে। (১) মুকীম ব্যক্তি মোজার উপর মোটেই মাসাহ্ করতে পারবে না আর মুসাফির ব্যক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য মাসাহ্ করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা না খুলবে। (২) মুকীমের হুকুম মুসাফিরের হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ মুসাফির যেমন যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা না খুলে ততক্ষণ মাসাহ্ করতে পারে তেমনি মুকীমও মাসাহ্ করবে।

দলিল

ইমাম মালেক রহ.-এর প্রথম অভিমতের দলীল হল মোজার উপর মাসাহ্কে শরীয়ত বৈধ করেছে জরুরতের কারণে, আর মুকীমের বেলায় এ ধরনের কোন জরুরত নেই। তাই মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসাহ করাও জায়েয নেই।

ইমাম মালেকের দ্বিতীয় অভিমতের দলীল হল, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রহ.-এর হাদীস –তিনি বলেন–

قُلْتُ يَارَ سُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ الخ

অর্থাৎ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একদিন মোজার উপর মাসাহ্ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবার বললাম, দুদিন? তিনি বললেন হ্যাঁ এভাবে আমি বলতে বলতে সাত দিন পর্যন্ত পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তুমি যখন সফর অবস্থায় থাকবে তখন যতদিন ইচ্ছা মোজার উপর মাসাহ্ করতে পারবে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাসাহ্ করার ব্যাপারে কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

আহনাফের দলীল

হাদীসে মাশহূর, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا

ইমাম মালেক রহ.-এর দলিল খণ্ডন

ইমাম মালেক রহ. মুকীমের জন্য মোজার উপর মাসাহ্ করার জরুরত নেই বলে যে উক্তি করেছেন, এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কারণ মুকীমেরও এর জরুরত আছে, ইমাম মালেক রহ. যে হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন এর সনদ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রকম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হাদীস মাজহুল। অতএব এ অপ্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা আমাদের মাশহূর হাদীসকে বর্জন করা যাবে না।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ اِبْتِدَاءَ مُدَّةِ الْمَسْحِ مَعَ ذِكْرِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟

প্রশ্ন : ইমামদের اِخْتِلَاف সহ মাসাহ্র মুদ্দতের শুরু সময় লিখ?

উত্তর : (১) জমহূর বলেন মোজা পরিধানের পর সর্বপ্রথম যে হাদাছ সূচিত হবে তখন থেকেই মাসেহের সময় গণনা শুরু হবে।

(২) ইমাম আহমদ রহ. বলেন, হাদাছের পর মাসাহ্ করার সময়কে শুরুর সময় ধরা হবে।

(৩) হাসান বছরী রহ. বলেন, মোজা পরিধানের সময় থেকেই মাসাহার সময়সীমার শুরুর সময় ধরা হবে।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَنَزْعُ الْخُفِّ قَوْلُهُ : حَتَّى صَارَ جَمِيعُ الرِّجْلِ :

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুটি বিশ্লেষণ কর ?

উত্তর : قَوْلُهُ : وَنَزْعُ الْخُفِّ মোজা পরিহিত ব্যক্তি হাদাছ লাহেক হওয়ার পূর্বেই যদি মোজা খুলে ফেলে, তা হলে তার মাসাহ ভেঙ্গে যাবে, ওযূ ভাঙ্গবে না। এমতাবস্থায় শুধু উভয় পা ধুয়েই নামায ইত্যাদি আদায় করতে পারবে।

قَوْلُهُ : حَتَّى صَارَ جَمِيعُ الرِّجْلِ : কারো এক পায়ের মোজার মধ্যে পানি প্রবেশ করে পাটি ধোয়ার মতো হয়ে গেলেও তার মাসাহ ভঙ্গ হবে এবং এক্ষেত্রেও শুধু উভয় পা ধুয়ে নিলেই চলবে। একটি পায়ের অধিকাংশ অংশ ভিজে গেলেও এই একই হুকুম।

ছেঁড়া মোজার প্রকার

ছেঁড়া মোজা দুই প্রকার (ক) এমন ছেঁড়া যে তা পরলে পা প্রকাশ পায় না এক্ষেত্রে মোজা যদি তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা তার চাইতেও বেশি ছেঁড়া হয়, তা হলেও মাসাহ জায়েয হবে। (খ) এমন ছেঁড়া যা পরলে পা প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে তিন আঙ্গুল পরিমাণ কিংবা তার চাইতে বেশি প্রকাশ পেলে মাসাহ জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ : وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوْءِ الخ : মাসেহ ভঙ্গের কারণসমূহ : বিকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, যেসব জিনিস ওযূ ভঙ্গকারী সেসব জিনিস মোজার মাসেহ ভঙ্গকারীও বটে। কারণ, মোজার উপর মাসেহ করা ওযূরই অংশবিশেষ, তাই যা اَلْكُلُّ [সমগ্র]-এর ভঙ্গকারী তা আরো উত্তমভাবে جُزْءٌ [অংশ]-এরও ভঙ্গকারী হবে।

www.pathagar.com

وَمَضِيُّ الْمُدَّةِ وَبَعْدَ اَحَدِ هٰذَيْنِ اَيْ نَزْعِ الْخُفِّ وَمَضِيِّ الْمُدَّةِ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ فَحَسْبُ اَيْ لَا يَجِبُ غَسْلُ بَقِيَّةِ الْاَعْضَاءِ وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ رح بِنَاءً عَلٰى فَرْضِيَّةِ الْوَلَاءِ عِنْدَهٗ وَخُرُوْجُ اَكْثَرِ الْعَقِبِ اِلَى السَّاقِ نَزْعٌ وَلَفْظُ الْقُدُوْرِيِّ اَكْثَرُ الْقَدَمِ وَمَا اخْتَارَهٗ فِي الْمَتْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَيَمْنَعُهٗ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُوْ مِنْهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ اَصْغَرِهَا لَا مَا دُوْنَهٗ فَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ طَوِيْلًا يَدْخُلُ فِيْهِ ثَلٰثُ اَصَابِعَ اِنْ اُدْخِلَتْ لٰكِنْ لَا يَبْدُوْ مِنْهُ هٰذَا الْمِقْدَارُ جَازَ الْمَسْحُ وَلَوْ كَانَ مَضْمُوْمًا لٰكِنْ يَنْفَتِحُ اِذَا مَشٰى وَيَظْهَرُ هٰذَا الْمِقْدَارُ لَا يَجُوْزُ۔

সহজ তরজমা

(মাসাহ ভেঙ্গে দেয়) সময়সীমা পার হয়ে যাওয়া এবং এ দুটির একটি অর্থাৎ মোজা খুলে ফেলা এবং মাসাহের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর যার ওযূ আছে তার শুধু পা ধুয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যার ওযূ আছে সে (মোজা খোলা কিংবা মাসাহের সময়সীমা পার হওয়ার পর) শুধু পদদ্বয় ধুয়ে নিবে। অন্যান্য অঙ্গসমূহ ধোয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক রহ. এর মতে যেহেতু ওযূর মধ্যে তারতীব ফরয, তাই এ হিসেবে এ স্থানে তার দ্বিমত হওয়াটা সমীচীন ছিল। (কিন্তু দ্বিমতের কথা উল্লেখ নেই) পায়ের গোড়ালীর অধিকাংশ খুলে পায়ের নলার দিকে চলে যাওয়াই খুলে যাওয়া হিসেবে গণ্য। কুদূরীর শব্দ হল (اَكْثَرُ الْقَدَمِ) পায়ের অধিকাংশ খুলে যাওয়া। মূল বক্তব্যে গ্রন্থকার যা গ্রহণ করেছেন তা ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত। মোজার উপর মাসাহ করার প্রতিবন্ধক হল ছেঁড়া যাতে পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ প্রকাশ পেয়ে যায়। এর চাইতে কম হলে নয়। ছেঁড়াটা যদি এমন লম্বা হয় যে, যদি তিন আঙ্গুল প্রবেশ করানো হয় তাহলে প্রবেশ করে কিন্তু (চলার সময়) এ পরিমাণ প্রকাশ পায় না। তাহলে মাসাহ জায়েয হবে। আর যদি ছেঁড়া মিলানো অবস্থায় থাকে কিন্তু চলার সময় এ পরিমাণ (তিন আঙ্গুল) খুলে যায় তাহলে মাসাহ জায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ: وَمَضِيُّ الْمُدَّةِ وَبَعْدَ اَحَدِ هٰذَيْنِ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ ذِكْرِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ ؟

প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ?

উত্তর : মাসাহ এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও মোজার মাসাহ ভেঙ্গে যাবে এর দলিল হল হাদীসে মাশহূর– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশরাদ করেন ।

يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا

মুকিম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত মোজার উপর মাসাহ করবে।

www.pathagar.com

হাদীসে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকীম ও মুসাফিররের জন্য মাসাহের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই বুঝা গেল উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর মাসাহ্ ভেঙ্গে যাবে।

আমাদের বিকায়া গ্রন্থকার লেখেন; যদি কোন ব্যক্তির ওযু থাকে এমতাবস্থায় মোজা খুলে যায়, কিংবা নির্ধারিত সময়সীমা অতীত হয়ে যায় তবে তার জন্য ওয়াজিব হল, শুধু মোজাদ্বয় খুলে পদদ্বয় ধুয়ে নেওয়া ওযুর অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে ওযু করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। তবে শর্ত হল, তার ওযু ভঙ্গের কোন কারণ দেখা না দিতে হবে। যদি ওযু ভঙ্গের কোন কারণ দেখা দেয় তবে শুধু পা ধৌত করলে যথেষ্ট হবে না। বরং পূর্ণ ওযু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দলীল হল হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীস। হযরত ইবনে উমর কোন এক জিহাদের সফরে ছিলেন। তিনি মোজা খুলে শুধু উভয় পা ধৌত করেছেন; পূর্ণ ওযু করেন নি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সময়সীমা উত্তীর্ণ হোক কিংবা মোজা খুলে যাক, ওযু অবস্থায় থাকলেও তার উপর পূর্ণ ওযু করা ওয়াজিব। কেননা তার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা পায়ের তাহারাত (পবিত্রতা) দূরীভূত হয়ে গেছে। আর তাহারাত দূর হওয়াটা تَجَزِّى (অংশে অংশে বিভক্ত হওয়া) হয় না। যেমন– হদসের কারণে ওযু ভাঙ্গাটা تَجَزِّى হয় না। অতএব পায়ের তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থই হল, পুরো তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়া আর যেহেতু পুরো তাহারাত ভেঙ্গে গেছে সেহেতু তার উপর পূর্ণ ওজু করা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর যুক্তির খণ্ডন হচ্ছে, 'হদস' আর 'মাসেহ' এর সময়সীমা অতিক্রম করা, এক জিনিস নয়। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করাও যথার্থ নয়। সুতরাং উক্ত কিয়াস– قِيَاس مَعَ الْفَارِق হয়েছে।

এখানে শারেহ লেখেন, ইমাম মালেক রহ. এর নিকট যেহেতু ওযুতে وِلَاء তথা এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অপর অঙ্গ ধৌত করা ফরয আর আমরা এ অবস্থায় বলি যে, শুধু উভয় পা ধৌত করাই তার উপর ওয়াজিব। তাই এতে তার মতানৈক্য থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে তার কোন মতানৈক্য পাই নি।

www.pathagar.com

فَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْغَزْلِ وَنَحْوِهٖ مَشْقُوْقٌ اَسْفَلَ الْكَعْبِ اِنْ كَانَ يَسْتُرُ الْكَعْبُ بِخَيْطٍ اَوْ نَحْوِهٖ يَشُدُّ بَعْدَ اللُّبْسِ بِحَيْثُ لَايَبْدُوْ مِنْهُ شَيْئٌ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَشْقُوْقِ وَاِنْ بَدَا كَانَ كَالْخَرْقِ فَيُعْتَبَرُ الْمِقْدَارُ الْمَذْكُوْرُ **وَيُجْمَعُ خُرُوْقُ خُفٍّ لَا خُفَّيْنِ** اَىْ اِذَا كَانَ عَلٰى خُفٍّ وَاحِدٍ خُرُوْقٌ كَثِيْرَةٌ تَحْتَ السَّاقِ وَيَبْدُوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَيْئٌ قَلِيْلٌ بِحَيْثُ لَوْ جَمَعَ الْبَادِىْ يَكُوْنُ مِقْدَارَ ثَلٰثِ اَصَابِعَ يَمْنَعُ الْمَسْحَ وَلَوْكَانَ هٰذَا الْمِقْدَارُ فِى الْخُفَّيْنِ جَازَ الْمَسْحُ -

وَيُتِمُّ مُدَّةَ السَّفَرِ مَاسِحٌ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيُتِمُّهُمَا اِنْ اَقَامَ قَبْلَهُمَا وَيَنْزِعُ اِنْ اَقَامَ بَعْدَهُمَا - فَهٰهُنَا اَرْبَعُ مَسَائِلَ : لِاَنَّهٗ اِمَّا اَنْ يُّسَافِرَ الْمُقِيْمُ اَوْ يُقِيْمَ الْمُسَافِرُ وَكُلٌّ اِمَّا قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ بَعْدَهُمَا وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْمَتْنِ ثَلٰثٌ مِنْهَا وَلَمْ يُذْكَرْ مَا اِذَا سَافَرَ الْمُقِيْمُ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَحُكْمُهٗ ظَاهِرٌ وَهُوَ وُجُوْبُ النَّزْعِ -

সহজ তরজমা

এ থেকে বুঝা গেল যে, সুতা বা এ ধরনের বস্তু যার দ্বারা মোজা তৈরি করা হয়, উক্ত মোজা যদি গোড়ালীর নীচে ফাটা হয়, আর মোজা এমন হয় যা পরার পর সুতা বা এ ধরনের বস্তু দ্বারা বাঁধার কারণে গোড়ালী এমনভাবে ঢেকে যায় যে, পায়ের কোন অংশ প্রকাশ পায় না। তাহলে ঐ মোজা ছেঁড়াবিহীন মোজা গণ্য হবে। আর যদি পা প্রকাশ পায়, তা হলে তা ছেঁড়া মোজার মত। সুতরাং উল্লেখিত পরিমাণ (তিন আঙ্গুল) ধর্তব্য হবে। এক মোজার বিভিন্ন ছেঁড়া একত্রিত করা হবে, দু মোজার ছেঁড়া নয়। অর্থাৎ যদি এক মোজায় গোড়ালীর নীচে অনেক ছেঁড়া থাকে এবং প্রত্যেক ছেঁড়া অংশে অল্প অল্প করে এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, যদি সবগুলো প্রকাশিত অংশকে একত্রে ধরলে তিন আঙ্গুল পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে মাসাহ জায়েয নেই। যদি এ পরিমাণ প্রকাশিত অংশ দু'মোজা মিলে হয় তাহলে মাসাহ জায়েয আছে।

একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার আগে যে মাসাহকারী সফরে চলে যায় সে সফরের সময়সীমা পূর্ণ করবে। মাসাহকারী মুসাফির যদি একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুকীম হয়ে যায় তাহলে সে একদিন ও একরাত পূর্ণ করবে। যদি এক দিন এক রাত অতিক্রম হওয়ার পর মুকীম হয়, তা হলে মোজা খুলে ফেলবে। এখানে চারটি মাসআলা রয়েছে, কেননা হয়ত মুকীম সফর করবে, আর না হয় মুসাফির মুকীম হবে। প্রত্যেকেই হয়ত একদিন একরাত পুরা করার পূর্বে কিংবা পরে হবে। মূল বক্তব্যে এ চার প্রকারের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঐ প্রকারকে আলোচনা করেন নি যে, মুকীম যখন একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর সফর করবে। এর বিধান সুস্পষ্ট অর্থাৎ মোজা খুলে ফেলা ওয়াজীব।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّ مَا يُصْنَعُ الخ : পূর্বোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, যদি তিন আঙ্গুল বরাবর কিংবা এর চেয়ে বেশি অংশ মোজার ছেঁড়া দিয়ে প্রকাশ পায় তবে এর উপর মাসেহ করা জায়েয নেই, কিন্তু যদি এর চেয়ে কম হয় তবে মাসেহ করা জায়েয। শারেহ রহ. অন্য একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন যে, ছেঁড়া-ফাটা মোজাকে যদি এমনভাবে মেরামত করা হয় যে, চলার সময় পা প্রকাশ পায় না তবে এর হুকুম ঐ মোজার হুকুমের মতো, যার কোনো ছেঁড়া-ফাটা নেই। হ্যাঁ, যদি পা খুলে যায় তবে এর হুকুম ফাটা মোজার হুকুমের মতো এবং তিন আঙ্গুল পরিমাণ ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ : وَيُجْمَعُ خُرُوْقُ خُفٍّ الخ : এক মোজার বিচ্ছিন্ন ছেঁড়াকে একত্রিত করা হবে : যদি এক মোজায় পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ছেঁড়া থাকে, তবে সবগুলোকে এমনভাবে পরিমাণ করা হবে যে, যদি সবগুলো ছেঁড়াকে একত্রিত করা হতো, তা হলে এর পরিমাণ কেমন হতো। যদি দেখা যায় যে, তিন আঙ্গুল বা এর চেয়েও বেশি পরিমাণ হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হবে না। আর যদি সব ছেঁড়া মিলিয়ে তিন আঙ্গুল পরিমাণের চেয়ে কম ছেঁড়া বলে বিবেচিত হয়, তবে এর উপর মাসেহ করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ছেঁড়াকে একত্রিত করে পরিমাপ করা হবে না। কেননা, এক মোজা ফাটা হওয়ার কারণে অপর মোজা দিয়ে পথ চলতে কোনো সমস্যা হয় না।

قَوْلُهُ : تَحْتَ السَّاقِ الخ : আলোচ্য ইবারতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোড়ালির অংশের ছেঁড়া-ফাটা ধর্তব্য নয়। চাই তা বেশি হোক কিংবা কম হোক। কেননা, মোজার উপর মাসেহ করা হয় টাখনুর অংশে; টাখনুর উপরের অংশে নয়। তাই এ টাখনুর নীচের অংশই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ : فَهٰهُنَا اَرْبَعُ مَسَائِلَ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : فَهٰهُنَا اَرْبَعُ مَسَائِلَ : মাসাআলার চারটি নিম্নরূপ। (১) মুকীম ব্যক্তির একদিন-একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে সফরে চলে যাওয়া। (২) মুসাফিরের একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সফরে চলে যাওয়া। (৩) মুসাফিরের একদিন-একরাত পূর্ণ হওয়ার পর মুকীম হওয়া (৪) মুকীমের একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পর সফরে চলে যাওয়া।

www.pathagar.com

وَيَجُوْزُ عَلٰى جَبِيْرَةِ مُحْدِثٍ وَلَايُبْطِلُهُ السُّقُوْطُ اِلَّا عَنْ بُرْءٍ اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ اِنْ اَضَرَّجَازَ تَرْكُهُ وَاِنْ لَمْ يَضُرَّ فَقَدْ اِخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ جَوَازِ تَرْكِهِ وَالْمَاخُوْذُ اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَرْكُهُ ثُمَّ لَايُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَبِيْرَةِ مَشْدُوْدَةً عَلٰى طَهَارَةٍ ـ

وَاِنَّمَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ اِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلٰى مَسْحِ ذٰلِكَ الْعُضْوِكَمَا لَايَقْدِرُ عَلٰى غَسْلِهِ بِاَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ اَوْ كَانَتِ الْجَبِيْرَةُ مَشْدُوْدَةً يَضُرُّ حَلُّهَا اَمَّا اِذَا كَانَ قَادِرًا عَلٰى مَسْحِهِ فَلَا يَجُوْزُ مَسْحُ الْجَبِيْرَةِ وَاِذَا كَانَ فِىْ اَعْضَائِهِ شِقَاقٌ فَاِنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ يَلْزَمُهُ اِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَاِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ ثُمَّ اِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَغْسِلُ مَاحَوْلَهُ وَيَتْرُكُهُ وَاِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِىْ يَدِهِ وَيَعْجِزُ عَنِ الْوُضُوْءِ اِسْتَعَانَ بِالْغَيْرِ لِيُوَضِّيَهُ فَاِنْ لَمْ يَسْتَعِنْ وَتَيَمَّمَ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا وَاِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ عَلٰى شُقَاقِ الرِّجْلِ اَمَرَّ الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ فَاِذَا اَمَرَّ الْمَاءَ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ اِنْ كَانَ السُّقُوْطُ عَنْ بُرْءٍ غَسَلَ الْمَوْضِعَ وَاِلَّا فَلَا ـ

সহজ তরজমা

মুহদিসের পট্টির উপর মাসাহ জায়েয আছে। পট্টি খুলে যাওয়াটা মাসাহকে বাতিল করে না। তবে শুকিয়ে যাওয়াতে (অর্থাৎ ক্ষত শুকিয়ে পট্টি খুলে পড়ে গেলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে) পট্টির উপর মাসাহ করাতে যদি ক্ষতি হয় তাহলে মাসাহ না করা জায়েয আছে। যদি ক্ষতি না করে তাহলে মাসাহ না করা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর থেকে বিভিন্ন রকম বর্ণনা আছে। মাশায়েখের গৃহীত সিদ্ধান্ত হল মাসাহ ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই। অতঃপর এ শর্তও নেই যে, পট্টি পবিত্রাবস্থায় বাঁধতে হবে।

পট্টির উপর মাসাহ করা তখনি জায়েয যখন ক্ষত অঙ্গের উপর মাসাহ করা সম্ভব না হয় যেমনটি তা ধোঁয়ার ব্যাপারে সক্ষম হয় না। এভাবে যে, পানি ঐ অঙ্গকে ক্ষতি করে কিংবা পট্টি খোলা ক্ষতি করে। তবে যদি ক্ষত অঙ্গে মাসাহ করা সম্ভব হয় তাহলে পট্টির উপর মাসাহ করা জায়েয নেই। যদি তার অঙ্গে একাধিক ফাঁটা হয় তাহলে যদি ধৌত করতে অপারগ হয় তখন তার উপর পানি প্রবাহিত করা ওয়াজিব। আর এতেও অপারগ হলে তার উপর মাসাহ করা জরুরী। অতঃপর যদি মাসাহ করতে অপারগ হয়, তা হলে ক্ষত অঙ্গের চারপাশ ধুয়ে নিবে এবং এ অঙ্গ ছেড়ে দিবে। যদি তার হাতে একাধিক ফাঁটা হয় এবং ওযু করতে অপারগ হয় তাহলে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করবে যাতে করে তাকে ওযু করিয়ে দেয়। যদি কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে এবং তায়াম্মুম করে নেয়, তা হলেও জায়েয। এতে সাহেবাইন রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। যখন পায়ের ফাঁটা স্থানের উপর ঔষধ লাগানো হয় তখন ঔষধের উপরে পানি প্রবাহিত করে দিবে। সুতরাং যখন পানি প্রবাহিত করবে আর ঔষধ পড়ে যাবে তখন যদি ফাঁটা স্থান শুকিয়ে ঔষধ পড়ে যায় তাহলে ঐ স্থান ধুয়ে নিবে অন্যথায় ধুবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَجُوْزُ عَلٰى جَبِيْرَةٍ الخ : جَبِيْرَة ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয়, যা ভাঙ্গা হাড়ের উপর বাঁধা হয়। মুহদিছ (ওযূহীন) ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে ক্ষতস্থানে বাঁধা পট্টির উপর মাসেহ করা। চাই পট্টি তাহারাত অবস্থায় বাঁধা হোক কিংবা হদস অবস্থায় বাঁধা হোক। বিকায়া গ্রন্থকার রহ. লেখেন, জাবীরা (পট্টি)-এর উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য হওয়া। যদি ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য না হয়; বরং স্বাভাবিকভাবে মাসেহ করা যায়, তবে পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

পট্টির উপর মাসেহের বৈধতার দলীল

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে তিনি বলেন– إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ "রাসূলুল্লাহ সা. পট্টির উপর মাসেহ করতেন।" (দারাকুতনী)

উল্লিখিত হাদীস "পট্টির উপর মাসেহ করার বৈধতা" বুঝায় এবং তাহারাত অবস্থায় পট্টি বাঁধা হোক কিংবা হদস অবস্থায় পট্টি বাধা হোক– উভয় অবস্থায়ই এর উপর মাসেহ করা জায়েয– এ কথাও বুঝায়। কেননা, হাদীসদ্বয়ের মধ্যে তাহারাত ও হদস-এর শর্তারোপ করা হয় নি।

পট্টির উপর মাসেহের বৈধতার পক্ষে যৌক্তি দলিল হলো, মোজা খোলার মধ্যে যতটুকু অসুবিধা রয়েছে, পট্টি খোলা আর বাঁধার মধ্যে এর চেয়ে অধিক অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং যখন অসুবিধা দূর করার জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন তো পট্টির উপর মাসেহ করার বৈধতা আরো যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهُ : اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ اِنْ اَضَرَّ الخ : যদি ক্ষতস্থানের পট্টির উপর মাসেহ করা ক্ষতি হয় তবে তার জন্য মাসেহ না করা জায়েয আছে। হ্যাঁ, যদি মাসেহ কোনো ক্ষতি না করে তবে মাসেহ না করা জায়েয নেই এবং এ অবস্থায় যদি সে মাসেহ না করে নামায আদায় করে তবে সাহেবাইন রহ.-এর নিকট তার নামায সহীহ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট তাঁর একটি বর্ণনা মোতাবেক উক্ত অবস্থায়ও মাসেহ না করা জায়েয আছে।

قَوْلُهُ : شُقَاقٌ الخ : شُقَاق শব্দের شين অক্ষরে পেশ পড়া হবে। কেউ কেউ شُقَاق-এর স্থলে شُقُوْق শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দদ্বয় شَقٌّ-এর جمع (বহুবচন)। অর্থ– ফাটা। অর্থাৎ শীতকালে যে চামড়া ফেটে যায়, সে রোগকে شَقّ বলা হয়। কখনো কখনো এগুলো ধোয়া কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, তখন শুধু এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দেবে।

قَوْلُهُ : اِسْتِعَانٌ بِالْغَيْرِ الخ : শারেহ রহ. লেখেন, যদি কারো হাতে ফাটা থাকে আর সে ওযূ করতে অক্ষম হয় তবে সে অন্যের থেকে সাহায্য নেবে, যে তাকে ওযূ করিয়ে দেবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট মোস্তাহাব। কিন্তু যদি সে অন্যের সাহায্য না নিয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে, তবে তার নামায সহীহ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ.-এর নিকট অন্যের সাহায্য নেওয়া ওয়াজিব। যদি সে অন্যের সাহায্য নেওয়া ব্যতীত তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে, তবে তার নামায সহীহ হবে না। হ্যাঁ, যদি তাকে ওযূ করিয়ে দেওয়ার মতো লোক না পাওয়া যায়, কিংবা লোক পাওয়া গেছে, কিন্তু সে তাকে ওযূ করিয়ে দিতে অস্বীকার করেছে, তবে সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। এখন তার নামায মতানৈক্য ছাড়াই সহীহ হবে। কেননা, এখন সে সার্বিকভাবে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

وَإِذَا فَصَدَ وَوُضِعَ خِرْقَةٌ وَشُدَّ الْعِصَابَةُ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَايَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ شَدُّ الْعِصَابَةِ بِلَا إِعَانَةِ أَحَدٍ لَايَجُوزُ عَلَيْهَا الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذٰلِكَ يَجُوزُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ وَغَسْلُ مَاتَحْتَهَا يَضُرُّ الْجِرَاحَةَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِى كُلِّ خِرْقَةٍ جَاوَزَتْ مَوْضِعَ الْقُرْحَةِ وَإِنْ كَانَ حَلُّ الْعِصَابَةِ لَايَضُرُّهُ لٰكِنَّ نَزْعَهَا عَنْ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ يَضُرُّهَا يَحُلُّهَا وَيَغْسِلُ مَاتَحْتَهَا إِلٰى مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ ثُمَّ يَشُدُّهَا وَيَمْسَحُ مَوْضِعَ الْجِرَاحَةِ وَعَامَّةُ الْمَشَائِخِ عَلٰى جَوَازِ مَسْحِ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ ـ

وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ مِنَ الْيَدِ مَا بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ مِنَ الْعِصَابَةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ إِذْ لَوْ غَسَلَ تَبْتَلُّ الْعِصَابَةُ وَرُبَّمَا يَنْفُذُ الْبَلَّةُ إِلٰى مَوْضِعِ الْفَصْدِ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِيعَابُ فِى مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ فِى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِى الْأَسْرَارِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَكْفِى الْأَكْثَرُ وَإِذَا مَسَحَ ثُمَّ نَزَعَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْمَسْحَ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَاهُ وَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهَا فَبَدَّلَهَا بِالْأُخْرٰى فَالْأَحْسَنُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَثْلِيثُ مَسْحِ الْجَبَائِرِ بَلْ يَكْفِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ ـ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ يُخَالِفُ مَسْحَ الْخُفِّ فِى أَنَّهُ يَجُوزُ عَلٰى حَدَثٍ وَلَايُقَدَّرُ لَهُ مُدَّةٌ وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ لَايَبْطُلُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ يَجِبُ غَسْلُ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ـ

সহজ তরজমা

যখন শিংগা লাগায় এবং কাপড় টুকরা স্থাপন করে ও পট্টি বেঁধে দেয় তখন কতিপয় শায়খের মতে এর উপর মাসাহ জায়েয নেই বরং কাপড় টুকরার উপর মাসাহ করবে। আর কতিপয়ের মতে যদি অন্যের সাহায্য ছাড়া পট্টি বাঁধা) সম্ভব না হয় তাহলে জায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, যদি পট্টি খোলা এবং তার নীচের অংশ ধোয়া ক্ষতের ক্ষতি করে, তা হলে পট্টির উপর মাসাহ জায়েয আছে, অন্যথায় জায়েয নেই। এমনিভাবে ঐ কাপড় টুকরার বিধানও তাই যা ক্ষত স্থান থেকে সরে যায়।

যদি পট্টির বাঁধন খোলা ক্ষতি না করে কিন্তু ক্ষতস্থান থেকে পট্টি সরিয়ে ফেলা ক্ষতের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে পট্টির বাঁধন খুলে তার নীচের ক্ষতস্থান পর্যন্ত ধোবে, অতঃপর পট্টি বেঁধে ক্ষতস্থানের উপর মাসাহ করবে। অধিকাংশ শায়খগণ শিংগা ব্যবহারকারীর পট্টির উপর মাসাহ জায়েয বলেন।

পট্টির দুই গিরার মাঝে হাতের প্রকাশিত অংশে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী মাসাহই যথেষ্ট। কেননা যদি ধোঁয়া হয়, তা হলে পট্টি ভিজে যাবে। আর অনেক সময় ভেজাটা শিংগা লাগানোর স্থান পর্যন্ত গড়িয়ে

www.pathagar.com

যায়। ইমাম আবূ হানিফা রহ. থেকে হাসান ইবনে যিয়াদের রিওয়ায়াতে পট্টি ও ব্যান্ডেজের মাসাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাসাহ করা শর্ত। ইসরার নামক গ্রন্থে এমনটিই আছে। কারও কারও মতে সম্পূর্ণ অংশ মাসাহ করা শর্ত নয় বরং বেশির ভাগ অংশই মাসাহ করাই যথেষ্ট। যখন মাসাহ করবে অতঃপর পট্টি খুলে ফেলবে, এরপর পট্টি বাঁধবে, তখন আবারও মাসাহ করবে। যদি আবার মাসাহ না করে তাহলেও যথেষ্ট। পট্টির উপর তিনবার মাসাহ করা শর্ত নয়, একবার মাসাহ-ই যথেষ্ট এবং এটাই বিশুদ্ধতম মত।

এ বিষয়টি জানা জরুরী যে, পট্টির মাসাহ মোজার মাসাহ থেকে ভিন্ন রকম। (১) পট্টির উপর মাসাহ করা হাদাছ অবস্থায় জায়েয। (২) পট্টির উপর মাসাহের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত নেই। (৩) ক্ষত শুকানোর পূর্বে পট্টি খুলে গেলে মাসাহ বাতিল হয় না। (৪) যদি ক্ষত শুকিয়ে পট্টি পড়ে যায়, তা হলে ক্ষতের নির্ধারিত স্থান ধোয়া ওয়াজিব হয়। মোজা এর বিপরীত, যখন মোজাদ্বয়ের একটি খুলে যায় তখন উভয় পা ধোয়া জরুরী হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيْرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟

প্রশ্ন : ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ ও মোজার উপর মাসাহর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : মুসান্নিফ রহ. মোজা ও ব্যান্ডেজের মাসাহর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। সামাগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য পাওয়া যায়। তবে ১০টি পার্থক্য বেশি প্রসিদ্ধ। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল। (মুসান্নিফ রহ. ৪টি উল্লেখ করেছেন)

১। ব্যান্ডেজের উপর মাসাহর জন্য পূর্ণ পবিত্রতার পর তা বাঁধা জরুরী নয়। কিন্তু মোজার উপর মাসাহ করার জন্য পূর্ণ পবিত্রতা লাভের পর তা পরিধান করা শর্ত।

২। ব্যান্ডেজের উপর মাসহ করার কোন সময় সীমা নেই। কিন্তু মোজার জন্য সময় সীমা আছে।

৩। ব্যান্ডেজ স্থানচ্যুত হলে মাসাহ বাতিল হয় না; কিন্তু মোজা থেকে পা বেড়িয়ে গেলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৪। সুস্থতা লাভের পর ব্যান্ডেজ খুলে গেলে শুধু উক্ত জায়গা ধুঁয়ে নিলেই যথেষ্ট, কিন্তু এক মোজা খুলে গেলে অপর মোজা খুলে উভয় পা ধোঁয়া জরুরি।

(৫) এক বর্ণনা মতে ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ ছাড়াও নামায সহীহ হয়ে যায়, কিন্তু মোজার উপর মাসাহ না করলে নামায সহীহ হয় না।

(৬) হাদাস ও জানাবাতগ্রস্ত উভয়ের জন্য ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ বৈধ। কিন্তু জানাবাতগ্রস্তের জন্য মোজা মাসাহ করা বৈধ নয়।

(৭) এক বর্ণনা মতে সম্পূর্ণ ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ জরুরী কিন্তু মোজার ক্ষেত্রে এমন নয়।

(৮) সর্বসম্মত মতে ব্যান্ডেজের উপর মাসাহের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। কিন্তু এক বর্ণনা মতে মোজার ক্ষেত্রে শর্ত।

(৯) এক পায়ের ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা ও অপর পা ধোঁয়া বৈধ; কিন্তু মোজার ক্ষেত্রে এমনটা অবৈধ।

(১০) যে কোন জাগার ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ জায়েয, কিন্তু পায়ের মোজা ছাড়া অন্য মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়।

www.pathagar.com

بَابُ الْحَيْضِ

اَلدِّمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِالنِّسَاءِ ثَلٰثَةٌ: حَيْضٌ وَاسْتِحَاضَةٌ وَنِفَاسٌ - فَالْحَيْضُ هُوَ دَمٌ يُنْفِضُهُ رِحْمُ امْرَأَةٍ بَالِغَةٍ اَىْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ لَادَاءَ بِهَا وَلَمْ تَبْلُغِ الْاٰيَاسَ فَالَّذِىْ لَايَكُوْنُ مِنَ الرِّحْمِ لَيْسَ بِحَيْضٍ وَكَذَا الَّذِىْ قَبْلَ سِنِّ الْبُلُوْغِ اَىْ تِسْعِ سِنِيْنَ وَكَذَا مَا يُنْفِضُهُ الرِّحْمُ لِمَرَضٍ - فَاِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ كَانَ سَيَلَانُ الْبَعْضِ طَبِيْعِيًّا فَكَانَ حَيْضًا وَسَيَلَانُ الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ فَلَا يَكُوْنُ حَيْضًا -

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : মাসিক ঋতুস্রাবের বিবরণ

মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত রক্ত তিন প্রকার– হায়েয, ইস্তিহাযা ও নিফাস। আর হায়েয হল ঐ রক্ত যা এমন মহিলার রেহেম বা গর্ভাশয় থেকে নির্গত হয় যে মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা হয় অর্থাৎ (কমপক্ষে) নয় বছরের মেয়ে। যার কোন রোগ নেই এবং সে বার্ধক্যেও পৌঁছে নি। সুতরাং যে রক্ত রেহেম থেকে নয়, তা হায়েয নয়। এমনিভাবে ঐ রক্ত যা প্রাপ্তবয়স্কা তথা নয় বছর বয়সের আগে আসে (তাও হায়েয নয়)। এমনিভাবে ঐ রক্ত যা রোগের কারণে রেহেম নির্গত করে (তা-ও হায়েয নয়)। সুতরাং রক্ত যখন অনবরত আসবে তখন কিছু প্রবাহ স্বভাবগত হবে তখন তা হায়েয হবে। আর কিছু প্রবাহ রোগের কারণে হবে, তা হায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْحَيْضِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ لِمَاذَا اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رح "بَابُ الْحَيْضِ" فِىْ اٰخِرِ "كِتَابِ الطَّهَارَةِ"؟

প্রশ্ন : اَلْحَيْضُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? হায়েয অধ্যায়টি কিতাবুত তাহারাতের শেষে আনলেন কেন?

উত্তর : তাহারাত সম্পর্কিত ঐ সব আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক পুরুষ ও মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত আর যেগুলোর আলোচনা শুধু নারীদের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো পরে আনা হয়েছে। আর حَيْض যেহেতু শুধু নারীদের সম্পর্কিত বিষয়, তাই তা পরে আনা হয়েছে।

হায়েযের অর্থ : হায়েযের আভিধানিক অর্থ হল - প্রকাশিত হওয়া, ফেঁটে পড়া।

শরীয়তের পরিভাষার হায়েয বলা হয় –

هُوَ دَمٌ يُنْقِضُهُ رِحْمُ امْرَأَةٍ بَالِغَةٍ لَا دَاءَ بِهَا وَلَمْ تَبْلُغِ الْاٰيَاسَ

অর্থাৎ– হায়েয বলা হয় এমন রক্তকে যা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার গর্ভাশয় থেকে নির্গত হয়, যে মাহিলার কোন রোগ নেই এবং সে বার্ধ্যকেই পৌঁছেনি।

www.pathagar.com

وَكَمَا قَيَّدَهُ بِعَدَمِ الدَّاءِ يَجِبُ اَنْ يُّقَيِّدَهُ بِعَدَمِ الْوَلَادَةِ اَيْضًا اِحْتِرَازًا عَنِ النِّفَاسِ ثُمَّ الْاَصَحُّ اَنَّ الْحَيْضَ مُوَقَّتٌ اِلَى سِنِّ الْاَيَاسِ وَاَكْثَرُ الْمَشَائِخِ قَدَّرُوْهُ بِسِتِّيْنَ سَنَةً وَمَشَائِخُ بُخَارَا وَخَوَارِزْم بِخَمْسٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَمَا رَأَتْ بَعْدَهَا لَا يَكُوْنُ حَيْضًا فِىْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهَا اِنْ رَأَتْ دَمًا قَوِيًّا كَالْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ الْقَانِىْ كَانَ حَيْضًا وَيَبْطُلُ الْاِعْتِدَادُ بِالْاَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدَهُ لَا وَاِنْ رَأَتْ صُفْرَةً اَوْ خُضْرَةً اَوْ تُرْبِيَّةً فَهِىَ اسْتِحَاضَةٌ **وَاَقَلُّهُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ** وَعِنْدَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح اَقَلُّهُ يَوْمَانِ وَاَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ رح اَقَلُّهُ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَاَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ ـ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ. যেমনিভাবে হায়েযের রক্তের ক্ষেত্রে রোগ না হওয়ার কয়েদ লাগিয়েছেন, তেমনিভাবে ভূমিষ্ঠ না হওয়ার কয়েদ লাগানোও জরুরী, নিফাস থেকে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে। বিশুদ্ধতম কথা হল, হায়েয বার্ধক্য কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ শায়েখগণ বার্ধক্যের সময়সীমা ষাট বছর নির্ণয় করেছেন। বুখারা এবং খাওয়ারযমের শায়েখগণ পঞ্চান্ন বছর বলেছেন। সুতরাং মহিলারা এ সময়সীমার পরে যে রক্ত দেখতে পাবে তা যাহেরি মাযহাব মতে হায়েয হবে না। গ্রহণযোগ্য কথা হল, মহিলারা যদি গাঢ় রঙের রক্ত দেখে যেমন কাল এবং গাঢ় লাল, তা হলে তা হায়েয হবে। যদি ইদ্দতের মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রক্ত দেখে, তা হলে মাস গণনায় ইদ্দত পূর্ণ করা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পরে দেখে, তা হলে বাতিল হবে না। অধিক বয়স্কা মহিলা হলুদ, সবুজ কিংবা ঘোলা রং এর রক্ত দেখলে তা ইস্তেহাযা হবে।

হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন তিন রাত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দশ দিন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের বেশির ভাগ অংশ। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকট হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল একদিন এবং এক রাত, আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হল পনের দিন। আমরা (আহনাফ) রাসূল ﷺ-এর এ বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করি (তিনি ইরশাদ করেছেন)– কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন ও তিন রাত এবং তার সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দশ দিন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : كَمْ يَوْمًا لِلْحَيْضِ؟ بَيِّنْ مَعَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : حَيْض এর সর্ব নিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কত দিন? ইমামদের মতভেদসহ বর্ননা কর।

উত্তর : হায়েজের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় কত দিন এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে – সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ –

মাযহাব

আহনাফ বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিনদিন তিন রাত। আর এর চেয়ে কম সময় নিয়ে যে রক্ত আসে তা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাজা। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে দুই দিন ও

www.pathagar.com

তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন এক রাত। ইমাম মালেক রহ. এর নিকট শুধু রক্তই হায়েজ চাই তার প্রবাহ এক ঘন্টাই হোক না কেন।

দলিল

ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর দলীল হল, দুই দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ মূলত তিন দিনই। কেননা নিয়ম আছে لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ তাই উক্ত সময় তিন দিনের বরাবর।

ইমাম মালেক রহ. এর দলীল হল– হায়েয হচ্ছে একটি হদছ। সুতরাং অন্যান্য হদসের মত হায়েয নামক হদসটিও কোন কিছুর সাথে নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ যখনই যতটুকু সময় নিগর্ত হয় তা–ই হয়েয।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল হচ্ছে রক্তের প্রবাহ যখন পূর্ণ একদিন একরাত ব্যাপী চলতে থাকে, তখন জানা হয়ে যাবে এ রক্ত বাচ্চাদানী (জরায়ু) থেকে নির্গত। অতএব, হায়েজের রক্ত সনাক্ত করার জন্য এব চেয়ে বেশী সময়ের প্রয়োজন নেই।

আহনাফের দলীল হল, হযরত আয়েশা, বাহেলী, আনাস ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হাদীস – اِنَّهٗ قَالَ اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَ الثَّيِّبَةِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهٗ عَشَرَةُ اَيَّامٍ অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, কুমারী অকুমারী নারীর হয়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে, তিন দিন তিন রাত, আর এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশ দিন। উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হয়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন তিন রাত, সর্বোচ্চ দশ দিন দশ রাত।

তিন ইমামের দলিলের খণ্ডন : উল্লেখিত ইমামগণের পেশকৃত দলীল সমূহের উত্তর হচ্ছে, হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কম করা হবে। এখন যদি কেউ এর চেয়ে কম করে বা কম মেয়াদকে হায়েজের জন্য যথেষ্ট মনে করেন, তবে তা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কম করা হবে। অথচ শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমা কম করা জায়েজ নেই।

হয়েজের সর্বোচ্চ সময় নিয়েও ইমামদের মাঝে মত বিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফী রহ. এর নিকটে হায়েযের সর্বোচ্চ সময় সীমা পনের দিন।

আহনাফের মতে হায়েজের সর্বোচ্চ সময় দশ দিন। ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলিল রাসূল ﷺ এর ঐ হাদীস যা তিনি স্ত্রী লোকদের ত্রুটির ব্যাপারে বলেছিলেন – تَقْعُدُ اِحْدٰهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّىْ অর্থাৎ –স্ত্রী লোকেরা জীবনের অর্ধেক সময় বসে বসে থাকে, নামাযও পড়ে না রোযাও রাখে না। এ হাদীসে شطر শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেক আর এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হায়েযের সর্বোচ্চ সময়কে।

আহনাফের দলিল হচ্ছে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত মাসআলায় এ হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে, হায়েযের সর্বোচ্চ সময় হচ্ছে দশ দিন।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى النِّفَاسِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

প্রশ্ন : نِفَاس ও اِسْتِحَاضَه এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি?

উত্তর : نِفَاس বলা হয়– اِسْمٌ لِلدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الرَّحْمِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ

অর্থাৎ ঐ রক্তকে বলা হয়, সন্তান প্রসব হওয়ার পর যা জরায়ু থেকে নির্গত হয়।

اِسْتِحَاضَة বলা হয় অসুস্থতার কারণে মহিলার জরায়ু কিংবা রগ থেকে নির্গত রক্তকে। مَا نَقَصَ عَنْ اَقَلِّ الْحَيْضِ وَ مَا زَادَ عَلٰى اَكْثَرِ الْحَيْضِ النِّفَاسُ অর্থাৎ ঐ রক্তকে ইস্‌তেহাযাহ বলা হয় যা হায়েজের ন্যূনতম সময়সীমার কম সময় নির্গত হয় কিংবা হয়েজ ও নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা থেকে অধিক সময় নির্গত হয়।

www.pathagar.com

ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ مَبْدَأَ الْحَيْضِ مِنْ وَقْتِ خُرُوْجِ الدَّمِ اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ لَا وُصُوْلُ الدَّمِ اِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَاِذَا لَمْ يَصِلْ اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ بِحَيْلُوْلَةِ الْكُرْسُفِ لَاتَنْقَطِعُ الصَّلٰوةَ فَعِنْدَ وَضْعِ الْكُرْسُفِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ اِذَا وَصَلَ الدَّمُ اِلٰى مَايُحَاذِىْ الْفَرْجَ الْخَارِجَ مِنَ الْكُرْسُفِ، فَاِذَا احْمَرَّ مِنَ الْكُرْسُفِ مَا يُحَاذِىْ الْفَرْجَ الدَّاخِلَ لَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ اِلَّا اِذَا رُفِعَتِ الْكُرْسُفُ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوْجُ مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ وَكَذَا فِى الْاِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَالْبَوْلِ وَوَضْعِ الرَّجُلِ الْقُطْنَةَ فِى الْاِحْلِيْلِ وَالْقُلْفَةِ كَالْخَارِجِ

ثُمَّ وَضْعُ الْكُرْسُفِ مُسْتَحَبٌّ لِلْبِكْرِ فِى الْحَيْضِ وَلِلثَّيِّبِ فِىْ كُلِّ حَالٍ وَمَوْضِعُهٗ مَوْضِعُ الْبِكَارَةِ وَيُكْرَهُ فِى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَالطَّاهِرَةُ اِذَا وَضَعَتْ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَحِيْنَ اَصْبَحَتْ رَأَتْ عَلَيْهِ اَثَرَ الدَّمِ فَالْاٰنَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْحَيْضِ وَالْحَائِضُ اِذَا وَضَعَتْ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَأَتْ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ حِيْنَ اَصْبَحَتْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا مِنْ حِيْنِ وَضَعَتْ ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর জেনে রাখ যে, জরায়ুর বাইরের দিকে রক্ত বেরিয়ে আসার সময় থেকে হায়েয শুরু হবে, জরায়ুর অভ্যন্তরে পৌছার দ্বারা নয়। কুরসুফ (তথা যোনীদ্বারে ঋতুস্রাবকালে ব্যবহৃত নেকড়া বা তুলা) এর প্রতিবন্ধকতার কারণে যদি জরায়ুর বাইরে রক্ত না পৌছে, তা হলে ঐ রক্ত নামাযকে ভাঙ্গবে না। সুতরাং কুরসুফ রাখা অবস্থায় রক্ত বেরিয়ে আসা তখনি পরিগণিত হবে যখন রক্ত কুরসুফের ঐ অংশে পৌছে যে অংশ জরায়ুর বাইরের অংশের বরাবর। আর যদি কুরসুফের ঐ অংশ লাল হয়ে যায় যা জরায়ুর অভ্যন্তরের বরাবর থাকে তাহলে বের হওয়া পরিগণিত হবে। তবে যখন কুরসুফ সরাবে তখন থেকে ঋতুস্রাব বের হওয়া গণ্য হবে না। অনুরূপ (বিধান) ইস্তেহাযা, নিফাস এবং পেশাবের ক্ষেত্রে এবং পুরুষের পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে তুলা রাখার ক্ষেত্রেও। খৎনা পূর্ব পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের অতিরিক্ত চামড়া বাইরের অনুরূপ। হায়েয অবস্থায় কুমারী নারীর জন্যে কুরসুফ ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং বিবাহিতা নারীর জন্যে সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব। কুরসুফ রাখার স্থান হল বাকারাতের স্থান (জরায়ুর মুখে) জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করা মাকরূহ। কোনো পবিত্রা মহিলা রাতের শুরুভাগে কুরসুফ রাখল, অতঃপর প্রভাতে কুরসুফের উপর রক্তের চিহ্ন দেখল, তখনই হায়েযের হুকুম সাব্যস্ত হবে। হায়েযা মহিলা রাতের শুরু ভাগে কুরসুফ রাখল এবং প্রভাতে তার মাঝে শুভ্রতা দেখল তাহলে যখন থেকে কুরসুফ রাখল তখন থেকে তাহারাতের হুকুম বর্তাবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى الْكُرْسُفِ وَمَا حُكْمُ وَضْعِهٖ؟

প্রশ্ন : كُرْسُف এর পরিচয় ও তার বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : কুরসুফ বলা হয় কাপড় কিংবা তুলার তৈরী বস্তু বিশেষ যা ঋতুস্রাব অবস্থায় মহিলার জরায়ুর মুখে বেঁধে রাখা হয়। যাতে করে রক্ত বাইরে গড়িয়ে না পড়ে।

ثُمَّ وَضْعُ الْكُرْسُفِ : কুমারী মহিলার জন্য হায়েজ অবস্থায় এবং বিবাহিত মহিলার জন্য সর্বাবস্থায় কুরসুফ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন কুমারী মহিলা এবং বিবাহিত মহিলা উভয়ের জন্য হয়েজ অবস্থায় কুরসুফ বাঁধা সুন্নত। কেননা সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র স্ত্রীগণের আমল এ রকম ছিল।

প্রশ্ন : অধিক বয়স্কা মহিলা হলুদ, সবুজ এবং ঘোলাটে রক্ত দেখলে তার কি হুকুম?

উত্তর : অধিক বয়স্কা মহিলারা যদি পূর্ব থেকে উপরোল্লেখিত রং এর ঋতুস্রাব না হয়ে থাকে, তা হলে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। তবে যদি পূর্ব থেকে এ ধরনের রং এর ঋতুস্রাব হয়ে থাকে, তা হলে তা হায়েয হলে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ : اِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ الخ : 'মুহীত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছেযে, মহিলাদের বিশেষ ছিদ্র মুখের মত হয়। অর্থাৎ মহিলাদের গুপ্তাঙ্গের ধরন মুখের মতো। মুখ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের সদৃশ। আর গুপ্তাঙ্গের বাকারত্বের সদৃশ হচ্ছ দাঁত। বাকারত্ব হচ্ছে একটি পাতলা পর্দা, যা স্ত্রীসঙ্গমের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায়। فَرْج دَاخِل বা গুপ্তাঙ্গের ভিতরাংশ হচ্ছে ঠোঁট এবং দাঁতের মধ্যভাগের খালি অংশের মতো।

قَوْلُهٗ : لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الخ : অর্থাৎ যদি প্যান্টির প্রতিবন্ধকতার কারণে রক্ত গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের দিকে না আসে, তবে এমতাবস্থায় মহিলা নামায ছাড়বে না। কেননা, এখনো সে হায়েযার হুকুমে পড়ে নি। কারণ, এখনো পর্যন্ত রক্ত فَرْج خَارِج তথা গুপ্তাঙ্গের বহিরাংশের দিকে আসে নি। হ্যাঁ, যখন রক্ত প্যান্টির ঐ অংশ পর্যন্ত চলে আসবে যা فَرْج خَارِج-এর বরাবর তখন নামায ছেড়ে দেবে।

www.pathagar.com

وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ اَیْ بَیْنَ الدَّمَیْنِ **فِیْ مُدَّتِهٖ** اَیْ فِیْ مُدَّةِ الْحَیْضِ **وَمَا رَأَتْ مِنْ لَوْنٍ فِیْهَا** اَیْ فِی الْمُدَّةِ **سِوَی الْبَیَاضِ حَیْضٌ** فَقَوْلُهٗ وَالطُّهْرُ مُبْتَدَأٌ وَمَا رَأَتْ عَطْفٌ عَلَیْهِ وَحَیْضٌ خَبَرُهٗ ـ وَاعْلَمْ اَنَّ الطُّهْرَ الَّذِیْ یَکُوْنُ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا اِذَا تَخَلَّلَ بَیْنَ الدَّمَیْنِ فَاِنْ کَانَ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَیَّامٍ لَایَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بَلْ هُوَ کَالدَّمِ الْمُتَوَالِیْ اِجْمَاعًا ـ وَاِنْ کَانَ ثَلٰثَةَ اَیَّامٍ اَوْ اَکْثَرَ فَعِنْدَ اَبِیْ یُوْسُفَ وَهُوَ قَوْلُ اَبِیْ حَنِیْفَةَ اٰخِرًا لَایَفْصِلُ وَاِنْ کَانَ اَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَیَّامٍ فَیَجُوْزُ بِدَایَةُ الْحَیْضِ وَخَتْمُهٗ بِالطُّهْرِ عَلٰی هٰذَا الْقَوْلِ فَقَطْ وَقَدْ ذُکِرَ اَنَّ الْفَتْوٰی عَلٰی هٰذَا تَیْسِیْرًا عَلَی الْمُفْتِیْ وَالْمُسْتَفْتِیْ وَفِیْ رِوَایَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ اَنَّهٗ لَایَفْصِلُ اِنْ اَحَاطَ الدَّمُ بِطَرَفَیْهِ فِیْ عَشَرَةٍ اَوْ اَقَلَّ وَفِیْ رِوَایَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ اَنَّهٗ یُشْتَرَطُ مَعَ ذٰلِكَ کَوْنُ الدَّمَیْنِ نِصَابًا ـ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح یُشْتَرَطُ مَعَ هٰذَا کَوْنُ الطُّهْرِ مُسَاوِیًا لِلدَّمَیْنِ اَوْ اَقَلَّ ثُمَّ اِذَا صَارَ دَمًا عِنْدَهٗ فَاِنْ وُجِدَ فِیْ عَشَرَةٍ هُوَ فِیْهَا طُهْرٌ اٰخَرُ یَغْلِبُ الدَّمَیْنِ الْمُحِیْطَیْنِ بِهٖ لٰکِنْ یَّصِیْرُ مَغْلُوْبًا اِنْ عُدَّ ذٰلِكَ الدَّمُ الْحُکْمِیُّ دَمًا فَاِنَّهٗ یُعَدُّ دَمًا حَتّٰی یُجْعَلَ الطُّهْرُ الْاٰخَرُ حَیْضًا اَیْضًا اِلَّا فِیْ قَوْلِ اَبِیْ سُهَیْلٍ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ کَوْنِ الطُّهْرِ الْاٰخَرِ مُقَدَّمًا عَلٰی ذٰلِكَ الطُّهْرِ اَوْ مُؤَخَّرًا ـ وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ اَلطُّهْرُ الَّذِیْ یَکُوْنُ ثَلٰثَةً اَوْ اَکْثَرَ یَفْصِلُ مُطْلَقًا ، فَهٰذِهٖ سِتَّةُ اَقْوَالٍ ـ

সহজ তরজমা

<u>দুই রক্তস্রাবের অন্তর্বর্তীকালীন ঐ পবিত্রতা যা হায়েয মুদ্দতে হয় এবং হায়েযের সময়ে সাদা ছাড়া যে রং দেখবে তা হায়েয।</u> মুছান্নিফ রহ. এর কথা "اَلطُّهْرُ" এটি মুবতাদা এবং "مَارَأَتْ" এর উপর আত্‌ফ আর "حَيْضٌ" হল তার খবর। মনে রোখো যে, ঐ পবিত্রতা যা পনের দিনের কম হয় তা যখন দুই রক্তস্রাবের মাঝে হবে, যদি তিন দিনের কম হয়, তাহলে দুই রক্তের মাঝে ব্যবধান হবে না বরং ঐ তুহুর সর্বসম্মতিক্রমে ধারাবাহিক রক্তের মত হবে। যদি তিন দিন কিংবা এর চাইতে বেশি হয়, তা হলে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরও শেষ উক্তি হিসেবে (দুই রক্তস্রাবের মাঝে) ব্যবধান হবে না, যদিও দশ দিনের চাইতে বেশি হয়। এ উক্তি মতে (অর্থাৎ আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে) হায়েযের শুরু এবং শেষ তুহুর থেকে হওয়া জায়েয আছে। আর উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাতাওয়া দানকারী ও ফাতাওয়া প্রার্থীর সহজকল্পে এ উক্তির উপরই ফাতাওয়া। ইমাম আযম থেকে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বর্ণনায় আছে যে, তুহুর ঐ সময় ব্যবধান গণ্য হবে না যখন রক্ত দশদিন বা তার চাইতে কম সময়ের মধ্যে তুহুরের উভয় দিককে বেষ্টন করে নেয়। ইমাম আযম থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এর বর্ণনায় আছে যে, এতদসঙ্গে এ দুই রক্তস্রাব নেছাব পরিমাণ হওয়া শর্ত। ইমাম মুহম্মদ রহ. এর নিকট মধ্যবর্তী তুহুর নিছাব হওয়া সত্ত্বেও উভয় রক্তস্রাবের সমান সমান অথবা কম হওয়া শর্ত। অতঃপর যখন তাঁর মতে মধ্যবর্তী তুহুর রক্তস্রাব গণ্য হল, সুতরাং যে দশ দিনের মধ্যে মধ্যবর্তী তুহুর রয়েছে, তাতে যদি আর একটি তুহুর পাওয়া যায় যা طُهْر مُتَخَلِّل এর বেষ্টিত দুই রক্তস্রাব থেকে বেড়ে যায় কিন্তু

www.pathagar.com

যদি ঐ বিধানগত রক্তস্রাবকে হায়েয গণ্য করা হয়, তা হলে পরবর্তীতে কম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিধানগত রক্ত হায়েয গণ্য হবে। অনন্তর অপর তুহুরটিও হায়েয গণ্য হবে। আবূ সুহাইলের বক্তব্য এর ব্যতিক্রম। পরবর্তী তুহুর ঐ তুহুরের (যা নির্দেশগত রক্ত হয়ে গেছে) উপর অগ্রগামী হওয়া বা পরে হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. এর মতে যে তুহুর তিন (দিন) কিংবা তার চাইতে বেশি হবে তা সাধারণ ব্যবধানকারী গণ্য হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে মোট ছয়টি উক্তি হল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَعْنَى الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ مَعَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : طُهْر مُتَخَلِّل কাকে বলে? অতঃপর ইমামদের মতভেদসহ তার হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : হয়েযের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রক্ত স্রাবের মাঝে পনের দিনের কম যে পবিত্রতা দেখা যায়, তাকে طُهْر مُتَخَلِّل বলা হয়।

طُهْر مُتَخَلِّل : এর বিধান

তন দিনের কম হলে দুই রক্ত স্রাবের মাঝে ব্যবধান গণ্য হবে না। বরং ধারাবাহিক রক্ত স্রাব গণ্য হবে। এটা সর্বসম্মত মত। এছাড়া طُهْر مُتَخَلِّل যদি তিন বা তিন দিনের বেশী হয়, তা হলে তা উভয় স্রাবকে ব্যবধানকারী হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ পাওয়া যায়।

১। তুহুর যদি তিন দিন কিংবা তার চাইতে বেশী এমন কি যদি দশ দিনের বেশী হয়, তা হলে ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর শেষ অভিমত অনুযায়ী এ তুহুর দুই রক্তস্রাবকে পৃথককারী গণ্য হবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এরও অভিমত।

২। দশদিন কিংবা তার চাইতে কম দিনকে যদি দুই রক্তস্রাবে বেষ্টন করে নেয়, তা হলে এ অন্তর্বর্তী কালীন তুহুর বিচ্ছিন্নকারী গণ্য হবে না। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানিফা রহ. হতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বর্ণনা। যেমন– একদিন রক্তস্রাব দেখা যাওয়ার পর আটদিন তুহুর থেকে পুনরায় একদিন রক্তস্রাব দেখা দেয়, তাহলে পুরো দশদিন রক্তস্রাব গণ্য হবে। অথবা একদিন রক্তস্রাব দেখার পর পাঁচদিন তুহুর থেকে পুনরায় একদিন রক্তস্রাব দেখা দিলে পুরা সাত্ত দিনই রক্তস্রাব গণ্য হবে।

৩। দশদিন কিংবা এর চাইতে কম দিনকে যদি এমন দুই রক্তস্রাব বেষ্টন করে নেয়, যে দুই রক্তস্রাব মিলে নিছাব পূর্ণ হয় তথা কমপক্ষে তিন দিন হয়, তা হলে মধ্যবর্তী তুহুর দুই রক্তস্রাবকে বিচ্ছিন্নকারী বিবেচিত হবে না। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা হতে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের বর্ণনা।

৪। **ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত :** তার মতে طُهْر مُتَخَلِّل হায়েয গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত তিনটি : (ক) দশ দিন কিংবা তার চাইতে কম দিনের মধ্যে উভয় দিকে রক্তস্রাব পাওয়া যেতে হবে। (খ) উভয় দিকের রক্তস্রাবের দিনকাল কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত হতে হবে। (গ) উক্ত দিনগুলোতে মধ্যবর্তী তুহুরের সময় সীমা উভয় দিকের রক্তস্রাবের দিনকালের সমান সমান কিংবা তার চাইতে কম হতে হবে।

৫। আবূ সুহাইলের মতে উপরোক্ত চার নাম্বার সূরতে দশ দিনের মধ্যে উভয় দিকের রক্তস্রাবের তুলনায় মধ্যবর্তী তুহুরের দিনকাল সমান সমান হলে, প্রথম ছয় দিনকে হায়েয গণ্য করা হবে। আর মধ্যবর্তী তুহুরের দিন কাল উভয় দিক থেকে বেষ্টনকারী রক্তের তুলনায় কম হলে, শেষের ছয় দিনকে হায়েয গণ্য করা হবে। আবূ সুহাইলের অভিমত অন্যান্যদের মতের পরিপন্থী।

৬। হাসান ইবনে যিয়াদের মতে দুই রক্তস্রাবের মধ্যবর্তী যে তুহুর তিন দিন কিংবা তার চাইতে বেশী হবে, তা ব্যবধানকারী তুহুর গণ্য হবে।

www.pathagar.com

وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَاَخِّرِيْنَ اَفْتَوْا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رح وَنَحْنُ نَضَعُ مِثَالًا يَجْمَعُ هٰذِهِ الْاَقْوَالَ : مُبْتَدِأَةٌ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَاَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِيَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلٰثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَثَلٰثَةً طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا ثُمَّ يَوْمًا دَمًا فَهٰذِهِ خَمْسَةٌ وَّاَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ـ

فَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ يُوْسُفَ رح اَلْعَشَرَةُ الْاُوْلٰى وَالْعَشَرَةُ الرَّابِعَةُ حَيْضٌ وَفِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ رح اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ طُهْرٍ هُوَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ طُهْرٍ هُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ هُوَ سَبْعَةٌ وَعِنْدَ اَبِيْ سُهَيْلٍ رح اَلسِّتَّةُ الْاُوْلٰى مِنْهَا وَعِنْدَ الْحَسَنِ رح الْاَرْبَعَةُ الْاَخِيْرَةُ ـ

وَمَاسِوٰى ذٰلِكَ اسْتِحَاضَةٌ فَفِيْ كُلِّ صُوْرَةٍ يَكُوْنُ الطُّهْرُ النَّاقِصُ فَاصِلًا فِيْ هٰذِهِ الْاَقْوَالِ سِوٰى قَوْلِ اَبِيْ يُوْسُفَ رح فَاِنْ كَانَ اَحَدُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا كَانَ حَيْضًا وَاِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا نِصَابًا فَالْاَوَّلُ حَيْضٌ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنْهُمَا نِصَابًا فَالْكُلُّ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِنَّمَا اسْتُثْنِيَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ رح لِاَنَّ هٰذَا لَايَتَاَتّٰى عَلٰى قَوْلِهٖ ـ

সহজ তরজমা

উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের অধিকাংশই ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভিমতের উপর ফাতওয়া প্রদান করেছেন। আমরা এমন একটি উদারহণ পেশ করব যা এ ছয়টি অভিমতকে শামিল করে। (উদাহরণ) প্রথমবারের হায়েযা মহিলা একদিন রক্তস্রাব দেখল অতঃপর চৌদ্দ দিন দেখল তুহুর,এরপর একদিন রক্তস্রাব এবং আট দিন তুহুর, অতঃপর একদিন রক্তস্রাব এবং সাত দিন তুহুর, এরপর দুইদিন, রক্তস্রাব এবং তিন দিন তুহুর, অতঃপর এক দিন রক্তস্রাব এবং তিন দিন তুহুর, এরপর একদিন রক্তস্রাব এবং দুই দিন তুহুর, অতঃপর একদিন রক্তস্রাব (দেখল) এই হল পঁয়তাল্লিশ দিন।

ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতে প্রথম দশক এবং চতুর্থ দশক হায়েয। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ঐ দশক হায়েয যা চৌদ্দ দিন তুহুরের পর রয়েছে। ইবনে মোবারক রহ. এর মতে ঐ দশক হায়েয আট দিন তুহুরের পর রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ঐ দশক হায়েয যা সাত দিন তুহুরের পর রয়েছে। আবু সুহাইল রহ. এর মতে শেষ চার দিন হল হায়েয। এছাড় বাকী সব ইস্তেহাযা। এসব সূরতে ইমাম আবূ উইসূফ রহ. এর মত ছাড়া সবার নিকট এমন সূরত পাওয়া যায়, যার মধ্যে অসম্পূর্ণ তুহুর ব্যবধানকারী হয়। যদি দু রক্তস্রাবের কোন একটা নিছাব (তিনদিন) হয়, তা হলে হায়েয হবে। আর যদি প্রত্যেকটিই নিছাব হয় তাহলে প্রথম রক্তস্রাব হায়েয হবে। যদি উভয়টার কোনটাই নিছাব না হয়, তা হলে পুরাটাই ইস্তেহাযা। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতকে এ জন্যেই স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার মতের ভিত্তিতে তুহুরে নাকেছ ফাছেল বা ব্যবধানকারী হওয়াটা বোধগম্য নয়।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْعَشَرَةُ الْاُوْلٰى : ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে উপরোক্ত উদাহরণের প্রথম দশক এবং চতুর্থ দশক হায়েয হবে এবং বাকী পঁচিশ দিন হবে ইস্তেহাযা। কেননা তার মতে পনের দিনের কম যে তুহুর হয় তা সাধারণভাবে ব্যবধানকারী হয় না। উপরোক্ত উদাহরণে সবগুলো তুহুরই যেহেতু পনের দিনের কম, তাই পুরা পঁয়তাল্লিশ দিন ধারাবাহিক রক্ত চালু থাকা গণ্য হবে। আর সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি মাসে একবার ঋতুস্রাব দেখা দেয়। সুতরাং যে মহিলার প্রথমবার ঋতুস্রাবের সময় থেকেই ধারাবাহিক রক্ত আসতেই থাকে এবং এখনো ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট দিনকালে নির্ধারিত হয় নি, সে মহিলার ঋতুস্রাবের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সমসাময়িক মহিলাদের সাথে তুলনা করে তা নির্ধারণ করা হবে। এ হিসেবে প্রথম দশ দিন এবং শেষ দশ দিন হবে হায়েয এবং মাঝের পঁচিশ দিন হবে ইস্তেহাযা।

قَوْلُهُ : وَفِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ : উদাহরণে উল্লেখিত পঁয়তাল্লিশ দিন যদিও ধারাবাহিক রক্ত অব্যাহত থাকা ধরা হবে কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে হায়েযের সময়সীমার ভিতরে তুহুরের উভয়দিক রক্তস্রাব দ্বারা বেষ্টিত। তাই কেবল হায়েয বলে গণ্য হবে। এ হিসেবে উল্লেখিত উদাহরণে চৌদ্দ দিন তুহুরের পর যে দশদিন রয়েছে, যার প্রথম দিন রক্তস্রাব, এরপর আট দিন তুহুর, এরপর একদিন রক্তস্রাব তা হায়েয গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ : আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর মতে আট দিন তুহুরের পর যে দশদিন রয়েছে, তা হবে হায়েয। কেননা হায়েয হওয়ার জন্যে তার মতে শর্ত ছিল তুহুরকে বেষ্টনকারী রক্তস্রাব কমপক্ষে তিন দিন হতে হবে, যা হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা। এ হিসেবে আট দিন তুহুরের পর যে দশ দিন আছে যার এক দিন রক্তস্রাব এরপর সাত দিন তুহুর এবং দুই দিন রক্তস্রাব দেখা দিল। এখানে যেহেতু তুহুরকে বেষ্টনকারী রক্তস্রাব তিন দিন হয়েছে, তাই এ দশ দিন হায়েয গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : اَلْعَشَرَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ : উল্লেখিত উদাহরণে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে সাত দিন তুহুরের পর দশ দিন হল হায়েয অর্থাৎ যে দশ দিনের প্রথমে দুই দিন রক্তস্রাব, এরপর তিন দিন তুহুর, এরপর এক দিন রক্তস্রাব এবং তিন দিন তুহুর ও এক দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়। কেননা এ দশ দিনের মধ্যে তুহুরকে বেষ্টনকারী রক্তস্রাব নেছাব পরিমাণ হয়েছে, আবার তুহুরের সময়কালও ঋতুস্রাবের মুদ্দতের সমান সমান বা কম হয়েছে, ফলে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে মধ্যবর্তী তুহুর ঋতুস্রাব হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া গেছে। এজন্যে এ দশ দিন হায়েয ধরা হবে।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَ اَبِيْ سُهَيْلٍ : ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে যে দশ দিন হায়েয গণ্য হয়েছে সে দশ দিনের প্রথম ছয় দিন আবূ সুহাইল রহ.-এর মতে হায়েয গণ্য হবে। কেননা তার মতে طُهْر مُتَخَلِّل হায়েয হওয়ার জন্যে তুহুরকে বেষ্টনকারী রক্তস্রাব বেষ্টিত তুহুরের সমান সমান হওয়া শর্ত। এ শর্ত ঐ দশ দিনের প্রথম ছয় দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। বিধায় এ ছয় দিন হায়েয গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : اَلْاَرْبَعَةُ الْاَخِيْرَةُ : হাসান ইবনে যিয়াদের মতে ঐ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে শুধু শেষের চার দিন হায়েয গণ্য হবে, বাকী একচল্লিশ দিন ইস্তেহাযা বিবেচিত হবে। কেননা তার মতে طُهْر مُتَخَلِّل যদি তিন দিন বা তার চাইতে বেশি হয়, তা হলে তা ব্যবধানকারী বলে বিবেচিত হবে। কিতাবে বর্ণিত উদাহরণে শেষের তুহুরই শুধু তিন দিনের কম অর্থাৎ দুই দিন এবং এর আগে পরে দুই দিন রক্তস্রাব। এ দুই দিনকেই রক্তস্রাবের অন্তর্গত করে নিবে। ফলে এ শেষ চার দিনই শুধু হায়েয গণ্য হবে।

ছয় অভিমতের সহজ নকশা :

শারেহ রহ. যদিও ছয় অভিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিন্তু ছয় অভিমতকে সহজে বুঝার জন্য আমরা নকশার মাধ্যমে তুলে ধরছি। নাকশায় د চিহ্ন দ্বারা دم (রক্ত), ط চিহ্ন দ্বারা- طُهْر (পবিত্রতা) উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

চিত্রে طهر متخلل এর সূরতসমূহ

د ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط د ط ط ط ط ط ط ط ط د ط ط ط ط ط ط ط د د ط ط ط د ط ط ط د ط ط د

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে প্রথম দশদিন হায়েয। (অর্থাৎ ধারাবাহিক চৌদ্দদিনের তুহরের মধ্যে হতে নয় দিনকে প্রথম একদিনের ঋতুস্রাবের সাথে মিলিয়ে এই দশ দিন হায়েয গণ্য হবে। এক্ষেত্রে হায়েযের সূচনা রক্ত স্রাবের মাধ্যমে হয়েছে। আর শেষ হয়েছে তুহর দ্বারা। কেননা তার মতে পনের দিনের কমের তুহর স্বাভাবিকভাবে ব্যবধানকারী বিবেচিত হয় না। চাই হায়েযের সময়সীমার মধ্যে হোক বা না হোক। আর চাই রক্ত হায়েযের নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর সর্বশেষ উক্তিও এটাই।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বর্ণনা মতে এই দশদিন হায়েয। কেননা হায়েযের সময়সীমা দশদিনের উভয় প্রান্তে রক্তের বেষ্টনী থাকার শর্ত এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম ইবনে মোবারকের বর্ণনা মোতাবেক এই দশদিন হায়েয। কেননা এ ক্ষেত্রে হায়েযের সময়সীমার উভয় প্রান্তে রক্ত থাকার শর্তের সাথে হায়েযের নেসাবের শর্তও পাওয়া গেছে।

আবূ সুহ-াইনের মতে এ ছয়দিন হায়েয গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এই দশদিন হায়েয গণ্য হবে

ইমাম হাসান রহ.-এর মতে শেষের এ চারদিন হায়েয গণ্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে এই দশ দিন হায়েয গণ্য হবে। এর শুরু ও শেষ তুহর দ্বারা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হায়েযের উপরোক্ত দিনসমূহ ছাড়া অবশিষ্ট দিনসমূহ সকলের মতে হায়েয বিবেচিত।

www.pathagar.com

وَاعْلَمْ اَنَّ اَلْوَانَ الْحَيْضِ هِىَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ فَهُمَا حَيْضٌ اِجْمَاعًا ـ وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَّعَةُ فِى الْاَصَحِّ وَالْخُضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ الضَّعِيْفَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالتُّرْبِيَّةُ عِنْدَنَا حَيْضٌ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا اَنَّ الْكُدْرَةَ مَا يَضْرِبُ اِلَى الْبَيَاضِ وَالتُّرْبِيَّةُ اِلَى السَّوَادِ وَاِنَّمَا قَدَّمَ مَسْئَلَةَ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ عَلَى اَلْوَانِ الْحَيْضِ لِاَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ فَاَلْحَقَهَا بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْاَلْوَانَ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ شَرَعَ فِىْ اَحْكَامِ الْحَيْضِ ـ فَقَالَ **يَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ يُقْضٰى هُوَ لَا هِىَ** اَىْ يُقْضَى الصَّوْمُ لَا الصَّلٰوةُ ـ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ وَصِحَّةَ اَدَائِهَا لٰكِنْ لَايَمْنَعُ وُجُوْبَ الصَّوْمِ فَنَفْسُ وُجُوْبِهِ ثَابِتَةٌ بَلْ يَمْنَعُ صِحَّةَ اَدَائِهِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ اِذَا طَهُرَتْ ـ

সহজ তরজমা

মনে রেখো, রক্তস্রাবের রং হল লাল এবং কাল। এ দুটি সর্বসম্মতিক্রমে হায়েয। এমনিভাবে গাঢ় হলুদ রং বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী হায়েয। সবুজ, হালকা হলুদ, ঘোলাটে এবং মেটে রং এর ঋতুস্রাব আমাদের মতে হায়েয। ঘোলাটে এবং মেটে রঙের মাঝে ব্যবধান হল এই যে, ঘোলাটে রং শুভ্রতার দিকে ধাবিত হয়। আর মেটে রং ধাবিত হয় কালো-এর দিকে। মুসান্নিফ রহ. হায়েযের রক্তের রং এর বিবরণের পূর্বে طُهْر مُتَخَلِّل এর মাসআলা এজন্যে এনেছেন যে, طُهْر مُتَخَلِّل এর মাসআলা হায়েযের মুদ্দতের সাথে সম্পর্যুক্ত, এজন্যে ওটাকে মুদ্দতে হায়েযের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ আলোচনার পর হায়েযের বিধান আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. বলেছেন : হায়েয নামায এবং রোযাকে নিষেধ করে। নামায কাযা করতে হবে না; রোযা কাযা করতে হবে। এ ভিত্তিতে যে, হায়েয নামায ওয়াজিব হওয়া এবং আদায় করা সহীহ হওয়ার উভয়টাই নিষেধ করে। কিন্তু রোযা ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে না। সুতরাং হায়েয থেকে যখন পবিত্র হবে তখন তার কাযা ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ قَوْلُهُ : وَاِنَّمَا قَدَّمَ مَسْئَلَةَ الطُّهْرِ

اَلسُّوَالُ : عَنْ اَىِّ سُوَالٍ اَجَابَ الْمُصَنِّفُ رح بِهٰذَا الْعِبَارَةِ؟ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلاً ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারত দ্বারা কোন্ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন? প্রথমে প্রশ্নটি উল্লেখ করার পরে জবাবটি লিখ।

উত্তর : এখানে মুছান্নিফ রহ. এর উপরে আরোপিত একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, মুছান্নিফ রহ. এর কিতাব লেখার ক্ষেত্রে হিদায়ার ধারা বর্ণনার অনুকরণ করেছেন। আর হিদায়ার মধ্যে হায়েযের রং এর আলোচনার পর হায়েযের বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে – طُهْر مُتَخَلِّل এর মাসআলা। আর মুছান্নিফ রহ. طُهْر مُتَخَلِّل এর মাসআলা আলোচনা করেছেন হায়েযের রং এর আলোচনা আগে। তাই এখানে হিদায়ার ধারা বর্ণনা অনুকরণ করা হল না। এমনটি কেন করলেন? এর উত্তরে মুছান্নিফ রহ. বলেছেন যে, طُهْر مُتَخَلِّل এর মাসআলার সম্পর্ক হায়েযের মুদ্দতের সাথে, তাই হায়েযের মুদ্দতের আলোচনার সাথে সাথে طُهْر مُتَخَلِّل এর আলোচনা করেছেন যাতে করে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

www.pathagar.com

ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا اٰخِرُ الْوَقْتِ فَاِذَا حَاضَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ سَقَطَتْ وَاِنْ طَهُرَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ وَجَبَتْ ـ فَاِذَا كَانَتْ طَهَارَتُهَا لِعَشَرَةٍ وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ الْوَقْتِ لَمْحَةً وَاِنْ كَانَتْ لِاَقَلَّ مِنْهَا فَاِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَمَا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ وَجَبَتْ وَاِلَّا فَلَا فَوَقْتُ الْغُسْلِ يُحْتَسَبُ هٰهُنَا مِنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالصَّائِمَةُ اِذَا حَاضَتْ فِى النَّهَارِ فَاِنْ كَانَ فِىْ اٰخِرِهٖ بَطَلَ صَوْمُهَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهٗ اِنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا وَاِنْ كَانَ نَفْلًا بِخِلَافِ صَلٰوةِ النَّفْلِ اِذَا حَاضَتْ فِىْ خِلَالِهَا فَاِنَّهَا تَبْطُلُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَاِنْ طَهُرَتْ فِى النَّهَارِ وَلَمْ تَاْكُلْ شَيْئًا لَايُجْزِئُ صَوْمُ هٰذَا الْيَوْمِ لٰكِنْ يَّجِبُ عَلَيْهَا الْاِمْسَاكُ وَاِنْ طَهُرَتْ فِى اللَّيْلِ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ يَصِحُّ صَوْمُ هٰذَا الْيَوْمِ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ اللَّيْلِ لَمْحَةً وَاِنْ طَهُرَتْ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةٍ يَصِحُّ الصَّوْمُ اِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَايَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ فَاِنْ لَّمْ تَغْتَسِلْ فِى اللَّيْلِ لَايَبْطُلُ صَوْمُهَا ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর আমাদের মতে শেষ সময়ের ধর্তব্য হবে। সুতারং যখন শেষ সময়ে হায়েয এসে যায় তখন নামায যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং যদি শেষ সময়ে (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যায় তাহলে নামায ওয়াজিব হয়ে যাবে। হায়েয থেকে পবিত্র হওয়াটা যদি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর হয়, তা হলে ঐ ওয়াক্তের সামান্য সময়ও বাকী থাকলেও নামায ওয়াজিব হবে। আর যদি দশ দিনের কমের মধ্যে হায়েয থেকে পবিত্র হয়, তা হলে যদি ওয়াক্তের এ পরিমাণ সময় বাকী থাকে যে, তাতে গোসল এবং তাকবীরে তাহরীমার সুযোগ হয়, তা হলে নামায ওয়াজিব হবে অন্যথায় নয়। এক্ষেত্রে গোসলের সময়কে হায়েযের মুদ্দতের অন্তর্গত গণ্য করা হবে। রোযাদার মহিলার যখন দিনের বেলায় হায়েয হয়, তখন যদি দিনের শেষাংশে হয়, তা হলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। আর তার কাযা ওয়াজিব হবে যদি রোযাটা ওয়াজিব হয়। আর যদি নফল রোযা হয় তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে না। নফল নামায এর ব্যতিক্রম, যখন নফল নামাযের মাঝে হায়েযা হয়ে যাবে তখন নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং তার কাযা আদায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। রোযাদার মহিলা যদি দিনের বেলায় পবিত্র হয়ে যায় এবং (দিনে) কিছু না খায়, তা হলে এ দিনের রোযা যথেষ্ট হবে না। তবে খানা-পিনা থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব হবে। দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি রাতে পবিত্র হয়, তা হলে রাতের সামান্য সময়ও যদি বাকী থাকে তাহলে ঐ দিনের রোযা সহীহ হবে। আর যাদি দশ দিনের কম সময়ে পবিত্র হয়, তা হলে যদি রাতের এ পরিমাণ বাকী থাকে যে, তাতে গোসল এবং তাকবীরে তাহরীমার অবকাশ আছে, তা হলে ঐ দিনের রোযা সহীহ হবে। আর যদি রাতে গোসল নাও করে, তা হলেও তার রোযা বাতিল হবে না।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُدْرَةِ وَ التُّرْبِيَةِ؟ وَمَا حُكْمُهُمَا بَيِّنْ؟

প্রশ্ন : كُدْرَة এবং تُرْبِيَة এর মাঝে কি পার্থক এবং এ দুটির হুকুম কি? লিখ।

উত্তর : اَلْكُدْرَة এবং اَلتُّرْبِيَة এর মাঝে পার্থক্য ও বিধান : اَلْكُدْرَة এমন ঘোলাটে রং যা শুভ্রতার দিকে ধাবিত হয়- আর اَلتُّرْبِيَة এমন মেটে রং ,যা কাল এর দিকে ধাবিত হয়। এ উভয়টির বিধানের ক্ষেত্রে ইখতেলাফ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে উল্লেখিত রং সর্বাবস্থায় হায়েয বলে গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে উক্ত রং যখন রক্ত প্রবাহের পর আসবে তখনি তা হায়েয বলে গণ্য হবে, অন্যথায় হায়েয বলে বিবেচিত হবে না।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ اَلْوَانَ الْحَيْضِ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ

প্রশ্ন : حَيْض এর রং বর্ণনা পূর্বক হয়েয অবস্থায় নামায ও রোযার বিধান বর্ণনা কর?

উত্তর : ফুকাহাগণের মতে হয়েযের মোট ছয় প্রকার রং। যথা- (১) কালো (২) লাল (৩) হলুদ (৪) গাদলা (৫) সবুজ এবং (৬) মেটে। তন্মধ্যে লাল রং ও কালো রং হায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নেই। এ দুটি সর্বসম্মতিক্রমে হায়েয। লাল বর্ণের রক্ত এ জন্য হায়েয যে, তা রক্তের মূল রং। কিন্তু যদি রক্তটা অধিক দগ্ধ হয়, তবে তা কালোর দিকে ধাবিত হয়ে যায়। কেননা লাল যখন প্রবল হয়, তখন তা কালো রংয়ের দিকে ফিরে আসে। এ কারণে নবী করীম সা. বলেছেন- اِنَّهٗ دَمُ الْحَيْضَةِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ হয়েযের রক্ত কালো হয় যা চেনা যায়। (আবূ দাউদ)

হযরত আবূ উমামার সূত্রে বর্ণিত যে, হায়েযের রক্ত গাঢ় কালো। এর উপর লালের আধিক্য হয় এবং ইস্তেহাযার রক্ত কালো এবং পাতলা হয়। গাঢ় হলুদ রংও হায়েয।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. মহিলাদেরকে রাতে হায়েয দেখতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন হায়েয কখনো হলুদ ও গাদলা রং এর হয়। আর বুখারী শরীফে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রাযি.-এর সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূল সা. এর যুগে হলুদ ও মেটে রংয়ের রক্তকে কিছুই মনে করতাম না। এটি ঐ অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে যে, مُعْتَادَة মহিলার طُهْر এর পর যদি এমন রং দেখে, তবে তা হায়েয নয়। তাই আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনার মধ্যে بَعْدَ الطُّهْرِ শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, গাঢ় হলুদ রং হায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে। তাই গ্রন্থকার فِى الْاَصَحِّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হায়েযের আহকাম : হায়েয অবস্থায় নামায রহিত হয়ে যাবে কাজা করতে হবে না। দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে হায়েয অবস্থায় রোযা রহিত হয়ে যাবে তবে তা কাজা করতে হবে। দলিল হচ্ছে, হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীস-

كُنَّا نَحِيْضُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ : রাসূল সা. এর যুগে আমাদের যখন হায়েয আসত, তখন আমাদেরকে রোযা কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো। কিন্তু নামায কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হত না। (সহীহাইন ও আবূ দাউদ)

হযরত আয়েশা রাযি. হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসূল সা. এর যুগে আমাদের কেউ যখন হয়েয হতে পবিত্র হতো, তখন সে রোযার কাজা করত কিন্তু নামাযের কাজা করত না।

এক্ষেত্রে যৌক্তিক দলীল হল- নামায এমন আমল যা দায়েমী বছরের প্রতিদিনই পাঁচবার করে ফরজ হয়। কোন দিন এর ব্যতিক্রম হয় না। এমতাবস্থায় যদি হায়েযা মহিলা তার হয়েযের দিনগুলোর নামায কাযা করতে হয়, তবে তা প্রত্যেকদিন নির্ধারিত নামায ছাড়াও অতিরিক্ত দ্বিগুণ নামায আদায় করতে হবে। যা তার জন্য অসুবিধাজনক। এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে রোযার ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। কারণ, রোযা ফরজ হয় সারা বৎসরে মাত্র এক মাস। তাই পরবর্তী সময়ে কাযা করে নিবে।

اَلسُّؤَالُ : اِنِ انْقَطَعَ الْحَيْضُ قَبْلَ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : দশদিনের কম সময়ে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে তার কি হুকুম।

উত্তর : যদি দশদিনের কমে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে নামাযের ওয়াক্তের এতটুক সময় পায় যে, গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারবে, তবে তার উপর উক্ত ওয়াক্তের নামায ওয়াযিব হবে; অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, দশ দিনের কমে হায়েয বন্ধ হওয়ার সূরতে গোসলের সময়টুকুকে হায়েযের সময়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। কেননা গোসলের পরেই পূর্ণ তাহারাত হাসিল হয়; এর পূর্বে নয়। তাই যদি বন্ধ হওয়ার পর সে গোসল করার মতো সময় না পায়, তবে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করা আবশ্যক নয়। কেননা সে নামাযের ওয়াক্তে হায়েয থেকে পাক হয় নি। আর যদি সে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার মত সময় পায়, তবে তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করা আবশ্যক হবে।

اَلسُّؤَالُ : اِنْ جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ فِى الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : নামায ও রোযা অবস্থায় হয়েয শুরু হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : ফরয রোযা অবস্থায় হায়েয দেখা দিলে ঐ রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। ফরজ নামায হলে নামায রহিত হয়ে যাবে। যদিও নামাযরত অবস্থায় হায়েয আসে।

কেননা আমাদের নামাযের শেষ সময় ধর্তব্য। তাই ওয়াক্তের ভেতরে হায়েয আসার কারণে ঐ নামায রহিত হয়ে যাবে। নফল রোযা কিংবা নফল নামায অবস্থায় হায়েয আসলে তা বাতিল হয়ে যাবে, তবে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা আমাদের মতে নফল নামায শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই ওয়াজিব বাতিল হলে যেহেতু কাযা করতে হয়, সে জন্য নামায ও রোযা কাযা করতে হবে।

www.pathagar.com

وَدُخُوْلَ الْمَسْجِدِ وَ الطَّوَافَ لِكَوْنِهٖ يُفْعَلُ فِى الْمَسْجِدِ فَاِنْ طَافَتْ مَعَ هٰذَا تَحَلَّلَتْ **وَاسْتِمْتَاعَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ** كَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّفْخِيْذِ وَيَحِلُّ الْقُبْلَةُ وَمُلَامَسَةُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتَّقِىْ شِعَارَ الدَّمِ اَىْ مَوْضِعَ الْفَرْجِ فَقَطْ **وَلَا تَقْرَأُ كَجُنُبٍ وَنُفَسَاءَ** سَوَاءٌ كَانَ اٰيَةً اَوْ مَادُوْنَهَا عِنْدَ الْكَرْخِيِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ تَحِلُّ مَادُوْنَ الْاٰيَةِ هٰذَا اِذَا قَصَدَتِ الْقِرَاءَةَ فَاِنْ لَّمْ تَقْصِدْهَا نَحْوُ اَنْ تَقُوْلَ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَلَابَاْسَ بِهٖ وَيَجُوْزُ لَهَا التَّهَجِّىْ بِالْقُرْاٰنِ ۔ وَالْمُعَلِّمَةُ اِذَا حَاضَتْ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ تُعَلِّمُ كَلِمَةً كَلِمَةً وَتَقْطَعُ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ وَعِنْدَ الطَّحَاوِىْ نِصْفَ اٰيَةٍ وَتَقْطَعُ ثُمَّ تُعَلِّمُ النِّصْفَ الْاٰخِرَ وَاَمَّا دُعَاءُ الْقُنُوْتِ فَيُكْرَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَفِى الْمُحِيْطِ لَا يُكْرَهُ وَسَائِرُ الْاَدْعِيَةِ وَالْاَذْكَارِ لَا بَاْسَ بِهَا وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ **بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ** مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ وَلَا تَقْرَأُ ۔ **وَلَا تَمَسُّ هٰؤُلَاءِ** ۔ اَىِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمُحْدِثُ **مُصْحَفًا اِلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ** اَىْ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ وَاَمَّا كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ اِذَا كَانَ مَوْضُوْعًا عَلٰى لَوْحٍ بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ مَكْتُوْبَهٗ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح يَجُوْزُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح لَايَجُوْزُ ۔ **وَكُرِهَ بِالْكُمِّ وَلَادِرْهَمًا فِيْهِ سُوْرَةٌ اِلَّا بِصُرَّةٍ** اَرَادَ دِرْهَمًا عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّمَا قَالَ سُوْرَةٌ لِاَنَّ الْعَادَةَ كِتَابَةُ سُوْرَةِ الْاِخْلَاصِ وَنَحْوِهٖ عَلَى الدَّرَاهِمِ ۔

সহজ তরজমা

(হায়েয বাঁধা দেয়) মসজিদে প্রবেশ করাকে এবং তাওয়াফকে। কেননা তাওয়াফ হয়ে থাকে মসজিদে হারামে। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি হায়েযা মহিলা তাওয়াফ করে ফেলে, তা হলে (তাওয়াফে যিয়ারত হলে) ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। (হায়েয নিষেধ করে) ইযারের নীচে থেকে ফায়দা লাভ করাকে। যেমন - পরস্পরে দেহ স্পর্শ করা এবং উরুদ্বয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো। চুমু খাওয়া, ইযারের উপর অংশে স্পর্শ করা হালাল। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে শুধু রক্তের চিহ্ন তথা লজ্জাস্থান থেকে বেঁচে থাকবে। (হায়েযা) কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করবে না জানাবতগ্রস্ত নিফাসগ্রস্তের মত। চাই এক আয়াত হউক কিংবা তার চাইতে কম হউক। এটা কারখী রহ. এর মতে আর এটাই পছন্দনীয় মত। ইমাম তাহাবী রহ.-এর মতে এক আয়াতের কম তিলাওয়াত জায়েয আছে। এ নিষেধাজ্ঞা তখন যখন তিলাওয়াতের ইচ্ছা করবে। সুতরাং যদি তিলাওয়াতের ইচ্ছা না করে, যেমন– নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই।

কুরআনে কারীমের শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করা তার জন্যে জায়েয আছে। কুরআন তা'লীম দানকারীণী মহিলা যখন হায়েযা হয়ে যাবে, তখন ইমাম কারখী রহ.-এর মতে এক এক শব্দ করে পড়াবে

www.pathagar.com

এবং প্রত্যেক দুই শব্দের মাঝে ওয়াকফ করবে। ইমাম তহাবী রহ.-এর মতে অর্ধেক আয়াত পড়িয়ে থামবে, অতঃপর অপর অর্ধেক আয়াত পড়াবে। দু'আয়ে কুনূত পড়া কোনো কোনো শায়েখের মতে মাকরূহ এবং মুহীতে (গ্রন্থের নাম) আছে যে, মাকরূহ হবে না। সকল দু'আ এবং যিকির পাঠ করতে কোনো অসুবিধা নেই। মাকরূহ হবে তাওরাত এবং ইঞ্জিল পাঠ করা। <u>তবে অযূহীন ব্যক্তি এর বিপরীত</u>। এ বাক্যের সম্পর্ক وَلَا تَقْرَأْ এর সাথে। <u>এরা সবাই</u> অর্থাৎ হায়েযগ্রস্ত, জুনূবী, নিফাসগ্রস্ত ও অযূহীন কেউই **কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না, তবে স্পর্শ করতে পারবে পৃথক গিলাফসহ**। আর কুরআন শরীফ লেখা, যদি কাগজ কোনো তখতের উপর রাখা হয় যে, লেখার উপর হাত না লাগে, তাহলে আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে লেখা জায়েয হবে এবং মুহাম্মদ রহ.-এর মতে জায়েয হবে না।

<u>আস্তিন দ্বারা কুরআনে কারীম স্পর্শ করা মাকরূহ। ঐ দিরহাম স্পর্শ করতে পারবে না যার মধ্যে সূরা (লিখিত) আছে, তবে তার থলেকে স্পর্শ করতে পারবে</u>। দিরহাম দ্বারা ঐ দিরহাম উদ্দেশ্য যাতে কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত লিখিত থাকে। সূরা শব্দটি এজন্যে বলেছেন যে, সাধারণত দিরহামের উপর সূরা ইখলাস ইত্যাদি লেখার অভ্যাস রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ الطَّوَافِ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؟

প্রশ্ন : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় তাওয়াফের বিধান বর্ণনা কর?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করলে গুনাহগার হতে হবে। তবে তা তাওয়াফে যিয়ারত হলে ইহরাম থেকে হালাল হবে এবং কাফফারা হিসেবে উট কুরবানী করবে।

لِكَوْنِهٖ يُفْعَلُ فِى الْمَسْجِدِ : কারণ তাওয়াফ যেহেতু মসজিদে হারামে হয়ে থাকে আর হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ হারাম। তাই তাওয়াফও হারাম। ফাতহুল কাদীরে এ কারণকে দুর্বল সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে যে, তাওয়াফ জায়েয না হওয়ার কারণ হল, তাহারাত না থাকা। কেননা তাওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য তাহারাত শর্ত।

اَلسُّؤَالُ : مَا الْحُكْمُ لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

প্রশ্ন : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম কি?

উত্তর : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করতে পারবে না। তবে যে সমস্ত আয়াত দু'আ হিসেবে বা শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে কিংবা বরকত হিসেবে পড়া হয়ে থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম তাহাবী রহ.-এর মতে এক আয়াতের কম হলে তিলাওয়াত জায়েয হবে। তবে উলামায়ে কেরামের সর্ব সম্মত অভিমত হল, কুরআন কারীমের শব্দ সমূহ বানান করে পড়া যায়। মিলিয়ে পড়া জায়েয নেই। তদ্রূপ মুয়াল্লিমা হায়েযগ্রস্তা হলে কুরআন কারীমের শব্দসমূহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে পড়াবে; মিলিয়ে পড়ানো জায়েয নেই।

www.pathagar.com

وَحَلَّ وَطْئُ مَنْ قَطَعَ دَمُهَا لِاَكْثَرِ الْحَيْضِ اَوِ النِّفَاسِ قَبْلَ الْغُسْلِ دُوْنَ وَطْئِ مَنْ قَطَعَ لِاَقَلِّ مِنْهُ اَیْ لِاَقَلِّ مِّنَ الْاَكْثَرِ وَهُوَ اَنْ يَّنْقَطِعَ الْحَيْضُ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةٍ وَالنِّفَاسُ لِاَقَلِّ مِّنْ اَرْبَعِيْنَ **اِلَّا اِذَا مَضٰى وَقْتٌ يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ** فَح يَحِلُّ وَطْيُهَا وَاِنْ لَّمْ تَغْتَسِلْ اِقَامَةً لِلْوَقْتِ الَّذِیْ يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنَ الْاِغْتِسَالِ مَقَامَ حَقِيْقَةِ الْاِغْتِسَالِ فِیْ حَقِّ حَلِّ الْوَطْيِ ـ

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ اِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِاَقَلِّ مِّنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ بَعْدَ مَا مَضٰى ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرفَاِنْ كَانَ الْاِنْقِطَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْعَادَةِ يَجِبُ اَنْ تُؤَخِّرَ الْغُسْلَ اِلٰى اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَالْمُرَادُ اٰخِرُ وَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ دُوْنَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَكَانَ الْاِنْقِطَاعُ عَلٰى رَأْسِ عَادَتِهَا اَوْ اَكْثَرَ اَوْ كَانَتْ مُبْتَدِأَةً فَتَاخِيْرُ الْاِغْتِسَالِ بِطَرِيْقِ الْاِسْتِحْبَابِ وَاِنِ انْقَطَعَ لِاَقَلِّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَخَّرَتِ الصَّلٰوةَ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَاِذَا خَافَتِ الْفَوْتَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِی الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ اِذَا عَادَ الدَّمُ فِی الْعَشَرَةِ بَطَلَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا مُبْتَدِأَةً كَانَتْ اَوْ مُعْتَادَةً فَاِذَا انْقَطَعَ لِعَشَرَةِ اَوْ اَكْثَرَ فَبِمَضِیِ الْعَشَرَةِ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْاِغْتِسَالُ وَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ الْمُعْتَادَةَ الَّتِیْ عَادَتُهَا اَنْ تَرٰی يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا هٰكَذَا اِلٰى عَشَرَةِ اَيَّامٍ ـ فَاِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ ، فَاِذَا طَهُرَتْ فِی الْيَوْمِ الثَّانِیْ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ فِی الْيَوْمِ الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ ثُمَّ فِی الْيَوْمِ الرَّابِعِ اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ هٰكَذَا اِلَى الْعَشَرَةِ ـ

সহজ তরজমা

ঐ মহিলার সাথে গোসলের পূর্বে সহবাস জায়েয যে মহিলার রক্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদে অথবা নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদে বন্ধ হয়ে যায়। যার রক্ত এর চাইতে কম সময়ে বন্ধ হয়ে যায় তার সাথে (গোসলের পূর্বে) **সহবাস জায়েয নেই** অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুদ্দতের কমে। আর তা হল, দশদিনের আগে হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চল্লিশ দিনের আগে নিফাস বন্ধ হয়ে যওয়ার ক্ষেত্রে। **তবে যখন এতটুক সময় অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে গোসল এবং তাকবীরে তাহরীমার সুযোগ হয়** তখন সহবাস হালাল হবে যদিও গোসল না করে। কেননা যে সময়ে গোসল করা সম্ভব ছিল ঐ সময়কে বাস্তবে গোসল করার স্থলাভিষিক্ত সাবস্ত করা হয়েছে, সহবাস হালাল হওয়ার ব্যাপারে। মনে রেখো, যখন দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তিন দিন অথবা তার চাইতে বেশি দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, এক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ হওয়াটা যদি তার অভ্যাসের কম সময়ের মধ্যে হয়, তা হলে তার জন্যে গোসলকে নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা ওয়াজিব। অতঃপর যখন নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তখন গোসল করবে এবং নামায পড়ে নিবে। শেষ সময় দ্বারা মুস্তাহাব সময়ের শেষ সময় উদ্দেশ্য; মাকরূহ সময় নয়। যদি অভ্যাস শেষ হওয়ার পর অথবা তার চাইতে অতিরিক্ত সময়ে রক্ত বন্ধ হয় কিংবা মহিলা সর্বপ্রথম হায়েযগ্রস্ত হয়, তা হলে গোসলে বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। যদি তিন দিনের চাইতে কম

www.pathagar.com

সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয় তাহলে নামাযকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে। সুতরাং যখন ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন ওযু করবে এবং নামায পড়ে নেবে। অতঃপর উল্লেখিত সুরতে যদি দশ দিনের মধ্যে রক্ত ফিরে আসে, তা হলে তার পবিত্র হওয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। চাই প্রথমবার হায়েযগ্রস্ত হউক কিংবা অভ্যাসধারী হউক। আর যখন দশ দিন এবং এর চাইতে বেশি সময়ে রক্ত বন্ধ হয় তখন দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে সে মহিলার পবিত্রতার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

(ফাতওয়ার কিতাবে) উল্লেখ করা হয়েছে, কোন অভ্যাসধারী মহিলার অভ্যাস যদি এক দিন রক্ত দেখার এবং একদিন পবিত্র থাকার হয়, এমনিভাবে দশদিন পর্যন্ত, তা হলে সে যেদিন রক্ত দেখবে, সে দিন নামায-রোযা ছেড়ে দিবে। আর যখন দ্বিতীয় দিন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন ওযু করবে এবং নামায পড়বে। অতঃপর তৃতীয় দিন নামায রোযা ছেড়ে দিবে, এরপর চতুর্থ দিনে গোসল করবে এবং নামায পড়বে। এমনিভাবে দশ দিন পর্যন্ত করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : إِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : দশদিন পূর্ণ হওয়ার আগে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে তার হুকুম কি।

উত্তর : হায়েয ও নিফাসের রক্ত মুদ্দত (সময়সীমা) পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হলে গোসল ছাড়াই সহবাসে যাওয়া জায়েয; কিন্তু হায়েযের মুদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে অর্থাৎ দশদিন পূর্ণ হওয়ার আগে রক্ত বন্ধ হলে এমনিভাবে নিফাসের মুদ্দত তথা চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে বন্ধ হলে গোসল ছাড়া সহবাসে যাওয়া জায়েয নেই।

قَوْلُهُ : فِيمَا دُونَ الْعَادَةِ

اَلسُّوَالُ : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الْعَادَةِ فَمَا الْحُكْمُ ؟

প্রশ্ন : রক্ত যদি অভ্যস্ত সময়সীমার আগে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : যে মহিলার হায়েয নির্দিষ্ট সময়সীমায় অভ্যাস তৈরী হয়েছে, সে মহিলার হায়েয যদি কখনো সে সময়ের আগেই বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে সে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি এর মধ্যে হায়েয না আসে, তা হলে গোসল করে নামায আদায় করে নিবে যদি অপেক্ষা না করে গোসল করে নামায পড়ে নেয়, তা হলেও গোনাহগার হবে না এবং এ সময়ে সহবাস না করাটাই সতর্কতা। অতঃপর যদি অভ্যস্ত দিনের মাঝেই দ্বিতীয়বার রক্ত এসে যায়, তা হলে মাঝের পবিত্রতাও হায়েয বলেই গণ্য হবে।

قَوْلُهُ : هٰكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ

اَلسُّوَالُ : أَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ ثُمَّ أَوْرِدِ السُّوَالَ عَلَيْهِ وَالْجَوَابَ عَنْهُ؟

প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ করে তার উপর আরোপিত প্রশ্ন এবং উত্তর উল্লেখ কর।

উত্তর : অর্থাৎ যেদিন রক্ত দেখবে সেদিন নামায রোযা ত্যাগ করবে। আর যেদিন পাক হবে, সেদিন গোসল করে নামায রোযা আদায় করবে।

প্রশ্ন হল : এ উক্তিটি পূর্বের উল্লিখিত বিধানের পরিপন্থী, কারণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, পনের দিনের কম তুহুরের ব্যবধান হয় না। তাই উল্লেখিত ক্ষেত্রে সকল দিন হায়েয গণ্য হবে?

উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, পূর্বের বিধান ছিল অভ্যাসধারী মহিলার, আর এটা হল مُبْتَدِئَةٌ তথা প্রথম হায়েযগ্রস্তের। উপরন্তু পূর্বের আলোচনা জমহুরের অভিমত আর এটা কিছু সংখ্যকের অভিমত।

www.pathagar.com

وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَاحَدَّ لِاَكْثَرِهِ اِلَّا لِنَصْبِ الْعَادَةِ فَاِنَّ اَكْثَرَ الطُّهْرِ مُقَدَّرٌ فِىْ حَقِّهِ ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِىْ تَقْدِيْرِ مُدَّتِهِ ـ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ اِلَّا سَاعَةً لِاَنَّ الْعَادَةَ نُقْصَانُ طُهْرِ غَيْرِ الْحَامِلِ عَنْ طُهْرِ الْحَامِلِ وَاَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ اَشْهُرٍ فَانْتَقَصَ عَنْ هٰذَا بِشَيْءٍ وَهُوَ السَّاعَةُ ۔ صُوْرَتُهُ مُبْتَدِأَةٌ رَأَتْ عَشَرَةَ اَيَّامٍ دَمًا وَسِتَّةَ اَشْهُرٍ طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَنْقَضِىْ عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا اِلَّا ثَلٰثَ سَاعَاتٍ لِاَنَّا نَحْتَاجُ اِلٰى ثَلٰثِ حِيَضٍ كُلُّ حَيْضٍ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَاِلٰى ثَلٰثَةِ اَطْهَارٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ اَشْهُرٍ اِلَّا سَاعَةً

সহজ তরজমা

<u>**তুহুরের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল পনের দিন, এর বেশির কোন সীমা নেই**</u>। তবে অভ্যাস গড়ে উঠার কারণে। কেননা তার ক্ষেত্রে তুহুরের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারিত। অতঃপর ফুকাহায়ে কিরাম তুহুরের সর্বোচ্চ মুদ্দতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। বিশুদ্ধতম অভিমত হল এক মুহূর্ত কম ছয় মাসের সাথে নির্ধারিত। কেননা অভ্যাস হল এই যে, গর্ভহীন মহিলার তুহুর গর্ভধারিণী মহিলার চাইতে কম হয়, আর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মুদ্দত হল, ছয় মাস। সুতরাং গর্ভহীন মহিলার তুহুর তার চাইতে একটু কমই হবে এবং তা হল এক মুহুর্ত। এর সূরত হল এই, প্রথম হায়েযধারী মহিলা দশ দিন রক্ত দেখল এবং ছয় মাস দেখল তুহুর, এরপর তার আবিরাম রক্ত প্রবাহ হতে লাগল তখন তার ইদ্দত তিন মুহুর্ত কম উনিশ মাসে শেষ হবে। কেননা ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার বিধান দিতে আমরা তিন হায়েযের প্রতি মুখাপেক্ষী (যার) প্রত্যেক হায়েয দশ দিন। আর তিন তুহুরের (প্রতি মুখাপেক্ষী যার) প্রত্যেক তুহুর এক মুহুর্ত কম ছয় মাস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ مُدَّةَ الطُّهْرِ مَعَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ؟

প্রশ্ন : ইমামদের মতভেদসহ طهر এর সময়সীমা বর্ণনা কর।

উত্তর : তুহুরের সর্বোচ্চ সময় নির্ধারিত নেই। তবে যে মহিলার নির্দিষ্ট সময় সীমা গড়ে উঠবে, তার গড়ে উঠা অভ্যাসের দিনগুলোই তুহুর বলে বিবেচিত হবে।

তুহুরের সর্বোচ্চ সময়ের ব্যাপারে আলেমদের মতামত : আল্লামা আইনী রহ. হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন : যে মহিলার অবিরাম রক্ত ঝরতে থাকে, তার সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তার গড়ে উঠা অভ্যাস হিসেবে হায়েয ও তুহুর গণনা বিবেচিত হবে। কিন্তু আবূ আছমা ও হাযেম রহ.-এর এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। তাদের মতে এ মহিলার তুহুরের সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই। মাসআলা এরূপ হবে যে, মহিলা যখন বালেগা হয়ে যাবে এবং দশ দিন রক্ত দেখবে এরপর এক বছর কিংবা দুই বছর তুহুর দেখবে। এরপর রক্ত আসা অবিরাম জারি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আবূ আছমা ও হাযেমের নিকট এ মহিলার তুহুর তাই যা সে এক বছর কিংবা দুই বছর দেখেছে। আর দশ দিনই হায়েয হবে। স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তা হলে তার ইদ্দত তিন বছর কিংবা ছয় বছরে শেষ হবে। জমহুরে ফোকাহা এ মতের বিরোধীতা পোষণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সুজা বলেছেন, এ মহিলার তুহুর হবে উনিশ দিন। কেননা প্রত্যেক মাসে সর্বোচ্চ দশদিন হায়েয হয়ে থাকে। এ হিসেবে বাকী থাকে উনিশ দিন। (তিনি উনত্রিশ দিনে মাস ধরেছেন) মুহাম্মদ ইবনে মাসালামার মতে এ মহিলার তুহুরের মুদ্দত হবে সাতাইশ দিন। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, এ মহিলার মুদ্দতে তুহুর এক মুহুর্ত কম ছয় মাস। এ মতের উপর অধিকাংশ ফকীহগণ মত পোষণ করেছেন।

www.pathagar.com

وَمَا نَقَصَ عَنْ اَقَلِّ الْحَيْضِ اَيِ الدَّمِ النَّاقِصِ عَنِ الثَّلٰثَةِ **اَوْ زَادَ عَلٰى اَكْثَرِهٖ** اَىْ عَلَى الْعَشَرَةِ **اَوْ عَلٰى اَكْثَرِ النِّفَاسِ** وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا **اَوْ عَلٰى عَادَةٍ عُرِفَتْ لِحَيْضٍ وَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ اَوْ نِفَاسٍ وَجَاوَزَ الْاَرْبَعِيْنَ** اَىْ اِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِى الْحَيْضِ وَفَرَضْنَاهَا سَبْعَةً ، فَرَأَتِ الدَّمَ اِثْنَى عَشَرَ يَوْمًا فَخَمْسَةُ اَيَّامٍ بَعْدَ السَّبْعَةِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فِى النِّفَاسِ وَهِىَ ثَلٰثُوْنَ يَوْمًا مَثَلاً فَرَأَتِ الدَّمَ خَمْسِيْنَ يَوْمًا فَالْعِشْرُوْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الثَّلٰثِيْنَ اِسْتِحَاضَةٌ هٰذَا حُكْمُ الْمُعْتَادَةِ ـ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ حُكْمَ الْمُبْتَدِأَةِ فَقَالَ **اَوْ عَلٰى عَشَرَةٍ حَيْضِ مَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً اَوْ عَلٰى اَرْبَعِيْنَ نِفَاسِهَا** اَلْمُبْتَدِأَةُ الَّتِىْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً حَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا اِسْتِحَاضَةٌ فَيَكُوْنُ طُهْرُهَا عِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ وَاَمَّا النِّفَاسُ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ فِيْهِ عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا اِسْتِحَاضَةٌ فَقَوْلُهٗ حَيْضٌ مَنْ بَلَغَتْ بِالْجَرِّ عَطْفُ الْبَيَانِ لِعَشَرَةٍ وَقَوْلُهٗ نِفَاسِهَا بِالْجَرِّ عَطْفُ بَيَانٍ لِاَرْبَعِيْنَ

সহজ তরজমা

যে রক্ত হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা অর্থাৎ তিন দিনের চাইতে কম হয়, **অথবা সর্বোচ্চ সময়সীমা** অর্থাৎ দশ দিনের চাইতে বেশি হয়। **অথবা নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা** তথা চল্লিশ দিনের চাইতে বেশী হয়। **অথবা হায়েযের অভ্যস্ত ও নির্ধারিত দিনের চাইতে বেশী হয় এবং দশদিন অতিক্রম করে যায়। কিংবা নিফাসের অভ্যস্ত ও নির্ধারিত দিনের চাইতে বেশী হয় এবং চল্লিশ দিন অতিক্রম করে যায়।** অর্থাৎ হায়েযের ক্ষেত্রে মহিলার যখন অভ্যাস গড়ে ওঠে। আমরা ধরে নিলাম যে, ঐ অভ্যাস সাত দিন। আর সে রক্তস্রাব দেখল বার দিন। সুতরাং সাত দিনের পরের পাঁচ দিন ইস্তিহাযা হবে। নিফাসের ক্ষেত্রে মহিলার যখন অভ্যাস গড়ে ওঠবে, উদাহরণত ত্রিশ দিন। আর এ মহিলা পঞ্চাশ দিন রক্ত দেখল, তখন ত্রিশ দিনের পরের বিশ দিন হবে ইস্তিহাযা। এ হচ্ছে অভ্যস্থদের বিধান।

এরপর মুছান্নিফ রহ. প্রথম হয়েযগ্রস্ত মহিলার বিধান বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছেন। তিনি বলেন, **অথবা যে মহিলা ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে বালেগা হয় তার রক্তস্রাব যদি দশের চাইতে বেশি হয় অথবা তার (প্রথম) নিফাস চল্লিশ দিনের চাইতে বেশি হয়।** (অর্থাৎ) যে মুবতাদিআ (যার হায়েয এই মাত্র শুরু হয়েছে) মুস্তাহাযাহ অবস্থায় বালেগা হয়েছে, তার হায়েয গণ্য হবে প্রত্যেক মাসে দশ দিন। এর চাইতে বেশি যা হবে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তাই তার তুহুর হবে বিশ দিন। আর নিফাস যে ক্ষেত্রে মহিলার কোন অভ্যাস গড়ে না ওঠে, তার নিফাস হবে চল্লিশ দিন। তার চাইতে যা বেশী হবে তা হবে ইস্তিহাযা। মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্য حَيْضِ مَنْ بَلَغَتْ যের বিশিষ্ট, عَشَرَة এর عَطْف بَيَان আর মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য نِفَاسِهَا যের বিশিষ্ট, اَرْبَعِيْن শব্দের عَطْف بَيَان

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَوْ عَلٰى عَادَةٍ عُرِفَتْ ...... الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحْ هٰذِهِ الْعِبَارَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন : শারেহ রহ. এর মতে এই ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কোন মহিলার হায়েয ও নিফাসের সময় সীমা গড়ে উঠলে, সেই অভ্যস্ত দিনগুলি হায়েয বা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ যে মহিলার সাতদিন হায়েয এবং ত্রিশ দিন নেফাস অভ্যাস গড়ে উঠে, পরবর্তীতে যদি হায়েযের সময় বেড়ে হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দতের ভেতরে থাকে, তা হলে অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে। নিফাসের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অর্থাৎ ত্রিশ দিনের চাইতে বেড়ে গিয়ে যদি নিফাসের সর্বোচ্চ সময় সীমা চল্লিশ দিনের ভেতরে থাকে তাহলে অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর সময় সীমা অতিক্রম করে গেলে পূর্বের অভ্যস্ত দিনগুলিই হায়েয বা নিফাস হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বাকী দিনগুলো ইস্তিহাজা গণ্য হবে।

আদত কখন গড়ে উঠে : তরফাইন রহ. এর মতে দুই বার এক নিয়মে হায়েয ও নিফাস হওয়ার দ্বারাই অভ্যাস গড়ে উঠেছে বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে একবার হলেই অভ্যাস গড়ে উঠা বিবেচিত হবে। এর উপরই ফাতাওয়া।

গ্রন্থকার বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিনের চেয়ে কম যে রক্ত প্রবাহিত হবে কিংবা হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিনের চেয়ে বেশি যে রক্ত প্রবাহিত হবে কিংবা হায়েযের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে বেশি যে রক্ত প্রবাহিত এবং তা দশ দিনের চেয়ে বেশি হয় কিংবা যে রক্ত নিফাসের নির্ধারিত অভ্যাসের চেয়ে বেশি হয় এবং তা চল্লিশ দিনেরও অধিক হয়, সেসব রক্ত ইস্তিহাজার। অনুরূপ যে মহিলা ইস্তিহাজার মাধ্যমেই বালেগা হয়– তার প্রত্যেক মাসের প্রথম দশদিন হায়েয এবং বাকি সব হচ্ছে ইস্তিহাজা। অনুরূপ প্রথম নিফাসগ্রস্ত মহিলার যদি চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশি রক্ত আসে, তবে এ অতিরিক্ত রক্ত ইস্তিহাজা হবে।

قَوْلُهُ : اَوْعَلٰى اَرْبَعِيْنَ نِفَاسِهَا الخ : যে মহিলার ইতঃপূর্বে বাচ্চা হয় নি, এখন সর্বপ্রথম বাচ্চা হওয়ার পর যদি রক্ত অব্যাহতভাবে নির্গত হতে থাকে এবং তা চল্লিশ দিনেরও বেশি হয়ে যায়, তবে চল্লিশ দিনের অধিক অংশ ইস্তিহাজার হবে এবং চল্লিশ দিন হবে নিফাসের। আর যদি চল্লিশ থেকে কম হয়, তবে পুরোটাই নিফাস হবে।

قَوْلُهُ : مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ اَيَّامٍ الخ : যে মহিলা ইস্তিহাজার মাধ্যমে বালেগা হয়েছে, তার প্রত্যেক মাসের প্রথম দশদিন হায়েয হবে এবং এর অতিরিক্ত দিনগুলো হবে ইস্তিহাজার। কেননা, তার নির্দিষ্ট কোনো অভ্যাস নেই, যার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া হবে। তাই হায়েযের চেয়ে অতিরিক্ত দিনগুলো নিঃসন্দেহে হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা। কেননা, এসব দিবসের মাঝে হায়েয হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। আর যেহেতু মহিলাদের প্রত্যেক মাসেই হায়েয আসে তাই দশদিন তাদের হায়েযের জন্য ধরে বাকি বিশ দিন طُهْر-এর জন্য হবে।

www.pathagar.com

وَمَا رَاَتْ حَامِلٌ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ اَىِ الدَّمُ الَّذِىْ تَرَاهُ الْحَامِلُ لَيْسَ بِحَيْضٍ بَلْ هُوَ اِسْتِحَاضَةٌ فَقَالَ لَا تَمْنَعُ صَلٰوةً وَصَوْمًا وَوَطْيًا وَمَنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرْضٍ اِلَّا وَبِهِ حَدَثٌ اَىِ الْحَدَثُ الَّذِىْ ابْتُلِىَ بِهِ مِنْ اِسْتِحَاضَةٍ اَوْ رُعَافٍ اَوْ نَحْوِهِمَا يَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رح . فَاِنَّ عِنْدَهُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلِّى النَّوَافِلَ بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ وَيُصَلِّى بِهِ فِيْهِ مَاشَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَيَنْقُضُهُ خُرُوْجُ الْوَقْتِ لَا دُخُوْلُهُ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ زُفَرَ رح فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ دُخُوْلُ الْوَقْتِ وَعَنْ قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ كِلَاهُمَا فَيُصَلِّىْ بِهِ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الزَّوَالِ اِلٰى اٰخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ رح وَزُفَرَ فَاِنَّهُ حَصَلَ دُخُوْلُ الْوَقْتِ لَا الْخُرُوْجُ لَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ . اَىْ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ لٰكِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ خِلَافًا لِزُفَرَ رح فَاِنَّهُ وُجِدَ النَّاقِضُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَهُوَ الْخُرُوْجُ لَا عِنْدَ زُفَرَ رح فَاِنَّ النَّاقِضَ عِنْدَهُ الدُّخُوْلُ وَلَمْ يَحْصُلْ .

সহজ তরজমা

এবং গর্ভবতী মহিলা যা দেখে তা ইস্তিহাযা অর্থাৎ ঐ রক্তস্রাব যা গর্ভবতী মহিলা দেখে তা হায়েয নয় বরং তা ইস্তিহাযা। মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য وَمَانَقَصَ মুবতাদা এবং তার বক্তব্য فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ হল তার খবর। ইস্তিহাযা নামায, রোযা এবং সহবাসের প্রতিবন্ধক নয়। এমন ব্যক্তি যার হাদাছগ্রস্ত হওয়া; তা ছাড়া কোন ফরযের সময় অতিবাহিত হয় না অর্থাৎ ঐ হাদাছ যাতে সে নিপতিত, যেমন ইস্তিহাযা অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরা কিংবা এ দুয়ের অনুরূপ কিছু, তা হলে সে প্রত্যেক ফরয ওয়াক্তের জন্যে ওযু করবে। এর দ্বারা শাফিঈ রহ.-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা তার মতে প্রত্যেক ফরযের জন্যে ওযু করবে এবং ফরযের অনুগামী হওয়ার কারণে নফলসমূহ (ঐ ওযু দ্বারা) পড়বে। ঐ ওযু দ্বারা সময়ের ভেতরে ফরয এবং নফল নামায যা ইচ্ছা আদায় করবে। ওযু ভেঙ্গে দিবে ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়া; ওয়াক্ত প্রবেশ করা নয়। (এটা) যুফার রহ.-এর বক্তব্য থেকে পাশ কাটিয়েছেন। কেননা তার মতে ওয়াক্ত প্রবেশ করা ওযু ভঙ্গকারী। আর আবূ ইউসূফ রহ.-এর বক্তব্য থেকেও পাশ কাটিয়েছেন। কেননা তার মতে উভয়টিই ওযু ভঙ্গকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে ওযু করবে সে ঐ ওযু দ্বারা যুহরের শেষ সময় পর্যন্ত নামায পড়বে। এতে আবূ ইউসুফ এবং যুফার রহ.-এর দ্বিমত (রয়েছে)। কেননা এ সূরতে যুহরের সময়ের প্রবেশ পাওয়া গেছে, ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়া পাওয়া যায়নি। সূর্য উদিত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি (মাযূর) নামায পড়বে না যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ওযু করছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূর্য [illegible]ত হওয়ার পূর্বে সুবহে সাদিকের পর ওযু করেছে। এতে যুফার রহ. এর দ্বিমত রয়েছে, কেননা [illegible]দের এবং আবু ইউসুফ রহ. এর মতে ওযু ভঙ্গকারী পাওয়া গেছে আর তা হল ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু যুফার রহ.-এর মতে পাওয়া যায়নি। কেননা তার মতে ওযু ভঙ্গকারী হল ওয়াক্ত প্রবেশ করা, আর তা পাওয়া যায় নি।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَا رَأَتْ حَامِلٌ فَهُوَ الخ : অর্থাৎ যে মহিলার পেটে বাচ্চা রয়েছে এবং এ গর্ভাবস্থায় দিনগুলোতে সে রক্ত দেখে তার এটি জরায়ুর রক্ত নয় যে, তা হায়েয হবে। এ কারণে যে, গর্ভাবস্থার দিনগুলোতে জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়; বরং তা কোনো রগ ফেটে যাওয়ার রক্ত, তাই তা ইস্তিহাজা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ সা. গর্ভবতী মহিলাদের সাথে বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বারণ করেছেন। আর অগর্ভবতী মহিলাদের সাথে হায়েয শেষ হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বারণ করেছেন। এ হুকুম এ জন্য যে, যেন জরায়ু বাচ্চা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। অতএব হায়েযকে জরায়ু বাচ্চাশূন্য হওয়ার নিদর্শন বানানো হয়েছে। এর দ্বারা জানা হয়ে গেছে যে, গর্ভবতী মহিলার হায়েয আসে না। আর যদি সে রক্ত দেখেও তবে তা ইস্তিহাজার; হায়েযের নয়।

ইস্তিহাজার হুকুম : বিকায়া গ্রন্থকার রহ. ইস্তিহাজার হুকুম বর্ণনা করত উল্লেখ করেন যে, মুস্তাহাজা মহিলার জন্য নামায, রোযা ও সহবাস নিষিদ্ধ নয়; বরং সে রোযা রাখবে, তার সাথে সহবাসও করবে এবং সে প্রত্যেক ফরয ওয়াক্তের জন্য ওযূ করে নামায আদায় করবে। অনুরূপ যে ব্যক্তির কোনো ফরয ওয়াক্ত হদসবিহীন যায় না; যেমন– নাকসীর কিংবা সর্বদা পেশাবের ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে থাকে ইত্যাদি। সেও প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তের জন্য ওযূ করবে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন– اِجْتَنِبِى الصَّلَاةَ اَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى وَتَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "হায়েযের দিবসগুলোতে তুমি নামায থেকে বিরত থাক, এরপর গোসল করে নামায পড় এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ কর।" অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত অংশ রয়েছে যে, "যদিও তার রক্ত বিছানায় টপকে পড়তে থাকে।" অপর এক বর্ণনায় আছে যে, "হযরত হামনা বিনতে জাহাশ রাযি. মুস্তাহাজা অবস্থায় থাকতেন। আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।"

قَوْلُهُ : وَيُصَلِّى بِهِ فِيهِ مَا شَاءَ مِنَ الخ : অবিরত মুহদিসের এক ওয়াক্তে একাধিক ফরয নামায আদায় : যে ব্যক্তির কোনো ফরয ওয়াক্ত হদসবিহীন অতিবাহিত হয় না, সে এক ওযূ দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে একাধিক ফরয নামায আদায় করতে পারবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : আহনাফের মতে, এ ধরনের মাজুর ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য আলাদা ওযূ করবে। তারপর সে ওযূ দ্বারা যত ইচ্ছা নামায পড়বে। চাই সে নামায ফরয, নফল, ওয়াজিব বা মানত যে নামাযই হোক না কেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করবে। অর্থাৎ এ ধরনের মাজুর ব্যক্তি এক ওযূ দ্বারা এক নামায আদায় করবে; একাধিক নামায আদায় করতে পারবে না।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন– اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করবে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের মাজুর লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর যৌক্তি দলীল হলো, মাজুরের তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হলো ফরয আদায়ের জন্য। তাই ফরয আদায় থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথে তাহারাত ভেঙ্গে যাবে।

আহনাফের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী– اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য ওযূ করবে।" প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য একবার ওযূ করার মাসআলা এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। অন্য একটি হাদীস যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. সূত্রে বর্ণিত– اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِى حُبَيْشٍ تَوَضَّئِى لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সা. ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য ওযূ করবে।"

www.pathagar.com

وَالنِّفَاسُ دَمٌ يَعْقِبُ الْوَلَدَ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح اِذْ اَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا عِنْدَهُ **وَهُوَ لِأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ** رح اَلتَّوْأَمَانِ وَلَدَانِ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ لَا يَكُوْنُ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ هُوَ سِتَّةُ اَشْهُرٍ **وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مِنَ الْآخِرِ اِجْمَاعًا وَسَقْطٌ يُرٰى بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ** سَقْطٌ مُبْتَدَأٌ يُرٰى صِفَتُهُ وَوَلَدٌ خَبَرُهُ **فَتَصِيْرُ هِيَ بِهِ نُفَسَاءَ وَالْأَمَةُ أُمَّ الْوَلَدِ وَيَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالْوَلَدِ** اَيْ اِذَا قَالَ اِنْ وَلَدْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ بِخُرُوْجِ سَقْطٍ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ **وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ** اَيْ اِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِيْ عِدَّتُهَا بِخُرُوْجِ هٰذَا السَّقْطِ

সহজ তরজমা

<u>নিফাস ঐ রক্ত যা বাচ্চা জন্মের পর বের হয়। তার সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারিত নেই; তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন,</u> এতে শাফিঈ রহ.-এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা তার মতে নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ষাট দিন। <u>জময সন্তান প্রসবকারিণী মায়ের নিফাস প্রথম বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দ্বিমত রয়েছে।</u> تَوْأَمَان ঐ দুই সন্তানকে বলা হয় যারা একই পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাদের ভূমিষ্ঠের মধ্যবর্তী সময় সর্বনিম্ন গর্ভধারণ সময় ছয় মাস না হয়। <u>দ্বিতীয় বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হওয়াটা সর্বসম্মত মত। গর্ভপাত পিণ্ড যার কিছু অঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়, তা সন্তানরূপে গণ্য।</u> سَقْط মুবতাদা يُرٰى তার ছিফাত। আর وَلَد তার খবর। <u>সুতরাং মহিলা ঐ ভ্রূণের কারণে নিফাসগ্রস্ত হয়ে যাবে। আর বাঁদী হলে সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং ঐ তালাক যা সন্তানের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা পতিত হয়ে যাবে।</u> অর্থাৎ কেউ যখন তার স্ত্রীকে বলবে, যদি তুমি সন্তান জন্ম দাও তাহলে তুমি তালাক, তখন এমন অসম্পূর্ণ পিণ্ড বের হওয়ার কারণে তালাক হয়ে যাবে। যার কিছু অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেছে। <u>এর দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।</u> অর্থাৎ যখন তার স্বামী তাকে তালাক দিবে তখন তার ইদ্দত এ অসম্পূর্ণ পিণ্ড বের হওয়ার কারণে পূর্ণ হয়ে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى النِّفَاسِ

প্রশ্ন : নিফাস অর্থ কি?

উত্তর : নিফাস শব্দটির অর্থ تُنَفِّسُ الرَّحْمُ بِالدَّمِ জরায়ু রক্ত ত্যাগ করেছে কিংবা خُرُوْجُ النَّفْسِ (সন্তান বের হওয়া বুঝায়) হওয়া থেকে নির্গত হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় নিফাস বলা হয় প্রসব পরবর্তী সময়ে রেহেম থেকে নির্গত রক্তস্রাবকে। অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী রক্ত রেহেম থেকে বের হওয়ার কারণে তখন নিফাসে গণ্য হবে যখন সে রক্ত জরায়ূ দিয়ে নির্গত হবে। এ রক্ত অপারেশনের স্থান দিয়ে নির্গত হলে নিফাস গণ্য হবে না।

www.pathagar.com

بَابُ الْاَنْجَاسِ

يَطْهُرُ بَدَنُ الْمُصَلِّي وَثَوْبُهُ وَمَكَانُهُ عَنْ نَجِسٍ مَرْئِيٍّ بِزَوَالِ عَيْنِهِ وَاِنْ بَقِىَ اَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ بِالْمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِزَوَالِ عَيْنِهِ ـ **وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيْلٍ كَخَلٍّ وَنَحْوِهٖ وَعَمَّا لَمْ يُرَ اَثَرُهُ** عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ نَجِسٍ مَرْئِيٍّ **بِغَسْلِهِ ثَلٰثًا وَعَصْرِهٖ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ اِنْ اَمْكَنَ بِشَرْطِ** اَنْ يُبَالِغَ فِى الْعَصْرِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ بِقَدْرِ قُوَّتِهٖ **وَاِلَّا يُغْسَلُ وَيُتْرَكُ اِلٰى عَدَمِ الْقَطَرَانِ ثُمَّ وَثُمَّ هٰكَذَا ـ وَخُفُّهُ عَنْ ذِىْ جِرْمٍ جَفَّ بِالدَّلْكِ بِالْاَرْضِ وَجَوَّزَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ** رح **فِىْ رَطْبِهٖ** اَىْ فِىْ رَطْبِ ذِىْ جِرْمٍ **اِذَا بَالَغَ وَبِهٖ يُفْتٰى وَعَمَّا لَا جِرْمَ لَهُ بِالْغَسْلِ فَقَطْ** اَىْ يَطْهُرُ الْخُفُّ عَمَّا لَاجِرْمَ لَهُ كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهٖ بِالْغَسْلِ فَقَطْ **وَعَنِ الْمَنِىِّ بِغَسْلِهٖ** سَوَاءٌ كَانَ رَطْبًا اَوْ يَابِسًا **اَوْفَرْكِهٖ يَابِسِهٖ** هٰذَا اِذَا كَانَ رَأْسُ الذَّكَرِ طَاهِرًا بِاَنْ بَالَ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْبَوْلُ عَنْ رَأْسِ مَخْرَجِهٖ اَوْتَجَاوَزَ وَاسْتَنْجٰى وَلَافَرْقَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَا يَطْهُرُ الْبَدَنُ بِالْفَرْكِ **وَالسَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ وَالْبِسَاطُ بِجَرْىِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَيْلَةً وَالْاَرْضُ وَالْاٰجُرُّ الْمَفْرُوْشُ بِالْيُبْسِ وَذَهَابِ الْاَثَرِ لِلصَّلٰوةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ** اَىْ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ بِهِمَا وَكَذَا الْخُصُّ فِى الْمَغْرِبِ هُوَ بَيْتٌ مِنْ قَصَبٍ وَالْمُرَادُ هٰهُنَا اَلسُّتْرَةُ الَّتِىْ تَكُوْنُ عَلَى السُّطُوْحِ مِنَ الْقَصَبِ **وَشَجَرٌ وَكَلَاٌ قَائِمٌ فِى الْاَرْضِ لَوْ تَنَجَّسَ ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ هُوَ الْمُخْتَارُ وَمَا قُطِعَ مِنْهُمَا بِغَسْلِهٖ لَاغَيْرُ ـ**

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন নাজাসাত

মুসল্লীর শরীর, কাপড় এবং স্থান দৃশ্যমান নাপাকী থেকে পবিত্র হয়ে যাবে পানি দ্বারা কিংবা সকল প্রবাহবান পবিত্র নাপাক দূরকারী বস্তু দ্বারা তার আকৃতি দূর হলে। যেমন- সিরকা এবং তার মত বস্তু। যদিও নাপাকীর এমন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে যা দূরিকরণ কষ্টকর। اَلْمَاءُ শব্দটি মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য بِزَوَالِ عَيْنِهِ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর যে নাপাকীর চিহ্ন দেখা যায় না। এটি মুছান্নিফ রহ এর বক্তব্য عَنْ نَجِسٍ مَرْئِيٍّ এর উপর عَطْف হয়েছে। তা তিনবার ধোয়া এবং সম্ভব হলে তা প্রত্যেকবার নিংড়ানোর দ্বারা পবিত্র হবে (নিংড়ানোর জন্যে শর্ত হল) তৃতীয়বার নিংড়ানোর ক্ষেত্রে সাধ্যানুপাতে খুব চেষ্টা করবে। নিংড়ানো সম্ভব না হলে ধুবে এবং ফোঁটা পড়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রেখে দেবে। এমনিভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার করবে। মুসল্লীর মোজা পবিত্র হয় শরীর বিশিষ্ট শুকনা নাপাকী থেকে মাটি দ্বারা ঘষে নেওয়ার দ্বারা। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. শরীর বিশিষ্ট ভেজা নাপাকী

(মাটিতে ঘষার দ্বারা) পবিত্র হওয়াকে জায়েয করেছেন। অর্থাৎ ভেজা শরীর বিশিষ্ট নাপাকীর ক্ষেত্রে **যখন ভালভাবে মাটিতে ঘষা হবে।** (তখন পবিত্র হয়ে যাওয়াটা জায়েয সাব্যস্ত করেছেন)। **এর উপরই ফতোয়া। আর যে নাপাকী শরীর বিশিষ্ট নয় তা শুধু ধোয়ার দ্বারা** (পবিত্র হয়ে যাবে।) অর্থাৎ মোজা শুধু ধোয়ার দ্বারা নাপাকী থেকে পবিত্র হয়ে যাবে যা শরীর বিশিষ্ট নয়। যেমন– পেশাব এবং তার মত নাপাক বস্তু। **আর শুক্র থেকে পবিত্রতা অর্জন হয় ধোয়ার দ্বারা।** চাই ভিজা হউক অথবা শুষ্ক হউক। **অথবা শুষ্ক হলে ঘর্ষণের দ্বারা।** এ বিধান তখন যখন লিঙ্গের মাথা পবিত্র থাকে এভাবে যে, পেশাব করল এবং পেশাব তার বের হওয়ার স্থানের মাথা থেকে অতিক্রম করল না, কিংবা অতিক্রম করেছে আর সে পবিত্র করে নিয়েছে। যাহেরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী কাপড় এবং শরীরের (পবিত্রকরণের) মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে হাসান রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘষার দ্বারা শরীর পবিত্র হবে না। **তরবারী এবং এ ধরনের বস্তু মুছে ফেলার দ্বারাই পবিত্র হয়ে যায়। বিছানা পবিত্র হয় তার উপর একরাত (একদিন) পানি প্রবাহিত করার দ্বারা। মাটি এবং বিছানো ইট শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা এবং (নাপাকীর) প্রভাব দূর হওয়ার দ্বারা (পবিত্র হয়) নামাযের জন্যে; তায়াম্মুমের জন্য নয়** অর্থাৎ মাটি এবং বিছানো ইটের উপর (শুকিয়ে নাপাকীর প্রভাব দূর হলে) নামায পড়া জায়েয হবে, তবে এর দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়। এমনিভাবে اَلْخُصُّ মুগরাব নামক কিতাবে রয়েছে যে, خُصّ এর অর্থ হল বাঁশের ঘর। এখানে উদ্দেশ্য হল বাঁশের ঐ পর্দা যা ছাদের উপর রাখা হয়ে থাকে। **গাছ এবং ঘাস যা মাটিতে দাঁড়ানো তা যদি নাপাক হয়ে যায় অতঃপর শুকিয়ে যায় তাহলে পবিত্র হয়। এটাই পছন্দনীয় অভিমত। আর যে গাছ এবং ঘাস কেঁটে ফেলা হয় তা ধোয়ার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যভাবে নয়।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : وَاِنْ بَقِىَ اَثَرُ النَّجَاسَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : ধোয়ার পর নাপাকীর চিহ্ন বাকী থাকলে কি হুকুম?

উত্তর : এমন নাপাকী ধোয়ার পরও যার চিহ্ন বাকী থাকে এবং যার চিহ্ন দূর করা কঠিন তা পবিত্র বিবেচিত হবে। তবে নাপাকের সত্বা (মূলবস্তু) যদি বাকী থাকে তবে তা দূর হওয়া ছাড়া পাক হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا هِىَ طَرِيْقَةُ تَطْهِيْرِ السَّيْفِ وَالْخُفِّ وَ غَيْرِهِمَا؟

প্রশ্ন : তরবারী, চামড়ার মোজা ইত্যাদী পাক করার নিয়ম কি?

উত্তর : মোজা ও জুতায় যদি আকৃতিহীন নাপাকী লাগে যেমন– পেশাব কিংবা মদ তাহলে তা ধুতে হবে। আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন : যখন পেশাব এবং মদ লেগে যায় তখন মাটি এবং বালিতে চলার ফলে মাটি লেগে শূকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে। তা ধুতে হবে না। আর নাপাকী যদি আকৃতি বিশিষ্ট হয় যেমন– পায়খানা যদি তরল হয় তাহলে ধুতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন মাটি দ্বারা পরিষ্কার করে জমিনে ঘেষে নিলে পাক হয়ে যাবে। শরীর বিশিষ্ট নাপাক যদি শূকনো হয় তাহলে মাটিতে ঘর্ষণ করা দ্বারা পাক হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ এর মতে এক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া পাক হয় না।

তরবারী বা এ ধরনের বস্তু যেমন– কাঁচ, হাড্ডি ইত্যাদি যদি নাপাক হয় তাহলে এগুলো যেহেতু নাপাক চুষে না, তাই মুছে ফেলার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। তবে যদি ধরার নকশা অঙ্কন করা থাকে, তা হলে নকশার ভেতরে নাপাক প্রবেশ করার দ্বারা মুছে ফেলার দ্বারা পাক না হলে ধোয়া জরুরি।

www.pathagar.com

لَمَّا ذَكَرَ تَطْهِيْرَ النَّجَاسَاتِ شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِهَا عَلَى الْغَلِيْظَةِ وَالْخَفِيْفَةِ وَبَيَانِ مَا هُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا فَقَالَ **وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنْ نَجِسٍ غَلِيْظٍ ـ كَبَوْلٍ وَدَمٍ وَخَمْرٍ وَخُرْءِ دَجَاجَةٍ وَبَوْلِ حِمَارٍ وَهِرَّةٍ وَفَارَةٍ وَرَوْثٍ وَخِثْيٍ وَمَا دُوْنَ رُبُعِ ثَوْبٍ مِمَّا خَفَّ كَبَوْلِ فَرَسٍ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَخُرْءِ طَيْرٍ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَفْوٌ وَاِنْ زَادَ لَا** ـ قِيْلَ اَلْمُرَادُ بِرُبُعِ الثَّوْبِ رُبُعُ اَدْنٰى ثَوْبٍ يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ وَقِيْلَ رُبُعُ الْمَوَاضِعِ الَّذِىْ اَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَالْكُمِّ وَالدَّخْرِيْصِ ـ قَدَّرَهُ اَبُوْ يُوْسُفَ رح بِشِبْرٍ فِىْ شِبْرٍ **وَاعْتُبِرَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ بِقَدْرِ مِثْقَالٍ فِى الْكَثِيْفِ وَمَسَاحَتُهُ بِقَدْرِ عَرْضِ كَفٍّ فِى الرَّقِيْقِ**، اَلْمُرَادُ بِعَرْضِ الْكَفِّ عَرْضُ مِقْعَرِ الْكَفِّ وَهُوَ دَاخِلُ مَفَاصِلِ الْاَصَابِعِ ـ

সহজ তরজমা

মুসান্নিফ রহ, নাপাকীর পবিত্রকরণ আলোচনা করে শেষ করে এখন নাপাকীর গলীযা (গাঢ়) ও খফীফা (লঘু) বিভক্তি সম্পর্কে এবং ঐ সবের ক্ষমাযোগ্য পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন **নাজাসাতে গলীযা এক দিরহাম পরিমাণ** (মাফ)। (নাজাসাতে গলীযা) **যেমন -পেশাব, রক্ত, মদ , মুরগীর বিষ্ঠা, গাধা, বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাব এবং বিষ্ঠা ও গোবর এছাড়া নাজাসাতে খফীফার ক্ষেত্রে কাপড়ের এক চতুর্থাংশ মাফ। যেমন– ঘোড়া এবং গোস্ত খাওয়া হালাল এমন জন্তুর পেশাব ও গোস্ত খাওয়া হালাল নয় এমন পাখির বিষ্ঠা। এর চাইতে বেশি হলে মাফ নয়।** বলা হয়েছে যে, এক চতুর্থাংশ কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ কাপড়ের এক চতুর্থাংশ, যে কাপড়ের কম কাপড়ে নামায জায়েয নেই। আরও বলা হয়েছে যে, ঐ স্থানের এক চর্তুথাংশ উদ্দেশ্য যে স্থানে নাজাসাত লেগেছে। যেমন -আঁচল, আস্তিন, কলার। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এক বিঘাত দৈর্ঘ্য ও এক বিঘাত প্রস্থের মাঝে এক চতুর্থাংশের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন।

গাঢ় নাপাকের ক্ষেত্রে মিছকাল পরিমাণকে দিরহামের ওজন সাব্যস্ত করা হয়েছে। এবং তরল নাপাকের ক্ষেত্রে হাতের তালুর প্রশস্ততা পরিমাণকে দিরহামের আয়তন সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাতের তালুর প্রশস্ততা দ্বারা তালুর গভীরতার প্রশস্ততা উদ্দেশ্য যা আঙ্গুলের জোড়ার ভেতরভাগে রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ النَّجَاسَاتِ الْغَلِيْظَةَ وَالْخَفِيْفَةَ

প্রশ্ন : নাজাসাতে গলীজা ও খফীফার পরিচয় বর্ণনা কর।

উত্তর : মুজতাহিদ ইমামগণ নাজাসাতে গলীজা এবং খফীফার পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে নাজাসাতে গলীজা হল যার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে শরী'অতের বাণী (نَصٌّ) অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য কোন শরী'অতের বাণী তার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হয় নি। ফুকাহায়ে কেরাম তাতে দ্বিমত পোষণ করুন বা না করুন আর যদি শরী'অতের বাণীর সাথে শরী'আতের অন্য বাণীর সংঘর্ষপূর্ণ হয়, তা হলে তা হবে নাজাসাতে খফীফা।

সাহেবাইন রহ.-এর মতে যে নাপাকীর বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে তা-ই নাজাসাতে খফীফা। যাতে ইখতেলাফ নেই, তা হল নাজাসাতে গলীযা।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : كَبَوْلِ رَدُمٍ الخ : এ بَوْل (পেশাব) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পেশাব– যদিও তা দুর্বল কিংবা বাচ্চাদের পেশাব হয়। কেননা, তাদের পেশাবও নাপাক। অনুরূপ মানুষের প্রত্যেক ঐজিনিস নাপাক যা শরীর থেকে নির্গত হওয়ার দ্বারা ওযূ কিংবা গোসর ওয়াজিব হয়। তবে এর দ্বারা হালাল প্রাণীও উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ : وَبَوْلِ حِمَارٍ وَهِرَّةٍ وَفَارَةٍ الخ : গাধার পেশাবের কথা গ্রন্থকার পৃথকভাবে এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, যেন কেউ এর لُعَاب (লালা)-এর উপর কিয়াস করে এর পেশাবকেও مَشْكُوْك না বলে। বিড়াল ও ইঁদুর এ জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যারা বিড়াল ও ইঁদুরের পেশাবকে পাক বলেন, তাদের অভিমতের যেন খণ্ডন হয়ে যায়। কেননা, কোনো কোনো ফকীহের নিকট এগুলোর পেশাব পাক।

এক দিরহাম ও এক-চতুর্থাংশের উৎস : নাজাসাতে গলীযা ও নাজাসাতে খফীফার এক দিরহাম কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ এবং এক-চতুর্থাংশ কিংবা এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ ক্ষমাযোগ্য গুনাহের দিক থেকে নয়; বরং নামায সহীহ হওয়ার দিক থেকে, যা আমরা পূর্বেও উল্লেক করেছি। কেননা, ক্ষমাযোগ্য পরিমাণ নাপাকী রেখে দেওয়া এবং তা সহ নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। তা ধোয়া ওয়াজিব। এর চেয়ে কম পরিমাণ অংশ রেখে দেওয়া মাকরূহে তানযীহী। তা ধোয়া সুন্নাত। নাজাসাতে গলীযার ক্ষেত্রে এক দিরহাম-এর পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে– কুলুপ (ঢিলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার হাদীসমূহ থেকে। কেননা, এটি স্পষ্ট যে, এসব ঢিলা পাক করার জন্য নয়; বরং ঐ স্থানকে শুষ্ক করার জন্য। আর উক্ত স্থান মূলত এক দিরহাম পরিমাণই। আর এ স্থান থেকেই নাজাসাতে গলীযা-এর ক্ষেত্রে এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকী ক্ষমাযোগ্য বলা হয়েছে।

যে পরিমাণ নাপাক নিয়ে নামায পড়া যায় :

নাজাসাতে গলীজা এক দিরহাম পরিমাণ মাফ আর খফীফা কাপড়ের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মাফ। মাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাকরূহে তাহরীমার সাথে নামায জায়েয হবে।

এবং ধোয়া ওয়াজিব। উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে কম হলে তা ধোয়া মাকরূহে তানযিহী এবং ধোয়া সুন্নত। কেউ বলেছেন কাপড়ের যে অংশে নাপাকী লাগে, ঐ পরিমাণ কাপড়ের এক চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য যে পরিমাণ কাপড়ের কমে নামায হয় না। আবার কেউ বলেছেন কাপড়ের যে অংশে নাপাক লাগে, সে অংশের এক চতুর্থাংশ উদ্দেশ্য। যেমন আঁচল, আস্তিন, কলার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

وَدَمُ السَّمَكِ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَا يَنْجِسُ طَاهِرًا لِاَنَّهُ مَشْكُوْكٌ فَالطَّاهِرُ لَا يَزُوْلُ طَهَارَتُهُ بِالشَّكِّ **وَبَوْلٌ انْتَضَعَ مِثْلَ رُءُوْسِ الْإِبَرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمَاءٌ وَرَدَ عَلٰى نَجِسٍ نَجِسٌ كَعَكْسِهِ** اَيْ كَمَا اَنَّ الْمَاءَ نَجِسٌ فِيْ عَكْسِهِ وَهُوَ وُرُوْدُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ **لَا رَمَادُ قَذِرٍ وَمِلْحٌ كَانَ حِمَارًا** اَيْ لَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهُمَا نَجِسًا وَفِيْ رَمَادِ الْقَذِرِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رح **وَيُصَلِّيْ عَلٰى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ** اَيْ اِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ مُضَرَّبًا **وَعَلٰى طَرَفِ بِسَاطٍ طَرَفٌ اٰخَرُ مِنْهُ نَجِسٌ يَتَحَرَّكُ اَحَدُهُمَا بِتَحْرِيْكِ الْاٰخَرِ اَوْلَا** وَاِنَّمَا قَالَ هٰذَا اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ اِنَّمَا يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عَلَى الطَّرَفِ الْاٰخَرِ .

اِذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ اَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِتَحْرِيْكِ الْاٰخَرِ **وَفِيْ ثَوْبٍ ظَهَرَ فِيْهِ نَدْوَةُ ثَوْبٍ رَطْبٍ نَجِسٍ لُفَّ فِيْهِ لَايَقْطُرُ شَيْءٌ لَوْ عُصِرَ** اَيْ ظَهَرَ فِيْهِ النَّدْوَةُ بِحَيْثُ لَايَقْطُرُ الْمَاءُ لَوْ عُصِرَ **اَوْ وَضَعَ رَطْبًا عَلٰى مَا طِيْنَ بِطِيْنٍ فِيْهِ سَرْقِيْنٌ وَيَبِسَ اَوْ تَنَجَّسَ طَرَفٌ مِنْهُ فَنَسِيَهُ اَوْ غَسَلَ طَرَفًا اٰخَرَ بِلَا تَحَرٍّ** اَيْ لَا يَشْتَرِطُ التَّحَرِّيْ فِيْ غَسْلِ طَرَفٍ مِنَ الثَّوْبِ **كَحِنْطَةٍ بَالَ عَلَيْهَا حُمُرٌ تَدُوْسُهَا فَقُسِّمَ وَوُهِبَ بَعْضُهَا فَيَطْهُرُ مَا بَقِيَ** . اِعْلَمْ اَنَّهُ اِذَا وُهِبَ بَعْضُهَا اَوْ قُسِمَتِ الْحِنْطَةُ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ طَاهِرًا اِذْ يَحْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقِسْمَيْنِ اَنْ يَكُوْنَ النَّجَاسَةُ فِي الْقِسْمِ الْاٰخَرِ فَاعْتُبِرَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ فِي الطَّهَارَةِ لِمَكَانِ الضَّرُوْرَةِ .

সহজ তরজমা

মাছের রক্ত নাপাক নয়। খচ্চর এবং গাধার লালা পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করে না। কেননা (এ দুয়ের লালা নাপাক হওয়াটা) সন্দেহযুক্ত। পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা সন্দেহের কারণে দূর হবে না। পেশাবের ঐ ছিটা যা সুঁই এর অগ্রভাগের মতো তা কোন (নাপাককারী) বস্তু নয়। আর যে পানি নাপাকের উপর পতিত হয় তা নাপাক, যেমন তার বিপরীত হলে। অর্থাৎ যেমন তার বিপরীত হলে পানি নাপাক হয়, আর তা হল পানির উপর নাপাক পতিত হলে। নাপাক ছাই এবং ঐ লবণ যা (মূলত) গাধা ছিল। অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্য থেকে কোনটাই নাপাক নয়। নাজাসাতের ছাই এর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। এমন কাপড়ে নামায পড়তে পারবে যার এক পাল্লা নাপাক। অর্থাৎ যখন কাপড়ের পাল্লা সেলাই করা না হয়। এমন বিছানার এক পাশে (নামায পড়তে পারবে) যার অপর পার্শ্ব নাপাক। একদিকে নাড়া দিলে অন্য দিকে নড়ুক বা না নড়ুক। মুছান্নিফ রহ. একথা এজন্য বলেছেন, যাতে করে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য থেকে বের হয়ে আসা যায়, যিনি বলেছেন - নামায তখনি জায়েয হবে যখন এক দিকে নড়াচড়া দেওয়ার দ্বারা অপর দিক নড়াচড়া না করে।

এমন কাপড়ে (নামায জায়েয) যার মধ্যে অপর ভেজা নাপাক কাপড় জড়িয়ে থাকায় আর্দ্রতা প্রকাশ পায়, আর সে কাপড় নিংড়ানোর দ্বারা তা থেকে কিছু ঝরে পড়ে না। অর্থাৎ তাতে এমনভাবে

www.pathagar.com

আর্দ্রতা প্রকাশ পেয়েছে যে নিংড়ানো হলে তা ঝরবে না। **অথবা যে কাপড় ভেজা অবস্থায় এমন স্থানে রেখেছে যা গোবর দ্বারা লেপা হয়েছে। এবং তা** (গোবর) **শুকিয়ে গেছে। অথবা এমন কাপড় যার এক দিক নাপাক এবং ঐ দিকটি ভুলে গেছে, আর চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অন্যদিক ধুয়ে নিয়েছে** (এতেও নামায জায়েয) অর্থাৎ কাপড়ের একদিক ধোয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা –ভাবনা শর্ত নয়। **যেমন -ঐ গম** (পাক) **যে গমের উপর মাড়াই এর সময় গাধা পেশাব করে দিয়েছে, এরপর ঐ গম বন্টন করা হল কিংবা তার কিছু হিবা করা হল, তা হলে বাকীগুলো পবিত্র হয়ে যাবে।**

মনে রেখো, যখন গমের কিছু হিবা করা হল কিংবা বন্টন করা হল, তখন উভয় বন্টনের প্রত্যেকটি পবিত্র। কেননা উভয় বন্টনের প্রত্যেকটি নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর প্রয়োজনের কারণে ত্বহারাতের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা গণ্য করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ دَمِ السَّمَكِ؟

প্রশ্ন : মাছের রক্তের বিধান কি?

উত্তর : মাছের রক্ত নাপাক নয়। কেননা মাছের রক্ত মূলত রক্ত নয়। বরং রক্তের সাদৃশ্য এক প্রকার পানি। কারণ হল, রক্তের উপর আগুনের তাপ পড়লে কালো হয়ে যায়। আর মাছের রক্ত কাল হয় না বরং তা সাদা হয়ে যায়।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ لُعَابِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ

প্রশ্ন : গাধা ও খচ্চরের লালার হুকুম কী?

উত্তর : খচ্চর ও গাধার লালা নাপাককারী কিছু নয়: বিকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, খচ্চর ও গাধার লালা কোনো পবিত্র বস্তুকে নাপাক করে না। কারণ, গাধা ও খচ্চরের লালা হচ্ছে মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত। তা সহ নামায আদায় করা বৈধ। আর شَكٌ (সন্দেহ)-এর দ্বারা يَقِيْنِى (দৃঢ়) বিষয় দূরীভূত হয় না। অর্থাৎ খচ্চর ও গাধার লালা মাশকূক হওয়ার কারণে তা পবিত্র এবং يَقِيْنِى বিষয়, আর এ يَقِيْنِى তাহারাত شَكٌ-এর দ্বারা দূর হয় না। অতএব, তা অন্য কোনো পবিত্র বস্তুকে নাপাককারীও নয়।

قَوْلُهُ : حُمُرٌ تَدُوْسُهَا الخ : حُمُر শব্দটি حِمَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গাধা। এ গাধার কথা বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাধার পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে নাজাসাতে গলীযা। অতএব, এর হুকুম জানার দ্বারা অন্যান্য জিনিসের হুকুম আরো উত্তমরূপে জানা যাবে। অর্থাৎ গাধার পেশাব নাজাসাতে গলীযা হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা যখন গম নাপাক হচ্ছে না তখন অন্যান্য জানোয়ারের পেশাব কিংবা অন্য কোনো পানীয় নাপাকী দ্বারা আরো উত্তমরূপে নাপাক হবে না।

قَوْلُهُ : فَاعْتُبِرَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ الخ : অর্থাৎ যে গমের মধ্যে মাড়াই করার সময় গাধা পেশাব করেছে তা যদি বন্টন করা হয় কিংবা এর থেকে কিছু হিবা করা হয়, তবে তা পাক। কেননা, এখানে জানা নেই যে, কোন্ গমগুলোতে গাধার পেশাব লেগেছে। তাই সম্ভাবনা রয়েছে যে, বন্টনকৃত প্রত্যেক ভাগে কিংবা হিবাকৃত অংশে কিংবা বাকি অংশের প্রত্যেকটির মধ্যেই পেশাব লেগেছে। তাই তাহারাতের ক্ষেত্রে এ اِحْتِمَال ও সম্ভাবনা জরুরতের কারণে ধর্তব্য হয়েছে। কেননা, সমস্ত গমের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা বিদ্যমান। আর এর বিপরীত দিক তথা নাপাকীও অনির্দিষ্টভাবে এতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গমগুলো বন্টন করার পর প্রত্যেক ভাগেই নাপাকী থাকার সন্দেহ রয়েছে। তাই সবগুলোতে নিশ্চিতরূপে যে বিষয়টি তথা তাহারাত বিদ্যমান, এর উপরই আমল করা হবে।

www.pathagar.com

فَصْلٌ : اَلْاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ اَیْ خَارِجٍ مِنْ اَحَدِ السَّبِیْلَیْنِ غَیْرِ النَّوْمِ وَالرِّیْحِ فَاِنْ قُلْتَ
اِنْ قُیِّدَ الْحَدَثُ بِالْخَارِجِ مِنْ اَحَدِ السَّبِیْلَیْنِ فَاسْتِثْنَاءُ النَّوْمِ مُسْتَدْرَكٌ وَاِنْ لَمْ یُقَیَّدْ بِهٖ فَفِیْ
كُلِّ حَدَثٍ **غَیْرِ النَّوْمِ وَالرِّیْحِ** یَكُوْنُ الْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةً فَیُسَنُّ فِی الْفَصْدِ وَنَحْوِهٖ وَلَیْسَ كَذَالِكَ
قُلْتُ یُقَیَّدُ الْحَدَثُ بِالْخَارِجِ مِنَ السَّبِیْلَیْنِ وَاسْتِثْنَاءُ النَّوْمِ غَیْرُ مُسْتَدْرَكٍ لِاَنَّهٗ مِنْ هٰذَا
الْقَبِیْلِ لِاَنَّ النَّوْمَ اِنَّمَا یَنْقُضُ لِاَنَّ فِیْهِ مَظَنَّةُ الْخُرُوْجِ مِنَ السَّبِیْلَیْنِ ۔

بِنَحْوِ حَجَرٍ یَمْسَحُهٗ حَتّٰی یُنَقِّیَهٗ بِلَاعَدَدٍ سُنَّةٌ اَیْ لَیْسَ فِیْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ عِنْدَنَا
خِلَافًا لِلشَّافِعِیِّ رح **وَهِیَ ثَلٰثَةُ اَحْجَارٍ یُدْبِرُ بِالْحَجَرِ الْاَوَّلِ وَیُقْبِلُ بِالثَّانِیْ وَیُدْبِرُ بِالثَّالِثِ**
صَیْفًا وَیُقْبِلُ الرَّجُلُ بِالْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ شِتَاءً اَلْاِدْبَارُ اَلْاِذْهَابُ اِلٰی جَانِبِ الدُّبُرِ وَالْاِقْبَالُ ضِدُّهٗ ، ثُمَّ
اِنَّ فِی الْمَسْحِ اِقْبَالًا وَاِدْبَارًا مُبَالَغَةٌ فِی التَّنْقِیَةِ وَفِی الصَّیْفِ یُدْبِرُ بِالْحَجَرِ الْاَوَّلِ لِاَنَّ
الْخُصِیَّةَ فِی الصَّیْفِ مَدْلَاةٌ فَلَا یُقْبِلُ اِحْتِرَازًا عَنْ تَلْوِیْثِهَا ثُمَّ یُقْبِلُ ثُمَّ یُدْبِرُ مُبَالَغَةً فِی
التَّنْظِیْفِ وَفِی الشِّتَاءِ غَیْرَ مَدْلَاةٍ فَیُقْبِلُ بِالْاَوَّلِ لِاَنَّ الْاِقْبَالَ اَبْلَغُ فِی التَّنْقِیَةِ ثُمَّ یُدْبِرُ ثُمَّ
یُقْبِلُ لِمُبَالَغَةٍ وَاِنَّمَا قُیِّدَ بِالرَّجُلِ لِاَنَّ الْمَرْأَةَ تُدْبِرُ بِالْاَوَّلِ اَبَدًا لِئَلَّا یَتَلَوَّثَ فَرْجُهَا وَالصَّیْفُ
وَالشِّتَاءُ فِیْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ ۔

সহজ তরজমা

পবিত্রতা অর্জন করা সকল হাদাছ থেকে অর্থাৎ এমন হাদাছ যা (পায়খানা পেশাবের) রাস্তাদ্বয়ের একটি থেকে নির্গত হয়; ঘুম ও বায়ু ছাড়া। যদি তুমি এটা বল যে, হাদাছকে যদি خَارِجٌ مِنْ اَحَدِ السَّبِیْلَیْنِ এর সাথে কয়েদযুক্ত করা হয়, তা হলে نوم এর ইস্তিছনা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর যদি কয়েদ না লাগানো হয়, **তা হলে ঘুম এবং বায়ু ছাড়া** সকল হাদাছে পবিত্রতা অর্জন সুন্নত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সুন্নত হবে। অথচ মাসআলা এমনটি নয়। আমরা বলবো যে, হাদাছকে خَارِجٌ مِنْ اَحَدِ السَّبِیْلَیْنِ এর সাথে কয়েদযুক্ত করা হবে এবং نَوْم এর ইস্তিছনা ব্যত্যয়ও নিরর্থক নয়, কেননা نَوْم ও এর অন্তর্গত বিষয়। কেননা ঘুম ওযু ভেঙ্গে দেয় এজন্যে যে, এর মধ্যে পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। **পাথরের মতো কোন বস্তু দিয়ে পেশাব পায়খানার রাস্তাকে মুছবে, যাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সংখ্যাবিহীন সুন্নত।** অর্থাৎ আমাদের মতে এতে নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নত নয় মুস্তাহাব। শাফেয়ী রহ. এর এতে দ্বিমত রয়েছে। **তিন পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তা হল প্রথম পাথরকে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়টিকে পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে। তৃতীয়টিকে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে গ্রীষ্মকালে । শীতকালে পুরুষ প্রথম এবং তৃতীয় পাথরকে পিছনের**

দিক থেকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে। إِدْبَار এর অর্থ পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া। আর إِقْبَال হল তার বিপরীত। অতঃপর মাসাহের ক্ষেত্রে সামনের দিকে আনা এবং পিছনের দিকে নেওয়া পরিচ্ছন্নতায় আধিক্যতার উদ্দেশ্যে। গ্রীষ্মকালে প্রথম পাথরকে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে, কেননা গ্রীষ্মকালে অণ্ডকোষ ঝুলন্ত থাকে। সুতরাং পিছনের দিকে থেকে সামনের দিকে আনবে না, অণ্ডকোষ নাপাকের সাথে লেগে যাওয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। অতঃপর সামনের দিকে আনবে আবার পিছনের দিকে নিবে পরিচ্ছন্নতার আধিক্যতার উদ্দেশ্যে। আর শীতকালে (অন্ডকোষ) থাকে সংকুচিত, তাই প্রথম পাথর পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিবে। কেননা পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নেওয়ার মধ্যে অধিক পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। অতঃপর আধিক্যতার উদ্দেশ্যে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে নিবে। আর পুরুষের কয়েদ এজন্যে লাগানো হয়েছে, যে মহিলারা প্রথমে সর্বদা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে যাতে করে যৌনাঙ্গে নাপাক না লাগে। তাদের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল বরাবর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْاِسْتِنْجَاءِ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟

প্রশ্ন : اِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ কি এবং তা কত প্রকার? বর্ণনা কর।

উত্তর : اَلْاِسْتِنْجَاء শব্দটি نَجْو শব্দ থেকে উদভাবিত। نَجْو শব্দের অর্থ হল নাপাক। نَجْو শব্দটি بـاب - اِسْتِفْعَال-এ ব্যবহার হওয়ার কারণে سَلْب مَأْخَذ তথা মূল অর্থ বিদূরীত হয়েছে।

এ হিসেবে اَلْاِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ হয় নাপাকী দূর করা। আর শরহে বেকায়ার টীকায় উল্লেখ আছে যে, اَلْاِسْتِنْجَاء এর অর্থ হল মুক্তি কামনা করা। অর্থাৎ মানুষ যখন পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি করে তখন নাপাক হয়ে যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত এক প্রকার শাস্তিতে নিপতিত থাকে। পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমেই এ শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ হয়। আরো বলা হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জার আভিধানিক অর্থের মূলকথা হল নাপাকির স্থানকে পরিস্কার করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তিঞ্জা বলা হয় পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে নাপাক বের হয়, তা ঢিলা কিংবা পানি দ্বারা দূরীভূত করাকে ইস্তিঞ্জা বলে।

ইস্তেঞ্জার প্রকারভেদ :

ইস্তেঞ্জা মূলত : পাঁচ প্রকার। যথা–

১. **ফরজ :** নাজাসাত যখন গুহ্যদ্বার অতিক্রম করে চতুর্দিকে এক দিরহামের পরিমাণের অধিক স্থানে ছড়িয়ে যায়। তখন ইস্তেঞ্জা ফরজ।

২. **ওয়াজিব :** নাপাকি যখন এক দিরহাম পরিমাণ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তখন ইস্তেঞ্জা ওয়াজিব।

৩. **সুন্নত :** নাপাকি যখন এক দিরহামের কম বিস্তার করে, তখন ইস্তেঞ্জা করা সুন্নত।

৪. **মুস্তাহাব :** নাপাকি গুহ্যদ্বার অতিক্রম না করলে ইস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব।

৫. **মাকরূহ :** ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : لِمَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءُ بِالنَّوْمِ

প্রশ্ন : নিদ্রা দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয় কেন?

উত্তর : মৌলিকভাবে নিদ্রা ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। বরং নিদ্রা অবস্থায় শরীরের অঙ্গ সমূহের জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে যায়, ফলে পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনার কারণে নিদ্রাকে ওযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : قَوْلُهُ : لَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ الخ بَيِّنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : উপরে বর্ণিত মাসআলাটি ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন– لَايَسْتَنْجِىْ اَحَدُكُمْ بِاَقَلِّ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ

অর্থাৎ– তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তিন পাথরের কম দ্বারা ইস্তঞ্জা না করে। আর হানাফীদের নিকট তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা জরুরী নয়। বরং নাপাকী বের হওয়ার স্থান পরিষ্কার করা জরুরী। তবে বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন–

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَ مَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

অর্থাৎ– যে ইস্তেঞ্জা করবে সে যেন বিজোড় করে। যে এমনটি করল সে ভালই করল আর যে করল না, তা হলে কোন সমস্যা নেই।

وَغَسْلُهُ بَعْدَ الْحَجَرِ اَدَبٌ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُرْخِي الْمَخْرَجَ مُبَالَغَةً وَيَغْسِلُهُ بِبَطْنِ اِصْبَعٍ اَوْ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلٰثِ اَصَابِعَ لَا بِرُءُوْسِهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَانِيًا وَيَجِبُ فِيْ نَجِسٍ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ اَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ هٰذَا مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِيْ يُوْسُفَ رحـ وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ مَاتَجَاوَزَ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح يُعْتَبَرُ مَاتَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ مَعَ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ **وَلَا يَسْتَنْجِيْ بِعَظْمٍ وَرَوْثٍ وَيَمِيْنٍ وَكُرِهَ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الْخَلَاءِ** وَلَا يَخْتَلِفُ هٰذَا عِنْدَنَا فِي الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ -

সহজ তরজমা

পাথর ব্যবহারের পর নাপাক নির্গত হওয়ার স্থান ধোয়া মুস্তাহাব। সুতরাং প্রথমে উভয় হাত ধুঁবে। এরপর পরিচ্ছন্নতায় আধিক্যতার উদ্দেশ্যে নিতম্ব ঢিলে করে নিবে এবং এক আঙ্গুল কিংবা দুই আঙ্গুল অথবা তিন আঙ্গুলের পেট দ্বারা তা ধুয়ে নিবে। আঙ্গুলের মাথা দিয়ে নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার হস্তদ্বয় ধুয়ে নিবে। আর যে নাপাকী নির্গমন স্থান থেকে অতিক্রম করে গেছে এবং তা এক দিরহাম পরিমাণের চাইতে বেশী, তা ধোঁয়া ওয়াজিব। এটা ইমাম আবূ হানীফা এবং আবূ ইউসূফ রহ. এর মত। আর তা হল নির্গমনস্থল থেকে অতিক্রম করে গেছে এমন নাপাক যা দিরহাম পরিমাণ থেকে বেশি। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ইস্তিঞ্জার স্থানসহ নাপাক নিগর্মনস্থল ধর্তব্য হয়ে থাকে। হাড়, গোবর এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করবে না। আর ইস্তিঞ্জাখানায় কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। আমদের মতে কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ করা প্রাচীর এবং মাঠের মাঝে কোন ব্যবধান নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ وَمَا حُكْمُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ؟

প্রশ্ন : ঢিলা ও পানি ব্যবহার ও হাড্ডির দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার হুকুম কি?

উত্তর : শুধু ঢিলার দ্বারা নাপাকী দূর হলেও পানি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। পেশাবের ক্ষেত্রে পায়খানার তুলনায় ঢিলা ব্যবহার বেশী জরুরী। উমর রাযি. থেকে বিষয়টি গুরত্বের সাথে প্রমাণিত আছে। কেননা পুরুষ পেশাব করে শুধু পানি ব্যবহার করার ফলে কিছুক্ষণ পেশাবের কিছু অংশ নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহারের মাঝে সতর্কতা বেশী।

হাড্ডি ইত্যাদি দ্বারা ইস্তেঞ্জা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, হাড় জ্বিনদের খাদ্য। আর গোবর নিজেই নাপাক। সুতরাং তা দ্বারা পাক করার প্রশ্নই আসেনা। আর ডান হাত হল বাম হাতের তুলনায় উত্তম। আর এ ধরনের কাজে তাকে ব্যবহার না করাটাই যুক্তিযুক্ত এবং সু-রুচিবোধের অনুকূলে। এভাবে সম্মানিত বস্তু সমূহ যথা– কাগজ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি দ্বারাও ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ।

www.pathagar.com

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

اَلْوَقْتُ لِلْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الْمُعْتَرِضِ اِلٰى طُلُوْعِ ذُكَاءٍ اِحْتَرَزَ بِالْمُعْتَرِضِ عَنِ الْمُسْتَطِيْلِ وَهُوَ الصُّبْحُ الْكَاذِبُ **وَلِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهَا اِلٰى بُلُوْغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ** لَا بُدَّ هٰهُنَا مِنْ مَعْرِفَةِ وَقْتِ الزَّوَالِ وَفَيْئِ الزَّوَالِ وَطَرِيْقُهُ اَنْ تُصَوَّى الْاَرْضُ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ بَعْضُ جَوَانِبِهَا مُرْتَفِعًا وَجَوَانِبُهَا بَعْضُهَا مُنْخَفِضًا. اِمَّا بِصَبِّ الْمَاءِ اَوْ بِبَعْضِ مَوَازِيْنِ الْمُقَنِّيْنَ وَتُرْسَمُ عَلَيْهَا دَائِرَةٌ وَتُسَمَّى الدَّائِرَةُ الْهِنْدِيَّةُ وَيُنْصَبُ فِىْ مَرْكَزِهَا مِقْيَاسٌ قَائِمٌ بِاَنْ يَكُوْنَ بُعْدَ رَأْسِهٖ عَنْ ثَلٰثِ نُقَطٍ مِنْ مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ مُتَسَاوِيًا وَلْتَكُنْ قَامَتُهٗ بِمِقْدَارِ رُبْعِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ . فَرَأْسُ ظِلِّهٖ فِىْ اَوَائِلِ النَّهَارِ خَارِجَ الدَّائِرَةِ لٰكِنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ اِلٰى اَنْ يَدْخُلَ فِى الدَّائِرَةِ فَتُضَعُ عَلَامَةٌ عَلٰى مَدْخَلِ الظِّلِّ مِنْ مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ وَلَاشَكَّ اَنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ اِلٰى حَدٍّمَا، ثُمَّ يَزِيْدُ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ اِلٰى مُحِيْطِ الدَّائِرَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَتُضَعُ عَلَامَةٌ عَلٰى مَخْرَجِ الظِّلِّ . فَتُنَصَّفُ الْقَوْسُ الَّتِىْ هِىَ مَابَيْنَ مَدْخَلِ الظِّلِّ وَمَخْرَجِهٖ وَتَرْسِمُ خَطًّا مُسْتَقِيْمًا مِنْ مُنْتَصِفِ الْقَوْسِ اِلٰى مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ مَخْرِجًا اِلَى الطَّرْفِ الْاٰخِرِ مِنَ الْمُحِيْطِ فَهٰذَا الْخَطُّ هُوَ خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ فَاِذَا كَانَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ عَلٰى هٰذَا الْخَطِّ فَهُوَ نِصْفُ النَّهَارِ وَالظِّلُّ الَّذِىْ فِىْ هٰذِهِ الْوَقْتِ هُوَ فَيْءُ الزَّوَالِ، فَاِذَا زَالَ الظِّلُّ مِنْ هٰذَا الْخَطِّ فَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ فَذٰلِكَ اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَاٰخِرُهٗ اِذَا صَارَ ظِلُّ الْمِقْيَاسِ مِثْلَيِ الْمِقْيَاسِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ مَثَلًا اِذَا كَانَ فَيْءُ الزَّوَالِ مِقْدَارُ رُبْعِ الْمِقْيَاسِ فَاٰخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ اَنْ يَصِيْرَ ظِلُّهٗ مِثْلَى الْمِقْيَاسِ وَرُبْعَهٗ . هٰذَا فِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِى اِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهٗ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ .

সহজ তরজমা

অধ্যায় : নামায

<u>ফজরের সময় হল প্রস্থে বিস্তৃত প্রভাব থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত</u>। মুছান্নিফ রহ. اَلْمُعْتَرِض (প্রস্থে বিস্তৃত প্রভাত) দ্বারা اَلْمُسْتَطِيْل (লম্বালম্বি বিস্তৃত প্রভাব)-কে বাদ দিয়েছেন। আর তা হল সুবহে কাযেব। <u>যোহরের সময় হল সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ছাড়া সেই বস্তুর দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত</u>। এখানে ওয়াক্তে যাওয়ালের এবং ফাইয়ে যাওয়ালের পরিচয় জানা জরুরী। আর তা

www.pathagar.com

জানার পদ্ধতি হল এই যে, এক স্থানে মাটিকে এমনভাবে সমতল করতে হবে যে, তার কোন দিক উঁচু কিংবা নিচু না হয়। এটা হয়ত পানি ঢেলে দিয়ে অথবা কৃষিবিদদের ভূমি সমতলকারী কোন যন্ত্র দ্বারা করতে হবে। এরপর ঐ সমতল মাটির উপর একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। একে اَلدَّائِرَةُ الْهِنْدِيَّةُ বলা হয়। তার কেন্দ্রবিন্দুতে সোজা দাঁড় করানো পরিমাপক বস্তু (কাঠি) স্থাপন করবে। তা এভাবে যে, পরিমাপক বস্তুর মাথার দূরত্ব বৃত্ত বেষ্টনীর তিনও পয়েন্ট থেকে সমান সমান হবে। পরিমাপক বস্তুর উচ্চতা বৃত্তের মাঝ বরাবর রেখার এক চতুর্থাংশ হবে। সুতরাং পরিমাপক বস্তুর ছায়া দিনের শুরুভাগে এ বৃত্তের বাইরে থাকবে কিন্তু ছায়া হ্রাস পেয়ে বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করবে। অতঃপর বৃত্তের বেষ্টনীতে ছায়ার প্রবেশ পথে একটি চিহ্ন স্থাপন করতে হবে। নিঃসন্দেহে ছায়া কমে এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌছবে। এরপর বৃদ্ধি পেয়ে বৃত্তের বেষ্টনীর শেষ প্রান্তে চলে যাবে। তারপর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবে। আর এটা হবে দ্বি-প্রহরের পর। অতঃপর ছায়া বের হওয়ার পথে একটি চিহ্ন স্থাপন করতে হবে। ঐ قَوْس (ধনুকাকৃতি)-কে অর্ধাঅর্ধি করতে হবে যা ছায়া প্রবেশ ও বের হওয়ার স্থানের মাঝে রয়েছে এবং قَوْس এর মাঝখান থেকে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে একটি সরলরেখা টানতে হবে যা বৃত্তের বেষ্টনীর অপরদিকে বেরিয়ে যায়। এ রেখাই হল দ্বিপ্রহরের রেখা। আর যখন কাঠির ছায়া এ রেখার উপর আসবে, তখন হল দ্বিপ্রহর। এ সময়ের কাঠির ছায়া হল فَيْءُ زَوَال তথা মূল ছায়া। সুতরাং ছায়া যখন এ রেখা থেকে সরে যাবে তখন হল সূর্য ঢলার সময় এবং এটাই যোহরের শুরু সময়। আর যোহরের শেষ সময় হল মূল ছায়া ছাড়া যখন কাঠির ছায়া দ্বিগুণ হয়ে যাবে। উদাহরণ : যদি মূল ছায়া কাঠির এক চতুর্থাংশ হয়, তখন যোহরের শেষ সময় হবে যখন কাঠির ছায়া দ্বিগুণ এবং এক চতুর্থাংশ হয়। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর এক বর্ণনা। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অপর বর্ণনা যা ইমাম আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ এবং শাফেয়ী রহ. এরও বক্তব্য অর্থাৎ যখন বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ছাড়া একগুণ হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الصَّلٰوةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

প্রশ্ন : সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : صَلٰوةٌ শব্দটি صَلّٰى থেকে নির্গত। এর অর্থ হল- تَحْرِيْكُ الصَّلَوَيْنِ অর্থাৎ- পাঁজর নড়াচড়া করা। যেহেতু সালাতের জন্য পাঁজর নড়াচড়া করা হয় তাই সালাতকে সালাত বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ :

পরিভাষায় সালাত বলা হয়-

هِيَ عِبَادَةٌ مَخْصُوْصَةٌ بِاَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ مَعَ شَرَائِطَ مُعْتَبَرَةٍ

অর্থাৎ, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ইবাদত করা।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَعْنَى الْكَلِمَاتِ الْاٰتِيَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ـ اَلصُّبْحُ الْمُعْتَرِضُ ـ اَلصُّبْحُ الْمُسْتَطِيْلُ ـ اَلدَّائِرَةُ الْهِنْدِيَّةُ ـ قُطْرُ الدَّائِرَةِ ـ مِقْيَاس ـ نُقَط

প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত শব্দসমূহের অর্থ উল্লেখ কর?

উত্তর : اَلدَّائِرَةُ- শব্দটি একবচন, বহুবচনে دَوَائِر অর্থ- বৃত্ত, গোলক, চক্র, পরিধি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلْهِنْدِيَّةُ– এটা হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয়। যেহেতু ছায়া নির্ণয়ে এ যন্ত্রটি সর্ব প্রথম হিন্দুস্থানে আবিষ্কৃত হয় তাই তাকে দায়েরায়ে হিন্দিয়া বলা হয়।

قَطْرُ الدَّائِرَةِ – বৃত্তের ব্যাস, قَطْر এর উদ্দেশ্য ঐ রেখা যা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে বৃত্তের বেষ্টনীর উভয় প্রান্তে মিলিত হয়।

مِقْيَاس – শাব্দিক অর্থ : পরিমাণ, পরিভাষায় এমন পরিমাপ যন্ত্রকে বুঝায় যার দ্বারা ছায়া নির্ণয় করা হয়।

نُقَط এটা نُقْطَة এর বহুবচন, অর্থ পয়েন্ট, বিন্দু ফোটা– نُقَطُ الدَّائِرَةِ অর্থ হল বৃত্তের পয়েন্ট বৃত্তের চারদিকে চারটি পয়েন্ট থাকে।

اَلسُّوَالُ : مَا مُرَادُ وَقْتِ الزَّوَالِ وَ فَيْئِ زَوَالٍ

প্রশ্ন : وَقْت زَوَال ও فَيْئِ زَوَال এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : এগুলো জানার সহজ পদ্ধতি হল একটি স্থানে মাটিকে সম্পূর্ণরূপে সমতল করতে হবে। সমতল মাটিতে একটি বৃত্ত এঁকে নিবে। বৃত্তের ঠিক মাঝে একটি কাঠি স্থাপন করতে হবে। কাঠির মাথাটি বৃত্তের পয়েন্ট থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করবে। কাঠির উচ্চতা হবে বৃত্তের মাঝ বারবর রেখার এক চতুর্থাংশ। দিনের শুরু ভাগে কাঠির ছায়া ঐ বৃত্তের বাইরে থাকবে। এক সময় ছায়া হ্রাস পেয়ে বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করবে। বৃত্তের বেষ্টনীতে ছায়ার প্রবেশ পথে একটি চিহ্ন স্থাপন করে নিতে হবে। ছায়া কমে এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌছে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বৃদ্ধি পেতে পেতে দ্বি-প্রহরের পর ছায়াটি বৃত্তের বাইরে চলে যাবে। ছায়া বের হওয়ার পথে একটি চিহ্ন স্থাপন করে নিতে হবে। ছায়া প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে দুইটির মাঝে ধনুকাকৃতিকে এমন একটি রেখা টেনে দুভাগে ভাগ করে নিতে হবে, যা বৃত্তের মাঝ বরাবর দিয়ে তার অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যায়। ধনুকাকৃতির মাঝ বরাবর যে রেখা হবে এটাই দ্বি–প্রহরের রেখা। এ সময় কাঠির ছায়াটি হল– فيئ زوال তথা মূল ছায়া। আর যখন এ রেখা থেকে সরে যাবে তখনই وَقْت زَوَال তথা সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়।

www.pathagar.com

وَلِلْعَصْرِ مِنْهُ اِلٰى غَيْبَتِهَا فَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَلِلْمَغْرِبِ مِنْهُ اِلٰى مَغِيْبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتٰى وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ ـ وَالْعِشَاءِ مِنْهُ وَلِلْوِتْرِ مِمَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ لَهُمَا اَىْ لِلْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَجْرِ الْبِدَايَةُ مُسْفِرًا بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ تَرْتِيْلُ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً اَوْ اَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ اِعَادَتُهُ اِنْ ظَهَرَ فَسَادُ وُضُوْئِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ وَالتَّاخِيْرُ لِظُهْرِ الصَّيْفِ فِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَلِلْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ ـ

وَلِلْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلِلْوِتْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ لِمَنْ وَثِقَ بِالْاِنْتِبَاهِ فَحَسْبُ وَالتَّعْجِيْلُ لِظُهْرِ الشِّتَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَيَوْمَ غَيْمٍ يُعَجَّلُ الْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ وَيُؤَخَّرُ غَيْرُهُمَا ـ

সহজ তরজমা

আর আছরের সময় হল যোহরের সময় শেষ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ উভয় মতানুসারে যোহরের সময় শেষ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আছরের সময়। মাগরিবের সময় হল সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে শাফক তথা আকাশের লালিমা ডুবা পর্যন্ত। শাফক হল সাহেবাইন রহ.-এর মতে লালিমা এবং এর উপরই ফাতওয়া। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে শাফাক হল শুভ্রতা। ইশার সময় হল শাফাক ডুবে যাওয়া থেকে এবং বিতিরের সময় হল ইশার পর থেকে। উভয়টির জন্যে ফজর পর্যন্ত অর্থাৎ ঈশা এবং বিতিরের জন্যে। ফজরের জন্যে মুস্তাহাব হল ফর্সা অবস্থায় শুরু করা এমনভাবে যে, যাতে করে চল্লিশ অথবা তার চাইতে বেশি আয়াত তারতীলসহ পড়া যায়। এরপর যদি মুসল্লীর ওযু নষ্ট হওয়া প্রকাশ পায়, তা হলে যেন তা দোহরাতে পারে। রসূল সা. ইরশাদ করেছেন : তোমরা ফজরের নামাযকে আলোক উদ্ভাসিত হলে পড়। কেননা তাতে পুণ্য অনেক বড় (অধিক গুরুত্বপূর্ণ) গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায বিলম্ব পড়া মুস্তাহাব। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, তোমরা যোহরকে শীতলতায় পড়। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের গরমের তীব্রতা থেকেই হয়। আছরের নামায সূর্য বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুস্তাহাব। ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং বিত্তির রাতের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব ঐ ব্যক্তির জন্যে যে ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার ভরসা পায়। শীতকালে যোহরের নামায এবং (সব সময়) মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। মেঘলা দিনে আসর এবং ইশা তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। এ দুই নামায ছাড়া অন্য নামায বিলম্বিত করা মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الشَّفَقَ

প্রশ্ন: اَلشَّفَقُ এর পরিচয়।

উত্তর : সাহেবাইন রহ. এর মতে اَلشَّفَقُ হল ঐ লালিমা যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। আর ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মতে উক্ত লালিমা হারিয়ে যাওয়ার পর যে শুভ্রতা দেখা দেয় তা হল- اَلشَّفَقُ (শাফাক)।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ اَوْقَاتَ الْمُسْتَحَبَّةِ لِلصَّلٰوةِ الْخَمْسَةِ مَعَ صَلٰوةِ الْوِتْرِ

প্রশ্ন : বিতরের নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা কর।

উত্তর : ফজরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত।

ফজরের নামায ফর্সা হওয়ার পর শুরু করা মুস্তাহাব। তবে সূর্য উঠার এতটুকু সময় পূর্বে নামায শুরু করা যাতে চল্লিশ – ষাট আয়াত তেলাওয়াত করা যায় এবং কোন কারণে নামায ভেঙ্গে গেলে সূর্য উঠার আগেই আবার চল্লিশ – ষাট আয়াত তেলাওয়াত করে যেন নামায পড়া যায়।

ইমাম তাহাবী ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, ফজরের নামায সামান্য অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হওয়ার পর শেষ করা মুস্তাহাব। এতে কিরাত লম্বা করে পড়া সম্ভব। এ ছাড়া যে হাদীসে অন্ধকারে পড়ার কথা আছে ঐ হাদীস এবং ফর্সা হওয়ার পর পড়ার হাদীস উভয়টির উপর আমল হয়ে যায়।

যোহরের মুস্তাহাব সময় : গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায দেরীতে পড়া মুস্তহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন- তোমরা যোহরের নামাযকে শীতল করে পড়। কেননা উত্তাপের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসে। আর শীতকালে আগেভাগে পড়া মুস্তাহাব।

আছরের মুস্তাহাব সময় : রোদ হলুদ বর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আছরের মুস্তাহাব সময়। মেঘলা দিনে আছরের নামায আগেভাগে পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

এশার মুস্তাহাব সময় : রাতের এক তৃতীয়াংশের মাঝে এশার নামায পড়া মুস্তাহাব। কেউ কেউ অর্ধেক রাত পর্যন্ত পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। মেঘলা রাতে আবার আগেভাগে পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

বিতিরের মুস্তাহাব সময় : যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আস্থাশীল, সে ব্যক্তির জন্য বিতির রাতের শেষাংশে পড়া মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি এমন নয়, তার জন্য রাতের শুরু ভাগেই পড়ে নেওয়া উত্তম।

মাগরিবের মুস্তাহাব সময় : সব সময়ই শুরু সময়ে মাগরিবের নামায পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

وَلَا يَجُوزُ صَلٰوةٌ وَسِجْدَةُ تِلَاوَةٍ وَصَلٰوةُ جَنَازَةٍ طُلُوْعِهَا وَقِيَامِهَا وَغُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ ـ

فَقَدْ ذُكِرَ فِىْ كُتُبِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ اِنَّ الْجُزْءَ الْمُقَارِنَ لِلْاَدَاءِ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتٌ نَاقِصٌ اِذْ هُوَ وَقْتُ عِبَادَةِ الشَّمْسِ فَوَجَبَ نَاقِصًا ـ فَاِذَا اَدَّاهُ اَدَّاهُ كَمَا وَجَبَ فَاِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوْبِ لَاتَفْسُدُ وَفِى الْفَجْرِ كُلُّ وَقْتِهٖ وَقْتٌ كَامِلٌ لِاَنَّ الشَّمْسَ لَا تُعْبَدُ قَبْلَ الطُّلُوْعِ فَوَجَبَ كَامِلًا فَاِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوْعِ تَفْسُدُ لِاَنَّهٗ لَمْ يُؤَدِّهَا كَمَا وَجَبَ، فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا تَعْلِيْلٌ فِىْ مَعْرَضِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ الطُّلُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْفَجْرَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ، قُلْنَا لَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَبَيْنَ النَّهْىِ الْوَارِدِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَحَدِيْثِ النَّهْىِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَاَمَّا سَائِرُ الصَّلٰوةِ فَلَا يَجُوْزُ فِى الْاَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ لِحَدِيْثِ النَّهْىِ اِذْ لَا مُعَارِضَ لِحَدِيْثِ النَّهْىِ فِيْهَا ـ

সহজ তরজমা

<u>সূর্য উদিত হওয়ার সময়, অস্ত যওয়ার সময় এবং দ্বিপ্রহরের সময় কোন নামায, তিলাওয়াতের সাজদা ও জানাযার নামায জায়েয নেই। তবে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আছরের নামায</u> (জায়েয আছে)। কেননা উছূলে ফিকাহর কিতাবে উল্লেখ আছে যে, সময়ের ঐ অংশ, যা আদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা-ই নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবব। আর আসরের শেষ সময় হল অসম্পূর্ণ সময়। কেননা ঐ সময় হল সূর্য পুঁজার সময়। সুতরাং আসরের নামায অসম্পূর্ণরূপে ওয়াজিব হল। তাই যখন আদায় করবে। তখন তেমনি আদায় করল যেমন ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর যখন সূর্যাস্তের কারণে তার মধ্যে ফাসাদ এসে গেল তখন নামায নষ্ট হবে না। ফজরের ক্ষেত্রে তার পূর্ণ ওয়াক্তই কামেল (পূর্ণাঙ্গ) ওয়াক্ত। কেননা সূর্য ওঠার পূর্বে সূর্যকে পুঁজা করা হয় না। তাই তা পূর্ণরূপে ওয়াজিব হল । অতঃপর যখন সূর্য উদিত হওয়ার কারণে ফাসাদ তথা ক্রটি এসে গেল, তখন নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা যেমন ওয়াজিব হয়েছে সে তেমন আদায় করেনি।

যদি বলা হয়, এ তা'লীল তথা কারণের ব্যাখ্যা নস তথা শরী'আতের বাণীর বিপক্ষে হল। আর নস হল সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আছরের এক রাকাত পেল সে পূর্ণ আসর পেল।

আমরা বলব, যখন এ হাদীস এবং ঐ নিষেধাজ্ঞার হাদীস যা তিন সময়ে নামায নিষেধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে (এ দুয়ের মাঝে) বৈপরীত্ব দেখা দিয়েছে, তখন আমরা কিয়াসের স্বরণাপন্ন হয়েছি। যেমন تعارض এর বিধান রয়েছে। আর কিয়াসে আসরের নামাযের ক্ষেত্রে এ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞার হাদীসকে ফযরের নামাযের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছে। অন্যান্য নামায নিষেধাজ্ঞার হাদীসের কারণে তিন সময়ে জায়েয নেই। কেননা অন্যান্য নামাযে নিষেধাজ্ঞার হাদীসের সাথে কোনো বৈপরীত্ব সৃষ্টিকারী নেই।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَاسْتِوَائِهَا وَغُرُوْبِهَا؟

প্রশ্ন : সূর্য উদিত হওয়ার সময়, দ্বি-প্রহরের সময় ও অস্ত যাওয়ার সময় নমাজের হুকুম কি?

উত্তর : তিন ওয়াক্তে নামায পড়া নিষেধ (১) সূর্য ওঠার সময়। (২) সূর্য ডুবার সময়। (৩) দ্বি-প্রহরের সময়।

নিষিদ্ধ সময়ে নামাযের বিধান : দুররে মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত সময়ে নফল নামায শরু করলে মাকরূহে তাহরীমির সাথে আদায় করতে হবে। কিন্তু এ সময়ে ফরজ ও ওয়াজিব শুরু করলে তা হবে না। তেমনিভাবে সেজদায়ে তেলাওয়াত যদি কামেল ওয়াক্তে পড়ে এবং কামেল ওয়াক্তে যদি জানাযা হাজির হয়, তা হলে উল্লেখিত সময়ে সে গুলো আদায় হবে না। তবে যদি নিষিদ্ধ সময়ে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং জানাযা হাজির হয়, তা হলে উক্ত সময়ে সে গুলি আদায় করলে মাকরূহে তানযিহী হবে।

قَوْلُهٗ : "اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ"

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ؟

প্রশ্ন : উপরিউক্ত মাসআলাটি শারেহের পদ্ধতিতে বর্ণনা কর।

উত্তর : উসূলে ফিকাহর একটি মূলনীতি হল সময়ের যে অংশ নামায আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত, তা হল ঐ নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবব। এ হিসেবে আছরের নামায ওয়াজিব যখন সূর্যাস্তের পূর্বে শুরু করা হবে। তখন শুরুটা হবে অসম্পূর্ণ সময়ে। ঐ সময় সূর্য পূজারীরা সূর্যকে পূজা করে থাকে। তাই যদি তখন নামায পড়া হয়, তা হলে সূর্য পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর মুশরিকদের সাদৃশ্যতাও হারাম। এ কারণে ঐ সময়টা হল অসম্পূর্ণ সময়। সুতরাং এ অসম্পূর্ণ সময়ে আছর শুরু করার কারণে শুরুটাই অসম্পূর্ণভাবে হয়েছে। তাই সূর্যাস্তের কারণে নামায নষ্ট হবে না। কারণ, যেমনিভাবে তা অসম্পূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল, তেমনিভাবে অসম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ؟

প্রশ্ন : সূর্য উদিত হওয়ার সময় ফজরের নামাযের বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : এ সময়ে ফজরের নামায সহীহ না হওয়ার কারণ হল, ফজরের নামাযের জন্য কোন ওয়াক্ত নাকেস নেই। ফজরের সময় সূর্য উঠার পূর্বে সূর্যের ইবাদত করা হয় না। তাই ফজর শুরু হয় কামেল ওয়াক্তে আর শেষ হয় নাকেছ ওয়াক্তে, এমনটি জায়েয নেই।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ قِيْلَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْرِدِ السُّوَالَ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَالْجَوَابَ عَنْهُ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এর উপর আরোপিত আপত্তি এবং তার জবাব উল্লেখ কর?

একটি আপত্তি ও তার উত্তর :

আপত্তি : আপত্তি হল সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আছর আদায় হবে আর সূর্য উঠার সময় ফজর আদায় হবে না। মুসান্নিফ রহ. এর এ ব্যাখ্যা হাদীসের বিপরীত হয়েছে। কেননা হাদীসে সুস্পষ্ট আছে সূর্য ডোবে যাওয়ার কারণে আছর এবং সূর্য উঠার কারণে ফজর কোনটাই বাতিল হয় না। তাই হাদীসের সামনে তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দিলেন কি করে?

উত্তর : قَوْلُهٗ : قُلْنَا الخ : উত্তর হল এইযে, এখানে দুই হাদীসে বৈপরীত্ব দেখা দিয়েছে। এক হাদীসে সূর্য উঠা, সূর্য ডোবা ও দ্বি-প্রহরে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অপর হাদীসে সূর্য উঠার সময় ফজর এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আছর আদায় করলে সহীহ হবে বলা হয়েছে। আর এ ধরনের تعارض এর ক্ষেত্রে কিয়াস দ্বারা সমাধান দেওয়ার বিধান রয়েছে। তাই মুছান্নিফ রহ. কিয়াছের ভিত্তিতে তিন সময়ে নামায নিষেধের হাদীসকে ফজরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অপর হাদীসকে আছরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।

www.pathagar.com

وَكُرِهَ النَّفْلُ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ اِلَّا سُنَّتَهُ وَبَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ اِلٰى اَدَاءِ الْمَغْرِبِ وَصَحَّ الْفَوَائِتُ وَصَلٰوةُ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فِىْ هٰذَيْنِ اَىْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ اِلٰى اَدَاءِ الْمَغْرِبِ لٰكِنَّهَا يُكْرَهُ فِى الْاَوَّلِ وَهُوَ مَا اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِلْخُطْبَةِ **وَلَا يُجْمَعُ فَرْضَانِ فِىْ وَقْتٍ بِلَا حَجٍّ ۔**

وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىْ رح **وَمَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ عَصْرٍ اَوْ عِشَاءٍ صَلَّتْهُمَا فَقَطْ** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّ عِنْدَهٗ مَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ اَيْضًا وَمَنْ طَهُرَتْ فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ اَيْضًا فَاِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَهٗ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ وَكَذَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلِهٰذَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ عِنْدَهٗ فِى السَّفَرِ **وَمَنْ هُوَ اَهْلُ فَرْضٍ فِىْ اٰخِرِ وَقْتِهٖ يَقْضِيْهِ لَا مَنْ حَاضَتْ فِيْهِ** يَعْنِىْ اِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ اِلَّا قَدْرُ التَّحْرِيْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلٰوةِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِزُفَرَ رح وَمَنْ حَاضَتْ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَلٰوةِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح ۔

সহজ তরজমা

নফল নামায পড়া মাকরূহ যখন ইমাম জুমার নামাযের খুৎবার জন্যে (মিম্বরে বসে এবং সুবহে সাদেকের পর, তবে ফজরের সুন্নত জায়েয। আছর আদায়ের পর থেকে মাগরিব আদায় পর্যন্ত (নফল পড়া মাকরূহে তাহরীমী)। আর কাযা নামায, জানাযার নামায ও তিলাওয়াতের সাজদা এ দু'সময়ে জায়েয আছে। অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পর এবং আসর আদায়ের পর থেকে মাগরিব আদায় পর্যন্ত। তবে এসব বিষয় প্রথম (নিষিদ্ধ সময়ে মাকরূহ। আর তা হল ইমাম যখন খুৎবার উদ্দেশ্যে বের হবে। হজের সময় ছাড়া দু ফরযকে একই সময়ে জমা করা যাবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এ দ্বিমত রয়েছে।

যে মহিলা আছরের সময় কিংবা এশার সময় পবিত্র হবে সে শুধু ঐ নামাযই পড়বে। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা তার মতে যে মহিলা আছরের সময় পবিত্র হবে সে যোহরের নামাযও পড়বে। আর যে মহিলা ইশার সময় পবিত্র হবে সে মাগরিবের নামাযও পড়বে। কেননা তার মতে যোহরের সময় এবং আছুরের সময় একই সময়ের মত। এমনিভাবে মাগরিব এবং এশাও। এজন্যে তার মতে সফরে (যোহর এবং আছরকে আর মাগরিব ও ইশাকে) একত্রে পড়া জায়েয আছে। যে শেষ সময়ে ফরযের যোগ্য হয় সে ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করবে এবং যে মহিলা শেষ সময়ে হায়েযগ্রস্ত হবে, সে ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করবে না। অর্থাৎ যখন কোন নাবালক নামাযের শেষ সময়ে সাবালক হবে। কিংবা কাফের মুসলমান হয়ে যাবে এবং শুধু তাহরীমা পরিমাণ সময় বাকী থাকে, তখন তার উপর ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করা ওয়াজিব। এতে ইমাম যুফার রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। আর যে মহিলা শেষ সময়ে হায়েযগ্রস্ত হয়ে যাবে, সে মহিলার উপর ঐ নামায কাযা করা ওয়াজিব নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ صَلٰوةِ النَّفْلِ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ؟

প্রশ্ন : যখন ইমাম জুমআর খুতবার জন্য আসে তখন নফল নামাযের বিধান কি?

উত্তর : ইমাম খুৎবার জন্য বের হলে নফল নামজ পড়া মাকরূহ হবে। এ নিয়ে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, ইমাম সাহেব যখন মিম্বরে বসে তখন নামায পড়া মাকরূহ। কেউ বলেছেন খুৎবা শুরু হলে মাকরূহ। আবার কেউ বলেছেন ইমাম যখন খুৎবার উদ্দেশ্যে নিজ স্থান থেকে উঠবে কিংবা হুজরা থেকে বের হবে তখন মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ

অর্থাৎ– ইমাম যখন বের হয় তখন কোনও নামাযও নেই, কথাও নেই।

এ হাদীসের আলোকে ইমাম খুৎবার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ফলে সকল নামায ও কথাবার্তা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। এছাড়া জুমআর পূর্বের চার রাকাআত সুন্নত পড়া অবস্থায় খুৎবা শুরু হয়ে গেলে প্রথম বৈঠকে থাকলে কিংবা তার চাইতে কম হলে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। আর যদি দু'রাকআত এর বেশী পড়ে ফেলে, তা হলে চার রাকাত পূর্ণ করে নিবে।

اَلسُّوَالُ : مَا الْحُكْمُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

প্রশ্ন : দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়ার বিধান কি?

উত্তর : হজ্ব আদায়কারীগণ আরাফার দিন যোহর এবং আছরের মাঝে جَمْعٌ بِالتَّقْدِيْمِ করে থাকেন। অর্থাৎ আসরকে আগে যোহরের সাথে পড়ে নেন। নহরের দিন রাত্রে মুযদালাফাতে মাগরিব এবং ইশাকে جَمْعٌ بِالتَّاخِيْرِ করে থাকেন অর্থাৎ মাগরিবকে বিলম্ব করে ইশার আগে পড়ে নেন এবং সাথে সাথে এশা পড়ে নেন। হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় দু'নামায এক সাথে পড়ার বিধান নেই।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নিকটে হজ্বের মৌসুমে কিংবা হজ্বের মৌসুম ছাড়াও হজ্জ আদায়কারী ছাড়া অন্যদের দু'নামায এক সাথে করা জায়েয আছে। কেননা তার মতে সকল অবস্থায় যোহর এবং আছর এর মাঝে جَمْع بِالتَّقْدِيْمِ আর মাগরিব ও ইশার মাঝে جَمْعٌ بِالتَّاخِيْرِ জায়েয আছে।

www.pathagar.com

بَابُ الْاَذَانِ

هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ فَحَسْبُ فِىْ وَقْتِهَا هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فِى النَّوَافِلِ فَقَوْلُهُ فِىْ وَقْتِهَا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْاَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَعَنِ الْاَذَانِ بَعْدَ الْوَقْتِ لِاَجْلِ الْاَدَاءِ. فَاَمَّا الْاَذَانُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْقَضَاءِ فَهُوَ مَسْنُوْنٌ اَيْضًا وَلَا يَرِدُ اِشْكَالٌ لِاَنَّهُ فِىْ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بَعْدَ وَقْتِ الْاَدَاءِ لِاَنَّهُ لَيْسَ لِلْاَدَاءِ بَلْ لِلْقَضَاءِ فِىْ وَقْتِهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ وَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَالشَّافِعِىِّ رح يَجُوْزُ لِلْفَجْرِ فِى النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ **فَيُعَادُ لَوْ اُذِّنَ قَبْلَهُ وَيُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالْاَوْقَاتِ لِيَنَالَ الثَّوَابَ** اَىِ الثَّوَابُ الَّذِىْ وُعِدَ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ **مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاِصْبَعَاهُ فِىْ اُذُنَيْهِ وَيَتَرَسَّلُ فِيْهِ** اَىْ يَتَمَهَّلُ **بِلَا لَحْنٍ وَتَرْجِيْعٍ** لَحْنٌ فِى الْقِرَاءَةِ طَرَبٌ وَتَرَنُّمٌ مَاخُوْذٌ مِنْ اَلْحَانِ الْاَغَانِىْ فَلَا يَنْقُصُ شَيْئًا مِنْ حُرُوْفِهِ وَلَايَزِيْدُ فِىْ اَثْنَائِهِ حَرْفًا وَكَذَا لَا يَنْقُصُ وَلَايَزِيْدُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْحُرُوْفِ كَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْمَدَّاتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِتَحْسِيْنِ الصَّوْتِ. وَاَمَّا مُجَرَّدُ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِلَاتَغَيُّرِ لَفْظِهِ فَاِنَّهُ حَسَنٌ وَالتَّرْجِيْعُ فِى الشَّهَادَتَيْنِ اَنْ يَخْفِضَ بِهِمَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ بِهِمَا.

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ ঃ আযান

আযান সুন্নাত শুধু ফরয নামাযসমূহের জন্যে ফরয সময়ের মধ্যে। অর্থাৎ আযান হল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং জুমার জন্যে সুন্নত। নফলসমূহের জন্যে আযান সুন্নত নয়। মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য فى وقتها (ওয়াক্তের মধ্যে) এর দ্বারা সময়ের পূর্বে আযান এবং সময়ের পরে আদা নামাযের জন্যে আযান দেওয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে ওয়াক্তের পর কাযার জন্যেও আযান দেওয়া সুন্নত। এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। কেননা, তা কাযার ওয়াক্তের মধ্যেই এবং এ আযান আদায়ের সময়ের পরে হওয়ায় কোন সমস্যা নেই। কেননা তা আদায়ের জন্যে হয়নি বরং কাযার জন্যে। কাযার ওয়াক্তের মধ্যেই হয়েছে। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যে কেউ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকবে কিংবা নামায ভুলে যাবে, সে নামায পড়ে নেবে যখন তার নামাযের কথা স্মরণ হয়। কেননা সেটাই তার সময়। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এবং শাফেয়ী রহ. এর মতে ফজরের জন্যে রাতের শেষ দ্বিতীয়াংশে (সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া) জায়েয আছে। সুতরাং সময়ের পূর্বে যদি আযান দেওয়া হয়, তা হলে তা দ্বিতীয়বার দিতে হবে। আযান ঐ ব্যক্তি দিবে যে সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। যাতে করে আযানের সওয়াব লাভ করতে পারে। অর্থাৎ ঐ সওয়াব মুআযযিনদের জন্যে, যার ওয়াদা করা হয়েছে। আযান দিবে কিবলার দিক হয়ে এভাবে যে, তার উভয় শাহাদাত আঙ্গুল তার কর্ণদ্বয়ে থাকবে। আযানের মাঝে তারসীল করবে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ থেমে থেমে বলবে। লাহন এবং তারজী ছাড়া لَحْنٌ فِى الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ সূর হল আযানের শব্দাবলী উচ্চারণে গান সাদৃশ হওয়া। এটা اَلْحَانُ الْاَغَانِى থেকে গৃহীত। সুতরাং মুআযযিন আযানকালে আযানের কোন অক্ষর কমবেশি করবে না। এমনিভাবে অক্ষরের প্রকৃতিতেও কম বেশি করবে না, যেমন হরকত, সাকিন ও মাদসমূহের কোনটাকে আওয়ায সুন্দরের উদ্দেশ্যে কম-বেশি করবে না। তবে আযানের শব্দ পরিবর্তন ছাড়া শুধু আওয়ায সুন্দর করা এটাতো উত্তম। শাহাদাতাইনের ক্ষেত্রে তারজী হল শাহাদাতাইনকে প্রথমে নিম্নস্বরে বলবে, এরপর দ্বিতীয়বার উচ্চস্বরে বলবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْاَذَانِ؟ اُذْكُرْ ثُمَّ بَيِّنْ تَارِيْخَ الْاَذَانِ؟

প্রশ্ন : আযানের অর্থ কি? আযানের ইতিকথা লিখ?

উত্তর : আযানের আভিধানিক অর্থ হল ঘোষণা করা। শরী'অতের পরিভাষায় আযান বলা হয়। শরী'অত কর্তৃক নির্ধারিত শব্দাবলীর দ্বারা নামাযের ঘোষণা দেওয়াকে।

আযানের ইতিকথা

হিজরতের পর মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে ব্যাপকভাবে নামাযের ই'লানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে পরামর্শ করলেন। একেক জন একেক পরামর্শ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ সব পরামর্শ কোনটা মনঃপুত হল না। ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী আযানের শব্দাবলী যথা নিয়মে স্বপ্নে দেখলেন। ফজরের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট তার এই মোবারক স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. হযরত বিলাল রাযি.-কে ডেকে আযানের শব্দাবলী শিক্ষা দিলেন এবং যথা নিয়মে আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। এ থেকেই আযানের সূচনা।

আযান ও ইকামতের শব্দাবলী বলার নিয়মাবলী :

আযানের শব্দাবলী থেমে থেমে বলা। একটি শব্দ উচ্চারণ করে একটু থেমে অপরটি উচ্চারণ করা। যাতে করে আযান ধীরস্থির হয়। আর ইকামতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে শ্বাস ত্যাগ করে দ্রুত পরবর্তী শব্দ উচ্চারণ করা এবং শেষ দু'বার আল্লাহু আকবারের সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মিলিয়ে তিনটি শব্দ এক শ্বাসে উচ্চারণ করা। যাতে করে ইকামত আযানের মত ধীরস্থির না হয়ে তাড়াতাড়ি হয়।

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالتَّرَنُّمِ وَالطَّرَبِ

প্রশ্ন : تَرَنُّم ও طَرَب দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : طَرَب ও تَرَنُّم দ্বারা উদ্দেশ্য হল অক্ষরের মাঝে কম-বেশি করে গানের সুরে আযান দেওয়া। এটা বর্জনীয়। তবে হরফ সমূহের যথাযথ উচ্চারণ বজায় রেখে আওয়াজ সুন্দর করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এটা উত্তম। اَلْحَان বহুবচন। এর একবচন لَحْن অর্থ সূর। আর اَغَانِى হল غِنَاء এর বহুবচন। অর্থ– গান।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ التَّرْجِيْعَ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهٗ

প্রশ্ন : تَرْجِيْع এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : শাহাদাতাইনকে প্রথমে নিম্ন আওয়াজে উচ্চারণ করা। অতঃপর উচ্চ আওয়াজে উচ্চারণ করাকে تَرْجِيْع বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে تَرْجِيْع সুন্নত। আহনাফদের মতে تَرْجِيْع এর অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : بَابُ الْاَذَانِ هُوَ سُنَّةٌ لِلْفَرَائِضِ فَحَسْبُ فِىْ وَقْتِهَا

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَعْنَى الْاَذَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟

প্রশ্ন : আযানের অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ?

উত্তর : اَذَانٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْاِعْلَامُ তথা জানানো এবং ঘোষণা দেওয়া।

শরী'অতের পরিভাষায় : عِبَارَةٌ عَنْ اِعْلَامٍ مَخْصُوْصٍ فِىْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঘোষণাকে আযান বলা হয়,

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ مُفَصَّلًا ؟

প্রশ্ন : মুকীম এবং মুসফিরের জন্য আযান ও ইকামাতের হুকুম কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : মুসাফিরের জন্য শুধু ইকামাত যথেষ্ট। মুসাফির ব্যক্তি নামাযের জন্য আযান ও ইকামাত উভয়টি বলবে, তবে তার জন্য শুধু ইকামতের উপর নির্ভর করা জায়েয আছে। চাই মুসাফির ব্যক্তি একা থাকুক কিংবা তার সাথী সঙ্গী থাকুক। হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবার থেকে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত ইবনে উমর রাযি.-ও তার সঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে বলছিলেন, যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে। মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ও ইকামত আবশ্যক। বিকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়কারীদের জন্য আযান ও ইকামাত উভয়টি আবশ্যক। একটির উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যদিও এমন মুসল্লি একজন হয়। কারণ মসজিদে জামাতের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া ইসলামের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। তবে আযান ও ইকামতের সাথে জামাত হওয়ার পর যদি কিছু লোক আবার জামাত কায়েম করে, তবে তখন আযান দিতে হবেনা। বরং না দেওয়াই উত্তম। কিন্তু ইকামত দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

শহরের গৃহে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ইকামত একটিরও প্রয়োজন নেই শহরের মধ্যে গৃহে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ও ইকামতের একটিও আবশ্যক নয়। এখানে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা সে চাইলে উভয়টি করতে পারবে, আবার নাও করতে পারবে, আবার চাইলে যে কোন একটিও করতে পারবে। কারণ, তার নামায মূলত আযান ও ইকামতের সাথেই আদায় হবে। কেননা তার জন্য মসজিদের আযানই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন اَذَانُ الْمَحَلِّىْ يَكْفِيْنَا অর্থাৎ মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ اَذَانِ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَاِقَامَتِهِمَا ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : মুহদিস এবং জুনুবী ব্যক্তির আযানের হুকুম কি ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : জুনুবী ব্যক্তির আযান-ইকামত মাকরূহ : বিকয়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, জুনুবী ব্যক্তির আযান ও ইকামত উভয়ই মাকরূহে তাহরীমী, কিন্তু যদি কোন জুনুবী ব্যক্তি আযান ও ইকামত দেয়, তবে ইকামত দোহরাতে হবে না। বরং আযান দোহরাতে হবে। কেননা অনুপস্থিত লোকদের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করার জন্য আযান দেওয়া হয়। তাই এক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, হয়ত আযান কেউ শুনেছে আর কেউ শুনেনি– তাই দ্বিতীয়বার আযান দেওয়া লাভজনক। পক্ষান্তরে উপস্থিত লোকদের নামায শুরু হওয়া সম্পর্কে অবগত করার জন্য ইকামত দেওয়া হয়, আর তা দ্বিতীয়বার বলার দ্বারা কোনো ফায়দা নেই তাই তা দোহরাতে হবে না। মুহদিস ব্যক্তির আযান দেওয়া জায়েয কিন্তু ইকামত মাকরূহ। তবে ইকামত দোহরাতে হবেনা উল্লেখিত কারণে।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : مَا ذَا حُكْمُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ؟

প্রশ্ন : ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়ার বিধান কী এবং তাতে ফকীহগণের মাঝে কি মতভেদ কি?

উত্তর : নামাযের সময় দাখিল হওয়ার পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কেউ সময়ের পূর্বে আযান দেয়, তবে গ্রহণযোগ্য হবে না; পুনরায় আযান দিতে হবে। কেননা আযানের উদ্দেশ্য হল, মানুষকে নামাযের সময় হওয়ার সংবাদ দেওয়া আর সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শামিল। তাই সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ফজরের নামাযের জন্য ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া জায়েয আছে কি-না এ নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

মাযহাব : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে ফজরের নামাযের জন্যও ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া যথেষ্ট নয় বরং যদি ওয়াক্তের পূর্বে কেউ আযান দেয়ও, তবে ওয়াক্ত আসলে আবার আযান দোহরাতে হবে। পক্ষান্তরে আবূ ইউসুফ রহ. ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে ফজরের আযান অর্ধ রাতে তথা ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া জায়েয এবং এটিই ফজরের নামাযের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় বার আযান দিতে হবে না।

اَلسُّوَالُ : كَمْ اَلْفَاظًا فِى الْاَذَانِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের নিকট আযানের শব্দ কয়টি? দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : আযানের বাক্য সংখ্যা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ মতানৈক্যের ভিত্তি দুটি পরিভাষার উপর।

১. تَرْبِيْع তথা আল্লাহু আকবার চারবার বলা। ২. تَرْجِيْع তথা দুই শাহাদাতকে প্রথমে দুইবার হালকা আওয়াজে বলে পরবর্তীতে আবার দুবার উঁচু আওয়াজে বলা। এ মাসআলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

মাযহাব

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে আযানে تَرْجِيْع এবং تَرْبِيْع উভয়টি উত্তম। ফলে তার নিকট আযানের বাক্য ১৯টি। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে আযানে تَرْجِيْع উত্তম, তবে تَرْبِيْع নয় অর্থাৎ আযানের শুরুতে আল্লাহু আকবার চার বার নয় বরং দু'বার বলা উত্তম। ফলে তার নিকট আযানের বাক্য ১৭টি। আহনাফ ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে আযানে تَرْبِيْع উত্তম تَرْجِيْع নয়।

দলিল

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে আযানে تَرْبِيْع উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হল, হযরত আনাস রাযি. বলেন, أُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ অর্থাৎ হযরত বেলাল রাযি. আযানের বাক্যগুলো জোড় এবং ইকামতের বাক্যগুলো বিজোড় বলার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন আর এ شَفْع (জোড় শব্দটি تَكْبِيْر তথা আল্লাহু আকবার এর মধ্যেও শামিল অর্থাৎ তা দু'বার বললেই জোড় হয়। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে আযানে تَرْجِيْع উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হল,

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. আবূ মাহযুরা রাযি.-কে উনিশ বাক্যে আযান এবং সতের বাক্যে ইকামত শিখিয়েছেন। وَجْهُ الْاِسْتِدْلَال এভাবে যে, এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আযান উনিশ বাক্যে আর তা تَرْجِيْع সহই হয়; অন্যথায় হয় না। আহনাফ ও ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে আযানে تَرْجِيْع হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.-কে স্বপ্নে যে আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তাতে تَرْجِيْع নেই।

www.pathagar.com

হযরত যায়েদ থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন– كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْعًا شُفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর আযান ও ইকামত ছিল জোড় জোড়।

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ

এভাবে যে, আযানের বাক্যগুলো জোড় জোড় হবে অর্থাৎ দু'বার হবে এর দ্বারা দুই শাহাদাতও দু'বার বলা প্রমাণিত হয়। আর আল্লাহু আকবার এর ক্ষেত্রে যদিও চার বার বলা হয়, তা এখানে চার বাক্য দুই শ্বাসে বলা উদ্দেশ্য। তাছাড়া تَرْبِيْع এর ক্ষেত্রে আমাদের দলীল হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.-এর স্বপ্নে আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাতে تَرْبِيْع রয়েছে।

اَلسُّوَالُ : كَمْ اَلْفَاظًا فِى الْاِقَامَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا

প্রশ্ন : ফুকাহায়ে কেরামের নিকট ইকামতের শব্দ কয়টি? দলীলসহ বিবরণ দাও।

উত্তর : ইকামতের اَلْفَاظ (বাক্য) সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

بَيَانُ الْمَذَاهِبِ : উলামায়ে আহনাফ বলেন, ইকামত আযানের মতোই। তবে এতে শুধু قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বৃদ্ধি পাবে। তাই তাদের মতে ইকামতের বাক্য মোট ১৭টি। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ রহ.-এর মতে ইকামতের বাক্য ১১টি। প্রথমে আল্লাহু আকবার দুইবার এক শ্বাসে। অতঃপর شَهَادَتَيْنِ ও حَيْعَلَتَيْنِ কে একবার করে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার, আল্লাহু আকবার দু'বার এক শ্বাসে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে ইকামতে ১০টি বাক্য। তার মতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ও একবার এবং বাকি সব একবার করে।

بَيَانُ الْاَدِلَّةِ : ইমাম শাফিঈ রহ., আহমদ ও ইমাম মালেক রহ.-এর দলীল হল, হযরত আনাস রাযি. বলেন, اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ অর্থাৎ হযরত বেলাল রাযি. আযান জোড় জোড় এবং ইকামত বিজোড় দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন।

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ : এভাবে যে, এ হাদীসে ইকামতের বাক্যগুলো বিজোড় হয়। ইমাম মালেক রহ. এ বিজোড় হওয়ার বিষয়টিকে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

তাই তার মতে ইকামতের বাক্য দশটি হয়। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ রহ. قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ কে দু'বার বলার ক্ষেত্রে দলীল হল, মুসলিম শরীফের হাদীস, যাতে اِلَّا الْاِقَامَةَ শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। যার মর্ম হয়, ইকামতের বাক্যগুলোকে বিজোড় বলবে; তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বাক্যটি নয় অর্থাৎ তা একবার বলবে না বরং দু'বারই বলবে।

উলামায়ে আহনাফের দলীল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন–

كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْعًا شُفْعًا فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

রাসূলুল্লাহ সা. আযান ও ইকামতে জোড় জোড় করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ : وَيَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ الخ

اَلسُّوَالُ : مَتٰى يَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ؟ وَمَتٰى يَبْدَأُ الصَّلٰوةَ

প্রশ্ন : ইমাম ও মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে এবং কখন নামায শুরু করবে?

উত্তর : বিকায়া গ্রন্থকার বলেন, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة বলার সাথে সাথে ইমাম আপন জায়নামাযের উপর এবং মুক্তাদী কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদে প্রবেশ করে জামাতের জন্য

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না বরং এক জায়গায় বসে পড়বে। অতঃপর যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময়ই দাঁড়াতে হবে; এর পূর্বে দাঁড়ানো যাবে না বরং যদি ইকামত শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নেয়, তাও উত্তম। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার পর দাঁড়ানো বৈধ নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জামাতের জন্য দাঁড়ানোর শেষ সময় হচ্ছে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময়।

ইমাম ও মুক্তাদী কখন নামায শুরু করবে এ ব্যাপারে বিকায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলা হবে, তখন ইমাম নামায শুরু করবে কিন্তু এতে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় যে, এ প্রক্রিয়ায় নামায শুরু করার পরেও ইকামত শেষ হয় না। মূলত দেখা যায়, একদিকে ইমাম কেরাত শুরু করে দিয়েছে, অপর দিকে ইকামত শেষ হচ্ছে না। এ জন্য قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বলার পর তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাবে এবং নিয়ত করবে। এরই মধ্যে ইকামত শেষ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে ইমাম নামায শুরু করবে। পরবর্তীতে মুক্তাদীও শুরু করবে।

قَوْلُهُ : وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ اِيْرَادِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত উল্লেখ পূর্বক মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : আযান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে, যেন লোকেরা আযান শুনে ওযু করে মসজিদে এসে সুন্নত পড়তে পারে কিংবা যাদের হাজত আছে, তারা হাজত সেরে জামাতে শরীক হতে পারে। তবে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, লোকদের জামাতে আসার আশায় অপেক্ষা করতে করতে মাকরূহ ওয়াক্ত চলে আসে। হাদীসে বর্ণিত আছে :

اِجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَاءِ حَاجَتِهٖ

রাসূলুল্লাহ সা. হযরত বেলাল রাযি,-কে বলেছেন, তুমি তোমার আযান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে, যেন আহারকারী আহার থেকে, পানকারী পান করা থেকে অবসর হতে পারে এবং হাজতগ্রস্ত ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণ হতে অবসর হতে পারে। উল্লিখিত আলোচনা মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে না।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করবে, যেন ছোট ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করা যায় কিংবা তিন কদম হাঁটা যায় কিংবা তিন বার তাসবীহ পড়া যায়। সাহেবাইন বলেন, সামান্য সময় বসবে। যেমন– দুই খুতবার মাঝে বসা হয়।

www.pathagar.com

وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِى الْحَيْعَلَتَيْنِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيَسْتَدِيْرُ فِى صَوْمَعَتِهِ اِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّحْوِيْلُ مَعَ الثَّبَاتِ فِى مَكَانِهِ اَلْمُرَادُ بِهِ اَنَّهُ اِنْ كَانَتِ الْمِيْذَنَةُ بِحَيْثُ لَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ مَعَ ثُبَاتِ قَدَمَيْهِ لَايَحْصُلُ الْاِعْلَامُ فَحِ يَسْتَدِيْرُ فِيْهَا فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْكُوَّةِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَذْهَبُ اِلَى الْكُوَّةِ الْيُسْرٰى وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ **وَيَقُوْلُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مِثْلُهُ** خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّ عِنْدَهُ الْاِقَامَةُ فُرَادٰى اِلَّا قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ **لٰكِنْ يَحْدُرُ فِيْهَا وَيَقُوْلُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَلَايَتَكَلَّمُ فِيْهِمَا** اَىْ لَايَتَكَلَّمُ فِىْ اَثْنَاءِ الْاَذَانِ وَلَا فِىْ اَثْنَاءِ الْاِقَامَةِ

وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ تَثْوِيْبَ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا اَلتَّثْوِيْبُ هُوَ الْاِعْلَامُ بَعْدَ الْاِعْلَامِ **وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا اِلَّا فِى الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ** اَىْ اِذَا صَلّٰى فَائِتَةً وَاحِدَةً وَكَذَا **لِاُوْلَى الْفَوَائِتِ** اَىْ اِذْ صَلّٰى فَوَائِتَ كَثِيْرَةً **وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَوَاقِىْ يَاْتِىْ بِهِمَا اَوْ بِهَا وَجَازَ اَذَانُ الْمُحْدِثِ وَكُرِهَ اِقَامَتُهُ وَلَمْ يُعَادَا وَكُرِهَ اَذَانُ الْجُنُبِ وَاِقَامَتُهُ وَلَاتُعَادُ هِىَ بَلْ هُوَ** لِاَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ تَكْرَارُ الْاِقَامَةِ لِاَنَّهَا لِاِعْلَامِ الْحَاضِرِيْنَ فَيَكْفِى الْوَاحِدَةُ وَالْاَذَانُ لِاِعْلَامِ الْغَائِبِيْنَ فَيَحْتَمِلُ سَمَاعُ الْبَعْضِ دُوْنَ الْبَعْضِ فَتَكْرَارُهُ مُفِيْدٌ **كَاَذَانِ الْمَرْاَةِ وَالْمَجْنُوْنِ وَالسَّكْرَانِ** اَىْ يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ اِعَادَتُهُ

সহজ তরজমা

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় মুআযযিন তার চেহারাকে ডানে এবং বামে ফেরাবে। আর যদি স্বস্থানে থেকে চেহারা ঘুরানো সম্ভব না হয়, তা হলে সে নিজ কক্ষে ঘুরবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যদি আযানের স্থান এমন হয় যে, মুআযযিন নিজ পা না সরিয়ে চেহারাকে ঘুরায়, তা হলে উচ্চস্বরে বলা সম্ভব হয় না, তখন আযানের স্থানে ঘুরবে। সুতরাং তার মাথাকে ডান জানালা দিয়ে বের করে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলবে। অতঃপর বাম জানালার দিকে যাবে এবং জানালা দিয়ে মাথা বের করে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। **ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর দু'বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবে। ইকামত আযানের মতোই।** এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা তার মতে ইকামতের শব্দ একবার একবার। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ তার মতেও দু'বার। **তবে ইকামতে তাড়াতাড়ি করবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পর দু'বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে। আর এ দুয়ের মাঝে কোনো কথাবার্তা বলবে না।** অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মাঝে কোনো কথা বলবে না। **মুতাআখখিরীন সকল নামাযে আযানের পর ডাকাডাকিকে (تَثْوِيْب) উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।** تَثْوِيْب বলা হয়, ঘোষণার পর ঘোষণাকে। **আযান এবং ইকামাতের মাঝে বসবে তবে মাগরিবের নামাযে নয়। কাযা নামাযের জন্যে আযান এবং ইকামত উভয়টিই বলবে।** অর্থাৎ যখন এক ওয়াক্ত কাযা নামায পড়বে। **এমনিভাবে কাযাসমূহের প্রথমটির জন্যে** (আযান ও ইকামাত দিবে।) অর্থাৎ যখন কাযা নামায অনেকগুলো পড়বে।

www.pathagar.com

আর বাকীগুলোর ক্ষেত্রে আযান ও ইকামাত উভয়টাই বলবে। কিংবা শুধু ইকামত বলবে। হাদাছগ্রস্তের আযান জায়েয আছে, তবে তার ইকামত মাকরূহ। উভয়টি দোহরাতে হবে না। জুনুবীর আযান এবং ইকামত মাকরূহ। (জুনুবীর) ইকামত দোহরাতে হবে না বরং আযান দোহরাতে হবে। কেননা ইকামতের পুনরাবৃত্তি শরী'আতসম্মত নয়। কারণ, ইকামত উপস্থিতিদের অবগতকরণের উদ্দেশ্যে, তাই একবারই যথেষ্ট। আর আযান অনুপস্থিতিদের অবগতের উদ্দেশ্যে, যা কারো শ্রবণ করার আর কারো শ্রবণ না করার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার বলাতে ফায়দা আছে। যেমন– মহিলা, পাগল এবং নেশাগ্রস্তের আযান। অর্থাৎ (এদের আযান) মাকরূহ এবং দ্বিতীয়বার দেওয়া মুস্তাহাব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ التَّثْوِيْبَ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ

প্রশ্ন : تَثْوِيْب এর সংজ্ঞা ও হুকুম উল্লেখ কর?

উত্তর : تَثْوِيْب বলা হয়, ঘোষণার পর ঘোষণা দেওয়াকে। অর্থাৎ আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে আহবান করা। যেমন– জামাত তৈয়ার, জামাতের সময় নিকটবর্তী ইত্যাদি বলা।

এটা ফজরের নামাযের জন্য প্রমাণিত আছে। এ ছাড়া অন্য নামাযে মাকরূহ বলা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে যারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য সব নামাযেই تَثْوِيْب উত্তম। কেননা এ কালের মানুষ নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। এজন্য تَثْوِيْب এর মাধ্যমে নামাযের তাগিদ দিতে হবে।

www.pathagar.com

وَيَأتِىْ بِهِمَا الْمُسَافِرُ وَالْمُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً اَوْفِىْ بَيْتِهٖ فِىْ مِصْرَ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْاَوَّلَيْنِ لَا لِلثَّالِثِ اَىْ كُرِهَ تَرْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْمُسَافِرِ وَالْمُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً وَاَمَّا تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَمْ يَذْكُرْهُ

فَنَقُوْلُ اَمَّا الْمُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَيُكْرَهُ تَرْكُه وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاَمَّا الْمُسَافِرُ فَيَجُوْزُ لَهُ الْاِكْتِفَاءُ بِالْاِقَامَةِ وَالْمُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ فِىْ مِصْرَ اِنْ تَرَكَ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوْزُ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَذَانُ الْحَىِّ يَكْفِيْنَا وَهٰذَا اِذَا اُذِّنَ وَاُقِيْمَ فِىْ مَسَاجِدِ حَيِّهٖ وَاَمَّا فِى الْقُرٰى فَاِنْ كَانَ فِيْهَا مَسْجِدٌ فِيْهِ اَذَانٌ وَاِقَامَةٌ فَحُكْمُ الْمُصَلِّىْ فِيْهَا كَمَا مَرَّ وَالْمُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ يَكْفِيْهِ اَذَانُ الْمَسْجِدِ وَاِقَامَتُهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَسْجِدٌ كَذَا فَمَنْ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهٖ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الْمُسَافِرِ **وَيَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ**

সহজ তরজমা

মুসাফির মসজিদে জামাতে নামায আদায়কারী এবং শহরে নিজ গৃহে নামায আদায়কারী আযান এবং ইকামত উভয়টিই বলবে। আযান এবং ইকামত ছেড়ে দেওয়া প্রথম দু' শ্রেণীর জন্যে মাকরূহ। তৃতীয় জনের জন্যে নয়। অর্থাৎ মুসাফির এবং মসজিদে জামাতে নামায আদায়কারীর জন্যে আযান এবং ইকামত উভয়টিই ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ। আর উভয়টির একটি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মুসান্নিফ রহ. কিছু আলোচনা করেন নি।

আমরা বলি মসজিদে নামায আদায়কারীর জন্যে একটি ছেড়ে দেওয়া জায়েয। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ইরশাদ করেছেন, মহল্লার আযান আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর এটা তখন যখন তার মহল্লার মসজিদে আযান ও ইকামত বলা হয়ে থাকে। আর যদি গ্রামে মসজিদ থাকে এবং তাতে আযান এবং ইকামত উভয়টিই বলা হয়ে থাকে, তা হলে উপরে বর্ণিত মুসল্লীর বিধানের মতো তার বিধান অর্থাৎ গৃহে নামায আদায়কারীর জন্যে মসজিদের আযান ও ইকামতই যথেষ্ট হবে। আর যদি গ্রামে মসজিদ না থাকে, তা হলে যে ব্যক্তি ঘরে নামায পড়ে, তার বিধান হল, মুসাফিরের বিধানের মতো। ইমাম এবং মুক্তাদী حى على الصلوة বলার সময় দাঁড়িয়ে যাবে এবং قد قامت الصلوة এর সময় নামায শুরু করবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قوله : يقوم الامام والقوم الخ

قوله : والمصلى فى المسجد جماعة الخ

মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়কারীদের জন্য আজান ও ইকামত উভয়টি আবশ্যক। একটির উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যদিও এমন মুসল্লি একজন হয়। কারণ, মসজিদে জামাতের জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া شعائر الاسلام (ইসলামের নিদর্শন)-এ অন্তর্ভুক্ত। তবে আযান ও ইকামতের সাথে জামাত হওয়ার পর যদি কিছু লোক আবার জামাত কায়েম করে তবে তখন আযান দিতে হবে না; বরং না দেওয়াই উত্তম। কিন্তু ইকামত দেওয়ার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। শহরের মধ্যে ঘরে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ও ইকামতের একটিও আবশ্যক নয়। এখানে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা– সে চাইলে উভয়টি করতে পারবে, আবার নাও করতে পারবে। আবার চাইলে যে-কোনো একটিও করতে পারবে। কারণ, তার নামায মূলত আযান ও ইকামতের সাথেই আদায় হবে। কেননা, তার জন্য মসজিদের আযানই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন– اذان الحى يكفينا অর্থাৎ "মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

প্রশ্ন : মুক্তাদী কখন দাঁড়াবে?

উত্তর : حى على الصلوة বলার সময় ইমাম স্বীয় জায়গায় ও মুক্তাদীগণ কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে।

www.pathagar.com

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ

هِىَ طُهْرُ بَدَنِ الْمُصَلِّىْ مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ اَلْحَدَثُ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ وَالْخَبَثُ النَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ وَثَوْبِهٖ وَمَكَانِهٖ وَسَتْرُ عَوْرَتِهٖ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالنِّيَّةُ وَالْعَوْرَةُ لِلرَّجُلِ مِنْ تَحْتِ سُرَّتِهٖ اِلٰى تَحْتِ رُكْبَتَيْهِ وَلِلْاَمَةِ مِثْلُهٗ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَلِلْحُرَّةِ كُلُّ بَدَنِهَا اِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّ وَالْقَدَمَ وَكَشْفُ رُبْعِ سَاقِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا وَدُبُرِهَا وَشَعْرٍ نَزَلَ مِنْ رَاْسِهَا وَرُبْعِ ذَكَرِهٖ مُنْفَرِدًا وَالْاُنْثَيَيْنِ يَمْنَعُ اَلْحَاصِلُ اَنَّ كَشْفَ رُبْعِ الْعُضْوِ الَّذِىْ هُوَ عَوْرَةٌ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلٰوةِ فَالرَّأْسُ عُضْوٌ وَالشَّعْرُ النَّازِلُ عُضْوٌ اٰخَرُ وَالذَّكَرُ عُضْوٌ وَالْاُنْثَيَانِ عُضْوٌ اٰخَرُ

وَعَادِمُ مُزِيْلِ النَّجَاسَةِ صَلّٰى مَعَهٗ وَلَمْ يُعِدْ فَاِنْ صَلّٰى عَارِيًا وَرُبْعُ ثَوْبِهٖ طَاهِرٌ لَمْ يَجُزْ وَفِىْ اَقَلَّ مِنْ رُبْعِهِ الْاَفْضَلُ صَلَاتُهٗ فِيْهِ وَمَنْ عَدِمَ ثَوْبًا فَصَلّٰى قَائِمًا جَازَ وَقَاعِدًا مُوْمِئًا نُدِبَ۔ وَقِبْلَةُ خَائِفِ الْاِسْتِقْبَالِ جِهَةُ قُدْرَتِهٖ فَاِنْ جَهِلَهَا وَعَدِمَ مَنْ يَّسْاَلُ تَحَرّٰى وَلَمْ يُعِدْ اِنْ اَخْطَاَ وَاِنْ عَلِمَ بِهٖ مُصَلِّيًا اَوْ تَحَوَّلَ رَاْسُهٗ اِلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ اسْتَدَارَ اَىْ اِنْ عَلِمَ بِالْخَطَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اَوْ تَحَوَّلَ غَلَبَةَ ظَنِّهٖ اِلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ وَاِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَصَابَ لِاَنَّ قِبْلَتَهٗ جِهَةُ تَحَرِّيْهِ وَلَمْ تُوْجَدْ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : নামাযের শর্তাবলী

নামাযের শর্ত হল, মুসল্লীর শরীর হাদাছ ও খাবছ থেকে পাক-পবিত্র হওয়া। হাদাছ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিধানগত নাপাকী আর খাবাছ হচ্ছে প্রকৃত নাকাপী এবং তার কাপড় ও জায়গা পাক হওয়া, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া ও নিয়ত করা। পুরুষের সতর হল, নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। দাসীর সতর হল পুরুষের অনুরূপ; তবে তার পেট এবং পিঠও সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাধীনা নারীর মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া পুরো শরীর সতর। স্ত্রীলোকের পায়ের নলা, পেট, উরু, নিতম্ব ও মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুলের এক চতুর্থাংশ এবং শুধু পুরুষাঙ্গের ও অণ্ডকোষের এক চতুর্থাংশ খোলা নামাযের প্রতিবন্ধক। সারকথা, যে অঙ্গ সতর তার এক চতুর্থাংশ খোলা থাকা নামায বৈধতার প্রতিবন্ধক। সুতরাং মাথা একটি অঙ্গ এবং ঝুলে থাকা চুলও ভিন্ন অঙ্গ আর পুরুষাঙ্গ একটি অঙ্গ এবং অণ্ডকোষ আলাদা অঙ্গ।

যে নাজাসাত দূরীভূতকারী কিছু না পায়, সে তা সহই নামায আদায় করবে এবং পুনরায় দোহরাবে না। যদি বিবস্ত্র হয়ে নামায আদায় করে এবং তার কাপড়ের এক চতুর্থাংশ পাক হয়, তা হলে জায়েয হবে আর এক চতুর্থাংশের চাইতে কম পাক হলে, ঐ কাপড় পরেই নামায আদায় করা উত্তম। যে (সতর ঢাকার পরিমাণ) কাপড় না পায়, সে যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তা হলে তা

www.pathagar.com

জায়েয হবে। তবে বসে ইশারায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব। ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিবলা হল সে যেদিকে সক্ষম হয়, সেদিকেই মুখ করবে। যদি কারো কিবলা অজ্ঞাত হয়ে পড়ে এবং এমন কাউকে না পায়, যাকে জিজ্ঞাসা করবে, তা হলে সে চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা স্থির করবে এবং নামায দোহরাবে না যদিও কিবলা নির্ধারণে ভুল করে। আর যদি সে নামাযের অবস্থায় জানতে পারে অথবা তার সিদ্ধান্ত অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে নামাযের মধ্যে থাকে, তা হলে সে ঘুরে যাবে। অর্থাৎ যদি সে নামাযের মধ্যেই ভুল সম্পর্কে জানতে পারে অথবা তার প্রবল ধারণা অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এমন অবস্থায় সে নামাযে থাকে, তা হলে সে সেদিকে ঘুরে যাবে। আর যদি চিন্তা-ভাবনা ছাড়া নামায শুরু করে, তা হলে জায়েয হবে না যদিও সঠিক কিবলার দিকে নামায পড়ে থাকে। কেননা তার কিবলা হল, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিক। আর তা পাওয়া যায় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الشَّرْطِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟

প্রশ্ন : شَرْط এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : شَرْط শব্দটি একবচন। বহুবচন شُرُوْط অর্থ চিহ্ন বা আলামত। পরিভাষায় যে বস্তুর উপর আদিষ্ট বস্তু নির্ভরশীল হয়, তাকে شَرْط বলে। নামাযের ফরযসমূহকে شَرْطُ الصَّلٰوةِ বলা হয়। আযান ও ইকামতের পরে যেহেতু নামাযের বিষয় আসে এ জন্য গ্রন্থকার এখন নামায সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল আরম্ভ করেছেন।

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ

প্রশ্ন : ثَوْب এবং مَكَان দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : ثَوْب এর উদ্দেশ্য মুসল্লীর পোষাক যা সে নামাযের জন্য পরিধান করে। শুধু জামা, পায়জামা বা লুঙ্গি উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং টুপি, মোজা, জুতা, পকেট রুমাল ইত্যাদিও কাপড় এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি পকেটে কোনো নাপাক বস্তু থাকে, তবে নামায শুদ্ধ হবে না। কেননা নাপাকী বহনকারী নিজেও এর নির্দেশগতভাবে নাপাক। আর مَكَان এর উদ্দেশ্য উভয় পা এবং সেজদার জায়গা পবিত্র হওয়া। হাত অথবা হাঁটুর জায়গা নাপাক হলে নামায অশুদ্ধ হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا هِيَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : পুরুষের সতর কতটুকু? বর্ণনা কর।

উত্তর : নামাযের মধ্যে যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, তাকে সতর বলে। পুরুষের সতর নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। হাঁটুও সতরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটা হানাফীদের অভিমত। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে হাঁটু সতর নয়; কিন্তু নাভি সতর।

তদ্রূপভাবে মহিলাদের পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। পায়ের পাতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। (১) পায়ের পাতা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। (২) এটা সতর। (৩) এটা নামাযের সতরের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু নামাযের বাইরে সতর নয়।

www.pathagar.com

فَإِنْ تَحَرّٰى كُلٌّ جِهَةً بِلَا عِلْمِ حَالِ إِمَامِهِمْ وَهُمْ خَلْفَهُ جَازَ لَا لِمَنْ عَلِمَ حَالَهُ أَوْ تَقَدَّمَهُ اَىْ صَلّٰى قَوْمٌ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ بِالْجَمَاعَةِ وَتَحَرَّوا الْقِبْلَةَ وَتَوَجَّهَ كُلُّ وَاحِدٍ اِلٰى جِهَةِ تَحَرِّيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ اَحَدٌ اَنَّ الْاِمَامَ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ لٰكِنْ يَّعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ اَنَّ الْاِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ اَمَّا اِنْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ فِى الصَّلٰوةِ جِهَةَ تَوَجُّهِ الْاِمَامِ وَمَعَ ذٰلِكَ خَالَفَهُ لَايَجُوْزُ صَلَاتُهُ وَكَذَا اِذَا عَلِمَ اَنَّ الْاِمَامَ خَلْفَهُ ـ

সহজ তরজমা

<u>যদি প্রত্যেকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে একে দিক কেবলা নির্ধারণ করে, তাদের নিজ ইমামের অবস্থা জানা ছাড়াই, তবে প্রত্যেকে ইমামের পশ্চাতে আছে, তা হলে সবার নামায জায়েয হবে। তবে যে ব্যক্তি ইমামের অবস্থা জানতে পারবে বা ইমামের সম্মুখে অগ্রসর হবে, তার নামায জায়েয হবে না</u> অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায় অন্ধকার রাতে জামা'আতের সাথে নামায পড়ল এবং তারা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করল ও প্রত্যেকে আপন চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে মুখ করল। কিন্তু কেউ জানে না যে, ইমাম কোন দিকে অভিমুখী হয়েছে। তবে প্রত্যেকে জানে যে, ইমাম তার পিছনে নয়, তা হলে তাদের সবার নামায জায়েয হবে। পক্ষান্তরে তাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে ইমামদের অভিমুখী হওয়ার দিক সম্পর্কে জানতে পারে, এতদসত্ত্বেও যদি ইমামের বিপরীতমুখী হয়, তা হলে তার নামায জায়েয হবে না। আর এ হুকুম তখনও যখন সে জানতে পারে যে, ইমাম তার পশ্চাতে রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : كَيْفَ يُصَلِّى الْقَوْمُ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ اِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْقِبْلَةَ؟

প্রশ্ন : অন্ধকার রাতে কিবলা অজ্ঞাত হলে কিভাবে জামা'আতে নামায পড়বে?

উত্তর : কোনো সম্প্রদায় যদি অন্ধকার রাতে কিবলা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তারা জামাতের সাথে নামায আদায় করে, তা হলে তাদের কর্তব্য হল; প্রত্যেক চিন্তা-গবেষণা করে কিবলা নির্ধারণ করে সেদিকে ফিরেই নামায আদায় করবে।

উদাহরণ স্বরূপ ইমাম চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমুখী হয়ে নামায আদায় করল। আর তার মুক্তাদিরাও চিন্তা–গবেষনা করে একেক দিকে নামায আদায় করল। আর অবস্থা এই যে, তাদের কারো জানা নেই যে, ইমাম কোন দিকে মুখ করেছে তবে প্রত্যেকে এতটুকু জানে যে, ইমাম তার পিছনে নয়, তা হলে সকলের নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর পক্ষান্তরে কেউ যদি নামাযে থাকাবস্থায় জানতে পারে ইমাম কোন দিকে ফিরে নামায আদায় করছে। এবং ইমামের বিপরীত অবস্থা জানার পরেও তার বিরোধিতা করে, তা হলে তার নামায জায়েয হবে না। কেননা সে নিজে ইমাম ভুলের উপর আছে বলে মনে করছে। তদ্রুপ যে ব্যক্তি জানতে পারে যে, ইমাম তার পশ্চাতে আছে আর ইমামের সম্মুখে তার নামাযও জায়েয হবে না। কেননা মুক্তাদীর স্থানগত মর্যাদা হল ইমামের পিছনে দাঁড়ানো আর সেটা হল ফরয। সে তা তরক করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রথম সূরতে فِى الصَّلٰوةِ এর কয়েদ এজন্যে উল্লোখ করেছেন যে, নামায শেষ হওয়ার পর যদি সে ইমামের বিপরীত দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। তাহলে অসুবিধার কিছু নেই।

পক্ষান্তরে দ্বীতিয় মাসআলায় فِى الصَّلٰوةِ এর কয়েদ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইমামের সম্মুখে অবস্থান করা সব সময় নামায ফাসিদ করে দেয়। তাই নামাযের মাধ্যেই তা জানুক অথবা নামাযের পরে তা জানুক, উভয়ই সমান।

www.pathagar.com

فَقَوْلُهٗ وَهُمْ خَلْفَهٗ فِيْهِ تَسَاهُلٌ لِاَنَّ كَلَامَنَا فِيْمَا اِذَا لَمْ يَعْلَمْ اَحَدٌ اَنَّ الْاِمَامَ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ فَكَيْفَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ خَلْفَ الْاِمَامِ فَالْمُرَادُ اَنَّهٗ يَعْلَمُ اَنَّ الْاِمَامَ اَمَامَهٗ وَهٰذَا اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ هُوَ خَلْفَ الْاِمَامِ اَوْلَا لِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ الْاِمَامُ قُدَّامَهٗ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ وَجْهُهٗ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ اَوْ اِلٰى جَنْبِهٖ اَوْ اِلٰى ظَهْرِهٖ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ هُوَ خَلْفَ الْاِمَامِ اِذَا كَانَ وَجْهُهٗ اِلٰى ظَهْرِ الْاِمَامِ وَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ جِهَةُ تَوَجُّهِ الْاِمَامِ مَعْلُوْمَةً وَكَلَامُنَا لَيْسَ فِىْ هٰذَا وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهٗ جِهَةَ اِمَامِهٖ اِذَا عَلِمَ اَنَّهٗ لَيْسَ خَلْفَهٗ بَلْ تَقَدُّمَهٗ اَوْ عَلِمَ مُخَالَفَتَهٗ اَىْ اِذَا عَلِمَ اَنَّ الْاِمَامَ لَيْسَ خَلْفَهٗ۔

وَيَصِلُ قَصْدَ قَلْبِهٖ صَلَاتَهٗ بِتَحْرِيْمَتِهَا هٰذَا تَفْسِيْرُ النِّيَّةِ۔ **وَالْقَصْدُ مَعَ لَفْظِهٖ اَفْضَلُ وَيَكْفِىْ لِلنَّفْلِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَسَائِرِ السُّنَنِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلٰوةِ وَلِلْفَرْضِ شُرِطَ تَعْيِيْنُهٗ لَانِيَّةُ عَدَدِ رَكْعَاتِهٖ وَلِلْمُقْتَدِىْ نِيَّةُ صَلٰوتِهٖ وَاقْتِدَائِهٖ۔**

সহজ তরজমা

গ্রন্থকারের উক্তি وَهُمْ خَلْفَهٗ (এবং তারা ইমামের পশ্চাতে আছে) এতে বিচ্যুতি ঘটেছে। কেননা আমাদেরর বক্তব্য এ সূরতে প্রয়োজ্য, যখন কারো জানা নেই যে, ইমাম কোন দিকে অভিমুখী হয়েছে। তা হলে কিভাবে জানতে পারবে, সে ইমামের পশ্চাতে রয়েছে।

সুতারাং উদ্দেশ্য হল সে জানতে পারবে যে, ইমাম তার সম্মুখে রয়েছে। আর এটা ব্যাপকতাবোধক, যে, সে ইমামের পশ্চাতে হোক অথবা পশ্চাতে না হোক। কেননা ইমাম যখন তার সম্মুখে থাকে, তখন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার মুখমণ্ডল ইমামের মুখের দিকে থাকবে অথবা ইমামের পার্শ্বের দিকে কিংবা ইমামের পিঠের দিকে। তার ইমামের পশ্চাতে হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে যখন তার মুখমণ্ডল ইমামের পিঠের দিকে হয়। এ সময় ইমামের অভিমুখী হওয়া দিক জ্ঞাত হয়ে যাবে। অথচ আমাদের বক্তব্য এ ব্যাপারে নয়। মুখতাসারুল বেকায়ার বর্ণনা হচ্ছে – আপন ইমামের দিক অজ্ঞাত হওয়া অসুবিধা সৃষ্টি করে না যখন সে জানতে পারে, ইমাম তার পশ্চাতে নয়; তবে ইমামের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বা ইমামের বিপরীত অবস্থা অবগত হওয়া (অসুবিধা সৃষ্টি করে)। অর্থাৎ যখন সে জানতে পারবে, ইমাম তার পশ্চাতে নয় (এটা মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি اِذَا عَلِمَ اَنَّهٗ لَيْسَ خَلْفَهٗ এর তাফসীর) <u>মুসল্লীর অন্তর যে নামাযের ইচ্ছা করছে, সে তাকে তাহরীমার সাথে মিলাবে।</u> এটা হল নিয়তের ব্যাখ্যা। <u>নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নফল, তারাবীহ এবং সমস্ত সুন্নতের জন্যে সাধারণ নামাযের নিয়তই যথেষ্ট এবং ফরযের জন্যে তা নির্দিষ্ট করা শর্ত। তবে রাকাআতের সংখ্যার নিয়ত শর্ত নয়। মুকতাদীর জন্যে তার নামাযের ও ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা শর্ত।</u>

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَهُمْ خَلْفَهُ فِيْهِ تَسَاهُلٌ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ ثُمَّ اَوْرِدِ السُّوَالَ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَالْجَوَابَ عَنْهُ؟

প্রশ্ন : ইবারত বিশ্লেষণ পূর্বক মুসান্নিফ রহ. এর উপর উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব উল্লেখ কর।

উত্তর : একটি বিভ্রান্তি ও তার অবসান

অন্ধকার রাতে জামাআতের সাথে নামায পড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সাধ্যমতে চিন্তা গবেষণা করে একেক দিক কিবলা নির্ধরণ করল। তবে কারো ইমামের অবস্থা জানা নেই যে, সে কোন দিকে ফিরে নামায আদায় করছে। কিন্তু প্রত্যেকে ইমামের পিছনে আছে, এসম্পর্কে গ্রন্থকার রহ. বলেছেন– وَهُمْ خَلْفَ بِلاَ عِلْمِ حَالِ اِمَامِهِمْ এখানে প্রশ্ন হল, যখন কারো ইমামের অভিমুখী হওয়া দিক সম্পর্কে জানা না থাকে, তখন তারা ইমামের পশ্চাতে আছে বলে কিভাবে জানতে পারবে?

قَوْلُهُ : فَالْمُرَادُ اَنَّهُ يَعْلَمُ : শারেহ রহ. এ ইবারত দ্বারা উক্ত বিভ্রান্তির অবসান করেছেন। এখানে গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা যে, সে জানে ইমাম তার সম্মুখে আছে। চাই সে ইমামের পশ্চাতে হোক বা পশ্চাতে না হোক। ইমাম সম্মুখে থাকা উভয় সূরতকে অন্তর্ভূক্ত করে সম্মুখে থাকার জন্য পশ্চাতে থাকা জরুরী নয়। কেননা যখন মুকতাদীর মুখমন্ডল ইমামের মুখের দিকে হবে বা ইমামের পার্শ্বের দিকে অথবা ইমামের পিঠের দিকে হবে তখনও ইমাম সম্মুখে আছে বলে ধরা হবে। আর সে সরাসরি ইমামের পশ্চাতে হবে যখন তার মুখমন্ডল ইমামের পিঠের দিকে হয়। এমন অবস্থায় তো সে ইমামের অভিমুখী হওয়া দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যাবে। কারণ রাতে জামাআতের নামাযে স্বশব্দে কিরাত পড়া ওয়াজিব. তাই যখন ইমাম স্বশব্দে কিরাত পড়বে, তখন মুক্তাদী অতি নিকটবর্তী হওয়ার দরুন ইমামের নির্ধরিত কিবলার দিক জানতে পারবে, অথচ আমাদের বক্তব্য এ সম্পর্কে নয়। কেননা এ মাসআলার ভিত্তিই হচ্ছে একথার উপর যে, কারো ইমামের অবস্থা জানা নেই। বিধায় কেউ যদি ইমামের অবস্থা জানার পরও বিরোধিতা করে, তা হলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই উল্লেখিত মাসআলার স্বরূপ হবে যে প্রত্যেকে জানে ইমাম তার সম্মুখে আছে, এটা জানা জরুরী নয় যে, সে ইমামের পশ্চাতে আছে।

www.pathagar.com

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرْضُهَا اَلتَّحْرِيْمَةُ وَهِىَ قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى وَعَنِ الشَّافِعِىِّ رح رُكْنٌ فَاَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَسُنَّةٌ **وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ بِالْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ وَبِهٖ اَخَذَ** يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اَلْاِكْتِفَاءُ بِالْاَنْفِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ خِلَافًا لَهُمَا وَالْفَتْوٰى عَلٰى قَوْلِهِمَا **وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَالْخُرُوْجُ بِصُنْعِهٖ**.

সহজ তরজমা

অধ্যায় ঃ নামাযের বিবরণ

নামাযের ফরয হল তাহরীমা। আর তা হল আল্লাহু আকবার বলা এবং তার স্থলাভিষিক্ত শব্দ। আমাদের মতে তাহরীমা হল শর্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সে তার রবের নাম স্মরণ করল অতঃপর নামায পড়ল। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, রুকন। তবে (তাকাবীরের সাথে) উভয় হাত উত্তোলন করা সুন্নত এবং দাণ্ডায়মান হওয়া, কিরাত পড়া, রুকু করা, কাপাল ও নাকের উপর সাজদা করা। মাশায়েখগণ এ মত গ্রহণ করছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, ওযর ছাড়া শুধু নাকের উপর যথেষ্ট করা জায়েয। সাহাবাইন এর বিপরীত মত পোষণ করনে। তাদের উপরই ফাতওয়া। তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক করা এবং মুসল্লীর আপন কার্য দ্বারা নামায থেকে বের হওয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَامَعْنَى النِّيَّةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

প্রশ্ন : নিয়তের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

উত্তর : نِيَّةٌ শব্দের অর্থ হল– اَلْقَصْدُ وَالْاِرَادَةُ তথা ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।

পরিভাষায় নিয়ত বলা হয়: قَصْدُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ অর্থাৎ – কোন কাজে সম্পাদনের প্রতি আন্তরিক ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

নামায শুরু করার নিয়তকে তাহরীমার সাথে এমন ভাবে সম্পৃক্ত করা যাতে নিয়ত ও তাহরীমার মাঝে কোন ব্যবধান না থাকে। তাই নিয়ত তাকবীরে তাহরীমার পরে করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। নফল ও সুন্নতের জন্য সাধারণ নামাযের নিয়তই যথেষ্ট। তবে যদি নাময ফরজ হয়, তা হলে ফরজ নির্ধারিত হওয়া জরুরি। যেমন ফজর ইত্যাদি।

নিয়তের তিনটি প্রক্রিয়া :

(১) শুধু অন্তরে খেয়াল করবে, মুখে কিছুই বলবে না, এটা সর্বসম্মত ভাবে জায়েয।

(২) অন্তরে সংকল্প ছাড়া শুধু তা মুখে উচ্চারণ করবে। এট জায়েয নেই।

(৩) অন্তরে খেয়াল করবে এবং তা মুখে উচ্চারণ করবে। এটা উত্তম ও মুস্তাহাবও বটে।

www.pathagar.com

আরেকটি মাসআলা:

মুক্তাদির জন্য নামাযের নিয়তের সাথে সাথে ইমামের এক্তেদার বা অনুসরণের নিয়ত করাও জরুরি কেননা ইমামের নামাযের শুদ্ধতার উপর মুক্তাদির নামায মাওকূফ। তার থেকে স্বতন্ত্র কোন নামায বিনষ্টকারী বস্তু পাওয়া গেলে তা মুক্তাদীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهُ : فَرْضُهَا التَّحْرِيْمَةُ وَالْقِيَامُ الخ

اَلسُّوَالُ : مَاالْفَرْقُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الشَّرْطِ وَ مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ حُكْمِ التَّحْرِيْمَةِ وَمَا حُكْمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ؟

প্রশ্ন : রোকন ও শর্তের মাঝে পার্থক্য কি? তাহরীমার হুকুমের মধ্যে কি মতবিরোধ রয়েছে এবং رَفْعُ الْيَدَيْنِ এর হুকুম কি?

উত্তর : شَرْط : خَارِجُ الشَّيْئِ شَرْطُ الشَّيْئِ অর্থাৎ কোন বস্তুর জন্য কোন কিছুর শর্ত হওয়া অর্থ সেই জিনিসটা ঐ বস্তুর মাঝে দাখিল না থাকা। তাই যারা বলেন تَحْرِيْمَةٌ হল নামাযের বাইরের বিষয়।

رُكْن : دَاخِلُ الشَّيْئِ رُكْنُ الشَّيْئِ অর্থাৎ কোন বস্তুর জন্য কোন বস্তু কিছু رُكْن হওয়ার অর্থ ঐ জিনিষটা ঐ বস্তুর মাঝে উপস্থিত থাকা। সুতরাং যারা বলেন যে, তাহরীমটা নামাজের জন্য রুকন। তাদের নিকটে তাহরীম নামাযের ভেতর দাখিল। তাকবীরে তাহরীমাটা নামাযের জন্য শর্ত না-কি রোকন?–এ নিয়ে اِخْتِلَاف রয়েছে। এই اِخْتِلَاف এর ফলাফল তখনি প্রকাশ পাবে, যখন নামাযের কিছু অংশকে অন্য কিছু অংশের উপর বেনা করা হবে।

উদাহরণ : যেমন, কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ পড়ার পর সালাম ফিরানো ব্যতিত নফল নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। আর নফল নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলে নি, তা হলে আমাদের মতে নামায জয়েয হয়ে যাবে। কারণ, তাকবীর হল শর্ত। যেমন– অযু নামাযের জন্য শর্ত। এক অযু দ্বারা যেমন অনেক নামায আদায় করা যায়, ঠিক তেমনি এক তাহরীমা দ্বারাও অনেক নামায আদায় করা সম্ভব।

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে জায়েয নেই। কারণ, তাকবীরে তাহরীমা হল নামাযের রোকন আর এক নামাযের রোকন দ্বারা অন্য নামায আদায় করা সহীহ নয়।

তাহরীমার বিধানের اِخْتِلَاف

১. ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে তাকবীরে তাহরীমা নামাজের জন্য শর্ত। তার দলিল হল– আল্লাহ তা'আলার বাণী – وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এই আয়াতে اسم কে فاء এর মাধ্যমে صَلّٰى এর উপর عطف করা হয়েছে। আর হরফে فاء টি عطف এর জন্য আসে আর আতফের ভেতরে تَعْقِيْب টা معطوف عليه এর غير হয়। সুতরাং বুঝা গেলো যে اِسْم টি صَلّٰى এর ভেতরে داخل নয়। এটা নামাযের জন্য শর্ত হবে; রোকন নয়।

২. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন– তাকবীরে তাহরীমা নামাযের রোকন। তার দলিল হল : নবী করীম সা. এর হাদীস–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّكْبِيْرُ وَ التَّسْبِيْحُ وَ قِرَآةُ الْقُرْاٰنِ

আল্লাহর বাণী : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, তাকবীরে তাহরীমাটা নামাযের জন্য রোকন।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ : এর হুকুম :

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এর উপর নবী করীম সা.-এর হাদীস ও আমল বিদ্যমান।

اَلسُّوَالُ : مَا الْإِخْتِلَافُ فِىْ لَفْظِ التَّحْرِيْمَةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : তাকবীরে তাহরীমার ব্যাপারে ইমামদের কি মতামত বিস্তারিত বিবরণ দাও?

উত্তর : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা তাহরীমা বাঁধার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১। ইমাম মালেক রহ. এর নিকটে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা তাহরীমা জায়েয নেই। কেননা নবী করীম সা. ও সাহাবীদের থেকে শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ বর্ণিত রয়েছে।

২। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ–اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ দ্বারা নামায শুরু করা জায়েয হবে। কেননা ال যুক্ত হলে প্রশংসার মাঝে আধিক্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এটি اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩। ইমাম আবূ হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে উপরোল্লিখিত শব্দ ছাড়াও যে শব্দে আল্লাহর মহেত্বের কথা নির্দেশ করে, যেমন– اَلرَّحْمٰنُ الْبَرُّ বা اَللّٰهُ اَعْظَمُ বা اَللّٰهُ اَجَلُّ তদ্বারা তাহরীমা বাঁধা জায়েয হবে। কেননা তাকবীরের শাব্দিক অর্থ হলো মর্যদা প্রকাশ আর এসব শব্দে মর্যাদার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُوْرَةٍ وَرِعَايَةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا تَكَرَّرَ فِى الْهِدَايَةِ وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنَ الْاَفْعَالِ وَذُكِرَ فِىْ حَوَاشِى الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنِ الْمَبْسُوْطِ كَالسَّجْدَةِ فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ الْاُخْرٰى يَقْضِيْهَا وَيَكُوْنُ الْقِيَامُ مُعْتَبَرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ اِلَّاالْوَاجِبَ اَقُوْلُ قَوْلُهُ فِيْمَا تَكَرَّرَ لَيْسَ قَيْدًا يُوْجِبُ نَفْىَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فَإِنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيْبِ فِى الْاَرْكَانِ الَّتِىْ لَا تَتَكَرَّرُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ كَالرُّكُوْعِ وَنَحْوِهٖ وَاجِبَةٌ اَيْضًا عَلٰى مَاسَيَاْتِىْ فِىْ بَابِ سُجُوْدِ السَّهْوِ اَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ يَجِبُ بِتَقْدِيْمِ رُكْنٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ ـ وَاَوْرَدُوْا لِنَظِيْرِ تَقْدِيْمِ الرُّكْنِ الرُّكُوْعَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَجْدَةُ السَّهْوِ لَا تَجِبُ اِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ فَعُلِمَ اَنَّ التَّرْتِيْبَ بَيْنَ الرُّكُوْعِ وَالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ مَعَ اَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ قَالَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَمَّا تَقْدِيْمُ الرُّكْنِ نَحْوُ اَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ اَنْ يَقْرَأَ فَلِاَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيْبِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ اَصْحَابِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ رح فَاِنَّهَا فَرْضٌ عِنْدَهٗ ـ

فَعُلِمَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا فَلَا حَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ فِيْمَا تَكَرَّرَ فَلِهٰذَا لَمْ اَذْكُرْهُ فِى الْمُخْتَصَرِ وَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تَكَرَّرَ مَاتَكَرَّرَفِى الصَّلٰوةِ اِحْتِرَازًا عَمَّا لَايَتَكَرَّرُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ تَكْبِيْرُ الْاِفْتِتَاحِ وَالْقُعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيْبِ فِىْ ذٰلِكَ فَرْضٌ ـ

সহজ তরজমা

<u>নামাযের ওয়াজিব হল ফাতিহা পাঠ করা, সূরা মিলানো এবং যে কাজ একধিকবার হয়, তাতে তারতীবের রক্ষা করা।</u> হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যেসব কাজ একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে। যেমন- সাজদা। কোন ব্যক্তি যদি এক সাজাদা করার পর অপর সাজদা করার আগে দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে সে দ্বীতীয় সাজদা কাযা করবে এবং (তার এই) কিয়াম বিবেচ্য হবে। কেননা সে শুধু ওয়াজিব তরক করছে। শরেহ রহ. বলেন, আমি বলব মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فِيْمَا تَكَرَّرَ এটা এমন এক রাকআতে তাকরার হয় না, যেমন রুকু ইত্যাদি সেগুলোর মাঝে ও তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব । সাজাদায়ে সাহু অধ্যায়ে সে আলোচনা অচিরেই আসবে যে, কোন রুকনকে তার স্থান থেকে অগ্রগামী করলে সাহু (ভুলের) সাজদা ওয়াজিব হবে। তিনি রুকুন অগ্রগামী হওয়ার উদাহরণে কিতাবের আগে রুকু করাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন যে, ওয়াজিব তরক ছাড়া সাহু সাজদা আবশ্যক নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, রুকু এবং কিরাতের মাঝে তারতীব ওয়াজিব । অথচ এ দু'টি রাকআতে একাধিবার হয় না।

তিনি যাখীরা গ্রন্থে বলেছেন, তবে রুকন অগ্রগামী করা, যেমন কেউ কিরাত পড়ার আগে রুকু করেছে (এ সূরতে সাহু সাজদা ওয়াজিব। কেননা আমাদের তিন উলামা তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। ইমাম যুফার রহ. এর

www.pathagar.com

বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে, তারতীব রক্ষা হল ফরয । সুতরাং বুঝা গেল যে, তারতীব রক্ষা করা مُطْلَق (শর্তহীন) ভাবে ওয়াজিব। তাই গ্রন্থকারের উক্তি فِيْمَا تَكَرَّرَ নিস্প্রয়োজনীয়। এ কারণেই আমি তা তুখতারস এর মধ্যে উল্লেখ করি নি। আমার অন্তরে এ বিষয়টি উদিত হয়েছে। যে, مَا تَكَرَّرَ দ্বারা উদ্দেশ হচ্ছে যেসব কাজ নামাযের মধ্যে একধিকবার হয় । এ উক্তি থেকে বের হয়ে গেল ঐসব বস্তু যা নামাযের মধ্যে ফরয হিসেবে একাধিকবার হয় না। আর তা হল তাকবীরে তাহরীমা এবং শেষ বৈঠক। কেননা এগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা ফরয।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحْ فِيْمَا تَكَرَّرَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ؟

প্রশ্ন : "فِيْمَا تَكَرَّرَ" এর বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : নামাযের কাজ সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

১। কিছু কাজ এমন সে গুলো নামাযের মাঝে ফরজ হিসাবে বারবার আসে না। যেমন তাকবীরে তাহরীমা। এবং শেষ বৈঠক, এসবের মাঝে তরতীব ফরজ। তাই কোন ব্যক্তি যদি কিরাত পড়ার পর তাহরীমা বাঁধে তাহলে নামায সহীহ্ হবে না।

২। প্রত্যেক রাকাতে একাধিক বার হয় না। তবে পুরো নামাযের বিবেচনায় তাকরার হয়। যেমন– কিয়াম, রুকু ও কিরাত ইত্যাদি।

৩। আর কিছু আছে এমন যা প্রত্যেক রাকাতে একাধিক বার হয়। যেমন– সাজদা। গ্রন্থকারের উক্তি رِعَايَةُ التَّرْتِيْبِ فِيْمَا تَكَرَّرَ। দ্বারা প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য নয়। কেননা যে সকল কাজে নামাযে একাধিক বার করা হয় না। তবে পরবর্তী দু'প্রকার থেকে কোনটি উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হিদায়া এর অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারকদের অভিমত হল, সব কাজ যে গুলো প্রত্যেক রাকাতে একাধিক বার হয়। যেমন– হিদায়া এর হাশিয়ায় মাবসুত এর উদ্ধৃতি দিয়ে সেজদাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে সব কাজ প্রত্যেক রাকাতে একাধিক বার হয়, সে গুলের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব হবে।

শারেহ্ রহ. এর অভিমত হল যে সকল কাজ প্রত্যেক রাকাতে তাকরার হয় না। তবে পুরো নামাযের বিবেচনায় একাধিক বার হয় সেগুলো ও فِيْمَا تَكَرَّرَ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

وَالْقُعْدَةُ الْأُوْلٰى وَالتَّشَهُّدَانِ ذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ اَنَّ الْقُعْدَةَ الْأُوْلٰى سُنَّةٌ وَالثَّانِيَةَ وَاجِبَةٌ وَفِى الْهِدَايَةِ اَنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِى الْقُعْدَةِ الْأُوْلٰى سُنَّةٌ وَفِى الثَّانِيَةِ وَاجِبَةٌ لٰكِنَّ الْمُصَنِّفَ رح لَمْ يَأْخُذْ بِهٰذَا لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قُلِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ لَا يُوْجِبُ الْفَرْقَ فِى قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ فِى الْأُوْلٰى وَالثَّانِيَةِ ـ بَلْ يُوْجِبُ الْوُجُوْبَ فِىْ كِلَيْهِمَا وَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِى الْقُعْدَةِ الْأُوْلٰى وَاجِبَةً كَانَتِ الْقُعْدَةُ الْأُوْلٰى اَيْضًا وَاجِبَةٌ لَا سُنَّةٌ وَلَفْظُ السَّلَامِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُ ـ

وَقُنُوْتُ الْوِتْرِ وَتَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ وَتَعْيِيْنُ الْأُوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءَةِ وَتَعْدِيْلُ الْأَرْكَانِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح فَاِنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْاِطْمِيْنَانُ فِى الرُّكُوْعِ وَكَذَا فِى السُّجُوْدِ وَقُدِّرَ بِمِقْدَارِ تَسْبِيْحَةٍ وَكَذَا الْاِطْمِيْنَانُ بَيْنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ **وَالْجَهْرُ وَالْاِخْفَاءُ فِيْمَا يُجْهَرُ وَيُخْفٰى ـ**

সহজ তরজমা

এবং প্রথম বৈঠক ও উভয় তাশাহহুদ (ওয়াজিব)। যাখীরা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, প্রথম বৈঠক করা সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠক ওয়াজিব । আর হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ওয়াজিব । কিন্তু গ্রন্থকার এটা গ্রহণ করেন নি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সা. ইবনে মাসউদ রাযি.-কে বলেছেন তুমি বল اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ এর বাণী প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার মাঝে কোন পার্থক্য প্রমাণ করে না বরং উভয় বৈঠকে করাও ওয়াজিবত্বকে প্রমাণ করে। যখন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব হল তাই প্রথম বৈঠক করাও ওয়াজিব হবে; সুন্নত নয় এবং سَلَامٌ শব্দ উচ্চারণ করা। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে, তা হল ফরয এবং বিতরে কুনূত পড়া. দুই ঈদের তাকবীরসমূহ বলা, প্রথম দু'রাকআত কিরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করা ও রুকন আদায়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমামদ্বয়ের মতে, এটা ফরয। আর তা হল রুকুতে সুস্থিরতা অবলম্বন করা, অদ্রুপ সাজদায়ও। একে এক তাসবীহ পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রুকু ও সাজাদার মাঝ এবং উভয় সাজদার মাঝে সুস্থিরতা অবলম্ব করা। যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, সেখানে উচ্ছস্বরে পাঠ করা এবং যে সব নামায অনুচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয় সেখানে অনুচ্ছস্বরে পাঠ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ تَلَفُّظِ السَّلَامِ مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ؟

প্রশ্ন : "اَلسَّلَامُ" শব্দ উচ্চারণের বিধানে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ কর?

উত্তর : আমাদের মতে سَلَامٌ শব্দ উচ্চারনণকরা ওয়াযিব; ফরয নয়। উল্লেখ্য গ্রন্থকারের উক্তি وَلَفْظُ السَّلَامُ একথার উপর নির্দেশ করে যে, শুধু সালাম শব্দ বলা ওয়াযিব, عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ওয়াযিব নয় বরং তা সুন্নত।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সালাম শব্দ উচ্চারণ করা ফরয, ওয়াযির নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন تَحْرِيْمُهَا اَلتَّكْبِيْرُ وَ تَحْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ নামায শুরা করবে তাকবীর দ্বারা এবং তা শেষ করবে সালাম দ্বারা।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন– اِذَا قُمْتَ هٰذَا وَ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ যখন তুমি এটা বলবে বা করবে তখন তোমার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। এ হাদীসে তাশাহুদ পড়া বা তাশাহুদ পরিমান বসার সাথে নামাযের পূর্ণতা সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সালাম ফরয হতে পারে না।

اَلسُّوَالُ : مَاالْمُرَادُ بِتَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ حِكْمِهٖ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার হুকুমের মধ্যে اِخْتِلَافُ কি? বর্ণনা কর।

উত্তর : تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রুকুর মাঝে, সাজদার ভেতরে অথবা রুকু ও সাজদার ভেতরে অথবা দুই সেজদার মাঝে (তড়িঘড়ি না করে) এক তাসবীহ পরিমাণ ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ এর হুকুম :– এটা ফরয নাকি ওয়াজিব এই নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকটে تَعْدِيْل اَرْكَان হলো ফরজ। তাদের দলীল হল নবী করীম সা. এর হাদীস। এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামায পড়ায় নবী করীম সা. তাকে বললেন– قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ দাঁড়াও পূনরায় নামায পড়া। কেননা তুমি নামায পড়নি (বুখারী তিরমিযী, নাসায়ী)

নামায পড়া সত্ত্বেও নামায না হওয়াই একথার উপর প্রমান বহন করে যে, تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ ফরজ। আমাদের নিকট تعديل الاركان ফরজ নয় ওয়াজিব। আমাদের দলিল কুরআনে রুকু-সেজদার আমলটা হল আমরে মতলক। কেননা خبر واحد দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

وَسُنَّ غَيْرُ هُمَا اَوْنُدِبَ اَىْ مَا عَدَا الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ اِمَّا سُنَّةٌ اَوْ مَنْدُوْبٌ ـ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح لَافَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ عَلٰى مَا عُرِفَ فِىْ اُصُوْلِ الْفِقْهِ فَعِنْدَهٗ اَفْعَالُ الصَّلٰوةِ اِمَّا فَرَائِضُ اَوْ سُنَنٌ اَوْ مُسْتَحَبَّاتٌ ، فَاِذَا اَرَادَ الشُّرُوْعَ كَبَّرَ حَاذِفًا بَعْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ اَلْمُرَادُ بِالْحَذْفِ اَنْ لَا يَأْتِىَ بِالْمَدِّ فِىْ هَمْزَةِ اَللّٰهِ وَلَا فِىْ بَاءِ اَكْبَر غَيْرَ مُفَرِّجٍ اَصَابِعَهٗ وَلَا ضَامٍّ بَلْ يَتْرُكُهَا عَلٰى حَالِهَا مَاسًّا بِاِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ وَالْمَرْاَةُ تَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا فَاِنْ اَبْدَلَ التَّكْبِيْرَ بِاَللّٰهُ اَجَلُّ وَاَعْظَمُ اَوْ اَلرَّحْمٰنُ اَوْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ قَرَأَ بِهَا بِعُذْرٍ اَوْ ذَبَحَ وَسَمّٰى بِهَا جَازَ وَبِاَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ لَا فَالْحَاصِلُ اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يُبَدِّلَ بِذِكْرٍ مَا يَدُلُّ عَلٰى مُجَرَّدِ التَّعْظِيْمِ وَلَا يَشُوْبُ بِالدُّعَاءِ ـ

সহজ তরজমা

এ দু'টো ছাড়া অন্যগুলো সুন্নত অথবা মুস্তাহাব অর্থাৎ ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত আর যা কিছু আছে, তা হয়ত সুন্নত অথবা মুস্তাহাব। ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, ফরয ও ওয়াজিবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, যা উসূলে ফিকহ এর মধ্যে জানা গেছে। সুতরাং তার মতে, নামাযের কাজসমূহ হয়ত বা ফরয অথবা সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব হবে। যখন নামায শুরু করার ইচ্ছা করবে, তখন উভয় হাত উত্তোলন করার পর খাটোভাবে তাকবীর বলবে। 'হযফ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'আল্লাহ' শব্দের হামযা (أ) এবং 'আকবার' শব্দের বা (ب) এর মধ্যে মদ (লম্বা) করবে না। হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করবে না এবং মিলাবে ও না বরং আঙ্গুলগুলো স্বঅবস্থায় ছেড়ে দিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টো দ্বারা উভয় কানের লতি স্পর্শ করবে । আর স্ত্রীলোক (হস্তদ্বয়) উভয় কাঁধ বরাবর উঠাবে। কেউ যদি তাকবীরের পরিবর্তে اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَعْظَمُ বা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ বা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করে অথবা ফার্সিতে তাকবীর বলে বা ওযর বশত: ফার্সি ভাষায় কিরাত পড়ে কিংবা ফার্সি ভাষায় বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে, তা হলে তা জায়েয হবে। যদি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ দ্বারা তাকবীর বলে, তাহলে জায়েয হবে না। সারকথা এই যে, তাকবীরের পরিবর্তে ঐ সব বাক্য উচ্চারণ (দ্বারা নামায শুরু) করা জায়েয হবে, যেগুলো শুধু আল্লাহর মর্যদা –বড়ত্বের প্রতি নির্দেশ করে এবং যার মধ্যে দু'আর মিশ্রণ না থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَاالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ؟

প্রশ্ন : ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে فَرْض ও وَاجِب এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে আহনাফদের মতে উভয়টির মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

فَرْض শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নির্ধারণ করা। আর পরিভাষায় ফরজ বলা হয়, এমন একটা অকাট্য বিধান যা সুনিশ্চিত দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত, তা অস্বীকার কারীকে কাফের বলা হয়। আর ওয়াজিব হলো এমন বিধান যা সন্দেহ যুক্ত প্রমান দ্বারা প্রমাণিত যা অস্বীকার করা কুফরীর অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে আমলের ক্ষেত্রে ফরজ তুল্য ও বর্জন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একে فَرْض عَمَل ও বলা হয়।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنٰى "يَرْفَعُ يَدَهُ" ؟

প্রশ্ন : হাত উঠানো দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : এ বিষয়ে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। হাত কখন উঠাবে?

১। প্রথমে হাত উঠাবে। তারপর তাকবীর বলবে হিদায়ার গ্রন্থকার এটাকে বিশুদ্ধতম মত বলে উল্লেখ করেছেন।

২। তাকবীরের সাথে হাত উঠাবে। ইমাম কুদুরী রহ. তার কিতাবে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

৩। প্রথমে তাকবীর বলবে, তার পর হাত উঠাবে। আবূ দাউদ শরীফে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।
উল্লেখিত তিনটি সূরত জায়েয । তবে প্রথমটি উত্তম।

قَوْلُهُ : اَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ اَوْ قَرَأَ بِهَا الخ

اَلسُّوَالُ : مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِى الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ

প্রশ্ন : ফার্সিতে কিরাত পড়ার ব্যাপারে ইমামদের কি অভিমত ? বর্ণনা কর?

উত্তর : ফার্সী ভাষায় কিরাত পড়ার বিধান :

কোন ব্যক্তি যদি শুদ্ধ আরবি বলতে অক্ষম হয়, তা হলে তার জন্য ফার্সীতে কিরাত পাঠ করা এবং ফার্সী ভাষায় বিসমিল্লাহ্ পড়া জায়েয আছে। এটা সর্বসম্মত মত কেননা কুরআন যদিও আরবী শব্দ ও অর্থের সমষ্টির নাম। তবে ওযরের সময় শুধু ভার ও অর্থকেই কুরআন অভিহিত করা হবে যা তার সাধ্যের অনুকূলে রয়েছে। আর বান্দা তার সাধ্য অনুযায়ী আদিষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি শুদ্ধ আরবী বলতে সক্ষম হয়, তা হলে ফার্সীতে কিরাত পড়া যাবে কী না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে সক্ষম হলেও ফার্সী ভাষায় কিরাত পড়া এবং ফার্সীতে বিসমিল্লাহ্ বলা জায়েয হবে। তবে সাহেবাইনের মতে জায়েয নয়। পরবর্তীতে ইমাম আযম রহ. ইমামদ্বয়ের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

www.pathagar.com

وَيَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ كَالْقُنُوْتِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَيُرْسِلُ فِى قَوْمَةِ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ التَّكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ ـ فَالْحَاصِلُ اَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيْهِ ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ فَفِيْهِ الْوَضْعُ وَكُلُّ قِيَامٍ لَيْسَ كَذَا فَفِيْهِ الْاِرْسَالُ **ثُمَّ يُثْنِىْ وَلَا يُوَجِّهُ** اَرَادَ بِالثَّنَاءِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِلٰى اٰخِرِهِ اَلتَّوْجِيْهُ قِرَاءَةُ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ الاية بَعْدَ التَّحْرِيْمَةِ **وَيَتَعَوَّذُ لِلْقِرَاءَةِ لَا لِلثَّنَاءِ** اَلْمُخْتَارُ اَنَّ التَّعَوُّذَ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ لَا تَبَعٌ لِلثَّنَاءِ **فَيَقُوْلُهُ الْمَسْبُوْقُ لَا الْمُؤْتَمُّ** بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْمَسْبُوْقَ يَقْرَأُ وَلَا يُثْنِىْ فَيَتَعَوَّذُ وَالْمُؤْتَمُّ يُثْنِىْ وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يَتَعَوَّذُ وَاَمَّا مَنْ جَعَلَهُ تَبَعًا لِلثَّنَاءِ فَالْحُكْمُ عِنْدَهُ عَلٰى عَكْسِ مَاذَكَرَهُ **وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ** لِاَنَّ التَّكْبِيْرَاتِ بَعْدَ الثَّنَاءِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ التَّعَوُّذُ مُتَّصِلًا بِالْقِرَاءَةِ لَا بِالثَّنَاءِ ـ

وَيُسَمِّىْ لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّوْرَةِ وَيُسِرُّهُنَّ اَىِ الثَّنَاءَ وَالتَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فِى التَّسْمِيَةِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهُ اٰيَةٌ مِّنَ الْفَاتِحَةِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَنَا وَكَثِيْرٌ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ وَارِدٌ فِىْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **ثُمَّ يَقْرَأُ وَيُؤَمِّنُ بَعْدَ وَلَا الضَّالِّيْنَ سِرًّا كَالْمُؤْتَمِّ** ـ

সহজ তরজমা

সে তার নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে কুনূত এবং সালাতে জানাযার অনুরূপ। রুকু থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দুই ঈদের তাকবীরসমূহের মাঝে হাত ছেড়ে দিবে। সারকথা এই যে, প্রত্যেক কিয়াম যার মধ্যে কোন যিকির সুন্নত রয়েছে, তাতে হাত বাঁধতে হবে। আর যে কিয়াম এমন নয়, তাতে হাত ছেড়ে দিতে হবে। অতঃপর ছানা পড়বে। তবে اِنِّىْ وَجَّهْتُ বলবে না ছানা দ্বারা উদ্দেশ্য হল سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ শেষ পর্যন্ত এবং তাওজীহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাহরীমার পর اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ আয়াতটি পড়া। আর কিরাতে জন্য اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়বে, ছানার জন্যে নয়। পছন্দনীয় মত হল تعوذ হচ্ছে কিরাতের অনুগামী, ছানার অনুগামী নয়। তাই মসবুক تَعَوُّذ বলবে, মুকতাদী বলবে না। কেননা মাসবুক কিরাত পড়ে ছানা বলে না। তাই সে আউযুবিল্লাহ বলবে। আর মুকতাদী ছানা বলে, কিরাত না পড়ে, তাই সে আউযুবিল্লাহ বলবে না। তবে যে (ইমাম) (تَعَوُّذ) দুই ঈদের তাকবীরসমূহের পরে বলবে। কেননা তাকবীরসমূহ ছানার পর বলা হয়। তাই উচিত হল تَعَوُّذ কিরাতের সাথে সংযুক্ত হবে, ছানার সাথে নয়। এবং বিসমিল্লাহ বলবে, তবে ফাতিহা এবং সূরার মাঝে নয়। এসবগুলো অনুচ্চস্বরে পড়বে অর্থাৎ ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ। ইমাম শাফিয়ী রহ. বিসমিল্লাহ এর ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তার মতে, تَسْمِيَة হল ফাতিহার একটি আয়াত। আমাদের মতে, তা আয়াত নয়। এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা কিরাত শুরু করেছেন। তারপর কিরাত পড়বে এবং وَلَا الضَّالِّيْن এরপর অনুচ্চস্বরে আমীন বলবে মুকতাদীর ন্যায়।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَيَضَعُ يَمِيْنَهُ الخ

اَلسُّوَالُ اَيْنَ يَضَعُ الْيَدَيْنِ فِى الصَّلَاةِ؟ بَيِّنْ مُدَلَّلاً

প্রশ্ন : নামাযে কোথায় হাত বাঁধবে? দলীল সহ লিখ।

উত্তর : নামাযে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. নাভির নীচে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখেছেন।" (ইবনে আবী শইবা) তবে সহীহ সনদসহ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, তিনি নাভির উপর বক্ষের নিকট হাত রেখেছেন। (আহমদ ইবনে খুযাইমা)

قَوْلُهُ : اِنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيْهِ ذِكْرٌ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا مُرَادُ قَوْلِهِ "ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ" ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا"

প্রশ্ন : "ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ"-এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : قَوْلُهُ : اِنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيْهِ ذِكْرٌ مَسْنُوْنٌ الخ : এ বাক্যে مَسْنُوْن শব্দটি مَشْرُوْع-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায় এ مَسْنُوْن শব্দের قَيْد দ্বারা قِيَام-এর ফরয তথা কেরাত এবং قِيَام-এর ওয়াজিব তথা সূরা ফাতিহা ও এর সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো قِيَام থেকে বাদ পড়ে যায়। তাই তা مَشْرُوْع-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন এতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব শামিল থাকে। অনুরূপ উক্ত জিকির দ্বারা ذِكْر طَوِيْل উদ্দেশ্য, অন্যথায় রুকু থেকে দাঁড়িয়েও হাত বাঁধা আবশ্যক হবে। কারণ, এতে ছোট একটি ذِكْر তথা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ হয়, কিন্তু লম্বা ذِكْر হয় না। তাই এতে হাতও বাঁধতে হয় না।

قَوْلُهُ : اَلْمُخْتَارُ اَنَّ التَّعَوُّذَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসালাটি ইমামগণের ইখতিলাফসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : اَلْمُخْتَارُ اَنَّ التَّعَوُّذَ تَبَعٌ الخ : এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর অভিমত যে, تَعَوُّذ-কে কেরাতের অনুগামী বানাবে; ছানার অনুগামী নয়। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর নিকট تَعَوُّذ ছানার অনুগামী। খুলাসাহ নামক গ্রন্থে একেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে মোল্লা আলী কারী রহ. একে খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি ভুল। কারণ تَعَوُّذ কুরআনের অনুগামী। যদি একে ছানার অনুগামী সাব্যস্ত করা হয় তবে তা আল্লাহর বাণী– فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -এর পরিপন্থি হয়।

www.pathagar.com

ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ خَافِضًا وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ مُفَرِّجًا اَصَابِعَهُ بَاسِطًا ظَهْرَهُ غَيْرَرَافِعٍ وَلَا مُنَكِّسٍ رَأْسَهُ وَيُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَهُوَ اَدْنَاهُ ثُمَّ يُسَمِّعُ اَىْ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَافِعًا رَأْسَهُ وَيَكْتَفِى بِهِ الْاِمَامُ وَبِالتَّحْمِيْدِ الْمُؤْتَمُّ ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيَقُوْمُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ اَوَّلاً ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ ضَامًّا اَصَابِعَهُ مُبْدِيًا ضَبْعَيْهِ مُجَافِيًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُوَجِّهًا اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيُسَبِّحُ فِيْهِ ثَلٰثًا فَاِنْ سَجَدَ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ اَوْشَيْئٍ يَجِدُ حَجْمَهُ وَيَسْتَقِرُّ جَبْهَتُهُ جَازَ وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَا وَكَذَا لَوْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ عَلٰى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّىْ صَلَاتَهُ لَا مَنْ لَايُصَلِّيْهَا اَىْ لَا عَلٰى ظَهْرِ مَنْ لَّا يُصَلِّىْ صَلَاتَهُ وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّايُصَلِّىْ اَصْلاً اَوْيُصَلِّىْ وَلٰكِنْ لَّا يُصَلِّىْ صَلَاتَهُ وَالْمَرْاَةُ تَنْخَفِضُ وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ اَوَّلاً ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ وَيَقُوْمُ مُسْتَوِيًا بِلَا اِعْتِمَادٍ عَلَى الْاَرْضِ ـ وَلَا قُعُوْدٍ وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِىْ رح وَيُسَمّٰى جَلْسَةَ الْاِسْتِرَاحَةِ ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর নত হয়ে রুকুর জন্যে তাকবীর বলবে এবং উভয় হাত দুই হাঁটুর উপর রাখবে এমন অবস্থায় যে, আঙ্গুলগুলো ফাঁক করবে, পিঠকে সমতলভাবে রাখবে, মাথা উঠাবে না এবং ঝুঁকাবেও না। এবং তিনবার তাসবীহ্ বলবে। এটা তার সর্বনিম্ন পরিমাণ । এরপর تَسْمِيْع বলবে অর্থাৎ মাথা উত্তোলন করে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। ইমাম শুধু এর উপর যথেষ্ট করবে মুকতাদি শুধু তাহ্মীদ বলবে। আর মুনাফরিদ উভয়টি একত্র করবে। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তাকবীর বলবে এবং সাজদা করবে। প্রথমে উভয় হাঁটু অতঃপর উভয় হাত রাখবে। তারপর মুখমণ্ডল উভয় হাতের তালুর মাঝে (স্থাপন করবে) এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর (রাখবে)। এমন অবস্থায় যে, আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে, উভয় বাহু প্রসারিত করবে, পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে, পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করবে এবং তাতে তিনবার তাসবীহ্ বলবে। কেউ যদি পাগড়ীর প্যাঁচের উপর বা বাড়তি কাপড়ের উপর বা এমন বস্তুর উপর সাজদা করে যার উচ্চতা অনুভূত হয় এবং তাতে কপাল স্থির থাকে, তা হলে জায়েয হবে। আর যদি স্থির না থাকে, তা হলে জায়েয হবে না। তদ্রূপ একই হুকুম ভিড়ের কারণে এমন ব্যক্তির পিঠের উপর সাজদা করার যে তার নামাযের ন্যায় নামায পড়ছে। তবে জায়েয হবে না যে তার মতো নামায না পড়ে অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের মতো নামায না পড়ে তার পিঠের উপর সাজদা করা জায়েয নয়। হয় সে মূলতঃ নামাযই পড়ছে না অথবা নামায পড়ছে, কিন্তু তার নামাযের ন্যায় নামায নয়। আর মহিলা সাজদায় নিচু হয়ে যাবে, পেট উভয়

www.pathagar.com

উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। (তাসবীহ বলার পর) সে তাকবীর বলে তার মাথা উঠাবে এবং সুস্থির হয়ে বসবে এরপর তাকবীর উভয় হাত তারপর উভয় হাঁটু (উঠাবে)। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, জমীনের উপর ভর দিবে না এবং বসবে না। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে (তার মতে, সামান্য সময় বসবে)। এটাকে জালসাতুল ইসতিরাহাত (বিশ্রাম বৈঠক) বলা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি ব্যাখ্যা কর :

উত্তর : قَوْلُهُ : ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ الخ : এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেরাত থেকে অবসর হওয়ার পর রুকুর ওয়াক্ত। এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাকবীরের পর কোনো কেরাত পড়বে না। এই তাকবীর এবং এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সমস্ত তাকবীর সুন্নত। خَافِضًا শব্দটি يُكَبِّرُ-এর فَاعِل-এর حَال-এর হয়েছে। অর্থাৎ মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় রুকুর জন্য তাকবীর বলবে; বরং যখন রুকুর জন্য ঝুঁকতে শুরু করবে তখন তাকবীর বলাও শুরু করে দেবে। আর ঝুঁকা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাকবীর বলাও শেষ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ : بَاسِطًا ظَهْرَهُ الخ : অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি রুকুতে স্বীয় পিঠ বিছিয়ে দিবে এবং বরাবর করে রাখবে। এমনকি যদি পিঠে পানি ভরা গ্লাস রাখা হয়, তবে পড়ে যাবে না। মাথা ও পিঠের বরাবর রাখবে। পিঠের চেয়ে উঁচু করবে না; বরং উত্তম হচ্ছে, কোমর পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে। তন্মধ্যে কোনোটাই কোনোটা থেকে উঁচু-নিচু রাখবে না। এটিই হচ্ছে সুন্নত তরিকা।

قَوْلُهُ : وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتَلْزَقُ الخ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ كَيْفِيَّةَ سِجْدَةِ الْمَرْأَةِ

প্রশ্ন : মহিলার সাজদার নিয়ম বর্ণনা কর

উত্তর : মহিলারা সিজদাবস্থায় পুরুষের পরিপন্থি করবে। পূর্ণ হাতকে ভূমির উপর বিছিয়ে দেবে। বাহুকে বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেটকে রানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। অর্থাৎ যথাসম্ভব গোলগাল হয়ে সিজদা করবে। যার দ্বারা তার শরীর অধিক আবৃত থাকবে।

www.pathagar.com

وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُوْلٰى لٰكِنْ لَا ثَنَاءَ وَلَا تَعَوُّذَ وَلَا رَفْعَ يَدَيْهِ فِيْهَا وَإِذَا أَتَمَّهَا افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلَيْهَا نَاصِبًا يُمْنَاهُ مُوَجِّهًا أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ مُوَجِّهًا أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ مَبْسُوْطَةً وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رح فَإِنَّ عِنْدَهُ يَعْقِدُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَيَحْلِقُ الْوُسْطٰى وَالْإِبْهَامَ وَيُشِيْرُ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمِثْلُ هٰذَا جَاءَ عَنْ عُلَمَائِنَا اَيْضًا وَيَتَشَهَّدُ كَابْنِ مَسْعُوْدٍ رض وَلَا يَزِيْدُ عَلَيْهِ فِى الْقَعْدَةِ الْأُوْلٰى وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْأُوْلَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ وَهِيَ أَفْضَلُ وَإِنْ سَبَّحَ أَوْ سَكَتَ جَازَ وَيَقْعُدُ كَالْأُوْلٰى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح فَإِنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ فِى التَّشَهُّدِ الثَّانِى التَّوَرُّكُ وَهُوَ هَيْأَةُ جُلُوْسِ الْمَرْأَةِ فِى الصَّلٰوةِ وَهِيَ هٰذِهِ وَالْمَرْأَةُ تَجْلِسُ عَلٰى اَلْيَتِهَا الْيُسْرٰى مُخْرِجَةً رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فِيْهِمَا اَيْ فِى التَّشَهُّدَيْنِ۔

وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَدْعُوْ بِمَا يُشْبِهُ الْقُرْاٰنَ وَالْمَاثُوْرَ مِنَ الدُّعَاءِ لَا كَلَامَ النَّاسِ فَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا مِمَّا يَسْأَلُ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ بِنِيَّةِ مَنْ ثَمَّهُ مِنَ الْبَشَرِ وَالْمَلَكِ ثُمَّ عَنْ يَسَارِهِ كَذٰلِكَ وَالْمُؤْتَمُّ يَنْوِىْ إِمَامَهُ فِىْ جَانِبِهِ وَفِيْهِمَا إِنْ حَاذَاهُ وَالْإِمَامُ بِهِمَا اَيْ يَنْوِى الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْإِمَامُ لَا يَنْوِىْ لِأَنَّهُ يُشِيْرُ إِلَى الْقَوْمِ وَالْإِشَارَةُ فَوْقَ النِّيَّةِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْإِمَامُ يَنْوِىْ بِالتَّسْلِيْمَةِ الْأُوْلٰى وَالْمُنْفَرِدُ الْمَلَكَ فَقَطْ۔

সহজ তরজমা

এবং দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের মতো। কিন্তু এতে ছানা নেই, আউযুবিল্লাহ্ নেই এবং হাত উত্তোলন নেই। যখন দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করল, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। এমতাবস্থায় যে, ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে, উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে ছড়িয়ে কিবলামুখী রাখবে। এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয় গুটিয়ে নিবে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বৃত্ত বানাবে এবং উভয় তাশাহহুদ উচ্চারণ করার সময় তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। এরূপই আমাদের উলামা থেকে বর্ণিত রয়েছে। আর তাশাহহুদ বলবে ইবনে মাসউদ রাযি.-এর তাশাহহুদের অনুরূপ। প্রথম বৈঠকে এর উপর কিছু অতিরিক্ত করবে না এবং প্রথম দুই রাক'আতের পরবর্তী রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। এটা উত্তম। আর যদি তাসবীহ্ বলে বা চুপ থাকে, তাও জায়েয এবং প্রথম বৈঠকের অনুরূপ বসবে। ইমাম শাফিঈ রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে, দ্বিতীয় তাশাহহুদে تَوَرُّك সুন্নত। আর তা হল, নামাযের মধ্যে মহিলার বসার অবস্থা। তা এই যে, স্ত্রীলোক তার উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বাম নিতম্বের উপর বসবে। উভয়টিতে অর্থাৎ উভয় তাশাহহুদের মধ্যে।

www.pathagar.com

আর তাশাহহুদ পড়বে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর দরূদ পড়বে এবং কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'আ করবে। তবে মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্য দু'আ করবে না। এমন কিছুর প্রার্থনা করবে না, যেগুলো মানুষের কাছে চাওয়া হয়। অতঃপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে সে দিকের মানুষ ও ফিরিশতার নিয়ত করে। তারপর বাম দিকে অনুরূপভাবে সালাম ফিরাবে। মুকতাদী আপন ইমামের নিয়ত করবে। ইমাম যেদিকে রয়েছে (সে দিকে সালাম ফিরানোর সময়)। আর যদি সে ইমামের বরাবর হয়, তবে উভয় দিকে এ নিয়ত করবে। ইমাম উভয় সময় অর্থাৎ ইমাম উভয় সালামের সময় নিয়ত করবে। কারো কারো মতে, ইমাম নিয়ত করবে না। কেননা সে কওমের প্রতি ইশারা করে, আর ইশারা নিয়তের উর্ধ্বে। আর কারো কারো মতে, ইমাম শুধু প্রথম সালামের সময় নিয়ত করবে। এবং মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) শুধু ফিরিশতার নিয়ত করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَیُّ تَشَهُّدٍ اَفْضَلُ؟

প্রশ্ন : উত্তম তাশাহহুদ কোনটি?

উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত তাশাহহুদকে উত্তম তাশাহহুদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমার হাত ধরে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে আমাকে কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তা হল এই اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ .... اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ এটি উত্তম। কেননা ইবনে মাসউদ রাযি.-এর হাদীসে قُلْ আদেশসূচক ফে'ল রয়েছে যা কমপক্ষে মুস্তাহাব এর উপর দালালত করে।

اَلسُّوَالُ : مَا هِیَ الطَّرِیْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِلسَّلَامِ

প্রশ্ন : সালামের সুন্নত তরীকা কি?

উত্তর : সাধারণত اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলা প্রচলিত রয়েছে তবে আবূ দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় وَبَرَكَاتُهٗ ও বর্ণিত আছে। ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর সময় সেদিকের ফিরিশতা ও মুসল্লিগণের নিয়ত করবে। আর মুক্তাদীগণ ইমামের নিয়ত করবে।

www.pathagar.com

فَصْلٌ فِى الْقِرَائَةِ

يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِى الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْفَجْرِ وَأُوْلَى الْعِشَائَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً لَا غَيْرِ وَالْمُنْفَرِدُ خُيِّرَ إِنْ أَدَّى وَخَافَتَ حَتْمًا إِنْ قَضٰى وَأَدْنَى الْجَهْرِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ اِحْتِرَازٌ عَمَّا قِيْلَ إِنَّ أَدْنَى الْجَهْرِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيْحُ الْحُرُوْفِ **وَكَذَا فِىْ كُلِّ مَا تَعَلَّقَ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهَا** أَىْ أَدْنَى الْمُخَافَتَةِ فِىْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ حَتّٰى لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِحَيْثُ صَحَّحَ الْحُرُوْفَ لٰكِنْ لَمْ يَسْمَعْ نَفْسُهُ لَايَقَعُ وَلَوْ طَلَّقَ جَهْرًا وَوَصَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ نَفْسُهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ **فَإِنْ تَرَكَ سُوْرَةَ أُوْلَى الْعِشَاءِ قَرَأَهَا بَعْدَ فَاتِحَةِ أُخْرَيَيْهِ وَجَهَرَ بِهِمَا إِنْ أَمَّ وَلَوْ تَرَكَ فَاتِحَتَهُمَا لَمْ يُعِدْ** لِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِى الْأُخْرَيَيْنِ فَلَوْ قَضٰى فِيْهِمَا فَاتِحَةَ الْأُوْلَيَيْنِ يَلْزَمُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَا غَيْرُ مَشْرُوْعٍ **وَفَرْضُ الْقِرَائَةِ أٰيَةٌ وَالْمُكْتَفِىْ بِهَا مُسِئٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ.**

সহজ তরজমা

ইমাম জুম'আ, দুই ঈদ, ফজর ও উভয় ইশার (মাগরিব ও ঈশা) প্রথম দুই রাক'আতে উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়বে (এসব নামায) আদা হোক বা কাযা হোক; অন্য কোনো নামাযে নয়। আর মুনফারিদ আদা নামাযে ইচ্ছাধীন। কাযা নামাযে আবশ্যকীয়ভাবে অনুচ্চস্বরে পড়বে। উচ্চঃস্বর এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল অন্যকে শোনানো। আর অনুচ্চঃস্বর এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল নিজেকে শুনানো। এটাই বিশুদ্ধ, هُوَ الصَّحِيْحُ বলে ঐ উক্তিকে বাদ দেওয়া হয়েছে যারা বলে যে, উচ্চঃস্বরে সর্বনিম্ন পরিমাণ হল নিজে শুনতে পাওয়া। আর অনুচ্চঃস্বরে সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। **তদ্রূপ যেসব বস্তু উচ্চারণের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর বেলায়ও একই হুকুম। যেমন তালাক প্রদান, আযাদ করা ও ইসতিছনা (ব্যতিক্রম যোগ তথা ইনশাআল্লাহ বলা) ইত্যাদি।** অর্থাৎ এ সকল বিষয়ে অনুচ্চঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, নিজেকে শুনানো। এমনকি কেউ যদি তালাক প্রদাণ করে অথবা গোলাম আযাদ করে এভাবে যে, সে শুধু অক্ষরগুলো বিশুদ্ধ উচ্চারণ করল কিন্তু নিজে শুনতে পায় নি, তবে এসব পতিত হবে না। আর যদি উচ্চঃস্বরে তালাক প্রদান করে এবং তার সাথে إِنْشَاءَ اللّٰهُ সংযুক্ত করে এভাবে যে, সে নিজে শুনতে পায় নি, তবে তালাক পতিত হবে। এবং ইসতিছনা শুদ্ধ হবে না।

কেউ যদি ইশার প্রথম দুই রাক'আতে সূরা তরক করে, তা হলে শেষ দুই রাক'আতের ফাতিহার পর সূরা পড়বে এবং উচ্চঃস্বরে পড়বে যদি সে ইমাম হয়। আর যদি উভয় রাক'আতে ফাতিহা তরক করে, তবে দোহরাবে না। কেননা সে শেষ দুই রাক'আতে ফাতিহা পড়বে, এখন যদি তাতে প্রথম দুই

রাক'আতের ফাতিহা কাযা করে, তা হলে একই রাক'আতে ফাতিহা একাধিকবার হওয়া অনিবার্য হবে। আর এটা শরী'আত অনুমোদিত নয়। **কিরাতের ফরয পরিমাণ হল এক আয়াত, তবে এর উপর যথেষ্টকারীও গুনাহগার হবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : فِىْ اَىِّ صَلٰوةٍ تُجْهَرُ فِيْهَا الْقِرَاْةُ

প্রশ্ন : কোন কোন নামাযে উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়বে?

উত্তর : ফজর, জুম'আ, দুই ঈদ, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাক'আতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া ইমামের জন্য ওয়াজিব। নামায ওয়াক্ত মতো আদায় করা হোক বা ওয়াক্ত ফওত হওয়ার কারণে কাযা করা হোক। কাযা নামায যদি জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়, তা হলে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে। একাকী নামায হলে অনুচ্চস্বরে পড়বে। তবে আদা নামায হলে মুনফারিদের ইচ্ছাধীন। উল্লেখিত নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না। তবে সাহেবাইনের মতে রমাযানে তারাবীহ ও বিতরের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া ওয়াজিব। উচ্চস্বরে কিরাত পড়া শুধু ইমামের জন্য ওয়াজিব। مُنْفَرِدْ এর জন্য ওয়াজিব নয়। আর মুকতাদীর জন্য তো কোনো কিরাতই নেই, স্বরবেও নেই, নীরবেও নেই।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ قَدَرَ الْمُخَافَةِ وَالْجَهْرِ

প্রশ্ন : جَهْر ও مُخَافَة এর পরিমাণ উল্লেখ কর?

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে উচ্চস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি শুনতে পাবে। আর অনুচ্চস্বরের সর্বনিম্ন হল, সে নিজে শুনতে পাবে। এর কমে হলে নামায শুদ্ধ হবে না। কারো কারো মতে উচ্চস্বরের সীমা হল, নিজে শুনতে পাওয়া। আর অনুচ্চস্বরের পরিমাণ হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

www.pathagar.com

وَسُنَّتُهَا فِى السَّفَرِ عَجَلَةً اَلْفَاتِحَةُ وَاَىُّ سُوْرَةٍ شَاءَ وَاَمْنَةً نَحْوُ الْبُرُوْجِ وَانْشَقَّتْ وَفِى الْحَضَرِ اِسْتَحْسَنُوْا طِوَالَ الْمُفَصَّلِ فِى الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَاَوْسَطَهُ فِى الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَقِصَارَهُ فِى الْمَغْرِبِ وَمِنَ الْحُجُرَاتِ طِوَالُهُ اِلَى الْبُرُوْجِ وَمِنْهَا اَوْسَاطُهُ اِلَى لَمْ يَكُنْ وَمِنْهَا قِصَارُهُ اِلَى الْاٰخِرِ وَفِى الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ الْحَالِ وَكُرِهَ تَوْقِيْتُ سُوْرَةٍ لِلصَّلٰوةِ اَىْ تَعْيِيْنُ سُوْرَةٍ لِلصَّلٰوةِ بِحَيْثُ لَايَقْرَأُ فِيْهَا اِلَّا تِلْكَ السُّوْرَةَ ـ

وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهٗ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لِىْ اُنَازِعُ فِى الْقُرْاٰنِ وَسُكُوْتُ الْاِمَامِ لِيَقْرَأَ الْمُؤْتَمُّ قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ **وَاِنْ قَرَأَ اِمَامُهٗ اٰيَةَ تَرْغِيْبٍ وَتَرْهِيْبٍ اَوْ خَطَبَ اَوْ صَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا اِذَا قَرَأَ قَوْلَهٗ تَعَالٰى صَلُّوْا عَلَيْهِ فَيُصَلِّىْ سِرًّا ـ**

সহজ তরজমা

সফরে কিরাতের সুন্নত পরিমাণ হল, তাড়াহুড়ার অবস্থা হলে ফাতিহা এবং অন্য যে কোনো সূরা ইচ্ছা হয় (পড়বে)। আর স্থিতি ও শান্ত অবস্থা হলে সূরা বুরূজ ও ইনশাক্কাত এর অনুরূপ। মুকীম অবস্থায় ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্সাল, আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল পছন্দনীয়। সূরা হুজুরাত থেকে বুরূজ পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাস্সাল, সূরা বুরূজ থেকে লাম ইয়াকুন পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্সাল এবং সূরা লাম ইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত কিসারে মুফাস্সাল। আর প্রয়োজনের সময় (সুন্নত হল) অবস্থা অনুযায়ী কিরাত পড়া। নামাযের জন্যে কোনো সূরা নির্ধারণকরণ মাকরূহ। অর্থাৎ নামাযের জন্য কোনো সূরাকে এভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যে, তাতে ঐ সূরা ছাড়া অন্য কোনো সূরা পড়বে না। এমনটা মাকরূহ।

মুক্তাদী কিরাত পড়বে না বরং মনোযোগসহ শুনবে ও চুপ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা তোমরা মনোযোগসহকারে শুনো এবং চুপ থাকো"। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ইমাম যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরা তাকবীর বলো আর যখন কিরাত পাঠ করে, তখন চুপ থাকো। রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাতই তার কিরাতরূপে পরিগণিত হবে। রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, কী হল! কুরআন নিয়ে আমার সঙ্গে সংঘর্ষ করা হচ্ছে! আর ইমামের চুপ থাকা যাতে মুক্তাদী কিরাত পড়ে এটা নির্ধারিত নিয়মের উল্টো। যদি ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পাঠ করেন অথবা খুতবা পড়েন কিংবা রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর দরূদ পড়েন, (তবুও চুপ থাকবে) কিন্তু যদি আল্লাহর বাণী পড়েন, صَلُّوْا عَلَيْهِ তখন (শ্রোতা) চুপিসারে দরূদ পড়বে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الْقِرَاءَةِ لِلْمُؤْتَمِّ؟

প্রশ্ন : মুক্তাদির কিরাত পড়ার বিধান কি?

উত্তর : ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাত পড়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে মুক্তাদী ইমামের পিছনে কোনো কিরাত পড়বে না বরং মনোযোগসহকারে শ্রবণ করবে ও নীরব থাকবে। শারেহ রহ. এটা প্রমাণে তিনটি দলীল পেশ করেছেন যা অনুবাদ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে মুক্তাদি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তা ফরয।

قَوْلُهُ : سُكُوْتُ الْإِمَامِ الخ

اَلسُّوَالُ : عَنْ اَىِّ سُوَالٍ اَجَابَ الشَّارِحُ رح بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلًا ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ ثَانِيًا

প্রশ্ন : উক্ত ইবারত দ্বারা শারেহ রহ. কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন? প্রশ্নটি উল্লেখ পূর্বক উত্তর লিখ।

উত্তর : প্রশ্নটি হল এই যে, শাফিয়ীদের প্রসিদ্ধ নিয়ম হল ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর এতটুকু সময় নীরবতা অবলম্বন করবে, যার মধ্যে মুকতাদী ফাতিহা পড়ে নিতে পারে। কেউ যদি এ নিয়ম অনুসারে ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করে, তা হলে এটা তো কুরআন ও হাদীসে নীরব থাকার নির্দেশের পরিপন্থী হল না।

এর জবাব হল, শরী'অতের নিয়ম হচ্ছে মুকতাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং সমস্ত কাজে ইমামের তাবে'-অনুসারী হবে। এখন যদি ইমাম এ উদ্দেশ্যে খামুস থাকে যে, মুকতাদী কিরাত পড়বে, তা হলে ফল এই দাঁড়াবে যে, ইমাম মুকতাদীর তাবে- অনুসারী এ জন্যেই সে মুকতাদীকে কিরাত পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ এটা শরী'অত নির্ধারিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

فَصْلٌ فِى الْجَمَاعَةِ

اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ الْوَاجِبِ **وَالْأَوْلٰى بِالْإِمَامَةِ الْأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ فَإِنْ اَمَّ عَبْدٌ اَوْ اَعْرَابِىٌّ اَوْ فَاسِقٌ اَوْ اَعْمٰى اَوْ مُبْتَدِعٌ اَوْ وَلَدُ الزِّنَا كُرِهَ كَجَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ يَقِفُ الْإِمَامُ فِيْ وَسْطِهِنَّ لَوْ فَعَلْنَ** لَفْظُ الْإِمَامِ يَسْتَوِى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَلِهٰذَا لَمْ تَدْخُلْ تَاءُ التَّانِيثِ فِيهِ وَكَحُضُورِ الشَّابَّةِ كُلَّ جَمَاعَةٍ **وَالْعَجُوزِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَا الْبَاقِيَةَ** اَىْ لَا بَأْسَ لِلْعَجُوزَاتِ بِالْخُرُوجِ فِى الْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ **وَيَقْتَدِى الْمُتَوَضِّى بِالْمُتَيَمِّمِ** لِاَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَالْخَلْفِيَّةُ فِى التُّرَابِ عِنْدَنَا ـ **وَالْغَاسِلُ بِالْمَاسِحِ** لِاَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ مِنْ سِرَايَةِ الْحَدَثِ اِلَى الرِّجْلِ وَمَا عَلَى الْخُفِّ طُهِّرَ بِالْمَسْحِ **وَالْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ** بِنَاءً عَلٰى فِعْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ **وَالْمُؤْمِئُ بِالْمُؤْمِئِ وَالْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ لَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اَوْ صَبِيٍّ** لِاَنَّ الْوَاجِبَ تَاخِيرُهُنَّ بِالنَّصِّ وَطَاهِرٌ بِمَعْذُورٍ ـ **وَقَارِئٌ بِاُمِّيٍّ وَلَابِسٌ بِعَارٍ وَغَيْرُ مُؤْمِئٍ بِمُؤْمِئٍ وَمُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ** لِاَنَّ بِنَاءَ الْقَوِىِّ عَلَى الضَّعِيفِ لَايَجُوزُ وَمُفْتَرِضٍ فَرْضًا اُخَرَ لِاَنَّ الْاِقْتِدَاءَ شِرْكَةٌ فَيَجِبُ الْاِتِّحَادُ ـ

সহজ তরজমা

জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং তা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। ইমামতির জন্য সে সর্বাধিক যোগ্য যে সুন্নত সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। অতঃপর যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী। তারপর যে অধিক পরহেযগার এরপর যে বয়সে সবচাইতে বড়। যদি ক্রীতদাস, গেঁয়ো, ফাসিক, অন্ধ বিদআতী বা জারজ সন্তান ইমামতি করে, তা হলে তা মাকরূহ হবে। যেমন শুধু মহিলাদের জাম'আত করা (মাকরূহ) যদি তারা (মহিলারা) এরূপ করে, তা হলে ইমাম তাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াবে। اَلْإِمَامُ শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ক্ষেত্রে বরাবর। এজন্যেই তাতে তানীছ এর তা (ة) প্রবেশ করে নি। প্রত্যেক জাম'আতে যুবতীদের উপস্থিত হওয়া এবং যোহরে ও আসরে বৃদ্ধাদের উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। বাকী নামাযগুলোতে মাকরূহ নয়। অর্থাৎ বৃদ্ধাদের জন্য মাগরিব, ঈশা ও ফজরে উপস্থিত হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

ওযুকারী তায়াম্মুমকারীর ইকতিদা করতে পারবে। কেননা আমাদের মতে পানি না থাকার সময় তায়াম্মুম হল স্বাভাবিক পবিত্রতা। আর মাটির স্থলবর্তিতা হল পবিত্রতার ক্ষেত্রে। ধৌতকারী মাসাহকারীর (ইকতিদা করতে পারবে)। কেননা মোজা পায়ে হাদাছ অনুপ্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। আর মোজার উপর যে হাদছ থাকে তা মাসাহ দ্বারা পাক হয়ে যায়। দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট এর (ইকতিদা করবে) রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমলের উপর ভিত্তি করে। ইশারায় নামায আদায়কারী অন্য ইশারাকারীর এবং নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর (ইকতিদা করতে পারবে)। পুরুষ কোনো মহিলার বা শিশুর

www.pathagar.com

ইকতিদা করবে না। কেননা মহিলাদেরকে পিছনে রাখা নস এর দ্বারা ওয়াজিব (সাব্যস্ত হয়েছে)। **পবিত্র ব্যক্তি মাযুর এর, কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উম্মীর, কাপড় পরিহিত ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির, ইশারাকারী নয় এমন ব্যক্তি ইশারাকারীর এবং ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারীর ইকতিদা করবে না।** কেননা দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি জায়েয নেই। আর এক ফরয আদায়কারী অন্য ফরয আদায়কারীর (ইকতিদা করবে না)। ইকতিদা হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই অভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ؟

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদসহ জামা'আতের বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : জামা'আত সম্পর্কে ছয়টি মতামত উল্লেখ করেছেন।

(১) অধিকাংশ হানাফীদের মতে জামা'আত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। এটাকে سُنَنِ هُدَای ও বলা হয়।

(২) কারো কারো মতে জামা'আতে নামায পড়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ ইমামগণ এ উক্তিকে রদ করেছেন এ বলে যে, যদি জামা'আত মুস্তাহাব হত, তা হলে জামা'আত তরককারী সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ হত না।

(৩) কতকের অভিমত হল, ওয়াজিব।

(৪) ইমাম তাহাবী ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে জামা'আত ফরযে কিফায়া। কিছু সংখ্যক আদায় করলেই সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

(৫) ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে জামা'আত ফরযে আইন তবে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আত শর্ত নয়। কতক শাফিঈ এ উক্তিকে সহীহ বলেছেন।

(৬) কারো কারো মতে নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আত শর্ত।

هُوَ قَرِيْبٌ বলে শারেহ রহ. বলছেন, জামা'আত শুধু সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ নয় বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি পর্যায়ের।

اَلسُّوَالُ : مَنْ اَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟ اُذْكُرْ مُرَتَّبًا .

প্রশ্ন : ইমামতির জন্য সর্বাধিক হকদার কে? ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর?

উত্তর : ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে ইমামতির জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হল, যিনি সব চাইতে বড় কারী। এরপর যে অধিকতর জ্ঞানী। যদি এতে সকলে সমান হয়, তা হলে সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি ইমাম হবে।

হানাফীদের নিকট যিনি নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য। এরপর যে বড় কারী। আনহাফের যুক্তি হল, নামাযে শুধু একটি রুকন আদায়ে কিরাতের প্রয়োজন পড়ে আর পুরো নামায আদায়ে ইলমের প্রয়োজন হয়। তাই اَعْلَمُ (সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ حُكْمَ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ

প্রশ্ন : মহিলাদের জামা'আত পড়ার বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : স্ত্রীলোকদের এককভাবে জামা'আত করা মাকরূহ। কারাহাত থাকা সত্ত্বেও যদি তারা জামা'আত করে, তা হলে ইমাম তাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াবে। এটা ছতরের অধিক উপযোগী।

স্ত্রী লোকদের নামাযে উপস্থিত হওয়ার বিধান হচ্ছে যুবতী মেয়েদের জন্য যে কোনো জামা'আতে উপস্থিত

www.pathagar.com

হওয়া মাকরূহ। কেননা এতে ফেতনার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তবে বৃদ্ধাদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে বৃদ্ধারা যোহর ও আসরের নামাযে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। কেননা যোহর ও আসর নামাযের সময় ফাসিকদের উপদ্রব থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে বৃদ্ধাদের জন্য সকল নামাযে উপস্থিত হওয়া জায়েয। কেননা তাদের বেলায় ফেৎনার আশঙ্কা নেই।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ حُكْمَ اِقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّىْ بِالْمُتَيَمِّمِ

প্রশ্ন : তায়াম্মুমকারীর পিছনে অজুকারীর ইকতিদার হুকুম কি?

উত্তর : তায়াম্মুমকারীর পিছনে ওযুকারী ইকতিদা করতে পারবে। কারণ, পানি না থাকাবস্থায় তায়াম্মুমই তাহারাত। আর আমাদের নিকট মাটিই পানির খলীফা।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ حُكْمَ اِمَامَةِ الْمَرْاَةِ وَالصَّبِىِّ

প্রশ্ন : স্ত্রীলোক ও নাবালক শিশুর ইমামতির বিধান কি?

উত্তর : পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : اَخِّرُوْهُنَّ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ তোমরা তাদেরকে (মহিলাদেরকে) পিছনে রাখো যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। সুতরাং তাদেরকে ইমামতির জন্য আগে বাড়ানো জায়েয হবে না। তদ্রূপ বয়স্কদের জন্য নাবালক অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পিছনে ইকতিদা করা জায়েয হবে না। কেননা তারা নফল আদায়কারী। এ ছাড়া এখনো শরী'আতের হুকুমের আদিষ্ট হয়নি বিধায় ফরয আদায়কারীর ইকতিদা তার পিছনে জায়েয হবে না। তবে তারাবীহ এর ক্ষেত্রে বলখ এর মাশায়েখগণ ও হানাফীদের পরবর্তী অধিকাংশ ফকীহগণ নাবালক এর ইমামতিকে জায়েয রেখেছেন। যদি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কেউ কুরআনের হাফেয না থাকে।

www.pathagar.com

وَالْاِمَامُ لَا يُطِيلُهَا وَلَا قِرَاءَةَ الْاُوْلٰى اِلَّا فِى الْفَجْرِ وَيُقِيمُ مُؤْتَمًّا تَوَحَّدَ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَىْ اِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّ وَاحِدًا يَأْمُرُهُ الْاِمَامُ بِاَنْ يَّقُوْمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْاِمَامَ اٰمِرٌ وَالْمَامُوْمَ مَامُوْرٌ يَجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ مُنْقَادًا لَهٗ ـ

وَيَتَقَدَّمُ اِنْ زَادَ فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْقَوْمَ اِذَا كَانُوْا كَثِيْرًا فَالْاَوْلٰى اَنْ يَّتَقَدَّمَ الْاِمَامُ لَا اَنْ يَّاْمُرَهُمُ الْاِمَامُ بِالتَّاخِيْرِ عَنْهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَيْسَرُ مِنْ هٰذَا **وَلَوْ ظَهَرَ حَدَثُهٗ يُعِيْدُ الْمُؤْتَمُّ** لِاَنَّ صَلٰوةَ الْاِمَامِ مُتَضَمِّنٌ صَلٰوةَ الْمُقْتَدِىْ ، فَفَسَادُهٗ يُوْجِبُ فَسَادَهٗ **وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ** اَلْخَنَاثٰى بِالْفَتْحِ جَمْعُ الْخُنْثٰى كَالْحَبَالٰى جَمْعُ الْحُبْلٰى **فَاِنْ حَاذَتْهُ فِىْ صَلٰوةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيْمَةً وَاَدَاءً فَسَدَتْ صَلٰوتُهٗ اِنْ نَوٰى اِمَامَتَهَا وَاِلَّا صَلَاتُهَا** اَىْ اِنْ صَلَّتْ عَلٰى جَنْبِ رَجُلٍ اِمْرَأَةٌ مُشْتَهَاةٌ بِحَيْثُ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا وَالصَّلٰوةُ مُشْتَرَكَةٌ تَحْرِيْمَةً وَاَدَاءً فَسَدَتْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ اِنْ نَوَى الْاِمَامُ اِمَامَةَ الْمَرْأَةِ وَاِنْ لَّمْ يَنْوِ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ

সহজ তরজমা

ইমাম কিরাত দীর্ঘ করবে না এবং ফজর ছাড়া (অন্য নামাযের) প্রথম রাক'আতের কিরাতও দীর্ঘ করবে না। মুকতাদী একজন হলে তাকে নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে অর্থাৎ মুকতাদী যদি একজন হয়, তা হলে ইমাম তাকে নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে আদেশ প্রদান করবে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমাম হল আদেশদাতা আর মুকতাদী হল আদিষ্ট। তাই আবশ্যক হল, সে তার (ইমামের) অনুগত হবে। **ইমাম আগে বেড়ে যাবে যদি মুকতাদী (এক থেকে) বেশি হয়।** এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসল্লী যখন অধিক হবে, তখন ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া উত্তম। ইমাম তাদেরকে তার থেকে পিছনে যেতে আদেশ করবে না। এটা (ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া) এ থেকে অনেক সহজ। **যদি ইমামের হাদাস প্রকাশ পায়, তা হলে মুকতাদী (নামায) দোহরাবে।** কেননা ইমামের নামায মুকতাদীর নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই ইমামের নামায ফাসিদ হওয়া মুকতাদীর নামায ফাসিদ হওয়াকে অনিবার্য করবে। **প্রথমে পুরুষ কাতার করবে। তারপর নাবালক শিশু, তারপর হিজড়া, তারপর স্ত্রীলোকরা।** اَلْخَنَاثٰى শব্দটি ফাতাহ বিশিষ্ট, যা خُنْثٰى এর বহুবচন। যেমন حُبْلٰى এর বহুবচন حَبَالٰى আসে।

যদি স্ত্রীলোক পুরুষের বরাবর দাঁড়ায় এমন নামাযে যা তাহরীমাও আদা উভয় দিক থেকে শরীক, তা হলে পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি সে (ইমাম) স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করে থাকে। অন্যথায় মহিলার নামায ফাসিদ হবে। অর্থাৎ যদি কামোত্তেজনাযোগ্য কোনো স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে নামায আদায় করে, উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে এবং (উভয়ের) নামায তাহরীমা ও আদা এর দিক থেকে অভিন্ন হয়, তা হলে পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করে থাকে। আর যদি নিয়ত না করে থাকে, তা হলে স্ত্রীলোকের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَتَقَدَّمُ اِنْ زَادَ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ

প্রশ্ন : ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : يَتَقَدَّمُ اِنْ زَادَ এর আলোচনা

মুকতাদি একজন থেকে বেশি হলে করণীয়

দু'টি সুরত হতে পারে।

(১) নামাযের শুরুতেই মুকতাদী একজন থেকে বেশি হবে, তা হলে ইমাম আগে দাঁড়াবে এবং মুকতাদী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

(২) একজন মুকতাদী নিয়ে নামায শুরু করল এবং সে তার ডান পার্শ্বে দাঁড়াল। অতঃপর নামাযের মাঝে আরেক মুকতাদী আগমন করল, তা হলে উত্তম হল ইমাম আগে বেড়ে যাবে এবং আগন্তুক ব্যক্তির জন্য জায়গা খালি করে দিবে। তবে এ সুরতও জায়েয আছে যে, প্রথম মুকতাদী পিছনে সরে আসবে এবং দুজনে কাতার করবে।

قَوْلُهُ : فَاِنْ حَاذَتْهُ فِىْ صَلٰوةٍ مُشْتَرِكَةٍ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ؟

প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : যদি কোনো স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে এবং উভয়ে একই নামাযে শরীক হয়, তা হলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু মহিলার নামায ফাসিদ হবে না। এটা হল জমহূর উলামার অভিমত। তাদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী– اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ তোমরা তাদেরকে পিছনে রাখো যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। এ হাদীস দ্বারা মহিলাদেরকে পিছনে দাঁড় করানো ফরয। আর এর সম্বোধিত ব্যক্তি হচ্ছে, পুরুষ। তাই পুরুষের নামাযই ফাসিদ হবে। মহিলার নামায ফাসিদ হবে না। আর ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে পুরুষের নামায ফাসিদ হবে না যেরূপ মহিলার নামায ফাসিদ হয় না।

উল্লেখ্য হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোক পার্শ্বে দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসিদ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। শরহে বেকায়ার ব্যাখ্যাকার সেগুলো থেকে কয়েকটি শর্তের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যথা– ১. স্ত্রীলোক কামোত্তেজনা যোগ্য হওয়া, ২. উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল বা পর্দা না থাকা, ৩. স্ত্রীলোক সজ্ঞান থাকা; পাগল না হওয়া, ৪. রুকূ-সেজদা বিশিষ্ট নামায হওয়া, ৫. উভয়ের নামায অভিন্ন হওয়া তাহরীমা ও আদা উভয় বিচারে, ৬. পূর্ণ এক রুকনে শরীক হওয়া, ৭. ইমাম কর্তৃক স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করা।

www.pathagar.com

وَفَسَّرُوا الْاِشْتِرَاكَ فِى التَّحْرِيْمَةِ بِاَنْ يَكُوْنَا بَانِيَيْنِ تَحْرِيْمَتَهُمَا عَلٰى تَحْرِيْمَةِ الْاِمَامِ وَالشِّرْكَةَ فِى الْاَدَاءِ بِاَنْ يَكُوْنَ لَهُمَا اِمَامٌ فِيْمَا يُؤَدِّيَانِهٖ اِمَّا حَقِيْقَةً كَالْمُقْتَدِيَيْنِ وَاِمَّا حُكْمًا كَاللَّاحِقَيْنِ يَعْنِىْ رَجُلٌ وَامْرَاَةٌ اِقْتَدَيَا بِرَجُلٍ فَسَبَقَهُمَا حَدَثٌ فَتَوَضَّاٰ وَبَنَيَا وَقَدْ فَرَغَ الْاِمَامُ فَتَحَاذَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَسَدَتْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فَاللَّاحِقُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ اِمَامٌ حَقِيْقَةً اَمَّا حُكْمًا فَلِاَنَّهٗ الْتَزَمَ اَنْ يُّؤَدِّىَ جَمِيْعَ صَلٰوتِهٖ خَلْفَ الْاِمَامِ ـ

فَاِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّاَ وَبَنٰى يُجْعَلُ كَاَنَّهٗ خَلْفَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَثْبُتَ لَهٗ اَحْكَامُ الْمُقْتَدِيْنَ كَحُرْمَةِ الْقِرَاَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ وَهُوَ الَّذِىْ اَدْرَكَ اٰخِرَ صَلٰوةِ الْاِمَامِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ اَدَاءَ الْكُلِّ خَلْفَ الْاِمَامِ فَهُوَ فِىْ اَدَاءِ مَالَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ الْاِمَامِ مُنْفَرِدٌ حَتّٰى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِرَأَةُ فَالْمَسْبُوْقَانِ وَاِنْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِى التَّحْرِيْمَةِ اِذْ بَنَيَا تَحْرِيْمَتَهُمَا عَلٰى تَحْرِيْمَةِ الْاِمَامِ فَلَيْسَا مُشْتَرِكَيْنِ اَدَاءً فَاِنْ حَاذَتْ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا فِىْ اَدَاءِ مَا سُبِقَا لَمْ تَفْسُدْ صَلٰوةُ الرَّجُلِ لِعَدَمِ الشِّرْكَةِ فِى الْاَدَاءِ ـ

সহজ তরজমা

ফকীহগণ الْاِشْتِرَاكُ فِى التَّحْرِيْمَةِ তথা তাহরীমায় অংশীদারিত্বের ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, উভয়ে (পুরষ ও স্ত্রীলোক) তাদের তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর ভিত্তিকারী হবে। আর اَلشِّرْكَةُ فِى الْاَدَاءِ -আদাতে অংশীদারিত্ব এর ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, তারা যে নামায আদায় করছে তাতে তাদের একজন ইমাম থাকবে, হয়ত প্রকৃতরূপে যেমন দুই মুকতাদী (এর ইমাম) অথবা বিধানগতভাবে যেমন দুই লাহিক (এর ইমাম) । অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে কোন এক পুরুষের ইকতিদা করল, অতঃপর তাদের হাদাছ পেশ হল এবং তারা ওযূ করে বেনা করল, এমতাবস্থায় ইমাম (নামায থেকে) ফারেগ হয়ে গেল। তারপর স্ত্রীলোকটি পুরুষের বরাবর দাঁড়াল, তাহলে পুরুষটির নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও লাহিক এর প্রকৃত ইমাম নেই, তবে তার বিধানগত ইমাম রয়েছে। কেননা সে তার পুরো নামায ইমামের পিছনে আদায় করতে দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং যখন তার ওযূ চলে গেলে তারপর ওযূ করে বেনা করল, তখন তাকে ইমামের পিছনে রয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হবে। এমনকি তার জন্যে মুকতাদীদের বিধি– বিধান সাব্যস্ত হবে। যেমন কিরাত পাঠ হারাম হওয়া এবং তার অনুরূপ বিধান মাসবুক এর বিপরীত, মাসবুক হল, যে ব্যক্তি ইমামের নামাযের শেষাংশ পেয়েছে। তাই সে ইমামের পিছনে পুরোটা আদায় করতে দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেনি। সুতরাং মাসবুক ইমামের সঙ্গে যতটুকু পায়নি তা আদায়ের ক্ষেত্রে সে মুনফারিদ (একাকী আদায়কারী)। এমনকি তার উপর কিরাত টাঠ আবশ্যক। সুতরাং যদিও মসবুকদ্বয়ের তাহরীমায় অংশীদারিত্ব রয়েছে। কেননা তারা তাদের তাহরীমাকে ইমামের

www.pathagar.com

তাহরীমার উপর ভিত্তি করেছে, তবে তাদের আদা- এ অংশীদারিত্ব নেই । তাই যদি স্ত্রীলোক তাদরে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করতে পুরুষের বরাবর দাঁড়ায়, তাহলে পুরুষের নামায ফাসিদ হবে না। কেননা আদা- এ অংশীদারিত্ব নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الشِّرْكَةَ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ . ثُمَّ اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন : شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর পরিচয় ও বিস্তারিত আলোচনা কর?

উত্তর : ফকীহগণের বর্ণনা অনুসারে তাহরীমার অংশীদারিত্ব এর অর্থ হল পুরুষ ও মহিলা তারা উভয়ই তাদের তাহরীমায় ইমামের তাহরীমার উপর বেনা করবে।

আর আদা-এ অংশদারিত্বের অর্থ হল, তারা যে নামায আদায় করছে তাতে একজন ইমাম থাকবে। চাই তিনি বাস্তবে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকুন। যেমন– দুই মুক্তাদির ইমাম। এক মুক্তাদির দ্বারা উদ্দেশ্য হল مُدْرِك (মুদরিক) যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে পূর্ণ নামাযে শরীক থাকেন।

সুতরাং বুঝা গেল মুদরিকের ইমাম বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। অথবা ইমাম বিধানগত (পরোক্ষভাবে) বিদ্যমান থাকুন। যেমন– দুই লাহিকের ইমাম। এর ধরন হল, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে কোন পুরুষের ইকতিদা করল, অত:পর তাদের অযু চলে গেল, পুনরায় ওযু করে প্রথম নামাযের উপর বেনা করল। এদিকে ইমাম নামায থেকে ফারেগ হয়ে গেলেন। তো মাসআলার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা উভয়ে লাহিকের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যদি স্ত্রী লোকটি পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায়, তা হলে পুরুষটির নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, লাহিকের বাস্তবে ইমাম নেই। কেননা সে তার অবশিষ্ট নামায একাকী আদায় করছে। তদুপরি পরোক্ষভাবে ইমাম বিদ্যমান রয়েছে। কেননা সে তার ইমামের পিছনে তার পুরো নামায পড়ার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং যখন তার ওযু চলে গেল এবং পুনরায় ওযু করে নামাযের উপর বেনা করল, তখন সে ইমামের পিছনে আছে ধরে নেওয়া হবে। এজন্যই তার কিরাত পড়া হারাম। আমাদের আলেমগণের নিকট ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাত পাঠ হারাম নয় বরং মাকরুহে তাহরীমী। আর মাকরুহে তাহরীমী যেহেতু হারামের কাছাকাছি এজন্য একে হারাম বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

اَقُوْلُ فِیْ تَفْسِیْرِ الشِّرْکَةِ فِی التَّحْرِیْمَةِ وَالْاَدَاءِ تَسَاهُلٌ وَیَنْبَغِیْ اَنْ یُقَالَ الشِّرْکَةُ فِی التَّحْرِیْمَةِ اَنْ یَبْنِیَ اَحَدُهُمَا تَحْرِیْمَتَهٗ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْاٰخَرِ وَبَنَیَا تَحْرِیْمَتَهُمَا عَلٰی تَحْرِیْمَةِ ثَالِثٍ وَالشِّرْکَةُ فِی الْاَدَاءِ اَنْ یَکُوْنَ اَحَدُهُمَا اِمَامًا لِلْاٰخَرِ فِیْمَا یُؤَدِّیَانِهٖ اَوْ یَکُوْنَ لَهُمَا اِمَامٌ فِیْمَا یُؤَدِّیَانِهٖ حَتّٰی یَشْتَمِلَ الشِّرْکَةَ بَیْنَ الْاِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فَاِنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ الْاِمَامَ مُفْسِدَةٌ صَلٰوةَ الْاِمَامِ مَعَ اَنَّهٗ لَا اشْتِرَاكَ بَیْنَهُمَا تَحْرِیْمَةً وَاَدَاءً بِالتَّفْسِیْرِ الَّذِیْ ذَکَرُوْا وَاَیْضًا لَا اَجِدُ فَائِدَةً فِیْ ذِکْرِ الشِّرْکَةِ فِی التَّحْرِیْمَةِ بَلْ یَکْفِیْ ذِکْرُ الشِّرْکَةِ فِی الْاَدَاءِ فَاِنَّ الْاِمَامَ اِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ اٰخَرَ فَاقْتَدٰی اَحَدٌ بِالْخَلِیْفَةِ فَالشِّرْکَةُ فِی الْاَدَاءِ ثَابِتَةٌ بَیْنَ الَّذِیْ اقْتَدٰی بِالْخَلِیْفَةِ وَبَیْنَ الْاِمَامِ الْاَوَّلِ. وَکُلِّ مَنِ اقْتَدٰی بِهٖ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ لَهُمْ اِمَامًا فِیْمَا یُؤَدُّوْنَهٗ وَهُوَ الْخَلِیْفَةُ وَلَا شِرْکَةَ بَیْنَهُمْ فِی التَّحْرِیْمَةِ لِاَنَّ الْمُقْتَدِیَ بِالْخَلِیْفَةِ بَنٰی تَحْرِیْمَتَهٗ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْخَلِیْفَةِ وَالْاِمَامُ الْاَوَّلُ وَمَنِ اقْتَدٰی بِهٖ لَمْ یَبْنُوْا وَتَحْرِیْمَتُهُمْ عَلٰی تَحْرِیْمَةِ الْخَلِیْفَةِ فَلَمْ تُوْجَدْ بَیْنَهُمُ الشِّرْکَةُ فِی التَّحْرِیْمَةِ وَمَعَ ذٰلِكَ لَوْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ اِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ اِمَّا مِنَ الْمُقْتَدِیْنَ بِالْاِمَامِ الْاَوَّلِ اَوْ مِنَ الْمُقْتَدِیْنَ بِالْخَلِیْفَةِ فَحَاذَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰی تَفْسُدُ الصَّلٰوةُ بِاِعْتِبَارِ الشِّرْکَةِ فِی الْاَدَاءِ لَا التَّحْرِیْمَةِ.

সহজ তরজমা

শারেহ রহ. বলেন, আমি বলব اَلشِّرْکَةُ فِی التَّحْرِیْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর ব্যাখায় বিচ্যুতি ঘটেছে। এভাবে বলা উচিত ছিল যে, شِرْکَةٌ فِی التَّحْرِیْمَةِ উল্লেখ করাতে কোন ফায়েদা দেখতে পাচ্ছিনা বরং شِرْکَةٌ فِی الْاَدَاءِ উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং যখন ইমামের ওযূ চলে গেল এবং সে অন্য একজনকে স্থলাভিষিক্ত বানাল। তারপর কেউ তার প্রতিনিধির ইকতিদা করল। যে ব্যক্তি প্রতিনিধির ইকতিদা করল, তার মাঝে এবং প্রথম ইমাম ও যেসব ব্যক্তি তার (প্রথম ইমামের) ইকতিদা করেছে তাদের মাঝে আদা এ অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হবে। এ হিসেবে যে, তারা যে সালাত আদায় করছে, এতে তাদের একজন ইমাম রয়েছে। আর সে হল প্রতিনিধি এবং তাদের মাঝ তাহরীমায় অংশীদারিত্ব নেই। কেননা প্রতিনিধির ইকতিদাকারী তার তাহরীমাকে প্রতিনিধির তাহরীমার উপর ভিত্তি করেছে। আর প্রথম ইমাম ও যে তার ইকতিদা করেছে, তারা তাদের তাহরীমাকে খলীফার তাহরীমার উপর ভিত্তি করেনি। সুতরাং তাদের মাঝে তাহরীমায় অংশীদারিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। এসত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকটি দুই গ্রুপের কোন এক গ্রুপের হয়, হয়ত সে প্রথম ইমামের ইকতিদাকারীদের থেকে হবে বা প্রতিনিধির ইকতিদাকারীদের থেকে। আর সে অপর গ্রুপের বরাবর দাঁড়াল, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, আদা এ অংশীদারিত্বের হিসেবে। তাহরীমায় অংশীদারিত্বর হিসেবে নয়।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَقُوْلُ فِىْ تَفْسِيْرِ الشِّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا السُّوَالُ مِنَ الشَّارِحِ عَلَى الْفُقَهَاءِ فِىْ تَفْسِيْرِ الشِّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর ব্যাপারে শারেহ রহ.-এর পক্ষ থেকে ফুকাহায়ে কেরামের উপর উত্থাপিত প্রশ্ন উল্লেখ কর।

উত্তর : اَلشِّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ এর আলোচনা

ফকীহগণ কর্তৃক شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর ব্যাখ্যায় যে বিভ্রান্তি ও অসতর্কতা ঘটেছে, শারেহ রহ. তা উক্ত ইবারতে বর্ণনা করেছেন এবং নিজে এর একটি সুন্দর বিবরণ তুলে ধরেছেন। তা হল এই যে, شِرْكَة فِى التَّحْرِيْمَةِ তাদের একজন তার তাহরীমাকে অপর ব্যক্তির তাহরীমার উপর বেনা করবে অথবা তারা উভয়ে তাদের তাহরীমাকে তৃতীয় ব্যক্তির তাহরীমার উপর ভিত্তি করবে, আর شِرْكَةٌ فِى الْاَدَاءِ হচ্ছে, তারা উভয়ে যে সালাত আদায় করছে, তাতে তাদের একজন অপরজনের ইমাম হবে অথবা তাদের জন্য অন্য কোনো ইমাম থাকবে।

এ সংজ্ঞা হিসেবে ইমাম এবং মুক্তাদীর মাঝেও অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ– স্ত্রীলোক যদি আপন ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায়, তা হলে ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা তারা উভয়ে যে সালাত আদায় করছে, তার একজন ইমাম রয়েছে। আর স্ত্রী লোকটি ঐ ইমামের তাহরীমার উপর নিজ তাহরীমাকে বেনা করেছে। সুতরাং তাদের মাঝে তাহরীমা ও আদা এ অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হল। ফকীহগণের তাফসীর অনুযায়ী তাদের মাঝে তাহরীমা ও আদা উভয় বিচারে অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি। কেননা তাদের মতে شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ হল পুরুষ স্ত্রীলোক তাদের তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর বেনা করবে। আর شِرْكَة فِى الْاَدَاءِ হল তারা উভয়ে যে সালাত আদায় করছে তার একজন ইমাম থাকবে। তো দেখা যাচ্ছে যে, যে স্ত্রীলোকটি ইমামের বরাবর অবস্থান করল, তাদের উভয়ের মাঝে তাহরীমা ও আদা-এ কোনো অংশীদারিত্ব নেই। কেননা তারা তাদের তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর ভিত্তি করে নি। এছাড়া তাদের অন্য কোনো ইমামও নেই। এতদসত্ত্বেও উক্ত ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, ফকীহগণ شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالْاَدَاءِ এর ব্যাখ্যায় অসাবধানতার শিকার হয়েছেন। যার ফলে এতে যথেষ্ট বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ : بَلْ يَكْفِىْ ذِكْرُ الشِّرْكَةِ فِى الْاَدَاءِ الخ

اَلسُّوَالُ : مَا الْاِعْتِرَاضُ مِنَ الشَّارِحِ عَلَى الْمُصَنِّفِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : শারেহ রহ.-এর পক্ষ থেকে মুসান্নিফ রহ.-এর উপর উত্থাপিত প্রশ্ন বিশদভাবে উল্লেখ কর?

উত্তর : উল্লেখিত বাক্যের ব্যাখ্যায় বেকায়া গ্রন্থকার রহ.এর মূল ভাষ্যের উপর একটি ইশকাল উত্থাপন করেছেন। তা হল এই যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামায অভিন্ন হবে। এতে তাহরীমায় অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করাতে দৃশ্যত কোনো ফায়দা অনুভূত হচ্ছে না বরং শুধু আদায়ে অংশীদারিত্বের বিষয়টি উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং আদায়ে অংশীদারিত্বের সুরতে স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং তাতে তাহরীমায় অংশিদারিত্বের শর্তারোপ করা হবে। কেননা যদি ইমামের ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে অন্য

www.pathagar.com

কাউকে স্থলাভিষিক্ত বানায়, অতঃপর কোনো ব্যক্তি এসে প্রতিনিধির ইকতেদা করে, তা হলে এই ব্যক্তি যে খলীফা বা প্রতিনিধির ইকতিদা করল তার মাঝে এবং প্রথম ইমামের মুক্তাদীর মাঝে شِرْكَةٌ فِى الْأَدَاءِ (আদা-এ অংশিদারিত্ব) সাব্যস্ত হবে। কেননা তারা যে সালাত আদায় করছে, তার একজন ইমাম রয়েছেন। আর সে হল প্রতিনিধি। তবে তাদের মাঝে তাহরীমার অংশিদারিত্ব নেই। কেননা তারা সকলে এক ইমামের তাহরীরার উপর নিজ নিজ তাহরীমাকে বেনা করে নি বরং খলিফার মুক্তাদী তার তাহরীমাকে খলিফার তাহরীমার উপর ভিত্তি করেছে। আর প্রথম ইমামের মুকতাদীরা তাদের তাহরীমাকে প্রথম ইমামের তাহরীমার উপর ভিত্তি করেছে বিধায় তাদের মাঝে তাহরীমায় অংশীদারিত্ব পাওয়া গেল না। সুতরাং যদি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বরাবর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে, তন্মধ্যে একজন প্রথম ইমামের মুকতাদী আর দ্বিতীয়জন প্রতিনিধির মুকতাদী হয়, তা হলে পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। অথচ তাদের মাঝে তাহরীমায় অংশিদারিত্ব নেই। কেননা তাদের তাহরীমা একই ইমামের তাহরীমার উপর ভিত্তি নয়। এ আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيْلَ الشِّرْكَةُ الخ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرِ الْجَوَابَ الَّذِىْ فِىْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ

প্রশ্ন : এই ইবারতে উল্লেখিত উত্তরটির বর্ণনা দাও

উত্তর : শারেহ্ কর্তৃক আরোপিত আপত্তির জবাব

উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা শারেহ রহ. কর্তৃক আরোপিত আপত্তির উপর ১টি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। তার খোলাসা হল, তাহরিমা শব্দটি ব্যাপক চাই তা বাস্তবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সুতরাং যদিও উল্লেখিত মাসআলায় দুই ইমামের মুকতাদীদের মাঝে বাস্তবে-(প্রকৃতভাবে) তাহরীমায় অংশীদারিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না; কিন্তু পরোক্ষভাবে অবশ্যই অংশীদারিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কেননা প্রতিনিধির তাহরীমা মূলত প্রথম ইমামের তাহরীমার উপর নির্ভরশীল এবং মুকতাদীর তাহরীমা প্রতিনিধির তাহরীমার উপর নির্ভরশীল আর প্রতিনিধির তাহরীমা নির্ভরশীল হল প্রথম ইমামের তাহরীমার উপর। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রতিনিধির ইকতেদা করল, তার তাহরীমা ও প্রথম ইমামের তাহরীমার উপর নির্ভয় হয়ে পড়বে। অতএব এদৃষ্টিকোণ থেকে উভয় ইমামের মুক্তাদীদের মাঝে তাহরীমায় অংশিদারিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

وَلَوْ قِيلَ الشِّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ ثَابِتَةٌ تَقْدِيْرًا فَاَقُوْلُ الشِّرْكَةُ فِى الْاَدَاءِ لَا تُوْجَدُ بِدُوْنِ الشِّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ وَالشِّرْكَةُ فِى التَّحْرِيْمَةِ قَدْ تُوْجَدُ بِدُوْنِ الشِّرْكَةِ فِى الْاَدَاءِ كَمَافِى الْمَسْبُوْقِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى ذِكْرِ الشِّرْكَةِ فِى التَّحْرِيْمَةِ ـ هٰذَا اِذَا نَوَى الْاِ مَامُ اِمَامَةَ الْمَرْأَةِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَنْوِ لَمْ يَصِحَّ اِقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهَا لِاَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْ بِنَاءً عَلٰى اَنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهَا وَلَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ فَبَقِيَتْ بِلَاقِرَاءَةٍ وَعُلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا اقْتَدَتْ بِالْاِ مَامِ مُحَاذِيَةً لِرَجُلٍ لَا يَصِحُّ اِقْتِدَاؤُهَا اِنْ يَّنْوِى الْاِمَامُ اِمَامَتَهَا اَمَّا اِذَالَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةً هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْاِ مَامِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ ـ

صَلّٰى اُمِّىٌّ بِقَارِئٍ وَاُمِّيٍّ اَوِ اسْتَخْلَفَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اُمِّيًّا فَسَدَتْ لِلْكُلِّ اَىْ اِنْ اَمَّ اُمِّىٌّ قَارِئًا وَاُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ اَمَّا صَلٰوةُ الْقَارِى فَاِنَّهٗ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَاَمَّا صَلٰوةُ الْاُمِّيَّيْنَ فَلِاَ نَّهُمَا لَمَّا رَغِبَا فِى الْجَمَاعَةِ وَجَبَ اَنْ يَّقْتَدِيَا بِالْقَارِئِ لِيَكُوْنَ قِرَاءَتُهٗ قِرَاءَةً لَهُمَا فَتَرَكَا الْقِرَاءَةَ التَّقْدِيْرِيَّةَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَلَوِ اسْتَخْلَفَ الْقَارِئُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ خِلَافًا لِزُفَرَ رح فَاِنَّ فَرْضَ الْقِرَأَةِ قَدْ اَدّٰى فِى الْاُوْلَيَيْنِ قُلْنَا يَجِبُ الْقِرَاءَةُ فِىْ جَمِيْعِ الصَّلٰوةِ تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَلَمْ تُوْجَدْ ـ

সহজ তরজমা

যদি বলা হয় যে, তাহরীমায় পরোক্ষভাবে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে আমি বলব, তাহরীমায় অংশীদারিত্ব ছাড়া আদা-এ অংশীদারিত্ব পাওয়া যায় না। আর আদা-এ অংশীদারিত্ব ছাড়া কখনো তাহরীমায় অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়। যেমন মাসবূক এর ক্ষেত্রে। তাই شِرْكَةٌ فِى التَّحْرِيْمَةِ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত করবে। তবে যদি নিয়ত না করে, তা হলে স্ত্রীলোকের ইকতিদা দুরুস্ত হবে না তাই তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । কেননা সে (স্ত্রীলোক) কিরাত পাঠ করেনি এ জন্যে যে, ইমামের কিরাত তার কিরাতরূপে গণ্য হয়, আর এখানে এমন হয়নি। সুতরাং স্ত্রীলোক কিরাত ছাড়া রয়ে গেল। এ মাসআলা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, স্ত্রীলোক যদি পুরুষের বরাবর অবস্থান করে ইমামের ইকতিদা করে, তাহলে তার ইকতিদা দুরুস্ত হবে না, তবে ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করলে (ইকতিদা শুদ্ধ হবে) । আর যদি সে বরাবর অবস্থান করেঃ ইকতিদা না করে, তাহলে ইমামের নিয়তের শর্তারোপ করা হবে কী না? এ ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

<u>কোন উম্মী ব্যক্তি কারী এবং উম্মীর ইমামতি করল অথবা কারী শেষ দুই রাকআতে কোন উম্মীকে</u> (স্থলাভিষিক্ত) <u>বানাল, তাহলে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।</u> অর্থাৎ যদি কোন উম্মী কারী এবং উম্মীর ইমামতি করে, তাহলে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কারীর নামায (ফাসিদ হবে) এ জন্যে যে, সে কিরতের উপর স্বক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাত তরক করেছে। আর উভয় উম্মীর নামায

www.pathagar.com

(ফাসিদ হবে) এ কারণে যে, যখন তারা জামাআতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করল তখন ওয়াজিব ছিল যে, তারা কোন কারীর ইকতিদা করবে। যেন কারীর কিরাত তাদের উভয়ের কিরাতরূপে গণ্য হয়। সুতরাং তারা কিরাতের উপর স্বক্ষমতা সত্ত্বেও বিধানগত (তাকদীরী) কিরাতকে তরক করেছে। আর যদি কারী শেষ দুই রাকআতে কোন উম্মীকে খলীফা বানায়, তাহলে সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। এতে ইমাম যুফার রহ. এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা প্রথম দুই রাকআতে কিরাতের ফরয আদায় করা হয়েছে। আমরা বলি, পুরো নামাযে কিরাত পাঠ ওয়াজিব, প্রকৃতভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হোক । আর তা পাওয়া যায়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَاقُوْلُ الشِّرْكَةُ فِى الْأَدَاءِ

اَلسُّوَالُ: اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ ؟

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উল্লেখিত বাক্যে শরহে রহ.-এর পক্ষ থেকে উক্ত জবাবকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তা এভাবে যে, তাহরীমায় আংশীদারিত্ব ছাড়া আদা-এ আংশীদারিত্ব পাওয়া যায় না। আর আদা-এ অংশীদারিত্ব ছাড়াও তাহরীমায় অংশীদারিত্ব পাওয়া যায় (যেমন মাসবুক এর ক্ষেত্রে, সে নামাযের যা অংশটুকু একাকী আদায় করছে, তাতে তাহরীমায় অংশীদারিত্ব রয়েছে। কেননা সে তার তাহরীমাকে আপন ইমামের তাহরীমীর উপর বেনা করেছিল। তবে ততে আদার অংশীদারিত্ব নেই। কেননা ছুটে যাওয়া নামাযে তার কোন ইমাম নেই। এ থেকে বুঝে গেলে شِرْكَة فِى الْأَدَاءِ তাহরীমায় অংশীদারিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই তো উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : اَمَّا اِذَا لَمْ يَنْوِ لَمْ يَصِحَّ الخ قَوْلُهُ : عُلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَاتِ الْمَذْكُوْرَاتِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতগুলোর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ اِذَا لَمْ يَنْوِ لَمْ يَصِحَّ الخ এর আলোচনা : স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসেদ হয়ে যায়। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করবে। আর যদি ইমাম তার নিয়ত না করে তাহলে স্ত্রী লোকের ইকতেদা দুরস্ত হবে না। তাই তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা কিরাত পাঠ নামাযের একটি রুকন। আর সে বাস্তবেও কিরাত পড়েনি বা পরোক্ষভাবে কিরাত পড়ে নি। বাস্তবে কিরাত না পড়াতো সুস্পষ্ট আর পরোক্ষাভাবে কিরাত না পড়া এভাবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমামের কিরাত মুকতাদীর কিরাতে পরিগণিত হয় যদি ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করে থাকে আর আলোচ্য মাসাআলায় ইমাম মহিলার ইমামতির নিয়ত না করার কারণে তাদের উভয়ের নামাযে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়নি বিধায় ইমামের কিরাত তার কিরাত গণ্য হবে না। সুতরাং উক্ত মহিলা কিরাত ছাড়া রয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ এর আলোচনা : উপরিউক্ত মাসআলা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোক যদি ইমামের পিছনে ইকতেদা করে এমন অবস্থায় যে, তার পার্শ্বে কোন পুরুষ রয়েছে, তা হলে তার ইকতেদা দুরস্ত হবার জন্য শর্ত হল ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করবে। পক্ষান্তরে যদি তার পার্শ্বে পুরুষ না থাকে বরং সে আলাদা জায়গা থেকে ইমামের ইকতেদা করে তাহলে তার ইকতেদা সহীহ হবার জন্য ইমামের নিয়ত

www.pathagar.com

করা শর্ত কিনা, এক্ষেত্রে দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত অনুসারে ইমামের নিয়ত শর্ত। অপর এক বর্ণনা মতে তা শর্ত নয় এটাই বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ فَسَدَتْ صَلٰوةُ الْكُلِّ الخ

প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত বর্ণনাসহ ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যদি উম্মী একজন কারী ও একজন উম্মীর ইমাম হয়, তা হলে সকলের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত কিন্তু সাহেবাইনের মতে শুধু কারীর ফাসিদ হবে, আর উম্মীদ্বয়ের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর দলীল হল নামাযে কিরাত পাঠ করা ফরয আর কারী ক্বিরাত পাঠে সক্ষম হওয়া সত্বেও তা তরক করেছে আর উম্মীদ্বয় যদিও কিরাত পাঠে সক্ষম নয়; কিন্তু তাদের উপর কারীর পিছনে ইকতেদা করা ওয়াজিব ছিল। যেন ইমামের কিরাত তাদের কিরাতরূপে গণ্য হবে। সুতরাং তারা দুজন পারোক্ষ বা বিধানগত কিরাত তরক করেছে। তাই কিরাতের ফরয তরক হওয়ার কারণে কারো নামায সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ : وَلَوِ اسْتَخْلَفَ الْقَارِئُ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ اِيْرَادِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত উল্লেখসহ উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যদি কারী শেষ দুই রাকাতে কোন কারণে উম্মীকে স্থলাভিষিক্ত বানায়, তা হলে সকলের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম যুফার রহ.-এর মতে কারো নামায ফাসিদ হবে না। তার দলীল হল শুধু প্রথম দুই রাকাতে পাঠ করা ফরয, আর তা আদায় হয়ে গেছে। কেননা প্রথম রাকাতদ্বয়ে ইমাম কারী ছিলেন। এখন শেষে দুই রাকাতে স্থলাভিষিক্ত বানানোর প্রশ্ন এসেছে যাতে কিরাত আবশ্যক নয়। বরং হাদীস মুতাবেক তাতে তাসবীহ পড়লে নামায হয়ে যাব। শেষ দুই রাকাতে উম্মী ও কারী বরাবর। তাই উম্মী স্থলাভিষিক্ত হলেও নামায ফাসিদ হবে না।

قُلْنَا يَجِبُ الخ এ বাক্যে হানাফীদের পক্ষ থেকে উক্ত দলীলের জবাব প্রদান করা হয়েছে যে, সমস্ত রাক'আতে কিরাত পড় ফরয। কেননা প্রত্যেক রাকআত স্বতন্ত্র নামায। তার কিরাত প্রকৃত ও পরোক্ষ উভয় হিসেবে হয়ে থাকে। সুতরাং উম্মীর কিরাত পড়ার যোগ্যতা না থাকার দরুণ কোনভাবেই কিরাতের অস্তিত্ব পাওয়া গেলনা প্রকৃতভাবেও নয় পরোক্ষভাবেও নয়। কাজেই সকলের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

اَلسُّوَالُ : اِنْ اَحْدَثَ الْمُنْفَرِدُ وَالْمُقْتَدِيْ فَمَاذَا يَفْعَلُ؟

প্রশ্ন : ইমাম মুনফারিদ ও মুকতাদীর হাদাস হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি ইমামের হাদাস হয়ে যায়, তা হলে সে মুকতাদী থেকে কারো কাপড় টেনে বা ইশারা করে তার স্থলবর্তী বানাবে তবে কথা বলবে না। তারপর সে ওযূ করে সেখানেই নামায পুরা করে নিবে। এতে নামাযে হাটা-চলা কম হবে, অথবা প্রথম স্থানে ফিরে আসবে। এতে একই স্থানে নামায আদায় হবে। সুতরাং সে এ ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন তার ইমাম (প্রতিনিধি) নামায থেকে ফারেগ হয়ে যাবে আর যদি প্রতিনিধি ফারেগ না হয়ে থাকে, তা হলে সে ফিরে আসবে এবং তার পিছনে নামায পুরা করবে। তদ্রূপ মুনাফারিদ ইচ্ছা করলে ওযূর স্থানেই নামায পড়ে নিবে বা আগের স্থানে ফিরে আসবে। আর মুকতাদীর ক্ষেত্রে বিধান হল। যদি তার ইমাম নামায থেকে ফারেগ হয়ে যায়, তা হলে সে ইচ্ছাধীন, আর যদি ফারেগ না হয়ে থাকে, তা হলে ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : بِخِلَافِ الْمَسْبُوْقِ– উক্ত ইবারতে লাহিক ও মাসবুকের বিধানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক একটি পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

مَسْبُوْق হল, যে ব্যক্তি নামাযের শুরুতে ইমামের সাথে ছিলনা বরং সে নামাযের শেষাংশ পেয়েছে। সে ইমামের পিছনে পুরো নামায আদায় করার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে নি। তাই মাসবুক যে অংশটুকু একাকি আদায় করছে তাতে সে مُنْفَرِد এর ন্যায় বিধায় তার উপর কিরাত পড়া ওয়াজিব এবং তার একাকী আদায়কৃত নামাযে ভুল হলে সাহু সেজদা দিতে হবে।

সুতরাং যদিও মাসবুকদ্বয়ের তাহরীমাতে অংশীদারিত্ব রয়েছে। কেননা তারা তাদের তাহরীমাকে ইমামের তাহরীমার উপর বেনা (ভিত্তি) করছে এবং নামাযের প্রাপ্ত অংশ ইমাম সাহেবের পিছনে ইকতিদা করেছে। তাই তাদের জন্য তাহরীমাতে অংশদারিত্ব সাব্যস্ত হল। তবে আদা এর ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব নেই। কেননা মাসবুকদ্বয় যে অংশটুকু এককভাবে আদায় করছে তাতে তাদের বাস্তবে ইমাম না থাকা সুস্পষ্ট আর বিধানগতভাবে ইমাম বিদ্যমান নেই এ কারণে যে, তারা ইমামের সাথে পুরো নামায আদায় করার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে নি। তাই তারা অবশিষ্ট অংশ আদায়ে مُنْفَرِد । সুতরাং মাসবুক হওয়ার সুরতে স্ত্রী লোকটি যদি পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায়, তা হলে পুরুষের নামায নষ্ট হবে না। কেননা তাদের মাঝে আদা এর অংশীদারিত্ব নেই।

www.pathagar.com

بَابُ الْحَدَثِ فِى الصَّلٰوةِ

مُصَلٍّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ تَوَضَّأَ وَاَتَمَّ خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ رح وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ خِلَافًا لَهُمَا فَاِنَّهُ اِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَمْ يَتِمَّ لِاَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهٖ فَرْضٌ عِنْدَهٗ **وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ** لَمَّا ذَكَرَ حُكْمًا اِجْمَالِيًّا شَامِلًا لِجَمِيْعِ الْمُصَلِّيْنَ فَصَّلَ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمُقْتَدِىْ ـ فَقَالَ **وَالْاِمَامُ يَجُرُّ اٰخَرَ اِلٰى مَكَانِهٖ** هٰذَا تَفْسِيْرُ الْاِسْتِخْلَافِ **ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ** اَىْ اِنْ شَاءَ يُتِمُّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَاِنْ شَاءَ عَادَ اِلَى الْمَكَانِ الْاَوَّلِ وَاِنَّمَا خُيِّرَ لِاَنَّ فِى الْاَوَّلِ قِلَّةَ الْمَشْىِ وَفِى الثَّانِىْ اَدَاءَ الصَّلٰوةِ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ فَيَمِيْلُ اِلٰى اَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَا الْمُنْفَرِدُ اِنْ شَاءَ يُتِمُّ حَيْثُ تَوَضَّأَ وَاِنْ شَاءَ عَادَ **اِنْ فَرَغَ اِمَامُهٗ** مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ وَالضَّمِيْرُ فِىْ اِمَامِهٖ يَرْجِعُ اِلَى الْاِمَامِ الْاَوَّلِ وَاِمَامُهٗ هُوَ الَّذِىْ اسْتَخْلَفَهٗ فَاِنَّ الْخَلِيْفَةَ اِمَامٌ لِلْاِمَامِ الْاَوَّلِ وَلِلْقَوْمِ **وَاِلَّا عَادَ** اَىْ وَاِنْ لَّمْ يَفْرُغْ اِمَامُهٗ وَهُوَ الْخَلِيْفَةُ يَعُوْدُ الْاِمَامُ وَيُتِمُّ خَلْفَ خَلِيْفَتِهٖ **وَكَذَا الْمُقْتَدِىْ** اَىْ اِنْ فَرَغَ اِمَامُهٗ يُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْ يَعُوْدُ وَاِنْ لَّمْ يَفْرُغْ يَعُوْدُ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে হাদাছ হওয়া

কোন মুসল্লীর হাদাছ ঘটে গেলে (ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে) **সে ওযু করবে এবং নামায পূর্ণ করবে।** এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতভেদ রয়েছে। যদিও তাশাহহুদের পরে (হাদছ) হয়। সাহেবাইন এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা যখন সে তাশাহহুদ পরিমাণ বসল তখন তার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। আর আবূ হানীফা রহ.-এর মতে নামায পূর্ণ হয়নি। কেননা তার মতে, মুসল্লীর নিজস্ব কোন কাজ দ্বারা নামায হতে বের হওয়া ফরয **এবং নতুনভাবে পড়ে নেয়াই উত্তম।** মুসান্নিফ রহ. একটি সংক্ষিপ্ত বিধান উল্লেখ করার পর যা সকল মুসল্লীদেরকে শামিল করে এখন তিনি ইমাম, মুনফারিদ ও মুকতাদী প্রত্যেকের বিধি-বিধানের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, **এবং ইমাম অন্য কাউকে তার স্থানে টেনে আনবে।** এটা হল স্থলাভিষিক্ত বানানোর ব্যাখ্যা। **অতঃপর সে ওযু করবে এবং সেখানেই** (নামায) **পূর্ণ করবে, অথবা ফিরে আসবে।** অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে যেখানে ওযূ করেছে সেখানেই নামায পুরা করে নিবে। আর ইচ্ছা করলে প্রথম স্থানে ফিরে আসবে। সে ইচ্ছাধীন, কেননা প্রথম সূরতে হাটা-চলা কম হয়, আর দ্বিতীয় সূরতে একই স্থানে নামায আদায় হয়। সুতরাং দু'টো থেকে যেটা ইচ্ছে হয় সেদিকে ধাবিত হবে। মুনফরিদ ইচ্ছা করলে যেখানে ওযু করেছে, সেখানেই নামায পুরা করে নিবে। আর ইচ্ছা করলে ফিরে আসবে **যদি তার ইমাম** (নামায থেকে) **ফারেগ হয়ে যায়।**

(গ্রন্থকারের উক্তি اِنْ فَرَغَ اِمَامُهٗ এটা তার উক্তি وَيُتِمُّ ثَمَّهٗ اَوْيَعُوْدُ এর সাথে সংযুক্ত এবং اِمَامُهٗ এর জমীরটি প্রথম ইমামের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। তার ইমাম হল ঐ ব্যক্তি, যাকে সে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে। সুতরাং প্রতিনিধি প্রথম ইমামের এবং কাওমের ইমাম সাব্যস্ত হল। **অন্যথায় ইমাম ফিরে**

www.pathagar.com

আসবে এবং তার প্রতিনিধির পিছনে নামায পুরা করবে। এবং একই বিধান মুকতাদীর বেলায়ও অর্থাৎ যদি তার ইমাম ফারেগ হয়ে যায় তাহলে সে সেখানেই নামায পুরা করে নিবে অথবা ফিরে আসবে। আর যদি ইমাম ফারেগ না হয়, তা হলে ফিরে আসবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : مُصَلٍّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ تَوَضَّأَ، وَاَتَمَّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

اَلسُّوَالُ : اِنْ اَحْدَثَ الْمُصَلِّيْ فِي الصَّلٰوةِ مَاذَا يَفْعَلُ؟ اُذْكُرْ مَعَ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ؟

প্রশ্ন : নামাযের মাঝে হাদাছ ঘটে গেলে কি করণীয়? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : যদি নামাযের মাঝে কারো ওযু চলে যায় তাহলে সে ফিরে যাবে। ওযু করে এসে কারো সাথে কথা না বলে অবশিষ্ট নামাযগুলো আদায় করে নিবে। একেই পরিভাষায় বেনা বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. এতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তার মতে বেনা করা দুরস্ত নয়। বরং নতুন করে নামায পড়তে হবে। কিয়াস ও যুক্তির দাবীও তাই। কেননা অযু করতে যাওয়া ও আসা। এবং কিবলা হতে মুখ ফিরা নামাযকে ভঙ্গ করে দেয়। আমাদের দলীল। مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ فِيْ صَلٰوةٍ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ صَلٰوتَهٗ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ নামাযে যে ব্যক্তির বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে সে যেন ফিরে যায় এবং অযু করে তার পূর্বের নামাযের উপর বেনা করে।

بَعْدَ التَّشَهُّدِ : অদ্রূপভাবে যদি তাশাহহুদের পরে কারো অযু চলে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানিফা রহ. বলেন সে অযু করে এসে শুধু সালাম ফিরাবে। কেননা তার মতে মুসল্লির কোন নিজস্ব কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া ফরজ। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত হদস ঘটলে নামায থেকে বের হওয়া সাব্যস্ত হবে না। আর সাহেবাইন এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাদের মতে তাশাহহুদ পর্যন্ত বসার কারণে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে বিধায় অযু করে সালাম ফিরানোর প্রয়োজন নেই।

تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ : কেননা তার নামাযের ফরয ও রোকন সমুহ আদায় হয়ে গেছে। তবে যদি তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে হাদাছ হয়, তা হলে ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে যেহেতু একটি ফরয বাকি রয়ে গেছে। কারণ ইচ্ছাপূর্বক নামাযের পরিপন্থী কোনো কাজ দ্বারা নামায শেষ করা পাওয়া যায়নি। তাই সে বেনা করতে পারবে।

www.pathagar.com

وَلَوْ جُنَّ اَوْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوِ احْتَلَمَ اَىْ نَامَ فِىْ صَلٰوتِهِ نَوْمًا لاَيَنْقُضُ بِهٖ وُضُوْئُهٗ فَاحْتَلَمَ اَوْ قَهْقَهَ اَوْ اَحْدَثَ عَمْدًا اَوْ اَصَابَهٗ بَوْلٌ كَثِيْرٌ اَوْ شُجَّ فَسَالَ اَوْ ظَنَّ اَنَّهٗ اَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اَوْ جَاوَزَ الصُّفُوْفَ خَارِجَهٗ ثُمَّ ظَهَرَ طُهْرُهٗ بَطَلَتْ ـ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ اَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ بَنٰى اِعْلَمْ اَنَّ هٰذِهِ الْحَوَادِثَ نَادِرَةٌ فَلَمْ تَكُنْ فِىْ مَعْنٰى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلَاتِهٖ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ـ وَلَوْ اَحْدَثَ عَمْدًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَوْ عَمِلَ مَا يُنَافِيْهَا تَمَّتْ لِوُجُوْدِ الْخُرُوْجِ بِصُنْعِهٖ ـ

সহজ তরজমা

যদি কেউ (নামাযের মধ্যে) **পাগল হয়ে যায় বা সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় অথবা তার স্বপ্নদোষ হয়।** অর্থাৎ সে তার সালাতে এরূপ নিদ্রায় গেল যদ্বারা তার ওযূ ভঙ্গ হবে না। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হল, **অথবা অট্টহাসি করল অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটাল, অথবা অধিক পরিমাণ পেশাব লেগে গেল কিংবা মাথায় আঘাত লাগল এবং রক্ত প্রবাহিত হল কিংবা মনে হল যে, তার ওযূ নষ্ট হয়েছে ফলে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল বা মসজিদের বাইরে** (খোলা মাঠে) **কাতারসমূহ অতিক্রম করল। অতঃপর তার পবিত্রতা প্রকাশ পেল, তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি** (মসজিদ থেকে) **বের না হয় অথবা** (কাতারসমূহ) **অতিক্রম না করে, তবে বেনা করবে।** জেনে রাখো যে, এসব ঘটনা দুর্লভ। সুতরাং যে সকল বিষয় সম্পর্কে 'নস' (শরী'অতের বাণী) রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর তা হল রাসূলুল্লাহ সা. এর এ ইরশাদ "নামাযের মধ্যে যে ব্যক্তির বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, সে যেন ফিরে যায় এবং ওযূ করে ও নিজের নামাযের উপর বেনা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা না বলে"। **আর যদি তাশাহহুদের পরে ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটায় বা এমন কোন কাজ করে যা নামাযের পরিপন্থী, তাহলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।** কেননা তার নিজস্ব কর্ম দ্বারা হওয়া পাওয়া গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : اَوْ ظَنَّ اَنَّهٗ اَحْدَثَ فَخَرَجَ الخ : এর আলোচনা : কারো মনে হল যে, তার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। এ ধারণার ভিত্তিতে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল বা কাতারসমূহ অতিক্রম করল। তারপর সে জানতে পারল যে, তার ওযূ রয়েছে, তা হলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে না থাকে অথবা কাতারসমূহ অতিক্রম না করে থাকে বরং সে উক্ত ধারণার ভিত্তিতে নামায থেকে ফিরে গিয়েছে, এমন অবস্থায় তার ওযূ আছে বলে সে নিশ্চিত হল, তা হলে তার নামায বাতিল হবে না। এটা জুমহূর ফকীহদের মত। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ওযর ছাড়া নামায থেকে ফিরে যাওয়া হয়েছে। কিয়াসের দাবীও অনুরূপ। জুমহূরের যুক্তি হল সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছিল, নামায ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেনয়। তাই তা ক্ষমার্থ।

قَوْلُهٗ : اَوْجَاوَزَ الصُّفُوْفَ خَارِجَهٗ الخ : اَوْ جَاوَزَ الصُّفُوْفَ বাক্যটি মুসান্নিফের উক্তি فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ এর উপর عطف হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি মসজিদে নামায আদায় কর, তা হলে মসজিদ থেকে বের হওয়া, আর যদি মসজিদের বাইরে খোলা মাঠে নামায পড়ে, তা হলে কাতার অতিক্রম করা বিবেচিত হবে। কেননা মাঠে কাতারগুলোর জায়গা মসজিদের হুকুমভুক্ত। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন সে পিছনের দিকে যায় পক্ষান্তরে যদি সামনের দিকে অগ্রসর হয় তা হলে সুতরাহ এর সীমারেখা ধর্তব্য হবে। আর যদি সুতরাহ না থাকে তা হলে পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ খেয়াল রাখবে।

www.pathagar.com

وَيُبْطِلُهَا بَعْدَهُ اَىْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ **رُوْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ وَنَزْعُ الْمَاسِحِ خُفَّهُ بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ** اِنَّمَا قَالَ بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ لِاَنَّهُ لَوْ عَمِلَ هُنَاكَ عَمَلًا كَثِيْرًا يَتِمُّ صَلَاتُهُ **وَمَضْىُ مُدَّةِ مَسْحِهِ وَتَعَلُّمُ الْاُمِّىِّ سُوْرَةً وَنَيْلُ الْعَارِىْ ثَوْبًا وَقُدْرَةُ الْمُوْمِىْ عَلَى الْاَرْكَانِ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ** اَىْ لِصَاحِبِ التَّرْتِيْبِ **وَتَقْدِيْمُ الْقَارِىْ اُمِّيًّا وَطُلُوْعُ ذُكَاءٍ فِى الْفَجْرِ وَدُخُوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِى الْجُمُعَةِ وَزَوَالُ عُذْرِ الْمَعْذُوْرِ وَسُقُوْطُ الْجَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ ـ**

اَلْخِلَافُ فِىْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ الْاِثْنَىْ عَشَرَ بَيْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَصَاحِبَيْهِ رح مُبْنِىٌّ عَلَى اَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَاعِنْدَهُمَا **وَكَذَا قَهْقَهَةُ الْاِمَامِ وَحَدَثُهُ عَمَدًا صَلٰوةَ الْمَسْبُوْقِ** اَىْ يَبْطُلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ لِوُقُوْعِهِ خِلَالَ صَلٰوتِهِ **لَا كَلَامُهُ وَخُرُوْجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ** اَىْ اِنْ تَكَلَّمَ الْاِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ لَايَبْطُلُ صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ لِاَنَّ الْكَلَامَ كَالسَّلَامِ مِنْهُ لِلصَّلٰوةِ ـ

সহজ তরজমা

এবং নামাযকে বাতিল করে দেয়, তারপরে অর্থাৎ তাশাহহুদের পরে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে (এ সকল বস্তু যথা) **তায়াম্মুমকারী পানি দেখলে, মাসাহকারী অতি সামান্য কাজ দ্বারা তার মোজা খুলে ফেললে।** গ্রন্থকার بِعَمَلٍ يَسِيْرٍ এজন্যে বলেছেন যে, যদি সে এখানে আমলে কাছীর (বেশি মাত্রার কাজ) করে, তবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। **তার মাসাহ করার সময়সীমা চলে গেলে, উম্মী কোন সূরা শিখে ফেললে, উলঙ্গ ব্যক্তি কাপড় পেলে, ইশারায় নামায আদায়কারী রুকনসমূহ আদায়ে সক্ষম হলে, কোন কাযা নামায স্মরণ হলে** অর্থাৎ এটা ছাহেবে তারতীবের জন্যে। **কারী (ইমাম) উম্মীকে আগে বাড়ালে, ফজরে সূর্যোদয় হলে, জুমআর নামাযে আছরের ওয়াক্ত প্রবেশ করলে, মাযূরের ওযর দূর হলে এবং যখম ভাল হয়ে পট্টি পড়ে গেলে।**

এই বারোটি মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে এ কথার উপর যে, তার মতে, মুসল্লীর নিজস্ব কাজ দ্বারা (নামায থেকে) বের হওয়া ফরয। সাহেবাইনের মতে, ফরয নয়। **অদ্রূপ ইমামের অট্টহাসি করা এবং তার ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটানো মাসবুকের নামাযকে বাতিল করে দিবে** কেননা তা মাসবূকের নামাযের মধ্যে পতিত হয়েছে। **তবে কথা বলা এবং মসজিদ থেকে তার বের হওয়া নামাযকে বাতিল করে না** অর্থাৎ ইমাম যদি তাশাহহুদের পরে কথা বলে, তা মাসবূকের নামাযকে বাতিল করবে না। কেননা কথা সালামের অনুরূপ নামায সমাপ্তকারী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفْ مَسْئَلَةَ الْاِثْنَىْ عَشَرَ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ

প্রশ্ন : বারো মাসআলা বিধানসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর অথবা তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর নিম্ন বর্ণিত বারোটি কাজ নামাযকে বাতিল করে দেয় এটা ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মত।

www.pathagar.com

(১) তায়াম্মুমকারী পানি দেখতে পেলে এবং তা ব্যবহার করতে সক্ষম হলে। কেননা এতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।
(২) মোজার উপর মাসাহকারী মোজা খুলে ফেললে। কেননা তার মাসাহ্ বাতিল এবং পা ধৌত করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।
(৩) মাসাহ্ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আর তা হল, মুকীমের জন্য একদিন একরাত। মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।
(৪) উম্মি ব্যক্তি কির'আত ছাড়া নামায আদায় করার পর কোন সূরা শিখলে। কেননা তার অপারগতা দূর হয়ে গেছে।
(৫) বিবস্ত্র ব্যক্তি কাপড় পেলে। কেননা এখন সে ছতর ঢাকার ফরজ আদায়ে সক্ষম হয়েছে।
(৬) ইশারাকারী ব্যক্তি রুকু ও সেজদা আদায়ে সক্ষম হলে, কেননা তার সক্ষমতা ফিরে এসেছে।
(৭) সাহেবে তারতীব যার যিম্মায় ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা নেই, তার ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার সময় কাযার কথা স্মরণ হলে।
(৮) কারী ইমাম উম্মিকে স্থলাভিষিক্ত বানালে। কেননা উম্মি কিরাত পাঠে সক্ষম নয়।
(৯) ফজরের নামাযে সূর্য উদিত হলে। কেননা নামায শেষ হওয়ার পূর্বে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।
(১০) জুমু'আর নামাযে আছর নামাযের সময় প্রবেশ করলে। (১১) মাযুরের ওযর দূর হলে।
(১২) জখমে পট্টি বাঁধা ছিল। তার উপর মাসাহ্ করে নামায আদায় করছে; কিন্তু তাশাহহুদের পর জখম ভাল হয়ে পট্টি পড়ে গেলে। এ সকল কারণে তাহারাত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : اَىْ نَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ نَوْمًا الخ

اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত বাক্য দ্বারা শারেহ রহ. দুটি সংশয়ের অবসান করছেন । যা কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, স্বপ্নদোষ শুধু নিদ্রিত অবস্থায় হয়ে থাকে, তাহলে তা নামাযের ভিতরে কিভাবে সম্ভব হবে। শারেহ রহ. এ সন্দেহ দূরীকরণে– نَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ বাক্যংশটি অতিরিক্ত করেছেন যে, সে নামাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়াছিল। এমন অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়।

২। আরেক সংশয় এই হতে পারে যে, ঘুম স্বয়ং ওযু ভঙ্গকারী। সুতরাং তার নামায তো স্বপ্নদোষ হওয়া ছাড়া বাতিল হয়ে গেছে। তাই এতে লাম এর কয়েদ নিস্প্রয়োজনীয়। শারেহ রহ.-এর জবাবে نَوْمًا لَايَنْقُضُ بِهٖ وُضُوْئَهٗ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন যে, সে এরূপ ঘুম ঘুমুয়েছিল যদ্বারা ওযু ভঙ্গ হয় না। যেমন দাঁড়িয়ে বসে, রুকুতে বা সাজদায় ঘুমানো।

www.pathagar.com

إِمَامٌ حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَاسْتَخْلَفَ صَحَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح خِلَافًا لَهُمَا . وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَقْرَأْ قَدْرَ مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اَمَّا اِذَا قَرَأَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِاَنَّ الْاِسْتِخْلَافَ عَمَلٌ كَثِيْرٌ فَيَجُوْزُ حَالَةَ الضَّرُوْرَةِ **كَتَقْدِيْمِهِ مَسْبُوْقًا** اَىْ كَتَقْدِيْمِ الْاِمَامِ مَسْبُوْقًا سَوَاءٌ اَحْدَثَ الْاِمَامُ اَوْ حُصِرَ فَاِنَّهُ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّقَدِّمَ مُدْرِكًا لَامَسْبُوْقًا وَمَعَ ذٰلِكَ اِنْ قَدَّمَ مَسْبُوْقًا يَصِحُّ **فَيُتِمُّ صَلٰوةَ الْاِمَامِ اَوَّلًا وَيُقَدِّمُ مُدْرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَحِيْنَ اَتَمَّهَا يَضُرُّهُ الْمُنَافِىْ وَالْاَوَّلَ اِلَّا عِنْدَ فَرَاغِهِ لَا الْقَوْمَ** اَىْ حِيْنَ اَتَمَّ الْمَسْبُوْقُ صَلٰوةَ الْاِمَامِ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مُنَافِى الصَّلٰوةِ كَالْقَهْقَهَةِ وَالْكَلَامِ وَالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ تَفْسُدُ صَلٰوتُهُ وَصَلٰوةُ الْاِمَامِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ وُجِدَ فِىْ خِلَالِ صَلَاتِهِمَا اِلَّا عِنْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ بِاَنْ تَوَضَّأَ وَاَدْرَكَ خَلِيْفَتَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْهُ شَئٌ وَاَتَمَّ صَلٰوتَهُ خَلْفَ خَلِيْفَتِهِ وَلَاتَفْسُدُ صَلٰوةُ الْقَوْمِ لِاَنَّهُ قَدْتَمَّتْ صَلَاتُهُمْ . **مَنْ رَكَعَ اَوْ سَجَدَ فَاَحْدَثَ اَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فَسَجَدَهَا يُعِيْدُ مَا اَحْدَثَ فِيْهِ اِنْ بَنٰى حَتْمًا وَمَا ذَكَرَهَا فِيْهِ نَدْبًا** اَىْ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ رُكُوْعِهِ اَوْ سُجُوْدِهِ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى فَلَابُدَّ لَهُ اَنْ يُعِيْدَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ الَّذِىْ اَحْدَثَ فِيْهِ وَاِنْ تَذَكَّرَ فِىْ رُكُوْعِهِ اَوْ سُجُوْدِهِ اَنَّهُ تَرَكَ سِجْدَةً فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى فَقَضَاهَا لَايَجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الرُّكُوْعِ اَوِ السُّجُوْدِ الَّذِىْ تَذَكَّرَ فِيْهِ لٰكِنْ اِنْ اَعَادَ يَكُوْنُ مَنْدُوْبًا .

সহজ তরজমা

কোন ইমাম যদি কিরাত পাঠকালে আটকে গিয়ে কাউকে তার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) বানায়। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, তা সহীহ হবে। সাহেবাইন এর বিপরীত মত পোষণ করেন আর এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা খলীফা বানানো হল আমলে কাছীর। সতুরাং তা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জায়েয হবে। যেরূপ সে মাসবূককে আগে বাড়িয়ে দিল অর্থাৎ ইমাম -এর মাসবুককে আগে বাড়ানোর অনুরূপ, চাই ইমাম হাদাছগ্রস্ত হোক কিংবা আটকে পড়ুক। ইমামের জন্যে উচিত (উত্তম) হল, সে মুদরিক (যে প্রথম থেকে নামাযে অংশগ্রহণ করেছে এমন ব্যক্তি) কে আগে বাড়াবে; মাসবূককে নয়। এ সত্ত্বেও যদি সে মাসবূককে আগে বাড়িয়ে দেয় তবুও শুদ্ধ হবে। সে প্রথমে ইমামের নামায পুরা করে নিবে। এরপর কোন মুদরিককে আগে বাড়িয়ে দিবে, সে তাদেরকে (মুকতাদীদের) নিয়ে সালাম ফিরাবে। যখন সে (মাসবূক) নামায সম্পন্ন করল তখন (নামাযের) পরিপন্থী কাজ, তাকে এবং প্রথম ইমামকে ক্ষতিসাধন করবে। তবে সে (প্রথম ইমাম) ফারেগ হয়ে গেলে (তাকে ক্ষতি করবে না) এবং মুকতাদীদেরও ক্ষতি সাধন করবে না। অর্থাৎ যখন মাসবূক ইমামের নামায সম্পন্ন করল তখন যদি তার থেকে নামাযের বিপরীত কোন বস্তু পাওয়া যায় যেমন

www.pathagar.com

অট্টহাসি দেওয়া, কথা বলা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়া, তবে তার নামায এবং প্রথম ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তা (ফাসাদকারী) তাদের উভয়ের নামাযের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রথম ইমাম ফারেগ হয়ে গেল (তার নামায ফাসিদ হবে না)। তা এভাবে যে, সে ওযূ করল এবং তার প্রতিনিধি (দ্বিতীয় ইমাম) কে পেল এমন অবস্থায় যে, কোন অংশ তার ছুটেনি এবং সে তার প্রতিনিধির পিছনে নামায পূর্ণ করল। আর কওমের নামায ফাসিদ হবে না। কেননা তাদের নামায তো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

যে ব্যক্তি রুকু করল অথবা সাজদা করল এবং তাতে তার হাদাছ হয়ে গেল কিংবা তার একটি সাজদা মনে পড়ল এবং সে ঐ সাজদা আদায় করল, তাহলে যে রুকনে হাদাছ হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে দোহরাবে, যদি (তার উপর নামায) বেনা করে। আর যে রুকুনে সাজদা স্মরণ হয়েছে তা মুস্তাহাব হিসেবে দোহরাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির রুকুতে কিংবা সাজদায় হাদাছ হয়ে যায় এবং ওযূ করে বেনা করে, তার জন্যে জরুরী হল, যে রুকুতে এবং সাজদায় হাদাছ হয়েছে সে তা দোহরাবে। আর যদি রুকুতে অথবা সাজদায় মনে পড়ে যে, সে প্রথম রাকআতে একটি সাজদা তরক করেছে। অতঃপর সে তা কাযা আদায় করে নিলো, তাহলে তার উপর আবশ্যক হবে না যা রুকুতে অথবা সাজদায় স্মরণ হয়েছে তা দোহরানো। তবে দোহরালে তা মুস্তাহাব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اِنْ حُصِرَ الْاِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : ইমাম কিরাত পাঠকালে আটকে গেলে তার হুকুম কি?

উত্তর : কারো কারো মতে حُصِرَ পদটি تَعِبَ এর ওজনে হবে। অর্থ হল বক্ষ সংকীর্ণ হওয়া। আর কতকে বলেন এটা نَصَرَ বাব থেকে ব্যবহৃত। এমন একটি ক্রিয়া যার فَاعِل (কর্তা) উল্লেখ থাকে না। অর্থ হল লজ্জা বা ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়া। উক্ত বাক্যাংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি ইমাম কিরাতে আটকে যায় এবং অপারগতা বশত কাউকে স্থলবর্তী করে, তাহলে তা জায়েয হবে। এ হল ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মত।

তবে সাহেবাইনের নিকটে স্থলবর্তী বানানো জায়েয হবে না। কেননা এ ধরনের ঘটনা বিরল। তাই তা শরীয়তের নির্দেশিত স্থানসমূহের হুকুম ভুক্ত হবে না।

আমাদের দলীল হল অপারগতার সময় স্থলবর্তী বানানোর বৈধতা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আর কিরাত পাঠ আটকে যাওয়া বিরল ঘটনা নয়।

هٰذَا اِذَا لَمْ يَقْرَأْ : বলে গ্রন্থকার বলতে চাচ্ছেন যে, স্থলবর্তী বানানো জায়েয হবার শর্ত হল যদি সে নামায জায়েয হওয়া পরিমাণ কেরাত না পড়ে থাকে। আর যদি ততটুকু পড়ে থাকে, তা হলে খলীফা বানানোর কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তা আমলে কাছীর, সে এতে প্রয়োজন ছাড়া লিপ্ত হয়েছে।

فَاِنَّهُ يَنْبَغِىْ : যদি ইমাম হাদাছগ্রস্ত হয়, তা হলে مدرك ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত বানাবে। কেননা সে ইমামের নামাযকে সম্পন্ন করতে ক্ষমতা রাখে। মাসবুককে খলীফা বানালেও জায়েয হবে। প্রথমে ইমামের নামাযকে সম্পন্ন করবে। যখন সালাম পর্যন্ত আসবে তখন সে মুদরিককে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদিদের নিয়ে সালাম ফিরাবে।

قَوْلُهٗ : وَحِيْنَ اَتَمَّهَا يَضُرُّهُ الْمُنَافِىْ الخ : মাসবুক ইমামের নামায পূর্ণ করার পর যদি এমন কোনো কাজ করে, যা নামাযের বিপরীত, যেমন- অট্টহাসি করল বা কথা বলল কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল, তা হলে তার এবং প্রথম ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা নামায ফাসাদকারী কাজসমূহ তাদের উভয়ের নামাযের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এভাবে যে, মাসবূকের নামায সম্পন্ন না হওয়াতো সুস্পষ্ট আর প্রথম ইমামের

www.pathagar.com

ওযূ করার প্রাক্কালে রাক'আত ছুটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম ইমাম অন্যান্য মুকতাদীদের সাথে নামায থেকে ফারেগ হয়ে যায়। অর্থাৎ ওযূ করার সময় তার রাকা'আত না ছুটে থাকে, তাহলে তার নামায ফাসেদ হবে না।

قَوْلُهُ : مَنْ رَكَعَ اَوْ سَجَدَ فَاَحْدَثَ الخ

اَلسُّوَالُ : مُصَلِّى لَحِقَهُ الْحَدَثُ فِى الرُّكُوْعِ اَوْ فِى السَّجْدَةِ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : রুকুতে বা সাজদায় হাদাছ হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তির রুকুতে কিংবা সাজদায় হাদাস হয়ে যায় ,তাহ লে যে রুকুনে হাদাস হল তা বাতিল হয়ে যাবে। এখন যদি অযু করে সেই নামাযের উপর বেনা করে, তা হলে যে রুকনে হাদাছ হল, তা বাতিল হয়ে যাবে। এখন যদি ওযু করে সেই নামাযের উপর বেনা করে, তা হলে যে রুকনে হাদাছ হয়েছে, তা দোহরানো ওয়াজিব হবে। কেননা রুকন সম্পন্ন হবার জন্য শর্ত হল তাহারাতের অবস্থায় তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা আর তা পাওয়া যায় নি। তবে যদি প্রথম নামাযের উপর বেনা না করে নতুনভাবে নামায আদায় করে, তাহলে হাদাস ঘটিত রুকু–সাজদা দোহরনোর কোন প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهَا فِيْهِ نَدْبًا اه

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যদি কারও রুকুতে বা সাজদায় স্মরণ হয় যে, তার প্রথম রাকআতে একটি সাজদা ছুটে গেছে বা তার যিম্মায় একটি সাজদা রয়েছে। অতঃপর সে সেখান থেকেই সাজদায় চলে গেল, তাহলে যে রুকুতে বা সাজদায় সাজদাটি দোহরাবে। তবে দোহরানো মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

وَإِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ فَالرَّجُلُ إِمَامٌ بِلَانِيَّةٍ إِنْ كَانَ وَإِلَّا قِيلَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ـ أَىْ إِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَإِنْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ رَجُلًا يَصِيرُ إِمَامًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِىَ الْإِمَامُ إِمَامَتَهُ لِأَنَّ النِّيَّةَ لِلتَّعْيِيْنِ وَهٰهُنَا هُوَ مُتَعَيِّنٌ وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَةً أَوْصَبِيًّا قِيلَ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ صَارَ إِمَامًا لَهُ لِتَعْيِيْنِهِ وَقِيلَ لَاتَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ الْإِسْتِخْلَافُ وَفِى صُوْرَةِ الرَّجُلِ إِنَّمَا يَصِيرُ إِمَامًا لِتَعْيِيْنِهِ وَصَلَاحِيَّتِهِ وَهٰهُنَا لَمْ يَصْلُحْ فَلَمْ يَصِرْ إِمَامًا وَالْإِمَامُ إِمَامٌ كَمَا كَانَ لٰكِنَّ الْمُقْتَدِى بَقِىَ بِلَا إِمَامٍ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ـ

সহজ তরজমা

কেউ যদি মাত্র একজন ব্যক্তির ইমামতি করে, অতঃপর তার হাদাছ হয়ে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি (স্থলাভিষিক্ত করার) নিয়ত ছাড়া ইমাম হয়ে যাবে, যদি সে পুরুষ হয়। অন্যথায় কারো কারো মতে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি একজন মুকতাদীর ইমামতি করে, এমতাবস্থায় ইমাম হাদাছগ্রস্ত হয়ে যায়, আর মুকতাদী যদি পুরুষ হয়, তাহলে সে ইমাম হয়ে যাবে, ইমাম তার ইমামতির নিয়ত করা ছাড়াই। কেননা নিয়ত হল নির্ধারণ করার জন্যে। আর এখানে সে নির্ধারিতই (কারণ সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই) আর যদি মুকতাদী স্ত্রীলোক বা বালক হয়ে থাকে, তবে কারো কারো মতে ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা স্ত্রীলোক অথবা বালক তার ইমাম হয়ে গিয়েছে তারা নির্ধারিত হবার কারণে। অন্য মতে ফাসিদ হবে না। কেননা তার (ইমামের) পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত করণ পাওয়া যায়নি। মুকতাদী পুরুষ হবার সূরতে সে ইমাম হয়ে যাবে এজন্যে যে, সে নির্ধারিত এবং তাঁর যোগ্যতা রয়েছে। আর এখানে তার (স্ত্রীলোক বা বালকের) যোগ্যতা নেই । সুতরাং সে ইমাম হবে না এবং ইমামই ইমাম হিসেবে গণ্য হবে যেরূপ সে ছিল কিন্তু মুকতাদী ইমাম ছাড়া রয়ে গেল। সুতরাং তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ: أَىْ إِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ الخ

اَلسُّوَالُ : اُشْرَحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْعِ

প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : কেউ যদি মাত্র এক ব্যক্তির ইমামতি করে, এমতাবস্থায় ইমামের হাদাছ হয়ে যায় এবং সে কাউকে স্থলবর্তী করা ছাড়াই মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ে, তা হলে মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। আর প্রথম ইমাম ওযু করে এসে তার পিছনে নামায সম্পন্ন করবে। এ মাসআলার ধরণ দুটি হতে পারে। (১) মুক্তাদী পুরুষ হবে। তাহলে সে খলীফা বানানোর নিয়ত ছাড়াই ইমাম হয়ে যাবে। কেননা নিয়তের প্রয়োজন হয় নির্ধারণ করার জন্য। আর এখানে যেহেতু সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, তাই সে পূর্ব থেকে নির্ধারিত। এ ছাড়া এতে তার নামাযের হেফাজত রয়েছে। কেননা ইমাম ব্যতিরেকে মুকতাদীর নামায শুদ্ধ হতে পারে না। (২) মুক্তাদী স্ত্রী লোক বা বালক হলে, এ সূরতে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা স্ত্রী লোক বা বালক অবধারিতভাবে তার ইমাম হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা ইমাম হবার জন্য নির্ধারিত। আর বয়স্কদের ইকতেদা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পিছনে জায়েয নেই। তদ্রূপ পুরুষের ইকতিদা নারীর পিছনেও জায়েয নেই। তাই ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। অন্য মতে ইমামের নামায ফাসিদ হবে না। কেননা তার পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে খলীফা নির্ধারণ পাওয়া যায় নি। বাস্তবে তা না পাওয়া তো সুস্পষ্ট এবং বিধানগত নয় এজন্য যে, মুক্তাদীর মধ্যে ইমামতি করার যোগ্যতা নেই।

www.pathagar.com

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا

يُفْسِدُهَا الْكَلَامُ وَلَوْ سَهْوًا اَوْ فِىْ نَوْمٍ وَالسَّلَامُ عَمْدًا قَيَّدَ بِالْعَمْدِ لِاَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِاَنَّهُ مِنَ الْاَذْكَارِ فَفِىْ غَيْرِ الْعَمْدِ يُجْعَلُ ذِكْرًا وَفِى الْعَمْدِ كَلَامًا **وَ رَدُّهُ** لَمْ يُقَيِّدِ الرَّدَّ بِالْعَمْدِ وَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّهُ اِنَّمَا اَطْلَقَ لِاَنَّهُ مُفْسِدٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ سَهْوًا لِاَنَّ رَدَّ السَّلَامِ لَيْسَ مِنَ الْاَذْكَارِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ يُخَاطَبُ بِهِ وَالْكَلَامُ مُفْسِدٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ سَهْوًا ـ

وَالْاَنِيْنُ وَالتَّاَوُّهُ وَالتَّافِيْفُ وَالْبُكَاءُ بِصَوْتٍ مِنْ وَجَعٍ اَوْ مُصِيْبَةٍ وَتَنَحْنُحٌ بِلَا عُذْرٍ وَتَشْمِيْتُ عَاطِسٍ وَجَوَابُ خَبَرِ سُوْءٍ بِالْاِسْتِرْجَاعِ وَسَارٍّ بِالْحَمْدَلَةِ وَعَجِيْبٍ بِالسَّبْحَلَةِ وَالْهَيْلَلَةِ ـ وَفَتْحُهُ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ اِنَّمَا قَالَ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ لِاَنَّ فَتْحَهُ عَلٰى اِمَامِهٖ لَايُفْسِدُ قَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِذَا قَرَاَ اِمَامُهُ مِقْدَارَ مَا يَجُوْزُ بِهِ الصَّلٰوةُ اَوِ انْتَقَلَ اِلٰى اٰيَةٍ اُخْرٰى فَفَتَحَ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْفَاتِحِ وَاِنْ اَخَذَ الْاِمَامُ مِنْهُ تَفْسُدُ صَلٰوةُ الْاِمَامِ اَيْضًا وَبَعْضُهُمْ قَالُوْا لَاتَفْسُدُ فِىْ شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ وَسَمِعْتُ اَنَّ الْفَتْوٰى عَلٰى ذٰلِكَ ـ **وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ وَ سُجُوْدُهُ عَلٰى نَجِسٍ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُسْاَلُ عَنِ النَّاسِ** نَحْوُ اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِىْ فُلَانَةً اَوْ اَعْطِنِىْ اَلْفَ دِيْنَارٍ وَنَحْوُ ذٰلِكَ **وَاَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَكُلُّ عَمَلٍ كَثِيْرٍ** اِخْتَلَفَ مَشَائِخُنَا فِىْ تَفْسِيْرِ الْعَمَلِ الْكَثِيْرِ فَقِيْلَ هُوَ مَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْيَدَيْنِ ـ وَقِيْلَ مَايَعْلَمُ نَاظِرُهُ اَنَّ عَامِلَهُ غَيْرُ مُصَلٍّ وَعَامَّةُ الْمَشَائِخِ عَلٰى هٰذَا وَقِيْلَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ الْمُصَلِّىْ قَالَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِىُّ رح هٰذَا اَقْرَبُ اِلٰى مَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح فَاِنَّ دَابَهُ التَّفْوِيْضُ اِلٰى رَاْىِ الْمُبْتَلٰى بِهٖ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : নামায ভঙ্গকারী ও নামাযের মাকরূহসমূহ

কথা বলা নামাযকে ভঙ্গ করে দেয় যদিও ভুলবশত হয় কিংবা ঘুমের ঘোরে হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম করা। গ্রন্থকার عَمْدًا কয়েদ উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, ভুলবশত সালাম নামায ফাসিদকারী নয়। কেননা তা যিকির এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং অনিচ্ছায় বললে একে যিকির সাব্যস্ত করা হবে এবং স্বেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। সালামের জবাব দেওয়া; গ্রন্থকার জবাব দেয়াকে عَمْد এর সাথে যংযুক্ত করেননি। আমার অন্তরে একটি বিষয় উদিত হয়েছে যে, তিনি তা মূতলাক বা শর্তহীন রেখেছেন; এজন্যে যে, এটা (জবাব দেওয়া) ফাসিদকারী, চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলবশত হোক। কেননা সালামের জবাব দেয়া যিকির এর মধ্যে গণ্য নয় বরং এটা কথা যার দ্বারা পরস্পর সম্বোধন

www.pathagar.com

করা হয়। আর কথা বলা নামায ফাসাদকারী স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলে হোক এবং আহ, উহ ও উফ শব্দ করা এবং ব্যথা বা কোন বিপদে শব্দ করে কাঁদা এবং ওযর ছাড়া গলা খাকার দেওয়া, হাঁচিদাতার উত্তর দেয়া, খারাপ সংবাদের উত্তরে ইন্নালিল্লাহ বলা, আনন্দের সংবাদে আল-হামদুলিল্লাহ বলা এবং বিস্ময়কর সংবাদে সুবহানাল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া। গ্রন্থকার عَلٰى غَيْرِ إِمَامِهِ এজন্যে বলেছেন যে, নিজের ইমামকে লোকমা দেয়া নামায ভঙ্গ করে না। কতক মাশায়েখ বলেন যে, যখন ইমাম নামায জায়েয হওয়া পরিমাণ কিরাত পাঠ করে অথবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, অতঃপর সে (মুকতাদী) লোকমা দেয়, তাহলে লোকমাদাতার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং যদি ইমাম তার থেকে লোকমা গ্রহণ করে তাহলে ইমামের নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে। আর কতক মাশায়েখ বলেন যে, এগুলোর কোন কিছু দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না। আমি শুনেছি যে, এর উপরই ফাতাওয়া। এবং কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করা, নাপাক জায়গার উপর সাজদা করা ও এমন বস্তু প্রার্থনা করা যা মানুষের কাছে চাওয়া যায়, যেমন– হে আল্লাহ! আমাকে অমুক মেয়ে বিয়ে করিয়ে দিন অথবা আমাকে এক হাজার দীনার দিন এবং এর অনুরূপ। আর তার খাওয়া ও পান করা এবং প্রত্যেক আমলে কাছীর। আমাদের মাশায়েখ আমলে কাছীর (অধিক কাজ) এর ব্যাখ্যায় ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, আমলে কাছীর হল এমন কাজ যা করতে উভয় হাতের প্রয়োজন পড়ে। অন্য মতে, এমন কাজ যা দেখে দর্শক মনে করবে যে, এর কর্তা মুসল্লী নয়। অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত এটাই।

আর কারো কারো মতে, যে কাজটিকে মুসল্লী নিজেই অধিক বলে মনে করে, (তা হলো আমলে কাছীর) ইমাম সারখসী বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাবের অতি নিকটবর্তী। কেননা ইমাম সাহেবের অনুসৃত নীতি হল, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামতের উপর অর্পণ করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا حُكْمُ الْكَلَامِ فِى الصَّلٰوةِ وَلَوْ سَهْوًا

প্রশ্ন : ভুলে কথা বললেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : কথা বলা নামাযকে ফাসিদ করে দেয়। এ ব্যাপারে মূল দলীল হল রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهٖ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ

"আমাদের এ নামাযে মানুষের কোন কথা-বার্তার অবকাশ নেই। বরং তা হলো শুধু তাসবীহ তাহলীল ও কুরআন পাঠ করা।" এটা বুঝানোর জন্য যে, কথা বলা সর্বাবস্থায় নামায ফাসিদকারী।

চাই বিচ্যুতি বা ভুলের কারণে হোক, চাই অল্প বা বেশী হোক। সালাম করা এর বিপরীত। ভুল বশত সালাম নামায ফাসিদ কারী নয়। কেননা সালাম যিকির এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ভুলে সালাম করলে একে যিকির ধরা হবে, আর স্বেচ্ছায় সালাম করলে কথা ধরা হবে।

শাফিঈ রহ. বলেন, ভুল বশত কথা বলা নামায ভঙ্গ করে না। কেননা রাসূল সা. বলেছেন رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ। আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তা ক্ষমাযোগ্য।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : "وَفَتْحُهُ عَلٰى غَيْرِ اِمَامِهٖ" بَيِّنْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى نَهْجِ الشَّارِحِ

প্রশ্ন : উপরোল্লিখিত মাসআলাটি শারেহ রহ.-এর ন্যায় বর্ণনা কর?

উত্তর : মুসল্লীর নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়া নামাযকে ফাসিদ করে দেয়। কেননা তা শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভূক্ত, তাই লোকমা দেওয়া প্রয়োজন ছাড়া জায়েয হবে না। তবে নিজের ইমামকে লোকমা দেওয়া নামায ফাসিদকারী নয়। কেননা মুসল্লী নিজের নামাযে সংশোধন করার লক্ষ্যে লোকমা দিতে বাধ্য। সুতরাং এর প্রয়োজন রয়েছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. হতে প্রমাণিত রয়েছে।

এভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সা. একবার নামায পড়তে গিয়ে কিরাতের কিছু অংশ ছেড়ে দিলেন– এক সাহাবী আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সা. আপনী অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন আমাকে স্মরণ করে দিলে না কেন? সাহাবী বললেন আমি ভেবেছিলাম মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যদি ইমাম নামায জায়েয হওয়া পরিমাণ কিরাত পাঠ করে বা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তারপর মুকতাদী লোকমা দেয়, তা হলে লোকমা দাতার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা প্রয়োজন ছাড়া শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমামের নামাজ ফাসেদ হলে সকল মুক্তাতাদীর নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কতক মাশায়েখ বলেছেন, এতে মুক্তাদির নামায জায়েয হবে না। শারেহ রহ. উক্ত মতকে গ্রহণ করেছেন।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنِ التَّعْرِيْفَ لِعَمَلٍ كَثِيْرٍ؟

প্রশ্ন : عَمَلْ كَثِيْر এর পরিচয় দাও?

উত্তর : আমলে কাসীরের সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। তিনটি মতামত উল্লেখ করা হল,

(১) আমলে কাছীর এমন কাজকে বলে, যা করতে উভয় হাত ব্যবহার করতে হয়। যেমন দুই হাতে লুঙ্গি পরা।

(২) এমন কোন কাজ করা যা দেখে দর্শক মনে করে যে, সে নামায পড়ছে না।

(৩) যে কাজটি নামাযীর নিজের কাছেই বেশী বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ شَرَعَ صَلّٰى كَمُلَا اِنْ شَرَعَ فِىْ اُخْرٰى وَاِلَّا اَتَمَّ الْاُوْلٰى اَىْ صَلّٰى رَكْعَةً ـ مِنْ صَلٰوةٍ ثُمَّ شَرَعَ اَىْ نَوٰى وَجَدَّدَ التَّحْرِيْمَةَ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَاِنْ شَرَعَ فِىْ صَلٰوةٍ اُخْرٰى يُتِمُّ هٰذِهِ الْاُخْرٰى وَلَايَحْتَسِبُ مِنْهَا الرَّكْعَةَ الَّتِىْ صَلَّاهَا وَاِنْ شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ الْاُوْلٰى فَالرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلَّاهَا مَحْسُوْبَةٌ فَيُتِمُّ الْاُوْلٰى ـ **وَلَا يُفْسِدُهَا بُكَاؤُهٗ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعَمَلُ الْقَلِيْلُ** وَهُوَ ضِدُّ الْكَثِيْرِ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْاَقْوَالِ **وَمُرُوْرُ اَحَدٍ وَيَاْثَمُ اِنْ مَرَّ فِىْ مَسْجِدِهٖ عَلَى الْاَرْضِ بِلَاحَائِلٍ** اَلْمَسْجِدُ مِنَ الْاَلْفَاظِ الَّتِىْ جَاءَتْ عَلَى الْمَفْعِلِ بِالْكَسْرِ وَيَجُوْزُ فِيْهَا الْفَتْحُ عَلَى الْقِيَاسِ فَالْفُقَهَاءُ اِذَا قَالُوْا بِالْفَتْحِ اَرَادُوْا مَوْضِعَ السُّجُوْدِ وَاِنْ قَالُوْا بِالْكَسْرِ اَرَادُوْا الْمَعْنَى الْمَشْهُوْرَ فَاِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا الْكَسْرَ وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ اِلَّا فِى الْمَعْنَى الْمَشْهُوْرِ فَفِى الْمَعْنَى الْاَوَّلِ اِسْتَمَرُّوْا عَلَى الْقِيَاسِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَسْجِدِ هٰهُنَا مَوْضِعُ السُّجُوْدِ فَاِنَّ الْمُرُوْرَ فِىْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ يُوْجِبُ الْاِثْمَ وَفِىْ تَفْسِيْرِ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ تَفْصِيْلٌ ـ فَاعْلَمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ اِنْ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ فَالْمُرُوْرُ اَمَامَ الْمُصَلِّىْ حَيْثُ كَانَ يُوْجِبُ الْاِثْمَ لِاَنَّ الْمَسْجِدَ الصَّغِيْرَ مَكَانٌ وَاحِدٌ فَاَمَامُ الْمُصَلِّىْ حَيْثُ كَانَ فِىْ حُكْمِ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ ـ

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি এক রাকআত আদায় করল, তারপর অন্য নামায শুরু করে দিল, তাহলে তা পূর্ণ করে নিবে যদি দ্বিতীয় নামায শুরু করে থাকে। অন্যথায় প্রথম নামাযকে সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাকআত আদায় করল, তারপর সে দ্বিতীয় নামায শুরু করে দিল অর্থাৎ নিয়ত করল এবং উভয় হাত উত্তোলন করা ছাড়া নতুনভাবে তাহরীমা বলল। সুতরাং যদি সে দ্বিতীয় নামায শুরু করে থাকে, তাহলে এ দ্বিতীয় নামায পুরা করে নিবে এবং সে যে এক রাকআত আদায় করেছে তা এতে গণ্য হবে না। আর যদি প্রথম নামাযই শুরু করে, তা হলে যে রাক'আত আদায় করেছে তা ধর্তব্য হবে। সুতরাং প্রথম নামায সম্পন্ন করবে।

এবং নামায ভঙ্গ করে না জান্নাত অথবা জাহান্নামের স্মরণে তার ক্রন্দন এবং আমলে কালীল (অতি সামান্য কাজ) এটা আমলে কাছীরের বিপরীত, মতামতের মতানৈক্য অনুসারে এবং (মুসল্লীর সামনে দিয়ে) কারও অতিক্রম করা। তবে (অতিক্রমকারী) গুনাহগার হবে যদি সে জমীনের উপর মুসল্লীর সাজদার স্থান দিয়ে কোন আড়াল ছাড়া অতিক্রম করে। مَسْجِد সেসব শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো مَفْعِل আইন কলিমা কাসরা বিশিষ্ট এর ওযনে আসে এবং তাতে যুক্তির নিরিখে ফাতাহ দেয়া জায়েয আছে। সুতরাং যখন ফকীহগণ (مَسْجَد শব্দটি জীম এর উপর) যবর দিয়ে বলেন, তখন এ দ্বারা সাজদার স্থান উদ্দেশ্য নেন। আর যদি যের দিয়ে বলেন, তাহলে প্রসিদ্ধ অর্থ (নামাযের জন্যে নির্ধারিত ওয়াকাফকৃত গৃহ) মুরাদ নিয়ে থাকেন। কেননা তারা কাসরা (বিশিষ্ট শব্দ مَسْجِد) যা কিয়াসের বিপরীত একে শুধু প্রসিদ্ধ অর্থেই পেয়েছেন। সুতরাং তারা প্রথম অর্থের মধ্যে কিয়াসের মুতাবিক বহাল রয়েছেন।

www.pathagar.com

আর এখানে مَسْجِد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাজদার স্থান। কেননা সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহকে সাব্যস্ত করে এবং সাজদার স্থানের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ রয়েছে। জেনে রাখো, নামায যদি ছোট মসজিদে আদায় করা হয়, তাহলে মুসল্লীর সামনে যে কোন স্থান দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহকে অবধারিত করে। কেননা ছোট মসজিদ হল একই স্থান। সুতরাং মুসল্লীর সামনে যে স্থানটুকু থাকে তা তার সাজদার স্থানের হুকুম ভুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ شَرَعَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ تَامًّا

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাকআত আদায় করতঃ নতুনভাবে তাকবীর বলে দ্বিতীয় নামায শুরু করে, সে দ্বিতীয় নামায পুরা করে নিবে। কেননা তা শুরু করা সহীহ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী নামায ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তবে আগে যে এক রাকআত আদায় করা হয়েছে তা এতে গণ্য হবে না। যেমন কেউ যোহরের এক রাকআত আদায় করল তারপর আছর শুরু করে দিল, তা হলে তার যোহর বাতিল হয়ে যাবে এবং সে আছর পূর্ণ করবে।

وَمُرُوْرُ اَحَدٍ وَيَاْثَمُ اِنْ مَرَّ فِىْ مَسْجِدِهٖ عَلَى الْاَرْضِ بِلَا حَائِلٍ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ حُكْمَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : মুসল্লী নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান লেখ।

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি নামাযীর সেজদার স্থান দিয়ে আড়াল ব্যতীত অতিক্রম করে, তবে সে গোনাহগার হবে। কেননা রাসূল সা. বলেছেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি তার এহেন কর্মের গুনাহ সম্পর্কে জানতে পারত, তবে সে চল্লিশ (বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা থেকে শ্রেয় মনে করত।

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحْ لَفْظَ الْمَسْجِدِ لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا

প্রশ্ন : مَسْجِد শব্দের বিশ্লেষণ কর?

উত্তর : مَسْجِد শব্দটির আইন কালিমা جيم হল যের বিশিষ্ট। কামূস নামক অভিধানে আছে مَسْجِد - مَسْكَن এর ওযনে কপাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যদি জিমের নীচে যের হয় তাহলে সেজদার জায়গার নাম হবে। জীম এর উপর যবর পড়াও বৈধ আছে। ফকীহগণ বলেন-مَسْجَد জীম যের বিশিষ্ট এর অর্থ সেজদার স্থান। আর مَسْجِد (জীম কাসরা বিশিষ্ট) এর অর্থ হবে নামাজের জন্য ওয়াকফ গৃহ। আর মূল পাঠে مَسْجَد এর উদ্দেশ্য সেজদার স্থান।

اِنْ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ : ছোট মসজিদের পরিচয়:

জামিউর রুমুজ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ছোট মসজিদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, ষাট হাত। অপর মতে চল্লিশ হাত। এরূপ ছোট মসজিদে নামায পড়লে মুসল্লিদের পদদ্বয় থেকে নিয়ে দেয়াল পর্যন্ত পুরোটা সেজদার স্থান। সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে গোনাহগার হবে।

www.pathagar.com

وَاِنْ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ الْكَبِيْرِ اَوْ فِى الصَّحْرَاءِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اِنْ مَرَّ فِى مَوْضِعِ السُّجُوْدِ يَأْثَمُ وَاِلَّا فَلَا وَعِنْدَ الْبَعْضِ اَلْمَوْضِعُ الَّذِى يَقَعُ عَلَيْهِ النَّظَرُ اِذَا كَانَ الْمُصَلِّى نَاظِرًا فِىْ مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ لَهٗ حُكْمُ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ فَيَأْثَمُ بِالْمُرُوْرِ وَفِى ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَاِنْ كَانَ الْمُصَلِّى عَلٰى دُكَّانٍ وَيَمُرُّ الْاٰخَرُ اَمَامَهٗ تَحْتَ الدُّكَّانِ فَلَا شَكَّ اَنَّهٗ لَمْ يَمُرَّ فِى مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ حَقِيْقَةً فَلَا يَأْثَمُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى وَاَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ فَالْمَارُّ تَحْتَ الدُّكَّانِ اِنْ مَرَّ فِىْ مَوْضِعِ النَّظَرِ اِذَا نَظَرَ فِىْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ فَحِ اِنْ حَاذٰى بَعْضُ اَعْضَاءِ الْمَارِّ بَعْضَ اَعْضَاءِ الْمُصَلِّىْ يَأْثَمُ وَاِلَّا فَلَا ـ فَلِهٰذَا قَالَ **وَحَاذٰى الْاَعْضَاءُ الْاَعْضَاءَ لَوْكَانَ عَلٰى دُكَّانٍ** اَخْذًا بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ـ

সহজ তরজমা

আর যদি নামায বড় সমজিদে কিংবা খোলা মাঠে আদায় করা হয়, তাহলে কতক মাশায়েখের নিকটে যদি সে সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে, তবে গুনাহগার হবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে না। কারো কারো মতে যখন মুসল্লী তার সাজদার স্থানে দৃষ্টিপাত করে, তখন যে স্থানে দৃষ্টি পতিত হয়, তার জন্যে সাজদার স্থানের বিধান প্রয়োজ্য। সুতরাং ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহগার হবে।

প্রথম তুমি এটা (বিশ্লেষণ) জানলে সুতরাং মুসল্লী যদি দোকানে বা কোন উঁচু স্থানে থাকে। আর অন্য কেউ তার সামনে দিয়ে দোকানের নীচ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, সে বাস্তবে সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করেনি। সুতরাং সে প্রথম বর্ণনা অনুসারে গুনাহগার হবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রিওয়ায়েত মুতাবিক দোকানের নীচ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি দৃষ্টি পতিত হওয়ার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে, যখন মুসল্লী সাজদার স্থানে দৃষ্টি করে, তখন যদি অতিক্রমকারীর কতিপয় অঙ্গ মুসল্লীর কতক অঙ্গের সোজাসুজি হয়ে যায়, তবে গুনাহগার হবে; অন্যথায় গুনাহগার হবে না। এজন্যেই গ্রন্থকার বলেন যে, এবং অতিক্রমকারীর অঙ্গসমূহ মুসল্লীর অঙ্গের সোজাসুজি হবে, যদি সে দোকানে উঁচু স্থানে থাকে (তবে গুনাহগার হবে) এটা দ্বিতীয় বর্ণনা অবলম্বনে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَاِنْ كَانَتْ فِى الْمَسْجِدِ الْكَبِيْرِ : বড় মসজিদে কিংবা খোলা মাঠে নামায আদায় করলে সাজদার স্থানের পরিমাণ নির্ণয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. মুসল্লীর পদদ্বয় থেকে সাজদা করার স্থান পর্যন্ত তার নামাযের জায়গা বলে গণ্য। যদি কেউ সেজদার জায়গার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে, তা হলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি সাজদার স্থানের বাইরের অংশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে গুনাহগার হবে না।

২. যখন মুসুল্লি সাজদার স্থানে দৃষ্টি করে তার আশে পাশে যে স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, সেটাও সাজদার স্থানের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সাজদার স্থানের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহগার হবে।

যদি কেউ উঁচু স্থানে নামায আদায় করে, কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে গুনাহগার হবে না। কারণ, অতিক্রমকারী মূলত সেজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে নি।

www.pathagar.com

وَيَغْرِزُ اَمَامَهُ فِى الصَّحْرَاءِ سُتْرَةً بِقَدْرِ ذِرَاعٍ وَغِلَظِ اِصْبَعٍ بِقُرْبِهٖ عَلٰى اَحَدِ حَاجِبَيْهِ وَلَاتُوْضَعُ وَلَا يُخَطُّ وَيُدْرَأُ بِالتَّسْبِيْحِ اَوِ الْاِشَارَةِ لَا بِهِمَا اِنْ عَدِمَ سُتْرَةً اَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَكَفٰى سُتْرَةُ الْاِمَامِ وَجَازَ تَرْكُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمُرُوْرِ وَالطَّرِيْقِ ـ وَكُرِهَ سَدْلُ الثَّوْبِ فِى الْمَغْرِبِ هُوَ اَنْ يُرْسِلَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ ـ وَقِيْلَ هُوَ اَنْ يُلْقِيَهُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَيُرْخِيَهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ اَقُوْلُ هٰذَا فِى الطَّيْلَسَانِ اَمَّا فِى الْقُبَاءِ وَنَحْوِهٖ فَهُوَ اَنْ يُلْقِيَهُ عَلٰى كَتِفَيْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِىْ كُمَّيْهِ وَيَضُمُّ طَرَفَيْهِ **وَكَفُّهُ** وَهُوَ اَنْ يَضُمَّ اَطْرَافَهُ اِتِّقَاءَ التُّرَابِ وَنَحْوِهٖ **وَعَبَثُهُ بِهٖ وَبِجَسَدِهٖ وَعَقْصُ شَعْرِهٖ** فِى الْمَغْرِبِ هُوَ جَمْعُ الشَّعْرِ عَلَى الرَّأْسِ وَقِيْلَ لَيُّهُ وَاِدْخَالُ اَطْرَافِهٖ فِىْ اُصُوْلِهٖ **وَفَرْقَعَةُ اَصَابِعِهٖ** هُوَ اَنْ يَغْمِزَهَا اَوْ يَمُدَّهَا حَتّٰى تُصَوِّتَ **وَالْتِفَاتُهُ** وَهُوَ اَنْ يَنْظُرَ يُمْنَةً وَيُسْرَةً مَعَ لَيِّ عُنُقِهٖ وَاَمَّا النَّظَرُ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهٖ بِلَا لَيِّ الْعُنُقِ فَلَايُكْرَهُ **وَقَلْبُ الْحَصٰى لِيَسْجُدَ اِلَّا مَرَّةً وَتَخَصُّرُهُ** اَىْ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ **وَتَمَطِّيْهِ** اَىْ تَمَدُّدُهُ **وَاِقْعَاؤُهُ** وَهُوَ الْقُعُوْدُ عَلٰى اِلْيَتَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ **وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَتَرَبُّعُهُ بِلَاعُذْرٍ** ـ

সহজ তরজমা

মুসল্লী খোলা মাঠে নিজের সামনে তার নিকটস্থ দুই ভ্রুর কোন এক ভ্রু বরাবর একটি সুতরাহ মাটিতে গাড়বে যা একগজ পরিমাণ লম্বা এবং এক আঙ্গুলের মত মোটা হবে সুতরাহ মাটিতে ফেলে রাখবে না ও দাগ টানবে না। মুসল্লী অতিক্রমকারীকে তাসবীহ পড়ে অথবা ইশারার মাধ্যমে বাঁধা দিবে, উভয়টি দ্বারা নয়। যদি সামনে সুতরাহ না থাকে কিংবা তার ও সুতরাহর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে। ইমামের সুতরাহই যথেষ্ট (মুকতাদীর জন্যে), অতিক্রমণ এবং (সামনে) রাস্তা না হলে সুতরাহ বাদ দেয়া জায়েয আছে। কাপড় ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ। মুগরার অভিধানে আছে, সাদল হল কাপড়কে তার প্রন্তদ্বয় না মিলিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া। আর কারো কারো মতে, তা হল কাপড় মাথার উপর রাখবে এবং উভয় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দেবে। শারেহ রহ. বলেন, আমি বলব এটা চাদর বা রুমালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে জুব্বা ও তার অনুরূপ জামার বেলায় সাদল হল কাপড় উভয় কাঁধে রাখবে এভাবে যে, হস্তদ্বয় তার আসতীনে প্রবেশ করাবে না এবং প্রন্তদ্বয় মিলাবে না আর কাপড় গুটিয়ে নেওয়া। তা হল কাপড়কে মাটি ইত্যাদি থেকে হেফাযতের জন্যে তার প্রান্ত মিলিয়ে নিবে এবং মুসল্লীর কাপড় নিয়ে ও তার শরীর নিয়ে খেলা করা, চুল ঝুটি করা। মুগরার গ্রন্থে আছে, ঝুটি করা হল চুলগুলো মাথার উপর একত্র করা। বলা হয়েছে যে, ঝুটি করার অর্থ হল চুলগুলো পেঁচানো ও তার প্রান্ত গোড়াতে প্রবেশ কারানো। আর আঙ্গুল ফুটানো। তা হল আঙ্গুলগুলো চাপ দিবে অথবা টান দিবে যেন তা থেকে শব্দ বের হয়। মুসল্লীর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা। আর তা হল সে ঘাড় বাঁকা করে ডানে ও বামে তাকানো। তবে ঘাড় বাকা না করে চোখের কোণ দিয়ে দৃষ্টি করলে মাকরূহ হবে না। **সাজদা দেয়ার জন্যে পাথর কণা**

www.pathagar.com

সরানো, তবে মাত্র একবার। আর কোমরে হাত রাখা, হাই তোলা ও ইকআ' করা। আর তা হল উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে নিতম্বের উপর বসা এবং উভয় বাহু বিছিয়ে দেয়া ও বিনা ওযরে আসন গেঁড়ে বসা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ السُّتْرَةِ؟

প্রশ্ন : সুতরার বিধান কি?

উত্তর : যে ব্যক্তি খোলা মাঠে নামায আদায় করে, সে নিজের সামনে একটি সুতরা গেড়ে নিবে। এটা মুস্তাহাব। সুতরাং গ্রহণ না করাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাহ গ্রহণে কয়েকটি বিষয় খেয়ল রাখতে হবে। (১) সুতরাহ এক হাত বা তার চেয়ে বেশী লম্বা হবে হবে। নবী করীম সা. সুতরাহ প্রসঙ্গে বলেছেন– مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ – হাউদার পিছনের কাঠের মতো। আর তা সাধারণত এক হাত পরিমাণ লম্বা হয়। (২) সুতরাং এক হাত পরিমাণ ও এক আঙ্গুলের মত মোটা হবে। কেননা এর চাইতে চিকন হলে দূর থেকে দেখা যাবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। (৩) সুতরাহ নিজের নিকটবর্তী স্থানে গাঁড়বে। (৪) সুতরাহ ডান ভ্রু বা বাম ভ্রু বরাবর স্থানে গাড়বে। (৫) সুতরাহ মাটিতে ফেলে রাখবে না। তাহলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। পাথরে জমিন হলে সাহেবাইনের মতে মাটিতে ফেলে রাখাতে কোন সমস্যা নেই। তদ্রূপ মাটিতে দাগ টানা সুতরার জন্য যথেষ্ট হবেন। তবে সুতরা না থাকলে চাঁদের আকৃতিতে দাগ টানা উচিত।

যদি মুসল্লীর সামনে সুতরাহ থাকাবস্থায় কেউ তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হয়, তা হলে বাঁধা দেওয়ার দু'টি সূরত।

১। উচ্চস্বরে তাসবীহ পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ سُبْحَانَ اللّٰهِ

২। হাত, চক্ষু বা মাথার দ্বারা ইশারার মাধ্যমে বাঁধা দিবে। তবে তাসবীহ ও ইশারা এক সাথে করবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى السَّدْلِ وَمَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : سَدْل এর অর্থ ও বিধান কি?

উত্তর : سَدْل অর্থ হল লটকানো, ঝুলানো।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে লুঙ্গি বা পায়জামা টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া। তদ্রূপভাবে মাথা বা কাঁধে কাপড় রেখে ঝুলিয়ে দেয়া। নামাযে এটা করা মাকরূহে তাহরীমি। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, কাপড় যে ভাবে ব্যবহারের জন্য বানানো হয়েছে সেভাবে ব্যবহার না করে অন্যভাবে করা। এমনিভাবে ধূলাবালি থেকে বাঁচার জন্য নামাজের ভেতরে কাপড় টেনে নেওয়া মাকরূহ । একে كَف বলা হয়।

بَيْنَ عَقْصِ شَعْرِهِ : عَقْص অর্থ চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সুতা দিয়ে বেঁধে রাখা। পুরুষের জন্য বেঁধে রাখা মাকরূহ, মেয়েদের জন্য নয়।

قَوْلُهُ : هُوَ يَنْظُرُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً الخ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْاِلْتِفَاتِ وَمَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : اِلْتِفَات অর্থ এবং তার হুকুম কি?

উত্তর : ইলতিফাত অর্থ নামাযে ঘাড় ফিরিয়ে করে ডানে ও বামে তাকানো, এরূপ করা মাকরূহ। তবে ঘাড় না ফিরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকানো মাকরূহ নয়। আল-গানিয়্যা এ উল্লেখ আছে যে, তাকানো তিনটি ধরন হতে পারে। (১) কিবলা থেকে বুক ফিরিয়ে তাকানো নামায ফাসিদকারী। (২) শুধু ঘাড় ফিরিয়ে করে মুখমণ্ডল ফিরিয়ে তাকানো। এটা মাকরূহ। (৩) মুখমন্ডল না ফিরিয়ে শুধু চোখের কোণ দিয়ে দেখা। এটা মাকরূহ নয়। রাসুল সা. কোন কোন সময় সাহাবীদের দিকে এভাবে তাকাতেন।

www.pathagar.com

وَقِيَامُ الْاِمَامِ فِىْ طَاقِ الْمَسْجِدِ اَىْ فِى الْمِحْرَابِ بِاَنْ يَكُوْنَ الْمِحْرَابُ كَبِيْرًا فَيَقُوْمُ فِيْهِ وَحْدَهُ **اَوْ عَلٰى دُكَّانٍ اَوِ الْاَرْضِ وَحْدَهُ** اَىْ يَقُوْمُ الْاِمَامُ عَلَى الْاَرْضِ وَالْقَوْمُ عَلَى الدُّكَّانِ اَوْ بِالْعَكْسِ وَالْقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ وُجِدَ فِيْهِ فُرْجَةٌ وَصُوْرَةٌ اَىْ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ اَمَامَهُ **اَوْ بِحِذَائِهِ اَىْ عَلٰى** اَحَدِ جَنْبَيْهِ **اَوْفِى السَّقْفِ اَوْ مُعَلَّقَةً فَاِنْ كَانَتْ** خَلْفَهُ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَا يُكْرَهُ ـ

وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا رَاْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ اَوْ لِلتَّهَاوُنِ بِهَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّهَاوُنِ الْاِهَانَةُ بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا كُفْرٌ بَلِ الْمُرَادُ قِلَّةُ رِعَايَتِهَا وَمُحَافَظَةِ حُدُوْدِهَا **لَا لِلتَّذَلُّلِ وَفِىْ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَهِىَ** مَايُلْبَسُ فِى الْبَيْتِ وَلَايُذْهَبُ بِهَا اِلَى الْكُبَرَاءِ **وَمَسْحُ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ فِيْهَا وَالنَّظْرُ اِلَى السَّمَاءِ وَالسُّجُوْدُ عَلٰى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ـ وَعَدُّ الْاٰىِ وَالتَّسْبِيْحِ فِيْهَا وَلُبْسُ ثَوْبٍ ذِىْ صُوْرَةٍ ـ وَالْوَطْئُ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّىْ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَغَلْقُ بَابِهِ لَانَقْشُهُ بِالْجِصِّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ وَقِيَامُهُ فِيْهِ سَاجِدًا فِىْ طَاقِهِ ـ وَصَلٰوتُهُ اِلٰى ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ** اِلَّا اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْحَدِيْثِ لِاَنَّهُ رُبَّمَا يَصِيْرُ ذٰلِكَ سَبَبًا لِقَطْعِ الصَّلٰوةِ ـ وَعَلٰى بِسَاطٍ ذِىْ صُوْرَةٍ لَايَسْجُدُ عَلَيْهَا وَصُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ لَاتَبْدُوْ لِلنَّاظِرِ وَتِمْثَالُ غَيْرِ حَيَوَانٍ اَوْ حَيَوَانٍ مُحِىَ رَاْسُهُ وَقَتْلُ حَيَّةٍ اَوْ عَقْرَبٍ فِيْهَا وَالْبَوْلُ فَوْقَ بَيْتٍ فِيْهِ مَسْجِدٌ اَىْ مَكَانٌ اُعِدَّ لِلصَّلٰوةِ وَجُعِلَ لَهُ مِحْرَابٌ وَاِنَّمَا قُلْنَا هٰذَا لِاَنَّهُ لَمْ يُعْطَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ـ

সহজ তরজমা

আর ইমামের মসজিদের তাকে অর্থাৎ মেহরাবে দাঁড়ানো (মাকরূহ)। মেহরাব বড় হবে এবং তাতে সে একাকী দাঁড়াবে। অথবা ইমামের একা দোকানে (উঁচু স্থানে) বা জমিনে দাঁড়ানো অর্থাৎ ইমাম জমিনে দাঁড়াবে এবং মুসল্লীবৃন্দ দোকানে কিংবা এর বিপরীত (ইমাম এক দোকানে দাঁড়াবে এবং মুসল্লীবৃন্দ জমিনে) ঐ কাতারের পিছনে দাঁড়ানো যে কাতারে খালী জায়গা রয়েছে। আর ফটো অর্থাৎ কোন প্রাণীর ছবি মুসল্লীর সামনে অথবা তার বরাবরে অথাৎ দু'পার্শ্বের কোন এক পার্শ্বে অথবা ছাদে অথবা ঝুলন্ত। যদি ফটো পিছনে কিংবা পদদ্বয়ের নীচে থাকে তবে মাকরূহ হবে না।

নামাযের ব্যাপারে অলসতা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নাঙ্গা মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। এখানে تَهَاوُن দ্বারা নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ উদ্দেশ্য নয় কেননা তা কুফরী। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাযের প্রতি মনোযাগ ও তার সীমা সংরক্ষণে উদাসীনতা করা। তবে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে করলে মাকরূহ নয়। এবং জীর্ণ পুরাতন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া। তা হল যে কাপড় গৃহে পরিধান করা হয় এবং যা পরে বড়দের কাছে যাওয়া হয় না। নামাযের মধ্যে কপাল থেকে ধূলাবলি মোছা, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা, পাগড়ির প্যাঁচ এর উপর সাজদা করা, নামযের মধ্যে আয়াত গণনা করা ও তাসবীহ পড়া, পেশাব করা ও পায়খানা করা এবং মসজিদের দরজা বন্ধ রাখা মাকরূহ। মসজিদে

www.pathagar.com

চুনাকাম করা, শালকাঠ এবং স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করা মাকরুহ নয়। ইমামের মসজিদের মধ্যে দাঁড়ানো এভাবে যে, সে মেহরাবে সাজদা করে এবং উপবিষ্ট ও আলাপরত ব্যক্তির পিঠের দিকে ফিরে নামায পড়াও (মাকরূহ) নয়। তবে সে যদি উচ্চস্বরে কথা বলে তবে মাকরূহ হবে। কেননা তা কখনো নামায ভঙ্গ করার কারণ হয়ে যায়। ফটোযুক্ত বিছানার উপর (নামায মাকরূহ নয়) যখন তাতে সাজদা না করে এবং এমন ছোট ফটো যা দর্শকের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না ও অপ্রাণীর ফটো কিংবা মস্তক নিশ্চহ্ন প্রাণীর ফটো মাকরূহ নয়। আর নামাযের মধ্যে সাপ বা বিচ্ছু হত্যা করা এবং ঐ ঘরের উপরে পেশাব করা যার মধ্যে মসজিদ রয়েছে (মাকরূহ নয়)। অর্থাৎ এমন স্থান যা নামাযের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে ও তাতে মেহরাব নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এটা এজন্যে বলছি যে, তার জন্যে মসজিদের বিধান আরোপিত হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ قِيَامِ الْإِمَامِ فِىْ طَاقِ الْمَسْجِدِ؟

প্রশ্ন : ইমাম একা মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানোর বিধান কি?

উত্তর : ইমাম একা মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ। এর দু'টি সুরত হতে পারে। (১) ইমাম মসজিদে দাঁড়াবেন এবং মেহরাবের ভেতর সিজদাহ করবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ নয়। (২) ইমাম একা মেহরাবের ভেতরে দাঁড়াবেন। ফকীহগণ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। এটা আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ তারা তাদের ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণ করত।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ التَّصْوِيْرِ

প্রশ্ন : ছবির হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : মুসল্লির সামনে বা ডানে, বামে, মাথার উপর বা ছাদে ফটো থাকলে সেখানে নামায পড়া মাকরূহ। তবে পিছনে থাকলে মাকরূহ হবে না। অপ্রাণীর ছবি বা মস্তক কর্তিত ছবি থাকাতে নামায মাকরূহ হবে না। সাধারণত এ ধরনের ছবির পূজা করা হয় না।

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَمَا حُكْمُ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ بِهَا؟

প্রশ্ন : ثِيَابُ الْبِذْلَةِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এবং তা পরিধান করে নামাজ পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : ছিয়াবে বিজলা অর্থ জীর্ণ পুরাতন কাপড় বা যে কাপড় পরিধান করে কাজ-কর্ম করা হয়। শারেহ রহ. এর অর্থ করেছেন এমন কাপড় যা সাধারণত ঘরে কাজ কর্ম করার জন্য পরিধান করা হয় যা পরিধান করে বিশেষ ব্যক্তিদের সামনে যাওয়া লজ্জাবোধ মনে করা হয়। এমন কাপড় পরে মহান স্রষ্টার দরবারে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। কতক ফকীহর কাছে ইমামের জন্য এটা মাকরূহে তাহরীমি। কেননা মানুষ ইমামের পিছনে ইকতিদা করে। এতে মুসল্লিদের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার সাম্ভাবনা রয়েছে।

اَلسُّوَالُ : مَا الْحُكْمُ لِنَقْشِ الْمَسْجِدِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন: মসজিদ কারুকার্য করার বিধান কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : মসজিদের চুনকাম করা এবং শালকাঠ ও স্বর্ণের পানি দ্বারা মসজিদ কারুকার্য করা মাকরুহ নয়। বরং তা বৈধ। তবে কারো কারো মতে শুধু মেহরাব কারুকার্য করা মাকরূহ। কেননা এতে নামাযের খুশু দূরীভূত হবার আশংকা রয়েছে। তবে মসজিদ কারুকার্য করা অবশ্যই নিঃসন্দেহে অনুত্তম। উল্লেখ্য. মসজিদ কারুকার্য করা ওয়াকফের মাল থেকে জায়েয নেই। তা দ্বারা শুধু নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কাজ করা যাবে, তবে নিজস্ব অর্থায়নে কারুকার্য করাতে অসুবিধা নেই।

www.pathagar.com

بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ وَجَبَتْ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَمَّا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِى رح فَهُوَ سُنَّةٌ **بِسَلَامٍ** اَىْ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح **وَيَقْنُتُ قَبْلَ رُكُوْعِ الثَّالِثَةِ** خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح فَاِنَّ الْقُنُوْتَ عِنْدَهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ **وَيُكَبِّرُ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ يَقْنُتُ فِيْهِ اَبَدًا** خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح فَاِنَّ قُنُوْتَ الْوِتْرِ عِنْدَهُ فِى النِّصْفِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَطْ دُوْنَ غَيْرِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح فِى الْفَجْرِ . **وَيَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيَتْبَعُ الْقَانِتَ بَعْدَ رُكُوْعِ الْوِتْرِ لَا الْقَانِتَ فِى الْفَجْرِ بَلْ يَسْكُتُ** اَىْ اِنْ قَرَأَ الْاِمَامُ قُنُوْتَ الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَتَّبِعُهُ الْمُقْتَدِىْ وَاِنْ قَنَتَ الْاِمَامُ فِى الْفَجْرِ لَايَتَّبِعُهُ الْمُقْتَدِىْ بَلْ يَسْكُتُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَسْكُتُ قَائِمًا .

وَسُنَّ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعٌ بِتَسْلِيْمَةٍ وَحُبِّبَ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ . وَكُرِهَ مَزِيْدُ النَّفْلِ عَلٰى اَرْبَعٍ بِتَسْلِيْمَةٍ نَهَارًا وَعَلٰى ثَمَانٍ لَيْلًا وَالْاَرْبَعُ اَفْضَلُ فِى الْمَلَوَيْنِ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ وَكُلِّ مِّنَ الْوِتْرِ وَالنَّفْلِ وَلَزِمَ اِتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ قَصْدًا اِحْتِرَازٌ عَنِ الشُّرُوْعِ ظَنًّا كَمَا اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَرْضَ الظُّهْرِ فَشَرَعَ فِيْهِ فَتَذَكَّرَ اَنَّهُ قَدْ صَلَّاهُ صَارَ مَا شَرَعَ فِيْهِ نَفْلًا لَايَجِبُ اِتْمَامُهُ حَتّٰى لَوْ نَقَضَهُ لَايَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَوْ عِنْدَ الطُّلُوْعِ وَالْمَغْرِبِ .

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ ঃ বিতর এবং নফলসমূহ

বিতর হল তিন রাকআত এটা ওয়াজিব। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। তবে সাহেবাইন এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, তা সুন্নত। সালাম দ্বারা অর্থাৎ এক সালামে। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর বিপরীত মত পোষণ করেন। আর তৃতীয় রাকআতের রুকুর পূর্বে কুনূত পড়বে। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে রুকুর পরে কুনূত পড়বে। আর উভয় হাত উত্তোলন করতঃ তাকবীর বলবে অতঃপর তাতে সদা সর্বদা (সারা বছর) কুনূত পড়বে। এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতভেদ রয়েছে। তার মতে, শুধু রমযানের শেষার্ধে বিতরে কুনূত পড়বে। বিতর ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনূত পড়বে না। ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর ভিন্নমত রয়েছে। বিতরের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। বিতরের রুকুর পরে মুকতাদী কুনূত পাঠকারীর অনুসরণ করবে, তবে ফজরে কুনূত পাঠকারীর অনুসরণ করবে না, বরং নীরব থাকবে। অর্থাৎ ইমাম যদি রুকুর পরে বিতরের কুনূত পড়ে, তা হলে মুকতাদী তার অনুসরণ করবে। আর যদি ইমাম ফজরের নামাযে কুনূত পড়ে, তা হলে মুকতাদী তার অনুসরণ করবে না বরং নীরব থাকবে। বিশুদ্ধ মত হল, সে দাঁড়ানো অবস্থায় নীরব থাকবে।

www.pathagar.com

ফজরের পূর্বে এবং যুহর, মাগরিব ও ইশার পরে দুই রাকআত এবং যুহর ও জুমআর পূর্বে এবং জুমআর পরে চার রকাআত এক সালামে সুন্নত। আর আছর ও ইশার পূর্বে এবং ইশার পরে চার রাকআত মুস্তাহাব। দিনে এক সালামে চার রাকআতের বেশী এবং রাতে আট রাকআতের বেশী নফল আদায় করা মাকরূহ। রাতে এবং দিনে (এক সালামে) চার রাকআত আদায় করা উত্তম। ফরযের দুই রাকআতে এবং বিতর ও নফলের সকল রাকআতে কিরাত পাঠ করা ফরয। যে নফল ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করেছে তা সম্পন্ন করা আবশ্যক। قَصْدًا কয়েদ দ্বারা ধারণার ভিত্তিতে শুরু করাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যেমন কেউ ধারণা করল যে, সে যুহরের ফরয পড়েনি এরপর তা শুরু করে দিল। অতঃপর তার স্মরণ হল, সে তা আদায় করেছে, তাহলে সে যে নামায শুরু করেছিল সেটা নফল হয়ে যাবে। তা পুরা করা ওয়াজিব নয় এমনকি যদি তা ভঙ্গ করে দেয় তবে কাযা ওয়াজিব হবে না। যদিও সূর্যোদয়ের সময় বা সূর্যাস্তের সময় শুরু করুক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِيْ صَلَاةِ الْوِتْرِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : বিতর নামাযের শরয়ী হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মতে বিতরের নামায ওয়াজিব। সাহেবাইন ইমাম শাফেয়ী রহ এর মতে বিতরে নামায সুন্নত।

সুন্নত হওয়ার দলীল

বিতর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয় না এবং এর জন্য পৃথক আযান ইকামত নেই। এগুলো সুন্নত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আহনাফের দলীল : রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন একটি নামাযের আদেশ করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের উষ্ট্রি থেকে অনেক উত্তম সেটা হল বিতর এর নামায। এ হাদীস বিতর নামায ওয়াজিব হওয়ার হুকুম বহন করে । উক্ত মতপার্থক্যের সমাধান এভাবে দেওয়া যায়, বিশ্বাসগতভাবে বিতর ওয়াজিব আর প্রমাণগতভাবে সুন্নত।

বিতরের রাকাআতে ইমামদের মতভেদ :

ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে এক সালামে তিন রাকাত । হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হুজুর সা. বিতরের নামায তিন রাকাত আদায় করেছেন। ইমাম হাসান বসরী রহ. এর উপরে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর কয়েকটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অনুরূপ। অপর মতটি হচ্ছে, বিতর হল দুই সালামে তিন রাক'আত। অর্থাৎ প্রথমে দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে, তারপর তাহরীমা ছাড়া আরও এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الْقُنُوْتِ؟ بَيِّنْ مُوْجِزًا

প্রশ্ন : قُنُوْت এর হুকুম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : হানাফীদের নিকট তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়বে। এবং সারা বছরই কুনুত পড়বে। আর শাফেয়ীদের মতে রুকুর পরে কুনুত পড়বে তবে সারা বছর নয় বরং রমাযানের শেষ পনের দিন কুনুত

www.pathagar.com

পড়বে। কেননা হাদীসে আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তারাবীর নামাযের ইমামতি করতেন এবং শুধু রমাযানের শেষ পনের দিন কুনুত পড়তেন।

আমাদের দলীল হল, রাসুল সা. কুনূত শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন, اِجْعَلْ هٰذَا فِىْ وِتْرِكَ এটা তোমরা বিতরে পড়ে। এ হাদীস থেকে সারা বছর কুনুত পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে। হানাফীদের মতে বিতরে নামায ছাড়া অন্য নামাযে কুনুত নেই। তবে কোন বিপদ আপতিত হলে কুনুত পড়তে পারে। শাফেয়ীদের মতে ফজরের নামাযে সারা বছর কুনুত পড়তে হয়। আমরা বলি এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

اَلسُّوَالُ : مَا هِىَ الطَّرِيْقَةُ لِصَلٰوةِ النَّفْلِ؟

প্রশ্ন : নফল নামায পড়ার নিয়ম ও বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : দিনের নফল নামায এক সালামে চার রাকা'আত ও রাতে আট রাকাতের বেশী আদায় করা মাকরূহ। কেননা রাসূল সা. থেকে এর চেয়ে বেশী আদায়ের হুকুম বর্ণিত নেই।

ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে দিনের নফল হোক বা রাতের নফল হোক এক সালামে চার রাকাত পড়া উত্তম। কেননা এতে অধিক কষ্ট সাধিত হবে। ফলে সওয়াবও পূর্ণ হবে।

নফল শুরু করার পর তা ভেঙ্গে দিলে তার বিধান : নফল নামায শুরু করে ভেঙ্গে দিলে তা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা যে অংশটা আদায় করা হয়েছে, তা ইবাদত হিসেবে গণ্য। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদের আমলকে নষ্ট করো না।" সুতরাং আমলকে হেফাজত করা আবশ্যক।

তাই পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। কোন ব্যক্তি যদি চার রাকাত নফল নামাজ শুরু করে এবং তা দুই রাকাতের মধ্যে নষ্ট করে ফেলে, তা হলে সে প্রথম দুই রাকাত কাযা করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকটে চার রাকাত কাযা করবে। কেননা সে চার রাকাতের নিয়ত করেছিল। তাই তা কাযা করা ওয়াজিব।

وَقُضِىَ رَكْعَتَانِ لَوْ نُقِضَ فِى الشَّفْعِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ - يَعْنِىْ شَرَعَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَاَفْسَدَهَا فِى الشَّفْعِ الْاَوَّلِ يَقْضِى الشَّفْعَ الْاَوَّلَ لَا الثَّانِىَ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ لِاَنَّهٗ لَمْ يَشْرَعْ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَاِنْ قَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَامَ اِلَى الثَّالِثَةِ وَاَفْسَدَهَا يَقْضِى الشَّفْعَ الْاَخِيْرَ فَقَطْ لِاَنَّ الْاَوَّلَ قَدْتَمَّ وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلٰوةٌ عَلٰحِدَةٌ **كَمَا لَوْتَرَكَ قِرَاءَةَ شَفْعَيْهِ اَوِ الْاَوَّلَ اَوِ الثَّانِىَ اَوْ اِحْدَى الْاَوَّلِ اَوِ الْاَوَّلِ وَاِحْدَى الثَّانِىْ لَاغَيْرَ** اَىْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ الصُّوَرِ **وَاَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ اِحْدٰى كُلِّ شَفْعٍ اَوْ فِى الثَّانِىْ وَاِحْدَى الْاَوَّلِ** - فَاعْلَمْ اَنَّ الْاَصْلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ حَتّٰى لَا يَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ عَلَى الشَّفْعِ الْاَوَّلِ وَفِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَلْ يُفْسِدُ الْاَدَاءَ فَيَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح اَلتَّرْكُ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ اَيْضًا حَتّٰى لَايَصِحَّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح لَايُبْطِلُ التَّحْرِيْمَةَ اَصْلًا بَلْ يُوْجِبُ فَسَادَ الْاَدَاءِ فَقَطْ فَيَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِىْ سَوَاءٌ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ اَوْفِىْ رَكْعَتَيْهِ -

সহজ তরজমা

যদি প্রথম দুই রাকআতে কিংবা পরবর্তী রাকআতদ্বয়ে (নামায) ভেঙ্গে দেয়, তবে শুধু দুই রাকআত কাযা করবে। অর্থাৎ কেউ চার রাকআত নফল শুরু করল এবং প্রথম দুই রাকআতে নামায নষ্ট করে দিল, তা হলে প্রথম দুই রাকআত কাযা করবে, দ্বিতীয় রাকআতদ্বয় নয়। এতে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতভেদ রয়েছে। কেননা সে দ্বিতীয় দুই রাকআত শুরু করেনি। আর যদি দুই রাকআতের পরে বৈঠক করে ও তৃতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর তা নষ্ট করে ফেলে, তবে শুধু শেষ দুই রাকআত কাযা করবে। কেননা প্রথম দুই রাকআত পুরা হয়ে গিয়েছে। এটা এর উপর ভিত্তি করে যে, নফলের প্রতি দুই রাকআত আলাদা নামায। **যেমন : যদি নফলের উভয় অংশে কিরাত তরক করে, কিংবা প্রথম দুই রাকাআত, কিংবা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ে, কিংবা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের এক রাকাআতে, কিংবা প্রথম দুই রাক'আতের এক রাক'আতে, কিংবা প্রথম দুই রাকা'আতে ও দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের প্রথম রাকআতে** (কিরাত তরক করে, তা হলে দু'রাক'আত কাযা করবে) **অন্য সূরতে নয়।** অর্থাৎ এ সূরতগুলো ছাড়া অন্য কোন সূরতে দু'রাকআতের কাযা নেই **এবং চার রাকআত কাযা করবে যদি প্রতি দুই রাকআতের এক এক রাকআতে অথবা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ে ও প্রথম দুই রাকআতের এক রাকাআতে কিরাত তরক করে।**

জেনে রাখো, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে মূলকথা হল, প্রথম দুই রাকআতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়, ফলে প্রথম দুই রাকআতের উপরে দ্বিতীয় দুই রাকআতের ভিত্তি দুরস্ত হবে

www.pathagar.com

না। আর এক রাকআতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না বরং (নামায) আদায় হওয়াকে ফাসিদ করে। সুতরাং এর উপরে দ্বিতীয় দুই রাকআতের ভিত্তি শুদ্ধ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে এক রাকআতে কিরাত তরক করাও তাহরীমা বাতিল করে দেয়। এর উপরে দ্বিতীয় দুই রাকআতের ভিত্তি দুরস্ত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, (কিরাত তরক করা) মূলতঃ তাহরীমা বাতিল করে না বরং শুধু নামায আদায় হওয়ার ফাসাদকে প্রমাণ করে। সুতরাং এর উপরে দ্বিতীয় দুই রাকআতের ভিত্তি শুদ্ধ হবে। চাই দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাত তরক করুক অথবা উভয় রাকআতে তরক করুক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنِ الْمَسَائِلَ الثَّمَانِيَةَ مُفَصَّلاً

প্রশ্ন : مَسَائِل ثَمَانِيَة এর বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاْةَ شَفْعِيَةٍ : উক্ত বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার চার রাকাত বিশিষ্ট নফলে কিরাত তরক করার কারণে নামায ফাসিদ হবার মাসআলা সমূহের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এটা مَسَائِل ثَمَانِيَة নামে প্রসিদ্ধ তাহল,

১। নামাযের উভয় অংশে তথা প্রথম দুই রাকাতে ও শেষ রাকাতে কিরাআত তরক করবে।

২। প্রথম দুই রাকাতে কিরাত তরক করবে।

৩। দ্বিতীয় দুই রাকাতে কিরাত তরক করবে।

৪। দ্বিতীয় দুই রাকাতের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত তরক করবে।

৫। প্রথম দুই রাকাতের এক রাকাতে কিরাত তরক করবে।

৬। প্রথম দুই রাকাতে ও দ্বিতীয় অংশের এক রাকাতে কিরাত তরক করবে।

এই ছয় সূরতে দু'রাকাত কাযা করতে হবে।

৭। উভয় অংশের এক এক রাকাতে কিরাত তরক করবে।

৮। দ্বীতিয় দুই রাকাতে ও প্রথম দুই রাকাতের এক রাকাত কিরাত তরক করবে। এই দুই সূরতে চার রাকাত কাযা করতে হবে।

ইমামদের মত ভিন্নতার কারণ হল, একটা মৌলিক বিষয়ে, ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মতে প্রথম দুই রাকাতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে প্রথম দুই রাকাতে অথবা রাকাতদ্বয়ের যে কোন একটিতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। এমনকি এর উপর দ্বিতীয় রাকাতদ্বয়ের ভিত্তি শুদ্ধ হবে না।

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে ফল এই দাঁড়াবে যে, নামাযের উভয় অংশে যদি কিরাত তরক করে, তাহলে তরফাইনের মতে, দুই রাকাতে কাযা করবে। কেননা প্রথম দুই রাকাতে কিরাত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে চার রাকাত কাযা করবে। কেননা কিরাত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয় নি।

www.pathagar.com

إِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ إِمَّا مُقْتَصِرٌ عَلٰى شَفْعٍ وَاحِدٍ وَهٰذَا فِىْ أَرْبَعِ صُوَرٍ وَهِىَ مَا قَالَ فِى الْمَتْنِ أَوِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِى أَوْ إِحْدَى الثَّانِى أَوْ إِحْدَى الْأَوَّلِ وَفِىْ هٰذِهِ الْأَرْبَعِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ـ وَإِمَّا غَيْرُ مُقْتَصِرٍ بَلْ هُوَ مَوْجُوْدٌ فِى الشَّفْعَيْنِ وَهٰذَا أَيْضًا فِىْ أَرْبَعِ مَسَائِلَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ التَّرْكُ فِىْ كُلِّ الْأَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا قَالَ فِى الْمَتْنِ كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ شَفْعَيْهِ أَوْمَعَ بَعْضِ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا قَالَ فِى الْمَتْنِ أَوِ الْأَوَّلِ مَعَ إِحْدَى الثَّانِىْ وَفِىْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَمُحَمَّدٍ رح لِبُطْلَانِ التَّحْرِيْمَةِ عِنْدَهُمَا فَلَايَصِحُّ الشُّرُوْعُ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ رح قَضَاءُ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهُ صَحَّ الشُّرُوْعُ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ وَقَدْ أَفْسَدَ الشَّفْعَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فَيَقْضِىْ أَرْبَعًا ـ

সহজ তরজমা

সুতরাং যখন তুমি এটা জানলে, তা হলে জেনে রাখো যে, মাসআলা হলো আটটি। কেননা কিরাত তরক করা হয়ত এক অংশের উপরে সীমাবদ্ধ হবে, আর এর চারটি সূরত রয়েছে। সেগুলো হল যা গ্রন্থকার মতনে বলেছেন- أَوِ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِىْ أَوْ إِحْدَى الثَّانِىْ أَوْ إِحْدَى الْأَوَّلِ অর্থাৎ, প্রথম দু রাকআতে বা দ্বিতীয় দু রাকআতে বা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের এক রাকআতে বা প্রথম রাকআতদ্বয়ের এক রাকআতে কিরাত তরক করা। এ চার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিতে দু'রাকআত কাযা করতে হবে। অথবা এক অংশের উপরে সীমাবদ্ধ হবে না বরং তা (কিরাত তরক করা) উভয় অংশে বিদ্যমান হবে। এটাও চারটি মাসআলায় পরিলক্ষিত হয়। কেননা প্রথম রাকআতদ্বয়ের প্রতিটিতে কিরাত তরক করা হয়ত বা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের প্রতিটির সাথে হবে। সেটা হল যা গ্রন্থকার মূল ভাষ্যে বলেছেন, كَمَا لَوْ تَرَكَ قِرَاةَ شَفْعَيْهِ যেমন যদি উভয় অংশের কিরাত তরক করে অথবা দ্বিতীয় রাক'আতদ্বয়ের কতক রাক'আত (কিরাত তরক করার) সাথে হবে।

সেটা হল যা গ্রন্থকার মূলভাষ্য বলেছেন, أَوِ الْأَوَّلَ مَعَ إِحْدَى الثَّانِىْ (বা প্রথম দুই রাক'আতে কিরাত তরক করা দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের এক রাকআতের সাথে) এই দু'মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দু'রাকআত কাযা করতে হবে। কেননা প্রথম রাকআতদ্বয়ে কিরাত তরক করার কারণে তাদের নিকটে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অংশ শুরু করা শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং তার উপরে শুধু প্রথম দুই রাকআত কাযা করা আবশ্যক হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে , চার রাকাত কাযা করা ওয়াজিব। কেননা দ্বিতীয় অংশ শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। তবে সে কিরাত তরক করার কারণে উভয় অংশ ফাসিদ করে দিয়েছে। তাই চার রাকাত কাযা করবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَفِىْ هٰذِهِ الْاَرْبَعِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ

اَلسُّوَالُ : اَشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কিরাত তরক করা যদি নামাযের এক অংশের উপর সীমবাদ্ধ থাকে, তাহলে এর চারটি সূরত রয়েছে।

(১) প্রথম দুই রাকাত কিরাত তরক করবে।

(২) দ্বিতীয় দুই রাকাতে কিরাত তরক করবে।

(৩) দ্বিতীয় দুই রাকাতের কোন এক রাকাতে কিরাত তরক করবে।

(৪) প্রথম দুই রাকাতের এক রাকাতে কিরাত তরক করবে।

সর্বসম্মতিক্রমে এই চার সূরতে দু'রাকাত কাযা করতে হবে। কেননা নফলের প্রতি দুই রাকাত স্বতন্ত্র নামায। সুতরাং যদি প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পাঠ করে, তা হলে দ্বিতীয় দুই রাকাত কাযা করবে। এটা সর্বসম্মত অভিমত। কারণ, তাহরীমা বাতিল হয়নি, তাই দ্বিতীয় অংশ শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। যদি শুধু দ্বিতীয় রাকাতদ্বয়ে কিরাত পাঠ করে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাত কাযা করবে। আর তরফাইনের মতে দ্বিতীয় অংশ শুরু করাই শুদ্ধ হয় নি এবং ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে যদিও শুরু সহীহ হয়েছে, তবে তা আদায় হয়ে গিয়েছে। তাই প্রথম দু'রাকাত কাযা করবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাক'আতদ্বয়ের কোন এক রাকাতে কিরাত পাঠ না করে এবং বাকী সব রাকাতে কিরাত পড়ে, তা হলে সর্বসম্মতিতে শেষের দু'রাকা'আত কাযা করবে। আর প্রথম দুই রাকা'আতের কোন এক রাকা'আতে তরক করলে এবং বাকী সব রাকাতে কিরাত পাঠ করলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকা'আত কাযা করবে।

قَوْلُهُ : وَفِىْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ اه : এর আলোচনা : কিরাত তরক করা যদি নামাযের উভয় অংশে বিদ্যমান থাকে, এ সূরতেও চারটি মাসআলা রয়েছে।

১. প্রথম দুই রাকা'আতে ও দ্বিতীয় দুই রাকআত সবগুলোতে কিরাত তরক করবে।

২. প্রথম দুই রাকা'আতে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতদ্বয়ের এক রাকা'আতে কিরাত তরক করবে।

এই দু'মাসআলায় ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দু'রাকা'আত কাযা করবে। কেননা উভয় ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাকা'আতে কিরাত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় রাকআতদ্বয় শুরু করা শুদ্ধ হয়নি। তাই সে শুধু প্রথম দু'রাকা'আত কাযা করবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে চার রাকআত কাযা করতে হবে। কেননা কিরাত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। তবে নামায আদায় হওয়া ফাসিদ হয়ে গিয়েছে। তাই চার রাকা'আত কাযা করতে হবে।

চিত্রে কিরাত পাঠ করা না করার সূরতসমূহ

চার রাকাত নফল নামাযের নিয়ত করে ভুল বশত এক বা একাধিক রাকাত কিরাত পাঠ না করার মাসআলাসমূহকে সহজার্থে হানাফী ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ করা হল– হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ.-এর বর্ণনা মতে এ ক্ষেত্রে সর্বমোট পনেরটি সূরত বা ধরন হতে পারে। যথা–

www.pathagar.com

<table>
<tr><th colspan="4">চিত্র–১</th><th colspan="4">চিত্র–২</th><th colspan="4">চিত্র–৩</th><th colspan="4">চিত্র–৪</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td></tr>
<tr><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ك</td></tr>
<tr><td>ق</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ق</td></tr>
<tr><td>ق</td><td>ك</td><td>ك</td><td>ق</td><td colspan="4" rowspan="4">তরফাইন রহ.-এর মতে দু'রাকাত আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে চার রাকাত কাযা পড়তে হবে।</td><td colspan="4" rowspan="4">সর্বসম্মত মত অনুযায়ী শেষের দু'রাকাত কাযা পড়তে হবে।</td><td colspan="4" rowspan="4">সর্বসম্মত মত অনুযায়ী শেষের দু'রাকাত কাযা পড়তে হবে।</td></tr>
<tr><td>ك</td><td>ق</td><td>ك</td><td>ق</td></tr>
<tr><td>ك</td><td>ق</td><td>ق</td><td>ق</td></tr>
<tr><td colspan="4">শাইখাইনের মতে চার রাকাত আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে দু'রাকাত কাযা পড়তে হবে।</td></tr>
</table>

জ্ঞাতব্য : উল্লিখিত চিত্রে ق দ্বারা কিরাআত পাঠ করা এবং ك দ্বারা কিরাআত তরক করা অর্থাৎ ভুলক্রমে কিরাআত না পড়া উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

وَإِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ التَّرْكُ فِىْ رَكْعَةٍ مِّنَ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِىْ اَوْ مَعَ رَكْعَةٍ مِنْهُ وَهُمَا مَا قَالَ فِى الْمَتْنِ وَاَرْبَعٌ لَوْتَرَكَ فِىْ إِحْدٰى كُلِّ شَفْعٍ اَوْ فِى الثَّانِىْ وَاِحْدٰى الْاَوَّلِ وَاِنَّمَا يَقْضِى الْاَرْبَعَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح لِبَقَاءِ التَّحْرِيْمَةِ عِنْدَهُمَا اَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَلِاَنَّهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ رَكْعَةٍ مِّنَ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ وَالتَّحْرِيْمَةُ لَاتَبْطُلُ بِهٖ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فَلِاَنَّ التَّحْرِيْمَةَ لَاتَبْطُلُ بِالتَّرْكِ اَصْلًا وَقَدْ اَفْسَدَ الشَّفْعَيْنِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فَيَقْضِى اَرْبَعًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح فِىْ جَمِيْعِ الصُّوَرِ لَيْسَ إِلَّا قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ فَظَهَرَ مَا قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ فَيَقْضِى اَرْبَعًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِيْمَا تَرَكَ فِىْ إِحْدٰى الْاَوَّلِ مَعَ الثَّانِىْ اَوْ بَعْضِهٖ اَىْ فِىْ رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْاَوَّلِ مَعَ كُلِّ الشَّفْعِ الثَّانِى اَوْ رَكْعَةٍ مِنْهُ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلَ يُوْجَدُ التَّرْكُ فِى الشَّفْعَيْنِ وَفِى الْبَاقِى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ سِتُّ مَسَائِلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَ اَرْبَعُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح رَكْعَتَيْنِ فِى الْكُلِّ ـ

وَلَا قَضَاءَ لَوْ تَشَهَّدَ اَوَّلًا ثُمَّ نَقَضَ اَىْ نَوٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَقَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَقَضَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ فِى الشَّفْعِ الثَّانِىْ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ **اَوْ شَرَعَ ظَانًّا اَنَّهُ عَلَيْهِ** هٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاِنْ فُهِمَتْ مِمَّا سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَزِمَ اِتْمَامُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ قَصْدًا فَهٰهُنَا صَرَّحَ بِهَا ـ **اَوْ لَمْ يَقْعُدْ فِىْ وَسْطِهٖ** اَىْ إِذَا صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنَ النَّفْلِ وَلَمْ يَقْعُدْ فِىْ وَسْطِهٖ كَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَفْسُدَ الشَّفْعُ الْاَوَّلُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ لِاَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلٰوةٌ عَلٰى حِدَةٍ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يَفْسُدُ الشَّفْعُ الْاَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى الْفَرْضِ ـ

সহজ তরজমা

এবং প্রথম দুই রাকাতের এক রাকআতে কিরাত তরক করা হয়ত বা দ্বিতীয় রাকাতদ্বয়ের প্রতি রাকআতের সাথে হবে অথবা তার এক রাকাতের সাথে হবে। এ দু'টি সূরত হল যা গ্রন্থকার মূলভাষ্যে বলেছেন– وَاَرْبَعٌ لَوْتَرَكَ فِىْ اَحَدِ كُلِّ شَفْعٍ اَوْ فِى الثَّانِىْ وَاِحْدٰى الْاَوَّلِ

এবং চার রাকাত কাযা করবে যদি উভয় অংশের এক রাকাতে কিরাত তরক করে কিংবা দ্বিতীয় রাকাতদ্বয়ে ও প্রথম দুই রাকাতের এক রাকাতে তরক করে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতে, চার রাকাত কাযা করবে। কেননা ইমামদ্বয়ের নিকটে তাহরীমা বহাল রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে তাহরীমা বহাল রয়েছে এ জন্যে যে, সে ব্যক্তি প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতের কিরাত তরক করছে আর এর দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়নি। আর ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে তাহরীমা বহাল রয়েছে এ কারণে যে, কিরাত তরক করার কারণে মূলত তাহরীমা বাতিল হয় না। আর সে কিরাত তরক করে উভয় অংশকে ফাসিদ করে দিয়েছে। সুতরাং চার রাকআত কাযা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, এ সকল সূরতে শুধু দু'রাকাত কাযা করবে। সুতরাং বুঝা গেলে যে, গ্রন্থকার মুখতাসারে যা বলেছেন, فَيَقْضِ اَرْبَعًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকটে চার রাকআত কাযা করবে সেসব সূরতে যেগুলোতে প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাত তরক করে দ্বিতীয় রাকআতদ্বয়ের সাথে অথবা তার এক রাকআতের সাথে।

ইমাম আবূ ইউসূফ রহ.-এর মতে চারটি মাসআলায় উভয় অংশে কিরাত তরক করা পাওয়া যাচ্ছে (সেগুলোতে চার রাকাত কাযা করবে) এবং অবশিষ্ট সূরতে দু'রাকাত কাযা করবে। আর তা (অবশিষ্ট সূরত) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে, ছয়টি মাসআলা এবং ইমাম আবূ ইউসফ রহ. এর মতে চারটি মাসআলা। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট সকল সূরতে দু'রাকাত কাযা করবে।

যদি প্রথমে তাশাহহুদ পাঠ করে, তারপর নামায ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ কেউ চার রাকাত নফলের নিয়ত করল এবং দ্বিতীয় রাকাতে তাশহহুদ পরিমাণ বৈঠক করল। তারপর নামায ভেঙ্গে দিল, তবে তার উপরে কাযা আবশ্যক নয়। কেননা সে দ্বিতীয় রাকাতদ্বয় শুরু করে নি। সুতরাং তা তার উপরে ওয়াজিব হবে না। অথবা ধারণাবশতঃ নামায শুরু করল যে, এটা তার উপরে ওয়াজিব (তবে তা ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে না।) এ মাসআলাটি যদিও গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী উক্তি "যে নফল ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করা হয় তা পূর্ণ করা আবশ্যক" থেকে বোঝা গিয়েছে। তবে এখানে গ্রন্থকার মাসআলাটি বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলেন। অথবা নামাযের মধ্যস্থলে বৈঠক করেনি অর্থাৎ যখন চার রাকআত নফল আদায় করল, এবং নামাযের মধ্যস্থলে বৈঠক করেনি,তখন উচিত ছিল যে, প্রথম দুই রাকআত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা নফলের প্রতি দুই রাকাত স্বতন্ত্র নামায। এতৎসত্ত্বেও ফরয নামাযের উপরে কিয়াস করে প্রথম দুই রাকআত ফাসিদ হয় নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِىْ اِحْدٰى كُلِّ الخ : অর্থাৎ যদি প্রথম শুফ'আর এক রাকাতে কেরাত বর্জন করাসহ দ্বিতীয় শুফ'আর এক রাকাতে কিংবা উভয় রাকাতে কেরাত বর্জন করে, তবে চার রাকাত কাজা করবে। কেননা উভয় সুরতে যেহেতু প্রথম শুফ'আর এক রাকাতে কেরাত পড়া পাওয়া গেছে, সেহেতু তাহরীমা বাতিল হয় নি। তাই দ্বিতীয় শুফ'আ শুরু করাও সহীহ। অতএব উভয় শুফ'আর আদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে উভয় শুফ'আর চার রাকাত কাযা করবে।

قَوْلُهُ : عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح الخ : অর্থাৎ শাইখাইন রহ.-এর মতে চার রাকাত কাযা করবে। জামিউস সাগীর নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. প্রথম শুফ'আর এক রাকাতে কেরাত বর্জন করার রেওয়ায়াতকে অস্বীকার করেছেন এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর সাথে বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রেওয়াওয়াত করেছি যে, দুই রাকাত কাযা করা আবশ্যক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর অস্বীকার করা সত্ত্বেও ইমাম মুহাম্মদ রহ. ফিরে আসেন নি। অতএব আমাদের হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর অস্বীকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

www.pathagar.com

وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَةِ قِيَامِهِ اِبْتِدَاءً وَكُرِهَ بَقَاءً اِلَّا بِعُذْرٍ اَىْ اِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ يَجُوْزُ اَنْ يَشْرَعَ فِى النَّفْلِ قَاعِدًا وَاِنْ شَرَعَ فِى النَّفْلِ قَائِمًا كُرِهَ اَنْ يَقْعُدَ فِيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ اِلَّا بِعُذْرٍ فَاَرَادَ بِحَالِ الْاِبْتِدَاءِ حَالَ الشُّرُوْعِ وَبِحَالِ الْبَقَاءِ حَالَ وُجُوْدِهِ الَّذِىْ بَعْدَ الشُّرُوْعِ

وَرَاكِبًا مُوْمِئًا خَارِجَ الْمِصْرِ اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ - اِنَّمَا قَالَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رض رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّىْ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلَى خَيْبَرَ يُوْمِئُ اِيْمَاءً وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْفِعْلُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ اِقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِهِ **فَلَوِ افْتَتَحَهُ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ بَنٰى وَبِعَكْسِهِ فَسَدَ** لِاَنَّ فِى الْاَوَّلِ مَا يُؤَدِّيْهِ اَكْمَلَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَفِى الثَّانِىْ اِنْعَقَدَ التَّحْرِيْمَةُ مُوْجِبَةً لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَلَا يَجُوْزُ اَدَائُهُ بِالْاِيْمَاءِ -

سُنَّ التَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ خَمْسُ تَرْوِيْحَاتٍ لِكُلِّ تَرْوِيْحَةٍ تَسْلِيْمَتَانِ وَجِلْسَةٌ بَعْدَهُمَا قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ - وَالسُّنَّةُ فِيْهَا الْخَتْمُ مَرَّةً وَلَا يُتْرَكُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ وَلَا يُوْتَرُ جَمَاعَةً خَارِجَ رَمَضَانَ وَاِنَّمَا كَانَتِ التَّرَاوِيْحُ سُنَّةً لِاَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَّنَ الْعُذْرَ فِىْ تَرْكِ الْمُوَاظَبَةِ وَهُوَ مَخَافَةُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْنَا -

সহজ তরজমা

দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শুরু থেকেই বসে নফল পড়তে পারবে। তবে পরবর্তীতে বসা মাকরূহ কিন্তু ওযরবশত (মাকরূহ) নয়। অর্থাৎ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবুও বসে নফল শুরু করা জায়েয হবে। আর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় নফল শুরু করে তাহলে দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাতে বসে পড়া মাকরূহ; কিন্তু ওযরবশতঃ বসা মাকরূহ নয়। গ্রন্থকার حَالُ الْاِبْتِدَاءِ দ্বারা শুরু করার অবস্থা এবং حَالُ الْبَقَاءِ দ্বারা শুরু করার পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। শহরের বাইরে কেবলা ছাড়া অন্যমুখী হয়ে আরোহী ব্যক্তি ইশারা করে নফল পড়তে পারবে। মুসান্নিফ রহ. خَارِجَ الْمِصْرِ এজন্য বলেছেন যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে খায়বার অভিমুখী গাধার উপর সওয়ার হয়ে ইশারা করে নামায আদায় করতে দেখেছি। যেহেতু এ কাজটি কিয়াসের বিপরীত, সেহেতু এটা তার নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত থাকবে।

সওয়ার অবস্থায় যদি নফল শুরু করে, অতঃপর তার থেকে নেমে যায়, তা হলে বেনা (ভিত্তি) করবে। এর বিপরীত হলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা প্রথম সূরতে সে যা আদায় করছে, এটা তার উপরে যা ওয়াজিব হয়েছিল তা থেকে পূর্ণাঙ্গ। আর দ্বিতীয় সূরতে তাহরীমা রুকু-সাজদা ওয়াজিবকারীরূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং ইশারা দ্বারা তা আদায় করা জায়েয হবে না।

এশার পরে বিতরের আগে বা পরে বিশ রাকা'আত তারাবীহ সুন্নত। তারাবীহ হল পাঁচ তারবীহা তথা বিশ্রাম বিশিষ্ট নামায এবং প্রত্যেক তারবীহার জন্যে দুই সালাম রয়েছে। আর উভয় সালামের পরে এক

www.pathagar.com

তারবীহা পরিমাণ সময় বৈঠক রয়েছে। তারাবীহ এর মধ্যে একবার কুরআন খতম করা সুন্নত এবং তা মুসল্লীদের অলসতার কারণে তরক করা যাবে না। রমযানের বাইরে জামাআতের সাথে বিতর পড়া যাবে না। তারাবীহর নামায সুন্নত সাব্যস্ত হয়েছে। এ জন্যে যে, খুলাফায়ে রাশেদীন তা নিয়মিত পালন করেছেন। আর রাসূল সা. নিয়মিত আদায় না করার কারণ বয়ান করেছেন যে, তা হলো আমার উপরে (তারাবীহ) ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : كَمْ رَكْعَةً لِلتَّرَاوِيْحِ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : তারাবীহ নামাযের রাকা'আত ও বিধানসহ আলোচনা কর।

উত্তর : سُنَّ التَّرَاوِيْحُ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً : তারাবীহ এর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ইমাম আবূ হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত এক মতে মুস্তাহাব। তবে এটা গ্রহণযোগ্য মত নয়। সুন্নত হবার দলীল– খুলাফায়ে রাশেদীন নিয়মিত তারাবীহ নামায আদায় করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সা. ও তারাবীহ নামায আদায় করেছেন। কিন্তু উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকায় নিয়মিত আদায় করেন নি। সুতরাং নিয়মিত না করার কারণে তারাবীহ সুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করা যাবে না।

তারাবীর রাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে– আহনাফদের নিকট তারাবী বিশ রাকাত। প্রত্যেক চার রাকাত পড়ে তার সমপরিমাণ বিরতি রয়েছে। একে تَرْوِيْحَةٌ (প্রশান্তিলাভ) বলে। এটা মুস্তাহাব। এরূপ পাঁচ তারবীহায় দশ সালামে বিশ রাকাত পড়বে। কারো কারো মতে তারাবীহের নামায আট রাকাত।

তারাবীহ পড়ার সময়– قَبْلَ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ : তারাবীহর সময় হল ইশার নামাযের পর বিতের নামাযের আগে। সুতরাং প্রথমে ইশার নামায অতঃপর তারাবীহর নামায এবং সর্বশেষ বিতরের নামায পড়বে। তারাবীহ বিতরের পরেও জায়েয আছে।

فَصْلٌ : عِنْدَ الْكُسُوْفِ يُصَلِّيْ إِمَامُ الْجُمُعَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ اَيْ عَلٰى هَيْأَةِ النَّافِلَةِ بِلَا اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَعِنْدَنَا فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح رُكُوْعَانِ مُخْفِيًا مُطَوِّلًا قِرَاءَتَهُ فِيْهِمَا وَبَعْدَهُمَا يَدْعُوْ حَتّٰى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ وَلَا يَخْطُبُ وَاِنْ لَمْ يَحْضُرْ اَيْ اِمَامُ الْجُمُعَةِ . صَلَّوْا فُرَادٰى كَالْخُسُوْفِ وَلَاجَمَاعَةَ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ وَلَاخُطْبَةَ وَاِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا جَازَ وَهُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ بِلَا قَلْبِ رِدَاءٍ وَحُضُوْرِ ذِمِّيٍّ .

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ ও ইস্তিসকার নামায

অনুচ্ছেদ : সূর্য গ্রহণের সময় জুম'আর ইমাম মানুষদেরকে নিয়ে নফলের অনুরূপ দু'রাক'আত নামায পড়বেন অর্থাৎ আযান ইকামত ছাড়া নফলের ন্যায়, আমাদের নিকটে প্রত্যেক রাকা'আতে এক রুকু। আর ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে দু'রুকু। উভয় রাকা'আতে কিরাত অনুচ্চস্বরে পড়বে ও কিরাতকে দীর্ঘ করবে। রাক'আতদ্বয় আদায় করার পরে সূর্য উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত দু'আ করবে। খুতবা পাঠ করবে না। যদি তিনি (জুম'আর ইমাম) উপস্থিত না হন তবে মানুষ একা একা নামায পড়বে চন্দ্রগ্রহণের ন্যায়। বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে জামা'আত নেই এবং খুতবা নেই। যদি মানুষ একাকী নামায পড়ে, তবে তাও জায়েয আছে। আর ইস্তিসকা হল, শুধু দু'আ ও ইসতিগফার। উভয়টিতে (দু'আ ও ইসতিগফারে) কিবলামুখী হবে। তবে চাদর উল্টাবে না ও যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা) উপস্থিত হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَعْنَى الْخُسُوْفِ وَالْكُسُوْفِ

প্রশ্ন ; خُسُوْف এবং كُسُوْف এর অর্থ লিখ।

উত্তর : পরিভাষায়, كُسُوْف ও خُسُوْف শব্দদ্বয় 'গ্রহণ' এর অর্থে আসে, যেমন বলা হয়- كُسِفَتِ الشَّمْسُ وَخُسِفَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ সূর্য গ্রহণ হয়েছে। তদ্রূপ চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রেও উভয়টি ব্যবহৃত হয়। তবে সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে كُسُوْف আর চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে خُسُوْف শব্দটি অধিক উপযুক্ত। পরিভাষায় এটাই প্রসিদ্ধ। সূর্য গ্রহণের সময় নফলের অনুরূপ দুই রাকাত নামায পড়বে। এতে আযান ইকামত নেই যেরূপ নফলে নেই। আমাদের মতে প্রত্যেক রাকাতে এক রুকু অন্যান্য নামাযের মত। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে প্রত্যেক রাকাতে দুই রুকু।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ؟

প্রশ্ন : اِسْتِسْقَاء নামাযের বিধান কি?

উত্তর : ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট ইসতিসকার নামাযে জামাত নেই। হ্যাঁ ইমাম কাউকে অনুমতি দিলে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে পারবে। আর সাহেবাইনের মতে ইসতিসকার নামায জামাতে পড়া সুন্নত। ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে চাদর উল্টাবেনা আর সাহেবাইনের মতে চাদর উল্টানো সুন্নত। কেননা রাসূল সা. ইসতিসকার থেকে খুৎবা দেওয়ার সময় এরূপ করা ছাবেত রয়েছে এবং এতে শুভ লক্ষণের রহস্য নিহিত। চাদর উল্টানোর নিয়ম হল চাদরের উপর অংশ নীচে এবং ডান দিকের অংশ বাম দিকে উল্টিয়ে দিবে।

www.pathagar.com

بَابُ اِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

<u>**مَنْ شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ فَاُقِيْمَتْ لَهٗ اِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اَوْ سَجَدَ وَهُوَ غَيْرُ الرُّبَاعِىِّ اَوْ فِيْهِ وَضَمَّ اِلَيْهَا اُخْرٰى قَطَعَ وَاقْتَدٰى**</u> اَىْ مَنْ شَرَعَ فِىْ فَرْضٍ مُنْفَرِدًا فَاُقِيْمَتْ لِهٰذَا الْفَرْضِ وَالضَّمِيْرُ فِىْ اُقِيْمَتْ يَرْجِعُ اِلَى الْاِقَامَةِ كَمَا يُقَالُ ضُرِبَ ضَرْبٌ فَاِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَطَعَ وَاقْتَدٰى وَاِنْ سَجَدَ فَاِنْ كَانَ فِىْ غَيْرِ الرُّبَاعِىِّ فَكَذَا لِاَنَّهٗ اِنْ لَمْ يَقْطَعْ وَصَلّٰى رَكْعَةً اُخْرٰى يُتِمُّ صَلَاتَهٗ فِى الثُّنَائِىِّ وَيُوْجَدُ الْاَكْثَرُ فِى الثُّلَاثِىِّ وَلِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَتَفُوْتُهُ الْجَمَاعَةُ وَلِاَنَّهٗ يَصِيْرُ مُتَنَفِّلًا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ فِى الْمَغْرِبِ وَالْقَطْعُ وَاِنْ كَانَ اِبْطَالًا لِلْعَمَلِ وَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ فَالْاِبْطَالُ لِقَصْدِ الْاِكْمَالِ لَا يَكُوْنُ اِبْطَالًا وَاِنْ كَانَ فِى الرُّبَاعِىِّ يَضُمُّ رَكْعَةً اُخْرٰى حَتّٰى يَصِيْرَ رَكْعَتَانِ نَافِلَةً ثُمَّ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِىْ فَقَوْلُهٗ وَضَمَّ اِلَيْهَا حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ اَوْ فِيْهِ تَقْدِيْرُهٗ اَوْ سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَهُوَ حَاصِلٌ فِى الرُّبَاعِىِّ وَقَدْ ضَمَّ اِلَى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى رَكْعَةً اُخْرٰى فَقَطَعَ وَاقْتَدٰى حَتّٰى لَوْ لَمْ يَضُمَّ اِلَيْهَا اُخْرٰى لَا يَقْطَعُ بَلْ يَضُمُّ فَاِذَا ضَمَّ قَطَعَ وَاقْتَدٰى وَاِنْ صَلّٰى ثَلٰثًا مِنْهُ اَىْ مِنَ الرُّبَاعِىِّ يُتِمُّهٗ ثُمَّ يَقْتَدِىْ مُتَنَفِّلًا لِاَنَّهٗ قَدْ اَدَّى الْاَكْثَرَ وَلِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ اِلَّا فِى الْعَصْرِ اَىْ لَا يَقْتَدِىْ فَاِنَّ النَّافِلَةَ بَعْدَ اَدَاءِ الْعَصْرِ مَكْرُوْهٌ .

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : ফরযের জামাআত পাওয়া প্রসঙ্গ

<u>যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায শুরু করল, অতঃপর তার ইকামত হল সে যদি প্রথম রাকা'আতের সাজদা না দিয়ে থাকে অথবা সাজদা দিয়ে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে গায়রে রুবায়ী (চার রাকআত বিশিষ্ট নয়) নামায আদায় করছে অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায় করছে এবং প্রথম রাকআতের সাথে আরেক রাকা'আত মিলিয়েছে, তবে সে নামায ছেড়ে দেবে এবং ইকতিদা করবে।</u> অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাকী কোন ফরয শুরু করল এরপর ঐ ফরযের ইকামত হল। اُقِيْمَتْ এর যমীরটি اِقَامَةٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যেমন বলা হয়। ضُرِبَ ضَرْبٌ, যদি প্রথম রাকা'আতের সাজদা না দিয়ে থাকে, তবে নামায ছেড়ে দেবে এবং ইকতিদা করবে। আর যদি সাজদা দিয়ে থাকে এবং সে গায়রে রুবায়ী নামায আদায় করে, তা হলে একই হুকুম। কেননা যদি নামায ভঙ্গ না কর এবং আরেক রাকা'আত আদায় করে ফেলে, তা হলে তো দুই রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে অধিকাংশ পাওয়া যাচ্ছে। আর অধিকাংশের প্রতি পুরোটার হুকুম আরোপিত হয়। সুতরাং তার জামা'আত ফওত হয়ে যাবে। এজন্যে যে, সে মাগরিবের নামাযে সূর্যাস্তের পরে দুই রাকা'আত নফল আদায়কারী সাব্যস্ত হবে।

www.pathagar.com

নামায ভঙ্গ করা যদিও আমাল বাতিল করা রূপে গণ্য। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল করো না। তবে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার উদ্দেশ্য বাতিল করা তা বাতিল গণ্য হবে না। আর যদি সে চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায আদায় করে, তা হলে আরেক রাকা'আত মিলাবে যাতে দুই রাকাআত নফল হয়ে যায়। অতঃপর নামায ছেড়ে দেবে এবং ইকতিদা করবে। গ্রন্থকারের উক্তি وَضَمَّ اِلَيْهَا তার অপর উক্তি اَوْفِيْهِ থেকে হাল পতিত হয়েছে। উহ্য ইবারত হল سَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى .... اِلٰى قَوْلِهٖ فَاِذَا ضَمَّ قَطَعَ وَاقْتَدٰى অর্থাৎ যদি প্রথম রাকা'আতে সাজদা করে থাকে এবং তা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে হয়। আর সে প্রথম রাকা'আতের সাথে আরেক রাকা'আত মিলিয়ে নেয়, তবে নামায ছেড়ে দিবে ও ইকতিদা করবে। এমনকি যদি আরেক রাকা'আত মিলিত না করে তবে নামায ভঙ্গ করবে না বরং আরেক রাকা'আত মিলাবে । যখন মিলিত করল, তখন নামায ছেড়ে দেবে এবং ইকতিদা করবে। আর যদি তার অর্থাৎ চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের তিন রাকআত আদায় করে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ করবে, অতঃপর নফল আদায়কারী হিসেবে ইকতিদা করবে। কারণ, সে অধিকাংশ আদায় করে নিয়েছে এবং অধিকাংশের প্রতি পুরোটার হুকুম আরোপিত হয়। কিন্তু আছরের নামাযে ইকতিদা করবে না । কেননা আছরের নামায আদায় করার পরে নফল পড়া মাকরূহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَهُوَ فِىْ غَيْرِ الرُّبَاعِىِّ الخ

اَلسُّوَالُ : اُشْرُحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

প্রশ্ন : ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায, উদাহরণস্বরূপ যোহর শুরু করল। তারপর ঐ যোহরের ইকামত হল। যদি সে প্রথম রাকাআতের সাজদা না দিয়ে থাকে তবে সর্বাবস্থায় শুরুকৃত নামায ছেড়ে দিবে এবং জামা'আতে শামিল হবে। এটা সর্বসম্মত মত। আর যদি প্রথম রাকআতের সাজদা দিয়ে থাকে এবং সে গায়বে রুবায়ী নামায আদায় করে। গায়রে রুবায়ী দ্বারা উদ্দেশ্য হল দুই রাকাআত বিশিষ্ট অথবা তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায। তবুও নামাযের আদায়কৃত অংশ ছেড়ে দিবে। কেননা নামায না ছেড়ে যদি আরেক রাকআত আদায় করে তাহলে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে তো তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তিন রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে রত থাকে, তা হলে নামাযের অধিকাংশ আদায় হয়ে যাবে। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল, অধিকাংশের প্রতি পুরোটার বিধান আরোপিত হয়। সুতরাং যেন তার নামায সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে সে জামাতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে। তাই বিধান হল প্রথম রাকা'আতের সাজদা দিয়ে থাকলেও তা ছেড়ে দিবে এবং জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। অপর আরেকটি কারণ হল মাগরিব ছাড়া অন্য কোন নামায তিন রাকাআত বিশিষ্ট নয়। এখন যদি প্রথম রাকা'আতের সাথে আরেক রাকা'আত মিলিত করে তারপর জামা'আতে শামিল হবার উদ্দেশ্যে দু'রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তা হলে সে সূর্যাস্তের পরে দু'রাকাআত নফল আদায়কারী সাবস্ত হবে। অথচ আহনাফের নিকটে সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের আগে নফল পড়া মাকরূহ।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَالْقَطْعُ وَاِنْ كَانَ اِبْطَالاً الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উল্লেখিত ইবারত দ্বারা শারেহ্ রহ. উপরোক্ত আলোচনার উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হল এই যে, শুরুকৃত নামায মূলত একটি আমল আর আল্লাহ্ তা'আলা আমলকে বাতিল করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– لاَتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ তোমার আমলসমূহকে নষ্ট করো না। এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুরুকৃত নামায ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং নামায ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শামিল হবার হুকুম কিভাবে হবে?

উত্তর : এর জবাবে শারেহ্ রহ, বলেন, নামায ভঙ্গ করা যদিও বাহ্যত আমল নষ্ট করার অন্তর্ভূক্ত বা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই বাতিলকরণ পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার উদ্দেশ্যে; ফাসিদ করার উদ্দেশ্যে নয়। কেননা একা নামায পড়া থেকে জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম। সুতরাং এটা বাতিল করার অন্তর্ভূক্ত হবে না।

قَوْلُهُ : فَيَقْطَعُ وَاقْتَدٰى

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : اَلْبَحْر-এর গ্রন্থকার বলেছেন যে, নামায ভঙ্গ করা কখনো ওয়াজিব হয়ে থাকে। বিনা ওযরে নামায ছেড়ে দেয়া হারাম। ধন-সম্পদ নষ্ট হবার আশংকা হলে নামায ছেড়ে দেয়া মুবাহ্।

পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার উদ্দেশ্যে নামায ভঙ্গ করা মুস্তাহাব এবং কারও প্রাণ নিশ্চত ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য নামায ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ : اِلاَّ فِى الْعَصْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ

প্রশ্ন ; মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের তিন রাকআত পড়ে থাকে এরপর ইকামত শুরু হয়, তা হলে তা সম্পন্ন করবে। তারপর নফলের নিয়তে জামাআতে শরীক হবে। তবে এ হুকুম আছরের নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা আছর আদায় করার পরে নফল পড়া মাকরূহ্। ফজরের নামাযের বেলায়ও একই হুকুম কেননা ফজরের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ্।

www.pathagar.com

وَكُرِهَ خُرُوجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ لَا لِمُقِيمِ جَمَاعَةٍ أُخْرٰى أَيِ الَّذِى يَنْتَظِمُ بِهٖ أَمْرُ جَمَاعَةٍ أُخْرٰى بِأَنْ يَكُوْنَ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ أَوْ إِمَامَهُ أَوْ مَنْ يَقُوْمُ بِأَمْرِهٖ جَمَاعَةٌ يَتَفَرَّقُوْنَ أَوْ يَقِلُّوْنَ بِغَيْبَتِهٖ ثُمَّ عَطَفَ عَلٰى قَوْلِهٖ لَا لِمُقِيمِ جَمَاعَةٍ قَوْلُهُ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً إِلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ أَيْ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ إِلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِقَوْلِهٖ لَا لِمُقِيمِ جَمَاعَةٍ أُخْرٰى فَإِنَّ مُقِيمَ الْجَمَاعَةِ الْأُخْرٰى لَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوجُ وَإِنْ أُقِيمَتْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقِيمِ جَمَاعَةٍ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعِشَاءَ مَرَّةً إِنَّ هٰذَا إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوْجُ لِأَنَّهُ إِنْ خَرَجَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُتَّهَمُ بِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَيُصَلِّيْ يَحْرُزُ فَضِيْلَةَ الْمُوَافَقَةِ وَثَوَابَ النَّافِلَةِ فَإِيْثَارُ التُّهْمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْفَضِيْلَةِ وَالثَّوَابِ قَبِيْحٌ جِدًّا وَأَمَّا مُقِيمُ الْجَمَاعَةِ الْأُخْرٰى فَإِنَّهُ إِنْ خَرَجَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ لَا يُتَّهَمُ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ الْإِكْمَالَ وَهُوَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي تَتَفَرَّقُ بِغَيْبَتِهٖ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لَا يَحْرُزُ مَا ذَكَرْنَا بَلْ يَخْتَلُّ أَمْرُ الْجَمَاعَةِ الْأُخْرٰى وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَخْرُجُ وَإِنْ أُقِيمَتْ لِأَنَّهُ إِنْ صَلّٰى يَكُوْنُ نَافِلَةً وَالنَّافِلَةُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ مَكْرُوْهٌ وَأَمَّا فِى الْمَغْرِبِ فَإِنَّ النَّافِلَةَ لَا تُشْرَعُ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ۔

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি নামায আদায় করে নি, তার ঐ মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ যেখানে আযান দেওয়া হয়েছে। অপর জামাআত প্রতিষ্ঠাকারীর জন্যে (মাকরূহ) নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মাধ্যমে অন্য জামাআতের ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। তা এভাবে যে, সে কোন মসজিদের মুআযযিন অথবা ইমাম কিংবা এমন ব্যক্তি হবে যার নির্দেশে জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার অনুপস্থিতিতে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বা কমে যায় (তার বের হওয়া মাকরূহ নয়)। অতঃপর গ্রন্থকার তার উক্তি لَا لِمُقِيمِ جَمَاعَةٍ এর উপরে তার আগত উক্তিকে عَطْف করেছেন। এবং যে ব্যক্তি একবার যোহর বা ইশার নামায আদায় করেছে (তার বের হওয়া মাকরূহ নয়) কিন্তু ইকামতের সময় (মাকরূহ)। এটা ইসতিছনা (ব্যতিক্রম যোগ) গ্রন্থকারের উক্তি وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ مَرَّةً এর সাথে সম্পৃক্ত। গ্রন্থকারের অপর উক্তি لَا لِمُقِيمِ جَمَاعَةٍ أُخْرٰى এর সাথে ইসতিছনার কোন সম্পৃক্ততা নেই। কেননা অপর জামাআত প্রতিষ্ঠাকারীর জন্যে বের হওয়া মাকরূহ নয় যদিও ইকামত শুরু হয়।

জামাআত প্রতিষ্ঠাকারী এবং যে ব্যক্তি একবার যোহর বা ইশা আদায় করেছে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য এই যে, এ ব্যক্তির (যে একবার নামায আদায় করেছে) মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ এজন্যে যে ,যদি সে ইকামতের সময় বেরিয়ে আসে তবে জামাআতের বিরোধিতার দায়ে অভিযুক্ত হবে । আর যদি বের না হয় এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করে, তবে সে সাদৃশ্যতার ফযীলত ও নফলের ছওয়াব

www.pathagar.com

হাসিল করবে। সুতরাং অভিযোগের দায় গ্রহণ করা এবং ফযীলত ও ছওয়াব থেকে এড়িয়ে যাওয়া নেহায়েত খারাপ। পক্ষান্তরে অপর জামাআত প্রতিষ্ঠাকারী যদি ইকামতের সময় বেরিয়ে আসে তবে সে অভিযুক্ত হবে না। কেননা সে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার সংকল্প করেছে। আর তা হলো ঐ জামাআত যা তার অনুপস্থিতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর যদি বের না হয় তবে আমরা যে (ফযীলত ও ছওয়াবের কথা) উল্লেখ করেছি তা তার হাসিল হবে না বরং অপর জামা'আত বিঘ্নিত হবে। যে ব্যক্তি ফজর কিংবা আছর কিংবা মাগরিবের নামায আদায় করেছে সে মসজিদ থেকে বের হতে পারবে যদিও ইকামত শুরু হয়। কেননা সে যদি (জামাআতে শরীক হয়ে) নামায পড়ে তবে এটা নফলরূপে গণ্য হবে। আর ফজর এবং আছরের পরে নফল আদায় করা মাকরূহ। পক্ষান্তরে মাগরিবে (শরীক হতে পারবে না) এ জন্যে যে, শরীআতের তিন রাকা'আত নফল অনুমোদিত হয়নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : كُرِهَ خُرُوْجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

اَلسُّوَالُ : مَا اَرَادَ الشَّارِحُ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟

প্রশ্ন : উপরোক্ত عِبَارَت দ্বারা শারেহ রহ. এর কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : যে মসজিদে আযান হয়েছে বা হচ্ছে সেখান হতে নামায আদায় না করে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ। এরূপ করা মাকরূহে তাহরীমি। যে ব্যক্তি আযানের পর বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং মসজিদে ফিরে আসার ইচ্ছা না থাকে, তাকে রাসূল সা. মুনাফিক বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে দুই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়।

১। যে ব্যক্তি অন্য মসজিদে আরেক জামা'আত সম্পাদন করবে। হয়ত সে ইমাম কিংবা মুয়াযি্যন।

২। যে ব্যক্তি একবার যোহর বা ইশার নামায আদায় করেছে। তার মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরূহ নয়। কেননা সে মুয়াযি্যনের ডাকে একবার লাব্বাইক বলেছে। সুতরাং দ্বিতীয় বার তাকে নামায পড়ার হুকুম করা হবে না।

www.pathagar.com

وَيَتْرُكُ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَيَقْتَدِي مَنْ لَا يُدْرِكُهُ أَيِ الْفَجْرَ وَالْمُرَادُ فَرْضُهُ بِجَمْعٍ إِنْ أَدَّاهَا **وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهُ صَلَّاهَا وَلَا يَقْضِيهَا إِلَّا تَبَعًا لِفَرْضِهِ** أَيْ إِنْ فَاتَتْ سُنَّةُ الْفَجْرِ فَإِنْ فَاتَتْ بِدُوْنِ الْفَرْضِ لَا يَقْضِي قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَكَذَا بَعْدَ الطُّلُوْعِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَأَبِيْ يُوْسُفَ رح وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقْضِيهَا إِلَى الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ ـ وَإِنْ فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ فَإِنْ قَضَى قَبْلَ الزَّوَالِ يَقْضِيهِمَا جَمِيْعًا وَكَذَا بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا بَلْ يَقْضِي الْفَرْضَ وَحْدَهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَاتَهُ الْفَجْرُ لَيْلَةَ التَّعْرِيْسِ قَضَاهُ مَعَ السُّنَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَمَاعَةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فَعُلِمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرْعِيَّةُ الْقَضَاءِ بِالْجَمَاعَةِ وَالْجَهْرِ فِيْهِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْقَضَاءِ وَأَنَّ السُّنَّةَ تُقْضٰى مَعَ الْفَرِيْضَةِ فَمِنْ هٰذِهِ الْأَحْكَامِ عُلِمَ عَدَمُ اِخْتِصَاصِهِ بِمَوْرِدِ النَّصِّ فَعُدِّيَ عَنْهُ إِلٰى غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهِيَ مَا عَدَا قَضَاءِ السُّنَّةِ فَعُدِّيَ عَنْ مَوْرِدِ النَّصِّ وَهُوَ قَضَاءُ الْفَجْرِ إِلٰى قَضَاءِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَأَمَّا قَضَاءُ السُّنَّةِ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ آكَدُ مِنْ سَائِرِ السُّنَنِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ شَرْعِيَّةِ قَضَائِهَا شَرْعِيَّةُ قَضَاءِ سَائِرِ السُّنَنِ وَلَا مِنْ قَضَائِهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ قَضَاؤُهَا بِدُوْنِ الْفَرْضِ ـ لٰكِنْ يَلْزَمُ مِنْ قَضَائِهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَاؤُهَا بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لِأَنَّ اِخْتِصَاصَهُ بِتَبْعِيَّةِ الْفَرْضِ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا مَعْنٰى لَهُ ـ

সহজ তরজমা

যদি কেউ ফজরের সুন্নত আদায় করে, তবে সে তা অর্থাৎ ফজর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জামা'আতের সাথে তার ফরয পাবে না, তা হলে সে ফজরের সুন্নত ছেড়ে দেবে এবং ইকতিদা করবে (জামআতে শামিল হবে)। **আর যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পাবে সে সুন্নত আদায় করে নেবে। ফজরের সুন্নত কাযা করবে না, তবে তার ফরযের অনুগামী করে।** অর্থাৎ যদি ফজরের সুন্নত আদায় ছুটে যায়। সুতরাং যদি ফরয ছাড়া (শুধু সুন্নত) ছুটে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে সূর্যোদয়ের আগে কাযা করবে না এবং সূর্যোদয়ের পরেও কাযা করবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে,সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তা কাযা করবে, এরপর কাযা করবে না। আর যদি ফরয সহকারে সুন্নত ছুটে যায়, তবে যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে কাযা করে, তা হলে উভয়টি (ফরয ও সুন্নত) কাযা করবে। কতক মাশায়েখের নিকটে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরও একই বিধান। আর কারো কারো মতে এরূপ নয় বরং শুধু ফরয কাযা করবে। লায়লাতুত তা'রীস এ যখন রাসূল সা. এর ফজরের নামায ফাওত হয়ে গেল, তখন তিনি দ্বিপ্রহরের আগে আযান ও ইকামত দিয়ে জাম'আতে সুন্নত সহকারে ফরয কাযা করেন এবং উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করেন।

www.pathagar.com

নবী সা. এর কার্য থেকে বুঝা যায় যে, জামাআতের সাথে কাযা আদায় করা বৈধ, তাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ এবং কাযার জন্যে আযান ও ইকামত রয়েছে। আর ফরযের সাথে সুন্নতও কাযা করা হবে। সুতরাং এসব বিধান থেকে বুঝা গেল যে, নস তথা শরীয়তের বাণীর নির্দেশিত স্থানের সাথে কাযা সীমিত নয়। তাই ফজর ছাড়া অন্যান্য নামায সমূহের দিকেও (কাযা করার বিধানকে) ফিরানো হবে। আর সেগুলো হল সুন্নতের কাযা ব্যতিরেকে। সুতরাং নসের নির্দেশিত স্থান তা হল ফজরের কাযা, এর থেকে সকল নামাযের কাযার দিকে হুকুম ফিরানো হবে। অতএব সুন্নতের কাযা সম্পর্কে জানা গেল যে, ফজরের সুন্নত সকল সুন্নত থেকে শক্তিশালী। সুতরাং ফজরের সুন্নতের কাযার বৈধতা থেকে অন্যান্য সুন্নাতসমূহের কাযার বৈধতা অনিবার্য হয় না এবং ফরযের অনুগামী হয়ে সুন্নাতের কাযার বৈধতা থেকে ফরয ছাড়া সুন্নাতের কাযার বৈধতা অনিবার্য হয় না। কিন্তু দ্বি-প্রহরের আগে ফরযের অনুগামী হয়ে সুন্নতের কাযা থেকে দ্বিপ্রহরের পরে ফরযের অনুগামী হয়ে সুন্নতের কাযা অনিবার্য হয়। যেমন– কতক মাশায়েখের মাযহাব। কেননা দ্বিপ্রহরের আগের ফরযের অনুগামী হয়ে সুন্নতের কাযা সীমিত হওয়ার কোন অর্থ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ تَرْكِ السُّنَّةِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ؟

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নত তরক করার হুকুম কি?

উত্তর : ফজরের সুন্নত পড়ার পূর্বে জামা'আত শুরু হয়ে গেলে এমতাবস্থায় যদি সুন্নত আদায় করে, তা হলে নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তা হলে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শামিল হবে। কেননা সুন্নত থেকে জামা'আত বেশী গুরুত্ব পূর্ণ। আর যদি সুন্নত আদায় করে এক রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে সুন্নত পড়ে নিবে। ফাতহুল কাদীরের গ্রন্থাকার বলেছেন যে, সুন্নত পড়ে যদি তাশাহুদের মাঝে পাওয়া যায়, তবুও সুন্নত পড়ে নিবে। এবং ইহার উপর ফতোয়া।

ফজরের সুন্নতের কাযা : قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَضَاءُ السُّنَّةِ فَقَدْ عُلِمَ

লায়লাতুত তারিস এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, রাসুল সা. দ্বি–প্রহরের আগে ফজরের সুন্নত ও ফজরের কাযা আদায় করেছেন। এ ঘটনা যেহেতু ফজরের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু নবী করীম সা. এর উক্ত আমল দ্বারা ফজরের সুন্নত কাযা আদায় করার বৈধতা মিলে। কিন্তু এ থেকে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য সুন্নত কাযা করার প্রমাণ মেলে না। কেননা নবী করীম সা. সফর ও মুকীম কোনো অবস্থায়-ই ফজরের সুন্নত তরক করেন নি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ঘোড়া তোমাদেরকে পদধুলিত করলেও ফজরের সুন্নাত পরিত্যাগ করো না। সুতরাং বেশি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু কাযা করা জরুরি হওয়া থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বস্তু কাযা করা লাযেম আসে না। তদ্রূপ ফরযের অনুগামী হয়ে কাযা করা থেকে শুধু সুন্নত কাযা করার বিধান অনুভূত হয় না।

قَوْلُهُ : لٰكِنْ يَلْزَمُ مِنْ قَضَائِهَا بِتَبَعِيَّةِ الْفَرْضِ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লাইলাতুত তারীস এর ঘটনা যেহেতু ফজরের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। তাই সুন্নতের কাযার বৈধতা ফজরের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। অথচ তারীস এর ঘটনায় এটাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. দ্বি-প্রহরের আগে ফজরের সুন্নত কাযা করেন। সুতরাং দ্বি-প্রহরের পরে সুন্নাতের কাযা থেকে দ্বি-প্রহরের পরেও সুন্নাতের কাযার বৈধতা প্রমাণিত হয়। দ্বি-প্রহরের আগে সুন্নাতের কাযা সীমাবদ্ধ হওয়ার বাহ্যিক কোন কারণ নেই এজন্য যে, এটা আদা এর ওয়াক্ত নয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের সাথে নির্ধারিত হবে। বরং এটা কাযা এর ওয়াক্ত । সুতরাং কাযার ক্ষেত্রে দ্বি-প্রহরের পূর্ববর্তী সময় এবং দ্বি–প্রহরের পরবর্তী সময় উভয়টি সমান। তাই কাযা কোন এক সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না।

www.pathagar.com

وَيُتْرَكُ سُنَّةُ الظُّهْرِ فِى الْحَالَيْنِ اَىْ سَوَاءٌ يُدْرِكُ الْفَرْضَ اِنْ اَدَّاهَا اَوْلاَ **وَاَيْتَمَّ ثُمَّ قَضَاهَا قَبْلَ شَفْعِهِ** اَىْ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَرْضِ وَغَيْرُهُمَا لاَيُقْضٰى اَصْلاً **وَمُدْرِكُ رَكْعَةٍ مِنْ ظُهْرٍ غَيْرُ مُصَلٍّ جَمَاعَةً بَلْ هُوَ مُدْرِكُ فَضْلِهَا** اَىْ اِنْ حَلَفَ لَيُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ فَاَدْرَكَ رَكْعَةً يَحْنَثُ لاَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ جَمَاعَةً لٰكِنْ اَدْرَكَ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ **وَاٰتِىْ مَسْجِدٍ صُلِّىَ فِيْهِ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ اِلاَّ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ** اَىْ مَنْ اَتٰى مَسْجِدًا صُلِّىَ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَرْضَهُ مُنْفَرِدًا فَهَلْ يَأْتِىْ بِالسُّنَنِ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا وَمِنْهُمُ الْكَرْخِىُّ رح لاَ ، فَاِنَّ السُّنَنَ اِنَّمَا سُنَّتْ اِذَا اَدَّى الْفَرْضَ بِالْجَمَاعَةِ اَمَّا بِدُوْنِهِ فَلاَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ رح مَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فَاَرَادَ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ مَسْجِدِ بَيْتِهِ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوْبَةِ لٰكِنَّ الْاَصَحَّ اَنْ يَّأْتِىَ بِالسُّنَنِ فَاِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَاِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لٰكِنْ اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ يَتْرُكُ السُّنَّةَ وَيُؤَدِّى الْفَرْضَ حَذَرًا عَنِ التَّفْوِيْتِ **مَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ رَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتّٰى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً** ـ خِلاَفًا لِزُفَرَ رح **مَنْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ اِمَامُهُ فِيْهِ صَحَّ** خِلاَفًا لِزُفَرَ رح فَاِنَّ مَا اَتٰى بِهِ قَبْلَ الْاِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍّبِهِ فَكَذَا مَا بَنٰى عَلَيْهِ قُلْنَا وُجِدَتِ الْمُشَارَكَةُ فِىْ جُزْءٍ وَاحِدٍ ـ

সহজ তরজমা

আর উভয় অবস্থায় যুহরের সুন্নত ছেড়ে দেবে অর্থাৎ সুন্নত আদায় করলে ফরয পাক বা না পাক এবং ইমামের ইকতিদা করবে। এরপর তার দুই রাকআতের আগে সুন্নত কাযা করবে। অর্থাৎ ফরযের পরবর্তী দুই রাকআতের আগে। ফজর ও যুহরের সুন্নত ছাড়া অন্যগুলোর মূলত কাযা নেই। যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকআত পেল, যে জামা'আতের সাথে নামায আদায়কারী নয় বরং সে জামা'আতের ফযীলত প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ শপথ করে যে, সে অবশ্যই জামা'আতের সাথে যুহর আদায় করবে, অতঃপর এক রাকা'আত পেল, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে নি, কিন্তু জামা'আতের ফযীলত পেয়েছে।

যে ব্যক্তি এমন মসজিদে আগমন করল যেখানে নামায আদায় হয়ে গেছে, সে ফরযের আগে সুন্নত পড়বে, তবে সময় সংকীর্ণ হলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন মসজিদে আসল যেখানে নামায আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর সে একাকী ফরয আদায় করার ইচ্ছা করল, তাহলে কী সুন্নত সহকারে আদায় করবে? আমাদের কতক মাশায়েখ বলেন, তন্মধ্যে ইমাম কারখী রহ. ও রয়েছেন, সুন্নাত পড়বে না। কারণ, সুন্নাতকে তখন সুন্নত বলে সাব্যস্ত করা হয় যখন জামা'আতের সাথে ফরয আদায় করে। পক্ষান্তরে ফরয ছাড়া সুন্নত সুন্নাত হিসেবে বহাল থাকে না। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন যে, যে ব্যক্তির জামা'আত ছুটে গেল এবং সে তার গৃহের মসজিদে নামায আদায় করার ইচ্ছা করল, তবে সে ফরয আরম্ভ করবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হল, সুন্নাত পড়বে। কেননা নবী করীম সা. সুন্নাত নিয়মিত আদায় করেছেন, যদিও তার (সা.) জামাআত ছুটে যেত, কিন্তু যখন সময় সঙ্কীর্ণ হবে, তখন সুন্নাত ছেড়ে দেবে এবং ফরয আদায়

www.pathagar.com

করবে; ফরযকে ছুটে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে। যে ব্যক্তি রুকুরত অবস্থায় ইমামের ইকতিদা করল, অতঃপর সে রুকুতে অবস্থান করল, এমনকি ইমাম রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করল, তা হলে সে ঐ রাক'আত পায় নি। এতে ইমাম যুফার রহ.-এর মতভেদ রয়েছে। যে ব্যক্তি রুকু করল, অতঃপর তার ইমাম রুকুতে তার সাথে মিলিত হল তবে রুকু শুদ্ধ হবে। এতে ইমাম যুফার রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা সে ইমামের আগে রুকুর যে অংশটুকু আদায় করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তদ্রূপ তার উপর যে অংশ বেনা করেছে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বলি, এক অংশের মধ্যে অংশীদারিত্ব পাওয়া গিয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَنِ اقْتَدٰى بِاِمَامٍ رَاكِعٍ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কোন ব্যক্তি জামা'আত আরম্ভ হবার পর মসজিদে এসে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেল। এরপর সে তাকবীর বলল, কিন্তু রুকুতে না গিয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল, ইত্যবসরে ইমাম রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করল, তাহলে সে এই রাকআত পায় নি। এতে ইমাম যুফার রহ.-এর মতবিরোধ রয়েছে। তিনি বলেন , রুকুর সাথে দাঁড়ানোর এক বিবেচনায় সাদৃশ্যতা রয়েছে । তা এভাবে যে, রুকু হল نِصْفُ قِيَامٍ তথা অর্ধ দাঁড়ানো। সুতরাং যখন মুসল্লী ইমামের সাথে দাঁড়ানোর সাদৃশ্যতায় শামিল হয়ে গেল তখন তার রাকআত আদায় হয়ে গেল । আমরা বলি ইকতেদা শুদ্ধ হবার শর্ত হল নামাযের কোন কর্মে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে অংশিদারিত্ব থাকা । আর এখানে পূর্ণাঙ্গ অংশিদারিত্ব قِيَامٍ এ নেই এবং رُكُوْعٍ তেও নেই।

قَوْلُهُ : مَنْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুক্তাদী ইমামের আগে রুকু করল. অতঃপর ইমাম রুকু করল তো তাদের মাঝে অংশিদারিত্ব পাওয়া গেছে। সুতরাং ঐ রাকআত আদায় হয়ে যাবে। তবে এরূপ করা মাকরুহে তাহরীমী। হাদীসে ইমামের আগে রুকু ও সাজদা করার ব্যাপারে ধমকী এসেছে। যেমন– মিশকাতের বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ইমামের আগে রুকু-সাজদা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা গাধার আকৃতিতে বিকৃতি করে দিবেন।

خِلَافًا لِزُفَرَ : ইমাম যুফার রহ. এর মতে ইমামের আগে যদি কোন মুক্তাদী রুকু করে, তা হলে তার রুকু শুদ্ধ হবেনা কেননা সে ইমামের আগে রুকুর যে অংশটুকু আদায় করেছে তা অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং এর উপর যে অংশটুকু বেনা করেছে, সেটাও অগ্রহণযোগ্য হবে। তাহলে যেন পুরা নামায শুদ্ধ হল না। আমরা বলি, ইকতেদা শুদ্ধ হবার শর্ত হল নামাযের কোনো অংশে অংশীদারিত্ব থাকা। আর এখানে তা রুকুর মধ্যে অংশিদারিত্ব পাওয়া গেছে। কাজেই নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

فُرِضَ التَّرْتِيْبُ بَيْنَ الْفُرُوْضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ فَائِتًا كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا اَىْ اِنْ كَانَ الْكُلُّ فَائِتًا فَلَابُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الْفُرُوْضِ الْخَمْسَةِ وَكَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوِتْرِ وَكَذَا اِنْ كَانَ الْبَعْضُ فَائِتًا وَالْبَعْضُ وَقْتِيًّا لَابُدَّ مِنْ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ فَيُقْضَى الْفَائِتَةَ قَبْلَ اَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ **فَلَمْ يَجُزْ فَرْضُ فَجْرِ مَنْ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يُوْتِرْ** هٰذَا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهٖ وَالْوِتْرِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلٰى وُجُوْبِ الْوِتْرِ عِنْدَهُ. **وَيُعِيْدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ لَا الْوِتْرَ مَنْ عَلِمَ اَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِلَا وُضُوْءٍ وَالْاٰخَرَيْنِ بِهٖ** يَعْنِىْ تَذَكَّرَ اَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِلَا وُضُوْءٍ وَالسُّنَّةَ وَالْوِتْرَ بِوُضُوْءٍ يُعِيْدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ لِاَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ اَدَاءُ السُّنَّةِ مَعَ اَنَّهَا اُدِّيَتْ بِالْوُضُوْءِ لِاَنَّهَا تَبَعٌ لِلْفَرْضِ اَمَّا الْوِتْرُ فَصَلٰوةٌ مُسْتَقِلَّةٌ عِنْدَهُ فَصَحَّ اَدَاؤُهُ لِاَنَّ التَّرْتِيْبَ وَاِنْ كَانَ فَرْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ لٰكِنَّهُ اَدَّى الْوِتْرَ بِزَعْمِ اَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْوُضُوْءِ فَكَانَ نَاسِيًا اَنَّ الْعِشَاءَ كَانَ فِىْ ذِمَّتِهٖ فَسَقَطَ التَّرْتِيْبُ وَعِنْدَهُمَا يَقْضِى الْوِتْرَ اَيْضًا لِاَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا -

সহজ তরজমা

অধ্যায় : কাযা নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ও বিতরের মধ্যে তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয, চাই সবগুলো কাযা হোক বা কতকগুলো অর্থাৎ যদি সকল নামায কাযা হয়, তা হলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরযের মাঝে ধারাবহিকতা ঠিক রাখা জরুরী। তদ্রূপ তার মাঝে ও বিতরের মাঝে (তারতীব আবশ্যক)। অনুরূপভাবে যদি কিছু নামায কাযা হয় আর কিছু ওয়াক্তিয়া হয় তবুও ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা জরুরি। সুতরাং ওয়াক্তিয়া আদায় করার পূর্বে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবে। অতএব যে ব্যক্তির স্মরণ হবে যে, সে বিতর পড়েনি তার ফজরের ফরয জায়েয হবে না। এটা গ্রন্থকারের উক্তি والوتر থেকে শাখা বের হয়েছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। এতে সাহেবাইনের মতভেদ রয়েছে। এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, তার (ইমাম আবূ হানীফার রহ.) মতে বিতর ওয়াজিব।

আর যে ব্যক্তি জানতে পারে যে, সে ইশার নামায ওযূ ছাড়া আদায় করেছে এবং অপর দু'টি ওযূসহ আদায় করেছে তাহলে ইশা ও সুন্নত দোহরাবে; বিতর নয়। অর্থাৎ কারো স্মরণ হলো যে, সে ইশার নামায ওযু ছাড়া আদায় করেছে আর সুন্নত ও বিতর ওযূসহ, তবে সে ইশা ও সুন্নত দোহরাবে। কেননা সুন্নত আদায় করা সহীহ শুদ্ধ হয়নি অথচ তা ওযুসহ আদায় করা হয়েছে। কারণ হলো সুন্নত ফরযের অনুগামী। পক্ষান্তরে বিতর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকটে স্বতন্ত্র নামায। সুতরাং তার আদায় শুদ্ধ হয়ে গেছে। কেননা যদিও বিতর ও ইশার মাঝে তারতীব ফরয ছিল, কিন্তু সে বিতর এ ধারণায় আদায় করেছে যে, সে ইশার নামায ওযুসহকারে পড়েছে। সুতরাং ইশার নামায তার যিম্মায় থাকার ব্যাপারে সে বিস্মৃতিকারী গণ্য হবে। তাই তারতীব রহিত হয়ে গেছে। আর সাহেবাইনের নিকটে সে বিতরও কাযা করবে। কেননা তাদের মতে বিতর হল সুন্নত।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ اَحْوَالَ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

প্রশ্নঃ قَضَاءُ الْفَوَائِت সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : এ অধ্যায় কাযা নামায আদায়ের বিধি বিধানের আলোচনা সম্পর্কে। এখানে গ্রন্থকারের আদব প্রদর্শনার্থে فَوَائِت (ছুটে যাওয়া) বলেছেন, مَتْرُوْكَة (বর্জনকৃত) বলেননি। কেননা প্রকৃত মুসলমান নামায বর্জন করে না। অলসতা বসতঃ ঘটনাচক্রে যদি কোন নামায ছুটে যায়। তবে তা কিভাবে আদায় করবে এ অধ্যায়ে তারই বিধান বিবৃত হয়েছে।

কাযা নামাযে তারতীবের হুকুম : যদি কারো পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, তবে তাতে তারতীব ফরজ। উদাহরণ স্বরূপ কারো পাঁচ ওয়াক্ত কাযা হয়ে গেল। তা হল যে ধারাবাহিকতায় নামায গুলো কাযা হয়েছে সে তারতীব অনুযায়ী আদায় করা আবশ্যক। প্রথমে ফজরের নামায পড়বে। তারপর যুহর, আছর, মাগরিব ও সর্বশেষ জুমু'আর নামায আদায় করবে। আর যদি বিতরও ছুটে যায়, তা হলে সেটাও তারতীব অনুসারে নিজ স্থানে আদায় করবে। যেমন : কারো মাগরিব, ইশা ও বিতর কাযা হয়ে গেল, তবে যে সকালে প্রথমতঃ মাগরিব, অতঃপর ইশা ও বিতর-এর কাযা পড়ে, পরবর্তীতে ফজরের নামায আদায় করবে। গ্রন্থকারের উক্তি- كُلُّهَا اَوْبَعْضُهَا এর উদ্দেশ্য এটাই। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিতর সহকারে কাযা হোক অথবা তন্মধ্যে থেকে কিছু কাযা হোক সর্বাবস্থায় তার উপর কাযা আবশ্যক।

قَوْلُهُ : فَلَمْ يَجُزْ فَرْضُ فَجْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ بَيَانِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের মতামত বর্ণনাসহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এ মাসআলায় তারতীব ফরয হওয়ার হুকুম বের হয়েছে অর্থাৎ বিতর না পড়ে ফজরের ওয়াক্তিয়া নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না। বরং তাকে প্রথমে বিতর আদায় করতে হবে। অতঃপর ফজর পড়তে হবে এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.এর অভিমত, কেননা তার মতে বিতর ওয়জিব আর তা কার্যতঃ ফরযের হুকুমভুক্ত। সুতরাং বিতর ও অন্যান্য ফরযের মাঝে তারতীব আবশ্যক হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে বিতর হল, সুন্নত। তাই বিতর ছুটে গেলেও ফজরের নামাযে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না। কেননা ফরয ও সুন্নত সমূহের মাঝে তারতীব ফরজ নয়, এটা সর্বসম্মত।

قَوْلُهُ : وَالْاُخْرَيَيْنِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ?

উত্তর : কেউ এশার নামায পড়ার পর ওযু করল এবং সেই ওযু দ্বারা সুন্নত ও বিতর আদায় করল; অতঃপর তার স্মরণ হল যে, সে এশার ফরয ওযু ছাড়া পড়েছে। আর সুন্নত ও বিতর ওযুসহ পড়েছে। এর হুকুম হল, সে এশার ফরয-সুন্নত উভয়টি দোহরাবে। কেননা যখন ফরয আদায় হল না, তখন সুন্নত ওযুসহ আদায় করা সত্ত্বেও তা সহীহ হবে না। কারণ হল সুন্নত ফরযের তাবে বা অনুগামী, যা ফরয আদায় করার পর পড়া হয়ে থাকে। সুতরাং যখন ওযু ছাড়া পড়ার কারণে ফরয আদায় হল না। তাই দ্বিতীয় বার ফরজ আদায়ের সাথে সুন্নত দোহরানোও আবশ্যক হবে আর বিতর যেহেতু সুন্নাত নামায এবং হানাফীদের নিকট ওয়াজিবও বটে। কাজেই বিতর শুদ্ধ হয়ে যাবে। তা দোহরানো জরুরী নয়। কেননা সে যেহেতু তার ধারণায় এশা পড়ে ফেলেছে। সেহেতু বিতর পড়ার সময় সে যেন এশার কথা ভুলে গেছে। আর কাযার কথা ভুলে গেলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য এখানে স্মরণ হবার উদ্দেশ্য হল, ইশার ওয়াক্তের ভিতরে স্মরণ হওয়া। কেননা ওয়াক্ত অতিক্রম হয়ে গেলে সুন্নত পড়া যায় না।

www.pathagar.com

اِلَّا اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ اَلْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ فُرِضَ التَّرْتِيْبُ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالْاَدَاءِ وَاِنْ كَانَ الْبَاقِىْ مِنَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَسَعُ فِيْهِ بَعْضُ الْفَوَائِتِ مَعَ الْوَقْتِيَّةِ فَاِنَّهُ يَقْضِىْ مَايَسَعُهُ الْوَقْتُ مَعَ الْوَقْتِيَّةِ كَمَا اِذَا فَاتَ الْعِشَاءُ وَالْوِتْرُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْفَجْرِ اِلَّا اَنْ يَسَعَ فِيْهِ خَمْسُ رَكْعَاتٍ يَقْضِى الْوِتْرَ وَيُؤَدِّى الْفَجْرَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاِنْ فَاتَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِلَّا مَا يُصَلِّىْ فِيْهِ سَبْعَ رَكْعَاتٍ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ **اَوْ نَسِيَتْ ۔ اَوْ فَاتَتْ سِتَّةٌ حَدِيْثَةٌ كَانَتْ اَوْ قَدِيْمَةٌ** قِيْلَ اَلسِّتَّةُ وَمَا دُوْنَهَا حَدِيْثَةٌ وَمَا فَوْقَهَا قَدِيْمَةٌ كَذَا فِىْ فَوَائِدِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الْحُسَامِى **قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ اَوْلَا فَيَصِحُّ وَقْتِىْ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ شَهْرٍ فَنَدِمَ وَاَخَذَ يُؤَدِّى الْوَقْتِيَاتِ ثُمَّ تَرَكَ فَرْضًا** هٰذَا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهٖ قَدِيْمَةٌ كَانَتْ اَوْ حَدِيْثَةٌ فَاِنَّهُ اِذَا اَخَذَ يُؤَدِّى الْوَقْتِيَاتِ صَارَتْ فَوَائِتُ الشَّهْرِ قَدِيْمَةً وَهِىَ مُسْقِطَةٌ لِلتَّرْتِيْبِ فَاِذَا تَرَكَ فَرْضًا يَجُوْزُ مَعَ ذِكْرِهٖ اَدَاءُ وَقْتِيٍّ بَعْدَهُ **اَوْقَضٰى صَلٰوةَ الشَّهْرِ اِلَّا فَرْضًا اَوْ فَرْضَيْنِ ۔**

সহজ তরজমা

<u>কিন্তু যখন সময় সংকীর্ণ হবে।</u> এটা গ্রন্থকারের উক্তি فُرِضَ التَّرْتِيْبُ থেকে ইসতিসনায়ে মুত্তাসিল হয়েছে। অর্থ এই যে, কাযা ও আদায়ের ক্ষেত্রে সময় সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আর যদি সময় এতটুকু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, যাতে ওয়াক্তিয়া সহকারে কতিপয় কাযা আদায় করার অবকাশ থাকে, তবে ওয়াক্তিয়ার সাথে সেসব কাযা আদায় করবে, যেগুলো ঐ সময়ে আদায়ের সুযোগ রয়েছে। যেমন– যখন ইশা ও বিতরের নামায ফওত হল, আর ফজরের সময় শুধু এতটুকু বাকি রয়েছে যে, তাতে পাঁচ রাকা'আত নামায পড়ার সুযোগ আছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, সে বিতর কাযা করবে এবং ফজর আদায় করবে। আর যদি যোহর ও আছর ফওত হয়ে যায় এবং মাগরিবের সময় শুধু এতটুকু বাকি থাকে যে, সে সময়ে সাত রাকা'আত নামায পড়া যাবে, তা হলে সে যোহর ও মাগরিবের নামায পড়বে **<u>অথবা কাযা নামায ভুলে যাবে। অথবা ছয় ওয়াক্ত নামায ফওত হয়ে গেছে চাই নতুন হোক কিংবা পুরাতন হোক।</u>** কথিত আছে যে, ছয় ওয়াক্ত এবং ছয় ওয়াক্তের কম হল নতুন আর ছয় ওয়াক্তের উর্ধ্বে হলে তা হলো পুরাতন। হুসামী এর ফাওয়ায়েদে জামেউস্‌সহী গ্রন্থে অনুরূপ রয়েছে। **<u>কাযা নামায বহু (যিম্মায়) থাকার পর কমতে থাক অথবা না। সুতরাং যে ব্যক্তি এক মাসের নামায তরক করল অতঃপর সে অনুতপ্ত হয়ে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করা শুরু করে দিল পুনরায় সে এক ফরয ছেড়ে দিল, তবে তার ওয়াক্তিয়া নামায শুদ্ধ হবে।</u>** এটা গ্রন্থকারের উক্তি قَدِيْمَةٌ كَانَتْ اَوْ حَدِيْثَةٌ থেকে শাখা নির্গত হয়েছে। কেননা যখন সে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করা শুরু করল তখন এক মাসের কাযাগুলো পুরাতন হয়ে গেল আর তা তারতীব রহিতকারী। সুতরাং যখন সে এক ফরয তরক করল তখন তা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তার পরবর্তী ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করা জায়েয হবে। **অথবা কেউ এক মাসের নামায কাযা পড়ল, এক ফরয অথবা দুই ফরয ব্যতিরেকে।**

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ التَّرْتِيْبِ اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ

প্রঃ সময় সংকীর্ণ হয়ে গেলে তারতীবের বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : গ্রন্থকার এখানে যে সব কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়, তার বিবরণ দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো যদি সময় এত সংকীর্ণ হয় যে, কাযা পড়লে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার সময় থাকবে না। বরং নামাযের সময়ই শেষ হওয়ার আশংকা থাকে। তা হলে তারতীব আবশ্যক হবে না। এ সূরতে কাযা ছেড়ে দিবে এবং ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে। কেননা ওয়াক্তের ফরযিয়্যত তারতীব থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা ওয়াক্তিয়া নামায নির্ধারিত সময়ে ফরয হওয়া প্রমাণিত।

তারতীব রহিত হওয়ার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– يَقْضِى الْوِتْرَ وَيُؤَدِّيْ অর্থাৎ সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তারতীবের ফরযিয়্যত রহিত হয়ে যায়। আর যদি এতটুকু সময় হাতে থাকে যে, ওয়াক্তিয়া আদায় করার পর কিছু নামাযও পড়া যাবে। তবে হুকুম হল সুযোগ অনুসারে প্রথম কাযা নামায পড়বে অতঃপর ওয়াক্তিয়া নামায কাযা আদায় করবে। যেমন প্রথমোক্ত উদাহরণে বলা হয়েছে যে, কারো ইশা ও বিতর কাযা হয়ে গেল এবং ফজরের সময় এই পরিমাণ সময় বাকী আছে তাতে শুধু পাঁচ রাকাত নামায পড়া যাবে। তবে হুকুম হলো সে বিতরের তিন রাকাত ফজরের দুই রাকাত আদায় করবে।

মোটকথা, ওয়াক্তিয়া নামাযে বিঘ্নতা ব্যতীত যতটুকু সম্ভব হয়, কাযা নামায আদায় করবে এবং এগুলোর প্রতিও তারতীবের খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়।

اَوْنُسِيَتْ : কাযা ও ওয়াক্তিয়া নামাযের মধ্যে তারতীব রহিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো কাযা নামাযের কথা ভুলে যাওয়া।

গ্রন্থকারের উক্তি نُسِيَتْ মাজহুল এর সীগাহ, তার যমীরটি فَائِتَةٌ এর দিকে رَاجِع হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যদি কারো কাযা নামাযের স্মরণ না থাকে আর সে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নেয়, তবে নামায জায়েয হবে এবং যখনি কাযা নামাযের কথা স্মরণ হবে তখনি তা আদায় করে নিবে। এতে তারতীব আবশ্যক নয়। কেননা ভুলে যাওয়া সৃষ্টিগত কারণ এ ব্যাপারে কারো দখলদারিত্ব নেই। কাজেই তাকে মা'যূর গণ্য করা হবে। তারতীব রহিত হওয়ার তৃতীয় কারণ اَوْ فَاتَتْ سِتَّةٌ তারতীব রহিত হওয়ার তৃতীয় কারণ হল এই যে, কারো ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়া। কাযা এর উদ্দেশ্য ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়া। এতে বিতর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা বিতর যদিও স্বতন্ত্র নামায ফরজ থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

তাই ইমামগণ একে ছয় নামাযের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন যদি ষষ্ঠ নামাযের ওয়াক্ত অনুপ্রবেশ করে, তবুও তারতীব রহিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

هٰذَا تَفْرِيعٌ لِقَوْلِهِ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ اَوْلَا فَاِنَّهُ لَمَّا قَضٰى صَلَوَاتِ الشَّهْرِ اِلَّا فَرْضًا اَوْ فَرْضَيْنِ قَلَّتِ الْفَوَائِتُ بَعْدَ الْكَثْرَةِ فَلَا يَعُوْدُ التَّرْتِيْبُ اِلَّا اَنْ يَقْضِىَ الْكُلَّ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اِنْ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ اَوْلَا فَاِنَّهُ لَمَّا قَضٰى صَلَوَاتِ الشَّهْرِ اِلَّا فَرْضًا اَوْ فَرْضَيْنِ قَلَّتْ الْفَوَائِتُ بَعْدَ الْكَثْرَةِ فَلَا يَعُوْدُ التَّرْتِيْبُ اِلَّا اَنْ يَقْضِىَ الْكُلَّ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اِنْ قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ يَعُوْدُ التَّرْتِيْبُ وَاخْتَارَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِيُّ رح اَلْاَوَّلَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيْطِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ۔ **مَنْ صَلّٰى خَمْسًا ذَاكِرًا فَائِتَةً فَسَدَ الْخَمْسُ مَوْقُوْفًا اِنْ اَدّٰى سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ وَاِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ بَطَلَ فَرْضِيَّةُ الْخَمْسِ لَا اَصْلُهَا** ۔ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَاَدّٰى مَعَ ذِكْرِهَا خَمْسًا بَعْدَهَا فَسَدَتْ هٰذِهِ الْخَمْسُ لِوُجُوْبِ التَّرْتِيْبِ لٰكِنْ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَمُحَمَّدٍ رح فَسَادًا غَيْرَ مَوْقُوْفٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَسَادًا مَوْقُوْفًا اِنْ اَدّٰى سَادِسًا صَحَّ الْكُلُّ وَاِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَالْخَمْسُ الَّتِىْ اَدَّاهَا بَطَلَ وَصْفُ فَرْضِيَّتِهَا لَا اَصْلُهَا فَاِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْفَرْضِيَّةِ بُطْلَانُ اَصْلِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح وَاِنَّمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح بِالْفَسَادِ الْمَوْقُوْفِ لِاَنَّهُ اِنْ فَسَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِوُجُوْبِ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ فَسَادًا غَيْرَ مَوْقُوْفٍ فَحِيْنَ اَدّٰى السَّادِسَ تَبَيَّنَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ كَانَتْ فِى الْكَثِيْرِ وَهٰذَا بَاطِلٌ، فَقُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ حَتّٰى يَظْهَرَ اَنَّ رِعَايَةَ التَّرْتِيْبِ اِنْ كَانَتْ فِى الْكَثِيْرِ فَلَا تَجُوْزُ وَاِنْ كَانَتْ فِى الْقَلِيْلِ فَتَجُوْزُ ۔

সহজ তরজমা

এটা গ্রন্থকারের উক্তি قَلَّتْ بَعْدَ الْكَثْرَةِ اَوْلَا থেকে শাখা নির্গত হয়েছে। কেননা যখন সে এক অথবা দুই ফরয ছাড়া এক মাসের নামাযসমূহ কাযা আদায় করল তখন কাযা নামায বেশির পরে কমে গেল। সুতরাং তারতীব প্রত্যাবর্তিত হবে না, তবে সকল কাযা পড়ে নিলে তারতীব ফিরে আসবে। আর কতক মাশায়েখের মতে যদি কাযা নামায বেশি থাকার পরে কমে আসে তবে তারতীব প্রত্যবর্তিত হবে। ইমাম সারখ্সী রহ. প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন এবং মুহীত-এর গ্রন্থকার বলেন, এর উপরই ফতোয়া।

যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত কাযা নামায স্মরণ থাকা অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করল, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করে, তবে সকল নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি কাযা নামায পড়ে ফেলে তবে পাঁচ ওয়াক্তের ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে মূল নামায বাতিল হবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ফওত হয়ে গেল। অতঃপর সে তা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তার পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করল। তাহলে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট এই ফাসিদ মওকুফ নয়। আর এটাই কিয়াসের দাবি। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট মওকুফরূপে ফাসিদ হবে ; যদি সে ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করে, তা হলে সকল নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি কাযা আদায় করে নেয়, তা হলে আদায়কৃত পাঁচ ওয়াক্তের ফরযিয়্যাতের গুণ বাতিল হয়ে যাবে, মূল

www.pathagar.com

নামায বাতিল হবে না। কেননা শায়খাইনের মতে ফরযিয়্যাত বাতিল হওয়া থেকে মূল নামায বাতিল হওয়া লাযেম আসে না। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. একে মওকুফরূপে ফাসিদ বলেছেন এ জন্যে যে, ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব হওয়ার কারণে যদি তন্মধ্য থেকে প্রতিটি নামায গায়রে মাওকুফ হিসেবে ফাসিদ হয়ে যায়, তবে যখন সে ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করল, তখন প্রকাশ হয়ে গেল যে, তারতীবের বিবেচনা অধিক কাযার ক্ষেত্রে ছিল। আর এটা বাতিল। এজন্যে আমরা মওকুফরূপে ফাসাদের কথা বলেছি যেন প্রকাশ হয়ে যায় যে, যদি অধিক কাযার বেলায় তারতীব ধর্তব্য হয়, তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি স্বল্প কাযার বেলায় তারতীব ধর্তব্য হয়, তবে তা জায়েয হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَوْ قَضٰى صَلٰوةَ الشَّهْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحْ صُوْرَةَ الْمَسْئَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ

প্রঃ উপরোক্ত মাসআলাটির সূরত বর্ণনা কর।

উত্তর : উক্ত মাসআলার সূরত এই যে, কারো এক মাসের নামায কাজা হয়ে গেল। অতঃপর সে এক বা দুই ওয়াক্ত কাযা নামায ব্যতীত সব পড়ে ফেলল। তবুও তারতীব ফিরে আসবে না। সে এক অথবা দুই ওয়াক্ত কাযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে পারবে। এটাই ইমাম সারাখসী রহ. গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফতোয়া। আর কতক মাশায়েখ যাদের মধ্যে ফকীহ আবূ জাফর রহ. ও রয়েছেন। তাদের মতে, বহু সংখ্যক কাযা পড়তে পড়তে পাঁচ ওয়াক্তের কমে আসলে তারতীব ফিরে আসবে। সুতরাং উপরোক্ত মাসআলায় এক বা দুই ওয়াক্ত কাযা নামায স্মরণ থাকাবস্থায় ওয়াক্তিয়া পড়া শুদ্ধ হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَنْ هُوَ الْاِمَامُ السَّرَخْسِىُّ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : ইমাম সারাখসী কে ছিলেন?

উত্তর : سَرَخْس শব্দটির سِين ও راء বর্ণ যবর বিশিষ্ট। খোরাসান অঞ্চলের একটি শহরের নাম। ইমাম সারাখসীর নাম মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ এবং শামসুল আইয়েম্মা তার উপাধি। ৫০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইনি শামসুল আব্দুল আযীয হালওয়ায়ী রহ. এর শিষ্য ছিলেন।

اَلسُّوَالُ : مَاذَا اَرَادَ بِقَوْلِهِ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ بِالْفَسَادِ الْمَوْقُوْفِ

প্রঃ উপরোক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : এটা ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর উক্তি। মওকুফ তথা স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে, এর দলীল। ফাতহুল কাদীরে আছে যে, এ উক্তির দলীল হল اِسْتِحْسَان (সূক্ষ্ম কিয়াস) অর্থাৎ তারতীব রহিত হয় কাযা নামায পাঁচ ওয়াক্তের বেশী হলে। আর এখানে এ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আদায়কৃত সকল নামায স্থায়ীভাবে ফাসিদ হয়ে যায়। তাহলে যখন সে ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করল, তখন অধিক কাযার ক্ষেত্রে তারতীবের ধর্তব্য করা প্রকাশ পাবে অথচ এটা অগ্রাহ্য। তাই আমরা স্থগিতাবস্থায় ফাসিদের কথা বলছি। শরীয়তে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কেউ এক বছর অতিবাহিত হবার পূর্বে যাকাত দিয়ে দিল। তা হলে এটা আদায় হওয়া বছর অতিবাহিত হওয়ার উপর স্থগিত থাকবে। যদি পুরা বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে যাকাতের ফরযিয়্যত আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় নফল সদকারূপে গণ্য হবে। অনুরূপ জুমআর দিনে কেউ যোহর পড়ল এবং জুমআয় উপস্থিত হল না, তা হলে যোহর গণ্য হবে। আর যদি সে জুমআয় শরীক হয়, তা হলে যোহর নফল হয়ে যাবে। আলোচ্য মাসআলায়ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে। যদি ষষ্ঠ ওয়াক্ত আদায় করে তবে সকল নামায হয়ে যাবে। আল্লাহই অধিক জানেন।

www.pathagar.com

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

يَجِبُ لَهُ بَعْدَ سَلَامٍ وَاحِدٍ سِجْدَتَانِ وَتَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ إِذَا قَدَّمَ رُكْنًا أَوْ وأخَرَهُ أوكَرَّرَهُ أَوْ غَيَّرَ وَاجِبًا أَوْ تَرَكَهُ سَاهِيًا كَرُكُوْعٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَتَاخِيْرِ الْقِيَامِ إِلَى الثَّالِثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّشَهُّدِ، رُوِيَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَرْفًا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ وَقِيْلَ لَايَجِبُ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ بِقَوْلِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ مِقْدَارُ مَا يُؤَدِّيْ فِيْهِ رُكْنٌ ورُكُوْعَيْنِ -

সহজ তরজমা

অধ্যায় : সাজদায়ে সাহু

নামাযীর জন্যে এক সালামের পর দু সাজদা করা, তাশাহহুদ পড়া এবং সালাম ফেরানো ওয়াজিব হবে যখন কোন রোকনকে আগে-পরে করবে বা পুনর্বার আদায় করবে কিংবা কোন ওয়াজিবকে পরিবর্তন করে দিবে অথবা ভুলে ছেড়ে দিবে। যেমন– কিরাতের পূর্বে রুকূ করা, অথবা তাশাহহুদের উপর বর্ধিত করার কারণে তৃতীয় রাকাতের কিয়ামকে বিলম্বিত করা।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম তাশাহহুদের উপর যে ব্যক্তি এক অক্ষরও বাড়াবে, তার উপরই সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব। আর বলা হয়েছে যে, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ অথবা এর মত কিছু বলার দ্বারা তার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না এবং এতটুকু সময় ধর্তব্য হবে, যে সময়ে এক রোকন আদায় করা যায় দু' রুকু করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَاحُكْمُ سُجُوْدِ السَّهْوِ فِي الصَّلٰوةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে সিজদায়ে সাহুর হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : يَجِبُ বলে এ কথার দিকে ইশারা করা হচ্ছে যে, গ্রন্থে উল্লেখিত কারণসমূহ সংগঠিত হলে সাজাদায়ে সাহু ওয়জিব। তবে ইমাম কুদুরী রহ. সেজদা সাহুকে সুন্নত বলেছেন।

সাজদায়ে সাহু কখন করা উত্তম

بَعْدَ سَلَامٍ وَاحِدٍ : এক সালামের পর সিজদায়ে সাহু করা উত্তম। ইমাম ফখরুল ইসলাম রহ. এর নিকট চেহারা ডানে বামে কোন দিকে না ফিরিয়ে সোজা রেখেই এক সালাম করবে এবং সাজদায়ে চলে যাবে। ইমাম শাফেয়ী এর নিকটে সালামের আগে সেজদা করা উত্তম।

وَالْجَهْرِ فِيمَا يُخَافَتُ وَعَكْسُهُ وَتَرْكِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ كُلُّ هٰذِهِ يَؤُلُ اِلٰى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَلَا يَجِبُ بِسَهْوِ الْمُؤْتَمِّ بَلْ بِسَهْوِ اِمَامِهِ اِنْ سَجَدَ وَالْمَسْبُوْقُ يَسْجُدُ مَعَ اِمَامِهِ ثُمَّ يَقْضِى مَافَاتَ عَنْهُ وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَهُوَ اِلَيْهَا اَقْرَبُ عَادَ وَلَا سَهْوَ وَاِلَّا قَامَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ - وَاِنْ سَهَا عَنِ الْاَخِيْرَةِ عَادَ مَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالسَّجْدَةِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ تَحَوَّلَ فَرْضُهُ نَفْلًا وَضَمَّ سَادِسَةً اِنْ شَاءَ اِنَّمَا قَالَ اِنْ شَاءَ لِاَنَّهُ نَفْلٌ لَمْ يَشْرَعْ فِيْهِ قَصْدًا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اِتْمَامُهُ وَاِنْ قَعَدَ الْاَخِيْرَةَ ثُمَّ قَامَ سَهْوًا عَادَ مَالَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَاِنْ سَجَدَ لَهَا تَمَّ فَرْضُهُ - وَضَمَّ سَادِسَةً وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَالرَّكْعَتَانِ نَفْلٌ وَلَاقَضَاءَ لَوْ قَطَعَ وَلَاتَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ - فَاِنْ قُلْتَ لِمَ قَالَ قَبْلَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَضَمَّ سَادِسَةً اِنْ شَاءَ وَقَالَ فِى هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَضَمَّ سَادِسَةً وَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ مَعَ اَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ نَفْلٌ فِى الصُّوْرَتَيْنِ بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَ لَاقَضَاءَ فَيَكُوْنُ فِى هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ضَمُّ السَّادِسَةِ مُقَيَّدًا بِمَشِيَّتِهِ -

সহজ তরজমা

যে নামাযে কিরাত চুপে চুপে পড়তে হয় তাতে উচ্চস্বরে পড়া এবং তার উল্টো করা ও প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেওয়া। আর বলা হয়েছে যে, এসব কিছু ওয়াজিব তরক হওয়ার দিকে বর্তায়। মুক্তাদীর ভুলের কারণে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। বরং তার ইমামের ভুলের কারণে হয়। ইমাম সাজদা করলে মাসবূক স্বীয় ইমামের সাথে সাজদায়ে সাহু করবে, অতঃপর তার ছুটে যাওয়া নামায কাযা করে নিবে। যে ব্যক্তি ভুলে প্রথম বৈঠক থেকে দাঁড়াতে থাকে আর সে বসার বেশি কাছাকাছি তাহলে বসার দিকে ফিরে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু করবে না। আর না হয় দাঁড়িয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু করে নিবে। যদি আখেরী বৈঠক থেকে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রাকাতের সাজদা আদায় না করবে বসার দিকে ফিরে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু করে নিবে। যদি ঐ রাকা'আতের সাজদা করে ফেলে, তা হলে তার ফরয নফলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এখন ইচ্ছা করলে তার সাথে ষষ্ঠ রাকা'আত মিলিয়ে নিতে পারবে। মুছান্নিফ রহ. اِنْ شَاءَ যদি ইচ্ছা করে এ জন্যে বলেছেন যে, এটা এমন নফল যা সে ইচ্ছা করে শুরু করেনি, তাই তার উপর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। আর যদি শেষ বৈঠক করে ফেলে অতঃপর ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে যদি পঞ্চম রাকাতের সাজদা না করে থাকে, তবে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে এবং সালাম ফেরাবে। আর যদি সাজদা করে নেয়, তা হলে তার ফরয পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ষষ্ঠ রাকাত এর সাথে মিলিয়ে নিবে এবং সাজদায়ে সাহু করে নিবে, এখন দু রাকাত নফল হয়ে যাবে। এ দু রাকাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাযা ওয়াজিব হবে না। আর এ দুরাকাত যোহরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে না। যদি তুমি বল মুছান্নিফ রহ. এ মাসআলার পূর্বের মাসআলায় ضَمَّ سَادِسًا اِنْ شَاءَ "ইচ্ছে করলে ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নেবে" বললেন। আর এ

www.pathagar.com

মাসআলায় ضَمَّ سَادِسًا ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নেবে বললেন, إِنْ شَاءَ (যদি ইচ্ছে করে) বললেন না কেন? অথচ এ দুরাকাত উভয় সূরতেই এমন নফল যা ছেড়ে দিলে কাযা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এ মাসআলাতেও ضَمَّ سَادِسًا "ষষ্ঠ রাকাত মিলাবে" কে مَشِيَّت তথা إِنْ شَاءَ কয়েদযুক্ত করা উচিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন : تَشَهُّد এর পর অতিরিক্ত কিছু পড়লে তার বিধান কি?

উত্তর : بِزِيَادَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ : মুসান্নিফ রহ.-এর অভিমত হল, তাশাহহুদের উপর এক অক্ষর বৃদ্ধি করলেও সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে এক উক্তি অনুযায়ী اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ তথা পূর্ণ এক বাক্য বর্ধিত করলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। ইমাম যায়লায়ী كَنْز এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এটাকেই সহীহ বলেছেন। আর বাহরুর রায়েকে এ অভিমতকে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মুক্তাদীর ভুলের কারণে সাজদা সাহুর বিধান

وَلَا يَجِبُ بِسَهْوِ الْمُؤْتَمِّ : মুক্তাদীর ভুলের কারণে ইমাম ও মুক্তাদী কারও উপর সাজদা সাহু ওয়াজি হবে না। ইমামের উপর এজন্য হবে না যে, মুক্তাদী হচ্ছে ইমামের অনুসরণকারী। আর অনুসরণকারী অনুসরণীয় ব্যক্তি উপর কিছু বাধ্য করতে পারে না। আর মুক্তাদির উপর এজন্য ওয়াজিব হবে না যে, মুক্তাদির জন্য জরুরী হলো ইমামের অনুসরণ করা, তাই মুক্তাদি সাজদা সাহু করলে ইমামের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আসা সাব্যস্ত হয়।

মাসবুকের সিজদায়ে সাহুর বিধানঃ

وَالْمَسْبُوْقُ : ঐ মাসবুক যে ইমামের সাজদায়ে সাহু লাযেম হওয়ার পর নামাযে শামিল হয়েছে তাকেও ইমামের অনুসরণ করতে যেয়ে সাজদায়ে সাহু করতে হবে।

শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গেলে তার বিধান

যদি নামাযী ব্যক্তি শেষ বৈঠক না করে দাঁড়ানোর কাছাকাছি থাকে, তা হলে বসে যাবে। সাহু ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাঁড়িয়ে পড়ে ও সেজদা না করে আরো রাকাত পড়ে, তা হলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি সাজদা করে, তা হলে নামায ফরজ হওয়া থেকে বের হয়ে নফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পঞ্চম রাকাতে বসে সালাম ফিরালে চার রাকাত নফল হয়ে যাবে। এবং পঞ্চম রাকাত বাতিল বলে গণ্য হবে। আরেক রাকাত মিলালে ছয় রাকাত হয়ে থাকে। তবে এসব সূরতে সহীহ হওয়ার জন্য সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব।

قَوْلُهُ : تَمَّ فَرْضُهُ .... الخ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর?

উত্তর ঃ নামাযী শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ভুলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করলে তার বিধান হলো, যদি বসার কাছাকাছি থাকে, তা হলে বসে যাবে এবং নামায শেষ করবে এতে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। যদি দাঁড়াতে যেয়ে দাঁড়ানোর কাছাকাছি বা পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় কিংবা সাজদা করা ছাড়া পঞ্চম রাকাত পড়ে ফেলে। অতঃপর স্মরণ হয়,তা হলে বসে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি পঞ্চম রাকাত পড়ে, তা হলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে এ অবস্থায় স্মরণ হওয়ার পর রাকাত মিলিয়ে নেবে এবং সাজদায়ে সাহু করে নিবে।

www.pathagar.com

قُلْتُ ضَمُّ السَّادِسَةِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اٰكَدُ مِنْ ضَمِّ السَّادِسَةِ فِىْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ اَنَّهٗ لَوْقَطَعَ لَاقَضَاءَ فِى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ فَرْضَهٗ قَدْتَمَّ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ لٰكِنْ بِتَاخِيْرِ السَّلَامِ يَجِبُ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِىْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسُجُوْدُ السَّهْوِ لِتَدَارُكِ نُقْصَانِ الْفَرْضِ وَاجِبٌ فِىْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَوْ قَطَعَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِاَنْ لَايَسْجُدَ لِلسَّهْوِ يَلْزَمُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَلَوْ جَلَسَ مِنَ الْقِيَامِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لَمْ يُؤَدِّ سُجُوْدَ السَّهْوِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُوْنِ فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَضُمَّ سَادِسَةً وَجَلَسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ـ

بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَاِنَّ الْفَرْضِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ فَمَا ذَكَرْنَا تَدَارُكُ نُقْصَانِ الْفَرْضِ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ هٰهُنَا عَلَا اَنَّ اَصْلَ الصَّلٰوةِ بَاطِلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح فَعُلِمَ اَنَّ ضَمَّ السَّادِسَةِ صِيَانَةً عَنِ الْبُطْلَانِ اٰكَدُ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِهٰذَا لَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ وَاِنَّمَا قَالَ لَاتَنُوْبَانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بِتَحْرِيْمَةٍ مُبْتَدِأَةٍ **وَمَنِ اقْتَدٰى بِهٖ فِيْهِمَا صَلَّاهُمَا وَلَوْ اَفْسَدَ قَضَاهُمَا** لِاَنَّهٗ شَرَعَ قَصْدًا **وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح يُصَلِّىْ سِتًّا وَلَوْ اَفْسَدَ لَايَقْضِىْ** كَمَا اَنَّ الْاِمَامَ لَايَقْضِىْ ـ

সহজ তরজমা

আমি বলব এ (দ্বিতীয়) মাসআলায় ষষ্ঠ রাকাত মিলানোটা ঐ মাসআলায় ষষ্ঠ রাক'আত মিলানোর তুলনায় বেশি শক্তিশালী। এতদসত্বেও যদি তা ছেড়ে দেয় তাহলে উভয় মাসআলার ক্ষেত্রেই কাযা ওয়াজিব হয় না। আর এটা এজন্যে যে, দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে তার ফরয পূর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু সালাম বিলম্বিত হওয়ার কারণে উভয় রাকাতে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব। সুতরাং ফরযের ক্রটি পূরণের উদ্দেশ্যে ঐ দু রাকাতে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব। যদি উভয় রাকাত এভাবে ছেড়ে দেয় যে, সাজদায়ে সাহু না করে, তা হলে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। আর যদি দাঁড়ানো থেকে বসে যায় এবং সাজদায়ে সাহু করে নেয়, তা হলে সাজদায়ে সাহু সুন্নত তরীকায় আদায় হল না। তাই ষষ্ঠ রাকাত মিলানো জরুরী, দ্বিতীয় রাক'আতে বসবে এবং সাজদায়ে সাহু করে নিবে।

প্রথম মাসআলা এর বিপরীত, কেননা তা ফরয হওয়া বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং ঐ বিষয় যা আমরা ফরযের ক্রটি পূরণের ব্যাপারে আলোচনা করলাম, তা এখানে বিদ্যমান নেই, উপরন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে মূল নামাযই বাতিল হয়ে যায়। তাই বুঝা গেল, বাতিল হওয়া থেকে হিফাযতকল্পে ষষ্ঠ রাকাত মিলানো এ মাসআলায় বেশি শক্তিশালী। এ কারণেই মুছান্নিফ রহ. দ্বিতীয় মাসআলায় اِنْ شَاءَ বলেন নি। আর সে দু'রাকাত যোহরের সুন্নতের স্থলাভিষিক্ত হবে না এজন্য বলেছেন যে, রাসূল সা. যোহরের সুন্নতের জন্যে নতুন করে তাহরীমার উপর নিয়মিত আমল করেছেন।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি এ দু'রাকাতে তার সাথে ইকতিদা করবে সে ঐ দু'রাকাত পড়বে এবং ফাসেদ করে দিলে সে দু'রাকাত কাযা পড়ে নিবে। কেননা সে এ দু'রাকাত ইচ্ছা করে শুরু করেছে । ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সে ছয় রাকাত পড়বে এবং ফাসেদ করে দিলে কাযা করবে না যেমন– ইমাম কাযা পড়বে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : قُلْتُ ضَمَّ السَّادِسَةِ فِى الخ : جَوَاب এর সারমর্ম হচ্ছে, উভয় সুরতের মাঝে যদিও এদিক থেকে মিল রয়েছে যে, উভয়ের মাঝে দুই দুই রাকাত অতিরিক্ত এবং যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে এর কাযা আবশ্যক হয় না। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যও আছে যে, যদি দ্বিতীয় সুরতে ষষ্ঠ রাকাত মিলানো হয়, তবে এটি প্রথম সুরতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এতে নামাযের فَرْضِيَّة পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতে স্বয়ং নামাযের فَرْضِيَّة বাতিল হয়ে গেছে এবং সমস্ত নামায নফলে পরিণত হয়ে গেছে। এজন্য প্রথম সুরতে مَشِيَّة (ইচ্ছা)-এর শর্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে مَشِيَّة-এর শর্ত করা হয় নি।

قَوْلُهٗ : يَلْزَمُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَلَوْ جَلَسَ الخ : এর সারমর্ম হচ্ছে, যদি এ দুই রাকাতকে এই ভেবে ভেঙ্গে দেয় যে, নফল পড়া আবশ্যক নয়, তবু ফরযের মাঝে এ সমস্যা বাকি থেকে যায় যে, সিজদায়ে সাহু করে ঐ ভুলের সমাধান করা হয় নি। আর যদি দাঁড়িয়ে বসে যায় এবং সাজদায়ে সাহু করে, তবে সুন্নত তরিকা ব্যতীত সাজদায়ে সাহু করা আবশ্যক হয়। কেননা সাজদায়ে সাহু তো শেষ তাশাহহুদের পর হওয়ার কথা ছিল।

এ কারণেই এখানে তাকিদ করে দেওয়া হয়েছে যে, এর সাথে আরেক রাকাত মিলিয়ে নাও, যাতে করে নামাযের শেষে সাজদায়ে সাহু করা হয় এবং ফরয নামাযে যে ত্রুটি হয়েছে এর সমাধান হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ : عَلَا اَنَّ اَصْلَ الصَّلٰوةِ الخ : এর সারকথা হচ্ছে, এখানে ফরযের ত্রুটির সমাধান নেই। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে নামাযের فَرْضِيَّة বাতিল হয়ে গেছে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট তো পরিপূর্ণ নামাযই বাতিল হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর মতে فَرْضِيَّة বাতিল হওয়ার দ্বারা পূর্ণ নামাযই বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম পঞ্চম রাকাতে দাঁড়ানোর পর তার ইক্তিদার বিধান

وَمَنِ اقْتَدٰى بِهٖ : ইমাম শেষ বৈঠক করার পর যদি পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় কেউ তার ইক্তিদা করলে তার উপর দু রাকাতই ওয়াজিব হবে। যদি ইমাম অতিরিক্ত দু রাকাতে বৈঠক করে। আর মুক্তাদি এ দুরাকাত ছেড়ে দিলে তার উপর দু'রাকাত কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা সে এ দুরাকাত ইচ্ছা করে শুরু করেছে। ইমাম ছেড়ে দিলে এ দু'রাক'আতের কাযা করতে হবে না। কেননা এ দুরাকাত সে ইচ্ছা করে শুরু করে নি। আর ইমাম শেষ বৈঠক না করার সূরতে পঞ্চম রাকাতে ইক্তিদাকারীকে ছয় রাকাতই পড়তে হবে।

قَوْلُهٗ : وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح يُصَلِّىْ سِتًّا الخ : ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে সে ছয় রাকাত আদায় করবে। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ রহ. অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তিনি বলেন, যেরূপ ইমাম ছয় রাকাত পড়ে। আর যদি শেষ দুই রাকাত ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযা করা আবশ্যক হয় না। অনুরূপ মুক্তাদীও ছয় রাকাত পড়বে, ভেঙ্গে ফেললে কাযা করা আবশ্যক হবে না। তবে ফাতওয়া ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতের উপর। যেরূপ ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

مَنْ تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ وَسَهَا فَسَجَدَ لَايَبْنِىْ لِاَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ يَقَعُ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ **فَاِنْ بَنٰى صَحَّ** اَىْ اِنْ صَلّٰى بِهٰذِهِ التَّحْرِيْمَةِ نَافِلَةً مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّجَدِّدَ التَّحْرِيْمَةَ **يَجُوْزُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ يُخْرِجُهٗ عَنْهَا مَوْقُوْفًا حَتّٰى يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ بِهٖ وَيَبْطُلُ وُضُوْؤُهٗ بِالْقَهْقَهَةِ وَيَصِيْرُ فَرْضُهٗ اَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ اِنْ سَجَدَ بَعْدَهٗ وَاِلَّا فَلَا** ۔ اَىِ الْمُصَلِّى الَّذِىْ عَلَيْهِ سِجْدَةُ السَّهْوِ اِنْ سَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ صَلٰوتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ لِلسَّهْوِ يُخْرِجُهٗ عَنِ الصَّلٰوةِ خُرُوْجًا مَوْقُوْفًا فَيُنْظَرُ اَنَّهٗ اِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ ذٰلِكَ السَّلَامِ يُحْكَمُ بِاَنَّهٗ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ الصَّلٰوةَ يُحْكَمُ بِاَنَّهٗ قَدْكَانَ خَرَجَ عَنْهَا حَتّٰى اِنْ سَلَّمَ ثُمَّ اقْتَدٰى بِهٖ اِنْسَانٌ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ يَكُوْنُ الْاِقْتِدَاءُ صَحِيْحًا وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ الصَّلٰوةَ لَمْ يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ وَاِذَا سَلَّمَ ثُمَّ قَهْقَهَ ثُمَّ سَجَدَ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ وُضُوْئِهٖ اِذِ الْقَهْقَهَةُ وُجِدَتْ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ ۔ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ لَمْ يَبْطُلْ وُضُوْءُهٗ وَلَوْ سَلَّمَ ثُمَّ نَوَى الْاِقَامَةَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ صَارَ هٰذَا الْفَرْضُ اَرْبَعًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ كَانَتْ فِىْ خِلَالِ الصَّلٰوةِ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ لَمْ يَصِرْ فَرْضُهٗ اَرْبَعًا لِاَنَّ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ وُجِدَتْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ ۔

سَهَا وَسَلَّمَ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ بَطَلَ نِيَّتُهٗ حَتّٰى يَكُوْنَ تَحْرِيْمَتُهٗ بَاقِيَةً كَمَا مَرَّ **شَكَّ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَنَّهٗ كَمْ صَلّٰى اِسْتَاْنَفَ وَاِنْ كَثُرَ اَخَذَ مَاغَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ** لِاَنَّهٗ اِذَا اَكْثَرَ كَانَ فِى الْاِسْتِيْنَافِ حَرَجٌ **وَاِنْ لَمْ يَغْلِبْ اَخَذَ الْاَقَلَّ وَقَعَدَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ ظَنَّهٗ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ** ۔ يَعْنِىْ اِنْ شَكَّ اَنَّهٗ صَلّٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ اَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهٖ اَحَدُهُمَا اَخَذَ بِالْاَقَلِّ وَهُوَ الثَّلٰثُ لٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى وَاِنَّمَا يَقْعُدُ لِاَنَّهٗ يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ فَرْضٌ وَقَوْلُهٗ ظَنَّهٗ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالظَّنِّ رُجْحَانُ اَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بَلِ الْمُرَادُ الْوَهْمُ لِاَنَّ الْمَفْرُوْضَ اَنَّهٗ لَمْ يَغْلِبْ اَحَدُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ ۔

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি দু'রাকাত নফল পড়বে এবং তাতে ভুল করবে ও সাজদায়ে সাহু করবে সে বেনা করবে না। কেননা সাজদায়ে সাহু নামাযের মাঝে পতিত হয়। **আর যদি বেনা করে**, তা হলে সহীহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নতুন তাহরীমা ছাড়াই যদি এ তাহরীমার দ্বারা নফল পড়ে, তা হলে জায়েয হয়ে যাবে। **যার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব, সে যদি নামাযের শেষে সালাম ফেরায়, তা হলে এ সালাম তাকে নামায থেকে স্থগিতাবস্থায় বের করে দেয়। অনন্তর তার সাথে ইকতিদা সহীহ হবে। অট্টহাসি দ্বারা তার ওযু ভেঙ্গে যাবে। ইকামতের নিয়তের দ্বারা তার ফরয চার রাকাত হয়ে যাবে, যদি সালামের পর সাজদা**

করে, তা হলে; অন্যথায় নয়। অর্থাৎ যে নামাযীর উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব সে যদি সাজদায়ে সাহু করার পূর্বে নামাযের শেষে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তা হলে এ সালাম তাকে নামায থেকে স্থগিতরূপে বের করে দিবে। এবার লক্ষ্য করতে হবে যে, যদি এ সালামের পর সাজদায় সাহু করে তাহলে নামায থেকে বের হয়নি বলে হুকুম লাগানো হবে। আর যদি সাজদায়ে সাহু না করে, বরং নামায ভেঙ্গে দেয়, তাহলে নামায থেকে বেরিয়ে গেছে বলে হুকুম লাগানো হবে। এমন কি যদি সালাম ফেরায় অতঃপর এক ব্যক্তি তার সাথে ইক্তিদা করে, এরপর সে সাজদায়ে সাহু করে, তাহলে এ ইক্তিদা সহীহ হবে। যদি সাজদায়ে সাহু না করে, বরং নামায ভেঙ্গে দেয়, তা হলে ইক্তিদা সহীহ হবে না। আর যদি ইমাম সালাম ফেরানোর পর অট্টহাসি দেয়, অতঃপর সাজদায়ে সাহু করে, তা হলে তার ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম লাগানো হবে। কেননা অট্টহাসি নামাযের মাঝে পাওয়া গেছে। যদি সাজদায়ে সাহু না করে বরং নামায ভেঙ্গে দেয়, তা হলে তার ওযু বাতিল হবে না। যদি সালাম ফেরানোর পর ইকামতের নিয়ত করে তারপর সাজদায়ে সাহু করে, তা হলে এ ফরয চার রাকাত বিশিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা ইকামতের নিয়ত নামাযের মাঝে পাওয়া গেছে। যদি সাজদায়ে সাহু না করে বরং নামায ভেঙ্গে দেয়, তা হলে তার ফরয চার রাকাত বিশিষ্ট হবে না। কেননা, ইকামতের নিয়ত নামায শেষ হওয়ার পরে পাওয়া গেছে।

কেউ ভুল করল এবং নামায শেষ করার নিয়তে সালাম ফেরাল, তা হলে তার নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। অনন্তর তার তাহরীমা বাকী থাকবে। যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। আর প্রথমবার সন্দেহ হয়েছে যে, নামায কয় রাকাত পড়েছে, তাহলে নামায নতুন করে পড়বে। **যদি বেশি বেশি সন্দেহ হতে থাকে, তা হলে সে প্রবলধারণাকে গ্রহণ করবে।** কেননা যখন বেশি বেশি সন্দেহ হবে, তখন নতুন করে নামায পড়ায় সমস্যা সৃষ্টি হবে। **যদি প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কমটা গ্রহণ করবে এবং ঐ সব রাকাতে বৈঠক করবে যেসব রাকাতে নামায শেষ হওয়ার ধারণা হয়।** অর্থাৎ যদি এ বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকাত পড়েছে না কি চার রাকাত পড়েছে। কোন দিকেই তার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় না, তাহলে কমটাই গ্রহণ করবে। আর তা হল তিন। অতএব তিন রাকাতে বসবে। অতঃপর আর এক রাকাত পড়বে। তিন রাক'আতে এজন্যে বসবে যে, হতে পারে তা শেষ রাকাত হবে, আর শেষ বৈঠক হচ্ছে ফরয । গ্রন্থকারের বক্তব্য ظَنَّهُ اٰخِرَ صَلٰوتِهٖ এখানে ظَنٌ দ্বারা দু'দিকের একটির প্রাধান্য উদ্দেশ্য নয়। বরং ধারণা উদ্দেশ। কেননা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, দুদিকের একটি অপরটির উপর প্রবল নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوِ : যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব সে যদি সাজদায়ে সাহু না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে এ সালাম তাকে স্থগিতাবস্থায় নামায থেকে বের করে দিবে। অর্থাৎ সালাম ফেরানোর পর তার সেজদা করা এবং না করার অপেক্ষা করতে হবে। যদি সালামের পর সাথে সাথে সাদজায়ে সাহু করে নেয়, তাহলে ঐ সালাম তাকে নামায থেকে বের করে দিয়েছে বলা যাবে না। আর যদি সাথে সাথে সাজদায়ে সাহুও না করে, তাহলে যখন সালাম ফিরিয়ে ছিল তখনই নামায থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে গণ্য হবে। এমত হচ্ছে শাইখাইন রহ.-এর। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকটে সর্বাবস্থায় নামাযে থাকা গণ্য হবে।

شَكَّ اَوَّلَ مَرَّةً : যে ব্যক্তি নামায অবস্থায় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তিন রাকাত পড়ছে, নাকি চার রাকাত পড়ছে বলতে পারে না। আর এমনটি তার প্রথম বার হয়েছে, তা হলে সে পুনরায় নামায আদায় করবে। কেননা রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন।

www.pathagar.com

إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ اَنَّهٗ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلٰوةَ

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার নামাযের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে যে, কত রাকাত পড়েছে? তাহলে সে যেন পুনরায় সালাত আদায় করে। আর যদি এ অবস্থায় বহুবার হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের ধারণার উপর নির্ভর করবে। কেননা রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন مَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

যে ব্যক্তি তার নামাযে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে যেন চিন্তার মাধ্যমে কোনটি সঠিক তা সাব্যস্ত করে।

وَقَعَدَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ

اَلسُّوَالُ : مَا اعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَمَا اَجَابَ الشَّارِحُ عَنْهُ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : মুসান্নিফের উপর উত্থাপিত প্রশ্ন এবং শারেহ রহ. এর পক্ষ থেকে তার উত্তর উল্লেখ কর।

উত্তর : গ্রন্থকারের বক্তব্যে সবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা তিনি বলেছেন, وَاِنْ لَمْ يَغْلِبْ اَخَذَ الْاَقَلَّ الخ অর্থাৎ কোন এক দিকে প্রবল ধারণা সৃষ্টি না হলে কমটাই গ্রহণ করবে। এতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, মূল মাসআলা স্থির হয়েছে, কোন একদিক প্রাধান্য না পাওয়ার উপর। আবার তিনি বলেছেন, وَقَعَدَ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ ظَنَّهٗ اٰخِرَ صَلَاتِهٖ অর্থ্যাৎ ঐসব রাকাতে বৈঠক করবে যে সব রাকাতে নামায শেষ হওয়ার ধারণা হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল দু' দিকের কোন এক দিকে ধারণা সৃষ্টি হয়, কেননা ظَنٌّ বলা হয়, প্রাধান্যের দিককে। আর মাসআলা স্থির হয়েছে কোন এক দিক প্রাধান্য না পাওয়ার উপর। আবার এ মাসআলা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, যে দিকে ধারণার প্রাধান্যতা পায়, ফলে এতে সবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। এর উত্তরে শারেহ রহ. বলেছেন গ্রন্থকার রহ.-এর বক্তব্য ظَنَّ اٰخِرَصَلٰوتِهٖ এর ظَنٌّ এর দ্বারা দু'দিকের এক দিকের প্রাধান্যতা উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে ظَنٌّ দ্বারা وَهْم তথা কোন দিককে ধারণার প্রাধান্যতাহীন সাধারণ ধারণা উদ্দেশ্য। আর ظَنٌّ দ্বারা এমনটি উদ্দেশ্য হওয়া নীতি বহির্ভূত নয়। তাই মূলত কোন বিরোধ নেই।

www.pathagar.com

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

اِنْ تَعَذَّرَ الْقِيَامُ لِمَرَضٍ حَدَثَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِيْهَا صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَاِنْ تَعَذَّرَا اَىْ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ اَوْمَأَ بِرَاْسِهِ قَاعِدًا وَجَعَلَ سُجُوْدَهُ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ وَلَا يُرْفَعُ اِلَيْهِ شَئٌ لِلسُّجُوْدِ وَاِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُوْدُ اَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ مُضْطَجِعًا وَوَجْهُهُ اِلَيْهَا وَالْاَوَّلُ اَوْلٰى وَاِنْ تَعَذَّرَ الْاِيْمَاءُ اُخِّرَتْ وَلَا يُوْمِئُ بِعَيْنَيْهِ وَحَاجِبَيْهِ وَقَلْبِهِ وَاِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لَا الْقِيَامُ قَعَدَ وَاَوْمَأَ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْاِيْمَاءِ قَائِمًا لِاَنَّ الْقُعُوْدَ اَقْرَبُ مِنَ السُّجُوْدِ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ لِاَنَّهُ غَايَةُ التَّعْظِيْمِ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : রুগ্ন ব্যক্তির নামায

নামাযের পূর্বে বা নামাযের মাঝে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যদি দাঁড়ানো অসম্ভব হয়, তাহলে বসে রুকু সাজদার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। যদি উভয়টি অর্থাৎ রুকু সাজদা করা অসম্ভব হয়, তাহলে বসে স্বীয় মাথার দ্বারা ইশারা করবে এবং রুকুর তুলনায় সাজদাকে অধিক নত করবে। সাজদার জন্যে কোন বস্তুকে মুখমণ্ডলের দিকে উঠাবে না। যদি বসা কঠিন হয়, তা হলে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় নামায পড়বে এবং উভয় পা কিবলার দিকে রাখবে অথবা পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে নামায পড়বে এবং মুখমণ্ডলকে কিবলার দিকে রাখবে। প্রথম সূরতই বেশী উত্তম। যদি ইশারাও কঠিন হয়, তা হলে নামায বিলম্বিত করতে হবে। চক্ষুদ্বয়, ভ্রুদ্বয় এবং স্বীয় অন্তরে ইশারা করবে না। যদি রুকু সাজদা কঠিন হয়, দাঁড়ানো কঠিন না হয়, তাহলে বসে ইশারায় নামায পড়বে। এটা দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়ার চাইতে বেশী উত্তম। কেননা বসা সাজদার কাছাকাছি। আর সাজদাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, কারণ সাজদা হল চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الْقِيَامِ لِمَرَضٍ فِىْ صَلٰوةِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : ফরজ ও নফল নামাযে রুগ্ন ব্যক্তির দাঁড়ানোর হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : ফরজ নামাযে দাঁড়ানো কঠিন হলে বসে নামায আদায় করবে। আর নফল নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা সত্ত্বেও বসে নামায পড়লে নামায হয়ে যায়। তবে সওয়াব কম হবে।

দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার সূরত

দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া হয়ত এমন হতে পারে যে, দাঁড়াতে পারেই না। আবার এমনও হতে পারে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু মাথা ঘোরানোর সম্ভাবনা অথবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় বসে নামায আদায় করবে। কেউ যদি নামাযের কিছু দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে তাহলে সে তাই করবে।

চিৎ হয়ে নামায পড়ার হুকুম হল কিবলার দিকে পা দিয়ে মাথার নীচে একটি বালিশ দিয়ে মাথা কিছুটা উচু করে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে।

www.pathagar.com

اَلسُّؤَالُ : إِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ فَمَاذَا حُكْمُهُ؟

প্রশ্ন : সাজদা করতে অক্ষম হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : وَإِنْ تَعَذَّرَ رُكُوْعٌ কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবং রুকু সাজদার ক্ষেত্রে অক্ষম হয়, তা হলে ঐ ব্যক্তি বসে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায আদায় করবে না। কেননা বসা হচ্ছে সাজদার কাছাকাছি অবস্থা। তাই যে ভাবে সাজদার কাছাকাছি অবস্থা অবলম্বন হয়, তাই উত্তম। আর তা হলো বসে ইশারায় নামায আদায় করা।

সাজদার উদ্দেশ্যে মুখ মণ্ডলের দিকে কোনো বস্তু উঠিয়ে তাতে সাজদা না করার বিধান

قَوْلُهُ : وَلَا يَرْفَعُ الخ : সহজে সাজদার উদ্দেশ্যে মুখ মণ্ডলের দিকে কোনো বস্তু উঠানো মাকরূহ তাহরীমী। কেননা এমনটি করতে রাসূলুল্লাহ সা. নিষেধ করেছেন। কেউ যদি এমন করে এবং রুকুর তুলনায় সাজদাকে বেশি নত করে আদায় করে, তা হলে নামায হয়ে যাবে। আর যদি মাটিতে রাখা হালকা উঁচু বস্তুর উপর সাজদা করে, তা হলে জায়েয হবে।

শুয়ে নামায পড়ার তরীকা : শুয়ে নামায পড়ার পদ্ধতি দুটি–

(১) চিত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা রাখবে এবং মাথার নিচে বালিশ রাখবে, যেন মাথা উঁচু হয়ে থাকে এবং চেহারাটা কিবলার দিকে হয়। অনুরূপ পায়ের নিচেও বালিশ দেবে, যেন পা সরাসরি কিবলার দিকে না হয়, যা বে'আদবি মনে হয়। এরপর স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী মাথা দ্বারা ইশারায় রুকু-সাদকা করে নামায আদায় করবে।

(২) কাত হয়ে শুয়ে ইশারা করা। এরও দুটি সুরত রয়েছে। (ক) ডান কাত হয়ে শোয়া। (খ) বাম কাত হয়ে শোয়া। প্রথম সুরতে যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির চেহারা সরাসরি কিবলার দিকে হয়, তাই তা উত্তম। সর্বোপরি যে সুরতেই হোক না কেন চেহারাকে কিবলার দিকে রাখতে হবে।

শুয়ে ইশারা করে নামায পড়তেও যদি অক্ষম হয়, তবে নামাযকে বিলম্বিত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে নামায আদায়ে কোনো সুরত এর উপর সক্ষম হয়। একদিন একরাত তথা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সক্ষম হয়, তবে এতক্ষণে যত ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছে, তা কাযা আদায় করবে। আর যদি চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে অধিক সময় এহেন অসুস্থ থাকে, তবে এতক্ষণে তার যত ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছে, তা কাযা আদায় করতে হবে না। তবে চক্ষু, ভ্রু ও অন্তর দ্বারা ইশারা করে নামায আদায় করতে পারবে না।

www.pathagar.com

وَمُومِیٌ صَحَّ فِی الصَّلٰوةِ اِسْتَانَفَ اَیْ اِبْتَدَأَ **وَقَاعِدٌ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَصَحَّ فِيهَا بَنٰى قَائِمًا**

صَلّٰى قَاعِدًا فِی فُلْكٍ جَارٍ بِلَا عُذْرٍ صَحَّ وَفِی الْمَرْبُوطَةِ لَا ، اِلَّا بِعُذْرٍ ، جُنَّ اَوْ اُغْمِیَ عَلَيْهِ يَوْمًا

وَلَيْلَةً قَضٰى مَافَاتَ وَاِنْ زَادَ سَاعَةً لَا هٰذَا عِنْدَ اَبِیْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِیْ يُوْسُفَ رح وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْاَوْقَاتُ اَیْ اِنِ اسْتَوْعَبَ وَقْتَ سِتِّ صَلَوَاتٍ تَسْقُطُ وَقَوْلُهٗ وَاِنْ زَادَ سَاعَةً اَیْ زَمَانًا لَا مَا تُعَارِفُهُ الْمُنَجِّمُوْنَ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰكَذَا وَاِنْ تَعَذَّرَا مَعَ الْقِيَامِ اَوْمَأَ بِرَاْسِهٖ قَاعِدًا اِنْ قَدَرَ وَلَا مَعَهُ فَهُوَ اَحَبُّ وَجَعَلَ سُجُوْدَهٗ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهٖ وَلَا يُرْفَعُ اِلَيْهِ شَیْءٌ لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ وَاِلَّا فَعَلٰى جَنْبِهٖ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ ظَهْرِهٖ كَذَا وَذَا اَوْلٰى وَالْاِيْمَاءُ بِالرَّاْسِ فَاِنْ تَعَذَّرَ اُخِّرَتْ وَمُوْمِیٌ صَحَّ اِلٰى اٰخِرِهٖ اَیْ اِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ مَعَ الْقِيَامِ اَوْمَأَ قَاعِدًا اِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُوْدِ وَلَا مَعَهُ اَیْ لَا مَعَ الْقِيَامِ اَیْ اِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لَا الْقِيَامُ فَالْاِيْمَاءُ قَاعِدًا اَحَبُّ وَقَوْلُهٗ وَاِلَّا فَعَلٰى جَنْبِهٖ اَیْ وَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُوْدِ اَوْمَأَ عَلٰى جَنْبِهٖ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقِبْلَةِ اَوْ عَلٰى ظَهْرِهٖ مُتَوَجِّهًا بِاَنْ يَكُوْنَ رِجْلَاهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَقَوْلُهٗ وَالْاِيْمَاءُ مُبْتَدَاءٌ وَبِالرَّاْسِ خَبَرُهٗ ۔

সহজ তরজমা

ইশারায় নামায আদায়কারী যদি সুস্থ হয়, তাহলে শুরু থেকে পুনঃ নামায পড়বে। অর্থাৎ নতুনভাবে শুরু করবে। রুকু সাজদা দ্বারা বসে নামায আদায়কারী যদি নামাযের মাঝে সুস্থ হয়ে যায়, তা হলে বাকি নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। চলন্ত কিশ্তির মাঝে ওযর ছাড়া যদি বসে নামায আদায় করে, তা হলে সহীহ হয়ে যাবে। বাঁধা কিশতিতে সহীহ হবে না, তবে ওযরের কারণে শুদ্ধ হবে। কোন ব্যক্তি একদিন এবং এক রাত পাগল থাকলে বা বেহুশ থাকলে যে নামায কাযা হয়ে যায়, তা কাজা আদায় করবে। আর যদি সামান্য মুহূর্তও বেশী হয়, তা হলে কাজা আদায় করবে না। এ অভিমত হচ্ছে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ রহ. এর। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ধর্তব্য হল সময় অর্থাৎ বেহুশ ও পাগল হওয়া যদি ছয় নামাযের সময়কে বেষ্টন করে নেয়, তা হলে কাজা রহিত হয়ে যাবে। গ্রন্থকার রহ. এর বক্তব্য وَاِنْ زَادَ سَاعَةً "যদি সামান্য মুহূর্ত বেশী হয়ে যায় দ্বারা স্বল্প সময় উদ্দেশ্য। জ্যোতিষীদের কাছে গণ্য সময় উদ্দেশ্য নয়। মুখতাছারুল বিকায়াহর ইবারত হচ্ছে এই, যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে রুকূ ও সাজদাতে অক্ষম হয়, তা হলে বসতে সক্ষম হলে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।

দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়বে না, আর এটাই বেশী পছন্দনীয়। সাজদার ক্ষেত্রে রুকুর তুলনায় বেশী ঝুঁকবে। কোন বস্তুকে তাতে সাজদা করার জন্যে ওঠাবে না। যদি বসতে সক্ষম না হয়, তা হলে পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়বে অথবা পিঠের উপর ভর করে শুয়ে কিবলার দিকে ফিরে পড়বে। আর এটাই উত্তম। ইশারা হবে মাথা দ্বারা। মাথা দ্বারা ইশারা করতে অক্ষম হলে নামাযকে বিলম্বিত করবে। ইশারায় নামায আদায়কারী যদি নামায অবস্থায় সুস্থ হয়ে যায় । অর্থাৎ যদি

www.pathagar.com

দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে রুকু ও সাজদায় অক্ষম হয়, তাহলে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে। যদি বসে পড়তে পারে, দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, অর্থাৎ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে রুকূ ও সাজদায় অক্ষম হয় তাহলে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে। যদি বসে পড়তে পারে, দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, অর্থাৎ যদি রুকু ও সাজদা কঠিন হয় কিন্তু দাঁড়ানো কঠিন না হয়, তাহলে বসে ইশারায় পড়া বেশী উত্তম।

গ্রন্থকার রহ. এর বক্তব্য وَإِلَّا فَعَلَى جَنْبِهِ " আর না হয় এক পার্শ্বের উপর শুয়ে অর্থাৎ যদি বসতে সক্ষম না হয়, তাহলে পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে কিবলার দিকে ফিরে ইশারায় নামায পড়বে। অথবা এভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়বে যে, তার উভয় পা কিবলার দিকে থাকবে। শারেহ রহ. এর উক্তি اَلْإِيْمَاءُ হল মুবতাদা, بِالرَّأْسِ হচ্ছে তার খবর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَمُومِئٌ صَحَّ : ওযরের কারণে ইশারায় রুকু সেজদা করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি যদি নামাযের মাঝে সুস্থ হয়ে যায় এবং রুকু সেজদা করতে সক্ষম হয়। তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

تَعْرِيْفُ الْمُنَجِّمُوْنَ : اَلْمُنَجِّمُ হচ্ছে জ্যোতিষি। যারা গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থানকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যদ্বাণী করে। তাদের মতে সূর্যের পনের স্তর অতিক্রম করাকে سَاعَةٌ বলে। কিন্তু এখানে সাধারণ سَاعَةٌ উদ্দেশ্য নয় বরং সাধারণ স্বল্প সময় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : وَالْإِيْمَاءُ بِالرَّأْسِ الخ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর

উত্তর : মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গ দ্বারা ইশারায় নামায পড়ার বিধান : যেখানে ইশারা করে নামায পড়ার বিধান আছে, সেখানে কেবল মাথা দ্বারা ইশারায় নামায পড়ার বিধান আছে। অন্য কোনোভাবে যেমন, চোখের ইশারায় এবং মনে মনে ইশারা করে নামায পড়া জায়েয নেই।

www.pathagar.com

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

هُوَ سِجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ بِشُرُوْطِ الصَّلٰوةِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ وَفِيْهَا سُبْحَةُ السُّجُوْدِ وَتَجِبُ عَلٰى مَنْ تَلَا اٰيَةً مِنْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَالرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَاَوَّلَى الْحَجِّ اِحْتِرَازٌ عَنِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّهُ لَاسِجْدَةَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ رح فَفِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ قُرِنَ الرُّكُوْعُ بِالسُّجُوْدِ يُرَادُ بِهِ السَّجْدَةُ الصَّلَاتِيَّةُ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمٓ السَّجْدَةَ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةَ وَالنَّجْمِ وَانْشَقَّتْ وَاقْرَأْ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح فِىْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ اَيْضًا فَفِىْ صٓ عِنْدَهُ لَيْسَ سِجْدَةٌ وَفِى الْحَجِّ عِنْدَهُ سِجْدَتَانِ وَاخْتُلِفَ فِىْ مَوْضِعِ السَّجْدَةِ فِىْ حٰمٓ السَّجْدَةِ فَعِنْدَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِىُّ رح وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَهُوَ لَايَسْئَمُوْنَ فَاَخَذْنَا بِهٰذَا اِحْتِيَاطًا فَاِنَّ تَاخِيْرَ السَّجْدَةِ جَائِزٌ لَا تَقْدِيْمُهُ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : তিলাওয়াতে সাজদা

তিলাওয়াতে সাজদা নামাযের শর্তসহ দু'তাকবীরের মধ্যবর্তী একটি সাজদা। হাত ওঠানো, তাশাহহুদ এবং সালাম ছাড়া। তাতে সাজদার তাসবীহ রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ চৌদ্দ আয়াত থেকে কোন আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার উপর তিলাওয়াতের সাজদা ওয়াজিব, সেগুলো হলো সূরা আ'রাফ, রা'আদ, নাহল, বনী ইসরাঈল ও মারইয়ামের শেষে রয়েছে এবং সূরা হাজ্জের শুরুতে। (শুরুতে কথাটি) দ্বিতীয় সাজদা থেকে পৃথকীকরণ। আর তা হল আল্লাহ তাআলার বাণী وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا - কেননা তা আমাদের মতে সাজদা নয়। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। সুতরাং কুরআনে কারীমের ঐসব স্থানে যেখানে রুকূকে সাজদার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সেখানে তা দ্বারা নামাযের সাজদা উদ্দেশ্য হবে। আর সূরা ফুরকান, নামল, আলিফ লাম আস সাজদা, ছোয়াদ, হা-মীম আস সাজদা, নাজম, ইনশাক্কাত এবং ইকরা (এর শুরুতে) ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতেও চৌদ্দ আয়াতে (সাজদা) ছোয়াদে তার মতে সাজদা নেই এবং তার মতে হাজ্বে আছে দুটি। সূরা হামীম আস সাজদাতে সাজদার স্থান নিয়ে মতানৈক্য করা হয়েছে। সুতরাং আলী রাযি.-এর মতে আল্লাহ তা'আলার বাণী, اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ এটি সাজদা । ইমাম শাফেয়ী রহ. এটাই গ্রহণ করেছেন। ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মতে আল্লাহ তাআলার বাণী وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ এটি (সাজদা) আমরা সতর্কতা বশতঃ এটা গ্রহণ করেছি। কেননা সাজদা বিলম্বিত করা জায়েয, অগ্রে করে নেওয়া জায়েয নেই।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفْ سُجُوْدَ التِّلَاوَةِ

প্রশ্ন : সাজদায়ে তেলাওয়াতের পরিচয় দাও।

উত্তর : তিলাওয়াতে সাজদা হলো যা নামাযের শর্ত সমূহ সহ দু'তাকবীরের মাঝে হয়ে থাকে। এতে তাসবীহ পাঠের বিধান রয়েছে।

اَلطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

তিলাওয়াতে সাজদা করার পদ্ধতি

হাত উঠানো ছাড়া তাকবীর বলে একটি সাজদা করতঃ তাকবীর বলে উঠে যেতে হবে। এতে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে দাঁড়ানো উত্তম। নামাযের সাজদার জন্য যা যা শর্ত তিলাওয়াতের সিজদার ক্ষেত্রেও তাই শর্ত। তবে এতে তাশাহহুদ ও সালাম নেই। আর নামাযের সাজদার মধ্যে যেমন তাসবীহ পড়ার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাসবীহ পাঠের বিধান রয়েছে।

সাজদায়ে তিলাওয়াত যার উপর ওয়াজিব

قَوْلُهُ وَتَجِبُ الخ ঃ সাজদার আয়াত তিলাওয়াতকারী এবং ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় শ্রবণকারী উভয়ের উপর সাজদা করা ওয়াজিব।

সাজদার আয়াতসমূহের বিবরণ

সাজদার আয়াত মোট চৌদ্দটি। যথা–

১. সূরা আল আ'রাফে–

إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوْنَ

২. সূরা আররাদে–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

৩. সূরা নাহল–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰئِكَةِ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

৪. সূরা বানী ইসরাইলে–

يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

৫. সূরা মারয়ামে–

إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

৬. সূরা হাজ্বে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَاِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

www.pathagar.com

৭. সূরা ফুরকানে-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا

৮. সূরা নামল-

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْاَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উল্লেখ্য, কারো কারো মতে وَمَا تُعْلِنُوْنَ এর মধ্যে সাজদা ওয়াজিব, আবার কারো মতে اَلْعَظِيْمُ এর মাঝে। তবে اَلْعَظِيْمُ এর মাঝে ধরে নেওয়াই উত্তম।

৯. সূরা আলিফ লাম সাজদা-

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

১০. সূরা ছোয়াদে- وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

অন্য বর্ণনায় فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

১১. সূরা হামীম আস সাজদায়-

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ - فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ

১২. সূরা আন-নাজমে- فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

১৩. সূরা ইনশাকাতে- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ

১৪. সূরা ইকরায়- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সূরা হাজ্ব এর মাঝে সাজদা দুটি; একটি উল্লেখ করা হয়েছে, আর অপরটি হল- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অপর দিকে সূরা ছোয়াদ এর মাঝে তার মতে সাজদা নেই। এ হিসেবে তাঁর মতেও সাজদা চৌদ্দটি।

www.pathagar.com

اَوْ سَمِعَهَا وَاِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ اَيِ السَّمَاعَ تَلَا الْاِمَامُ سَجَدَ الْمُؤْتَمُّ مَعَهُ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَاِنْ تَلَا

الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ اَصْلًا اَىْ لَا فِى الصَّلٰوةِ وَلَا فِىْ بَعْدِهَا **وَسَجَدَ السَّامِعُ الْخَارِجِىُّ سَمِعَ**

الْمُصَلِّىْ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ سَجَدَ بَعْدَهَا وَلَوْ سَجَدَ فِيْهَا اَعَادَهَا لَاالصَّلٰوةَ سَمِعَهَا مِنْ اِمَامٍ

وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ اَوْدَخَلَ فِىْ رَكْعَةٍ اُخْرٰى سَجَدَ لَافِيْهَا وَاِنْ دَخَلَ فِىْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ اِنْ كَانَ اَيِ

الدُّخُوْلُ قَبْلَ سُجُوْدِ اِمَامِهٖ سَجَدَ مَعَهُ وَاِلَّا لَايَسْجُدُ – وَالسَّجْدَةُ الصَّلٰوتِيَّةُ لَاتُقْضٰى خَارِجَهَا

اَيِ السَّجْدَةُ التِّلَاوَةُ الَّتِىْ مَحَلُّهَا اَلصَّلٰوةُ لَاتُقْضٰى خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَاِنَّمَا قُلْتُ مَحَلُّهَا الصَّلٰوةُ

وَلَمْ اَقُلْ اَلَّتِىْ وَجَبَتْ فِى الصَّلٰوةِ اِحْتِرَازًا عَمَّا وَجَبَتْ فِى الصَّلٰوةِ وَمَحَلُّ اَدَائِهَا خَارِجَ

الصَّلٰوةِ كَمَا اِذَا سَمِعَ الْمُصَلِّىْ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ اَوْ سَمِعَ مِنْ اِمَامِهٖ وَاقْتَدٰى بِهٖ فِىْ رَكْعَةٍ اُخْرٰى

تَلَاهَا ثُمَّ شَرَعَ فِى الصَّلٰوةِ وَاَعَادَهَا كَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَاِنْ تَلَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ شَرَعَ فِيْهَا وَاَعَادَ

سَجَدَ اُخْرٰى لِاَنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى غَيْرَ الصَّلٰوتِيَّةِ صَارَتْ تَبْعًا لِلصَّلٰوتِيَّةِ وَاِن لَمْ

يَتَّحِدِ الْمَجْلِسُ وَفِى الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ لَمَّا سَجَدَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ لَا يَقَعُ عَمَّا وَجَبَتْ

فِى الصَّلٰوةِ قَطُّ وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَاِنْ اَعَادَ فِىْ مَجْلِسٍ اَوْفِىْ صَلٰوةٍ كَفٰى سَجْدَةٌ اَىْ قَرَأَ

فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اَعَادَهَا فِى الصَّلٰوةِ وَفُهِمَ مِنْ تَخْصِيْصِ الْمُعَادِ بِكَوْنِهٖ فِى الصَّلٰوةِ اَنَّ

الْاُوْلٰى فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ۔

সহজ তরজমা

অথবা সাজদার আয়াত শুনেছে, যদিও শোনার ইচ্ছা করেনি। অর্থাৎ শোনা। ইমাম সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে, মুক্তাদী ইমামের সাথে সাজদা করবে, যদিও শুনে না থাকে আর যদি মুক্তাদী তিলাওয়াত করে তাহলে সাজদা করা হবে না অর্থাৎ নামাযের মাঝেও নয় এবং নামাযের বাইরেও নয়। বাইরে থেকে শ্রবণকারী সাজদা করবে। মুসল্লী যদি এমন ব্যক্তি থেকে সাজদার আয়াত শুনে, যে তার সাথে (নামাযে) নয়, তাহলে নামাযের পর সাজদা করে নিবে। যদিও নামাযের ভেতরেই সাজদা করে, তা হলেও দোহরাতে হবে। নামায দোহরাতে হবে না। কেউ সাজদার আয়াত ইমাম থেকে শুনেছে এবং তার সাথে (নামাযে) দাখেল হয়নি, কিংবা দাখেল হয়েছে, অন্য রাকা'আতে সাজদা করবে, (পরবর্তী) নামাযের মাঝে নয়। আর যদি ঐ রাক'আতেই দাখিল হয়, তা হলে যদি ইমাম সাজদা করার পূর্বে দাখিল হয়, তা হলে তার সাথে সাজদা করে নিবে। আর না হয় করবে না। নামাযের মাঝের সাজদা নামাযের বাইরে কাযা করা যাবে না। অর্থাৎ এ সাজদায়ে তিলাওয়াত যার স্থান হলো নামায, তা নামাযের বাইরে কাযা করা যাবে না। আমি مَحَلُّهَا اَلصَّلٰوةُ "যার স্থান নামায" বলেছি اَلَّتِىْ وَجَبَتْ فِى الصَّلٰوةِ "যা নামাযে ওয়াজিব হয়েছে" বলিনি, যা নামাযে ওয়াজিব হয় এবং তা

www.pathagar.com

আদায়ের স্থান হলো নামাযের বাইরে তা থেকে পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য। যেমন মুসল্লী যখন এমন ব্যক্তি থেকে (সাজদার আয়াত) শোনে, সে তার সাথে নামাযে নয়, কিংবা মুসল্লী তার ইমাম থেকে শুনেছে এবং সেই ইমামের ইকতিদা করেছে অন্য রাকাতে।

কেউ সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করল অতঃপর নামায শুরু করল এবং ঐ সাজদার আয়াত নামাযে পুনরায় পড়ল, তা হলে এক সাজদাই যথেষ্ট হবে। আর যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সাজদা করে নেয়। অতঃপর নামায শুরু করে এবং নামাযে ঐ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করে, তা হলে অপর একটি সাজদা করবে। কেননা প্রথম সূরতে নামাযের বাইরের সাজদা নামাযের সাজদার অনুগামী হয়ে গেছে। যদিও মজলিস এক নয়। আর দ্বিতীয় সূরতে যখন নামাযের পূর্বে সাজদা করে নিলো, তখন নামাযে সে সাজদা ওয়াজিব হয়েছে। তা কখনো হবে না।

مُخْتَصَر এর ভাষ্য এরূপ যে, وَاِنْ اَعَادَ فِىْ مَجْلِسٍ اَوْ فِىْ صَلٰوةٍ كَفٰى سَجْدَةٌ অর্থাৎ সে যদি সাজদার আয়াতকে নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করে, অতঃপর ঐ মজলিসেই (দ্বিতীয়বার) তিলাওয়াত করে কিংবা নামাযে তা দ্বিতীয়বার পাঠ করে, তা হলে এক সাজদাই যথেষ্ট। পুনরাবৃত্তির নির্দিষ্টকরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পরেরটা নামাযে এবং প্রথমটা নামাযের বাইরে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تَلَا الْاِمَامُ : ইমাম সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে মুক্তাদির উপর সাজদা করা ওয়াজিব। মুক্তাদি ইমাম সাহেব এর তেলাওয়াত শুনুক বা না শুনুক, ইমামের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সকলের উপর সাজদা করা ওয়াজিব।

وَاِنْ تَلَا الْمُؤْتَمُّ : মুক্তাদি নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে কারো উপর সাজদা ওয়াজিব হবে না। না অন্য মুক্তাদির উপর, না ইমামের উপর। কেননা মুক্তাদির নামাযে কিরাত পড়া নিষিদ্ধ বিধায় তার কিরাত কিরাতই না।

وَسَجَدَ السَّامِعُ الْخَارِجُ : নামাযের বাইরের ব্যক্তি যদি নামাযী ব্যক্তি থেকে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত শুনে, তা হলে বাইরের ব্যক্তির উপর সাজদা ওয়াজিব হবে।

تَلَاهَا ثُمَّ شَرَعَ : নামাযের বাইরে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা না করে ঐ আয়াতই নামাযে তিলাওয়াত করলে নামাযে এক সাজদা করলেই যথেষ্ট। কেননা নামাযের পূর্বে যে সাজদা ওয়াজিব হয়েছে তা নামাযের সেজদার অনুগামী হিসেবে আদায় হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَا تُقْضٰى الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : নামাযের ভিতরে আয়াত তিলাওয়াত করার কারণে যে সাজদা নামাযে ওয়াজিব হয়েছে তা ঐ নামাযেই আদায় করবে, নামাযের বাইরে বা অন্য নামাযে নয়। যে রাকা'আতে সাজদা ওয়াজিব হয়, সে রাকাতে সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ ব্যবধান না হলে ঐ রাকা'আতের রুকু এবং সাজদার দ্বারা তিলাওয়াতের সাজদা আদায় হয়ে যাবে। সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর যদি উক্ত রাকা'আতের রুকু করতে তিন আয়াত পরিমাণ বা তার চাইতে বেশি সময় ব্যবধান হয়ে যায় তাহলে উক্ত রাকা'আতের রুকু সাজদা দ্বারা তা আদায় হবে না আর সাজদা নামাযের বাইরে আদায় করলেও আদায় হবে না।

www.pathagar.com

كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ كَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَرَأَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ اَوْ قَرَأَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ فَعَلٰى هٰذَا اِنْ كَرَّرَهَا فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تَكْفِىْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ سَوَاءٌ سَجَدَ ثُمَّ اَعَادَ اَوْ اَعَادَ ثُمَّ سَجَدَ وَاِنْ كَرَّرَ فِىْ رَكْعَةٍ اُخْرٰى هٰكَذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح **وَاِنْ بَدَّلَهَا** اَىْ اٰيَةَ السَّجْدَةِ اَوِ الْمَجْلِسَ **لَا** اَىْ قَرَأَ اٰيَتَيْنِ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَوْ اٰيَةً وَاحِدَةً فِىْ مَجْلِسَيْنِ لَا تَكْفِىْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ، **وَاِسْدَاءُ الثَّوْبِ وَالْاِنْتِقَالُ مِنْ غُصْنٍ اِلٰى اٰخَرَ تَبْدِيْلٌ** وَاِسْدَاءُ الثَّوْبِ اَنْ يَغْرِزَ الْحَائِكُ فِى الْاَرْضِ خَشَبَاتٍ لِيُسَوِّىَ فِيْهَا سَدَى الثَّوْبِ فِىْ ذَهَابِهٖ وَمَجِيْئِهٖ فَاِنَّ مَجْلِسَهٗ يَتَبَدَّلُ بِالْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ ـ

وَتَجِبُ اُخْرٰى اَىْ عَلَى السَّامِعِ **لَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُوْنَ التَّالِىْ لَا فِىْ عَكْسِهٖ** اَىْ لَا تَجِبُ سَجْدَةٌ اُخْرٰى عَلَى السَّامِعِ اِنْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِىْ دُوْنَ السَّامِعِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْمَجْلِسَ هٰهُنَا يَتَبَدَّلُ بِالشُّرُوْعِ فِىْ اَمْرٍ اٰخَرَ وَبِالْاِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ لَا يَتَّحِدَانِ حُكْمًا اَمَّا زَوَايَا الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ فَفِىْ حُكْمِ مَكَانٍ وَاحِدٍ بِدَلَالَةِ صِحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ وَاَغْصَانُ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ اَمْكِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ مَكَانٌ وَاحِدٌ وَبِالْقِيَامِ هٰهُنَا لَا يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ فَاِنَّ الْقِيَامَ ثَمَّهٗ دَلِيْلُ الْاِعْرَاضِ ـ

وَكُرِهَ تَرْكُ السَّجْدَةِ اَىْ تَرْكُ اٰيَةِ السَّجْدَةِ **وَقِرَاءَةُ بَاقِى السُّوْرَةِ** لِاَنَّهٗ يُشْبِهُ الْاِسْتِنْكَافَ **لَا عَكْسُهٗ** اَىْ لَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ اٰيَةِ السَّجْدَةِ وَتَرْكُ بَاقِى السُّوْرَةِ **وَنُدِبَ ضَمُّ اٰيَةٍ اَوْ اٰيَتَيْنِ قَبْلَهَا اِلَيْهَا** دَفْعًا لِتَوَهُّمِ التَّفْضِيْلِ **وَاسْتُحْسِنَ اِخْفَاؤُهَا عَنِ السَّامِعِ** لِئَلَّا تَجِبَ عَلَى السَّامِعِ فَاِنَّهٗ رُبَمَا يَكُوْنُ السَّامِعُ غَيْرَمُتَوَضِّئٍ ـ

সহজ তরজমা

এক মজলিসে সাজদার আয়াত একাধিকবার পাঠ করলে এক সাজদাই যথেষ্ট। এতে কোনো ব্যবধান নেই যে, সাজদার আয়াত দু'বার পাঠ করে সাজদা করল অথবা একবার পাঠ করে সাজদা করল এবং আবারো ঐ মজলিসেই দ্বিতীয়বার ঐ আয়াত তিলাওয়াত করল। সুতরাং এ মাসআলার ভিত্তিতে যদি একই রাকা'আতে একই আয়াতকে একাধিকবার পড়ে, তা হলে এক সাজদাই যথেষ্ট। চাই একবার পাঠ করে সাজদা করুক অতঃপর পুনর্বার পাঠ করুক, কিংবা পুনরায় পাঠ করে সাজদা করুক। দ্বিতীয় রাকা'আতে সে আয়াত পুনরাবৃত্তি করলে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে এ বিধানই (অর্থাৎ এক সাজদা যথেষ্ট)। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর দ্বিমত রয়েছে। **যদি সাজদার আয়াত পরিবর্তন করে ফেলে**, কিংবা মজলিস পরিবর্তন করে ফেলে, তা হলে (এক সাজদা যথেষ্ট) হবে না। অর্থাৎ দু' আয়াত পাঠ করল এক মজলিসে কিংবা একই আয়াত দু' মজলিসে, তা হলে এক সাজদা যথেষ্ট হবে না।

www.pathagar.com

কাপড়ের তানা করা এবং এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাওয়া মজলিস পরিবর্তন বিবেচিত হবে। إِسْدَاءُ الثَّوْبِ এর অর্থ হল, কাপড় প্রস্তুতকারী মাটিতে কতিপয় কাষ্ঠ স্থাপন করে নেয়, যাতে করে তাতে কাপড়ের তানা আসা-যাওয়াতে সমতা রক্ষা করে, এতে তার মজলিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়ার কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি শ্রবণকারীর মজলিস পৃথক হয়ে যায়, তা হলে শ্রবণকারীর উপর দ্বিতীয় সাজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে; এর বিপরীত ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় সাজদা শ্রবণকারীর উপর ওয়াজিব হবে না, যদি তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়, শ্রবণকারীর মজলিস নয়। মনে রেখো, এক্ষেত্রে এক কাজ থেকে অন্য কাজ শুরু করার দ্বারা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়ার দ্বারা বিধানগতভাবে মজলিস পরিবর্তন হয়ে যাবে। ঘরের এবং মসজিদের কোণসমূহ বিধানের ক্ষেত্রে একই স্থান, ইকতিদা সহীহ হওয়ার দলীলের ভিত্তিতে। যাহেরী রিওয়ায়াতে এক গাছের বিভিন্ন ডাল ভিন্ন ভিন্ন স্থান বলে গণ্য। আর নাওয়াদিরের বর্ণনায় এক স্থান বলে গণ্য। এক্ষেত্রে দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস বদল হয় না। তবে তালাকের অধিকার প্রাপ্তা মহিলা এর ব্যতিক্রম। কেননা দাঁড়ানো সেক্ষেত্রে বিরত থাকার প্রমাণ। সাজদার আয়াত ছেড়ে দেওয়া ও বাকী সূরা পাঠ করা মাকরূহ। কেননা এমনটি করা সাজদাকে অস্বীকার করার সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তার বিপরীত মাকরূহ নয়। অর্থাৎ সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করা এবং বাকী সূরা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ হবে না। উত্তম হল, সাজদার আয়াতের পূর্বের এক দু'আয়াত সাজদার আয়াতের সাথে মিলিয়ে নেওয়া। যাতে করে (সাজদার আয়াতের স্বতন্ত্র) ফযীলতের ধারণা না হয়। শ্রোতা থেকে সাজদার আয়াতকে নিম্নস্বরে পড়া হল উত্তম, যাতে করে শ্রোতার উপর সাজদা ওয়াজিব না হয়। কেননা শ্রবণকারী অনেক সময় ওযুহীন থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ اِنْ كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

প্রশ্ন : এক মজলিসে এক আয়াত বার বার তেলাওয়াত করলে হুকুম কি?

উত্তর : كَرَّرَهَا فِىْ مَجْلِسٍ : যদি এক মজলিসে এক আয়াত বার বার পাঠ করে ,তা হলে এক সাজদাই যথেষ্ট হবে। তবে মজলিস কিংবা আয়াত পরিবর্তন হলে এক সাজদা যথেষ্ট হবে না। এমনিভাবে যদি এক আয়াত প্রথম রাকাতে তিলাওয়াত করে পুনরায় দ্বিতীয় রাকাতে তা তিলাওয়াত করে, তা হলেও এক সেজদাই যথেষ্ট। এটি হলো ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. দ্বিমত করেছেন। তবে এক রাকাতে এক আয়াত বার বার তিলাওয়াত করলে এক সাজদাই যথেষ্ট হবে।

পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করে সাজদার ভয়ে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত না করা মাকরূহ তাহরীমি। সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করার আদব হল শ্রোতাদেরকে না শুনিয়ে নিম্নস্বরে তিলাওয়াত করা।

প্রশ্ন : মজলিস পরিবর্তন কখন হয়?

উত্তর : قَوْلُهٗ : اِعْلَمْ الخ : সাজদায়ে তিলাওয়াতের বিধানের ক্ষেত্রে মজলিস পরিবর্তন ধরা হবে, যখন এক কাজ থেকে অন্য কাজ শুরু করা হবে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া হবে।

উল্লেখ্য তিলাওয়াতের সাজদা তিন কারণে পুনর্বার ওয়াজিব হয়- (১) তিলাওয়াতের আয়াত ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। (২) শ্রবণ ভিন্ন হওয়া। (৩) মজলিস ভিন্ন হওয়া।

www.pathagar.com

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

هُوَمَنْ قَصَدَ سَيْرًا وَسَطًا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَفَارَقَ بُيُوتَ بَلَدِهٖ وَاعْتُبِرَ فِى الْوَسَطِ لِلْبَرِّ سَيْرُ الْاِبِلِ وَالرَّاجِلِ وَلِلْبَحْرِ اِعْتِدَالُ الرِّيْحِ وَلِلْجَبَلِ مَا يَلِيْقُ بِهٖ وَلَهٗ رُخَصٌ تَدُوْمُ كَالْقَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ وَالْاِفْطَارِ فِى الصَّوْمِ وَاِنْ كَانَ عَاصِيًا فِىْ سَفَرِهٖ حَتّٰى يَدْخُلَ بَلَدَهٗ حَتّٰى يَدْخُلَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَدُوْمُ ـ اَوْ يَنْوِىْ اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِبَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ مِنْهَا اَىْ مِنَ الرُّخَصِ قَصْرُ فَرْضِهِ الرُّبَاعِىِّ فَيَقْصِرُ اِنْ نَوٰى اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ اَوْ نَوٰى مُدَّتَهَا اَىْ مُدَّةَ الْاِقَامَةِ وَهِىَ نِصْفُ شَهْرٍ بِمَوْضِعَيْنِ اَوْدَخَلَ بَلَدًا عَازِمًا خُرُوْجَهٗ غَدًا اَوْ بَعْدَ غَدٍ وَطَالَ مَكْثُهٗ وَكَذَا عَسْكَرٌ دَخَلَ اَرْضَ حَرْبٍ اَوْ حَاصِرٌ حِصْنًا فِيْهَا اَوْ اَهْلَ الْبَغْىِ فِىْ دَارِنَا فِىْ غَيْرِ مِصْرٍ وَاِنْ نَوَوْا اِقَامَةَ مُدَّتِهَا اَىْ يَقْصِرُ الْجَمَاعَةُ الْمَذْكُوْرُوْنَ وَاِنْ نَوَوْا اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَصِيْرُوْا مُقِيْمِيْنَ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ لَا اَهْلُ اَخْبِيَةٍ نَوَوْهَا فِى الْاَصَحِّ اَىْ لَا يَقْصِرُ اَهْلُ اَخْبِيَةٍ نَوَوْا اِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ فِىْ اَخْبِيَتِهِمْ لِاَنَّ نِيَّةَ الْاِقَامَةِ تَصِحُّ مِنْهُمْ فِى الصَّحْرَاءِ لِاَنَّ الْاِقَامَةَ اَصْلٌ فَلَا تَبْطُلُ بِانْتِقَالِهِمْ مِنْ مَرْعٰى اِلٰى مَرْعٰى هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামায

মুসাফির ঐ ব্যক্তি যে মধ্যম পন্থায় তিন দিন তিন রাত ভ্রমণের ইচ্ছা করে এবং নিজ শহরের গৃহসমূহ থেকে পৃথক হয়ে যায়। মধ্যম পন্থায় চলনের ক্ষেত্রে স্থলভাগের বেলায় উট এবং পদব্রজে চলা ধর্তব্য। আর নৌপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বায়ু ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া এবং পর্বত ভ্রমণে যে বস্তু পর্বত ভ্রমণের উপযুক্ত হয়, তা ধর্তব্য। মুসাফিরের জন্যে কিছু রুখছত (ছাড়) রয়েছে যা সব সময়ই থাকে। যেমন- নামাযে কছর করা এবং রোযা ছেড়ে দেওয়া। যদিও মুসাফির নিজের ভ্রমণে গোনাহগার (তার রুখছত থাকবে) হয়, যতক্ষণ না সে তার শহরে প্রবেশ করবে। حَتّٰى يَدْخُلَ এর সম্পর্ক تَدُوْمُ এর সাথে। কিংবা কোন শহরে বা গ্রামে অর্ধমাস (১৫ দিন) থাকার নিয়ত করে। তা থেকে অর্থাৎ রুখছত (ছাড়) থেকে একটি হল, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায কছর করা। সুতরাং সে কছর করবে যদি পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করে, কিংবা সে যদি তার মুদ্দতের নিয়ত করে অর্থাৎ অবস্থানের সময়সীমার যা (কমপক্ষে) অর্ধ মাস (পনের দিন) দু'স্থানে। অথবা কোন শহরে এ নিয়তে প্রবেশ করে যে, কাল পরশু চলে যাব, কিন্তু এভাবে তার অবস্থান দীর্ঘ হয়ে গেছে, তা হলেও কছর পড়বে।

এমনিভাবে মুসলিম সৈন্যদল কোন শত্রু কবলিত এলাকায় প্রবেশ করল কিংবা কোন দুর্গ অবরোধ করল. অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে শহর ছাড়া অন্য কোন স্থানে রাষ্ট্রদ্রোহিদেরকে অবরোধ করে নিল, যদিও ঐ সৈন্যবাহিনী অবস্থানের সময়সীমার নিয়ত করে। অর্থাৎ তারা যদিও অর্ধমাসের নিয়ত

www.pathagar.com

করে। কেননা তারা অবস্থানের নিয়তের কারণে মুকীম সাব্যস্ত হবে না। বিশুদ্ধ মতানুসারে তাবুবাসী নয়, যারা নিজেদের তাবুতে (পনের দিন) অবস্থানের নিয়ত করেছে। অর্থাৎ তাবুবাসী কছর করবে না, যদি তারা তাদের তাবুতে অর্ধমাস অবস্থানের নিয়ত করে। কেননা মাঠে তাদের অবস্থানের নিয়ত সহীহ হয়, কারণ ইকামত হল মূল। সুতরাং এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণ ভূমিতে চলে যাওয়ার কারণে নিয়ত বাতিল হবে না। এটাই হল সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْمُسَافِرَ ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ لِلْمُسَافِرِ

প্রঃ মুসাফিরের সংজ্ঞা উল্লেখ পূর্বক মুসাফিরের জন্য নামায ও রোযার বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : مُسَافِر শব্দটি سَفَر থেকে এসেছে যার অর্থ দূরত্ব অতিক্রম করা। পরিভাষায় সফর বলা হয় এমন ভ্রমণকে যার কারণে আহকাম তথা শরী'অতের বিধি-বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন নামাযে কসর করা, রমজান মাসে রোযা ভঙ্গের অনুমতি, মোজার উপর তিন দিন মাসাহ করা ইত্যাদি।

মুসাফির বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে মধ্যম গতিতে চলে কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত পরিমাণ দূরত্ব ভ্রমণের ইচ্ছায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজ শহর কিংবা গ্রাম অতিক্রম করে চলে যায়।

এ অধ্যায়ে মুসাফির দ্বারা مُطْلَقًا মুসাফির উদ্দেশ্য নয় বরং ঐ মুসাফির উদ্দেশ্য যার উপর শরী'অত কর্তৃক কিছু বিধি-বিধান প্রয়োগ করা হয়।

মধ্যম পন্থায় চলার সীমারেখা

اُعْتُبِرَ : মধ্যম পন্থায় চলার সীমারেখা এই যে, স্থল পথে উটে ভ্রমণ কিংবা পদব্রজে চলার গতি, নৌপথে নৌকা/জাহাজে ঐ সময়ের চলার গতি যখন আবহাওয়া অনুকূলে থাকে। এবং স্থল পথে যা দ্বারা সাধারণত চলা যায়, তার গতিই গ্রহণযোগ্য। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ দূরত্বকে প্রতিদিন ১৬ মাইল করে তিন দিনে ৪৮ মাইল সাব্যস্ত করেছেন। এখন এর উপরই ফাতওয়া।

মুসাফিরের জন্য নামায-রোযার বিধান

رُخِّصَ : মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামায দু'রাকাত পড়তে হয়। ইচ্ছে করে চার রাকাত পড়লে গুনাহগার হবে। মুসাফিরের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে। এতদসত্ত্বেও রোযা রাখাই উত্তম।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الْمُسَافِرِ اِنْ كَانَ عَاصِيًا فِىْ سَفَرِهِ

প্রশ্ন : পাপের উদ্দেশ্যে সফর করলে তার বিধান কি?

উত্তর : মুসাফির যে সফর করছে– সে সফরে যদি গুনাহের কর্মকান্ডের নিয়তেও সফর করে তবুও সফরের সমস্ত সুবিধা ও রুখসত সে গ্রহণ করতে পারবে। যেমন– চুরি, কিংবা ডাকাতি করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের নিয়তে সফর করে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন– রুখসত একটি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত যা নাফরমান ও গুনাহগারকে দেওয়া হয় না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়– রুখসত সম্পর্কিত نَصّ হচ্ছে مُطْلَق আর সফরের সাথে রুখসতের হিসেবে নয়। ইহা একটি অতিরিক্তি বিষয়।

www.pathagar.com

وَقِيْلَ لَاتَصِحُّ نِيَّةُ إِقَامَتِهِمْ فَإِنَّ الْإِقَامَةَ لَاتَصِحُّ إِلَّا فِى الْأَمْصَارِ وَالْقُرٰى وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ وَبِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ خِبَائِىٌّ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ اَوِ الْبَغْىِ مُحَاصِرًا كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ اَىْ يَقْصُرُ الرُّبَاعِىَّ إِلٰى اَنْ يَنْوِىَ الْإِقَامَةَ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَالْحَالُ اَنَّهُ خِبَائِىٌّ اَىْ مِنْ اَهْلِ الْخِبَاءِ وَهُوَ الْخَيْمَةُ فَإِنَّهُ لَا يَقْصُرُ فَإِنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مِنْهُمْ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا صَحِيْحَةٌ وَاَمَّا غَيْرُ اَهْلِ الْخِبَاءِ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا لَا تَصِحُّ، فَعُلِمَ مِنْهُ اَنَّ مَنْ حَاصَرَ اَهْلَ الْبَغْىِ فِىْ دَارِنَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ إِذَا كَانَ فِى الصَّحْرَاءِ وَقَوْلُهُ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ بِصَحْرَاءِ دَارِنَا فَإِنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا غَايَةً لِلْقَصْرِ وَحُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمُغْيَا فَكَوْنُ حُكْمِهٖ عَدَمَ الْقَصْرِ ثُمَّ قَوْلُهُ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُحَاصِرًا نَفْىُ ذٰلِكَ النَّفْىِ فَيَكُوْنُ حُكْمُهُ الْقَصْرُ اَىْ يَقْصُرُ اِنْ نَوٰى إِقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِدَارِ الْحَرْبِ اَوِ الْبَغْىِ مُحَاصِرًا وَقَوْلُهُ كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَا نِيَّةٍ لَمَّا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهٖ لَابِدَارِ الْحَرْبِ حُكْمُ الْقَصْرِ قَالَ كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ اَىْ يَقْصُرُ مَنْ طَالَ مَكْثُهُ فِىْ بَلْدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ بِلَا نِيَّةِ الْمَكْثِ **فَلَوْ اَتَمَّ مُسَافِرٌ وَقَعَدَ فِى الْاُوْلٰى تَمَّ فَرْضُهُ** ـ وَاَسَاءَ لِتَاخِيْرِ السَّلَامِ وَشُبْهَةِ عَدَمِ قَبُوْلِ صَدَقَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى **وَمَا زَادَ نَفْلٌ وَاِنْ لَمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ** لِتَرْكِ الْقُعْدَةِ وَهِىَ فَرْضٌ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

বলা হয়েছে যে, তাদের অবস্থানের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা অবস্থান শহর কিংবা গ্রাম ছাড়া সহীহ হয় না। মুখতাছারুল বিকায়ার বক্তব্য হল -

وَبِصَحْرَاءِ دَارِنَا وَهُوَ خِبَائِىٌّ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ اَوِ الْبَغْىِ مُحَاصِرًا كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَانِيَّةٍ-

অর্থাৎ মুসাফির চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায কসর করবে, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের মাঠে যদি অবস্থানের নিয়ত করে, তা হলে এই লোক কছর করবে না যদি সে তাঁবুবাসী হয় (خِبَاء এর অর্থ তাঁবু)। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে তার অবস্থানের নিয়ত সহীহ হয়। কিন্তু যদি তাঁবুবাসী ছাড়া কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের মাঠে অবস্থানের নিয়ত করে, তা হলে সহীহ হবে না। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, যারা রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে অবরোধ করে তাদের অবস্থানের নিয়ত সহীহ হবে না যখন তারা মাঠে থাকবে।

মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য "لَا بِدَارِ الْحَرْبِ" এর عَطْف হয়েছে তাঁর বক্তব্য "بِصَحْرَاءِ دَارِنَا" এর উপর। কেননা মুসান্নিফ রহ. "نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِىْ صَحْرَاءِ دَارِنَا" কে কছরের জন্যে غَايَة (পরিধি) সাব্যস্ত করেছেন। আর غَايَةএর বিধান مُغْيَا এর বিধানের বিপরীত হয়। সুতরাং مُغْيَا এর বিধান হবে কছর না করা।

www.pathagar.com

আবার মুছান্নিফ রহ.-এর বক্তব্য। لَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُحَاصِرًا ঐ نَفِى (না সূচকের) এর نَفِى (না সূচক)। তাই তার বিধান হবে কছর। অর্থাৎ যদি শত্রু কবলিত অঞ্চলে অর্ধমাস অবস্থানের নিয়ত করে, অথবা রাষ্ট্রদ্রোহীকে অবরোধকারী হয় (তাহলে কছর পড়বে।) মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য لَا بِدَارِ الْحَرْبِ থেকে যখন কছরের বিধান বুঝা গেল, তখন মুছান্নিফ রহ. বলেছেন, "كَمَنْ طَالَ مَكْثُهُ بِلَانِيَّةٍ" অর্থাৎ যেমন কোন শহর বা গ্রামে অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই যার অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়ে গেল, সে কছর করবে।

সুতরাং যদি মুসাফির নামায পূর্ণাঙ্গ (চার রাকাত) পড়ে ফেলে এবং প্রথম বৈঠক করে, তা হলে তার ফরয পূর্ণ হয়ে গেল। তবে সে সালাম বিলম্বে করার কারণে এবং আল্লাহ তা'আলার সাদকা কবূল না করার সন্দেহের কারণে মন্দ করলো। **দুই রাকাতের বেশি যা হবে তা নফল। আর যদি বৈঠক না করে, তা হলে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে।** বৈঠক ছেড়ে দেওয়ার কারণে। অথচ বৈঠক তার উপর ফরয।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : قَصْرُ الصَّلٰوةِ لِلْمُسَافِرِ عَزِيْمَةٌ أَمْ رُخْصَةٌ؟

প্রশ্ন : মুসাফিরের জন্য নামায কসর করা عَزِيْمَة না رُخْصَة ?

উত্তর : নামায কসর করা আযীমত (বাধ্যতামূলক) না রুখসত (ইচ্ছাধীন) এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামায চার রাকা'আতই। তবে তবে দু'রাকাত পড়ার অনুমতি আছে। তাই তার মতে দু'রাকাত এবং চার রাকাত উভয়টিই জায়েয। এবং পূর্ণ পড়া হলো উত্তম। আমাদের মতে, চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরজ নামায দু'রাকাত পড়া জরুরি। যদি চার রাকা'আত পড়ে, তা হলে গুনাহগার হবে।

এ মতবিরোধের ফলাফল হলো, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযের দু'রাকাত পর বৈঠক করা আমাদের মতে ফরজ। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৈঠক না করে এবং তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি প্রথম বৈঠক করে তাহলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সালাম বিলম্বিত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

www.pathagar.com

مُسَافِرٌ أَمَّهُ مُقِيْمٌ يُتِمُّ فِى الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ لَا يَؤُمُّهُ إِذْ فِى الْوَقْتِ يَصِيْرُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِالتَّبْعِيَّةِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ أَصْلًا **وَفِى عَكْسِهِ** اَىْ فِى إِمَامَةِ الْمُسَافِرِ الْمُقِيْمَ **قَصَرَ الْمُسَافِرُ وَأَتَمَّ الْمُقِيْمُ وَيَقُوْلُ نَدْبًا أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّى مُسَافِرٌ وَيُبْطِلُ الْوَطَنَ الْأَصْلِىَّ مِثْلُهُ لَا السَّفَرُ وَوَطَنَ الْإِقَامَةِ مِثْلُهُ وَالسَّفَرُ وَالْأَصْلِىُّ۔**

اَلْوَطَنُ الْأَصْلِىُّ هُوَ الْمَسْكَنُ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ هُوَ مَوْضِعٌ نَوَى اَنْ يَسْتَقِرَّ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَّخِذَهُ مَسْكَنًا فَإِذَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَطَنٌ اَصْلِىٌّ ثُمَّ اتَّخَذَ مَوْضِعًا اُخَرَ وَطَنًا اَصْلِيًّا سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ السَّفَرِ اَوْ لَمْ يَكُنْ يَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِىُّ الْأَوَّلُ حَتّٰى لَوْ دَخَلَهُ لَايَصِيْرُ مُقِيْمًا اِلَّا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لٰكِنْ لَايَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِىُّ بِالسَّفَرِ حَتّٰى لَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ الْوَطَنَ الْأَصْلِىَّ يَصِيْرُ مُقِيْمًا بِمُجَرَّدِ الدُّخُوْلِ وَاَمَّا وَطَنُ الْاِقَامَةِ فَاِنَّهُ يَبْطُلُ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ لَهُ وَطَنُ الْإِقَامَةِ ثُمَّ اتَّخَذَ مَوْضِعًا اُخَرَ وَطَنَ الْإِقَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ لَمْ يَبْقَ الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ وَطَنَ الْإِقَامَةِ حَتّٰى لَوْ دَخَلَهُ لَايَصِيْرُ مُقِيْمًا اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَكَذَا اِنْ سَافَرَ عَنْهُ وَكَذَا اِنِ انْتَقَلَ اِلٰى وَطَنِهِ الْأَصْلِىِّ **وَالسَّفَرُ وَضِدُّهُ لَايُغَيِّرَانِ الْفَائِتَةَ** اَىْ اِذَا قَضٰى فَائِتَةَ السَّفَرِ فِى الْحَضَرِ يَقْصُرُ وَاِنْ قَضٰى فَائِتَةَ الْحَضَرِ فِى السَّفَرِ يُتِمُّ۔

সহজ তরজমা

মুকীম মুসাফিরের ইমাম হলে, সে সময়ের মাঝে পূর্ণ নামায পড়বে এবং সময়ের পরে ইকতেদা করবে না। কেননা সময়ের মাঝে মুসাফিরের ফরয ইমামের অনুগামী হওয়ার কারণে চার (রাকাত) হয়ে যায়। আর সময়ের পর ফরয আসলেই পরিবর্তন হয় না। **আর এর বিপরীতের ক্ষেত্রে** অর্থাৎ মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ব্যক্তির ইমামতির ক্ষেত্রে, **মুসাফির কছর করবে এবং মুকীমে পূর্ণ করবে। মুসাফির মুস্তাহাব হিসেবে বলবে, তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ করে নাও, কেননা আমি মুসাফির।**

وَطَن اَصْلِى (মূল বাসস্থানকে) তার অনুরূপে বাতিল করে দেয়, সফরে বাতিল করে না। আর وَطَن اِقَامَة (অবস্থান স্থলকে) তার অনুরূপে, সফরে এবং وَطَن اَصْلِى (মূল বাসস্থান) বাতিল করে দেয়।

وَطَن اَصْلِى হল মূল বাসস্থান। وَطَن اِقَامَت হল এমন স্থান, যাকে বাসস্থান বানানো ছাড়া তাতে পনের দিন কিংবা আরো বেশি অবস্থানের নিয়ত করে। আর যখন কোন ব্যক্তির وَطَن اَصْلِىْ থাকে, অতঃপর অপর স্থানকে وَطَن اَصْلِى হিসেবে গ্রহণ করে, চাই সে দু'স্থানের মাঝে সফরের দূরত্ব হউক বা না হউক, প্রথম وَطَن বাতিল হয়ে যাবে। অনন্তর যদি পথম وَطَن এ প্রবেশ করে, তা হলে ইকামতের নিয়ত ছাড়া মুকীম হবে না। কিন্তু সফর দ্বারা وَطَن اَصْلِىْ বাতিল হবে না। অনন্তর যখন মুসাফির সফর থেকে ফিরে এসে وَطَن اَصْلِى তে প্রবেশ করবে তখন শুধু প্রবেশের দ্বারাই মুকীম হয়ে যাবে। আর وَطَن اِقَامَة অপর وَطَن اِقَامَة দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কেননা যখন তার একটি وَطَن اِقَامَة হবে, অতঃপর অন্য স্থানকে

www.pathagar.com

وَطَن إِقَامَة বানাবে এবং ঐ দুই وَطَن এর মাঝে সফরের দূরত্ব না থাকে, তা হলেও প্রথম স্থান وَطَن إقَامَة হিসেবে বাকী থাকবে না। অনন্তর সে যদি তাতে প্রবেশ করে তাহলে সে ইকামতের নিয়ত ছাড় মুকীম হবে না। এভাবে যদি তা থেকে সফর করে চলে যায় (তাহলেও বাকী থাকবে না)

সফর এবং তার বিপরীত (ইকামত) উভয়টিই কাযা নামাযকে পরিবর্তন করে না অর্থাৎ যখন সফরের কাযা নামায সফর ছাড়া অন্য সময়ে কাযা পড়বে তখন কছর পড়বে এবং যখন সফর ছাড়া অন্য সময়ের কাযা নামায সফরে পড়বে তখন তা পূর্ণ পড়বে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ - مَا حُكْمُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيْمِ

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে মুকীম ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে, তা হলে ইমামের অনুসরণ করতে যেয়ে চার রাকাতই পড়বে।

وَفِىْ عَكْسِه : তদ্রূপভাবে মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীমের ইক্তেদা সহীহ আছে। ইমাম দু'রাকাত করে সালাম ফিরিয়ে শেষ করবে এবং বলবে তোমরা তোমাদের নামায শেষ করে নাও। কারণ, আমি মুসাফির। এমনটি বলা মুস্তাহাব। অতঃপর মুকিম মুক্তাদি সূরা কেরাত না পড়ে কিয়াম রকু, সেজদা, ইত্যাদি আদায় করে তার নামায সমাপ্ত করবে।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْوَطَنَ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْوَطَنِ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : اَلْوَطَنُ এর পরিচয় ও প্রকার উল্লেখ কর।

উত্তর : وَطَن মোট তিন প্রকার (১) وَطَن اَصْلِى স্থায়ী বাসস্থান (২) وَطَن إِقَامَت সাময়িক বাসস্থান (৩) وَطَن سَفَر ভ্রমণকালীন বাসস্থান।

اَلْوَطَنُ الْاَصْلِى এর পরিচয় : وَطَن اَصْلِى স্থায়ী বাসস্থান বলা হয় যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং জীবন যাপন করে।

اَلْوَطَنُ الْإِقَامَة এর পরিচয় : وَطَن إِقَامَة সাময়িক বাসস্থান বলা হয়, যেখানে সফরে গিয়ে পনের দিন বা তার চাইতে বেশী দিন অবস্থানের নিয়ত করে যা জন্মস্থান নয় এবং যেখানে বিবি-বাচ্চা ইত্যাদি নেই।

وَطَن سَفَر এর পরিচয় : وَطَن سَفَر ভ্রমণকালিন বাসস্থান বলা হয় যেখানে সফর করে গিয়ে পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করে এবং নিজ বাসস্থান থেকে কম পক্ষে ৪৮ মাইল তথা প্রায় ৭৮ কিঃ মিঃ দূরবর্তী হয়।

www.pathagar.com

بَابُ الْجُمُعَةِ

شُرِطَ لِوُجُوبِهَا لَا لِأَدَائِهَا اَلْإِقَامَةُ بِمِصْرٍ وَالصِّحَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَسَلَامَةُ الْعَيْنِ وَالرِّجْلِ فَتَقَعُ فَرْضًا اِنْ صَلَّاهَا فَاقِدُهَا وَاِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ـ

قَوْلُهُ فَتَقَعُ فَرْضًا تَفْرِيْعٌ لِقَوْلِهِ لَا لِأَدَائِهَا وَشُرِطَ لِأَدَائِهَا اَلْمِصْرُ اَوْفِنَاؤُهُ وَاخْتَلَفُوْا فِىْ تَفْسِيْرِ الْمِصْرِ فَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ لَهُ اَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ اِذَا اجْتَمَعَ اَهْلُهُ فِىْ اَكْبَرِ مَسَاجِدِهٖ لَمْ يَسَعْهُمْ فَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ رح هٰذَا الْقَوْلَ فَقَالَ **وَمَا لَايَسَعُ اَكْبَرُ مَسَاجِدِهٖ اَهْلَهُ مِصْرٌ** وَاِنَّمَا اخْتَارَ هٰذَا الْقَوْلَ دُوْنَ التَّفْسِيْرِ الْاَوَّلِ لِظُهُوْرِ التَّوَانِىْ فِىْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ لَاسِيَّمَا فِىْ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ فِى الْاَمْصَارِ **وَمَا اتَّصَلَ بِهٖ مُعِدًّا لِمَصَالِحِهٖ فِنَاؤُهُ** مَصَالِحُ الْمِصْرِ كَرَكْضِ الْخَيْلِ وَجَمْعِ الْعَسَاكِرِ وَالْخُرُوْجِ لِلرَّمْىِ وَدَفْنِ الْمَوْتٰى وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : জুমআর নামায

জুমু'আর নামায ওয়াজিব হবার জন্যে শর্ত; আদায়ের জন্যে নয় - (১) শহরে অবস্থান করা (২) সুস্থ থাকা (৩) স্বাধীন হওয়া (৪) পুরুষ হওয়া (৫) জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া (৬) বয়স্ক হওয়া (৭) চোখ ও পা ভালো থাকা। যে ব্যক্তির মধ্যে এসব শর্ত নেই, সে যদি জুমু'আ পড়ে, তা (ওয়াক্তের) ফরয হিসেবে আদায় হয়ে যাবে যদিও তার উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়। গ্রন্থকারের উক্তি, 'তা ফরয হিসেবে আদায় হয়ে যাবে', এটা গ্রন্থকারের অপর উক্তি لا لادائها থেকে শাখা মাসআলা বের হয়েছে। জুমআ আদায় হবার জন্যে শর্ত হচ্ছে শহর বা শহরতলী হওয়া। ফকীহগণ শহরের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, শহর বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে বাদশাহ এবং বিচারক থাকেন যিনি (শরী'অতের) বিধি -বিধান প্রয়োগ করেন এবং হকসমূহ (ইসলামী দণ্ড) প্রদান করেন। আর কতকের মতে শহর হল এমন স্থান, যখন তার অধিবাসীরা সেখানের সব চাইতে বড় মসজিদে একত্রিত হলে মসজিদে স্থান সংকুলান হবে না। মুসান্নিফ রহ. এই মতটিকে গ্রহণ করে বলেন যে, যে এলাকার অধিবাসী সেখানের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সংকুলান হয় না সেটা শহর। গ্রন্থকার এই মতটি গ্রহণ করেছেন, প্রথম ব্যাখাটি গ্রহণ করেন নি, কেননা শরীয়তের বিধি -বিধানের ব্যাপারে অলসতা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত শহরসমূহে ইসলামী দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে। আর যে এলাকা শহরের সাথে সংযুক্ত এবং যাকে শহরের কল্যাণ পূরণে প্রস্তুত করা হয়েছে তা হল শহরতলী। শহরের কল্যাণসমূহ যেমন ঘোড়া দৌড়ের মাঠ, সেনাবাহিনীর ছাওনী। তীর নিক্ষেপের জন্যে বের হওয়া, মৃতদের দাফন করা, জানাযার নামায পড়া এবং এগুলোর অনুরূপ।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْجُمُعَةِ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : জুমু'আর পরিচয় দাও?

উত্তর : جُمُعَة শব্দটি দুভাবে পড়া যায় (১) جُمُعَة শব্দটির ج (জীম) পেশ বিশিষ্ট এবং م (মীম) ও পেশ বিশিষ্ট হবে। (২) ج (জীম) এর উপর পেশ দিয়ে এবং م মীম কে (সাকিন) দিয়েও পড়া যায়। জুমুআ শব্দের অর্থ একত্র হওয়া। যেহেতু এ দিনে সকল মুসলমান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ এক হুকুম পালনে একত্রিত হয়, এজন্যেই একে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়।

اَلسُّوَالُ : كَمْ شَرْطًا لِوُجُوْبِ الْجُمُعَةِ وَكَمْ شَرْطًا لِاَدَائِهَا وَمَاهِيَ؟

প্রশ্ন : জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার এবং আদায় করার শর্ত কতটি এবং কি কি? উল্লেখ কর।

উত্তর : জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী। জুমু'আ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সর্বমোট নয়টি। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।জামাআত

(১) স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলাম বা পরাধীন ব্যক্তির উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(২) সুস্থ হওয়া। সুতরাং অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং নাবালেগ ব্যক্তির উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(৪) পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলার উপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়।

(৫) মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(৬) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বিবেক সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

(৭) শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকা। সুতরাং মাজলুম ব্যক্তির উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(৮) চলাচল করতে সক্ষম হওয়া। সুতরাং খোঁড়া বা পঙ্গুদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়।

(৯) দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং অন্ধের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

জুমু'আর নামায আদায় হওয়ার শর্তাবলী

জুমু'আর নামায আদায় সহীহ হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত পাওয়া জরুরী। যদি উক্ত ৬টি শর্ত পাওয়া না যায়, তা হলে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে না।

(১) যোহর নামাযের সময় হওয়া, সুতরাং যোহরের নামাযের সময় যদি না হয়, তা হলে জুমু'আ আদায় করা সহীহ হবে না। যেমন– যোহরের পূর্ববর্তী সময়।

(২) নামাযের পূর্বে খুৎবা দেওয়া। সুতরাং যদি জুমু'আর নামাযের পূর্বে খুৎবা না দেওয়া হয়, তা হলে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে না।

(৩) নামায জামা'আতের সাথে আদায় করতে হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি একাকী জুমু'আর নামায পড়ে, তা হলে সহীহ হবে না।

(৪) বাদশাহ বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এমন স্থানে জুমু'আর নামায আদায় করে যেখানে বাদশাহ বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত নেই। তা হলে সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ হবে না।

(৫) শহর বা উপশহর হওয়া। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করে, তা হলে তার জুমু'আ সহীহ হবে না।

www.pathagar.com

(৬) إِذْنٌ عَامٌ তথা মসজিদে জনসাধারণের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকা। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় করে, যেখানে সকলের প্রবেশের অনুমতি নেই। সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ্ হবে না।

إِذْنٌ عَامٌ : তথা জনসাধারণের মসজিদে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকা।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গায়ই জুমু'আর নামায আদায় করে যেখানে সকলের প্রবেশের অনুমতি নেই। সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ্ হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْ حَدِّ الْمِصْرِ وَالْخُطْبَةِ وَفِيْ عَدَدِ الرِّجَالِ لِلْجَمَاعَةِ؟

প্রশ্ন : শহরের সংজ্ঞা, খুৎবা এবং জামাতে মানুষের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ কি। উল্লেখ কর।

উত্তর : مِصْر এর সজ্ঞার ব্যাপারে ইমাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকটে শহর (مِصْر) বলা হয় اَلْمِصْرُ هُوَ مَا يُجْمَعُ فِيْهِ مَرَافِقُ اَهْلِهِ

এমন জায়গাকে শহর বলে যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু পাওয়া যায়।

আবূ ইউসুফ রহ. সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

اَلْمِصْرُ كُلُّ مَوْضِعٍ فِيْهِ اَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ

শহর প্রত্যেক এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে কোন নেতা এবং কাযী বিদ্যমান থাকেন যিনি শরয়ী বিধান হুদূদ জারি করেন এবং কিছাছ কায়েম করেন।

এই সংজ্ঞাটি অনুরূপভাবে হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবূ হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন– শহর বলা হয় এমন এলাকাকে যেখানে ১০ হাজার লোক বসবাস করে।

অনেকে বলেন এমন এলাকাকে শহর বলা হয় যেখানে নানা ধরনের পেশাজীবি উপস্থিত থাকে। যেমন, কামার, মুচি, দর্জি, নাপিত ইত্যাদি।

মুসান্নিফ রহ.-এর পরিভাষায় শহর বলা হয়, এমন জনবসতিকে যদি ঐ অধিবাসীগণ সেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে একত্রিত হয়, তা হলে মসজিদে সকল মানুষের স্থান সংকুলান হয় না।

শারেহ রহ. মুসান্নিফ রহ.-এর এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, যেহেতু বর্তমান শহরে হদ তথা শরয়ী দন্ড এবং কিছাছ কায়েম করার ব্যাপারে অলসতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই কারণে মুসান্নিফ রহ.-এর এই উক্তিটিকে গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

وَجَازَتْ بِمِنًى فِى الْمَوْسِمِ لِلْخَلِيْفَةِ أَوْ لِأَمِيْرِ الْحِجَازِ لَا لِأَمِيْرِ الْمَوْسِمِ وَلَا بِعَرَفَاتٍ وَالسُّلْطَانُ أَوْنَائِبُهُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ وَالْخُطْبَةُ نَحْوُ تَسْبِيْحَةٍ قَبْلَهَا فِى وَقْتِهَا ـ هٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح لَابُدَّ مِنْ خُطْبَتَيْنِ يَشْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى تَحْمِيْدٍ وَالصَّلٰوةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوٰى وَالْأُوْلٰى عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ **وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْإِمَامِ عِنْدَهُمَا** وَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ رح اِثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ **فَإِنْ نَفَرُوْا قَبْلَ سُجُوْدِهٖ بَدَأَ بِالظُّهْرِ وَإِنْ بَقِىَ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ أَوْنَفَرُوْا بَعْدَ سُجُوْدِهٖ أَتَمَّهَا وَالْإِذْنُ الْعَامُّ وَمَنْ صَلَحَ إِمَامًا فِىْ غَيْرِهَا صَلَحَ فِيْهَا** أَىْ إِنْ أَمَّ الْمُسَافِرُ أَوِ الْمَرِيْضُ أَوِ الْعَبْدُ فِى الْجُمُعَةِ صَحَّتْ خِلَافًا لِزُفَرَ رح لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِمْ قُلْنَا إِذَا حَضَرُوْا وَأَدَّوْا صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ صَارَتْ فَرْضًا عَلَيْهِمْ ـ **وَكُرِهَ ظُهْرُ مَعْذُوْرٍ وَ مَسْجُوْنٍ بِجَمَاعَةٍ فِىْ مِصْرٍ يَوْمَهَا** لِأَنَّ الْجُمُعَةَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ فَلَا يَجُوْزُ إِلَّا جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ ـ

সহজ তরজমা

হজ্বের মৌসুমে মিনায় বাদশাহ্ বা হিজাযের গভর্ণরের জন্যে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয। হজ্বের আমীরের জন্যে জায়েয নয় এবং আরাফাতের ময়দানে জায়েয নয়। (৩) বাদশাহ্ বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত হওয়া (৪) যুহরের ওয়াক্ত হওয়া (৫) জুমু'আর ওয়াক্তে নামাযের পূর্বে এক তাসবীহ্ পরিমাণ খুতবাহ্ প্রদান করা। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অভিমত; কিন্তু সাহেবাইনের মতে দীর্ঘ যিকির হওয়া আবশ্যক যাকে (পরিভাষায়) খুতবা বলা যায়। আর ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে দুই খুতবা দেওয়া জরুরি, তন্মধ্যে প্রতিটি খুতবায় আল্লাহা তা'আলার প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দরূদ এবং তাকওয়া সম্বন্ধে নসীহতের উপর সন্নিবেশিত হবে। প্রথম খুতবাটি কুরআন পাঠের উপর এবং দ্বিতীয় খুতবাটি মুমিনদের জন্যে দু'আ সন্নিবেশিত হবে। (৬) জামা'আত। আর (তা হল) ইমাম ছাড়া তিনজন পুরুষ হওয়া। এটা তরফাইনের মত। ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতে ইমাম ছাড়া দুই জন হওয়া। যদি লোকেরা ইমামের সাজদা করার আগে চলে যায়, তা হলে সে যুহর শুরু করবে। আর যদি তিনজন পুরুষ রয়ে যায় অথবা লোকেরা ইমামের সাজদা করার পরে চলে যায়, তা হলে সে জুমু'আ সম্পন্ন করবে। (৭) সাধারণ অনুমতি। যে ব্যক্তি জুমু'আ ছাড়া অন্য নামাযে ইমাম হবার যোগ্য, সে জুমু'আর নামাযেও ইমামতির যোগ্য। অর্থাৎ যদি মুসাফির কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা ক্রীতদাস জুমু'আর নামাযে ইমামতি করে, তা হলে তা সহীহ হবে। ইমাম যুফার রহ. এতে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা জুমু'আ তাদের উপরে ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, যখন তারা উপস্থিত হল এবং জুমু'আর নামায আদায় করল, তখন তাদের উপরে তা ফরয হয়ে গিয়েছে। জুমু'আর দিন শহরে মাযূরদের বা বন্দীদের জামা'আতের সাথে যুহর আদায় করা মাকরূহ্। কেননা জুমু'আ সকল জামা'আতকে একত্রকারী। সুতরাং এক জামা'আত ছাড়া (দ্বিতীয় কোন জাম'আত) বৈধ হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اِخْتِلَاف এর ব্যাপারে خُطْبَة

ইমাম আবূ হানিফা রহ. বলেন যে, এক তাসবীহ পরিমাণ খুৎবা আদায় করার দ্বারা ফরয আদায় হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ এখানে ذِكْر শব্দটি مُطْلَق-এই কারণে اَدْنٰى مِقْدَار তথা কম পরিমাণ আদায় করার দ্বারা কাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে খুৎবা লম্বা করা ওতাতে তাসবীহ তাহলীল দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা সুন্নত। সাহেবাইনের নিকটে খুৎবা এমন দীর্ঘায়িত নসিহত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাকে খুৎবা বলে অভিহিত করা যায়। অতএব তার ভিতরে তাসবীহ তাহলীল দরূদ, সাহাবাদের প্রতি দু'আ এবং বিশ্বের সকল মুসলিম এর প্রতি দু'আ করা জরুরি। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাযহাবও এটাই যে, প্রথম খুৎবায় তাহমিদ তাকওয়া, উপদেশাবলী থাকা, ২য় খুৎবায়ে কিরাত ও মূমিনের জন্য দু'আ অন্তর্ভূক্ত থাকা।

اِخْتِلَاف সম্পর্কে جَمَاعَة

ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর নিকট জুমু'আর জামা'আতে ইমাম ব্যতীত তিন জন থাকতে হবে এবং তিন জন লোক এমন হতে হবে যে, প্রত্যেকেই নামায পড়ানোর যোগ্যতা রাখে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর নিকট ইমাম ব্যতীত দুই জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে হবে। তথা ইমাম সহ মোট তিনজন হবে। সাহেবাইনের মাযহাব اَفْضَل বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ : لِاَنَّ الْجُمُعَةَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মূল মাসআলা হল, জুমু'আর দিন মাযূর বা বন্দীদের যুহরের নামায জামাতে মাকরূহ তাহরীমী। শারেহ রহ. কারাহাতের কারণ এই বলেছেন যে, জুমু'আর জামা'আত আরো বহু সংখ্যক জামা'আতকে একত্রিত করে অর্থাৎ অন্যান্য মসজিদসমূহে যোহরের নামাযের জন্য যেসব জামা'আত সংঘঠিত হত আজ জুমু'আর জামাতের জন্য সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হবেনা বরং জামে মসজিদে এক জামা'আত কায়েম হবে এবং সমস্ত লোক সে দিকে রওয়ানা হবে। সুতরাং জুমু'আর বৈশিষ্ট্যের কারণে এক শহরে একাধিক জামা'আত বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ : لَابَأْسَ بِاَنْ يُصَلّٰى فِىْ مَوْضِعَيْنِ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের অভিমত বর্ণনাসহ উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এক শহরের একাধিক স্থানে জুমু'আর জামা'আত করার ব্যাপারে সাহেবাইনের মাঝে মতপার্থক্যতা রয়েছে যা শারেহ রহ. উল্লেখ করেছেন। তবে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মাযহাবে বিশুদ্ধ মত হল, এক শহরে একাধিক মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয আছে। কেননা হাদীসের ভাষ্য لَاجُمُعَةَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমু'আ জায়েয নেই। এটা মুতলাক বা শর্তহীন এখানে এক বা একাধিক জামা'আতের মাঝে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। এছাড়া যদি পুরা শহরে একই জামা'আত কায়েম করা হয়, তা হলে অধিকাংশ মসুল্লীর দীর্ঘ পথ সফর করতে হবে যা অধিক কষ্টকর। সুতরাং কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে একাধিক স্থানে জুমু'আ বৈধ হওয়া যুক্তিসংগত।

www.pathagar.com

وَلِهٰذَا لَاتَجُوْزُ الْجُمُعَةُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح بِمَوْضِعَيْنِ اِلَّا اِذَا كَانَ مِصْرٌ لَهُ جَانِبَانِ فَيَصِيْرُ فِىْ حُكْمِ مِصْرَيْنِ كَبُغْدَادَ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فِىْ مَوْضِعَيْنِ دُوْنَ الثَّلٰثَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح لَا بَأْسَ بِاَنْ يُصَلّٰى فِىْ مَوْضِعَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمِصْرِ جَانِبَانِ اَوْ لَمْ يَكُنْ وَبِهِ يُفْتٰى وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمَعْذُوْرِ عُلِمَ مِنْهُ كَرَاهَةُ ظُهْرِ غَيْرِ الْمَعْذُوْرِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى **وَظُهْرُ مَنْ لَاعُذْرَ لَهُ فِيْهِ قَبْلَهَا قَوْلُهُ فِيْهِ** اَىْ فِى الْمِصْرِ **ثُمَّ سَعْيُهُ اِلَيْهَا وَالْاِمَامُ فِيْهَا يُبْطِلُهُ اَدْرَكَهَا اَوْلَا** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يُبْطِلُ ظُهْرَهُ **اِلَّا اَنْ يَقْتَدِىَ وَمُدْرِكُهَا فِى التَّشَهُّدِ وَسُجُوْدِ السَّهْوِ يُتِمُّهَا ـ وَاِذَا اَذِّنَ الْاَوَّلُ تَرَكُوْا الْبَيْعَ وَسَعَوْا وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَرُمَ الصَّلٰوةُ وَالْكَلَامُ حَتّٰى يُتِمَّ خُطْبَتَهُ وَاِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذِّنَ ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلُوْهُ مُسْتَمِعِيْنَ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَعْدَةٌ قَائِمًا طَاهِرًا وَاِذَا تَمَّتْ اُقِيْمَتْ وَصَلَّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ـ**

সহজ তরজমা

এ কারণেই ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকটে (এক শহরের) দুই স্থানে জুমু'আ জায়েয নয়। কিন্তু যদি কোন শহরের দুই পার্শ্ব থাকে, তবে তা দুই শহরের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে, যেমন বাগদাদ। সুতরাং সে সময় দু' স্থানে জুমু'আ জায়েয হবে, তিন স্থানে জায়েয হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, দুই অথবা তিন জায়গায় নামায পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। চাই শহরের দু'পার্শ্ব হোক বা না হোক। এটাই ফাতওয়ারূপে গৃহিত। যখন (মাযূর) অক্ষম ব্যক্তিবর্গের হুকুম উল্লেখ করা হল এ থেকে (গায়রে মাযূর) সক্ষম ব্যক্তিবর্গের যোহর পড়ার কারাহাত অতি উত্তমরূপে জানা গেল। **যে ব্যক্তির কোন ওযর নেই তার শহরে জুমু'আর পূর্বে যুহর পড়া** (গ্রন্থকারের উক্তি فِيْهِ এর যমীরটি শহরের দিকে ধাবিত হয়েছে) **অতঃপর তার জুমু'আর দিকে রওয়ানা হওয়া এমতাবস্থায় যে, ইমাম জুমু'আতে রত রয়েছেন** (রওয়ানা দেওয়া) **যোহরকে বাতিল করে দেবে, চাই সে জুমু'আ পাবে কিংবা পাবে না।** এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। তবে সাহেবাইনের মতে ইমামের ইকতিদা করা ছাড়া তার যুহর বাতিল হবে না। **যে ব্যক্তি তাশাহহুদের অথবা সাহু সেজদায় জুমু'আকে পেল সে জুমু'আ পূর্ণ করবে।**

যখন প্রথম আযান দেওয়া হবে, তখন তারা ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করবে এবং (জুমু'আর দিকে) **রওয়ানা দেবে এবং ইমাম যখন বের হয় তখন নামাযে কথাবার্তা হারাম হয়ে যায়, এমনকি ইমাম খুতবা পূর্ণ করবেন। ইমাম যখন মিম্বরে বসবেন তখন তার সম্মুখে দ্বিতীয়বার আযান দেওয়া হবে এবং সকল মুসল্লী ইমামের অভিমুখী হয়ে মনযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করবে। তিনি পবিত্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে দুই খুতবা পাঠ করবেন, উভয় খুতবার মাঝে বসবেন। খুতবা শেষ হলে তখন ইকামত দিতে হবে, এরপর ইমাম দু'রাকআত নামায পড়াবেন।**

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ্

اَلسُّوَالُ : مَاحُكْمُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِى الْمِصْرِ ثُمَّ سَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ؟ اُكْتُبْ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি শহরে একবার যোহরের নামায আদায় করার পর জুমু'আর জন্য যায়, ইমামগণের মতভেদ সহ তার হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর : শরহে বেকায়া গ্রন্থে উল্লেখিত প্রশ্নে এমন একটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত জরুরি। নিম্নে প্রশ্নের উত্তর লিখা হল। এমন ব্যক্তি যার কোন ওজর নেই সে যদি জুমু'আর নামাযের আগে যোহরের নামায আদায় করে নেয়, তা হলে তার যোহরের নামায আদায় হয়ে যাবে। যদিও তা মাকরূহে তাহরীমি। এখন কথা হল, কোন ব্যক্তি যদি জুমু'আর আগে যোহরের নামায আদায় করার পর পুনরায় জুমু'আ আদায় করার জন্য জুমু'আর দিকে যায়, তা হলে যোহরের নামায ঠিক থাকবে কিনা?

আর যদি যোহরের নামায বাতিল হয়ে যায়, তা হলে তা কখন বাতিল হবে? –এনিয়ে اِخْتِلَاف রয়েছে। ইমাম আবূ হনিফা রহ. এর নিকটে যোহরের নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি সে ইমামকে নামাযরত অবস্থায় পায়। আর যদি ইমামকে নামাযরত অবস্থায় না পায় বরং সে পৌছানোর পূর্বেই ইমাম তার নামাযকে সমাপ্ত করে ফেলে, তা হলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। পুনরায় যোহরের নামায আদায় করতে হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ বলেন যে, শুধু ইমামকে নামাযরত পাওয়ার দ্বারাই তার যোহরের নামায বাতিল হবে না। এবং তার যোহরের নামায বাতিল হওয়ার জন্য ইমামের সাথে ইকতিদা করতে হবে। অন্যথায় যোহরের নামায ঠিক থাকবে।

قَوْلُهٗ : وَاِذَا اَذَّنَ الْاَوَّلُ تَرَكُوْا

اَلسُّوَالُ: مَا اعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟ اُكْتُبْ مُتَّصِلًا

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এর উপর প্রথম আযানের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন তার জবাব বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর : জুমু'আর প্রথম আযান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দিয়ে জুমু'আর নামাযের দিকে রওয়ানা হবে, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ الخ জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর"। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সিহাহ সিত্তার অধিকাংশ কিতাবে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এবং হযরত আবূ বকর ও উমর রাযি. এর যুগে জুমু'আর জন্য শুধু ১টি আযান দেওয়ার প্রচলন ছিল আর তা খুতবার পূর্বে ইমামের সম্মুখে দেওয়া হতো হযরত উসমান রাযি. এর যুগে যখন মুসলমানদের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়ে গেল, তখন জুমু'আর অবগতির জন্য শুধু খুতবার পূর্বের আযান যথেষ্ট মনে হল না। তাই মুসলমানদের সুবিধার্থে প্রথম আযান প্রবর্তন করা হল এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম কোন ধরনের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ছাড়া এতে সম্মত হলেন, আমাদের দেশে উক্ত আযান খুতবার আধঘণ্টা আগে দেওয়া হয়। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত 'নিদা' দ্বারা দ্বিতীয় আযান উদ্দেশ্য হবে, যা রাসূলুল্লাহ সা. এবং তার দুই খলীফার আমলে প্রচলিত ছিল। সেই আযান দেওয়ার পরই জুমু'আতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। প্রথম আজানের সাথে উক্ত হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। তা হলে মুসান্নিফ রহ. কিভাবে বললেন, وَاِذَا اَذَّنَ الْاَوَّلُ تَرَكُوا الْبَيْعَ যখন প্রথম আযান দেওয়া হবে, তখন তারা বেঁচা কেনা ছেড়ে দেবে?

এর জবাব হল, পবিত্র কুরআনে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়। এ বিধান সাধারণভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে প্রথম আযানের কথা উল্লেখ নেই এবং দ্বিতীয় আযানের বিষয়টিও বর্ণিত নেই। সুতরাং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যখন প্রথম আযান প্রবর্তিত হল। কুরআনী হুকুম ঐ আযানের সাথেই প্রবর্তিত হবে। কেননা বর্তমানে জুমু'আর অবহিতির জন্য প্রথম আযানই সুনির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচাকেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম আযান বিবেচ্য হবে।

www.pathagar.com

بَابُ الْعِيْدَيْنِ

حُبِّبَ يَوْمَ الْفِطْرِ اَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ صَلَاتِهِ وَيَسْتَاكُ وَيَغْتَسِلُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلْبَسُ اَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيُؤَدِّيْ فِطْرَتَهُ وَيَخْرُجُ اِلَى الْمُصَلّٰى غَيْرَ مُكَبِّرٍ جَهْرًا فِيْ طَرِيْقِهِ نَفَى التَّكْبِيْرَ بِالْجَهْرِ حَتّٰى لَوْ كَبَّرَ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ كَانَ حَسَنًا **وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَشُرِطَ لَهَا شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ وُجُوْبًا وَاَدَاءً اِلَّا الْخُطْبَةَ** ـ اَفَادَ هٰذِهِ الْعِبَارَةُ اَنَّ صَلٰوةَ الْعِيْدِ وَاجِبَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَهُوَ الْاَصَحُّ ـ وَقَدْ قِيْلَ اِنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا فَاِنَّ مُحَمَّدًا رح قَالَ عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْاَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِيْ فَرِيْضَةٌ فَاُجِيْبَ بِاَنَّ مُحَمَّدًا رح اِنَّمَا سَمَّاهَا سُنَّةً لِاَنَّ وُجُوْبَهَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : দুই ঈদের বিবরণ

ঈদুল ফিতরের দিন মুস্তাহাব হল, ঈদের নামাযের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা, মিসওয়াক করা, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করা। আর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে এবং ঈদগাহের দিকে গমন করবে এমতাবস্থায় যে, পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে না । গ্রন্থকার উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলাকে নফী (অপনোদন) করেছেন। তাই কেউ যদি অনুচ্চঃস্বরে তাকবীর বলে, তবে তা উত্তম হবে। আর ঈদের নামাযের আগে নফল নামায পড়বে না। ওয়াজিব হওয়ার এবং আদায় হওয়ার দিক থেকে জুমু'আর সকল শর্ত ঈদের নামাযের জন্যে শর্তারোপ করা হয়েছে খুতবা ব্যতীত। এই ইবারত এ কথার ফায়দা দিচ্ছে যে, ঈদের নামায ওয়াজিব। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। এমনও বলা হয়েছে যে, আমাদের হানাফী আলিমগণের মতে ঈদের নামায সুন্নত, কারণ ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছেন একই দিনে দুই ঈদ একত্রিত হয়েছে। প্রথমটি সুন্নত আর দ্বিতীয়টি ওয়াজিব। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, তিনি এটাকে সুন্নত বলেছেন এজন্য যে, এটা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هِيَ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ؟

প্রঃ ঈদ ও জুমু'আর নামাযের সামঞ্জস্যতা বর্ণনা কর।

উত্তর : ঈদের নামায ও জুমু'আর নামাযের মাঝে সামঞ্জস্য হল জুমু'আর নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযও দুই রাকাত। জুমু'আর নামায দুই রাকাত ও উচ্চস্বরে কেরাত পড়তে হয়। তদ্রূপ ঈদের নামায দুই রাক'আত ও উচ্চস্বরে কিরাত পড়তে হয়।

জুমু'আর নামাযে খুৎবা আছে ও ঈদের নামাযেও খুৎবা আছে। এ ছাড়া জুমু'আও মুসলমানদের ঈদ। প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। আর ঈদ বছরে দুইবার আসে। এজন্য সাপ্তাহিক ঈদকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বাৎসরিক ঈদের আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ سُنَنَ يَوْمِ الْعِيْدِ

প্রশ্ন : ঈদের দিনের সুন্নতগুলো লিখ

উত্তর : ১। ঈদের নামাযের পূর্বে কোন কিছু খাওয়া এটি ঈদুল ফিতরের সাথে আসে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।

২। মিসওয়াক করা। এটি প্রত্যেক ওযুর সময় সুন্নত।

৩। গোসল করা। হাদীস শরীফে আছে নবী করীম সা. দুই ঈদের নামাযেই গোসল করেছেন।

৪। সুগন্ধি লাগানো। সিহাহ সিত্তার অনেক হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে।

৫। উত্তম ও সুন্দর পোষাক পরিধান করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি ইয়ামানী চাদর ছিল তিনি ঈদের দিন সেটি পরতেন।

৬। ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা

قَوْلُهٗ : وَيَخْرُجُ اِلَى الْمُصَلّٰى

اَلسُّوَالُ : مَا لْمُرَادُ بِالْمُصَلّٰى؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : مُصَلّٰى দ্বারা উদ্দেশ্য কি ? বর্ণনা কর।

উত্তর : এখানে مُصَلّٰى দ্বারা ঈদগাহ উদ্দেশ্য। সাধারণত এটি শহরের বাহিরে খোলা ময়দানে হয় সেখানে দুই ঈদের নামায আদায় করা হয়। যদি জামে মসজিদের বড় জায়গা থাকে তবুও ঈদগাহের দিকে যাওয়া সুন্নত। ওজর ছাড়া মসজিদে ঈদের নামায আদায় করা সুন্নতের পরিপন্থি। ইদগাহের দিকে যাওয়াকে অনেকে মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এটি ভুল। কেউ কেউ আরো আগে বেড়ে যাওয়া ওয়াজিব বলেন। এটিও ভুল। বিশুদ্ধ অভিমত হল এটি মুয়াককাদাহ।

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَا حُكْمُ التَّكْبِيْرِ

প্রশ্ন : তাকবীরের বিধান কি? বর্ণনা কর।

উত্তর : ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর বলবে। ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে ঈদুল ফিতরে তাকবীর নেই। কেবল ঈদুল আযহাতে তাকবীর বলবে। সাহেবাঈনের মতে দুনো ঈদে তাকবীর রয়েছে। তবে ঈদুল আযহায় জোরে তাকবীর বলা সুন্নত। তাই ঈদুল ফিতরকে ঈদুল আযহার উপর কিয়াস সহীহ হবে না।

شُرِطَ لَهَا شُرُوْطًا لْجُمُعَةِ وُجُوْبًا الخ : মুসান্নিফ রহ. উক্ত ইবারত দ্বারা বলছে। জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে। সেগুলোই ঈদের নামায ওয়াজীব হওয়ার শর্তরূপে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ : "عِيْدَانِ اِجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ"

اَلسُّوَالُ : مَا تَحْقِيْقُ الشَّارِحِ فِيْهِ ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : দুই ঈদের নামজ একত্রিত হলে কি করণীয়? শারেহ রহ. এর অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অর্থাৎ একই দিনে যদি দুই ঈদের নামায জমা হয়ে যায়, তাহ লে প্রথমটি সুন্নত আর দ্বিতীয়টি ফরয। একদিনে দুই ঈদের নামায একত্রিত হওয়ার হুকুম হল, জুমু'আর দিন ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতর জমা হওয়া। তখন প্রথমটি তথা ঈদের নামায সুন্নাত আর দ্বিতীয়টি তথা জুমু'আর নামায ফরজ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈদের নামায সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উত্তর শারেহ রহ. এভাবে দিয়েছেন যে, যেহেতু ঈদের وُجُوْب সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত, তাই একে সুন্নাত বলে দিয়েছেন। যে জিনিস অন্য কোন জিনিসের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তা হলে একে তার নীচে বলা হয়। যেমন– مُسَبَّبْ কে مُسَبَّبْ এবং مَدْلُوْل কে دَلَالَتْ বলা হয়। অনুরূপ এখানেও বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَوَقْتُهَا مِنْ اِرْتِفَاعِ ذُكَاءٍ اِلٰى زَوَالِهَا وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ لِلْاِحْرَامِ وَيُثْنِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلٰثًا وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا وَفِى الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلٰثًا وَاُخْرٰى لِلرُّكُوْعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الزَّوَائِدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيْهِمَا اَحْكَامَ الْفِطْرَةِ ـ وَمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِ اَىْ اِنْ صَلَّى الْاِمَامُ لَمْ يُصَلِّ رَجُلٌ مَعَهٗ لَا يَقْضِىْ **وَيُصَلِّىْ غَدًا بِعُذْرٍ لَابَعْدَهٗ وَالْاَضْحٰى كَالْفِطْرِ اَحْكَامًا لٰكِنَّ هٰهُنَا نُدِبَ الْاِمْسَاكُ اِلٰى اَنْ يُّصَلِّىَ وَلَا يُكْرَهُ الْاَكْلُ قَبْلَهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَيُكَبِّرُ جَهْرًا فِى الطَّرِيْقِ وَيُعَلِّمُ فِى الْخُطْبَةِ تَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ وَالْاُضْحِيَةَ وَيُصَلِّىْ بِعُذْرٍ اَوْ بِغَيْرِهٖ اَيَّامَهَا لَا بَعْدَهَا وَالْاِجْتِمَاعُ يَوْمَ عَرَفَةَ تَشَبُّهًا بِالْوَاقِفِيْنَ لَيْسَ بِشَيْءٍ** اَىْ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُعْتَبَرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ فَاِنَّ الْوُقُوْفَ فِىْ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ عَرَفَاتٌ قَدْ عُرِفَ قُرْبَةً اَمَّا فِىْ غَيْرِهَا فَلَا ـ

সহজ তরজমা

ঈদের নামাযের সময় হল সূর্য ওপরে ওঠে আসা থেকে সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত। ইমাম তাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করবেন। তাহরীমার জন্যে তাকবীর বলে ছানা পড়বেন। তারপর তিন তকবীর বলবেন এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। এরপর তিন তাকবীর বলে রূকু করবেন। আর দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতের মাধ্যমে শুরু করবেন। অতঃপর তাকবীর বলবেন এবং রুকুর জন্যে আরেকটি তাকবীর বলবেন। আর অতিরিক্ত তাকবীরসমূহে উভয় হাত উত্তোলন করবেন এবং নামাযের পর দুই খুতবা পাঠ করবেন। উভয়টিতে সাদাকাতুল ফিতর এর আহকাম শিক্ষা দেবেন। যে ব্যক্তির ইমামের সাথে ঈদের নামায ছুটে গেছে, সে কাযা পড়বে না। অর্থাৎ যদি ইমাম নামায আদায় করে থাকেন এবং কোন ব্যক্তি তার সাথে নামায পড়েনি, তবে সে কাযা পড়বে না। ওযরবশত আগামীকাল নামায আদায় করবে, এরপর আর পড়বে না। ঈদুল আযহার বিধানাবলী ঈদুল ফিতরের মতো, তবে এতে নামায পড়ার পূর্ব পর্যন্ত খাবার থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব এবং নামাযের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা মাকরূহ নয়। আর এটাই পছন্দনীয় মত। রাস্তায় উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলবে। খুতবার মধ্যে তাকবীরে তাশরীক এবং কুরবানী (এর আহকাম) শিক্ষা দেবেন। ওযরবশত' কিংবা বিনা ওযরে কুরবানীর দিনগুলোতে নামায আদায় করবে, এরপর আদায় করবে না।

আর (আরাফা মাঠে) অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফার দিনে কোন স্থানে সমবেত হওয়া, এর কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ এটা এমন কোন গ্রহণীয় বস্তু নয়, যার সাথে ছওয়াব সম্পৃক্ত রয়েছে। কেননা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা আর তা হল আরাফাতের মাঠ, এটা ইবাদতরূপে বিবেচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র ইবাদত হবে না।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هِىَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِصَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ,مَا وَقْتُهُمَا؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি ও সময় বর্ণনা কর।

উত্তর : অন্যান্য নামাযের ন্যায় প্রথমে এই নিয়ত করবে যে, আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামায আদায় করছি– "আল্লাহ আকবার"। অতঃপর ছানা পড়বে। তারপর তিনটি তাকবীর বলবে। প্রত্যেকে তাকবীরের সময় হাত উঠাবে; কিন্তু হাত বাঁধবে না বরং ছেড়ে দিবে। যখন তৃতীয় তাকবীর বলবে, তখন হাত বাঁধবে এবং কেরাত পড়বে। প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর অন্য কোন সূরা পড়বে, অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। অন্যান্য নামাযের মতো প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করবে। এতেও অন্যান্য নামাযের মতো প্রথমে সূরা ফাতিহা বলবে এতেও হাত উঠাবে, কিন্তু বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবীরের সময় রুকুতে যাবে। এবং প্রথম রাকাতের মতো শেষ করবে। অতঃপর খুৎবা দিবে।

قَوْلُهُ يُصَلِّىْ غَدًا بِعُذْرٍ لَابَعْدَهُ

اَلسُّوَالُ : إِذَا فَاتَتْ جَمَاعَةُ الْعِيْدَيْنِ فَمَاذَا حُكْمُهُ ؟

প্রশ্ন : ঈদের জামা'আত ছুটে গেলে তা কাযা করার বিধান কি?

উত্তর : যদি কোন ওযরবশত ঈদুল ফিতরের দিন নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আগামী দিন ঈদের নামায আদায় করবে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রামাযান মাসের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হল না বিধায় লোকেরা ত্রিশ তারিখেও রোযা রাখল এরপর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর একজন অশ্বারোহী এসে গত রাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাক্ষ্য কবুল করলেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা ভঙ্গ করে আগামী দিন ঈদগাহে গমনের নির্দেশ দিলেন, তবে যদি আগামী দিনও নামায আদায় সম্ভব না হয়, তা হলে এরপর তা পড়বে না। কেননা কিয়াসের দাবী হল জুমু'আর ন্যায় ঈদের নামাযও কাযা না করা। তবে দ্বিতীয় দিনে কাযা করার ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসের কারণে কিয়াসকে পরিহার করা হয়েছে আর তৃতীয় দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার কোন প্রমাণ নেই।

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত

জুমু'আ ও ঈদের নামাযের পার্থক্য সমূহের একটি হল জুমু'আর ওয়াক্ত শুরু দ্বি প্রহরের পর থেকে ঈদের ওয়াক্ত শুরু সূর্যোদয়ের পর থেকে। ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। উল্লেখ্য, দুই ঈদের নামাযে আযান ও ইক্বামত নেই।

www.pathagar.com

وَتَجِبُ تَكْبِيرَاتُ التَّشْرِيقِ وَهُوَ قَوْلُهُ "اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ" مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ عَقِيبَ كُلِّ فَرْضٍ اُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ اِحْتِرَازٌ عَنْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى الْمُقِيمِ بِالْمِصْرِ وَمُقْتَدِيَةٍ بِرَجُلٍ وَمُسَافِرٍ مُقْتَدٍ بِمُقِيمٍ اِلَى عَصْرِ الْعِيدِ وَقَالَا اِلَى عَصْرِ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَبِهِ يُعْمَلُ وَلَا يَدَعُهُ الْمُؤْتَمُّ وَلَوْ تَرَكَ اِمَامُهُ ـ

সহজ তরজমা

এবং তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব, আর তা হল–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আরাফার দিনের ফজরের নামায থেকে জামাআতে আদায়কৃত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা মুস্তাহাব। بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ কয়েদ দ্বারা এককভাবে স্ত্রীলোকদের জামা'আত বের হয়ে গেছে। শহরে অবস্থানকারী ব্যক্তির উপর এবং যে স্ত্রীলোক কোন পুরুষের ইকতিদা করে। আর যে মুসাফির কোন মুকীমের ইকতিদা করে (তাদের উপর ওয়াজিব) ঈদের দিনের আছর পর্যন্ত। সাহেবাইন বলেন যে, আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন আছরের নামায পর্যন্ত। এর উপরই আমল করা হয়। মুকতাদী তাকবীর তরক করবে না যদিও তার ইমাম তা তরক করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا هِيَ اَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟ بَيِّنْ مَعَ حُكْمِهَا مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : اَيَّام تَشْرِيق কি তার হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর

উত্তর : জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট এই পাঁচ দিনকে اَيَّام تَشْرِيق বলা হয়। تَشْرِيق শব্দটি شَرق اللَّحم থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হল রৌদ্রে গোশত শুকানো ।যেহেতু আরবের লোকেরা এই দিনগুলোতে গোশত শুকাত, তাই একে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। আরেক বর্ণনা মতে তাশরীক অর্থ হল উচ্চস্বরে (আওয়াজ) তাকবীর বলা।

তাকবীরে তাশরীকের হুকুম : ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। তবে অনেকেই সুন্নাত বলেছেন। তবে এটা ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর স্থায়ীভাবে আমল করেছেন।

তাকবীরে তাশরীক এর শব্দাবলী : তাকবীরে তাশরীকের শব্দ হচ্ছে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ রাসূল সা. থেকে এমন اَلْفَاظ প্রমাণিত আছে।

وَقْتُ التَّشْرِيقِ এর সময় : রাসূলুল্লাহ সা. জিলহজ্ব মাসের নবম তারিখের ফজরের নামায থেকে শুরু করে তাশরীক দিবস ১৩ তারিখের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর উল্লেখিত শব্দে তাকবীর বলতেন– যা অধিকাংশ সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

وَلَا يَدَعُهُ الْمُؤْتَمُّ الخ : যদি ইমাম ভুলে কিংবা স্বেচ্ছায় তাকবীর ছেড়ে দেয়, তবে মুক্তাদি তা ছাড়বে না; বরং তারা তাকবীর বলবে, যেন ইমামের স্মরণ হয় এবং তিনিও তা পড়েন।

www.pathagar.com

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

اِذَا اشْتَدَّ خَوْفُ عَدُوٍّ جَعَلَ الْاِمَامُ اُمَّةً نَحْوَ الْعَدُوِّ وَصَلّٰى بِاُخْرٰى رَكْعَةً اِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَرَكْعَتَيْنِ اِنْ كَانَ مُقِيْمًا وَمَضَتْ هٰذِهِ اِلَيْهِ اَىْ اِلَى الْعَدُوِّ **وَجَاءَتْ تِلْكَ وَصَلّٰى بِهِمْ مَابَقِىَ وَسَلَّمَ وَحْدَهٗ وَذَهَبَتْ اِلَيْهِ** اَىْ ذَهَبَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ اِلَى الْعَدُوِّ **وَجَائَتِ الْاُوْلٰى وَاَتَمَّتْ بِلَاقِرَاءَةٍ ثُمَّ الْاُخْرٰى بِقِرَاءَةٍ وَفِى الْمَغْرِبِ يُصَلِّىْ بِالْاُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالْاُخْرٰى رَكْعَةً** ـ اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْفَجْرَ لٰكِنَّهٗ يُفْهَمُ حُكْمُهٗ مِنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ فَالْعِبَارَةُ الْحَسَنَةُ مَا حَرَّرْتُ فِى الْمُخْتَصَرِ ـ وَهُوَ قَوْلُهٗ صَلّٰى بِاُخْرٰى رَكْعَةً فِى الثُّنَائِىِّ وَرَكْعَتَيْنِ فِىْ غَيْرِهٖ فَالثُّنَائِىُّ يَتَنَاوَلُ الْفَجْرَ وَظُهْرَ الْمُسَافِرِ وَعَصْرَهٗ وَعِشَاءَهٗ وَغَيْرُ الثُّنَائِىِّ يَتَنَاوَلُ الثُّلَاثِىَّ اَىِ الْمَغْرِبَ وَظُهْرَ الْمُقِيْمِ وَعَصْرَهٗ وَعِشَاءَهٗ **وَاِنْ زَادَا الْخَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَانًا فُرَادٰى بِاِيْمَاءٍ اِلٰى مَا شَاءُوْا اِنْ عَجَزُوْا عَنِ التَّوَجُّهِ وَيُفْسِدُهَا الْقِتَالُ وَالْمَشْىُ وَالرُّكُوْبُ** ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : ভয়কালীন নামায

যখন শত্রুর ভয় তীব্র হবে, তখন ইমাম একদলকে শত্রুর দিকে রাখবেন এবং আরেক দলকে নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করবেন যদি তিনি মুসাফির হন। আর দুই রাকআত আদায় করবেন যদি তিনি মুকীম হন। এরপর এই দলটি শত্রুর দিকে চলে যাবে এবং ঐ দলটি চলে আসবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করবেন এবং একা সালাম ফিরাবেন। অতঃপর এই দলটি শত্রুর দিকে চলে যাবে এবং প্রথম দলটি চলে আসবে ও কিরাত ছাড়া নামায সম্পন্ন করবে। তারপর দ্বিতীয় দলটি কিরাতসহ নামায পূর্ণ করবে। মাগরিবের নামাযে ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে দুই রাকআত, আর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করবেন।

জেনে রাখো যে, গ্রন্থকার ফজরের কথা উল্লেখ করেননি, তবে এর হুকুম মুসাফিরের হুকুম থেকে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং সুন্দর ইবারত হল সেটাই যা আমি মুখতাসার বেকায়ায় লিপিবদ্ধ করেছি। আর তা হল, صَلّٰى بِاُخْرٰى رَكْعَةً فِى الثُّنَائِىِّ وَرَكْعَتَيْنِ فِىْ غَيْرِهٖ অর্থাৎ ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে এক রাকআত আদায় করবেন। আর এছাড়া অন্য নামাযে দুই রাকআত আদায় করবেন। সুতরাং সুনাঈ (দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায) ফজরকে এবং মুসাফিরের যুহর, তার আছর ও তার ইশাকে শামিল করবে। আর গায়বে সুনাঈ তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায অর্থাৎ মাগরিবকে এবং মুকীমের যোহর, তার আসর ও তার ইশাকে অন্তর্ভূক্ত করবে। **ভয় যদি আরো বেড়ে যায়, তা হলে তারা আরোহণ অবস্থায় একা একা ইশারার মাধ্যমে নামায পড়বে। যদি তারা কিবলামুখী হতে অক্ষম হয়, তবে যে দিকে ইচ্ছা করে সেদিকেই (নামায পড়বে)। যুদ্ধ করা, হাটা -চলা এবং আরোহণ করা নামাযকে ফাসিদ করে দেয়।**

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : صَلٰوةُ الْخَوْفِ এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ কর।

উত্তর : শত্রুর আক্রমণের ভয়ের কারণে যে নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল খাওফ বলা হয়। যাতুর রিকা নামক যুদ্ধে এ বিধান অবতীর্ণ হয়। আমাদের অধিকাংশ আসহাবের নিকটে এ নামায পড়ার জন্য শত্রুর তীব্র ভয় হওয়া শর্ত নয়,বরং শত্রু মুখোমুখী অবস্থান করলেই তার বৈধতা প্রমাণিত হবে।

নামায পড়ার পদ্ধতি : ইমাম মানুষদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। আর অপর দলকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর এইদল শত্রুর মুখোমুখী চলে যাবে। দ্বিতীয় দল আসার পর তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত পড়াবেন। ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর তারা চলে যাবে। ও দ্বিতিয় দল এসে বাকী নামায কেরাত ছাড়া আদায় করবে। কারণ, তারা হল লাহিক আর লাহিকের জন্য কেরাত নেই। তারপর আসবে অপর দল ও তারা কিরাতসহ নামায আদায় করবে। কেননা তারা মাসবূক আর মাসবুকের জন্য কিরাত পড়া ওয়াজিব। এ নিয়ম সফরের সালাতের নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَوْلُهٗ : وَاَتَمَّتْ بِلَا قِرَاءَةٍ الخ : বাকি নামায পূর্ণ করার মাঝে তাদের কেরাত পড়তে হবে না। কারণ, এ প্রথম দল لاحق। কারণ, তারা নামাযের প্রথম অংশ পেয়েছে। তাই তারা কেরাত ব্যতীত নামায পূর্ণ করবে। যেরূপ লাহেকের হুকুম। দ্বিতীয় দল এর পরিপন্থী। কারণ, তারা নামাযের শেষ অংশ পেয়েছে। তাই সে হবে মাসবূক। আর মাসবূক ব্যক্তি তার ছুটে যাওয়া নামাযে কেরাত পড়ে।

قَوْلُهٗ : ثُمَّ الْاُخْرٰى بِقِرَاءَةٍ الخ : এতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথম দলের পরে দ্বিতীয় দল আদায় করবে। আর যদি প্রত্যেক জামাত একসঙ্গে আদায় করে তবুও তা জায়েয। আর তা মুতলাক (مُطْلَقْ) রাখার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় দলের ইচ্ছা–তারা ইচ্ছা করলে এখানে ফিরে এসে সেখানে থেকেই নামাযকে শেষ করে ফেলতে পারে কিংবা এখানে আসতেও পারে। তবে সেখানে শেষ করে ফেলাই উত্তম। কেননা এতে হরকত (حَرَكَتْ) কম হয়।

www.pathagar.com

بَابُ الْجَنَائِزِ

سُنَّ لِلْمُحْتَضَرِ اَنْ يُّوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَاخْتِيْرَ الْاِسْتِلْقَاءُ وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ فَاِنْ مَاتَ يُشَدُّ لِحْيَاهُ وَيُغَمَّضُ عَيْنَاهُ وَيُجَمَّرُ تَخْتُهٗ وَكَفَنُهٗ وِتْرًا وَيُوْضَعُ عَلَى التَّخْتِ وَيُجَرَّدُ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهٗ وَيُوَضَّأُ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح وَيُفَاضُ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلًى بِسِدْرٍ اَوْحُرُضٍ وَاِلَّا فَالْقُرَاحُ اَىْ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ وَيُغْسَلُ رَاْسُهٗ وَلِحْيَتُهٗ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجَعُ عَلٰى يَسَارِهٖ وَيُغْسَلُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ اِلَى التَّخْتِ ثُمَّ عَلٰى يَمِيْنِهٖ كَذَالِكَ وَاِنَّمَا قُدِّمَ الْاِضْجَاعُ عَلَى الْيَسَارِ لِتَكُوْنَ الْبِدَايَةُ فِى الْغُسْلِ بِجَانِبِ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُجْلَسُ مُسْتَنِدًا وَيُمْسَحُ بَطْنُهٗ بِرِفْقٍ وَمَا خَرَجَ يُغْسَلُ وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهٗ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهٗ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهٗ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : জানাযা

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্যে সুন্নত হল এই যে, তাকে ডান- পার্শ্বের উপর কিবলা দিকে ফেরাতে হবে। চীত করে শোয়ানোকে এখতিয়ার করা হয়েছে। শাহাদাতের তালকীন করতে হবে। যদি মারা যায়, তা হলে তার চোয়ালদ্বয় বেঁধে দিতে হবে এবং তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিতে হবে। তার তখ্ত এবং কাফনে বিজোড় সংখ্যক সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া দেওয়া হবে। লাশকে খাটিয়ার উপর দেখে শরীরকে কাপড় মুক্ত করতে হবে। আর যে অঙ্গে কাপড় বৃত্ত রাখতে হয়, তা আবৃত্ত করে রাখতে হবে। কুলি কারানো এবং নাকে পানি দেওয়া ছাড়া ওযূ করাতে হবে। এতে ইমাম শাফয়ী রহ.-এর দ্বিমত রয়েছে। আর লাশের উপর বরই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা গরমকৃত পানি ঢালতে হবে। অন্যাথায় পরিষ্কার পানি দ্বারা। অর্থাৎ যদি বরই পাতা কিংবা উশনান না থাকে, তা হলে পরিষ্কার পানি দ্বারা গোসল দিতে হবে। মৃত ব্যক্তির মাথা এবং দাঁড়ি খিত্মী দ্বারা ধুঁতে হবে। অতঃপর বাম পার্শ্ব করে শোয়াতে হবে এবং গোসল করাতে হবে এমনভাবে যে, পানি নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ডান পার্শ্ব করেও তদ্রূপ করতে হবে। বাম পার্শ্ব করে শোয়ানোকে আগে রাখা হয়েছে, যাতে করে গোসলের প্রারম্ভটা হয় তার ডান দিকে থেকে।

অতঃপর ঠেস লাগিয়ে বসাতে হবে এবং তার পেটকে হালকা করে মুছে দিতে হবে, আর যা বের হবে তা ধুয়ে নিতে হবে। পুনর্বার গোসল করাতে হবে না। এরপর কাপড় দিয়ে তার শরীরকে শুকিয়ে নিতে হবে। মায়্যেতের নখ কাটতে হবে না এবং তার চুলও চিরুনী করতে হবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْجَنَائِزَ ثُمَّ اذْكُرْ مَا يُسَنُّ لِلْمُحْتَضَرِ

প্রশ্ন : জানাযার পরিচয় পূর্বক মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির জন্য করণীয় সুন্নত বর্ণনা কর।

উত্তর : جَنَائِز এটি جَنَازَة এর বহুবচন جَنَازَة এর جِيم এ যবর পড়লে অর্থ হবে মায়্যেত তথা মৃত ব্যক্তি। আর (জিমে) جِيم যের পড়লে অর্থ হবে চার পায়া, খাটিয়া যাতে মাইয়্যেত রাখা হয়।

سُنَّ لِمُحْتَضَرٍ : মৃত্যুকালীন করণীয় সময়ে সুন্নতঃ

মৃত্যুর পথের যাত্রীকে প্রথমে ডান দিক করে কিবলার দিকে মুখ করে শুইয়ে দেওয়া সুন্নত। তবে মুতাআখ-খীরিন চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পা এবং চেহারাকে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াকে উত্তম মনে করেন। কালিমায়ে শাহাদাত এর তালকীন করা সুন্নত। তালকীন বলা হয় মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে বারবার কালিমা ইত্যাদি পাঠ করাকে।

মৃত্যুর পর করণীয় : মৃত্যুর সাথে সাথে মায়্যিতের মুখ এবং চক্ষু বন্ধ করে দেওয়া সুন্নত। এতে করে আকৃতি বিকৃতি হবে না।

اَلسُّوَالُ : مَا هِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْنُوْنَةُ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا بَعْدَهُ؟

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার তরীকা কি ও গোসল দেওয়ার পরবর্তী করণীয় বর্ণনা কর।

উত্তর : গোসল দেওয়ার তরীকা

১। লাশ চৌকী ইত্যাদিতে রাখা ২। যে সব অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, সে সব অঙ্গ বাদে অন্য অঙ্গ থেকে কাপড় খুলে নেওয়া। ৩। কুলি করানো এবং নাকে পানি দেওয়া ছাড়া অজু করানো। তবে মাইয়্যেতের মৃত্যুর আগে যদি তার উপর গোসল ফরজ হয়ে থাকে, তা হলে কুলি করানো ও নাকে পানি দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সর্বাবস্থায় কুলি ও নাকে পানি দিতে হবে।

৪। প্রথমে মায়্যেতের মাথা ও দাঁড়িতে খিতমী দ্বারা ধুঁইয়ে দিতে হবে।

৫। অতঃপর বরই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা গরম করা পানি, সম্ভব না হলে পরিষ্কার পানি দ্বারা মায়্যিতের শরীর ভালো করে ধুতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন মায়্যিতের শরীর তিন বার তিন ধরনের পানি দ্বারা ধৌত করা।

(ক) শুধু গরম পানি দ্বারা (খ) বরই পাতা দিয়ে গরম পানি দ্বারা (গ) কর্পুর মিশ্রিত পানি দ্বারা; আবার কেউ বলেছেন প্রথম দুইবার বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি দ্বারা। এবং তৃতীয় বার কর্পুর মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেওয়া উত্তম।

(৬) বাম পার্শ্ব করে শুইয়ে প্রথমে ডান পার্শ্ব ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। অতঃপর ডান পার্শ্ব করে শুইয়ে বাম পার্শ্ব ভালভাবে ধুতে হবে।

৭। অতঃপর মায়্যেতকে বসিয়ে মৃদুভাবে পেটে চাপ দিতে হবে। যদি কোন নাপাক বের হয় তাহলে তা ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয় বার পূর্ণ গোসল করাতে হবে না।

গোসলের পর করণীয়

গোসলের পর মায়্যেতের শরীর কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। (২) মায়্যেতের দাঁড়ি এবং মাথায় সুগন্ধি লাগানো। (৩) মায়্যেতের নামাযের সাজদার সময় যে সব অঙ্গ মাটিতে স্পর্শ হয় সে সব অঙ্গে কার্পুর লাগানো। মায়্যেতের নখ কাটা এবং চিরুনী করার বিধান নেই। তবে শাফেয়ী রহ. এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

www.pathagar.com

وَيُجْعَلُ الْحَنُوْطُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ وَالْكَافُوْرُ عَلٰى مَسَاجِدِهٖ وَسُنَّةُ الْكَفْنِ لَهٗ اِزَارٌ وَقَمِيْصٌ وَلِفَافَةٌ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ الْعِمَامَةَ وَلَهَا دِرْعٌ وَاِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَكِفَايَتُهٗ لَهٗ اِزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ اَلثَّوْبَانِ اللِّفَافَةُ وَالْاِزَارُ وَتُبْسَطُ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْاِزَارُ عَلَيْهَا ـ ثُمَّ يُقَمَّصُ وَيُوْضَعُ عَلَى الْاِزَارِ ثُمَّ يُلَفُّ يَسَارُ اِزَارِهٖ ثُمَّ يَمِيْنُهٗ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذٰلِكَ وَهِيَ تُلْبَسُ الدِّرْعَ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلٰى صَدْرِهَا فَوْقَهٗ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهٗ ثُمَّ الْاِزَارُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُعْقَدُ الْكَفْنُ اِنْ خِيْفَ اِنْتِشَارُهٗ ـ

وَصَلَاتُهٗ فَرْضُ كِفَايَةٍ اَيْ اِنْ اَدَّى الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ اَحَدٌ يَأْثَمُ الْجَمِيْعُ وَهِيَ اَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح وَيُثْنِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ وَلَاقِرَاءَةَ فِيْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رح وَلَا تَشَهُّدَ وَيَقُوْلُ فِي الصَّبِيِّ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا اَيْ اَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا وَاَصْلُ الْفَارِطِ وَالْفَرْطِ فِيْمَنْ يَتَقَدَّمُ الْوَارِدَةَ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ اَلْمُشَفَّعُ الَّذِيْ يُعْطٰى لَهُ الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ لِلْبَالِغِيْنَ هٰذَا "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ" ـ اِنَّمَا قَالَ فِي الْاَوَّلِ الْاِسْلَامُ وَفِي الثَّانِيْ اَلْاِيْمَانُ لِاَنَّ الْاِسْلَامَ وَالْاِيْمَانَ وَاِنْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فَالْاِسْلَامُ يُنْبِئُ عَنِ الْاِنْقِيَادِ فَكَاَنَّهٗ دُعَاءٌ فِيْ حَالِ الْحَيٰوةِ بِالْاِيْمَانِ وَالْاِنْقِيَادِ وَاَمَّا عِنْدَ الْوَفَاةِ فَقَدْ دُعِيَ بِالتَّوَفِّيْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ وَاَمَّا الْاِنْقِيَادُ وَهُوَ الْعَمَلُ فَغَيْرُ مَوْجُوْدٍ فِيْ حَالِ الْوَفَاةِ وَبَعْدَهٗ ـ

সহজ তরজমা

মায়্যেতের মাথায় এবং দাঁড়িতে সুগন্ধি লাগাতে হবে। আর সাজদার স্থানে কর্পূর লাগাতে হবে। পুরুষের জন্যে সুন্নত কাফন হল, ইযার, জামা ও লিফাফা (চাদর)। মুতাআখখিরীন পাগড়িকে উত্তম মনে করেন। মহিলার জন্যে জামা, ইযার, ওড়না, লিফাফা এবং খিরকা যা দ্বারা তার স্তনদ্বয় বাঁধতে হবে। পুরুষের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ কাফন হল ইযার এবং লিফাফা এবং মহিলার জন্যে দু'কাপড় এবং ওড়না। দু'কাপড় হল লিফাফা এবং ইযার। প্রথমে লিফাফা বিছাতে হবে, অতঃপর তার উপর

www.pathagar.com

ইযার। এরপর মায়্যেতকে জামা পরাতে হবে এবং ইযারের উপর রাখতে হবে। অতঃপর ইযারের বাম দিক গুটাতে হবে, এরপর ডান দিক । অতঃপর লিফাফাকেও তদ্রূপ গুটাতে হবে। মহিলাকে প্রথমে জামা পরাতে হবে এবং তার মাথার চুলকে দু'ভাগ করে তার সীনার উপরে জামার উপর রাখবে। অতঃপর ওড়নাকে জামার উপর, এরপর ইযারকে লিফাফার নীচে রাখতে হবে। যদি কাফন খুলে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে তাতে গিরা লাগাতে হবে।

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ যদি কতিপয় লোক আদায় করে, তা হলে বাকীদের থেকে রহিত হয়ে যায়। যদি কেউ আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। জানাযার নামায এই যে, তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত উঠাবে, এরপর আর হাত ওঠাবে না। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে।

ছানা পড়বে এরপর তাকবীর বলবে এবং রাসূল সা. এর প্রতি দরূদ পড়বে। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং দু'আ পড়বে। এরপর তাকবীর বলবে এবং সালাম ফেরাবে। জানাযার নামাযে কিরাত নেই। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। তাশাহহুদ নেই। নাবালেগ ছেলের ক্ষেত্রে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দোয়া বলবে -

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

فَرَط এর অর্থ এমন পুণ্য যা আমাদের পূর্বে আখেরাতে যাচ্ছে। মূলে فَارِط এবং فَرَط ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে কাফেলার আগে চলে। যেমনটি মুগ্বারব নামক গ্রন্থে রয়েছে। اَلْشَفْع সুপারিশের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আর প্রাপ্ত বয়স্করেদ জন্যে দুআ হল-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

প্রথমে ইসলাম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমান এজন্যে বলেছেন যে, ইসলাম এবং ঈমান যদিও এক, কিন্তু ইসলাম আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং সে যেন জীবদ্দশায় ঈমান এবং আনুগত্যের জন্যে দু'আ করেছে। আর মৃত্যুর সময় ঈমানের সাথে মওত হওয়ার জন্যে দু'আ করা হয়েছে। ঈমান হল অন্তরের বিশ্বাস এবং যবানের স্বীকারোক্তী। আর ইনকিয়াদ (আনুগত্য) হল আমল যা মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর অনুপস্থিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ سُنَّةَ الْكَفْنِ وَكِفَايَتَهٗ لِلرِّجَالِ وَالْمَرْاَةِ ثُمَّ بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ تَكْفِيْنِهِمَا

প্রশ্ন : কতটুকু পরিমাণ কাফন সুন্নত এবং কি পরিমাণ দ্বারা পুরুষ ও মহিলার জন্য সেটা যথেষ্ট হবে লিখ। অতঃপর উভয়ের কাফনের পদ্ধতি লিখ।

উত্তর : কাফনের সুন্নত : পুরুষের জন্য সুন্নত পরিমাণ কাফন হল তিনটি। যথা : (১) اِزَار (ইযার) (২) قَمِيْص (কুর্তা) (৩) لِفَافَة (চাদর)। তবে পুরুষের জন্য দুইটা দিয়ে কাফন দিলেও সহীহ হবে। আর তা হল (১) اِزَار (ইযার) (২) لِفَافَة (চাদর)। পরবর্তী উলামাগণ পাগড়ি বাঁধাকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন।

www.pathagar.com

মহিলাদের জন্য সুন্নত পরিমাণ কাফন হল ৫টি

(১) دِرْع (জামা) (২) إِزَار (ইযার) (৩) خِمَار (উড়না) (৪) لِفَافَة (চাদর) (৫) خِرْقَة (সেরবন্দ যার দ্বারা তার বুক বাঁধা হয়)

মহিলাদের যথেষ্ট পরিমাণ কাফন হল

১। إِزَار (ইযার) ২। لِفَافَة (চাদর) ৩। خِمَار (উড়না)

تُبْسَطُ اللِّفَافَةُ الخ

কাফন পরানোর তরীকা

পুরুষকে কাফন পরানোর তরীকা হল, প্রথমে লিফাফার উপর চাদর বিছিয়ে মায়্যেতকে জামা পরিয়ে এর উপর রাখতে হবে। অতঃপর চাদরের বাম দিক, এরপর ডানদিক এমনিভাবে লেফাফার বাম দিক, এরপর ডানদিক গুটিয়ে নিবে। যাতে করে ডান অংশ উপরে থাকে।

মহিলাকে কাফন পরানোর পদ্ধতি হল প্রথমে লিফাফা, এরপর চাদর বিছাতে হবে। অতঃপর জামা পরাতে হবে। এরপর মাথার চুল দু ভাগে ভাগ করে মাথাসহ চুল ওড়না দিয়ে গুটিয়ে যথাক্রমে ডান বা বাম দিক হতে ভাজ করে বুকের উপর রেখে দিবে। আর খিরকা রাখা চাদর এবং জামার মাঝে। অতঃপর যথা নিয়মে প্রথমে চাদরের বাম দিক এবং পরে ডান দিক এমনিভাবে লিফাফাকেও গুটিয়ে নিবে।

اَلسُّوَالُ : مَاحُكْمُ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ؟

প্রশ্ন : নামাযে জানাযার বিধান কি?

উত্তর : জানাযার নামায ফরজে কিফায়া। এমনিভাবে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো এবং দাফন করাও ফরজে কিফায়া। ফরজে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সকল মানুষের উপর ফরজ নয়। বরং কতিপয় লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তবে কেউ আদায় না করলে সকলেই গোনাহগার হবে।

জানাযার নামাযে কিরাতের বিধান নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান আছে।

www.pathagar.com

وَيَقُوْمُ الْمُصَلِّىْ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَالْاَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ السُّلْطَانُ ثُمَّ الْقَاضِىْ ثُمَّ اِمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلٰى تَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ وَلَابَاسَ بِاِذْنِهٖ فِى الْاِمَامَةِ فَاِنْ صَلّٰى غَيْرُهُمْ يُعِيْدُ الْوَلِيُّ اِنْ شَاءَ وَلَا يُصَلِّىْ غَيْرُهٗ بَعْدَهٗ وَمَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَدُفِنَ صُلِّيَ عَلٰى قَبْرِهٖ مَالَمْ يُظَنَّ اَنَّهٗ تَفَسَّخَ وَقَدْ قُدِّرَ بِثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَمْ تَجُزْ رَاكِبًا اِسْتِحْسَانًا ۔ اَلْاِسْتِحْسَانُ هُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِىْ يَكُوْنُ فِىْ مُقَابَلَةِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ الَّذِىْ يَسْبِقُ اِلَيْهِ الْاَفْهَامُ فَالْقِيَاسُ هٰهُنَا اَنْ يَجُوْزَ رَاكِبًا لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِصَلٰوةٍ لِعَدَمِ الْاَرْكَانِ بَلْ هُوَ دُعَاءٌ وَالْاِسْتِحْسَانُ اِنَّهَا صَلٰوةٌ مِنْ وَجْهٍ لِوُجُوْدِ التَّحْرِيْمَةِ فَلَايُتْرَكُ الْقِيَامُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اِحْتِيَاطًا ۔

সহজ তরজমা

মুসল্লী মায়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াবে। জানাযার ইমামতির জন্যে বাদশাহ বেশি হকদার। অতঃপর বিচারক, এরপর মহল্লার মসজিদের ইমাম। অতঃপর অভিভাবক নৈকট্যতার ধারাবহিকতায়। অভিভাবকের অনুমতিতে ইমামতিতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ায়, তা হলে অভিভাবক ইচ্ছে করলে নামায দোহ্‌রাতে পারবে। আভিভাবকের পরে অন্য কেউ নামায পড়াবে না। যে মায়্যেতের নামায পড়া ছাড়াই দাফন করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ বিকৃত হয়ে যাওয়ার ধারণা না হবে, তার কবরের উপর নামায পড়তে হবে। বিকৃত হয়ে যাওয়ার অনুমান তিন দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ইস্তিহসান সূক্ষ্ম কিয়াস হিসেবে আরোহণ অবস্থায় জানাযার নামায জায়েয নেই।

ইস্তিহসান হল ঐ দলীল যা কিয়াসে জলীর (প্রকাশ্য কিয়াসের) মুকাবেলায় হয় যার দিকে বিবেক ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে কিয়াস হল আরোহণ অবস্থায় নামায জয়েয। কারণ, জানাযার নামাযে রুকনসমূহ না থাকার কারণে নামায নয় বরং তা হল দুআ। আর ইস্তিহসান হল এ যে, জানাযার নামাযে তাকবীরে তাহরীমা থাকার কারণে এক হিসেবে নামায। সুতরাং ওযর ছাড়া সতর্কতা হিসেবে কিয়ামকে ছাড়া যাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَنْ اَحَقُّ بِاِمَامَةِ الْجَنَازَةِ

প্রশ্ন : নামাযে জানাযার ইমামতির অধিক হকদার কে?

উত্তর : জানাযার নামাযের বেশী হকদার হল বাদশাহ। বাদশাহ উপস্থিত না থাকলে বিচারক ইমাম হবেন। বিচারক না থাকলে মহল্লার মসজিদের ইমাম বেশী হক্বদার, তবে শর্ত হল এ ইমাম মায়্যেতের অভিভাবকের তুলনায় সামগ্রিকভাবে উত্তম হওয়া। অন্যথায় মায়্যেতের নিকটবর্তী আপনজনই হল বেশী হকদার।

www.pathagar.com

وَكُرِهَتْ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ اِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ خَارِجَهٗ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ، اِخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ رح بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهِةِ عِنْدَ الْبَعْضِ تَوَهُّمُ تَلْوِيْثِ الْمَسْجِدِ فَاِنْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَهٗ لَا تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ ـ وَعِنْدَ الْبَعْضِ اِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يُبْنٰى اِلَّا لِلصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ فَالْمَيِّتُ وَاِنْ كَانَ خَارِجًا تُكْرَهُ عِنْدَهُمْ اَيْضًا **وَمَنْ وُلِدَ فَمَاتَ سُمِّىَ وَغُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ اِنِ اسْتَهَلَّ وَاِلَّا اُدْرِجَ فِىْ خِرْقَةٍ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَغُسِلَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ** وَفِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَنَّهٗ لَا يُغْسَلُ لٰكِنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْاَوَّلُ **صَبِىٌّ سُبِىَ فَمَاتَ اِنْ سُبِىَ بِلَا اَحَدِ اَبَوَيْهِ اَوْمَعَ اَحَدِهِمَا فَاَسْلَمَ عَاقِلًا اَوْ اَحَدُهُمَا صُلِّىَ عَلَيْهِ** ـ فَاِنَّهٗ اِنْ سُبِىَ بِلَا اَحَدِ اَبَوَيْهِ يَكُوْنُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِلدَّارِ فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ سُبِىَ مَعَ اَحَدِ اَبَوَيْهِ فَحِيْنَئِذٍ لَا يَكُوْنُ تَبَعًا لِلدَّارِ فَاِنْ اَسْلَمَ هُوَ وَالْحَالُ اَنَّهٗ عَاقِلٌ فَاِسْلَامُهٗ صَحِيْحٌ فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِنْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا يَكُوْنُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِاَحَدِهِمَا فَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَاِلَّا فَلَا اَىْ اِنْ سُبِىَ مَعَ اَحَدِ اَبَوَيْهِ وَلَمْ يَسْلِمْ اَحَدٌ مِّنْ اَبَوَيْهِ وَلَا هُوَ عَاقِلٌ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ فَهٰذَا يَشْمُلُ مَاذَا لَمْ يُسْلِمْ اَصْلًا اَوْ اَسْلَمَ وَهُوَ غَيْرُ عَاقِلٍ ـ

সহজ তরজমা

জামা'আত হয় এমন মসজিদে জানাযা মাকরূহ। যদি মায়্যেত মসজিদের ভেতরে থাকে। আর যদি মসজিদের বাইরে থাকে তাহলে মাশায়েখগণ ইখতিলাফ করেছেন। মাশায়েখের মতপার্থক্যের ভিত্তি এ বিষয়ের উপর যে, কারো কারো মতে মসজিদ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার ধারণা হল মাকরূহ হওয়ার কারণ। সুতরাং মায়্যেত যদি মসজিদের বাইরে থাকে, তা হলে তাদের মতে মাকরূহ হবে না। আর কতকের মতে মাকরূহ হওয়ার কারণ হল, মসজিদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে নির্মাণ করা হয়। সুতরাং মায়্যেত যদিও মাসজিদের বাইরে থাকে, তা হলেও তাদের মতে মাকরূহ হবে।

যে সন্তান জন্মের পরই মারা যায়, তার নাম রাখতে হবে এবং তাকে গোসল দিতে হবে ও তার জানাযার নামায পড়তে হবে, যদি সে শব্দ করে থাকে। আর না হয় কাপড়ে প্রবেশ করাতে হবে, নামায পড়তে হবে না। তবে গোসল দিতে হবে। এ মতই পছন্দনীয়। আর প্রকাশ্য বর্ণনা এই যে, তাকে গোসল দিতে হবে না। কিন্তু প্রথম বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। **যে (কাফেরের) সন্তান কয়েদ-বন্দী করে আনা হয়েছে, অতঃপর মারা গেছে, যদি তার বাবা-মা ব্যতীত তাকে কয়েদ করা হয়, কিংবা দুজনের একজনসহ কয়েদ করা হয় এবং বুদ্ধিমান হয়, আর সে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তার মা বাবার একজন মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে ঐ বাচ্চার উপর নামায পড়তে হবে।** এজন্যে যে, যদি এ বাচ্চাকে তার মা বাবার একজনকে ছাড়া কয়েদ করা হয়, তা হলে দারুল ইসলামের ইসলামী অঞ্চলের অনুগামী হিসেবে মুসলমান গণ্য হবে। সুতরাং তার উপর নামায পড়তে হবে আর যদি মা বাবার একজনের সাথে কয়েদ করা হয়, তা হলে নিজ অঞ্চলের অনুগামী হবে না। যদি সে মুসলমান হয়ে যায় আর সে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তা হলে তার ইসলাম সঠিক হবে। সুতরাং তার উপর নামায পড়তে হবে। আর যদি

www.pathagar.com

মা বাবার একজন মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে এ বাচ্চা তার অনুগামী হয়ে মুসলমান হবে। সুতরাং তার উপর নামায পড়তে হবে। অন্যথায় পড়তে হবে না। অর্থাৎ যদি মা বাবার একজনের সাথে কয়েদ করা হয় এবং মা বাবার একজনও মুসলমান না হয় ও তার বাচ্চাও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তাহলে তার উপর নামায পড়তে হবে না। সুতরাং এটা (অর্থাৎ ولا لا) শামিল করে ঐ সন্তানকে যে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হয়নি অথবা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে বুদ্ধিমান নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَكُرِهَتْ ... الخ ، قَوْلُهُ : وَاِنْ كَانَ خَارِجَهٗ ..... الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَكُرِهَتْ .... الخ : অর্থাৎ যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আত যথা নিয়মে আদায় করা হয় সে মসজিদে লাশ রেখে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ خَارِجَهٗ ..... الخ

মসজিদের বাইরে লাশ রেখে মসজিদে জানাযা পড়ার বিধান

অর্থাৎ মুসল্লীগণ যদি মসজিদের ভিতরে থাকে এবং লাশ বাইরে রাখা হয়, তা হলে মাশায়েখগণ তা জায়েয না হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, জায়েয আর কেউ বলেছেন তা জায়েয নেই। যারা জায়েয বলেছেন তাদের মতে মসজিদে জানাযার নামায জায়েয না হওয়ার কারণ হল- লাশ থেকে কোন নাপাক নির্গত হয়ে মসজিদ নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর লাশ বাইরে রাখলে যেহেতু এ সম্ভাবনা নেই, তাই তা জায়েয। আর যারা বলেন জায়েয নেই, তাদের মতে মসজিদকে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য বানানো হয়েছে। সুতরাং জানাযার নামায যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই মসজিদে জানাযার নামায জায়েয হবে না।

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَمَنْ وُلِدَ الخ : সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম : যদি কোন সন্তান জন্মের পর মরে যায় এবং তার জন্মের পর চিৎকার, নড়াচড়া ইত্যাদি দ্বারা তার জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলে সে সন্তানের নাম রাখতে হবে এবং যথা নিয়মে কাফন-দাফন ও জানাযা সব কিছুই করতে হবে। আর যদি জন্মের পর তার প্রাণ থাকার কোন আলামত পাওয়া না যায়, তা হলে তাকে গোসল দিয়ে একটি কাপড়ে জড়িয়ে জানাযা ছাড়া দাফন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।

قَوْلُهُ : صَبِىٌّ سُبِىَ الخ : দারুল হরব থেকে কাফির সন্তানকে দারুল ইসলামে কয়েদ করে নিয়ে আসার পর মরে গেলে তার বিধানঃ কোন কাফিরের সন্তান দারুল হরব থেকে কয়েদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর মারা গেলে ঐ সন্তানের জানাযার নামায পড়া হবে, যদি সে বুদ্ধিমান হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। অথবা তার মা-বাবার একজন মুসলমান হয়ে গেলে। কেননা তখন তাকে তার অনুগামী হিসেবে মুসলমান ধরা হবে। কিংবা মা-বাবা ছাড়া একাকী কয়েদ হয়ে আসলে। কেননা দারুল ইসলামের অনুগামী হিসেবে তাকে মুসলমান ধরা হবে। আর যদি মা-বাবার সাথে কয়েদ হয়ে আসা অবস্থায় সে মারা যায় এবং মা বাবার কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা তখন সে তার মা-বাবার অনুগামী হিসেবে কাফির সাব্যস্ত হবে। অথবা সন্তান দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান হয়নি। তাহলে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা বুদ্ধিমান না হওয়ার কারণে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

كَافِرٌ مَاتَ يَغْسِلُهُ وَلِيُّهُ الْمُسْلِمُ غَسْلَ النَّجِسِ اَىْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ يُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ لَا كَمَا يُغْسَلُ الْمُسْلِمُ بِالْبِدَايَةِ بِالْوُضُوْءِ وَبِالْمَيَامِنِ وَيَلُفُّهُ فِىْ خِرْقَةٍ وَيَحْفِرُ حُفْرَةً وَيُلْقِيْهِ فِيْهَا وَسُنَّ فِىْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ اَرْبَعَةٌ وَاَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَهَا ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَمِيْنِكَ ثُمَّ مُقَدَّمَهَا ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَسَارِكَ ـ وَيُسْرِعُوْنَ بِهَا لَا خَبَبًا وَكُرِهَ الْجُلُوْسُ قَبْلَ وَضْعِهَا وَالْمَشْىُ خَلْفَهَا اَحَبُّ ـ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ فِيْهِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ وَيَقُوْلُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيُوَجَّهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ اَىِ الْعُقْدَةُ الَّتِىْ عَلَى الْكَفَنِ خِيْفَةَ الْاِنْتِشَارِ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ وَيُسَجّٰى قَبْرُهَا بِثَوْبٍ لَا قَبْرُهُ ـ اَىْ يُغَطّٰى قَبْرُهَا بِثَوْبٍ عِنْدَ دَفْنِهَا وَيُكْرَهُ الْاٰجُرُّ وَالْخَشَبُ وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ ـ

সহজ তরজমা

কোনো কাফির মারা গেলে তার মুসলমান অভিভাবক তাকে এমনভাবে গোসল দিবে যেমনিভাবে নাজাসাত পরিষ্কার করা হয়। অর্থাৎ তার উপর এমনভাবে পানি ঢালবে যেমনভাবে নাজাসাত পরিষ্কার করা হয়, এমনভাবে নয়, যেমনভাবে মুসলমানকে গোসল দেওয়া হয়, অর্থাৎ ওযু এবং ডান দিক থেকে শুরু করার মাধ্যমে। তাকে এক টুকরা কাপড়ে পেঁচাতে হবে এবং একটি গর্ত খনন করে তাতে ফেলে দিতে হবে। জানাযা বহন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত হল চার জনে বহন করা। তুমি খাটিয়ার সামনের দিক অতঃপর পিছনের দিক ডান কাঁধে রাখবে। এরপর সামনের দিক এবং পিছনের দিক বাম কাঁধে রাখবে। তারা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলবে। দ্রুতগামী ঘোড়া চলার ন্যায়। জানাযা রাখার আগে বসা মাকরূহ। কবর খনন করতে হবে এবং তা বুগলী করতে হবে। মায়্যেতকে কিবলার দিক থেকে প্রবেশ করাতে হবে। মায়্যেতকে কবরে যে রাখবে, সে بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলবে। মায়্যেতকে কিবলামুখী করবে। এবং গিরা খুলে দিতে হবে। অর্থাৎ কাফনের ঐসব গিরা যা কাফন খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় বাঁধা হয়েছিল। কাঁচা ইট এবং বাঁশকে সমান করে বিছিয়ে দিতে হবে। (দাফনকালে) মহিলার কবরকে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে হবে, পুরুষের কবরকে নয়। অর্থাৎ মহিলার কবরকে তার দাফনের সময় কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। পাকা ইট এবং কাষ্ঠ ব্যবহার করা মাকরূহ। কবরের উপর মাটি ফেলতে হবে এবং কবরকে উটের পৃষ্ঠের উঁচু হাড়ের (কুঁজের) সাদৃশ বানাতে হবে। (ভূমির) সমান সমান নয়।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ حُكْمَ الْجَنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ ؟

প্রশ্ন : কবরে নামায পড়ার বিধান।

উত্তর : যদি মাইয়্যেতের জানাযার নামায না পড়ে দাফন করা হয়, তা হলে লাশ বিকৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত কবরকে সামনে নিয়ে জানাযা পড়া জায়েয আছে। শারেহ রহ. বিকৃত না হওয়ার সময়সীমা তিন দিন বেঁধে দিয়েছেন। মূলতঃ এ বিষয়টি স্থান, কাল বিশেষে তারতম্য হয়ে থাকে বিধায় অভিজ্ঞ মহলের মতামতই হবে এ ব্যাপারে যথার্থ।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنِ الطَّرِيْقَةَ الْمَسْنُوْنَةَ لِحَمْلِ الْجَنَازَةِ

প্রশ্ন : জানাযা বহনের সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : জানাযা তথা লাশ বহনের সুন্নাত তরীকা হল চারজনে লাশ বহন করবে। বহন পদ্ধতি হল এই যে, লাশের খাটের সামনের ডান দিকের ব্যক্তি ডান কাঁধে এবং সামনের বাম দিকের ব্যক্তি বাম কাঁধে বহন করবে। পিছনের ডান দিকের ব্যক্তি ডান কাঁধে এবং বাম দিকের ব্যক্তি বাম কাঁধে বহন করবে। দশ কদম অগ্রসর হয়ে সামনের ডান দিকের ব্যক্তি চলে যাবে পিছনের ডান দিকে। আর পিছনের ডান দিকের ব্যক্তি চলে যাবে সামনের ডান দিকে অতঃপর দশ কদম অগ্রসর হয়ে পিছনের ডান দিকের ব্যক্তি চলে যাবে বাম দিকে। এবং সামনের বামদিকের ব্যক্তি চলে যাবে পিছনের ডান দিকে অতঃপর দশ কদম অগ্রসর হয়ে সামনের বাম দিকের লোক পিছনের বাম দিকে চলে যাবে এবং পিছনের বাম দিকের লোক সামনের বাম দিকে চলে যাবে। এভাবে মোট মনযিল হবে চারটি এবং প্রত্যেক মনযিলে দশ কদম করে ব্যবধান।

লাশ কবরে রাখার তরীকা

মায়্যেতকে কবরে রেখে চেহারাকে কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তবে ডান পার্শ্ব করে রাখা (ভাল)। উত্তম।

কবর উঁচু বা সমান সমান করার বিধান

আহনাফের মতে কবরকে সমতল মাটি থেকে কিছুটা উঁচু করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে সমতল মাটির মত সমতল করে রাখা সুন্নত।

www.pathagar.com

بَابُ الشَّهِيْدِ

هُوَ كُلُّ طَاهِرٍ بَالِغٍ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ

فَالطَّاهِرُ اِحْتِرَازٌ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ كَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْبَالِغُ اِحْتِرَازٌ عَنِ الصَّبِىِّ وَبِالْحَدِيْدَةِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَظُلْمًا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْقَتْلِ حَدًّا اَوْ قِصَاصًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَتْلٍ وَجَبَ بِهِ مَالٌ وَالْمُرَادُ اَنَّ الْمَالَ لَايَجِبُ بِنَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ فَاِنَّ الْاَبَ اِذَا قَتَلَ اِبْنَهُ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا يَكُوْنُ الْاِبْنُ شَهِيْدًا لِاَنَّ الْمَالَ وَاِنْ وَجَبَ فَاِنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ وَقَوْلُهُ اَوْ وُجِدَ مَيِّتًا فَاِنَّ مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ شَهِيْدٌ لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ قَتَلُوْهُ وَمَقْتُوْلُهُمْ شَهِيْدٌ بِاَىِّ شَيْءٍ قَتَلُوْهُ وَاِنَّمَا شُرِطَ الْجَرَاحَةُ فِيْمَنْ وُجِدَ فِى الْمَعْرَكَةِ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّهُ قَتِيْلٌ لَا مَيِّتٌ حَتْفَ اَنْفِهِ ـ فَالْحَاصِلُ اَنَّ الشَّهِيْدَ مَنْ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ اَوْ مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ سَوَاءٌ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ اَوْلَا لٰكِنَّ فِىْ هٰذَا التَّعْرِيْفِ نَظَرٌ وَهُوَ اَنَّهُ لَايَشْمَلُ مَا اِذَا قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ اَهْلُ الْبَغْىِ اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ بِغَيْرِ الْحَدِيْدَةِ فَاِنَّ قَتِيْلَهُمْ شَهِيْدٌ بِاَىِّ اٰلَةٍ قَتَلُوْهُ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : শহীদ

<u>শহীদ প্রত্যেক ঐ প্রাপ্ত বয়স্ক পবিত্র ব্যক্তি যাকে জুলুম করে লোহা-অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং এ হত্যার দ্বারা কোন মাল-সম্পদ ওয়াজিব হয়নি। অথবা রণাঙ্গনে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় যাকে মৃত পাওয়া যায়।</u> সুতরাং পবিত্রতার কয়েদ দ্বারা ঐ ব্যক্তি বের হয়ে গেছে যার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে। যেমন -জুনুবী, হায়েযা ও নিফাসগ্রস্ত মাহিলা। প্রাপ্তবয়স্ক এর কয়েদ দ্বারা কিশোর বাদ হয়ে গেছে। অস্ত্রের কয়েদ দ্বারা ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করা খারিজ হয়ে গেছে। জুলুমের কয়েদ দ্বারা ঐ হত্যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে যা হদ এবং কিছাছ (খুনের বদলা) হিসেবে হয়েছে। 'সম্পদ ওয়াজিব হয় নি' কয়েদ দ্বারা ঐ হত্যা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা সম্পদ ওয়াজিব হয়। সম্পদ ওয়াজিব না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বয়ং এ হত্যার দ্বারা সম্পদ ওয়াজিব হয় না। কেননা পিতা যখন স্বীয় সন্তানকে অস্ত্র দ্বারা জুলুম করে হত্যা করে, তখন সন্তান শহীদ হয়। কেননা এ সুরতে যদিও সম্পদ ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং হত্যার দ্বারা ওয়াজিব হয়নি।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : هُوَ كُلُّ طَاهِرٍ بَالِغٍ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهٖ مَالٌ اَوْوُجِدَ مَيِّتًا جَرِيْحًا فِى الْمَعْرَكَةِ

اَلسُّؤَالُ : اشْرَحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

প্রশ্ন : উপরে উল্লেখিত عِبَارَتْ এর ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অর্থাৎ যার সম্পর্ক সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আর শহীদকে এজন্য শহীদ বলা হয় যে, তার জন্যে জান্নাতের সাক্ষ্য দেয় হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পবিত্র ব্যক্তিকে যাকে জুলুম করে লোহা বা অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যা দ্বারা কোন মাল-সম্পদ ওয়াজিব হয়নি। কিংবা যে ব্যক্তিকে রণাঙ্গনে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়।

শহীদ দু'প্রকার। (১) হাকীকী বা প্রকৃত শহীদ। (২) হুকমী বা বিধানগত শহীদ।

শহীদের সংজ্ঞা

جَرِيْحًا শব্দ এনে বুঝানো হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে মৃত পাওয়া গেলেই শহীদ হবে না। যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার আলামত থাকতে হবে।

اَلْبَالِغُ : কয়েদ দ্বারা মুসান্নিফ রহ. বলতেছেন বালেগ হতে হবে। অন্যথায় শহীদ হবে না।

اَلْحَدِيْدُ : কয়েদ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ভারী বস্তু দ্বারা আঘাত করে হত্যা করলে শহীদ হবে না। কেননা এ হত্যার নাম 'শিবহে আমাদ'। এর দ্বারা কিছাছ ওয়াজিব হয় না। মাল-সম্পদ তথা দিয়ত দিতে হয়।

ظُلْمًا : কয়েদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যাকে হদ কিংবা কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছে সে শহীদ নয়। কেননা এ হত্যা জুলুম নয়।

وَلَمْ يَجِبْ مَالٌ بِهٖ : এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যে হত্যার দ্বারা মাল-সম্পদ ওয়াজিব হয় ঐ হত্যার দ্বারা শহীদ গণ্য হবে না।

মুসান্নিফ রহ.-এর বক্তব্য "অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে"। কেননা যাকে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত পাওয়া যাবে সে শহীদ। কারণ, এটা স্পষ্ট যে, কোনো আহলে হরব কাফের তাকে কতল করেছে। আর কাফেরদের হাতে নিহতরা শহীদ, যে বস্তু দ্বারাই তারা তাকে হত্যা করুক। যাকে যুদ্ধের ময়দানে (মৃত) পাওয়া যাবে, তার ক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্তির শর্তারোপ এ জন্যে করা হয়েছে যে, যাতে করে প্রমাণ হয় যে, সে নিহত সাধারণ মায়্যেত নয়। সুতরাং সারকথা হল, শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে জুলুম করে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে এবং এ হত্যার কারণে সম্পদ ওয়াজিব হয় নি অথবা যে ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত পাওয়া গেছে, চাই তাকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হোক কিংবা অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা না হোক। কিন্তু এ সংজ্ঞায় আপত্তি এই যে, এ সংজ্ঞা ঐ শহীদকে শামেল করে না যাকে মুশরিকরা, বিদ্রোহীরা এবং ডাকাতরা অস্ত্র ছাড়া হত্যা করবে। কেননা তাদের নিহত হাতে ব্যক্তি শহীদ, যে বস্তু দ্বারাই তারা তাকে হত্যা করুক।

www.pathagar.com

فَالتَّعْرِيْفُ الْحَسَنُ الْمُوْجَزُ مَا قُلْتُ فِى الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ مُسْلِمٌ طَاهِرٌ بَالِغٌ قُتِلَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِهٖ مَالٌ وَلَمْ يَرْتَثَّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْحَدِيْدَةِ وَالْوِجْدَانِ فِى الْمَعْرَكَةِ فَيَشْمُلُ قَتِيْلَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَهْلِ الْبَغْىِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ بِاَىِّ اٰلَةٍ قَتَلُوْهُ وَيَشْمُلُ الْمَيِّتَ الْجَرِيْحَ فِى الْمَعْرَكَةِ لِاَنَّهٗ مُسْلِمٌ مَقْتُوْلٌ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهٖ مَالٌ وَاَمَّا مَقْتُوْلٌ غَيْرِ هٰؤُلَاءِ وَهُوَ مُسْلِمٌ قَتَلَهٗ مُسْلِمٌ غَيْرُ بَاغٍ وَغَيْرُ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ وَمُسْلِمٌ قَتَلَهٗ ذِمِّىٌّ فَاِنَّهٗ اِنَّمَا يَكُوْنُ شَهِيْدًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اِذَا قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا ـ **فَلَمَّا قَالَ وَلَمْ يَجِبْ** بِهٖ مَالٌ عُلِمَ اَنَّهٗ مَقْتُوْلٌ بِحَدِيْدَةٍ لِاَنَّهٗ لَوْقُتِلَ بِغَيْرِ حَدِيْدَةٍ لَوَجَبَ الْمَالُ عِنْدَهٗ لِاَنَّ الدِّيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهٗ فِى الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا اِحْتِيَاجَ اِلٰى ذِكْرِ الْحَدِيْدَةِ لِاَنَّ الْمَقْتُوْلَ بِالْمُثَقَّلِ عِنْدَهُمَا شَهِيْدٌ وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهٖ مَالٌ بَلِ الْوَاجِبُ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا وَاَمَّا قَوْلُهٗ وَلَمْ يَرْتَثَّ فَسَيَجِئُ فَائِدَتُهٗ ـ

সহজ তরজমা

সুতরাং (শহীদের) উত্তম এবং সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হল, যা আমি মুখতাছারুল বিকায়াতে বলেছি। আর তা হল, (শহীদ হল সেই) পবিত্র এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান, যাকে জুলুম করে হত্যা করা হয়েছে, এবং ঐ হত্যা দ্বারা সম্পদও ওয়াজিব হয়নি ও জীবনের অপরিহার্য কোন বস্তু দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি। লোহা, অস্ত্রের ও যুদ্ধের ময়দানে পাওয়ার উল্লেখ করা ছাড়া। সুতরাং এ সংজ্ঞা মুশরিক, বিদ্রোহী এবং ডাকাতদের হত্যাকে শামিল করে। তারা যে বস্তু দ্বারাই তাকে হত্যা করুক।

আর এ হত্যার দ্বারা কোন মাল- সম্পদ ওয়াজিব হয়নি। কিন্তু যেসকল নিহত এ সকল হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কারও হবে। যেমন– কোন মুসলমানকে এমন অন্য কোনো মুসলমানে হত্যা করল, যে বিদ্রোহবাদী এবং ডাকাত নয়। কিংবা কোন মুসলমানকে কোন যিম্মি হত্যা করল, তহলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে এ শহীদ হবে যখন জুলুম করে লোহা বা অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা হবে। আর গ্রন্থকারের উক্তি, "যার দ্বারা সম্পদ ওয়াজিব হয়নি", এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাকে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। কেননা যদি তাকে অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করা হত, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে সম্পদ ওয়াজিব হতো। কেননা তার মতে ভারী বস্তু দ্বারা হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হয়। কিন্তু সাহেবাইন রহ. এর মতে লোহার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের মতে ভারী বস্তু দ্বারা নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং তাকে হত্যার ফলে সম্পদ ওয়াজিব হয় না বরং তাদের মতে কিছাছ ওয়াজিব হয়। গ্রন্থকারের বক্তব্য وَلَمْ يَرْتَثَّ এর ফায়দা অচিরেই আসছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : فَالتَّعْرِيْفُ الْحَسَنُ

শহীদ হল পবিত্র এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান যাকে জুলুম করে হত্যা করা হয়েছে। এবং ঐ হত্যার দ্বারা সম্পদও ওয়াজিব হয় নি এবং জীবনের অপরিহার্য কোন বস্তু দ্বারা কোন উপকার লাভ করে নি।

www.pathagar.com

فَيُنْزَعُ عَنْهُ غَيْرَ ثَوْبِهِ اَىْ غَيْرَ ثَوْبٍ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ كَالْفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالسِّلَاحِ وَالْخُفِّ **وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ كَفْنُهُ** اَىْ لَوْلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَايَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ الْكَفْنِ كَازَارٍ وَنَحْوِهِ يُزَادُ وَلَوْ كَانَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ يُنْقَصُ **وَلَا يُغْسَلُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَغُسِلَ صَبِيٌّ وَجُنُبٌ وَحَائِضٌ وَنُفَسَاءُ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا فِىْ مِصْرٍ لَا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ** فَاِنَّهُ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ غُسِلَ سَوَاءٌ عُلِمَ اَنَّ قَتْلَهُ وَقَعَ بِالْحَدِيْدَةِ اَوْ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ اَوِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ هٰكَذَا ذُكِرَ فِى الذَّخِيْرَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ اَنَّهُ وُجِدَ فِىْ مَوْضِعٍ تَجِبُ الْقَسَامَةُ اَوْ لَا اَقُوْلُ اِنَّ الْمُرَادَ بِهِ اَنَّهُ وُجِدَ فِىْ مَوْضِعِ الْقَسَامَةِ اَمَّا اِذَا وُجِدَ فِىْ مَوْضِعٍ لَاتَجِبُ الْقَسَامَةُ كَالشَّارِعِ وَالْجَامِعِ فَاِنْ عُلِمَ اَنَّهُ قُتِلَ بِالْحَدِيْدَةِ لَايُغْسَلُ لِاَنَّهُ شَهِيْدًا وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّغْسَلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اِذْ لَيْسَ شَهِيْدًا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَا الصَّغِيْرِ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّغْسَلَ اِتِّفَاقًا لِاَنَّ نَفْسَ الْقَتْلِ اَوْجَبَ الدِّيَةَ فَعُدِمَ وُجُوْبُهَا بِعَارِضِ جَهْلِ الْقَاتِلِ لَا يَجْعَلُهُ شَهِيْدًا ۔

সহজ তরজমা

শহীদের কাপড় ছাড়া সবকিছু তার থেকে খুলে ফেলা হবে। অর্থাৎ মাইয়্যেতের সাথে যে কাপড় খাছ তা ছাড়া অন্য কাপড় । যেমন চর্ম নির্মিত পরিধেয়, তুলা ভর্তি পরিধেয়, টুপী, অস্ত্র এবং মোজা। শহীদের কাফন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাড়ানো ও কমানো যাবে। অর্থাৎ যদি তার গায়ে কাফন জাতীয় বস্তু না থাকে যেমন - ইযার এবং তার মত বস্তু, তাহলে বাড়াতে হবে। আর যদি এমন বস্তু থাকে যা কাফন জাতীয় নয় তাহলে কমাতে হবে।

শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না এবং তার জানাযা নামায পড়তে হবে এবং তার রক্তসহ দাফন করতে হবে। কিশোর, জুনুবী, হায়েযা এবং নিফাসগ্রস্তকে গোসল দিতে হবে, আর ঐ ব্যক্তিকেও যাকে শহরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী জানা না যায়। কেননা যখন তার হত্যাকারী জানা না যায়, তখন তাকে গোসল দিতে হবে। চাই জানা যাক যে, তার হত্যা লোহার দ্বারা কিংবা বড় লাঠি অথবা ছোট লাঠি দ্বারা হয়েছে । কেননা এতে দিয়ত এবং কাসামাহ ওয়াজিব । এটা যাখীরায় (কিতাবে) উল্লেখ করা হয়েছে। একথা উল্লেখ নেই যে, নিহত ব্যক্তিকে এমন স্থানে পাওয়া গেছে যেখানে কাসমাহ ওয়াজিব কিংবা ওয়াজিব নয়। (শারেহ বলেন) আমি বলি যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিহত ব্যক্তিকে এমন স্থানে পাওয়া যায়, যেখানে কাসামাহ ওয়াজিব হয়। আর যখন এমন স্থানে পাওয়া যাবে, যার মধ্যে কাসামাহ ওয়াজিব নয়। যেমন-রাজপথ এবং জামে মসজিদ। এক্ষেত্রে যদি জানা যায় যে, তাকে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। তাহলে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে হল শহীদ। আর

www.pathagar.com

যদি জানা যায় যে, সে বড় লাঠি দ্বারা নিহত হয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে তাকে গোসল দেওয়া উচিত। কেননা তার মতে এ শহীদ নয়। সাহেবাইন রহ. এতে দ্বিমত করেন। যদি জানা যায় যে, তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া উচিত । কেননা স্বয়ং হত্যাই দিয়ত ওয়াজিব করেছে। সুতরাং হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকার কারণে দিয়ত ওয়াজিব না হওয়াটা ব্যক্তিকে শহীদ বানাবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا حُكْمُ غُسْلِ الشَّهِيْدِ؟ اُذْكُرْ

প্রশ্ন : শহীদের গোসলের হুকুম উল্লেখ কর।

উত্তর : যাকে শহরে তথা জনবসতিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসল করাতে হবে। আর যদি কোন অনাবাদী স্থানে পাওয়া যায় এবং স্থানের পার্শ্বে কোনো আবাদী ফসল না থাকে, তা হলে তাকে গোসল দিতে হবে না। কেননা এতে দিয়তও নেই, কিছাছও নেই। তবে শর্ত হল, ঐ নিহত ব্যক্তি ডাকাত কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী না হওয়া। ডাকাত এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হলে তাকে গোসল দিতে হবে। কেননা এরা শহীদ হতে পারে না।

تَعْرِيْفُ الدِّيَةِ وَالْقَسَامَةِ : দিয়ত ঐ সম্পদকে বলা হয় যা নিহত ব্যক্তির রক্তের পরিবর্তে ওয়াজিব হয়। যাকে রক্তপণ বলা হয়। বাদী-বিবাদীর সন্তুষ্টির উপর নিহিত; ইচ্ছে করলে মাফও করে দিতে পারে।

কাসামা বলা হয় এমন শপথকে যা মহল্লাবাসীর পঞ্চাশ জনের উপর অবধারিত হয়। এটা সে সময় ওয়াজিব যখন উক্ত মহল্লায় এমন ব্যক্তি নিহত পাওয়া যাবে, যার উপর হত্যার সুস্পষ্ট আলামত ফুটে উঠে। এবং হত্যাকারী শনাক্ত না হয়। এরপর মহল্লাবাসী এই বলে শপথ করে আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি এ ব্যক্তিকে আমরা হত্যা করিনি এবং আমরা বেখবর। এমন করে শপথের পর তখন উক্ত মহল্লাবাসীর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে সকলে মিলে আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

أَمَّا إِذَا عُلِمَ الْقَاتِلُ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْقَتْلَ بِالْحَدِيْدَةِ لَمْ يُغْسَلْ لِأَنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَا الْكَبِيْرِ يَنْبَغِيْ أَنْ يُغْسَلَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رح خِلَافًا لَهُمَا وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِالْعَصَا الصَّغِيْرِ يُغْسَلُ اِتِّفَاقًا وَقَدْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ وُجِدَ قَتِيْلًا فِي الْمِصْرِ غُسِلَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ فَخَفَّ أَثَرُ الظُّلْمِ إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ ظُلْمًا ـ أَقُوْلُ هٰذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِمَا ذُكِرَ فِي الذَّخِيْرَةِ لِأَنَّ رِوَايَةَ الْهِدَايَةِ فِيْمَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِوُجُوْبِ الْقَسَامَةِ وَلَاقَسَامَةَ إِلَّا إِذَا لَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ فَفِيْ صُوْرَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَاتِلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْقَتْلَ بِالْحَدِيْدَةِ فَفِيْ رِوَايَةِ الْهِدَايَةِ لَا يُغْسَلُ لِأَنَّ نَفْسَ هٰذَا الْقَتْلِ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ وَأَمَّا وُجُوْبُ الدِّيَةِ وَالْقَسَامَةِ فَلِعَارِضِ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْقِصَاصِ فَلَايُخْرِجُهُ هٰذَا الْعَارِضُ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ شَهِيْدًا ـ

সহজ তরজমা

তবে যখন হত্যাকারী সনাক্ত হয়ে যায়, আর যদি জানা হয় যে, নিহত হয়েছে লোহার অস্ত্র দ্বারা, তা হলে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে হল শহীদ। আর যদি জানা যায় যে, তাকে বড় লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে তাকে গোসল দেওয়া উচিত। এতে সাহেবাইন রহ.-এর দ্বিমত রয়েছে। যদি জানা যায় যে, তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে ।

হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যাকে শহরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যাবে, তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা এ হত্যায় দিয়ত এবং কাসামাহ ওয়াজিব। তাই জুলুমের প্রভাব হালকা হয়ে যাবে। তবে যখন জানা যাবে যে, তাকে জুলুম করে লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে (তখন গোসল দেওয়া হবে না) আমি বলি হিদায়ার এ বর্ণনা ঐ বর্ণনর বিপরীত যা যাখীরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হিদায়ার বর্ণনা এ সূরতে যে, যখন হত্যাকারী জানা না যাবে। কেননা হিদায়াহ গ্রন্থকার (গোসলের সাথে) কাসামাহ ওয়াজিব হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। আর হত্যাকারী জানা না গেলেই কেবল কাসামাহ ওয়াজিব হয়। সুতরাং হত্যাকারী জানা না যাওয়ার সূরতে যখন লোহা দ্বারা হত্যা করা হয়েছে জানা যাবে, তখন হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা স্বয়ং এ হত্যা কিসাস ওয়াজিব করেছে। আর দিয়ত এবং কাসামাহ ওয়াজিব হওয়াটা কিসাস প্রয়োগে অপারগতার কারণে হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি তাকে শহীদ হওয়া থেকে বের করে দিবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : أَمَّا إِذَا عُلِمَ الْقَاتِلُ الخ : এ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া নিহত ব্যক্তির যেসব সুরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে হত্যাকারী অজ্ঞাত ছিল। এখন বলছেন যে, যদি হত্যাকারী অজ্ঞাত না হয় বরং জানা থাকে, তবে দেখা হবে যে, সে কোন জিনিস দ্বারা হত্যা করেছে? যদি সে লোহা দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে শহীদ। হত্যাকারীর উপর কিয়াস ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

আর যদি তাকে ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা এ হত্যার দিয়ত আবশ্যক হয়; কিসাস নয়। আর যদি সে বড় লাঠি দ্বারা হত্যা করে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে তাকেজ গোসল দেওয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় তাঁর নিকট কিসাস ওয়াজিব নয় বরং দিয়ত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ.-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা এ ধরনের হত্যার মাঝে তাঁদের নিকট কিসাস ওয়াজিব হয়; দিয়ত নয়। সর্বোপরি হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকা কিংবা জানা থাকার দ্বারা নিহত ব্যক্তির হুকুমের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না।

قَوْلُهُ : فَخَفَّ اَثَرُ الظُّلْمِ الخ : অর্থাৎ যখন দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হয়েছে, তখন সেটি জুলুমের বদলা হবে। এর উদ্দেশ্য হল, যে জুলুম তার উপর করা হয়েছিল, তা এখন নেই কিংবা অন্তত কমেছে। কেননা শহীদ তো তখন হয়, যখন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার উপর কোনো মাল ওয়াজিব হয় না। আর যখন মাল ওয়াজিব হয়, তখন এ বিনিময়ের কারণে জুলুমের চিহ্ন রহিত হয়ে যায় কিংবা বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। তাই তাকে শহীদের হুকুম দেওয়া হবে না। এমনকি যদি মহাসড়কে (রাজপথে) কিংবা জামে মসজিদে কোনো ব্যক্তিকে নিহত পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী কে জানা না যায়, তবে তাকেও শহীদ বলা হবে না। কারণ, এ সুরতে বাইতুল মালের উপর এর দিয়ত আবশ্যক হয়। ফলে জুলুমের প্রভাব কমে যায়। এ আলোচনার দ্বারা শারেহ রহ.-এর পূর্বের আলোচনাও দুর্বল হয়ে যায়। কেননা এ সুরতসমূহে শাহাদাতের জন্য শুধু এক সুরতই বাকি থাকে। তা হল, হত্যাকারী জানা থাকা এবঙ তার উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া। তা ছাড়া কোনো নিহত ব্যক্তিকেই শহীদ বলা হবে না।

قَوْلُهُ : اَقُوْلُ هٰذِهِ الرِّوَايَةُ الخ : শারেহ রহ. বলেন, আমি বলি, হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য তখন প্রযোজ্য হবে, যখন হত্যাকারী জানা না থাকবে। কেননা হিদায়া গ্রন্থকার রহ. হত্যাকারী জানা না থাকা অবস্থায় কাসামাহ আবশ্যক করেন। যখন হত্যাকারী জানা হয়ে যায়, তখন দিয়ত আবশ্যক হয় না, কাসামাহও আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ : فَلَا يُخْرِجُهُ هٰذَا الْعَارِضُ الخ : অর্থাৎ যাকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তার হত্যাকারী জানা থাকে, তখন কাসামাহ কিংবা দিয়াত কোনোটাই আবশ্যক হবে না বরং হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে এবং নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে। তাকে গোসল দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যদি হত্যাকারী জানা না যায়, তবে যেহেতু সুরতটি কিসাস ওয়াজিব হওয়ার সুরত, তাই যদিও হত্যাকারী জানা নেই বলে দিয়ত কিংবা কাসামাহ আবশ্যক হচ্ছে, কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে শহীদ হওয়া থেকে বের করবে না।

www.pathagar.com

وَاَمَّا عَلٰى رِوَايَةِ الذَّخِيْرَةِ فَيُغْسَلُ وَعِبَارَةُ الذَّخِيْرَةِ هٰذِهٖ وَاِنْ حَصَلَ الْقَتْلُ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهٗ تَجِبُ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلٰى اَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَيُغْسَلُ وَاِنْ عُلِمَ الْقَاتِلُ لَمْ يُغْسَلْ عِنْدَنَا ۔ فَفِى الذَّخِيْرَةِ لَمْ يُعْتَبَرْ نَفْسُ الْقَتْلِ فَوُجُوْبُ الدِّيَةِ وَاِنْ كَانَ بِالْعَارِضِ اَخْرَجَهٗ عَنِ الشَّهَادَةِ وَفِى الْمَتْنِ اَخَذَ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ هٰذَا اِذَا عُلِمَ اَنَّهٗ بِاَيِّ اٰلَةٍ قُتِلَ اَمَّا اِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَاَقُوْلُ يَجِبُ اَنْ يُّغْسَلَ لِاَنَّهٗ لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ مُوْجَبَ نَفْسِ هٰذَا الْقَتْلِ مَاهُوَ فَلَمْ يُمْكِنْ اِعْتِبَارُهٗ فَلَابُدَّ اَنْ يُعْتَبَرَ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْقَتْلِ سَوَاءٌ كَانَ اَصْلِيًّا اَوْ عَارِضِيًّا فَالْوَاجِبُ الدِّيَةُ فَلَا يَكُوْنُ شَهِيْدًا ۔ **اَوْقُتِلَ بِحَدٍّ اَوْقِصَاصٍ** لِاَنَّ هٰذَا الْقَتْلَ لَيْسَ بِظُلْمٍ **اَوْ جُرِحَ وَارْتَثَّ بِاَنْ نَامَ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْعُوْلِجَ اَوْ اٰوَاهُ خِيْمَةٌ ۔ اَوْ نُقِلَ عَنِ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا اَوْ بَقِىَ عَاقِلًا وَقْتَ صَلٰوةٍ اَوْ اَوْصٰى بِشَيْءٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِمْ اِرْتَثَّ الْجَرِيْحُ** اَىْ حُمِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَبِهٖ رَمَقٌ وَالْاِرْتِثَاثُ فِى الشَّرْعِ اَنْ يَرْتَفِقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَرَافِقِ الْحَيٰوةِ اَوْ يَثْبُتُ لَهٗ حُكْمٌ مِنْ اَحْكَامِ الْاَحْيَاءِ فَاِذَا بَقِىَ عَاقِلًا وَقْتَ صَلٰوةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَهٰذَا مِنْ اَحْكَامِ الْاَحْيَاءِ وَالْاِيْصَاءُ اِرْتِثَاثٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَبِىْ يُوْسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَاِنْ قُتِلَ لِبَغْيٍ اَوْ قَطْعِ طَرِيْقٍ يُغْسَلُ وَلَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ ۔

সহজ তরজমা

আর যাখীরার বর্ণনায় তাকে গোসল দিতে হবে। যাখীরার ইবারত হল এই, যদি হত্যা লোহা দ্বারা হয়; তবে যদি হত্যাকারী জানা না যায়, তা হলে মহল্লাবাসীর উপর দিয়ত এবং কাসামাহ ওয়াজিব হবে এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে। আর যদি হত্যাকারী জানা যায়, তা হলে আমাদের মতে গোসল দেওয়া হবে না। সুতরাং যাখীরায় স্বয়ং হত্যার ধর্তব্য করা হয়নি। তাই দিয়ত ওয়াজিব হওয়াটা যদিও প্রাসঙ্গিকতার কারণে (কিন্তু) তাকে শহীদ হওয়া থেকে বের করে দিবে। মতনে এ বর্ণনাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিবরণ ঐ সময় যখন জানা হবে যে, কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। কেননা যখন জানা না যাবে, তখন আমি বলবো তাকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, একথা জানা নেই যে, স্বয়ং এ হত্যার চাহিদা কি। তাই ধর্তব্য করা সম্ভব নয় এজন্যে জরুরী হল ঐ বস্তুর ধর্তব্য করতে হবে, যা এ ধরণের হত্যার ক্ষেত্রে ওয়াজিব, চাই প্রকৃত ওয়াজিব হউক কিংবা পরিস্থিতি সাপেক্ষে ওয়াজিব হউক। আর এক্ষেত্রে ওয়াজিব হল দিয়ত, সুতরাং সে শহীদ হবে না। কিংবা হদ বা কিসাস হিসেবে হত্যা করা হয়েছে। কেননা এ হত্যা জুলুম নয়। **অথবা কেউ আহত হয়েছে এবং বেঁচে থাকার দ্বারা উপকৃত হয়েছে এভাবে যে, নিদ্রা গিয়েছে বা খানা খেয়েছে কিংবা পানি পান করেছে বা চিকিৎসা করা হয়েছে বা তাকে তাঁবুতে আশ্রয় দিয়েছে বা যুদ্ধের ময়দান থেকে তাকে জীবিত স্থানান্তর করা হয়েছে অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পরিমাণ ওয়াক্ত চৈতন্যশীল থেকেছে কিংবা কোন বস্তুর অছিয়ত করেছে,**

www.pathagar.com

তাহলে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তাদের নামায পড়া হবে। إِرْتِثَاثُ الْجَرِيْحِ অর্থাৎ আহত ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দান থেকে এমন অবস্থায় উঠিয়ে আনা যে, তার মাঝে এখনো প্রাণ রয়েছে । শরীয়তে إِرْتِثَاث বলা হয় –জীবনের উপকারী কোন বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা জীবিতদের বিধানাবলীর কোন বিধান তার জন্যে সাব্যস্ত হওয়া। সুতরাং যখন সে নামাযের এক ওয়াক্ত পর্যন্ত চৈতন্যশীল থাকবে, তখন তার উপর নামায ওয়াজিব হবে। আর এটা জীবিতদের বিধানাবলীর একটি। অছিয়ত করা ইমাম আবূ হানীফা এবং আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে إِرْتِثَاث। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এতে দ্বিমত করেন। যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও ডাকাতির কারণে হত্যা করে, তা হলে তাকে গোসল দেওয়া হবে, তবে তার উপর নামায পড়া হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ الخ : এতে عَلَيْهِمْ যমীরের مَرْجِع হল, গোসলের আওতায় উল্লিখিত সকল ব্যক্তি। অর্থাৎ বাচ্চা, জুনুবী, হায়েযগ্রস্ত, যার হত্যার দিয়ত কিংবা কাসামা ওয়াজিব, হদ্দ কিংবা কিসাসে নিহত ব্যক্তি এবং আঘাতপ্রাপ্তির পর মৃত্যুর পূর্বে জীবন থেকে কোনো উপকার গ্রহণকারী। উদ্দেশ্য হল, তাদের সকলকে গোসল দেওয়া হবে এবং জানাযার নামায পড়া হবে।

قَوْلُهُ : مَرَافِقُ الْحَيٰوةِ أَوْ يَثْبُتُ الخ : অর্থাৎ জীবনের কোনো একটি উপকার সে গ্রহণ করেছে এবং তার উপর জীবিতদের বিধান জারি হয়েছে। তবে তার উপর উহুদের শুহাদা-এর হুকুম জারি হবে না। কারণ, এতে সেই অর্থ নেই। এ কারণেই হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি. ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী ও শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরকে গোসল দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح : মূল মাসআলা হল, অসিয়ত ইরতিছাছ (إِرْتِثَاث) অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্তির পর যদি কেউ কোনো অসিয়ত করে, তবে তার এ অসিয়ত শাইখাইন রহ.-এর মতে إِرْتِثَاث হবে। তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে তা إِرْتِثَاث নয়। তবে শর্ত হল, অসিয়তটি দুনিয়াবি না হতে হবে। আর যদি দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে অসিয়ত হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা إِرْتِثَاث হবে এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : وَإِنْ قُتِلَ لِبَغْيٍ الخ : অর্থাৎ যদি কোনো বিদ্রোহী কিংবা ডাকাতকে হত্যা করা হয়, যদিও এর কারণ হয় বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতি, তবুও তাকে গোসল দেওয়া হবে। কারণ, সে শহীদ নয় আর তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে না রাজনৈতিক কৌশলের কারণে।

www.pathagar.com

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

صَحَّ فِيْهَا الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ اَلْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِى رح فِيْهِمَا وَالْمَذْكُوْرُ فِىْ كُتُبِ الشَّافِعِىِّ رح اَلْجَوَازُ اِذَا تَوَجَّهَ اِلٰى جِدَارِ الْكَعْبَةِ حَتّٰى اِذَا تَوَجَّهَ اِلَى الْبَابِ وَهُوَ مَفْتُوْحٌ وَلَا يَكُوْنُ اِرْتِفَاعُ الْعَتَبَةِ بِقَدْرِ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ لَايَجُوْزُ وَفِىْ كُتُبِه اَيْضًا اَنَّهٗ اِنِ انْهَدَمَتِ الْكَعْبَةُ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ يَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَارِجَهَا مُتَوَجِّهًا اِلَيْهَا وَلَا يَجُوْزُ فِيْهَا اِلَّا اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ اَوْ بَقِيَّةُ جِدَارٍ وَهٰذَا حُكْمٌ عَجِيْبٌ ـ لِاَنَّ جَوَازَ الصَّلٰوةِ خَارِجَهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ الْاِنْهِدَامِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقِبْلَةَ اِمَّا اَرْضُ الْكَعْبَةِ اَوْ هَوَاؤُهَا فَيَجِبُ اَنْ يَجُوْزَ فِيْهَا مِنْ غَيْرِ اِشْتِرَاطِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئٌ مُرْتَفِعٌ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ **وَلَوْ ظَهْرُهٗ اِلٰى ظَهْرِ اِمَامِه لَا لِمَنْ ظَهْرُهٗ اِلٰى وَجْهِه** لِاَنَّ هٰذَا تَقَدَّمَ ـ **وَكُرِهَ فَوْقَهَا** تَعْظِيْمًا لِلْكَعْبَةِ وَفِى الْهِدَايَةِ اِنَّهٗ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح وَفِىْ كُتُبِه اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئٌ مُرْتَفِعٌ **اِقْتَدَوْا مُتَحَلِّقِيْنَ حَوْلَهَا وَبَعْضُهُمْ اَقْرَبُ مِنْ اِمَامِه اِلَيْهَا جَازَ لِمَنْ لَيْسَ فِىْ جَانِبِه** ـ اِعْلَمْ اَنَّ لِلْكَعْبَةِ اَرْبَعَةُ جَوَانِبَ بِحَسْبِ جُدْرَانِهَا الْاَرْبَعَةِ فَالْوَاقِفُ فِى الْجَانِبِ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْاِمَامُ فِيْهِ اِذَا كَانَ اَقْرَبَ اِلَيْهَا مِنَ الْاِمَامِ يَكُوْنُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْاِمَامِ بِخِلَافِ الْوَاقِفِ فِىْ جَوَانِبِ الثَّلٰثَةِ الْاُخَرِ ـ فَاِنَّ مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهَا مِنَ الْاِمَامِ لَايَكُوْنُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْاِمَامِ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : কা'বা শরীফে নামায প্রসঙ্গ

কা'বা শরীফের ভিতরে ফরয এবং নফল (নামায) সহীহ্ আছে। হিদায়ায় উল্লেখ আছে যে, এ উভয় মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দ্বিমত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ .এর গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে যে, যখন কা'বার দেওয়ালের দিকে ফিরবে তখন জায়েয আছে, এমনকি যদি কাবা শরীফের দরোজার দিকে ফিরে, আর দরোজা খোলা থাকে এবং চৌকাঠের উচ্চতা উটের গদির পেছনের কাষ্ঠ পরিমাণ না হয়, তা হলে নামায জায়েয হবে না। তাঁর গ্রন্থসমূহে আরো আছে যে, "নাউজুবিল্লাহ!" যদি কাবা শরীফ ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে কাবার বাইরের দিকে ফিরে নামায জায়েয হবে। আর কাবার ভিতরে জায়েয হবে না। তবে (জায়েয) যখন মুসল্লীর সামনে কোন সুতরা কিংবা দেওয়ালের অবশিষ্টাংশ থাকবে। এটা এক আজব বিধান। কেননা কাবা ধ্বংসের অবস্থায় কাবার বাইরে নামায জায়েয হওয়া এ কথা বুঝায় যে, কিবলা হল কা'বা শরীফের ভূমি কিংবা তার শূন্যমণ্ডল। সুতরাং কাবার ভিতরে নামায হওয়া আবশ্যক হবে এ বিষয়ের

www.pathagar.com

শর্ত ছাড়া যে, মুসল্লীর সামনে উটের গদির পেছনের কাষ্ঠের মত উঁচু কোন বস্তু হবে। যদিও মুক্তাদীর পিঠ তার ইমামের পিঠের দিকে হয়। ঐ ব্যক্তির নামায সহীহ্ হবে না যার পিঠ তার ইমামের চেহারার দিকে হবে। কেননা এতে ইমামের তুলনায় মুক্তাদী অগ্রে হয়।

কাবা শরীফের উপরে নামায পড়া মাকরূহ কা'বার সম্মানের কারণে। হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে তা জায়েয নেই। তাঁর গ্রন্থসমূহে আছে যে, কাবার উপরে নামায পড়া নাজায়েয। তবে (জায়েয) মুসল্লীর সামনে যদি কোন উঁচু বস্তু থাকে। কাবার চতুষ্পার্শ্বে গোল হয়ে যদি লোকেরা এমনভাবে ইকতিদা করে, যে কতিপয় তার ইমামের তুলনায় কা'বার দিকে বেশি নিকটবর্তী হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির নামায জায়েয হবে যে ইমাামের দিকে নয়।

মনে রেখো যে, কাবার দেওয়াল হিসেবে তার চারটি দিক রয়েছে। অতএব যে দিকে ইমাম থাকবে, ঐ দিকে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যখন ইমামের তুলনায় কাবার দিকে বেশি নিকটবর্তী হবে, তখন সে ইমামের থেকে অগ্রগামী হবে। অপর তিন দিকে দণ্ডায়মান ব্যক্তি এর বিপরীত। কেননা যে ব্যক্তি ঐসব দিকে ইমামের তুলনায় বেশি কাছে হবে, সে ইমামের উপর অগ্রগামী হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ وَجْهَ تَسْمِيَةِ الْكَعْبَةِ بِهَا

প্রশ্ন : কা'বার নামকরণের কারণ লিখ।

উত্তর : كَعْبَة শব্দটি كَعْب এর স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ পায়ের টাখনু তথা উচু অবস্থা। এ শব্দের মূলে স্ফীত বা উচু হওয়ার অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে উন্নত স্তনের অধিকারিণী যুবতী নারীদের كَاعِبَة বলা হয়।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথম এ স্থানটি সৃষ্টি করেছিলেন। মাটির সৃষ্টি হয় পানি থেকে। সর্ব প্রথম খানায়ে কা'বার নিচের অংশটিই পানির উপর উঁচু হয়ে মাটি আকারে প্রকাশ পায়। আর সে স্থানেই সর্ব প্রথম ইবাদত গৃহ নির্মিত হয়।

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ الصَّلٰوةِ فِىْ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : কাবা শরীফের ভিতরে নামাযের বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর।

উত্তর : কাবা শরীফের ভিতরে ফরজ ও নফল উভয় নামায জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, মুসল্লীর কা'বা শরীফ দেয়ালের সামনা-সামনি হতে হবে।

ইমাম মালেক রহ. এর মতে, কা'বা শরীফের ভিতরে নফল নামায সহীহ হবে। কিন্তু ফরজ নামায সহীহ হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এক মতে কোন নামায সহীহ্ নেই। অন্য মতে শর্ত সাপেক্ষে সব নামায আদায় করা যাবে। শর্ত হল মুসল্লীকে কা'বা শরীফের দেয়ালের সামনা-সামনি হতে হবে। যদি কা'বা শরীফের দরোজাকে সামনে নিয়ে দাঁড়ায়, তা হলে দরোজা বন্ধ থাকলে জায়েয হবে। আর যদি দরোজা খোলা থাকে, তা হলে দরোজার চৌকাঠ যদি উটের গদির পশ্চাদ কাঠ পরিমাণ উঁচু থাকে তাহলে নামায সহীহ হবে না। কেননা এমতাবস্থায় মুসল্লির সামনে কা'বা থাকে না, অথচ নামায সহীহ হওয়ার জন্য কা'বা সামনে থাকা জরুরি।

কা'বা শরীফের ভিতরে জামাতে নামায পড়ার তরীকা

চারটি তরীকা আছে। যথা–

www.pathagar.com

১। মুসল্লীরা ইমামের পিছনে ইমামের পিঠের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে।

২। ইমামের পিছনে; তবে ইমামের পিছনে মুসল্লীরা পিঠ করে দাঁড়াবে।

৩। ইমামের সামনে। তবে ইমামের মুখের দিকে মুসল্লিদের মুখ করে দাঁড়াবে।

৪। ইমামের সামনে। তবে ইমামের চেহারার দিকে মুসল্লীদের পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াবে।

এ চার সুরতের মধ্যে প্রথম তিন সুরতে নামায জায়েয হবে। চতুর্থ সুরতে মুসল্লীরা ইমামের অগ্রে চলে যাওয়া গণ্য হওয়ার কারণে নামায সহীহ্ হবে না।

কাবা শরীফের উপরে নামায পড়ার বিধান

قَوْلُهُ : وَكُرِهَ فَوْقَهَا : কা'বা শরীফের উপরে তথা ছাদে নামায পড়া মাকরূহ। কেননা এতে কাবা শরীফের সম্মান রক্ষা হয় না। কারণ ছাদে উঠাতে কা'বা শরীফের উপরে পা উঠে যাওয়ার ফলে কাবা শরীফের সম্মান রক্ষা পায় না তবে কেউ যদি নামায আদায় করে, তা হলে নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা কাবা শরীফের সম্মান রক্ষা পায় না। তবে কেউ যদি নামায আদায় করে তাহলে নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। কেননা কাবা শরীফের ছাদে নামায পড়ার কারণে কিবলার দিকে ফেরার বিষয়টি ব্যাহত হয়নি।

কারণ কাবা শরীফ যেমন কিবলা, তেমনিভাবে কাবা শরীফের বরাবর আকাশ পর্যন্ত পুরা শূন্য এলাকাই কা'বা।

কা'বা শরীফের চতুপার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায পড়ার বিধান

قَوْلُهُ : اِقْتَدَوْا الخ : কা'বা শরীফের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে জামাতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যেদিকে ইমাম দাঁড়াবে, সে দিকের যে মুসল্লী ইমামের তুলনায় কা'বা শরীফের বেশি কাছে হবে তার নামায সহীহ্ হবে না। কেননা এমনটি হওয়ার দ্বারা মুসল্লী ইমামের সামনে চলে যাওয়া প্রমাণিত হবে। তবে যে দিকে ইমাম দাঁড়ায় নি, সে দিকের মুসল্লীরা ইমামের তুলনায় কা'বা শরীফের বেশি কাছাকাছি হলে তাদের নামায সহীহ্ হবে। যদি ইমাম কা'বা শরীফের ভেতরে এবং মুসল্লীগণ বাইরে দাঁড়ায় কিংবা এর বিপরীত হয় তাহলেও নামায সহীহ্ হবে।

www.pathagar.com

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

هِيَ لَاتَجِبُ اِلَّا فِيْ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ اِعْلَمْ اَنَّ الزَّكٰوةَ لَاتَجِبُ اِلَّا فِيْ نِصَابٍ نَامٍ وَالْحَوْلُ هُوَ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْاِسْتِنْمَاءِ لِاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُوْلِ الْاَرْبَعَةِ وَالْغَالِبُ فِيْهَا تَفَاوُتُ الْاَسْعَارِ فَاُقِيْمَ مَقَامَ النَّمَاءِ فَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ هٰذَا هُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْهِدَايَةِ ـ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ هٰذَا يَقْتَضِىْ اَنَّهُ اِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى النِّصَابِ تَجِبُ الزَّكٰوةُ سَوَاءٌ وُجِدَ النَّمَاءُ اَوْ لَمْ يُوْجَدْ كَمَا فِى السَّفَرِ فَاِنَّهُ اُقِيْمَ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ فَيُدَارُ الرُّخْصَةُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ وُجِدَتِ الْمَشَقَّةُ اَمْ لَا لٰكِنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ لَابُدَّ مَعَ الْحَوْلِ مِنْ شَيْءٍ اٰخَرَ وَهُوَ الثَّمَنِيَّةِ كَمَا فِى الثَّمَنَيْنِ اَيِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اَوِ السَّوْمُ كَمَا فِى الْاَنْعَامِ اَوْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِيْ غَيْرِ مَاذَكَرْنَا حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ لَا لِلْخِدْمَةِ اَوْ دَارٌ لَا لِلسُّكْنٰى وَلَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ لَاتَجِبُ فِيْهِمَا الزَّكٰوةُ وَاِنْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ كَالْاَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَاَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَدُوْرِ السُّكْنٰى وَسِلَاحٍ يَسْتَعْمِلُهَا وَاٰلَاتِ الْمُحْتَرِفَةِ وَالْكُتُبِ لِاَهْلِهَا ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : যাকাত

যাকাত কেবল এমন নিসাবে ফরয হয় যার ওপর বছর পূর্ণ হয় এবং মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়। মনে রেখো, যাকাত শুধু বর্ধনযোগ্য নিসাবে ফরয হয়। আর পূর্ণবছর হচ্ছে সম্পদ বৃদ্ধিকারক। কেননা বছর হচ্ছে চার মৌসুম বিশিষ্ট। এ চার মৌসুমে দর-দাম ব্যবধান হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং বছরকেই বর্ধনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এবং বছরের উপরই হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ হুকুমই হিদায়ায় উল্লেখ হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আপত্তি আছে । কেননা এ বিধান এ বিষয়ের দাবি করে যে, যখন নিসাবের উপর বছর ঘুরে আসে তখন তার উপর যাকাত ফরয হবে, চাই বৃদ্ধি হওয়া পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। যেমন সফরের ক্ষেত্রে। কেননা সফরকে কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর রুখছতের বিধান কার্যকর হয়েছে। চাই কষ্ট পাওয়া যাক বা না যাক। অথচ যাকাতের বিষয়টি এমন নয়। বরং বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্য বস্তুও জরুরি, আর তা হল বস্তুটি সৃষ্টিগতভাবে মূল্যযোগ্য হওয়া। যেমন- মূল্যযোগ্য দু বস্তু অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য অথবা সায়িমা (বিচরণশীল প্রাণী) হওয়া। যেমন -চতুষ্পদ জন্তু। অথবা ব্যবসার নিয়ত করা ঐ সব বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর মধ্যে যেগুলো আমরা উল্লেখ করলাম। ফলে তার ঐ গোলাম যা তার খিদমতের জন্যে নয়; কিংবা এমন ঘর যা বসবাসের জন্যে নয়, ব্যবসার নিয়ত না করলে ঐ দুটির উপর যাকাত ফরয হবে না, যদিও উভয়টির উপর বছর অতিক্রান্ত হয়। আর জরুরী হচ্ছে, মাল মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়া। যেমন - খাদ্যবস্তু, কাপড়, ঘরের আসবাব পত্র, বাহনজন্তু, খিদমতের গোলাম, বাসগৃহ. ব্যবহারের অস্ত্র, পেশার উপকরণাদি এবং নিজস্ব কিতাবাদি প্রভৃতি।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الزَّكوٰةِ لُغَةً وَ شَرْعًا مَا وَجْهُ التَّسْمِيَةِ لَهَا؟

প্রশ্ন : জাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ পূর্বক زَكوٰة এর নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর : জাকাত (زَكوٰة) এর আভিধানিক অর্থ: পবিত্রতা। যেমন কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى যে আত্মশুদ্ধি করল সে অবশ্যই সফল হল।

زَكوٰة শব্দের অর্থ اَلْبَرَكَة ও اَلنَّمَاء বর্ধিত।

زكوة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় যাকাত বলা হয়–

هِىَ تَمْلِيْكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَامَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ
عَنِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى .

অর্থাৎ (নিজে) উপকার হাসিল না করার শর্তে হাশেমী নয় এবং তার মাওলাও নয় এমন মুসলিম ফকির ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। কেউ কেউ বলেন-

تَمْلِيْكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلٰى فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِهَاشِمِيٍّ

অর্থাৎ হাশেমী বংশের নয় এমন মুসলিম ব্যক্তিকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া।

যাকাতের নামকরণ : ১। যাকাত দ্বারা পাপের আবীলতা ও কার্পন্য থেকে পবিত্র হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ

অর্থাৎ আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র করুন এবং বিশুদ্ধ করবেন।

২। زَكوٰة অর্থ বর্ধিত হওয়া। যেমন- বলা হয় زَكَاءُ الزَّرْعِ শস্য বড় হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَهِىَ لَاتَجِبُ اِلَّا فِىْ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ

اَلسُّوَالُ : مَا اَلْمُرَادُ بِالنِّصَابِ وَمَا مَعْنَى النَّمَاءِ وَمَا مَعْنَى الْحَوْلِ وَمَا الْحَاجَةُ الْاَصْلِيَّةُ؟

প্রশ্ন : نِصَاب দ্বারা উদ্দেশ্য কি? نُمَا - حَوْل এবং حَاجَة এর অর্থ লিখ?

উত্তর : نِصَاب শব্দটি نصب থেকে مشتق অর্থ হল অংশ, ভাগ, নির্দিষ্ট পরিমাণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল اِسْمُ الْمِقْدَارِلَاتَجِبُ الزَّكوٰةُ فِيْمَا دُوْنَهُ নেসাব হল নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকার নাম, যার কমের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

نَمَاء এর অর্থ : অর্থ হল اَلْاِنْتِمَار - وَالْاِنْتِبَاب وَالزِّيَادَة অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। حَقِيْقِى বা حُكْمِى ভাবে মাল বৃদ্ধি পাওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় نماء বলে।

اَلْحَوْل : এর অর্থ হল اَلسَّنَة বা বৎসর।

১। حَوْل বলা হয়, যার দ্বারা মাল বৃদ্ধির শক্তি সৃষ্টি হয়। কারণ, পূর্ণ ছয় ঋতুতে বৎসর পূর্ণ হয়। আর এই ঋতুগুলোর আবর্তনে দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ জন্য বৎসরকে نُمَاء এর স্থলাভিষিক্ত বরা হয়েছে এবং তার উপর হুকুমের ভিত্তি রাখা হয়েছে।

২। حَوْل বলা হয় মালের ঐ نِصَاب কে যার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং نِصَاب এর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়েছে তার যাকাত ওয়াজিব। আর যেই نِصَاب এর উপর এক বছর পূর্ণ হয়নি তার উপর যাকাত নয়।

www.pathagar.com

مَمْلُوْكٌ مِلْكًا تَامًّا اَىْ رَقَبَةً وَيَدًا **عَلٰى حُرٍّ مُكَلَّفٍ** اَىْ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ **فَلَاتَجِبُ عَلٰى مُكَاتَبٍ** لِعَدَمِ الْمِلْكِ التَّامِّ فَاِنَّ لَهٗ مِلْكَ الْيَدِ لَا مِلْكَ الرَّقَبَةِ **وَمَدْيُوْنٍ مُطَالَبٍ مِنْ عَبْدٍ بِقَدْرِ دَيْنِهٖ** لِاَنَّ مِلْكَهٗ غَيْرُ فَاضِلٍ عَنِ الْحَاجَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَهِىَ قَضَاءُ الدَّيْنِ ـ وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِكَوْنِهٖ مُطَالَبًا مِنْ عَبْدٍ حَتّٰى لَوْ كَانَ مُطَالَبًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَمْنَعُ وُجُوْبَ الزَّكٰوةِ كَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا بَعْضُهٗ مَشْغُوْلٌ بِدَيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالنَّذْرِ اَوِ الْكَفَّارَةِ اَوِ الزَّكٰوةِ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ الزَّكٰوةِ فَرَاغُهٗ عَنْ هٰذَا الدَّيْنِ وَقَوْلُهٗ بِقَدْرِ دَيْنِهٖ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ فَلَاتَجِبُ اَىْ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَدْيُوْنِ بِقَدْرِ مَا يَكُوْنُ مَالُهٗ مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ ـ

সহজ তরজমা

পূর্ণাঙ্গরূপে নিসাবটি মালিকানাভুক্ত হওয়া। অর্থাৎ সত্ত্বাগত ও হস্তগতভাবে মালিকানাধীন হওয়া। (যাকাত ফরয) স্বাধীন মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর। অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর যাকাত ফরয। অতএব মুকাতাব গোলামের উপর যাকাত ফরয নয়, পূর্ণাঙ্গ মালিকানা না থাকার কারণে। কেননা মুকাতাব গোলামের উপর হস্তগত মালিকানা আছে, সত্ত্বাগত মালিকানা নেই। আর এমন ঋণগ্রস্তের উপর (ওয়াজিব নয়) যার কাছে বান্দার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিমাণ বস্তু তলব করা হয়। কেননা তার মালিকানা তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নয়। আর তা হচ্ছে ঋণ পরিশোধ। মুছান্নিফ রহ. " مُطَالَبٌ مِنْ عَبْدٍ " এর قَيْد এজন্যে লাগিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্তি তলব হয়, তা হলে তা যাকাত ফরয হতে বাঁধা হবে না। যেমন - কোন ব্যক্তি যদি এমন নিছাবের মালিক হয় যার কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলার ঋণে দায়বদ্ধ। যথা- মান্নত অথবা কাফ্ফারা কিংবা যাকাত। তাহলে এতে যাকাত ফরয হবে। যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে উল্লেখিত ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। মুছান্নিফ রহ. এর বক্তব্য بِقَدْرِ دَيْنِهٖ এটি فَلَاتَجِبُ এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ঋণগ্রস্তের উপর তার ঐ পরিমাণ সম্পদের যাকাত ফরয হবে না যা ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : كَمْ شَرْطًا لِفَرْضِيَّةِ الزَّكٰوةِ؟

প্রশ্ন : যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ কয়টি?

উত্তর : যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহ ৫টি।

১। একই মালিকানায় বছর পূর্ণ হওয়া। বছর পূর্ণ হওয়া। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস

لَيْسَ فِى الْمَالِ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ سُنَنْ اَبِى دَاؤُدَ

অর্থাৎ মালে যাকাত ঐ সময় ফরজ হয় যখন তার উপর বছর পূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

২। সৃষ্টিগতভাবে মূল্যযোগ্য হওয়া। সৃষ্টিগতভাবে মূল্যযোগ্য হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে মূল্য তথা মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত হওয়া, যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য।

৩। সায়িমা (سَائِمَة) হওয়া। সায়িমা হল এমন চতুষ্পদ জন্তু যা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে বিচরণ করে খায়।

৪। সৃষ্টিগতভাবে মূল্যযোগ্য বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্য না হলে যাকাত হবে না।

৫। ব্যবসার উদ্দেশ্য হলে যাকাত ফরজ হবে।

৬। নিছাব, এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।

عَلٰى حُرٍّ مُكَلَّفٍ : মুকাতাব বলা হয় ঐ গোলামকে, যাকে তার মনিব বলেছে যে, যদি তুমি এ পরিমাণ মাল দিতে পার, তবে তুমি আযাদ। এ ধরনের গোলামের ব্যবসার অনুমতি থাকে, যেন মাল উপার্জন করতে পারে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মনিব কর্তৃক নির্ধারিত মাল পরিশোধ করতে না পারবে, ততক্ষণ সে গোলামই থাকবে। আর সে যে পরিমাণ মালের মালিক হবে, তা তো সে নিজেকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে। অতএব তার জন্য مِلْك رَقَبَة প্রমাণিত হয় না।

قَوْلُهُ : مُطَالَب الخ : অর্থাৎ যদি বিক্রি কিংবা ঋণ ভাড়া কিংবা ধ্বংস করার জরিমানা বাবদ সে আবদ্ধ হয় এবং পাওনাদার এর কামনা করে, তবে ঋণের পরিমাণ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এখন এর থেকে একটি মাসআলা বের হয় যে, স্ত্রীর মহরের ঋণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক কি-না? এক অভিমত হল, মহর مُؤَجَّل হোক কিংবা مُعَجَّل হোক উভয় সুরতেই যাকাত ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় অভিমত হল, مَهْر مُؤَجَّل যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। তৃতীয় অভিমত হল, যদি স্বামীর মহর আদায়ের ইচ্ছা না থাকে, তবে তা প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা সে তার অনুযায়ী এটাকে ঋণই মনে করছে না।

قَوْلُهُ : كَالنَّذْر : এটি নেসাবের কিছু অংশ আল্লাহর دَيْن-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত। এর সারমর্ম হচ্ছে, যেমন– কারো নিকট দুশত দিরহাম আছে, কিন্তু সে মানত করেছে যে, একশত দান করে দেবে। এখন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে একশত দিরহাম দান করেনি, তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : أَو الْكَفَّارَة : এর দ্বারা কাফফারার সমস্ত প্রকার উদ্দেশ্য। যেমন– শপথের কাফফারা, যিহার (ظِهَار) এর কাফফারা, রমাযানের রোযা ভঙ্গের কাফফারা ইত্যাদি। অনুরূপ সদকায়ে ফিতর, কুরবানির প্রাণী। এসব প্রাণী যদি বান্দার জিম্মায় ওয়াজিব হয়, তবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না।

www.pathagar.com

وَلَا فِى مَالٍ مَفْقُوْدٍ وَسَاقِطٍ فِى بَحْرٍ وَمَغْصُوْبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَمَدْفُوْنٍ فِى بَرِّيَّةٍ نُسِىَ مَكَانُهُ وَدَيْنٍ جَحَدَهُ الْمَدْيُوْنُ سِنِيْنَ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَمَا أُخِذَ مُصَادَرَةً ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بَعْدَ سِنِيْنَ ـ

هٰذِهِ الْأَمْثِلَةُ أَمْثِلَةُ الْمَالِ الضِّمَارِ وَعِنْدَنَا لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ فِى الْمَالِ الضِّمَارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح بِنَاءً عَلٰى إِشْتِرَاطِ الْمِلْكِ التَّامِّ فَهُوَ مَمْلُوْكٌ رَقَبَةً لَا يَدًا وَالْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا وَصَلَ الْمَالُ الضِّمَارُ إِلٰى مَالِكِهٖ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكٰوةُ السِّنِيْنَ الَّتِى كَانَ الْمَالُ فِيْهَا ضِمَارًا أَمْ لَا **بِخِلَافِ دَيْنٍ عَلٰى مُقِرٍّ مَلِيٍّ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْجَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهٖ قَاضٍ فَإِنَّهُ** إِذَا وَصَلَ هٰذِهِ الْأَمْوَالُ إِلٰى مَالِكِهَا تَجِبُ زَكٰوةُ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ ـ

সহজ তরজমা

হারিয়ে যাওয়া সম্পদের যাকাত ফরয নয় এবং যাকাত ফরয নয় সমুদ্রে পতিত হওয়া সম্পদের, এমনি ছিনতাইকৃত সম্পদে যার কোন প্রমাণ নেই, মাঠে পুঁতে রাখা সম্পদে যার স্থান ভুলে গেলে, এমণ ঋণ যা ঋণ গ্রহীতা বছর কয়েক অস্বীকার করেছিল অতঃপর কারো কাছে তা স্বীকার করেছে অথবা ঐ সম্পদ যা সরকারিভাবে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে অতঃপর বছর কয়েক পর তার কাছে তা ফিরে এসেছে।

এ উদাহরণসমূহ হচ্ছে মালে যিমারের উদাহরণ। আমাদের নিকট মালে যিমারে যাকাত ফরয হয় না। এতে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতবিরোধ রয়েছে, পূর্ণাঙ্গ মালিকানার শর্ত করার কারণে। মালে যিমারে সত্ত্বাগত মালিকানা থাকে কিন্তু হস্তগত মালিকানা নেই। মতানৈক্য ঐ সুরতে যখন মালে যিমার মালিকের কাছে ফিরে আসে তখন মালিকের উপর ঐ সব বছরের যাকাত ফরয হবে কি না যত বছর উক্ত সম্পদ যিমার অর্থাৎ গুম অবস্থায় ছিল? **এটা ঐ ঋণের বিপরীত যা এমন স্বীকারকারীর উপর থাকে যে ধনী অথবা অভাবগ্রস্ত কিংবা দরিদ্র বা ঋণ অস্বীকারকারী। তবে তার ঋণের উপর প্রমাণ রয়েছে অথবা বিচারক উক্ত ঋণ সম্পর্কে জানে।** এ সম্পদ যখন মালিকের কাছে ফিরে আসবে, তখন মালিকের উপর অতীত দিনগুলোর যাকাত দেওয়া ফরয হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْمَالَ الضِّمَارَ

প্রশ্ন : মালে যিমারের পরিচয় দাও।

উত্তর : যে মাল হারিয়ে যাওয়ার পরে আর ফিরে পাওয়ার আশা থাকে না, তাকে মালে যিমার বলে ফিরে আসার আশা থাকলে মালে যিমার হয় না।

ضِمَار এর মূল হচ্ছে اِضْمَار অর্থ গুম করে দেওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, মালে যিমার বলা হয় এমন মালকে যা বিদ্যমান তবে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। মালে যিমারে যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হল, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল মাল নিছাব পরিমাণ সম্পদ মালিকানাধীন থাকা। মালে যিমার যেহেতু মালিকানায় থাকে না, তাই এতে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

www.pathagar.com

وَلَايَبْقٰى لِلتِّجَارَةِ وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَنَوٰى خِدْمَتَهُ ثُمَّ لَايَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا مَالَمْ يَبِعْهُ وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوٰى لَهَا وَمَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ اَوْ وَصِيَّةٍ اَوْ نِكَاحٍ اَوْ خُلْعٍ اَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وَقِيْلَ الْخِلَافُ عَلٰى عَكْسِهِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمِ اِنَّمَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ . ثُمَّ هٰذِهِ النِّيَّةُ اِنَّمَا تُعْتَبَرُ اِذَا وُجِدَتْ زَمَانَ حُدُوْثِ سَبَبِ الْمِلْكِ حَتّٰى لَوْ نَوَى التِّجَارَةَ بَعْدَ حُدُوْثِ سَبَبِ الْمِلْكِ لَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ بِنِيَّتِهِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا ثُمَّ لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبُ الْمِلْكِ سَبَبًا اِخْتِيَارِيًّا حَتّٰى لَوْ نَوَى التِّجَارَةَ زَمَانَ تَمَلُّكِهِ بِالْاِرْثِ لَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ ثُمَّ ذٰلِكَ السَّبَبُ الْاِخْتِيَارِيُّ هَلْ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ شِرَاءً اَمْ لَا فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح لَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح تَجِبُ وَقِيْلَ الْخِلَافُ عَلَى الْعَكْسِ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ شِرَاءً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح لَا .

وَلَا اَدَاءَ اِلَّا بِنِيَّةٍ قَرَنَتْ بِهِ اَوْ بِعَزْلِ قَدْرِ مَاوَجَبَ وَتَصَدُّقِهِ بِكُلِّ مَالِهِ بِلَانِيَّةٍ مُسْقِطٌ وَبِبَعْضِهِ لَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ اَىْ اِذَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهِ بِلَا نِيَّةِ الزَّكٰوةِ تَسْقُطُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ مَالِهِ تَسْقُطُ زَكٰوةُ الْمُؤَدّٰى عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ رح حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَسْقُطُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح زَكٰوةُ الْمِائَةِ الْمُؤَدَّاةِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح لَاتَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ اَصْلًا .

সহজ তরজমা

যাকে ব্যবসার উদ্দেশ্য ক্রয় করা হয়, তারপর তা দ্বারা খেদমত নেয়ার নিয়ত করা হয়, তখন তা ব্যবসার জন্যে বিবেচিত হবে না। এরপর যতক্ষণ তাকে বিক্রি না করবে ,ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার জন্যে হবে না। যদিও ব্যবসার নিয়ত করে। যাকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তা ব্যবসার জন্যেই ধর্তব্য হবে। ঐ বস্তু ব্যবসার জন্যে গণ্য হবে না যা সে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছে এবং তাতে ব্যবসার নিয়ত করেছে। যার মালিক হয়েছে হেবা, ওসীয়ত, বিয়ে বা খুল'আর সূত্রে, অথবা কিছাছের সন্ধি সূত্রে এবং তাতে ব্যবসার নিয়ত করেছে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে তা ব্যবসার জন্যে হবে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ব্যবসার জন্যে হবে না আর মতানৈক্যটি এর বিপরীতও বলা হয়েছে।

মোটকথা হল, স্বর্ণ রৌপ্য এবং বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে বিচরণ করে খায় এমন সব প্রাণী ছাড়া অন্য বস্তুতে ব্যবসার নিয়ত দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এ নিয়ত শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য যখন মালিক হওয়ার কারণ সূচিত হয়। অনন্তর মালিক হওয়ার কারণ সূচিত হওয়ার পর যদি ব্যবসার নিয়ত করে, তখন তাতে যাকাত ওয়জিব হবে না। এটাই হচ্ছে "ثُمَّ لَايَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ وَاِنْ نَوَاهُ لَهَا" মুছান্নিফ

www.pathagar.com

রহ. এর বক্তবের অর্থ। অতঃপর মালিক হওয়ার সবাবটি ইখতিয়ারী (ইচ্ছগত) সবাব হওয়া জরুরি, ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হওয়ার সময় যদি ব্যবসার নিয়ত করে, তা হলে তাতে যাকাত ওয়জিব হবে না। আবার ইখতিয়ারী সবাবটি ক্রয়জনিত হওয়া জরুরি, না-কি জরুনি নয় ? ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে, জরুরি নয় আর মুহাম্মদ রহ.-এর মতে জরুরি। আবার এর বিপরীত মতানৈক্যও বলা হয়েছে অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে ক্রয়জনিত হওয়া জরুরি এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে জরুরি নয়।

যাকাত আদায় হবে শুধু এমন নিয়তের দ্বারা যা আদায়ের সাথে মিলিত হয় অথবা যে পরিমাণ যাকাত ওয়জিব হয়েছে, তা পৃথকিকরণের সময় হয়। যাকাতের নিয়ত ছাড়া সম্পূর্ণ সম্পদ দান করে দেওয়া যাকাত রহিতকারী এবং কিছু সম্পদ দান করে দেওয়া ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে যাকাত রহিতকারী নয়। অর্থাৎ যখন যাকাতের নিয়ত ছাড়া সম্পূর্ণ সম্পদ দান করে দিবে তখন যাকাত রহিত হয়ে যাবে। যদি কিছু সম্পদ দান করে তা হলে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে যে পরিমাণ দান করা হয়েছে সে পরিমাণ থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। এতে ইমাম আবু ইউসূফ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। অনন্তর যদি তার কাছে দু'শ দিরহাম থাকে এবং তা থেকে একশত দিরহাম দান করে দেয়, তা হলে ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মতে একশ এর যাকাত রহিত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে যাকাত একেবারেই রহিত হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ النِّيَّةِ فِى الزَّكوٰةِ

প্রশ্ন : যাকাতের মাঝে নিয়তের বিধান উল্লেখ কর।

উত্তর : যাকাত যেহেতু স্বতন্ত্র ইবাদত এজন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত না করলে যাকাত আদায় হবে না। নিয়ত করতে হবে যাকাত কিংবা অন্য সম্পদ থেকে যাকাতের জন্য মাল পৃথক করার সময়। এ নিয়ত হুকমী তথা বিধানগত নিয়ত হলেও যাকাত আদায় সহীহ হয়ে যাবে।

مُسْقِط বলে গ্রন্থকার বলতেছেন, নিয়ত ছাড়া সম্পূর্ণ মাল দান করে দিলে আহনাফের নিকট যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা যে সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে, তা সম্পূর্ণই দান করার দ্বারা যাকাত ফরজ হওয়াই অবশিষ্ট থাকে না। আর আইম্মায়ে ছালাছা ও ইমাম যুফার রহ. এর মতে যাকাত রহিত হবে না। কেননা এখানে নির্দিষ্ট করে নিয়ত পাওয়া যায়নি। অথচ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা শর্ত।

قَوْلُهُ : بِلَانِيَّةِ الزَّكوٰةِ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর

উত্তর : قَوْلُهُ : بِلَانِيَّةِ الزَّكوٰةِ : এর উপর একটি আপত্তি: শারেহ রহ. নিয়তকে যাকাত দ্বারা কয়েদ যুক্ত করেছেন। এর অর্থ হল, যাকাতের নিয়ত ছাড়া সম্পূর্ণ মাল দান করে দিলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

মাসআলা এমন নয়, বরং মান্নত এবং কাফফারার নিয়তে যদি সম্পূর্ণ মাল দান করে দেয়, তা হলে যাকাত ছাড়া অন্য নিয়তে দান করা সহীহ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত রহিত হবে না। কিন্তু মাতেন রহ. শুধু بِلَانِيَّةٍ বলেছেন, এর অর্থ হল কোনো নিয়ত ছাড়াই যদি সম্পূর্ণ মাল দান করে দেয়, তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে, তাই মাতেন এর কথাই যথার্থ। শারেহ রহ. এ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন নি।

www.pathagar.com

بَابُ زَكٰوةِ الْاَمْوَالِ

نِصَابُ الْاِبِلِ خَمْسٌ وَالْبَقَرِ ثَلٰثُوْنَ وَالْغَنَمِ اَرْبَعُوْنَ سَائِمَةً فَفِىْ كُلِّ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ بُخْتٍ اَوْ عِرَابٍ شَاةٌ ثُمَّ فِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّاَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ ثُمَّ فِىْ اِحْدٰى وَّسِتِّيْنَ جِذْعَةٌ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّسَبْعِيْنَ بِنْتَا لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

ثُمَّ فِىْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّخَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ ثَلٰثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تَسْتَانِفُ ـ فَفِىْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ فِىْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّسِتٍّ وَّتِسْعِيْنَ اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِئَتَيْنِ ثُمَّ تَسْتَانِفُ اَبَدًا كَمَا فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِىْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ ـ اِعْلَمْ اَنَّهٗ قَدْ ذَكَرَ اسْتِيْنَافَيْنِ اَحَدُهُمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِيْنَ وَالْاٰخَرُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ فَبَعْدَ الْمِئَتَيْنِ يَسْتَانِفُ اِسْتِيْنَافًا مِثْلُ مَاذُكِرَ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় ধন-সম্পদের যাকাত

উটের নিছাব পাঁচটি, গরুর ত্রিশটি, ছাগলের চল্লিশটি যখন এসব প্রাণী (সরকারি) চারণভূমিতে বিচরণশীল হয়। বুখতী হোক কিংবা আরবী প্রত্যেক পাঁচটি উটের জন্যে একটি বকরী। এরপর পঁচিশটির জন্যে একটি বিনতে মাখাজ। এরপর ছত্রিশটির ক্ষেত্রে একটি বিনতে লাবুন। এরপর ছিচল্লিশটির ক্ষেত্রে এক হিক্কা। এরপর একষট্টিটির ক্ষেত্রে একটি জায'আ। অতঃপর ছিয়াত্তরটির ক্ষেত্রে দুটি বিনতে লাবুন। অতঃপর একানব্বই থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কা।

এরপর প্রত্যেক পাঁচের মধ্যে এক বকরীর হিসাব হবে। এরপর একশ পঁয়তাল্লিশটির ক্ষেত্রে একটি বিনতে মাখাজ এবং এক হিক্কা। এরপর একশ পঞ্চাশের মধ্যে তিন হিক্কা। এরপর নতুন করে হিসাব করা হবে। প্রত্যেক পাঁচের মধ্যে হবে এক বকরী। এরপর পঁচিশের মধ্যে হবে একটি বিনতে মাখাজ এরপর ছত্রিশের মাঝে হবে একটি বিনতে লাবুন। অতঃপর একশ' ছিয়ানব্বই থেকে দুশ পর্যন্ত হবে চারটি হিক্কা। এরপর সর্বদা এভাবে নতুন করে হিসাব করা হবে। যেমন– একশত পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে করা হয়। মনে রেখো, মুছান্নিফ রহ. নতুন করে শুরুর কথা দু'বার উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একবার হচ্ছে, একশ বিশের পর, আর একবার হচ্ছে একশ পঞ্চাশের পর। সুতরাং দু'শ এর পর নতুন করে শুরু করতে হবে, যেভাবে একশ পঞ্চাশের পরে শুরু করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ السَّائِمَةَ وَالْحِقَّةَ وَالْجَذْعَةَ وَالتَّبِيْعَةَ ثُمَّ بَيِّنْ زَكٰوةَ الْاِبِلِ

প্রশ্ন : উপরোল্লিখিত জন্তুর পরিচয় ও উটের যাকাতের বর্ণনা দাও।

উত্তর : سَائِمَة এর পরিচয় : সায়িমা বা বিচরনশীল প্রাণী বলতে সে সব প্রাণীকে বুঝায় যেগুলো মালিকের পরিশ্রম ছাড়া সরকারী চারণভূমিতে বিচরণশীল। সরকারী ভূমিতে বছরের অধিকাংশ সময় ঘাস খেয়ে থাকে। এই সকল প্রাণীকে মালিকগণ গোস্ত ও দুধের জন্য পালন করে থাকে।

حِقَّة এর পরিচয় : হিককা শব্দটি মুস্তাহিককার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ হচ্ছে যোগ্য হওয়া। তিন বছর পূর্ণ হয়ে চার বছরে পদার্পণ করলে তাকে হিককা বলা হয়। যেহেতু উট এ বছরে বোঝা বহনের যোগ্য হয়ে উঠে। তাই তাকে হিককা বলা হয়।

জায'আর পরিচয়

جَذْعَة অর্থ হচ্ছে যার দাঁত পড়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। চার বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বছরে পদাপর্ণ করলে এমন উটকে জায'আ বলা হয়।

তাবী' (تَبِيْع) বলা হয় গরুর নব বাচ্চা এক বছর পূর্ণ হলে তাকে তাবী বলে পূর্ণ এক বছরের মাদী গরুর বাচ্চাকে তাবীয়াহ বলা হয়।

উটের নিসাব ও যাকাতের সার সংক্ষেপ

كَمَا فِى الْخَمْسِيْنَ : উট পাঁচটি হলে ১ বকরী, ১০টি হলে ২ বকরী, ১৫টি হলে ৩ বকরী, ২০ হলে ৪ বকরী, ২৫টি হলে ১টি বিনতে মাখায, ৩৬টি হলে ১টি বিনতে লাবুন, ৪৬টি হলে ১টি হিক্কা, ৬১টি হলে ১টি জাযআ, ৭০টি হলে ২টি বিনতে লাবুন ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত ২টি হিককা। এখানে এসে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন নতুন করে যাকাতের হিসাব করতে হবে না। বরং ১২০ এরপর প্রত্যেক ৪টি উটে একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। ১২০ এর দু হিককাসহ। আর প্রত্যেক ৫০ এর মধ্যে এক হিককা, ১২০ এর দু হিককাসহ মোট ৩ হিককা। আহনাফের মতে ১২০ এর পর নতুন করে হিসাব শুরু হবে। তাই প্রত্যেক ৫এর মধ্যে একটি বকরী হবে এবং ২৫ পর্যন্ত পৌছলে একটি বিনতে মাখায হবে।

www.pathagar.com

حَتّٰى تَجِبَ فِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ ثَلٰثِيْنَ بَقَرًا اَوْجَامُوْسًا تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ ثُمَّ فِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ اَلتَّبِيْعُ الَّذِىْ تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَالتَّبِيْعَةُ اُنْثَاهُ وَالْمُسِنُّ الَّذِىْ تَمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ وَالْمُسِنَّةُ اُنْثَاهُ وَفِيْمَا زَادَ يُحْسَبُ اِلٰى سِتِّيْنَ وَفِيْهَا ضِعْفُ مَا فِىْ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ اَىْ فِىْ سِتِّيْنَ تَبِيْعَانِ اِلٰى تِسْعٍ وَّسِتِّيْنَ ثُمَّ فِىْ سَبْعِيْنَ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ ثُمَّ فِىْ ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ ثُمَّ فِىْ تِسْعِيْنَ ثَلٰثَةُ اَبْتِعَةٍ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ تَبِيْعَانِ وَمُسِنَّةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّعَشَرَةٍ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّتَانِ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ اَرْبَعُ اَتْبِعَةٍ اَوْ ثَلٰثُ مُسِنَّاتٍ وَهٰكَذَا اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ ـ

وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ ضَانًا اَوْمَعْزًا شَاةٌ ثُمَّ فِىْ مِائَةٍ وَاحِدٰى وَّعِشْرِيْنَ شَاتَانِ ثُمَّ فِىْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلٰثُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ اَرْبَعِ مِائَةٍ اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَاشَيْئَ فِىْ بَغْلٍ وَحِمَارٍ لَيْسَا لِلتِّجَارَةِ وَلَا فِىْ عَوَامِلَ وَحَوَامِلَ وَعَلُوْفَةٍ اَلْعَوَامِلُ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْعَمَلِ كَاِثَارَةِ الْاَرْضِ وَالْحَوَامِلُ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِحَمْلِ الْاِثْقَالِ وَالْعَلُوْفَةُ الَّتِىْ تُعْطَى الْعَلَفَ وَهِىَ ضِدُّ السَّائِمَةِ وَلَا فِىْ حَمَلٍ وَفَصِيْلٍ وَعَجِيْلٍ اِلَّا تَبْعًا لِلْكَبِيْرِ ـ

সহজ তরজমা

অনন্তর প্রত্যেক পঞ্চাশের জন্যে হবে এক হিক্কা। ত্রিশটি গরু এবং মহিষের মধ্যে একটি تَبِيْع (তাবী') বা تَبِيْعَة (তাবী'আ)। এরপর চল্লিশটির মধ্যে একটি مُسِن (মুসিন্না) বা مُسِنَّة (মুসিন্নাহ্)। تَبِيْع (তাবী') হচ্ছে ঐ গোবৎস যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে। আর تَبِيْعَة (তাবী'আ) হচ্ছে তার মাদী। مُسِن হচ্ছে সে গোবৎস যার বয়ষ দু বছর পূর্ণ হয় এবং مُسِنَّة হচ্ছে তার মাদী। চল্লিশের বেশি হলে তাতে ষাট পর্যন্ত হিসাব করা হবে। আর এ ষাটের মধ্যে ত্রিশের দ্বিগুণ হবে। এরপর প্রত্যেক ত্রিশে একটি تَبِيْع (তাবী') এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি مُسِنَّة (মুসিন্নাহ) অর্থাৎ ষাট থেকে উনসত্তর পর্যন্ত দুটি তাবী। অতঃপর সত্তরে হবে এক تَبِيْعَة এবং এক مُسِنَّة। অতঃপর আশিটির মধ্যে হবে দুটি مُسِنَّة। অতঃপর নব্বইটির ক্ষেত্রে হবে তিন تَبِيْعَة। অতঃপর একশ' এর মধ্যে দু تَبِيْع এবং এক মুসিন্নাহ। একশ দশের মধ্যে একটি তাবী' এবং দুটি মুসিন্নাহ। একশ বিশের মধ্যে চার তাবী' অথবা তিনটি মুসিন্নাহ। এভাবে অসংখ্য পর্যন্ত চলবে।

চল্লিশটি দুম্বায় বা বকরীতে একটি বকরী। অতঃপর একশ একুশের মধ্যে হচ্ছে দু বকরী। এরপর দু শ' একের মধ্যে হচ্ছে তিন বকরী। অতঃপর চার শ' এর মধ্যে হচ্ছে চার বকরী। অতঃপর প্রত্যেক একশ' এর জন্যে একটি করে বকরী। খচ্চর এবং গাধা যা ব্যবসার জন্যে নয়। তাতে কোনো যাকাত নেই। عَوَامِل (আওয়মিল) حَوَامِل (হাওয়ামিল) এবং عَلُوْفَة (আলূফাহ্) এর মাঝে কোনো যাকাত নেই। عَوَامِل বলা হয় যে গরু বা মহিষকে কাজ নেয়ার জন্যে রাখা হয়। যেমন জমি চাষ করা। حَوَامِل বলা হয় যাকে বোঝা বহনের জন্যে রাখা হয়। عَلُوْفَة বলা হয় যাকে ঘাস খাওয়ান হয় (অর্থাৎ

www.pathagar.com

চরণভূমিতে না নিয়ে বেঁধে রেখে খাওয়ান হয়) তা সায়েমা তথা চারণভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীর বিপরীত। حَمَل (বকরীর এমন ছোট বাচ্চা যার বয়স এক বছরের কম) فَصِيل (উটনীর ঐ বাচ্চা যা বিনতে মাখাযের বয়স থেকে কম বয়সী হয় এবং عَجِيل এক মাসের কম বয়সী গোবৎস) এতে যাকাত নেই তবে, বড় গরুর অনুগামী হলে যাকাত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاَشْيَاءَ الْاٰتِيَةَ : اَلْعَوَامِلُ وَالْعَلُوْفَةُ وَالْحَوَامِلُ وَالْفَصِيْلُ وَالْعَجِيْلُ

প্রশ্ন : উপরে উল্লিখিত পরিভাষাগুলোর অর্থ লিখ।

উত্তর : عَوَامِل এর পরিচয় : عَوَامِل ঐ প্রাণীকে বলা হয়, যার দ্বারা কাজ সম্পাদন করা হয়। গরুর গাড়ী দ্বারা বোঝা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা হয়।

عَوَامِل এর হুকুম : এখন যদি এ প্রকারের প্রাণী নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবুও তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

حَوَامِل এর পরিচয়ঃ حَوَامِل এটা حَامِلَة এর বহুবচন। আর حَوَامِل ঐ সমস্ত প্রাণীকে বলে যার উপর বোঝা বহন করা হয়। اَلَّتِى اُعِدَّتْ لِلْمَحْمَلِ الْاِنْتِقَالِ

حَوَامِل এর হুকুম গাধার হুকুমের মত অর্থাৎ তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও এটা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে।

عَلُوْفَة এর পরিচয় : عَلُوْفَة ঐ প্রাণীকে বলা হয়, সেগুলোকে ঘাস ভূসি এবং মূল্যবান উদ্ভিদ খাওয়ানো হয়। অর্থ্যাৎ سَائِمَه নয়।

حَمَل এর পরিচয় : حَمَل এর অর্থ হল বকরীর ঐ বাচ্চা যার বয়স এক বছর থেকে অনেক কম হয়।

فَصِيل এর পরিচয় : فَصِيل উটনীর ঐ বাচ্চাকে বলা হয়, যা এখন পর্যন্ত بِنْتِ مَخَاض এর বয়সে উপনীত হয়নি।

عَجِيل এর পরিচয় : عَجِيل গরুর ঐ বাচ্চাকে বলা হয় যার বয়স এক মাস থেকে কম হয়।

হুকুম : এই তিন প্রকার প্রাণীর উপর যদিও সত্তাগতভাবে যাকাত ওয়াজিব হয় না, কিন্তু যদি এই সকল প্রাণী বড় প্রাণীর সঙ্গে থাকে, তা হলে তাদের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

وَلَا فِیْ ذُکُوْرِ الْخَیْلِ مُنْفَرِدَۃً وَکَذَا فِیْ اُنَاثِہَا فِیْ رِوَایَۃٍ وَفِیْ کُلِّ فَرَسٍ مِنَ الْمُخْتَلِطِ بِہٖ الذُّکُوْرُ وَالْاِنَاثُ سَائِمَۃً دِیْنَارٌ اَوْ رُبُعُ عُشْرِ قِیْمَتِہٖ نِصَابًا وَجَازَ دَفْعُ الْقِیَمِ فِی الزَّکٰوۃِ وَالْکَفَّارَۃِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ وَلَا یَاْخُذُ الْفَضْلَ الْمُصَدِّقُ اِلَّا الْوَسَطَ وَاِنْ لَمْ یَجِدِ الْمُسِنَّ الْوَاجِبَ یَاْخُذُ الْاَدْنٰی مَعَ الْفَضْلِ اَوِ الْاَعْلٰی وَیَرُدُّ الْفَضْلَ وَیَضُمُّ الْمُسْتَفَادَ وَسْطَ الْحَوْلِ فِیْ حُکْمِہٖ اِلٰی نِصَابٍ مِنْ جِنْسِہٖ ۔ اَیْ اِذَا کَانَ لَہٗ مِئَتَا دِرْہَمٍ وَحَالَ عَلَیْہِ الْحَوْلُ وَقَدْ حَصَلَ فِیْ وَسْطِ الْحَوْلِ مِائَۃُ دِرْہَمٍ یُضَمُّ الْمِائَۃُ اِلَی الْمِئَتَیْنِ وَقَوْلُہٗ فِیْ حُکْمِہٖ اَیْ فِیْ حُکْمِ الْمُسْتَفَادِ وَہُوَ وُجُوْبُ الزَّکٰوۃِ یَعْنِیْ یُعْتَبَرُ فِی الْمُسْتَفَادِ الْحَوْلُ الَّذِیْ مَرَّ عَلَی الْاَصْلِ وَیُمْکِنُ اَنْ یُرْجَعَ ضَمِیْرُ حُکْمِہٖ اِلَی الْحَوْلِ **وَالزَّکٰوۃُ فِی النِّصَابِ لَا الْعَفْوِ** فَاِنَّہٗ اِذَا مَلَکَ خَمْسًا وَّثَلٰثِیْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَالْوَاجِبُ وَہُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِنَّمَا ہُوَ فِیْ خَمْسٍ وَّعِشْرِیْنَ لَا فِی الْمَجْمُوْعِ حَتّٰی لَوْ ہَلَکَ عَشَرَۃٌ بَعْدَ الْحَوْلِ کَانَ الْوَاجِبُ عَلٰی حَالِہٖ وَہَلَاکُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ یُسْقِطُ الْوَاجِبَ **وَہَلَاکُ الْبَعْضِ حِصَّتَہٗ وَیُصْرَفُ الْہَلَاکُ اِلَی الْعَفْوِ اَوَّلًا** ۔

সহজ তরজমা

শুধু নর ঘোড়ার যাকাত নেই। অদ্রূপ এক বর্ণনা অনুযায়ী শুধু মাদী ঘোড়ায়ও যাকাত নেই। নর ও মাদী ঘোড়া একত্রে হয়ে বিচরণশীল (সায়েমা) হলে প্রত্যেক ঘোড়ায় এক দীনার বা তার মূল্য এবং যদি তার মূল্য নিছাব পরিমাণ হয়, তা হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। যাকাত, কাফফারা, উশর এবং মান্নতের ক্ষেত্রে মূল্য আদায় করা জায়েয। যাকাত উসূলকারী কেবল মধ্যম শ্রেণীর জন্তু নেবে। যদি ধার্যকৃত মুসিন্না না পাওয়া যায় তা হলে নিম্নশ্রেণীরটা নিবে অতিরিক্তটুকুর অর্থসহ। অথবা উন্নতমানেরটা নিয়ে অতিরিক্তটুকুর অর্থ ফেরত দিবে। বছরের মাঝখানে যা লাভ হবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিধানে ঐ নিছাবের সাথে সংযুক্ত করা হবে - যা ঐ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ যখন তার কাছে দু'শ দিরহাম থাকবে এবং এর উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, আর বছরের মাঝে তার আরও একশ দিরহাম লাভ হয় তখন এ একশ দিরহাম ঐ দুশ দিরহামের সাথে যুক্ত হবে। মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্য"فِیْ حُکْمِہٖ" তার হুকুমে" অর্থাৎ অর্জিত সম্পদের হুকুম ভুক্ত আর তা হচ্ছে যাকাত ওয়াজিব হওয়া। অর্থাৎ مُسْتَفَاد তথা বছরের মাঝে অর্জিত বস্তুর মাঝে ঐ বছর-ই ধর্তব্য যা মূল মালের উপর অতিবাহিত হয়েছে। আবার حُکْمِہٖ এর "ہٖ" সর্বনামকে حَوْل (বছর) এর দিকেও ফেরান যেতে পারে।

যাকাত হচ্ছে নিছাবের মাঝে, যা মাফ করা হয়েছে তার নয়। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি পঁয়ত্রিশটি উটের মালিক হয়, তা হলে বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। বিনতে মাখাজ হচ্ছে পঁচিশের জন্য, সামষ্টিকের জন্য নয়। কাজেই এক বছর পর যদি দশটি উট কমে যায় তাহেল ওয়াজিব স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকবে।

www.pathagar.com

বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিছাব নষ্ট হয়ে যাওয়া ওয়াজিবকে রহিত করে দেয় এবং আংশিক বিনাশ স্বীয় অংশ থেকে যাকাতকে রহিত করে। বিনাশ হয়ে যাওয়াকে প্রথমে যা মাফ করা হয়েছে সে দিকে ফেরান হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا فِى ذُكُوْرِ الْخَيْلِ الخ : অর্থাৎ যদি শুধু নর ঘোড়া হয়; মাদি ঘোড়া না থাকে, তবে উত্তম অভিমত হল, এর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। আর যদি মাদি ঘোড়া হয়, তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা মাদি কিংবা নর ঘোড়া একাকী হওয়ার কারণে এতে نُمُو (বর্ধন) পাওয়া যায় না। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী শুধু মাদি ঘোড়ার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা নর ঘোড়া ধার এনেও কাজ চালানো যায়। আর যদি নর ও মাদি ঘোড়া একত্রে হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব। যাকাত আদায়ের সুরত দুটি–

(১) প্রত্যেক ঘোড়ায় এক দিনারের হিসেবে দেওয়া হবে।

(২) ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে পূর্ণ মূল্যের ৪০ তম অংশ যাকাত দেওয়া। তবে শর্ত হল, পূর্ণ মূল্য নেসাব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে হবে। এ অভিমত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত। এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছার (كِتَابُ الْآثَار) এর মধ্যে বর্ণনা করেন। এ সমস্ত বিষয় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাব মোতাবেক। পক্ষান্তরে সাহেবাইন রহ.-এর মতে ঘোড়ার মধ্যে مُطْلَقًا যাকাত নেই। কেননা হাদীসে এসেছে– মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব নয়। সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণ উক্ত হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, "আমি মুসলমানদের থেকে ঘোড়া ও গোলামের যাকাত মাফ করে দিয়েছি।" –আবূ দাউদ, তিরমিযী

ইমাম তহাবী রহ. সাহেবাইন রহ.-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এরই উপর ফাতওয়া।

قَوْلُهُ : فِى الْمُسْتَفَادِ الْحَوْلِ الخ : مُسْتَفَاد শব্দের অর্থ হল, বছরের মাঝে অর্জিত মাল। বছরের মাঝে অর্জিত মাল আবার দু প্রকার–

(১) মালিকের কাছে যে মাল ছিল, সেই মালই তার নিকট আরো অতিরিক্ত হল। যেমন– তার নিকট নেসাব পরিমাণ উট আছে, বছরের মাঝে তার উট আরও বৃদ্ধি পেল। তবে তার এ মালকে একত্রে মিলিয়ে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

(২) মালিকের কাছে যে মাল নেসাব পরিমাণ আছে, বছরের মাঝে সেই মালই বৃদ্ধি পায় নি বরং অন্য মাল অর্জিত হয়েছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ মালকে এ মালের সাথে মিলাবে না বরং উভয় মালের নেসাব ভিন্ন ভিন্ন হিসাব করবে। প্রথম সুরত আবার দু প্রকার–

(ক) মালিকের কাছে নেসাব পরিমাণ যে মাল আছে, সে মাল থেকেই মাল বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ বাচ্চা দিয়েছে। তবে একে সর্বসম্মতিক্রমে মূল মালের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে যাকাত দিবে।

(খ) ঐ ধরনের মাল ক্রয় করা কিংবা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছে, তবে এ সুরতে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে এতেও এ মালকে মূল মালের সাথে মিলাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে মিলাবে না। কেননা হাদীসে এসেছে– যে মাল অতিরিক্ত এসে মিলেছে, তাতে যাকাত নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়। উক্ত হাদীস আমাদের মালের প্রকার ভিন্ন হওয়ার উপর প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

ثُمَّ اِلٰى نِصَابٍ يَلِيْهِ ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ فَيَبْقٰى شَاةٌ لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَوْلِ عِشْرُوْنَ مِنْ سِتِّيْنَ شَاةً اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتٍّ مِّنَ الْاِبِلِ وَتَجِبُ بِنْتُ مَخَاضٍ لَوْ هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا اَىْ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ اِلَى الْعَفْوِ اَوَّلًا فَاِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْهَلَاكُ الْعَفْوَ فَالْوَاجِبُ عَلٰى حَالِهٖ كَالْمِثَالَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ وَهُمَا هَلَاكُ عِشْرِيْنَ مِنْ سِتِّيْنَ شَاةً اَوْ وَاحِدٌ مِنْ سِتٍّ مِّنَ الْاِبِلِ وَاِنْ جَاوَزَا الْهَلَاكُ الْعَفْوَ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ اِلٰى نِصَابِ الَّذِىْ يَلِى الْعَفْوَ كَمَا اِذَا هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا فَالْاَرْبَعَةُ تُصْرَفُ اِلَى الْعَفْوِ ـ

ثُمَّ اَحَدَ عَشَرَ يُصْرَفُ اِلَى النِّصَابِ الَّذِىْ يَلِى الْعَفْوَ وَهُوَ مَا بَيْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ حَتّٰى تَجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَا نَقُوْلُ اَلْهَلَاكُ يُصْرَفُ اِلَى النِّصَابِ وَالْعَفْوِ حَتّٰى نَقُوْلَ اَلْوَاجِبُ فِىْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَقَدْ هَلَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَبَقِىَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَيَجِبُ نِصْفٌ وَثُمُنٌ مِنْ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَا نَقُوْلُ اَيْضًا اِنَّ الْهَلَاكَ الَّذِىْ جَاوَزَ الْعَفْوَ يُصْرَفُ اِلٰى مَجْمُوْعِ النُّصُبِ حَتّٰى نَقُوْلَ تُصْرَفُ اَرْبَعَةٌ اِلَى الْعَفْوِ ثُمَّ يُصْرَفُ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى مَجْمُوْعِ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ اَىْ كَانَ الْوَاجِبُ فِىْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَقَدْ هَلَكَ اَحَدَ عَشَرَ وَبَقِىَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَالْوَاجِبُ ثُلُثَا بِنْتِ لَبُوْنٍ وَرُبُعُ تِسْعِ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَاَمَّا قَوْلُهٗ ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهٗ فِى الْمَتْنِ مِثَالًا فَنَقُوْلُ لَوْ هَلَكَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ بَعِيْرًا عِشْرُوْنَ فَاَرْبَعَةٌ تُصْرَفُ اِلَى الْعَفْوِ وَاَحَدَ عَشَرَ اِلٰى نِصَابٍ يَلِى الْعَفْوَ وَخَمْسَةٌ اِلٰى نِصَابٍ يَلِىْ هٰذَا النِّصَابَ حَتّٰى يَبْقٰى اَرْبَعُ شِيَاةٍ وَقِسْ عَلٰى هٰذَا اِذَا هَلَكَ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ خَمْسَةٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ **وَالسَّائِمَةُ هِىَ الْمُكْتَفِيَةُ بِالرَّعْىِ فِىْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ الرَّعْىُ بِالْكَسْرِ الْكَلَاُ اَخْذُ الْبُغَاةِ زَكٰوةَ السَّوَائِمِ وَالْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ يُفْتٰى اَنْ يُعِيْدُوْا خُفْيَةً اِنْ لَمْ تُصْرَفْ فِىْ حَقِّهٖ لَا الْخَرَاجُ ـ**

সহজ তরজমা

এরপর ঐ নিছাবের দিকে ফেরানো হবে যা মাফ করে দেওয়া অংশের সাথে সংযুক্ত, তারপর এবং তারপর, অনন্তর শেষ হয়ে যাবে। তাই ষাটটি বকরীর মধ্য থেকে বছর পূর্ণ হওয়ার পর যদি বিশটি বকরী নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এক বকরী ওয়াজিব থেকে যাবে। অথবা যদি ছয়টি উট থেকে একটি বকরী নষ্ট হয়ে যায় (তাহলেও একটি বকরী ওয়াজিব থেকে যাবে)। চল্লিশটি উটের মধ্য থেকে যদি পনেরটি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে একটি বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ বিনষ্টটা প্রথমে মাফ করে দেওয়া অংশের দিকে ফেরান হবে। সুতরাং যদি বিনষ্টটা মাফ করে দেওয়া অংশকে অতিক্রম না করে, তা হলে ওয়াজিব স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকবে, যেমন পূর্বের দু উদাহরণে। সে উদাহরণ দুটি হচ্ছে ষাট বকরীর বিশটি নষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা ছয়টি উটের একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া। বিনষ্টটি যদি মাফ করে দেওয়া

www.pathagar.com

অংশকে অতিক্রম করে যায়, তা হলে বিনষ্টতা ঐ নিছাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যা মাফ করে দেওয়া অংশের দিকে ফেরানো হবে এবং এগারটি ঐ নিছাবের দিকে ফেরানো হবে, যা মাফ করে দেওয়া অংশের সাথে সংযুক্ত। আর তা হচ্ছে পঁচিশ ও ছত্রিশের মাঝে। অনন্তর বিনতে মাখাজ ওয়াজিব হবে। আমরা একথা বলি না যে, নষ্ট অংশকে নিছাব এবং মাফ করে দেওয়া অংশের দিকে ফেরানো হবে। যাতে করে আমরা বলতে পারি যে, চল্লিশের মধ্যে বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে, আর চল্লিশের মধ্যে পনেরটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং পঁচিশটি অবশিষ্ট আছে। তাই এক বিনতে লাবূনের অর্ধেক ও এক অষ্টমাংশ ওয়াজিব হবে। আমরা একথাও বলি না যে, ঐ বিলুপ্তি যা মাফ করে দেওয়া অংশকে অতিক্রম করে তাকে সামষ্টিক নিছাবের দিকে ফেরানো হবে। যাতে করে আমরা বলতে পারি যে, চারটি মাফ করে দেওয়া অংশের দিকে ফেরানো হবে এরপর সামষ্টিক ছত্রিশের দিকে ফেরানো হবে। অর্থাৎ ছত্রিশে বিনতে লাবূন ওয়াজিব ছিল। এখন এ থেকে এগারটি ঘাটতি হয়ে পঁচিশটি অবশিষ্ট রয়েছে, তাই এক বিনতে লাবূনের দু তৃতীয়াংশ ও নয় অংশের চার অংশ ওয়াজিব হবে। মুসান্নিফ রহ. ثُمَّ وَثُمَّ اِلٰى اَنْ يَنْتَهِىَ এর কোনো উদাহরণ তিনি মতনে উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে আমরা বলব, যদি চল্লিশ উটের মধ্য থেকে বিশটি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে চারটিকে মাফ করে দেওয়া অংশের দিকে ফেরানো হবে এবং এগারটিকে যা ঐ নিছাবের দিকে ফেরানো হবে, যা মাফ করে দেওয়া অংশের সাথে সংযুক্ত, আর পাঁচটি ঐ নিছাবের দিকে যা ঐ নিছাবের সাথে সংযুক্ত, অনন্তর চারটি বকরী ওয়াজিব থেকে যাবে। এর উপর তুলনা কর, যখন পঁচিশ, ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সায়েমা ঐ জন্তুকে বলে, যা বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে নিজে নিজেই জীবিকা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। رِعٰى শব্দটির ر অক্ষরে যের যোগে অর্থ ঘাস (উদ্দেশ্য হচ্ছে চারণভূমি) **যদি রাষ্ট্রদ্রোহীরা বিচরণশীল প্রাণীর যাকাত, "ওশর" এবং ভূমিকর উছুল করে নিয়ে যায়, তাহলে যদি তা যথাস্থানে ব্যয় না করে, তাহলে পুনর্বার যাকাত দেওয়ার ফাতওয়া দেওয়া হবে।**

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْبُغَاءَ

প্রশ্ন : اَلْبُغَاءُ এর পরিচয় বর্ণনা কর।

উত্তর : اَلْبُغَاءُ শব্দটি بَاغِى এর বহুবচন। اَلْبُغَاءُ মুসলমানদের এমন জামা'আত যারা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্যতা থেকে বেরিয়ে আসে। এমন রাষ্ট্রদ্রোহীরা যদি যাকাত, উশর, এবং ভূমিকর ছিনতাই করে নিয়ে যায় এবং তা যথাস্থানে খরচ করে, তাহলে তা পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। আর যদি যথাস্থানে ব্যয় না করে, তাহলে গোপনে পুর্ণরায় আদায় করতে হবে। গোপনে এজন্য আদায় করতে হবে যে, প্রকাশ্যে আদায় করলে ওরা দ্বিতীয় বার ছিনতাই করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

www.pathagar.com

اِعْلَمْ اَنَّ وَلَايَةَ اَخْذِ الْخِرَاجِ لِلْاِمَامِ وَكَذَا اَخْذِ الزَّكٰوةِ فِى الْاَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَهِىَ عُشْرُ الْخَارِجِ وَزَكٰوةُ السَّوَائِمِ وَزَكٰوةُ اَمْوَالِ التِّجَارَةِ مَا دَامَتْ تَحْتَ حِمَايَةِ الْعَاشِرِ فَاِنْ اَخَذَ الْبُغَاةُ اَوْسَلَاطِيْنُ زَمَانِنَا الْخِرَاجَ فَلَا اِعَادَةَ عَلَى الْمُلَّاكِ لِاَنَّ مَصْرِفَ الْخِرَاجِ الْمُقَاتِلَةُ وَهُوَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ لِاَنَّهُمْ يُحَارِبُوْنَ الْكُفَّارَ وَاِنْ اَخَذُوْا الزَّكٰوةَ الْمَذْكُوْرَةَ فَاِنْ صَرَفُوْا اِلٰى مَصَارِفِهَا وَهِىَ مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ فَلَا اِعَادَةَ عَلَى الْمُلَّاكِ وَاِنْ لَمْ يَصْرِفُوْا اِلٰى مَصَارِفِهَا فَعَلَيْهِمُ الْاِعَادَةُ خُفْيَةً اَىْ يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى مُسْتَحِقِّيْهَا فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا قَالَ يُفْتٰى اَنْ يُعِيْدُوْاخُفْيَةً اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ (رحـ) اِنَّهُ لَا اِعَادَةَ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَسَلَّطُوْا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْاِمَامِ ضَرُوْرَةً وَلِهٰذَا يَصِحُّ مِنْهُمْ تَفْوِيْضُ الْقَضَاءِ وَاِقَامَةُ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَنَحْوُذٰلِكَ ـ

وَالْجَوَابُ عَنْ هٰذَا اِنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُوْرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا يَعْنِىْ نَصْبُ الْقُضَاةِ وَاِقَامَةُ مَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْاِسْلَامِ ضَرُوْرَةً بِخِلَافِ الزَّكٰوةِ فَاِنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ الْاَدَاءُ خُفْيَةً قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ" وَعَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اِنَّهُ اِذَا نَوٰى بِالدَّفْعِ اِلَيْهِمُ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُمْ لِاَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاءُ ـ

সহজ তরজমা

মনে রেখো! ভূমি কর উছুল করার অধিকার হল খলীফার। তদ্রূপ জাহেরী সম্পদের যাকাত আদায়ের অধিকারও। জাহেরী সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং বিচরণশীল প্রাণীর যাকাত ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত যতক্ষণ পর্যন্ত ওশর আদায়কারীর হিফাজতে থাকে। যদি রাষ্ট্রদ্রোহী এবং আমাদের কালের বাদশাহগণ ভূমি কর উছুল করে নেয়। তাহলে মালিকদের উপর পুনরায় তা দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা ভূমিকর খরচার খাত হচ্ছে মুজাহিদীন। আর তারা হচ্ছে মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। এসব লোকেরা যদি উল্লেখিত যাকাত উছুল করে নেয় এবং তা খরচ করার স্থানে খরচ করে, আর খরচের স্থান হচ্ছে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ, তাহলে তা পুনরায় দেওয়া মালিকদের উপর ওয়াজিব নয়।

আর যদি যাকাত খরচের স্থানে খরচ না করে, তাহলে গোপনভাবে পুনরায় আদায় করা মালিকদের উপর ওয়াজিব। (অর্থাৎ যাকাত প্রাপকদের মাঝে প্রদান করবে। এটা আল্লাহ এবং মালিকদের মঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কাউকে জানাবে না)। মুসান্নিফ রহ. গোপনে পুনরায় আদায় করার ফাত্ওয়া দেওয়া হবে বলেছেন কতক মাশায়েখের কথা থেকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্য। তা এই যে, কতকের মতে মালিকদের উপর পুনরায় যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা রাষ্ট্রদ্রোহীরা যখন মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তখন প্রয়োজনবশত: তাদের বিধান খলীফার বিধানই। এ কারণেই রাষ্ট্রদ্রোহীদের থেকে বিচারক নিযুক্ত করা, জুমু'আ এবং দুই ঈদের ইমামতি ও এরূপ কিছু করা সহীহ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে জবাব হল যে, যে বস্তু প্রয়োজনবশত সাব্যস্ত হয়, তা প্রয়োজন পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ বিচারক নিযুক্ত করা এবং ঐ বিষয় কার্যকর করা যা শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এটা প্রয়োজন। তবে যাকাত এর বিপরীত। কেননা এর নিয়ম হচ্ছে গোপনে আদায় করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন-"আর যদি তোমরা গোপনে ফকীরদেরকে যাকাত এবং সাদকা দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে হবে উত্তম" উপরন্তু যে সব মাশায়েখের উক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে, যারা বলেন রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে দেওয়ার সময় যদি তাদেরকে সাদকা করার নিয়ত করে, তাহলে মালিকদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা, রাষ্ট্রদ্রোহীদের পেছনে লেগে থাকা ঋণের দরুণ তারা ফকীর বিবেচিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

تَعْرِيْفُ الْعَاشِر : আশির ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে খলীফা উশর আদায়ের জন্য নিযুক্ত করে। আর সে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত এবং উশর আদায়ের জন্য রাস্তায় বা বাজারে বসে।

রাষ্ট্রদ্রোহীরা যাকাতের মাল ছিনতাই করে যথাস্থানে খরচ না করলে তার বিধান قَوْلُهُ اِخْتِرَازًا রাষ্ট্রদ্রোহীরা যাকাত ইত্যাদি ছিনতাই করে যথাস্থানে ব্যয় না করলে এ ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা আছে।

যথা ১। যাহেরী সম্পদ, অর্থাৎ উশর, সায়েমা প্রাণীর যাকাত এবং ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত যা আশিরের হিফাজতে আছে। তা যদি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিনতাই করে নিয়ে যায় তাহলে মালিকের পুনরায় যাকাত বা ওশর দেওয়া ওয়াজিব নয়। ঐ সম্পদ যথাস্থানে খরচ করার কথা মালিক জানুক চাই না জানুক, ২। রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না ৩। গোপনে পুনরায় আদায় করে দিবে। মুসান্নিফ রহ. এর মতে তৃতীয় মতটিই শ্রেয়।

www.pathagar.com

وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُوْمَنْصُوْرِ الْمَاتُرِيْدِيُّ زَيَّفَ هٰذَا فَإِنَّهُ قَالَ لَابُدَّ مِنْ إِعْلَامِ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَلَاخَفَاءَ فِيْ أَنَّ الزَّكٰوةَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلٰوةِ فَلَايَتَأَدّٰى إِلَّا بِالنِّيَّةِ الْخَالِصَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ تُوْجَدْ - ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ فِي الْهِدَايَةِ هٰذِهِ وَالزَّكٰوةُ مَصْرَفُهَا الْفُقَرَاءُ وَلَا يَصْرِفُوْنَهَا إِلَيْهِمْ وَقِيْلَ إِذَا نَوٰى بِالدَّفْعِ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ -

وَكَذَا الدَّفْعُ إِلٰى كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِعَاتِ فُقَرَاءُ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَأَمَّلَ فِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ إِنَّهُ هَلْ يُفْهَمُ مِنْهَا إِلَّا سُقُوْطُ الزَّكٰوةِ عَنِ الْمَظْلُوْمِ نَظَرًا لَهُ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُ وَهَلْ لِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ دَلَالَةٌ عَلٰى أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْجُوْرِ أَنْ يَأْخُذُوا الزَّكٰوةَ وَيَصْرِفُوْنَهَا إِلٰى حَوَائِجِهِمْ وَلَا يَصْرِفُوْنَهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ بِتَأْوِيْلِ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ -

সহজ তরজমা

শায়খ ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদী এ কথাকে অসার সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যার উপর সাদাকা করা হবে, তাকে জানানো আবশ্যক। এ ছাড়া এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যাকাত হচ্ছে উদ্দিষ্ট ইবাদত, যেমন নামায। সুতরাং আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় হবে না। আর এ নিয়ত পাওয়া যায় নি। অতঃপর মনে রেখো, উল্লেখিত ইবারত হিদায়ায় এরূপ- যাকাতের ব্যয়খাত হচ্ছে ফকীরগণ। রাষ্ট্রদ্রোহীরা ফকীরদের মাঝে খরচ করবে না। বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দেওয়ার সময় যদি সাদকা করার নিয়ত করা হয়, তাহলে তার থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ সব জালেম বাদশাহকে যাকাত দেওয়ার সময় নিয়ত করার দ্বারা যাকাত রহিত হযে যায়ে। কেননা জালেম বাদশাহও ঋণের কারণে ফকীর যা তাদের পিছনে লেগে আছে। প্রথম সুরত বেশি সতর্কতাপূর্ণ। তাই তোমার উপর জরুরি হচ্ছে এ রিওয়ায়েতের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। নিঃসন্দেহে এ বর্ণনা দ্বারা কেবল নির্যাতিত ব্যক্তি থেকে দয়াপরবশ হয়ে এবং তার কষ্ট দূরীকরণার্থে যাকাত রহিত হওয়াই বোঝা যায়। এ বর্ণনায় এ কথা বুঝায় না যে, খারেজী এবং জালেম সম্প্রদায়ের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা এবং তাদের নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করা জায়েয আছে, আর তারা ফকীরদেরকে দেবে না এ বাহানা করে যে, তারা নিজেরাই ফকীর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ الْعِبَارَةَ الخ : এ স্থানে হিদায়া গ্রন্থের ইবারত নকল করার উদ্দেশ্য হল, হিদায়া গ্রন্থকারের সমবয়সী শায়খ নিযামুদ্দীন রহ.-কে রদ করা। অর্থাৎ তাঁর ঐ কথার রদ করা যা তিনি বলেন যে, জালিম রাষ্ট্রপ্রধানরা দরিদ্র হওয়ার কারণে তারা ওশর ও যাকাতের মালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অর্থ মাসরাফের মধ্যেই ব্যয় করা। হিদায়া গ্রন্থের ইবারতের সারমর্ম হল, যখন জালিম রাষ্ট্রদ্রোহীরা জোরপূর্বক যাকাত গ্রহণ করে নেয়, তখন মালিকদের থেকে দ্বিতীয়বার আর যাকাত গ্রহণ করা হবে না। কেননা বৈধ ইমাম তাদের হেফাযত করতে পারে নি। সরকার টেক্স নেয় মূলত মালের হেফাযতের জন্য। ফুকাহায়ে কেরাম টেক্স ব্যতীত অন্যান্য বিষয় তথা যাকাত ইত্যাদি দ্বিতীয়বার গোপনে আদায়ের ফাতওয়া দেন এজন্য যে, তারা যাকাতের মালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করেছে। অথচ তারা যাকাতের মাসরাফ নয়। যাকাতের মাসরাফ হল ফকির মিসকিনরা। আর তারা হল যোদ্ধা।

www.pathagar.com

فَانْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ اَدْرَجَ فِى الْاِيْمَانِ رُكْنًا اٰخَرَ اِنَّهٗ كَيْفَ يَتَمَسَّكُ بِهٰذِهِ الرِّوَايَةِ فَسَوَّغَ لِوُلَاةِ هِرَاةَ اَخْذَ الْعُشُوْرِ وَالزَّكٰوةِ بِالصِّفَةِ الْمَعْلُوْمَةِ بَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ وَحَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ اَنْكَرَهٗ وَالصِّفَةُ الْمَعْلُوْمَةُ اَنْ يُحَرِّضَ الْاَعْوِنَةَ فِىْ اَخْذِ الْخَارِجِ عَنِ الْاَرْضِ اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَيَضَعُوْا عَلَى الْمُلَّاكِ الْقِيَمَ وَيَأْخُذُوْنَهَا جَبْرًا وَقَهْرًا وَيَصْرِفُوْنَهَا كَمَا هُوَ عَادَةُ اَهْلِ الْاِسْرَافِ وَالْاِتْرَافِ **وَلَاشَىْءَ فِىْ مَالِ الصَّبِىِّ التَّغْلِبِىِّ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ تَغْلِبُ** بِكَسْرِ اللَّامِ اَبُوْ قَبِيْلَةٍ وَالنِّسْبَةُ اِلَيْهَا تَغْلَبِىٌّ بِفَتْحِ اللَّامِ -

اِسْتِيْحَاشًا لِتَوَالِى الْكَسْرَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالُوْا بِالْكَسْرِ هٰكَذَا فِى الصِّحَاحِ وَبَنُوْ تَغْلِبَ قَوْمٌ مِنْ مُشْرِكِى الْعَرَبِ طَالَبَهُمْ عُمَرُ رض بِالْجِزْيَةِ فَاَبَوْا وَقَالُوْا نُعْطِى الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً فَصُوْلِحُوْا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رض هٰذِهٖ جِزْيَتُكُمْ فَسَمُّوْهَا مَا شِئْتُمْ فَلَمَّا جَرَى الصُّلْحُ عَلٰى ضِعْفِ زَكٰوةِ الْمُسْلِمِيْنَ لَاتُؤْخَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ نِسْوَانِهِمْ كَالْمُسْلِمِيْنَ مَعَ اَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُوْضَعُ عَلَى النِّسَاءِ **وَجَازَ تَقْدِيْمُهَا لِحَوْلٍ وَ لِاَكْثَرَ مِنْهُ وَلِنُصُبٍ لِذِىْ نِصَابٍ**

সহজ তরজমা

সুতরাং তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, যে ব্যক্তি ঈমানের মাঝে অপর এক রুকন প্রবেশ করিয়েছে। তিনি কিভাবে এ বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করলেন? এবং তিনি হিরাতের (স্থান) গভর্নরদের জন্যে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং নির্দিষ্টিগুণের সাথে যাকাত নেয়া জায়েয সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বরং তা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। আর যে তা অস্বীকার করবে, তার ব্যাপারে কুফুরীর বিধান দিয়েছেন। উক্ত নির্দিষ্টগুণ যাকাত উসূলকারীদেরকে ভূমির উৎপাদিত ফসল দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণ নেয়ার প্রতি উদ্বদ্ধ করবে। তাই যাকাত উসূলকারীগণ মালিকদের প্রতি যাকাতের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং জোরপূর্বক দাপট দেখিয়ে তা উসূল করে নেয়। আর অপব্যয়কারী ও ভোগ-বিলাসী জাতির মত তা খরচ করে। <u>তাগলাবী বালকের সম্পদে কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। তাগলাবী পুরুষের উপর যা ওয়াজিব তা তাগলাবী মহিলার উপর ওয়াজিব।</u> تَغْلِب (তাগলিব) "ل" অক্ষর যের যোগে এক গোত্রের পিতা (অধিপতি) ঐ গোত্রের দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে "ل" অক্ষরে যবর দিয়ে تَغْلَبِى (তাগলাবী) বলা হয় পরপর দুটি যের গঠন মন্দ হওয়ার কারণে।

আবার কখনো কখনো ("ل"অক্ষরে) যের দিয়ে পড়া হয় এমনটি ছিহাহ নামক গ্রন্থে রয়েছে। بَنُوْا تَغْلِب (বনূ তাগলিব) হচ্ছে আরবের মুশরিক এক গোষ্ঠী। ওমর রাযি. তাদের কাছে জিযিয়া চাওয়ায় তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বলে আমরা দ্বিগুণ সাদকা দেব, এর উপরই তাদের সাথে সন্ধি করা হয়। অতঃপর ওমর রাযি. বললেন এটাই হচ্ছে তোমাদের জিযিয়া, তোমরা যা ইচ্ছে তাই তার নাম রাখ। সুতরাং যখন তাদের সাথে মুসলমানদের যাকাতের দ্বিগুণের উপর সন্ধি হল তখন তাদের বালকদের থেকে তা নেয়া হবে না। মুসলমান মাহিলাদের মত তাদের মহিলাদের কাছ থেকে নেয়া হবে, তবে যদিও

www.pathagar.com

জিযিয়া মহিলাদের উপর আরোপিত হয় না। এক বা একাধিক বছরে অগ্রিম যাকাত এবং এক নিছাবধারীর জন্য কয়েক নিছাবের যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَانْظُرْ اِلٰى هٰذَا الَّذِىْ الخ : এখানে শারেহ রহ. ঐ বক্তার উপর (শায়খুত তাসলীম) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ এবং اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ এর সাথে ঈমানের জন্য অপর একটি রোকন বৃদ্ধি করেছেন, যা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী।

قَوْلُهُ : تَغْلَبِى

اَلسُّؤَالُ : عَرِّفِ التَّغْلَبِىَّ

প্রশ্ন : তাগলাবীর পরিচয় দাও।

উত্তর : تَغْلِبُ শব্দটির ل অক্ষরে যের যোগে এক গোত্রের অধিপতির নাম, সে গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তাগলাবী বলা হয়। এখানে গোত্রের অধিপতির নাম তাগলিব হিসাবে তাগলীবী পড়াই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাগলিবী পড়লে ل অক্ষর এবং ب অক্ষর পাশাপাশি দুটি যের পড়তে হয়। আর এমন পাশাপাশি দুটি যের পড়া হচ্ছে উদাহরণগত জটিলতা।

قَوْلُهُ : لَا تُوْضَعُ عَلَى النِّسَاءِ الخ : টেক্স দুই প্রকার–

(১) সন্তুষ্টি ও সন্ধির ভিত্তিতে টেক্স। এর কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই।

(২) ঐ টেক্স মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করলে, তখন কাফেরদের থেকে গ্রহণ করা হয়। প্রতি বছর ধনীদের জন্য ৪৮ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ৪ দিরহাম। মধ্যবিত্তদের জন্য ২৪ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ২ দেরহাম। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য প্রতি বছর ১২ দিরহাম এবং প্রতি মাসে ১ দিরহাম। আহলে কিতাবী, অগ্নিপূজক, পূর্তিপূজক ও মুরতাদদের উপর কোনো টেক্স নেই। কারণ, তাদের জন্য দু'টি পথ–

(১) ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া।

(২) ইসলাম গ্রহণ না করলে কতল (হত্যা) করে ফেলা। সন্ন্যাসীর বাচ্চা, মহিলা, গোলাম, অন্ধ, মুকাতাব গোলাম, মুদাব্বার গোলাম, উম্মে ওয়ালাদ এবং ঐ ফকির যে উপার্জন করে না– তাদের উপর কোনো টেক্স নেই।

www.pathagar.com

اَلْاَصْلُ فِیْ هٰذَا اِنَّ الْمَالَ النَّامِیَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الزَّکٰوةِ وَالْحَوْلَ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ فَاِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْاَدَاءُ مَعَ اَنَّهٗ لَمْ يَجِبْ فَاِذَا وُجِدَ النِّصَابُ يَصِحُّ الْاَدَاءُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَذَا اِذَا كَانَ لَهٗ نِصَابٌ وَاحِدٌ كَمِائَتَیْ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَيُؤَدِّیْ لِلْاَكْثَرِ مِنْ نِصَابٍ وَاحِدٍ حَتّٰی اِذَا مَلَكَ الْاَكْثَرَ بَعْدَ الْاَدَاءِ اَجْزَاهُ مَا اَدّٰی مِنْ قَبْلُ اَمَّا اِنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا اَصْلًا لَمْ يَصِحَّ الْاَدَاءُ **وَهُوَ لِلذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَلِلْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيْلَ** اِعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الْوَزْنَ يُسَمّٰی وَزْنَ سَبْعَةٍ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ الدِّرْهَمُ سَبْعَةَ اَجْزَاءٍ مِنَ الْاَجْزَاءِ الَّتِیْ يَكُوْنُ الْمِثْقَالُ عَشَرَةً مِنْهَا اَیْ يَكُوْنُ الدِّرْهَمُ نِصْفَ مِثْقَالٍ وَخُمُسَ مِثْقَالٍ فَيَكُوْنُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ سَبْعَةِ مَثَاقِيْلَ وَالْمِثْقَالُ عِشْرُوْنَ قِيْرَاطًا وَالدِّرْهَمُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيْرَاطًا وَالْقِيْرَاطُ خَمْسُ شَعِيْرَاتٍ ـ

وَفِیْ مَعْمُوْلِهٖ وَتِبْرِهٖ وَعَرَضِ تِجَارَةٍ قِيْمَتُهٗ نِصَابٌ مِنْ اَحَدِهِمَا مُقَوَّمًا بِالْاَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ رُبُعُ عُشْرٍ اَیْ اِنْ كَانَ التَّقْوِيْمُ بِالدَّرَاهِمِ اَنْفَعَ لِلْفَقِيْرِ قُوِّمَ عُرُوْضُ التِّجَارَةِ بِالدَّرَاهِمِ وَاِنْ كَانَ بِالدَّنَانِيْرِ اَنْفَعَ قُوِّمَتْ بِهَا

সহজ তরজমা

এতে মূলনীতি হল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবব হচ্ছে বর্ধনশীল সম্পদ এবং আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া। তাই যখন সাবাব পাওয়া যাবে তখন আদায় সহীহ হবে, যদিও আদায় ওয়াজিব হয় নি। সুতরাং যখন নিসাব পাওয়া যাবে, তখন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অগ্রীম যাকাত আদায় সহীহ হবে। এভাবে যখন কারো কাছে নিসাব একটি হয়, যেমন দু'শ দিরহাম রয়েছে। এমতাবস্থায় সে একাধিক নিসাবের যাকাত আদায় করে, অনন্তর যখন যাকাত আদায়ের পর বহু মালের মালিক হবে তখন পূর্বে যা আদায় করেছে তাই যথেষ্ট হবে। আর যদি মূলতঃ নিসাবের মালিকই না হয়, তাহলে আদায় সহীহ হবে না। **স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ মিসকাল। আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে দু'শ দিরহাম। দিরহামের প্রত্যেক দশটি হচ্ছে সাত মিসকাল।** মনে রেখো, ওজনের নাম ওজনে সাব'আ। আর তা হচ্ছে এই যে, এক দিরহাম হল মিসকালের দশ ভাগের সাত ভাগ, অর্থাৎ অর্ধ মিসকাল এবং এক পঞ্চমাংশ মিসকাল মিলে হয় এক দিরহাম। তাই, দশ দিরহামে সাত মিসকাল হবে। মিসকাল হচ্ছে বিশ কীরাত। এক দিরহামে চৌদ্দ কীরাত। কীরাত হল পাঁচটি যব।

(স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা) **প্রস্তুতকৃত বস্তু, স্বর্ণ রৌপ্যের টুকরা এবং ব্যবসায়িক পণ্যের মাঝে যার মূল্য দু'টির কোনো একটির নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে মূল্য নির্ধারণ করা হবে তা দ্বারা যা ফকীরদের জন্যে বেশী লাভজনক হয়, এতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।** অর্থাৎ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যকে দিরহাম বানানোর দ্বারা যদি ফকীরদের লাভ বেশি হয়ে, তাহলে দিরহাম দিয়ে মূল্য ধার্য হবে। আর যদি দীনার দ্বারা মূল্য ধার্যে ফকীরদের লাভ বেশি হয়, তাহলে দীনার দিয়ে মূল্য ধার্য হবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالْاَصْلِ فِىْ هٰذَا

প্রশ্ন : اَلْاَصْلُ فِىْ هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবব হচ্ছে বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া। আর আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে।

(ক) نَفْسِ وُجُوْبِ বা স্বয়ং ওয়াজিব হওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো বস্তু যিম্মায় এমনভাবে অবধারিত হওয়া যতক্ষণ তা আদায় করা না হবে, ততক্ষণ অবধারিতকারী তা থেকে মুক্ত করে দেবে না। এবং নিজেও তা থেকে গা বাঁচাতে পারবে না।

(খ) وُجُوْبُ الْاَدَاءِ বা আদায় ওয়াজিব হওয়া। আদায় ওয়াজিব হয় বছর পূর্ণ হওয়ার পর। স্বয়ং ওয়াজিব ও আদায় ওয়াজিবে এ দুটির মাঝে প্রথমটি বিদ্যমান হলে দ্বিতীয়টি সহীহ হবে। সুতরাং কারো কাছে যদি মোটেও নিসাব না থাকে, তাহলে আদায় ওয়াজিব না হওয়ার কারণে এমন ব্যক্তি অগ্রীম যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না, বরং আদায়ের পর মালিক হলে পুনরায় আদায় করতে হবে।

اَلسُّوَالُ : مَا هُوَ النِّصَابُ فِى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَيِّنْ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : স্বর্ণ, রৌপ্যের নিসাব বর্ণনা কর।

উত্তর : স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে বিশ মিসকাল। সারে চাররমাশায় এক মিসকাল। বার মাশায় এক তোলা। এ হিসাবে বিশ মিসকালে হয় সাড়ে সাত তোলা।

রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে দুই শ' দিরহাম। দশ দিরহামের পরিমাণ হচ্ছে সাত মিসকাল। দশ দিরহাম হয় সাড়ে বায়ান্ন তোলা। উল্লেখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য নিসাব পূর্ণ হলে এক বছর কাল অতিবাহিত হলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা তৈরী বস্তু যেমন– দীনার, দিরহাম অলংকার পাত্র ইত্যাদি। এ সব যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

وَعُرُوْضُ التِّجَارَةِ : ব্যবসার পণ্যের মূল্য যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাঝে যেটির মূল্য নির্ধারণ করলে ফকীরের উপকার হয়, সেটির মূল্য ধরতে হবে।

www.pathagar.com

ثُمَّ فِىْ كُلِّ خُمُسٍ زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ - اِعْلَمْ اَنَّ الزَّكٰوةَ لَاتَجِبُ فِى الْكُسُوْرِ عِنْدَنَا اِلَّا اِذَا بَلَغَ خُمُسَ النِّصَابِ فَاِذَا زَادَ عَلٰى مِئَتَىْ دِرْهَمٍ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا زَادَ فِى الزَّكٰوةِ دِرْهَمٌ وَاِذَا زَادَ ثَمَانُوْنَ دِرْهَمًا زَادَ دِرْهَمَانِ وَلَاشَئَ فِى الْاَقَلِّ **وَوَرِقٌ غَلَبَ فِضَّتُهُ فِضَّةٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ يُقَوَّمُ وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِى الْحَوْلِ هَدَرٌ** اَىْ لَوْ كَانَ لَهُ فِىْ اَوَّلِ الْحَوْلِ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا ثُمَّ نَقَصَ فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ تَمَّ فِىْ اٰخِرِ الْحَوْلِ تَجِبُ الزَّكٰوةُ. **وَ يُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ وَالْعُرُوْضُ اِلَيْهِمَا بِالْقِيْمَةِ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَيُضَمُّ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ بِالْاَجْزَاءِ حَتّٰى لَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ وَتِسْعُوْنَ دِرْهَمًا قِيْمَتُهَا عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ تَجِبُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا اَمَّا اِذَا كَانَ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ تَجِبُ بِاتِّفَاقِهِمْ اَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِلضَّمِّ بِالْاَجْزَاءِ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَمِائَةُ دِرْهَمٍ اِنْ كَانَ قِيْمَتُهُ عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ فَظَاهِرٌ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ فَكَذَا لِوُجُوْدِ نِصَابِ الذَّهَبِ مِنْ حَيْثُ الْقِيْمَةِ فَتَجِبُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ كَانَتْ اَقَلَّ يَكُوْنُ قِيْمَةُ عَشَرَةِ دَنَانِيْرَ اَكْثَرَ مِنْ قِيْمَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ضَرُوْرَةً فَتَجِبُ بِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ نِصَابِ الْفِضَّةِ مِنْ حَيْثُ الْقِيْمَةِ.

সহজ তরজমা

অতঃপর নিসাবের প্রত্যেক পঞ্চমাংশের মাঝে যা নিসাবের অতিরিক্ত তাতে ঐ হিসাবে যাকাত হবে। মনে রেখো, দু' নিসাবের মধ্যবর্তী সংখ্যাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না, তবে তা যখন নিসাবের এক –পঞ্চমাংশে পৌঁছে যাবে (তখন ওয়াজিব হবে)। যেমন - দু' শ দিরহামের উপর চল্লিশ দিরহাম বেড়ে গেলে তাতে এক দিরহাম যাকাত বেড়ে যাবে। আর আশি দিরহাম বেড়ে গেলে দু দিরহাম যাকাত বেড়ে যাবে। এক পঞ্চমাংশের কমে যাকাত নেই। রৌপ্যের টুকরা যার রৌপ্যাংশ প্রবল, তা নিরেট রৌপ্যই। আর যার মধ্যে খাদ প্রবল, তার ক্ষেত্রে মূল্য ধার্য করতে হবে। বছরের মাঝের সময়ে নিসাব কমে যাওয়া ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যদি কারো কাছে বছরের শুরুতে বিশ দীনার থেকে থাকে এবং বছরের মাঝে তা কমে যায়, অতঃপর বছরের শেষে বিশ পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে মিলাতে হবে এবং ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে মিলাতে হবে। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত। আর সাহেবাইন রহ. এর মতে স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে অংশ হিসাবে মিলাতে হবে। অনন্তর যদি কারো কাছে দীনার থাকে দশটি এবং দিরহাম। থাকে নব্বইটি, যার মূল্য দশ দীনার, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা রহ.এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে, সাহেবাইন রহ. এর মতে ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কারো দীনার থাকে দশটি, আর দিরহাম থাকে একশটি, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে, অংশ হিসাবে উভয়টিকে

www.pathagar.com

মিলানোর কারণে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে যদি একশ দিরহামের মূল্য দশ দীনার হয়, তা হলে সুস্পষ্ট; আর যদি বেশি হয়, তা হলে মূল্য হিসাবে যাকাত দিতে হবে স্বর্ণের নিসাব পাওয়ার কারণে। তাই, যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি দিরহামগুলোর মূল্য দশ দীনার থেকে কম হয়, আর দশ দীনারের মূল্য একশ দিরহামের চাইতে অবশ্যই বেশি হবে। সুতরাং মূল্য অনুপাতে রৌপ্যের নিসাব বিদ্যমান থাকা হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كُسُوْر তথা নিসাবদ্বয়ের মধ্যবর্তী বস্তুর যাকাতের বিধান : قَوْلُهٗ : اِعْلَمْ اَنَّ الزَّكٰوةَ لَا تَجِبُ الخ : অর্থাৎ আহনাফের মতে নিসাবদ্বয়ের মধ্যবর্তী বস্তুতে যাকাত আসবে না। তবে এ মধ্যবর্তী বস্তু যদি পূর্ণ নিসাবের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ হয়ে যায়, তা হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন– কারো কাছে ২৪০ দিরহাম আছে, ২০০ হচ্ছে পূর্ণ নিসাব এবং অতিরিক্ত ৪০ হচ্ছে ২০০ পূর্ণ নিসাবের এক পঞ্চমাংশ। সুতরাং ২০০ এর মধ্যে ওয়াজিব হয় তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে ৫ দিরহাম আর ৪০ টির মধ্যে হবে এক দিরহাম। ২৪০ টিতে মোট ৬ দিরহাম ওয়াজিব হবে। যদি অতিরিক্ত ৪০ এর মধ্যে ১টিও কম হয়, তা হলে এ ৪০ এর জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

খাদযুক্ত রৌপ্যের যাকাতের বিধান : قَوْلُهٗ : وَوَرِقٌ غَلَبَ الخ : ঐ রৌপ্য যাতে খাদের অংশ কম এবং রৌপ্যের অংশ বেশি, তাকে রৌপ্য গণ্য করে রৌপ্যের হিসেবেই যাকাত আসবে। আর যদি তাতে খাদের অংশ বেশি থাকে, তা হলে তার মূল্য ধরা হবে এবং ঐ মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তা হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

বছরের মাঝে সম্পদ ঘাটতি হলে তার যাকাতের বিধান : قَوْلُهٗ : نُقْصَانُ النِّصَابِ : বছরের শুরুতে এবং শেষে যদি নিসাব পরিমাণ মাল ঠিক থাকে এবং বছরের মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবের কিছু অংশ কমে যায়, তা হলে কমে যাওয়ার কারণে নিসাবের হিসাব নতুন করে করতে হবে না বরং নিসাব স্বীয় অবস্থায় বহাল ধরা হবে।

স্বর্ণ রৌপ্য উভয়টি থাকলে তার যাকাতের বিধান : قَوْلُهٗ : وَيُضَمُّ الذَّهَبُ : কারও কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্য এ পরিমাণ আছে যে, কোনো একটি স্বতন্ত্রভাবে যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় না। এ ক্ষেত্রে উভয়টি একত্রে মিলিয়ে যাকাতের নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি কারও কাছে এ উভয়টি নিসাব পরিমাণ থাকে। আর উভয়টি মিলিয়ে যাকাত দিতে চায়, আহনাফের মতে তা জায়েয। তবে ফকীরদের ফায়দার কথা বিবেচনায় রেখে তা করতে হবে।

www.pathagar.com

بَابُ الْعَاشِرِ

هُوَ مَنْ نُصِبَ عَلَى الطَّرِيْقِ لِاَخْذِ صَدَقَةِ التُّجَّارِ وَصُدِّقَ مَعَ الْيَمِيْنِ مَنْ اَنْكَرَمِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ اَوِ الْفَرَاغَ عَنِ الدَّيْنِ اَوِ ادَّعٰى اَدَاءَهُ اِلٰى فَقِيْرٍ فِىْ مِصْرٍ فِىْ غَيْرِ السَّوَائِمِ حَتّٰى اِذَا ادَّعٰى الْاَدَاءَ اِلٰى فَقِيْرٍ فِىْ مِصْرٍ فِى السَّوَائِمِ لَايُصَدَّقُ اِذْ لَيْسَ لَهٗ فِى السَّوَائِمِ الْاَدَاءُ اِلَى الْفَقِيْرِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ وَيَصْرِفُهٗ اِلٰى مَصْرِفِهٖ **اَوْ عَاشِرٍ اٰخَرَ اِنْ وُجِدَ فِى السَّنَةِ** اَىْ اِذَا ادَّعٰى اَدَاءَهٗ اِلٰى عَاشِرٍ اٰخَرَ وَالْحَالُ اَنَّ عَاشِرًا اٰخَرَ مَوْجُوْدٌ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ . **بِلَا اِخْرَاجِ الْبَرَاءَةِ** اَىْ لَايُشْتَرَطُ اَنْ يُخْرِجَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْاٰخَرِ بَلْ يَصَدَّقُ مَعَ الْيَمِيْنِ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : উশর গ্রহণকারী সম্পর্কে

عَاشِر ('আশির) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাদকা উসূল করার জন্যে রাস্তায় নিয়োজিত করা হয়। ব্যবসায়ীদের কেউ যদি এক বছর পূর্ণ হওয়া ও ঋণ মুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করে কিংবা বিচরণশীল প্রাণী বাদে অন্য সম্পদের যাকাত নগরের ফকীরদেরকে দিয়ে দেওয়ার দাবি করে, তাহলে ঐ সব ক্ষেত্রে তার কথা হলফের- কসমের সাথে সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। অনন্তর যদি সে বিচরণশীল প্রাণীর যাকাত নগরের ফকীরদেরকে দিয়ে দেওয়ার দাবি করে, তাহলে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যাবে না। কেননা বিচরণশীল প্রাণীর যাকাত ফকীরদেরকে দেওয়ার তার কোনো অধিকার নেই। বরং বাদশাহই তার কাছ থেকে গ্রহণ করবে এবং খরচের স্থানে খরচ করবে। কিংবা যদি অন্য কোনো عَاشِر (আশির) কে আদায় করে দেওয়ার দাবি করে, আর এ অবস্থা হয় যে, সে আশির এ বছর বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ সত্যায়ন করার মধ্যে এ শর্ত নেই যে, অন্য যে ওশর আদায়কারীকে ওশর দিয়েছে তার থেকে সাক্ষ্য নিতে হবে বরং কসমের সাথে সত্যায়ন করা হবে। রশিদ দেখান ছাড়াই। অর্থাৎ অপর আশির থেকে রশিদ বের করে দেখান শর্ত নয়, বরং হলফের সাথে তাকে সত্যায়ন করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اِنِ ادَّعٰى اَحَدٌ قَدْ اَدّٰى زَكَاتَهٗ فَمَا حُكْمُهٗ؟

প্রশ্ন : যাকাত প্রদানের দাবী করলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি কেউ বিচরণশীল প্রাণী ছাড়া অন্য সম্পদের ক্ষেত্রে একথা বলে যে, আমি এ সম্পদের যাকাত আদায় করেছি। যদি 'শহরের ফকীরকে দিয়েছি' বলে, তা হলে শপথের সাথে তার কথাকে গ্রহণ করা হবে। আর যদি শহরের কথা না বলে বরং শহরের বাইরের ফকীরকে দিয়েছি বলে দাবি করে, তাহলে তার গোপনীয়তা বিধান না হওয়ার কারণে তা জাহেরী তথা বিচরণশীল প্রাণীর মত হয়ে গেছে বলে সাব্যস্ত করা হবে।

সুতরাং খলীফা ইচ্ছে করলে তার থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি একথা দাবী করে যে, অন্য আাশিরকে এ বছরই যাকাত প্রদান করেছে, তাহলে ঐ আশির যদি মূলতঃ খলীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার কথা শপথের সাথে গৃহীত হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে আশিরকে প্রদান করার দাবী করছে ঐ বছর আশির হিসাবে বহাল থাকতে হবে।

www.pathagar.com

وَمَا صُدِّقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيهِ الذِّمِّيُّ لَا الْحَرْبِيُّ إِلَّا فِي قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ هِيَ أُمُّ وَلَدِي أَيْ إِذَا ادَّعَى الْحَرْبِيُّ أَنَّ هٰذِهِ الْأَمَةَ أُمُّ وَلَدِي يُصَدَّقُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَاخِذَ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ عُشْرٍ وَمِنَ الذِّمِّيِّ ضِعْفُهُ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا أَخَذَ مِنَّا أَيْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا أَخَذَ مِنَّا أَهْلُ الْحَرْبِ إِذَا مَرَّ تَاجِرُنَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ عَلِمَ أَخَذَ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ بَعْضًا لَا كُلًّا أَيْ إِنْ عَلِمَ قَدْرَ مَا أَخَذَ مِنَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَعَاشِرُنَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ مِثْلَ ذٰلِكَ إِنْ كَانَ بَعْضًا حَتَّى إِنَّهُمْ لَوْ أَخَذُوا كُلَّ أَمْوَالِنَا فَعَاشِرُنَا لَا يَأْخُذُ كُلَّ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ الْمَارِّ وَلَا مِنْ قَلِيلِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِبَاقِي النِّصَابِ فِي بَيْتِهِ اَلْقَلِيلُ مَا لَا يَبْلُغُ النِّصَابَ وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِنَّا اَلضَّمِيرُ فِي لَمْ يَأْخُذُوا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ هٰذَا اللَّفْظُ وَلَوْ عُشِرَ ثُمَّ مَرَّ قَبْلَ الْحَوْلِ إِنْ جَاءَ مِنْ دَارِهِ عُشِرَ ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا أَيْ إِنْ أُخِذَ مِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ ثُمَّ مَرَّ قَبْلَ الْحَوْلِ إِنْ كَانَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ جَاءَ مِنْ دَارِهِ عُشِرَ ثَانِيًا وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا مِنْ دَارِنَا إِلَى دَارِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ۔

সহজ তরজমা

যে বিষয়ে মুসলমানকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেখানে জিম্মিকেও সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, হারবীকে নয়। তবে হারবী যদি দাবি করে যে, এ বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ, অর্থাৎ হারবী এমন দাবি করলে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হবে এবং তা থেকে আশির কোনো কিছু নেবে। মুসলামান থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত নেয়া হবে। যিম্মি থেকে মুসলমানের দ্বিগুণ এবং হরবী থেকে এক দশমাংশ নেয়া হবে। যদি হরবীর সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় এবং এ কথা জানা না যায় যে, আমাদের মুসলমানদের থেকে (তাদের দেশে) কি পরিমাণ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখন জানা না যায় যে, আমাদের ব্যবসায়ীরা। হারবীদের কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে কি পরিমাণ গ্রহণ করেছে। আর যদি জানা যায়, তা হলে অনুরূপই নেয়া হবে, যদি নেয়াটা হয় অংশিক সম্পদ থেকে, পুরাটা নয়।

অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, হারবীরা আমাদের ব্যবসায়ীদের থেকে কি পরিমাণ গ্রহণ করেছে, তাহলে আমাদের আশির হরবীদের থেকে ঐ পরিমাণ উসূল করবে, তবে তা হারবীর আংশিক সম্পদ থেকে হতে হবে। আর যদি হরবীরা আমাদের সম্পূর্ণ সম্পদ নিয়ে নেয়, তাহলে আমাদের "عَاشِر" উক্ত অতিক্রমকারী হারবীর সম্পূর্ণ সম্পদ নিবে না। হারবীর সামান্য সম্পদ থাকলে তার থেকে কিছুই নেয়া হবে না, যদিও সে স্বীয় ঘরে অবশিষ্ট নিসাব বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করে। অল্প সম্পদ দ্বারা ঐ সম্পদ উদ্দেশ্য যা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে না। হরবীদের কাছ থেকে কিছুই নেয়া হবে না, যদি তারা আমাদের কাছ থেকে কোনো কিছু না নিয়ে থাকে।"لَمْ يَأْخُذُوْ" এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হরবীরা যদিও হারবী শব্দ

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়নি। যদি কোনো হারবী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উশর নেয়া হয়, অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পুনরায় সে আসে, তাহলে যদি তার দেশ থেকে আসে, তা হলে দ্বিতীয় বার "উশর" নেয়া হবে অন্যথায় নেয়া হবে না অর্থাৎ যদি কোনো হারবী ব্যবসায়ী থেকে একবার "উশর" নেওয়া হয়, অতঃপর ঐ হারবীই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয়বার একই রাস্তায় অতিক্রম করে, তাহলে যদি দ্বিতীয়বার তার দেশ থেকে আসে, তাহলে তার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার "উশর" নেয়া হবে, আর যদি আমাদের দেশ থেকে তার দেশে প্রত্যাবর্তনকারী হয়, তা হলে তার কাছ থেকে কিছুই নেওয়া হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

যে সব বিষয়ে জিম্মির দাবি মেনে নেওয়া হবে : قَوْلُهُ : صُدِّقَ فِيْهَا الذِّمِّيُّ : যে সব বিষয়ে মুসলমানদের দাবি মেনে নেওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে জিম্মির দাবিও মেনে নেওয়া হবে। কেননা জিম্মিকে মুসলমান ব্যবসায়ীর দ্বিগুণ প্রদাণ করতে হবে। সুতরাং যে সব বিষয়ে মুসলমানের কথা গ্রহণযোগ্য হয়, সেসব ক্ষেত্রে জিম্মির কথাও গ্রহণযোগ্য হবে।

মুসলমানের যাকাত ও বিধর্মীদের থেকে গ্রহণ করা সম্পদের বিধান : قَوْلُهُ : وَاُخِذَ مِنَ الْمُسْلِمِ : মুসলমানের পুরা সম্পদের এক চল্লিশাংশ নেওয়া হবে। জিম্মি থেকে নেওয়া হবে বিশ অংশের এক অংশ। হরবী থেকে নেওয়া হবে এক দশমাংশ। মুসলমানদের কাছ থেকে উসূল করা যাকাতের অর্থ যাকাতের নির্দিষ্ট খাতেই ব্যয় করতে হবে। জিম্মি এবং হরবী থেকে উসূলকৃত সম্পদ ভূমিকর ও ওশরের অন্তর্ভুক্ত। তাই তা খরচের স্থান হচ্ছে জিযিয়া ও ওশর ব্যয় করার খাতসমূহ।

ট্যাক্সের পরিমাণ : قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرٌ : হরবীদের কাছ থেকে ট্যাক্স গ্রহণকালে লক্ষ্য করা জরুরি যে, মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের উসূলকারীরা কি পরিমাণ ট্যাক্স উসূল করছে। এরপর সে অনুপাতে তাদের কাছ থেকে মুসলমান আশির ট্যাক্স উসূল করবে। এ হচ্ছে যখন তারা কি পরিমাণ উসূল করে তা জানা যায়। আর যদি একথা জানা না যায় যে, বিধর্মীরা মুসলমানদের কাছ থেকে কি পরিমাণ উসূল করছে, তা হলে সম্পূর্ণ সম্পদের এক দশমাংশ উসূল করতে হবে। উল্লেখ্য, বিধর্মীরা মুসলমানদের সম্পূর্ণ সম্পদ উসূল করে নিলে সে ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সম্পূর্ণ সম্পদ নেওয়ার বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে এ পরিমাণ সম্পদ বিধর্মীর কাছে রেখে দিতে হবে যার দ্বারা সে নিজ এলাকায় পৌছতে পারে। আর যদি এমন হয় যে, বিধর্মীরা মুসলমানদের কাছ থেকে কিছুই নেয় নি, এ ক্ষেত্রে মুসলমানরাও কিছু নিবে না।

www.pathagar.com

وَعُشِرَ خَمْرُ ذِمِّيّ لَاخِنْزِيْرُهُ مَرَّ بِهِمَا اَوْ بِاَحَدِهِمَا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح لَا يُعَشِّرُهُمَا وَعِنْدَ زُفَرَ رح يُعَشِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اِنْ مَرَّ بِهِمَا يُعَشِّرُهُمَا فَجُعِلَ الْخِنْزِيْرُ تَبْعًا لِلْخَمْرِ وَاِنْ مَرَّ بِالْخَمْرِ مُنْفَرِدًا يُعَشِّرُهَا وَاِنْ مَرَّ بِالْخِنْزِيْرِ مُنْفَرِدًا لَا وَالْفَرْقُ عِنْدَنَا اَنَّ الْخِنْزِيْرَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَاَخْذُ قِيْمَتِهٖ كَاَخْذِهٖ وَالْخَمْرُ مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ فَاَخْذُ الْقِيْمَةِ لَا يَكُوْنُ كَاَخْذِ الْعَيْنِ ـ

وَلَا بِضَاعَةٌ وَلَا مُضَارَبَةٌ اَىْ اِنْ مَرَّ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَئٌ **وَكَسْبُ مَاذُوْنٍ اِلَّا غَيْرَ مَدْيُوْنٍ مَعَهُ مَوْلَاهُ** اَىْ اِنْ مَرَّ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ - فَاِنْ كَانَ مَدْيُوْنًا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَئٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْيُوْنًا فَكَسْبُهٗ مِلْكٌ لِمَوْلَاهُ فَاِنْ كَانَ الْمَوْلٰى مَعَهٗ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكٰوةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَوْلٰى مَعَهٗ لَاتُؤْخَذُ ـ

সহজ তরজমা

জিম্মির মদ থেকে "উশর" নেয়া হবে, তার শূকর থেকে নয়। চাই উভয়টি এক সাথে নিয়ে অতিক্রম করুক কিংবা দুটির একটি নিয়ে অতিক্রম করুক। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অভিমত, আর ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে দুটির কোনটির "উশর" নেবে না। ইমাম যুফার রহ. এর মতে দুটির প্রত্যেকটি থেকে "উশর" নেয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে যদি উভয়টি এক সাথে নিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে শুকরকে মদের অনুগামী করে উভয়টি থেকে "উশর" নেয়া হবে। আর যদি শুধু মদ নিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার "উশর" নেয়া হবে। যদি শুধু শূকর নিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে নেয়া হবে না। আমাদের কাছে পার্থক্য হল এই যে, শূকর হচ্ছে "ذَوَاتُ الْقِيَمِ" (অর্থাৎ সাধারণতঃ যার অনুরূপ পাওয়া যায় না। এ কারণে ক্ষতি পূরণ দিতে হলে মূল্য হিসাবে দিতে হয়) এর অন্তর্ভুক্ত। তাই তার মূল্য নেয়া তাকেই নেয়ার মত। আর মদ হচ্ছে "ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ (অর্থাৎ যার অনুরূপ পাওয়া যায়) এর অন্তর্ভুক্ত। তাই তার মূল্য নেয়া হুবহু তা নেয়া নয়।

"مُضَارَبَة" এবং "بِضَاعَة" এর মালে "উশর" নেই। অর্থাৎ যদি মুদারিব মুদারাবার মাল নিয়ে আশিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তা থেকে কিছুই নেয়া হবে না। **ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের উপার্জিত সম্পদে "উশর" নেই, তবে ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত দাস যদি ঋণমুক্ত হয় এবং তার সাথে তার মনিব থাকে** (তা হলে নেয়া হবে) অর্থাৎ যদি কোনো ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত দাস 'আশিরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যদি ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে তার কাছ থেকে কিছুই নেয়া হবে না, আর যদি ঋণগ্রস্ত না হয়, তাহলে তার উপর্জিত সম্পদের মালিকানা হচ্ছে তার মনিবের। তাই, যদি মনিব তার সাথে থাকে তাহলে মনিবের কাছ থেকে যাকাত নেয়া হবে, আর যদি মনিব তার সাথে না থাকে, তা হলে নেয়া হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَعُشْرُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনা সহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জিম্মিদের মদ এবং শূকর থেকে উশর আদায় সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে শুধু মদ থেকে নেয়া যাবে, শুকর থেকে নেয়া যাবে না, চাই অতিক্রমকারী জিম্মি উভয়টি এক সাথে নিয়ে অতিক্রম করুক বা দুটির একটি অতিক্রম করুক, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে কোনোটির উপর কোনো অবস্থায়ই উশর নেয়া হবে না। কেননা কাফেরদের জন্য তা সম্পদ হলেও মুসলমানদের জন্য সেগুলো কোনো সম্পদ নয়। ইমাম যুফার রহ. এর মতে উভয়টি থেকে উশর নেয়া হবে। কেননা তাদের কাছ থেকে উশর নেয়া হচ্ছে তাদের হিফাজত করে। এটা তাদের এবং মুসলমানদের একটি চুক্তি। এ হিসেবে তাদের হিফাজত আমাদের উপর জরুরী। আর নেয়া হবে বস্তুর মূল্য। আর বস্তু এবং বস্তুর মূল্যের মাঝে অনেক তফাত রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে মদ আর শূকর উভয়টি এক সাথে নিয়ে আসলে কিংবা শুধু মদ নিয়ে আসলেও উশর নেয়া হবে। কিন্তু শুধু শুকর নিয়ে আসলে উশর নেয়া হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে মদ ও শূকরের মধ্যে পার্থক্য : মদ আর শূকরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মদ হচ্ছে ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ অর্থাৎ যা কাছাকাছি অনুরূপ বস্তু আছে তার অন্তর্গত। যখন এ প্রকারের বস্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হলে তার অনুরূপ বস্তু দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আর শূকর হচ্ছে ذَوَاتُ الْقِيَمِ এর অর্ন্তগত অর্থাৎ যার অনুরূপ বস্তু হয় না। এমন বস্তুর ক্ষতি পূরণ দিতে হলে মূল্য দিয়ে ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। এ হিসেবে মদের মূল্য নেয়ার দ্বারা হুবহু মদ নেয়া সাব্যস্ত হয় না। শুকরের ক্ষেত্রে মূল্য নিলে হুবহু শূকর নেয়াই সাব্যস্ত হয়। তাই ইমাম আজম রহ. বলেছেন, মদের উপর উশর নেওয়া হবে; শূকরের উপর নয়।

اَلسُّؤَالُ : اُكْتُبْ تَعْرِيْفَ الْبِضَاعَةِ

প্রশ্ন : بِضَاعَة এর পরিচয় লিখ।

উত্তর : بِضَاعَة অর্থ হচ্ছে সম্পদের একটি অংশ। শরী'অতে بِضَاعَة বলা হয় ঐ সম্পদ যাকে মালিক অন্যের হাতে তুলে দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে এ চুক্তি হয় যে, এ সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করবে এবং লাভ পুরোটাই মালিকের হবে। আর লাভ যদি উভয়ের মাঝে বন্টিত হয়, তাহলে তা হবে مُضَارَبَة এ দুয়ের মধ্যে ওশর ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু প্রকার সম্পদ ব্যবসায়ীর কাছে আমানত হিসাবে থাকে। ব্যবসায়ী এর মালিক হয় না। তাই ওশর নেওয়া হবে না।

www.pathagar.com

بَابُ الرِّكَازِ

اَلرِّكَازُ هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوْزُ فِى الْاَرْضِ مَخْلُوْقًا كَانَ اَوْ مَوْضُوْعًا وَالْمَعْدَنُ مَاكَانَ مَخْلُوْقًا وَالْكَنْزُ مَا كَانَ مَوْضُوْعًا مَعْدَنُ ذَهَبٍ اَوْ نَحْوِهٖ وُجِدَ فِىْ اَرْضِ خِرَاجٍ اَوْ عُشْرٍ خُمُسٌ وَبَاقِيْهِ لِلْوَاجِدِاِنْ لَمْ تَمْلِكْ اَرْضُهٗ وَاِلاَّ فَلِمَالِكِهَا وَلاَ شَىْءَ فِيْهِ اِنْ وُجِدَ فِىْ دَارِهٖ وَفِىْ اَرْضِهٖ رِوَايَتَانِ وَلاَ فِىْ لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَفَيْرُوْزَجٍ وُجِدَ فِىْ جَبَلٍ وَكَنْزٌ فِيْهِ سِمَةُ الْاِسْلَامِ كَاللُّقْطَةِ وَمَا فِيْهِ سِمَةُ الْكُفْرِخُمُسٌ وَبَاقِيْهِ لِلْوَاجِدِ اِنْ لَمْ تَمْلِكْ اَرْضُهٗ وَاِلاَّ فَلِلْمُخْتَطِّ لَهٗ اَىْ لِلْمَالِكِ اَوَّلَ الْفَتْحِ وَرِكَازُ صَحْرَاءِ دَارِ الْحَرْبِ كُلُّهٗ لِمُسْتَامِنٍ وَجَدَهٗ اَىْ اِذَا دَخَلَ تَاجِرُنَا دَارَ الْحَرْبِ بِاَمَانٍ فَوَجَدَ فِىْ صَحْرَائِهَا رِكَازًا فَكُلُّهٗ لَهٗ وَاِنْ وَجَدَهٗ دَارٍ مِنْهَا فِى رَدِّهٖ اِلٰى مَالِكِهَا ـ وَاِنْ وُجِدَ رِكَازُ مَتَاعِهِمْ فِىْ اَرْضٍ مِنْهَا لَمْ تَمْلِكْ خُمِسَ وَبَاقِيْهِ لَهٗ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : খনিজ সম্পদ

رِكَاز ঐ সম্পদকে বলা হয় যা মাটির নিচে প্রোথিত হয়, সৃষ্ট হোক বা রক্ষিত হোক। مَعْدَن বলা হয়, ভূমিতে সৃষ্ট বস্তুকে। كَنْز বলা হয় ভূমিতে রক্ষিত বস্তুকে। স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের খনি যা কর কিংবা উশরযোগ্য ভূমিতে পাওয়া যায়, তার خُمُس তথা এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে এবং অবশিষ্টটুকু হবে প্রাপক ব্যক্তির, যদি ঐ জমির কোনো মালিক না থাকে, আর যদি মালিক থাকে, তাহলে অবশিষ্টাংশ ভূমির মালিকের প্রাপ্য হবে। যদি বস্তুটি নিজ বাড়িতে পাওয়া যায় তাহলে ঐ বস্তুতে কিছু ওয়াজিব নয়। নিজের ভূমিতে পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। মুক্তি, আম্বর এবং ফাইরুযাহ যা পর্বতে পাওয়া যায়, তা থেকেও এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হবে না। প্রোথিত সম্পদ যাতে ইসলামের নিদর্শন থাকে, তা হচ্ছে কুড়ানো বস্তুর মত। আর যাতে কুফরীর চিহ্ন পাওয়া যায়, তা থেকে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। অবশিষ্টাংশ পাবে প্রাপক, যদি ভূমি ব্যক্তির মালকানাধীন না হয়ে থাকে। অন্যথায় অবশিষ্টাংশ হবে সে ভূমির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে। অর্থাৎ বিজয়ের শুরুতে মালিকানা লাভকারীর জন্যে। শত্রু কবলিত অঞ্চলের মাঠে প্রোথিত সম্পদ পুরাটাই হবে ঐ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (ভিসাধারী) ব্যক্তির জন্যে যে তা পাবে। অর্থাৎ আমাদের ব্যবসায়ী যখন নিরাপত্তা –ভিসা নিয়ে শত্রুকবলিত অঞ্চলে প্রবেশ করে। অতঃপর সেখানের মাঠে কোনো প্রোথিত সম্পদ পায়, তাহলে পুরাটাই তার হবে। আর যদি শত্রুকবলিত অঞ্চলের কোনো বাড়িতে পায়, তাহলে বাড়ির মালিককে তা ফিরিয়ে দেবে। যদি শত্রু কবলিত অঞ্চলে হারবীদের প্রোথিত আসবাবপত্র মালিকানাহীন ভূমিতে পায়, তাহলে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ হবে প্রাপকের।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَامَعْنَى الرِّكَازِ وَالْمَعْدَنِ وَالْكَنْزِ؟ اُكْتُبْ

প্রশ্ন : رِكَاز ও مَعْدَن ও كَنْز এর সংজ্ঞা দাও।

رِكَاز এর আভিধানিক অর্থ : প্রোথিত করা। গাড়া। مِصْبَاحُ اللُّغَاتِ প্রণেতা বলেন যে, اَلرِّكَاز শব্দের واحد হল رَكْزَة আর বহুবচন হল, اَرْكِزَة এটা رَكْز থেকে মুশতাক; পারিভাষিক অর্থ হলো।

هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوْزُ فِى الْاَرْضِ مَخْلُوْقًا كَانَ اَوْ مَوْضُوْعًا

অর্থাৎ رِكَاز বলা হয় এমন সম্পদকে যা মাটির নীচে প্রোথিত থাকে, চাই আল্লাহর সৃজিত হোক বা মানুষ কর্তৃক হোক।

مِصْبَاحُ اللُّغَاتِ প্রণেতা বলেন যে, জমিনের ভেতরে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট সম্পদকে رِكَاز বলে।

اَلْمَعْدَن এর আধিধানিক অর্থ: مَعْدَن শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল مَعَادِنُ অর্থ খনি اَلْمَعْدَن পরিভাষায়

هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوْزُ فِى الْاَرْضِ مَاكَانَ مَخْلُوْقًا فَقَطْ

مَعْدَن বলা হয় জমিন এর ভিতরে এমন খনিজ সম্পদকে যা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট।

كَانْز বলা হয়- প্রোথিত (গচ্ছিত) সম্পদকে অর্থাৎ ঐ মাল যা ভূমিতে প্রোথিত রাখা হয়েছে।

এ থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হবে। বাকী অংশ যে ব্যক্তি পুতে রেখেছে সে পাবে।

رِكَاز ، كَنْز ও مَعْدَن-এর হুকুম : এ পরিচ্ছেদের মাসআলাগুলো ১৫ ভাগে বিভক্ত। কেননা মাটির নিচে প্রাপ্ত সম্পদ হয়তো مَعْدَن হবে কিংবা كَنْز হবে। এর প্রত্যেকটিই আবার দু প্রকার। কেননা তা হয়তো মুসলিম অধ্যুষিত কোনো ভূমিতে পাওয়া যাবে কিংবা অমুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে পাওয়া যাবে। এর প্রত্যেকটিই আবার তিন ধরনের হতে পারে। হয়তো তা মালিকানাহীন কোনো ভূমিতে পাওয়া যাবে কিংবা মালিকানাধীন ভূমিতে পাওয়া যাবে কিংবা কারো বাড়িতে পাওয়া যাবে। كَنْز যে বাড়িতে পাওয়া গেছে, তাতে মুসলমানদের কোনো মুদ্রার ছাপ থাকবে কিংবা জাহিলদের মুদ্রার ছাপ থাকবে কিংবা বিষয়টি অস্পষ্ট থাকবে। এগুলো যদি ওশরী কিংবা খেরাজী ভূমিতে পাওয়া যায়, তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

بَابُ زَكٰوةِ الْخَارِجِ

فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ اَوْ جَبَلٍ وَثَمَرِهٖ وَمَا خَرَجَ مِنَ الْاَرْضِ وَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلَمْ يَبْقَ سَنَةً وَسَقَاهُ سَيْحٌ اَوْ مَطَرٌ عُشْرٌ عُشْرٌ مُبْتَدَاءٌ وَقَوْلُهٗ فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ خَبَرُهٗ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَاَمَّا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ وَاَيْضًا لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيْمَا لَمْ يَبْقَ سَنَةً صَدَقَةٌ. وَاعْلَمْ اَنَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح يَجِبُ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ يُؤَدِّيْهَا الْمَالِكُ اِلَى الْفَقِيْرِ لَا اَنَّهٗ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ هٰكَذَا فِى الْاَسْرَارِ لِلْقَاضِى الْاِمَامِ اَبِىْ زَيْدِ الدَّبُوْسِىِّ رح **اِلَّا فِىْ نَحْوِ حَطَبٍ** كَالْقَصَبِ وَالْحَشِيْشِ. **وَفِيْمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ عُشْرٍ بِلَا رَفْعِ مُؤَنِ الزَّرْعِ** اَىْ تَجِبُ الْوَظِيْفَةُ وَهِىَ عُشْرُ الْكُلِّ اَوْ نِصْفُهٗ لَا اَنَّهٗ يُرْفَعُ مُؤَنُ الزَّرْعِ **كَاَجْرِ الْحَصَادِ وَنَحْوِهٖ ثُمَّ يُعْطَى الْوَظِيْفَةَ وَهِىَ عُشْرُ الْبَاقِىْ اَوْ نِصْفُهٗ وَخُمُسُ تَغْلَبِىٍّ لَهٗ اَرْضٌ عُشْرٌ رَجُلُهٗ وَطِفْلُهٗ وَاُنْثَاهُ سَوَاءٌ وَاِنْ اَسْلَمَ اَوْ شَرَاهَا مُسْلِمٌ اَوْ ذِمِّىٌّ.**

اِعْلَمْ اَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ اَرَاضِىْ اَطْفَالِنَا فَيُؤْخَذُ ضِعْفُ ذٰلِكَ مِنْ اَرَاضِىْ اَطْفَالِهِمْ وَلَايَسْقُطُ عَنْهُمُ الْعُشْرُ الْمُضَاعَفُ بِالْاِسْلَامِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فَيُؤْخَذُ عُشْرٌ وَاحِدٌ. **وَاُخِذَ الْخَرَاجُ مِنْ ذِمِّىٍّ اِشْتَرٰى عُشْرِيَّةَ مُسْلِمٍ وَعُشْرُ مُسْلِمٍ اَخَذَهَا مِنْهُ شُفْعَةً اَوْ رُدَّتْ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ** اَىْ اِنْ اَخَذَهَا مِنْ ذِمِّىٍّ شُفْعَةً اَوِ اشْتَرَى الذِّمِّىُّ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرِيَّةَ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ عَادَتْ عُشْرِيَّةً كَمَا كَانَتْ.

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : উৎপন্ন ফসলের যাকাত

উশরী জমিনের মধু অথবা পাহাড়ের মধু এবং পাহাড়ের ফল এবং জমিন থেকে উৎপন্ন দ্রব্য যদিও তা পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত না পৌঁছে এবং তা এক বছর পর্যন্ত স্থায়ী না থাকে, আর তাকে প্রবাহমান পানি অথবা বৃষ্টি সিঞ্চন করে, তাতে ওশর (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হবে।

(শারেহ রহ. বলেন, এই বাক্যে) عُشْرٌ শব্দটি মুব্তাদা এবং গ্রন্থকারের উক্তি فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ الخ বাক্যটি তার খবর। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন এবং ইমাম শাফেঈ রহ.এর নিকটে পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে সাদকা ওয়াজিব নয়। এক ওয়াসাকে ষাট সা', আর এক সা'এ আট রিতিল। অনুরূপভাবে তাদের নিকটে তরকারীর মধ্যে সাদকা নেই এবং যে সব বস্তু এক বছর পর্যন্ত ঠিক থাকে না, তাতে সাদকা নেই।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম আবূ হানীফা রহ.এর নিকটে তরকারীর মধ্যে সাদকা ওয়াজিব হবে ; মালিক সেটা ফকীরদেরকে প্রদান করবে, তবে সরকার তা গ্রহণ করবেন না। কাজী ইমাম আবূ যায়েদ দাবূসী রহ.এর "আসরার" নামক গ্রন্থে এমনি উল্লেখ রয়েছে। তবে কাঠ জাতীয় বস্তুতে (সাদকা ওয়াজিব নয়।) যেমন -বাঁশ ও ঘাঁস।

বড় বালতি অথবা ছোট বালতি দ্বারা যা সেঁচ দেওয়া হয় - তাতে চাষাবাদের ব্যয়ভার কর্তন করা ছাড়াই এক দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব। অর্থাৎ নির্ধারিত সাদকা ওয়াজিব হবে। আর তা হলো পুরো ফসলের এক দশমাংশ অথবা তার অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ)। এমন নয় যে, চাষাবাদের খরচসমূহ যেমন - ফসল কর্তনকারীর পারিশ্রমিক ইত্যাদির কর্তন করা হবে, অতঃপর নির্ধারিত সাদকা প্রদান করা হবে। আর তা হলো বাকি অংশের এক দশমাংশ অথবা তার অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ)।

আর কোনো তাগলাবীর উশরী জমি থাকলে, তার থেকে 'খুমুস' তথা এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। তাগলাবী পুরুষ,শিশু ও মহিলা সকলেই সমান; যদিও সে মুসলমান হয়ে যায় অথবা তার ভূমি কোনো মুসলমান বা যিম্মী ক্রয় করে।

জেনে রেখো, আমাদের (মুসলমান) শিশুদের জমিন থেকে ওশর নেয়া হয়। সুতরাং তাদের (তাগলাবীদের) শিশুদের জমি থেকে তার দ্বিগুণ নেয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকটে একই বিধান। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে, এক ওশর নেয়া হবে।

যে যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) কোনো মুসলমান থেকে উশরী জমি খরিদ করল, তার থেকে খারাজ নেয়া হবে। আর যদি কোনো মুসলমান তার (যিম্মী) থেকে কোনো জমি শুফআর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করে অথবা ব্যবসা ফাসেদ হওয়ার কারণে তার (মুসলমান বিক্রেতার) কাছে সেই জমি ফেরত দেয়, তাহলে তার থেকে ওশর নেয়া হবে। অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমান শুফআর মাধ্যমে যিম্মি থেকে জমি নিয়ে নেয়া অথবা যিম্মী মুসলমান থেকে উশরী জমি ক্রয় করে, অতঃপর ব্যবসা ফাসেদ হওয়ার কারণে সেই জমিন মুসলমানকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলে (উভয় সূরতে) ঐ জমি উশরী হিসেবে ফিরে আসবে যেরূপ পূর্বে উশরী ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ تَعْرِيْفَ الْخَارِجِ

প্রশ্ন : خَارِج এর সংজ্ঞা দাও?

উত্তর : خَارِج দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَا يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ ভূমির উদ্ভিদ। চাই তা কারো চেষ্টা সাধনা ব্যতীত নিজে নিজেই কিংবা কৃষি কাজের মাধ্যমে উৎপন্ন হোক।

فِىْ عَسَلِ اَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ : এর আলোচনা :

عَسَل কে مُطْلَق রাখার কারণে বুঝা যাচ্ছে যে, মধু যদিও কম হয় ,তবুও এর থেকে উশর নেওয়া হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও আবু হানিফা রহ. থেকে একটি বর্ণনা আছে, দশ ওয়াসাকের নীচে উশর নেওয়া হবে না। ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিকটে পাঁচ ওয়াসক এর নীচে সদকা ওয়াজিব হয় না।

www.pathagar.com

وَفِىْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا خِرَاجٌ اِنْ كَانَتْ لِلذِّمِّيِّ اَوْ لِمُسْلِمٍ سَقَاهَا بِمَائِهِ اَىْ بِمَاءِ الْخِرَاجِ وَاِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ عُشْرٌ وَمَاءُ السَّمَاءِ وَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ عُشْرِيٌّ وَمَاءُ اَنْهَارٍ حَفَرَهَا الْاَعَاجِمُ خِرَاجِيٌّ كَنَهْرِ يَزْدَجَرْد وَنَحْوِهٖ وَكَذَا سَيْحُوْن وَجَيْحُوْن وَدَجْلَةَ وَالْفُرَاتُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح وَعُشْرِيٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وَلَا شَىْءَ فِىْ عَيْنِ قِيْرٍ وَنَفْطٍ فِىْ اَرْضِ عُشْرٍ - وَفِىْ اَرْضِ خِرَاجٍ فِىْ حَرِيْمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ خِرَاجٌ لَا فِيْهَا اَىْ اِنْ كَانَ حَرِيْمُ الْعَيْنِ صَالِحًا لِلزِّرَاعَةِ يَجِبُ فِيْهِ الْخِرَاجُ لَا فِى الْعَيْنِ -

সহজ তরজমা

যে বাড়িকে বাগান বানানো হয়েছে, যদি তা কোনো যিম্মীর অথবা মুসলমানের মালিকানাধীন হয়, আর সে তা খারাজী পানি দ্বারা সিঞ্চন করে, তাতে খারাজ আসবে। আর যদি তা উশরী পানি দ্বারা সিঞ্চন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। বৃষ্টি, কূপ ও ঝর্ণার পানি হল উশরী এবং যে সব নদ-নদী আজমী (অনারবী) লোকেরা খনন করেছে। সেগুলোর পানি খারাজী। যেমন– ইয়াযদ্‌জারদ্‌ নদী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সায়হুন, জায়হুন, দজ্‌লা ও ফুরাতের পানি। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট খারাজী এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর নিকট উশরী। আর উশরী ভূমির আলকাতরা ও খনিজ তেলের ঝর্ণায় কিছুই ওয়াজিব নয়। খারাজী ভূমিতে ঝর্ণার চৌহদ্দীতে চাষাবাদের উপযুক্ত যে ভূ-খণ্ড থাকে, তাতে খারাজ ওয়াজিব হবে; ঝর্ণার মধ্যে নয়। যদি ঝর্ণার চৌহদ্দী চাষাবাদের উপযুক্ত হয়, তবে তাতে খারাজ ওয়াজিব হবে; কিন্তু মূল ঝর্ণার মধ্যে ওয়াজিব নয়।

www.pathagar.com

بَابُ الْمَصَارِفِ

مِنْهُمُ الْفَقِيْرُ وَهُوَ مَنْ لَهٗ اَدْنٰى شَيْءٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهٗ وَعَامِلُ الصَّدَقَةِ فَيُعْطٰى بِقَدْرِ عَمَلِهٖ وَالْمُكَاتَبُ فَيُعَانُ فِيْ فَكِّ رَقَبَتِهٖ وَمَدْيُوْنٌ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهٖ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رح وَمُنْقَطِعُ الْحَاجِّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَهُوَ مَنْ لَهٗ مَالٌ لَا مَعَهٗ وَلِلْمُزَكِّيْ صَرْفُهَا اِلٰى كُلِّهِمْ اَوْ اِلٰى بَعْضِهِمْ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رح اِذْ عِنْدَهٗ لَابُدَّ اَنْ يَصْرِفَ اِلٰى جَمِيْعِ الْاَصْنَافِ فَيُعْطٰى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلٰثَةٌ لِاَنَّ اَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلٰثَةٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ اللَّامُ عَلَى الْجَمْعِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمَعْهُوْدِ وَلَا عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ يُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ وَتَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةُ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ فَهٰهُنَا لَا يُرَدُّ الْعَهْدُ وَلَا الْاِسْتِغْرَاقُ -

لِاَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ هٰذَا فَلَا بُدَّ اَنْ يُرَادَ اَنَّ جَمِيْعَ الصَّدَقَاتِ الَّتِيْ فِي الدُّنْيَا لِجَمِيْعِ الْفُقَرَاءِ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَحْرُمَ وَاحِدٌ وَلَيْسَ هٰذَا فِيْ وُسْعِ وَاحِدٍ عَلَا اَنَّهٗ اِنْ اُرِيْدَ جَمِيْعُ الصَّدَقَاتِ لِجَمِيْعِ هٰؤُلَاءِ لَا يَجِبُ اَنْ يُّعْطٰى كُلُّ صَدَقَةٍ جَمِيْعَ الْاَصْنَافِ وَلَا اَنْ يُعْطٰى ثَلٰثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فَصَارَ كَقَوْلِهِ الصَّدَقَةُ لِلْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ اِلٰى اٰخِرِهٖ -

وَلَا يُرَادُ اَنَّ الصَّدَقَةَ مَقْسُوْمَةٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ لِاَنَّهَا اِنْ قُسِمَتْ عَلَى الْاَصْنَافِ فَمَا اَصَابَ الْفَقِيْرُ لَاشَكَّ اَنَّهٗ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الصَّدَقَةِ فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مَقْسُوْمًا اَيْضًا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ ثُلُثُ مَالِيْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ فَعُلِمَ اَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ الْمَصْرَفِ لَا الْقِسْمَةُ -

---

পরিচ্ছেদ : যাকাতের ব্যয়খাত

(যাদেরকে যকাত দেওয়া যাবে,) তাদের থেকে একজন হল ফকীর, আর ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সামান্য সম্পদ রয়েছে। (২) মিসকীন, যার কোনো সম্পদ নেই (৩) সাদকা আদায়কারী। তাকে তার কাজ অনুযায়ী দেওয়া হবে। (৪) মুকাতাব - চুক্তিবদ্ধ গোলাম, তাকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে সাহায্য করা হবে। (৫) ঋণগ্রস্ত, যে তার ঋণ থেকে অতিরিক্ত নিসাবের মালিক নয় (৬) ফি সাবীলিল্লাহ - আল্লাহর রাহে, ইমাম আবু উইসূফ রহ. এর নিকটে ফি সাবীলিল্লাহ - এর উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে, অর্থাভাবে যোদ্ধাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, ঐ ব্যক্তি যে, হাজীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। (৭) ইবনুস্ সাবীল বা মুসাফির অর্থাৎ আর ইবনুস্ সাবীল ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সম্পদ রয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে নেই।

যাকাতদাতার জন্যে জায়েয আছে যে, সে তাদের সকলকে অথবা তাদের থেকে কতিপয় লোককে যাকাত প্রদান করবে। এখানে ইমাম শাফিয়ী রহ.এর উক্তি বাদ পড়ে গেল। কেননা, তার মতে সকল

www.pathagar.com

শ্রেণীকে (যাকাত) দেওয়া আবশ্যক । আর তা প্রত্যেক শ্রেণী হতে তিনজনকে দিতে হবে। কেননা, বহুবচন -এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিন। আর আমরা বলি যে, যখন لام অব্যয়টি বহুবচন -এর উপর প্রবেশ করে এবং একে عَهْد ও اِسْتِغْرَاق -এর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তখন এর দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য হয় ও جَمْعِيَّت বাতিল হয়ে যায়। যেরূপ আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (এরপর আপনার জন্যে কোনো নারী হালাল নয়)। অতএব এখানে (যাকাতের খাত সম্পর্কিত আয়াতে) عَهْد ও اِسْتِغْرَاق উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি اِسْتِغْرَاق উদ্দেশ্য হয়, তখন এ উদ্দেশ্য নেয়া আবশ্যক হবে যে, "দুনিয়ার যাবতীয় সাদকা সকল ফকীরদের জন্যে ...." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। সুতরাং কোনো এক ব্যক্তি বঞ্চিত হওয়াও জায়েয হবে না। আর এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু যদি এ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যে, যাবতীয় সাদকা এই সকল লোকদের জন্যে, তো যাবতীয় সাদকা (আট) শ্রেণীর প্রত্যেককে প্রদাণ করা ওয়াজিব হবে না এবং প্রত্যেক শ্রেণী থেকে তিন জনকেও দেওয়া ওয়াজিব হবে না। অতএব উক্ত আয়াত যেন তার উক্তি اَلصَّدَقَةُ لِلْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ তার শেষ পর্যন্ত এর অনুরূপ হয়ে গেল । আর এটা উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না যে, সদকা (উল্লেখিত) ব্যক্তিবর্গের উপর বণ্টিত হবে। কেননা, সাদকা যদি কয়েক শ্রেণীর উপর বন্টন করা হয়, তখন একজন ফকীরের কাছে যা পৌঁছবে, নিঃসন্দেহে তার উপর সাদকা শব্দ প্রয়োগ হবে। সুতরাং তাও বণ্টিত হওয়া আবশ্যক হবে। এটা এ প্রক্রিয়ার বিপরীত যে, যখন কেউ বলে, আমার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ফকীরদের ও মিসকীনদের জন্যে। অতএব প্রতিভাত হচ্ছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাতের খাত এর বর্ণনা করা, বন্টন নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اُكْتُبْ مَصَارِفَ الزَّكٰوةِ

প্রঃ مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ কি কি? উল্লেখ কর।

উত্তর : مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ : ৮ প্রকার ব্যক্তির উপর যাকাতের মাল খরচ করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে,

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

"সাদাকাসমূহ শুধু ফকীর, মিসকীন, সাদকা আদায়কারী, অমুসলিমদের মধ্যে যাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে, দাসত্ব মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্যে, আল্লাহর রাহে এবং নিঃস্ব মুসাফিরদের জন্যে।

এই আট শ্রেণীর লোকদেরকে যাকাত দিতে হবে। তবে এই আট প্রকার থেকে مُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْকে সাদাকা দেওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যে সকল কাফেরদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে যাকাত প্রদান করতেন, যেন তারা অর্থের লোভে ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাঁদের দেখাদেখি ইসলামের প্রতি দুর্বল অন্যান্য কাফেরও মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনেক ফলপ্রসু হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিতে তাদের অংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সম্মান দান করেছেন এবং কাফেরদের থেকে

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে مُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ কে যাকাত দেওয়ার যে সব কারণ ছিল, তা দূরীভূত হওয়ার কারণে বর্তমানে এর উপর আমল স্থগিত থাকবে। কালের দৈব দুর্বিপাকে আবার কখনো যদি ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এ হুকুমের উপর আমল করাতে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না। সুতরাং সাহাবাদের ইজমা দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত হওয়ার প্রশ্ন তোলা অজ্ঞতার পরিচায়ক বৈকি।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْمِسْكِيْنَ وَالْفَقِيْرَ

প্রশ্ন : مِسْكِيْن ও فَقِيْر এর পরিচয় উল্লেখ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : مَنْ لَهُ اَدْنٰى شَيْءٍ الخ : গ্রন্থকার উক্ত বাক্যে ফকীর-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন যে, ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে সামান্য সম্পদ রয়েছে যা যাকাতের নিসাব পরিমাণ নয় অথবা নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে; কিন্তু তা مَالْ نَامِى তথা বর্ধনশীল সম্পদ নয়, যেমন– বসবাসের ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, পরিধেয় কাপড় চোপড় ইত্যাদি।

قَوْلُهُ : مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ الخ : মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার কোনো সম্পদ নেই, এমনকি সে খোরাক ও পোষাকের ব্যাপারে অন্যের কাছে চাওয়ার মুখাপেক্ষী হয়। এমন ব্যক্তির জন্যে ভিক্ষা (যাঞ্চা) করা জায়েয আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার অর্থাৎ ফকীরের জন্যে যাঞ্চা করা জায়েয নয়। তদুপরি তাকে যাকাতের মাল প্রদান করা বৈধ।

اَلسُّوَالُ : مَاحُكْمُ عَامِلِ الصَّدَقَةِ

প্রশ্ন : যাকাত আদায়কারীর হুকুম কি?

উত্তর : মুসলিম খলীফা যাকাত ও ওশর আদায় করার জন্য যে সব কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, তাদেরকে আমিল বলা হয়। তারা সাদকা আদায়ের চাকুরী গ্রহণ করার কারণে তাদের ভাতাও সে সাদাকার সম্পদ থেকে দেওয়া হবে। সাদাকা আদায়কারীদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী এ পরিমাণ ভাতা দেওয়া হবে, যা তাদের যাতায়াত, আহার্য ও সন্তানাদির খরচ মেটাতে যথেষ্ট। যদিও তারা ধনী ও বিত্তশালী হয়। কারণ, তারা সরকারি এ কাজের জন্যে নিজেকে ফারেগ করেছে।

গোলাম আযাদ করার বিধান

قَوْلُهُ : وَالْمُكَاتَبُ فَيُعَانُ الخ : মুকাতাব ঐ গোলামকে বলে, যাকে মনিব নির্ধারিত অর্থ আদায়ের বিনিময়ে আযাদ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্ধারিত অর্থের শর্তে ক্রীতদাসকে মুক্ত করাকে عَقْدِ كِتَابَتْ এবং ঐ নির্ধারিত অর্থকে بَدَلِ كِتَابَتْ বলে। এরূপ গোলামকে তার দাসত্ব মুক্ত করার সাহায্যার্থে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

www.pathagar.com

لَا اِلٰى بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَكَفْنِ مَيِّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهٖ وَثَمَنِ مَايُعْتَقُ لِاَنَّهٗ لَابُدَّ اَنْ يَمْلِكَ اَحَدُ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فَلِهٰذَا قَالَ فِى الْمُخْتَصَرِ فَيَصْرِفُ اِلَى الْكُلِّ اَوِ الْبَعْضِ تَمْلِيْكًا وَلَا اِلٰى مَنْ بَيْنَهُمَا وَلَادَةٌ اَوْزَوْجِيَّةٌ اَىْ لَا يُعْطِىْ اَصْلَهٗ وَاِنْ عَلَا وَفَرْعَهٗ وَاِنْ سَفَلَ وَلَايُعْطِى الزَّوْجُ زَوْجَتَهٗ وَلَا الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا ـ وَمَمْلُوْكِهٖ اَىْ مَمْلُوْكُ الْمُزَكِّىْ وَعَبْدٍ اُعْتِقَ بَعْضُهٗ وَغَنِىٍّ وَمَمْلُوْكِهٖ اَىْ مَمْلُوْكُ الْغَنِيِّ وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ اِذْ يَجُوْزُ اَنْ يُوَدّٰى اِلٰى مُكَاتَبِ الْغَنِيِّ وَطِفْلِهٖ اَىْ طِفْلُ الرَّجُلِ الْغَنِيِّ وَبَنِىْ هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ رَضِ وَعَبَّاسٍ رض وَجَعْفَرٍ رض وَعَقِيْلٍ رض وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيْهِمْ اَىْ مُعْتَقِىْ هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى ذِمِّيٍّ وَجَازَ غَيْرُهَا اِلَيْهِ اَىْ جَازَ اَنْ يُصْرَفَ اِلَى الذِّمِّيِّ صَدَقَةُ غَيْرِ الزَّكٰوةِ ـ دَفَعَ اِلٰى مَنْ ظَنَّ اَنَّهٗ مَصْرَفٌ فَبَانَ اَنَّهٗ عَبْدُهٗ اَوْ مُكَاتَبُهٗ يُعِيْدُهَا وَاِنْ بَانَ غِنَاهُ اَوْ كُفْرُهٗ اَوْ اَنَّهٗ اَبُوَاهُ اَوْ اِبْنُهٗ اَوْ هَاشِمِيٌّ لَمْ يُعِدْ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ رح وَحُبِّبَ دَفْعُ مَايُغْنِيْهِ عَنِ السُّؤَالِ لِيَوْمٍ وَكُرِهَ دَفْعُ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مَدْيُوْنٍ وَنَقْلُهَا اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ اِلَّا اِلٰى قَرِيْبِهٖ اَوْ اِلٰى اَحْوَجَ مِنْ اَهْلِ بَلَدِهٖ ـ

সহজ তরজমা

মসজিদ নির্মাণ, মৃতের কাফন, তার ঋণ পরিশোধ ও গোলাম আযাদের উদ্দেশ্যে তার মূল্য আদায়ে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই। কেননা, যাকাতের অধিকারী থেকে কাউকে মালিক বানানো আব্যশ্যক। এ কারণেই 'মুখতাসারুল বেকায়া' গ্রন্থকার বলেছেন যে, সুতরাং যে প্রত্যেককে অথবা কতককে মালিক বানিয়ে যাকাতের টাকা আদায় করবে। যে দু' ব্যক্তির মাঝে জন্ম বা বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে যাকাতেল অর্থ দেওয়া জায়েয নেই। অর্থাৎ তার মূল (পিতা) কে দেওয়া যাবে না যদিও উপরের দিকে যায় এবং তার শাখা (ছেলে -মেয়ে) কে দেওয়া যাবে না যদিও নিম্নের দিকে যায়। স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে দিবে না। স্বীয় গোলামকে অর্থাৎ যাকাতদাতার গোলামকে দিবে না এবং ঐ গোলামকে দিবে না যার কিছু অংশ মুক্ত। ধনী ও তার গোলাম অর্থাৎ ধনী লোকের গোলামকে দিবে না। ধনী লোকের কৃতদাস এর উদ্দেশ্য মুকাতাব ছাড়া অন্য দাস। কেননা , ধনী লোকের মুকাতাব দাসকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। আর তার শিশুকে অর্থাৎ ধনী লোকের শিশুও বনী হাশেমকে যাকাত দিবে না। বনী হাশেম হলো, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, জাফর,আকীল রাযি. এবং হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। আর তাদের দাসগণকেও যাকাত দিবে না অর্থাৎ বনী হাশেমের আযাদকৃত দাসগণকে এবং যিম্মীকে যাকাত দিবে না। তাদেরকে যাকাত ছাড়া দেওয়া জায়েয অর্থাৎ যিম্মীকে যাকাত ছাড়া অন্য সাদকা দেওয়া জায়েয আছে।

কোনো ব্যক্তি কাউকে যাকাতের খাত মনে করে যাকাত প্রদান করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, সে তার দাস বা তার মুকাতাব গোলাম, তাহলে সে পুনরায় যাকাত দিবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, সে ধনী বা কাফের অথবা সে তার পিতা বা তার ছেলে বা হাশিমী, তাহলে যাকাত দোহরাবে না।

www.pathagar.com

এতে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.এর দ্বিমত রয়েছে। এতটুকু পরিমাণ যাকাত দেওয়া মুস্তাহাব যা একদিনের জন্য গ্রহীতা তথা সুয়ালকারীকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়। ঋণী নয় এমন ফকীরকে দু'শত দেরহাম প্রদান করা মাকরূহ এবং যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তর করাও মাকরূহ। কিন্তু নিজ আত্মীয়কে বা তার শহরের অধিবাসী থেকে অন্য শহরের লোক অধিক মুখাপেক্ষী হলে স্থানান্তর করা মাকরূহ নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا إِلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَكَفْنِ مَيِّتٍ الخ : যাকাত আদায়ের জন্যে মালিক বানানো শর্ত। সুতরাং যে বস্তুর উপর কারো মালিকানা নেই, তাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই। যেমন– মসজিদ নির্মাণ, পুল মেরামত, নদী-নালা খনন ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ লাগানো বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে মৃতের দাফন ও কাফনের ব্যবস্থা করাও জায়েয নেই। কেননা মৃত ব্যক্তি কাফনের মালিক হয় না। তদ্রূপ যাকাতের অর্থ দিয়ে মৃতের ঋণ পরিশোধ করাও দুরুস্ত নয়। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা জায়েয, যখন তার নির্দেশে আদায় করা হয়।

قَوْلُهُ : وَثَمَنُ مَا يُعْتَقُ الخ : উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হল, যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করা বা গোলাম নিজে নিজেই মুক্ত হয়ে যাওয়া। যেমন– কেউ যাকাতের সম্পদ দিয়ে মাহরাম আত্মীয় ক্রয় করল, এটা জায়েয নেই।

قَوْلُهُ : لَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادَةٌ الخ : যে দু'ব্যক্তির মাঝে জন্মগত বা বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে পরস্পরে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। জন্মগত সম্পর্কে উদ্দেশ্য হল, যাকাতদাতা ও গ্রহিতা উভয়ে পিতা-ছেলে বা দাদা-নাতি বা পিতা-মেয়ে বা নানা-নাতি হবে এদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। এমনিভাবে ওপরের দিক ও নিম্নের দিকের কাউকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। আর বৈবাহিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য তো প্রকাশ্য যে, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না।

ধনী লোকের শিশুকে যাকাত দেওয়ার বিধান

قَوْلُهُ : وَطِفْلِهِ اَىْ طِفْلِ الرَّجُلِ الخ : ধনী লোকের ছোট শিশুকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। কেননা যদিও সে নাবালেগ বাচ্চা; কিন্তু পিতার সম্পদের কারণে তাকেও ধনী গণ্য করা হবে। যেমন– ধনী লোকের মুকাতাব দাস ছাড়া অন্যান্য গোলামকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। কেননা মনিবের সম্পদের কারণে তারাও বিত্তশালীরূপে পরিগণিত। তবে ধনী লোকের মুকাতাব দাসকে যাকাত দেওয়া কুরআনী নস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করা বৈধ হবে। তদ্রূপ ধনী লোকের প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদি ফকীর হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয। তারা পিতার সম্পদের কারণে ধনী গণ্য হবে না।

বনী হাশিমকে যাকাত না দেওয়ার বিধান

قَوْلُهُ : وَبَنِىْ هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ الخ : রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরদাদার নাম হাশিম। তার চারজন ছেলে ছিল। আব্দুল মুত্তালিব ছাড়া কারো বংশ পরম্পরা বেশি দূর এগোয়নি। আবদুল মুত্তালিবের বার জন ছেলে ছিল। তন্মধ্যে হযরত আব্বাস রাযি. ও হযরত হারিছ রাযি.-এর বংশধর এবং আবূ তালিবের তিন ছেলে হযরত আলী রাযি., আকীল রাযি. ও হযরত জাফর রাযি.এর বংশধর এবং তাদের গোলামদেরকে এখানে বনী হাশিম বলে বোঝানো হয়েছে। তারা কুফরী ও ইসলাম উভয় যুগে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সাহায্য করেছেন। তাই তাদেরকে যাকাত দেওয়া ও তাদের জন্য যাকাত নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা যাকাত হল মালের ময়লা। তবে উল্লেখিত বংশধর ছাড়া অন্যান্য বনী হাশিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

www.pathagar.com

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَهِيَ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقِهٖ اَوْ سَوِيْقِهٖ اَوْ زَبِيْبٍ نِصْفُ صَاعٍ وَمِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ صَاعٌ مِمَّا يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةَ اَرْطَالٍ مِنْ مَجٍّ اَوْ عَدَسٍ اَلصَّاعُ كَيْلٌ يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ فَقُدِّرَ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِّنَ الْمَجِّ وَهُوَ الْمَاشُ اَوْ مِنَ الْعَدَسِ وَاِنَّمَا قُدِّرَ بِهِمَا لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ حَبَّاتِهِمَا عِظَمًا وَصِغَرًا وَتَخَلْخُلًا وَاكْتِنَازًا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنَ الْحُبُوْبِ فَاِنَّ التَّفَاوُتَ فِيْهَا كَثِيْرٌ غَايَةَ الْكَثْرَةِ وَاِنِّيْ قَدْ وَزَنْتُ الْمَاشَ وَالْحِنْطَةَ الْجَيِّدَةَ الْمُكْتَنِزَةَ وَالشَّعِيْرَ وَجَعَلْتُهَا فِي الْمِكْيَالِ فَالْمَاشُ اَثْقَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالْحِنْطَةُ مِنَ الشَّعِيْرِ ـ

فَالْمِكْيَالُ الَّذِيْ يَمْلَأُ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْمَجِّ يَمْلَأُ بِاَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِّنَ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنِزَةِ فَالْاَحْوَطُ فِيْهِ اَنْ يُقَدَّرَ الصَّاعُ بِثَمَانِيَةِ اَرْطَالٍ مِنَ الْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ لِاَنَّهُ اِنْ قُدِّرَ بِالْحِنْطَةِ الْجَيِّدَةِ الْمُكْتَنِزَةِ ـ فَكُلَّمَا يُجْعَلُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ يَمْلَأُ بِهَا وَاِنْ كَانَ يَمْلَأُ بِاَقَلَّ مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ اِذَا كَانَتِ الْحِنْطَةُ مُتَخَلْخِلَةً لٰكِنْ اِنْ قُدِّرَ بِالْمَجِّ يَكُوْنُ اَصْغَرَ مِنَ الْاَوَّلِ وَلَا يَسَعُ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْحِنْطَةِ فَيَكُوْنُ الْاَوَّلُ اَحْوَطَ ـ ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الصَّاعَ هُوَ الصَّاعُ الْعِرَاقِيُّ وَاَمَّا الْحِجَازِيُّ فَهُوَ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْحِجَازِيِّ وَعِنْدَنَا نِصْفُ صَاعٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّ وَهُوَ مَنَوَانِ عَلٰى اَنَّ الْمَنَّ اَرْبَعُوْنَ اَسْتَارًا وَالْاَسْتَارُ اَرْبَعَةُ مَثَاقِيْلَ وَنِصْفُ مِثْقَالٍ فَالْمَنُّ مِائَةٌ وَّثَمَانُوْنَ مِثْقَالًا **وَمَنَوَانِ بُرًّا جَازَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح** فَاِنَّ عِنْدَهُ لَابُدَّ اَنْ يُقَدَّرَ بِالْكَيْلِ ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : সাদকায়ে ফিতর

সাদকায়ে ফিতর গম বা গমের আটা অথবা গমের ছাতু বা কিসমিস থেকে অর্ধ 'সা' ওয়াজিব। আর খেজুর বা যব থেকে এক 'সা' ওয়াজিব। 'সা' হল যাতে আট রিতিল মাশ বা মসূর ডাল ধারণ করে। 'সা' এমন পরিমাপক পাত্র বিশেষ যাতে আট রিতিল সংকুলান হয়। একে মাশ বা মসূর ডালের আট রিতিল দ্বারা অনুমান করা হয়েছে। এ দু'টো দ্বারা এ জন্যে বিবেচনা করা হয়েছে যে, এতদুভয়ের শস্য দানার মাঝে বড় ও ছোট হওয়া এবং ফাঁক থাকা ও ভরাট হওয়ার দিক থেকে পার্থক্য যৎসামান্য। অন্যান্য শস্যাদি এর বিপরীত, যেগুলোতে অনেক ব্যবধান রয়েছে। আমি মাশের ডাল, ভাল ওযনী গম ও যব পরিমাপ করেছি এবং সেগুলোর একটি পরিমাপক পাত্র রেখে দেখেছি যে, মাশের ডাল গম থেকে

www.pathagar.com

ভারী এবং গম থেকে যব ভারী। যে পরিমাপক পাত্র আট রিতিল মাশ ডাল দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, সেটা ভাল ওযনী গমের আট রিতিলের কমে পূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব এ ব্যাপারে অধিক সতর্কতা হল, আট রিতিল ভাল গম দ্বারা 'সা' এর বিবেচনা করা হবে। কেননা যদি ভাল ওযনী গম দ্বারা 'সা' এর অনুমান করা হয়, তবে যখন তাতে ঐ গমের অনুরূপ আট রিতিল গম রাখা হবে তখন তদ্বারা 'সা' পূর্ণ হয়ে যায়, যদিও এর থেকে কম দ্বারা ('সা') পূর্ণ হয়ে যায় যখন গম ফাঁকা হয়। কিন্তু যদি মাশের ডাল দ্বারা অনুমান করা হয় তাহলে 'সা' প্রথমটির তুলনায় ছোট হয়ে যায়, তাতে গম জাতীয় বস্তুর আট রিতিল ধারণ করে না। প্রথমটির মধ্যে সতর্কতা বেশি।

তারপর জেনে রেখো, এই 'সা' (যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন) তা হল ইরাকী 'সা'। পক্ষান্তরে হিজাযী 'সা' হলো পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের তিনের একাংশ। ইমাম শাফিঈ রহ. এর নিকটে হিজাযী 'সা' এর অর্ধ 'সা'' গম ওয়াজিব। আমাদের নিকট ইরাকী 'সা' এর অর্ধ 'সা' ওয়াজিব। আর তা হল দু'সের এ হিসেবে যে, এক সের বরাবর চল্লিশ আসতার। আর এক আসতারে চার মিসকাল ও অর্ধ মিসকাল (অর্থাৎ সাড়ে চার মিসকাল)। অতএব এক সেরে হবে একশত আশি মিসকাল। ফলে দু'সের গম প্রদান জায়েয হবে। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতবিরোধ রয়েছে। তার মতে, পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা আবশ্যক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ثُمَّ بَيِّنْ قَدْرَهَا

প্রঃ সাদকায়ে ফিতরের পরিচয় উল্লেখ পূর্বক তার পরিমাণ বর্ণনা কর।

উত্তর : صَدَقَةٌ অর্থ: এমন দান যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা যায়।

শরিয়তের পরিভাষায় সাদাকাতুল ফিতর এমন দানকে বলা হয়, যা ইবাদত হিসাবে এবং দয়া পরবশতার বন্ধন হিসাবে দেওয়া হয়।

সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

সাদকায়ে ফিতর হরেক রকম বস্তু দ্বারা আদায় করা হয়। যেমন, গম, খেজুর, যব বা তার মূল্য ইত্যাদী। যদি গম দ্বারা আদায় করা হয়, তবে মাথাপিছু অর্ধ সা' ওয়াজিব হবে, চাই সরাসরি গম দেওয়া হোক বা আটা বা ছাতু দেওয়া হোক। যদি খেজুর বা যব দ্বারা আদায় করা হয় তবে মাথা পিছু এক'সা ওয়াজিব হবে।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الصَّاعَ وَالرِّطْلَ ؛

প্রশ্ন : صَاعٌ ও رِطْل এর পরিচয় উল্লেখ কর।

উত্তর : আমাদের দেশে 'সা ও রিতিল মানুষের কাছে অপরিচিত দুটি পরিমাপক পাত্র বিশেষ। তবে ইংরেজী আশি তোলায় এক সের হয় এর হিসাবে প্রায় (৩৫) পঁয়ত্রিশ তোলায় এক রিতিল হয়ে থাকে। আর আট রিতিলে এক সা' হয়। এ হিসাবে এক সা' সাড়ে তিন সের এবং অর্ধ ছা'তে পৌনে দু'সের হয়।

www.pathagar.com

وَاَدَاءُ الْبُرِّ فِىْ مَوْضِعٍ يُشْتَرٰى بِهِ الْاَشْيَاءُ اَحَبُّ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح اَدَاءُ الدَّرَاهِمِ اَحَبُّ

وَتَجِبُ عَلٰى حُرٍّ مُسْلِمٍ لَهُ نِصَابُ الزَّكٰوةِ وَاِنْ لَمْ يَنْمُ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِىْ اَوَّلِ كِتَابِ الزَّكٰوةِ اِنَّ النَّمَاءَ بِالْحَوْلِ مَعَ الثَّمْنِيَّةِ اَوِ السَّوْمِ اَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابُ الزَّكٰوةِ اَىْ نِصَابٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَحَدِ الثَّمْنَيْنِ اَوِ السَّوَائِمِ اَوْ مَالِ التِّجَارَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَاِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَاِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هٰذِهِ الْاَمْوَالِ كَدَارٍ لَايَكُوْنُ لِلسُّكْنٰى وَلَا لِلتِّجَارَةِ وَقِيْمَتُهَا تَبْلُغُ النِّصَابَ تَجِبُ بِهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ مَعَ اَنَّهُ لَا تَجِبُ بِهَا الزَّكٰوةُ **وَبِهِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ**

فَهٰذَا النِّصَابُ حِرْمَانُ الزَّكٰوةِ وَلَايُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمَاءُ بِخِلَافِ نِصَابِ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ **لِنَفْسِهِ وَطِفْلِهِ فَقِيْرًا وَخَادِمِهِ مِلْكًا وَلَوْ مُدَبَّرًا اَوْ اُمَّ وَلَدٍ اَوْ كَافِرًا لَا لِزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيْرِ وَطِفْلِهِ الْغَنِىِّ بَلْ مِنْ مَالِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ لِلتِّجَارَةِ وَعَبْدٍ لَهُ اَبِقٍ اِلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ وَلَا لِعَبْدٍ اَوْ عَبِيْدٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَلٰى اَحَدِهِمَا** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اَمَّا عِنْدَهُمَا فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا **وَلَوْ بِيْعَ بِخِيَارٍ اَحَدِهِمَا فَعَلٰى مَنْ يَصِيْرُ لَهُ بِطُلُوْعِ فَجْرِ الْفِطْرِ فَتَجِبُ لِمَنْ اَسْلَمَ اَوْ وُلِدَ قَبْلَهُ** اَىْ قَبْلَ الطُّلُوْعِ هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىْ رح فَتَجِبُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ فَمَنْ اَسْلَمَ فِى اللَّيْلَةِ اَوْ وُلِدَ فِيْهَا لَاتَجِبُ عِنْدَهُ

لَا لِمَنْ مَاتَ فِىْ لَيْلَةٍ ـ خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ رح فَاِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اَدْرَكَ وَقْتَ الْغُرُوْبِ **اَوْ اَسْلَمَ وَوُلِدَ بَعْدَهُ** اَىْ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاِنَّهُ لَاتَجِبُ عَلَيْهِمَا اِجْمَاعًا اَمَّا عِنْدَنَا فَلِاَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الطُّلُوْعِ وَاَمَّا عِنْدَهُ فَلِاَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْغُرُوْبِ **وَلَوْ قَدَّمَتْ جَازَ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ وَنُدِبَ تَعْجِيْلُهَا وَلَوْ اَخَّرَتْ لَاتَسْقُطُ** ـ

সহজ তরজমা

যে স্থানে গম দ্বারা অন্যান্য বস্তু কেনা- কাটা করা হয় সেখানে গম আদায় করা মুস্তাহাব। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর নিকটে দিরহাম আদায় করা মুস্তাহাব। সাদকায়ে ফিতর স্বাধীন মুসলমানের উপর ওয়াজিব যার কাছে যাকাতের নিসাব রয়েছে যদিও তা বর্ধনশীল না হয়। আমরা যাকাত পর্বের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, বছর অতিবাহিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধি হওয়া ثمنية তথা

www.pathagar.com

মূল্যযোগ্য হওয়া বা সায়িমা তথা বিচরণশীল প্রাণীর সাথে বা ব্যবসার নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তির যাকাতের নিসাব রয়েছে অর্থাৎ তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নিসাব রয়েছে। আর অতিরিক্ত নিসাবটি যদি দু'মুদ্রার কোনো একটি হয় অথবা বিচরণশীল প্রাণী হয় বা ব্যবসার মাল হয় তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে, যদিও তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয় নি। আর যদি এসব মাল ব্যতীত অন্য কোনো মাল থাকে যেমন এমন ঘর যা বসবাসের জন্যে নয় ও ব্যবসার জন্যেও নয়, আর তার মূল্য নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এ ঘরের কারণে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে অথচ তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং এর কারণে সাদকা (গ্রহণ করা) হারাম হয়ে যায়। সুতরাং এই নিসাব যকাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিসাব এবং এতে বৃদ্ধি হওয়া শর্ত নয়। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নিসাব এর বিপরীত। সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নিজের পক্ষ থেকে তার দরিদ্র শিশুর পক্ষে থেকে এবং তার মালিকানাধীন খেদমতের গোলামের পক্ষ থেকে চাই মুদাব্বার হোক বা উম্মে ওয়ালাদা হোক অথবা কাফের হোক। সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয় তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে, তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের পক্ষ থেকে এবং তার ধনী শিশুর পক্ষ থেকে বরং তার সম্পদ থেকে এবং ওয়াজিব নয় তার মোকাতাব গোলাম, ব্যবসার গোলাম ও পলাতক গোলামের পক্ষ থেকে। তবে তার প্রত্যাবর্তনের পর (ওয়াজিব)। একজন গোলাম বা কয়েকজন গোলাম যারা দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন তাদের সাদকা দু'জনের কারো উপর ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত। আর সাহাবাইনের নিকটে দু'নো মনিবের উপর সাদকা ওয়াজিব হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন যদি خيار-এর সাথে বিক্রি করে, তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা যার হবে তার উপর (সাদাকাতুল ফিতর) ওয়াজিব হয়।

(সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়) ঈদুল ফিতরের দিনের সুবহে সাদিক হওয়ার সময় থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে বা জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে সাদকা ওয়াজিব হবে। এটি আমাদের নিকট। আর ইমাম শফিঈ রহ. এর মতে, ঈদের রাতের সূর্যাস্তের সময় থেকে ওয়াজিব হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাতে ইসলাম গ্রহণ করে বা যে শিশু রাতে জন্মগ্রহণ করে, ইমাম শাফিয়ী রহ. এর নিকটে তার উপর সাদকা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি ঈদের রাতে মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষ থেকে সাদকা ওয়াজিব নয়। এতে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতপার্থক্য রয়েছে, তার মতে সাদকা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে সূর্যাস্তের সময় পেয়েছে। অথবা যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে বা জন্মগ্রহণ করে তাদের উপর সর্বসম্মতিক্রমে সাদকা ওয়াজিব নয়। আমাদের নিকট এ জন্যে ওয়াজিব নয় যে, সে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার সময় পায়নি। আর ইমাম শাফিঈ রহ. এর নিকট এ জন্যে ওয়াজিব নয় যে, সে সূর্যাস্তের সময় পায় নি। যদি (সময়ের পূর্বে) সাদকায়ে ফিতর আদায় করে ফেলা হয়, তবে জায়েয হবে মুদ্দতের মাঝে কম-বেশির ব্যবধান ব্যতীত। সাদকা তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। যদি (নির্ধারিত সময় থেকে) সাদকা বিলম্বে হয় তা রহিত হবে না।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : لَا الزَّوْجِه وَوَلَدِهِ الْكَبِيْرِ الخ

السُّؤَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : স্ত্রী ও বালেগ সন্তানদের সদকা আদায় করার বিধান।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামীর উপর সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ বালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে তার পিতার উপর ফিতরা আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা তারা একই পরিবারভুক্ত হলেও তাদের সম্পদের মালিকানা পৃথক পৃথক। তাই প্রত্যেকে নিজস্ব মালিকানা থেকে ফিতরা আদায় করবে।

السُّؤَالُ : مَتٰى تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ؟ بين

প্রশ্ন : সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় বর্ণনা কর।

উত্তর : হানাফীদের নিকটে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার সবব বা কারণ হল, ঈদের দিন সুবহে সাদিক উদয় হওয়া। আর শাফেঈদের মতে, ঈদের রাতের সূর্যাস্তের সময় থেকে ফিতরা ওয়াজিব হয়। উক্ত মতপার্থক্যের ফলাফল এই যে, যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। হানাফীদের মতে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে তাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, হানাফীদের মতে তার পক্ষ থেকে ফিতরা ওয়াজিব নয়। এর বিপরীতে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে মৃত ব্যক্তির উপর ফিতরা ওয়াজিব। কেননা সে সূর্যাস্তের সময় পেয়েছে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدَّمَتْ جَازَ الخ : قَدَّمَتْ ক্রিয়া পদটি বাবে تَفْعِيل থেকে ماضى مجهول-এর ছীগাহ, যা تَقْدِيْم ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ যদি কেউ ঈদের দিনের পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করে ফেলে, তবে তা জায়েয হবে। তবে নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত। কেননা সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। শরী'অতে অগ্রিম দেওয়ার নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবে ঈদের দু'দিন বা তিন দিন পূর্বে ফিতরা দেওয়া উত্তম, এর বেশি হলে উত্তমের বিপরীত এ ধরনের কোনো বিধান নেই। তবে রমাযান মাসের পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা দুরুস্ত নয়।

قَوْلُهُ : وَلَوْ اَخَّرَتْ : যদি ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর না করে বরং ঈদের দিনের পরে পিছিয়ে দেয়, তবে এ বিলম্বের কারণে তা রহিত হবে না। পরে আদায় করে দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

كِتَابُ الصَّوْمِ

هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوبِ مَعَ النِّيَّةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَدَاءً وَقَضَاءً وَصَوْمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَاجِبٌ وَغَيْرُهُمَا نَفْلٌ ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهٰذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَوَاشِي أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَهُوَ النَّذْرُ بِالْمَعْصِيَةِ وَالطَّهَارَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَلَا يَكُونُ قَطْعِيًّا فَيَكُونُ وَاجِبًا ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : রোযা

[শরী'অতের পরিভাষায়] **রোযা বলা হয় "সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে।" রমাযান মাসের রোযা প্রত্যেক মুকাল্লাফ মুসলমানের উপর أداء এবং قضاء ফরয। মান্নত ও কাফফারার রোযা ওয়াজিব। এ দুটি ব্যতীত অন্যান্য রোযা নফল।** হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রমজানের রোযা ফরয। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।" রোযার فَرْضِيَّة -এর উপর ইজমা' সংঘটিত হয়েছে। তাই রোযার অস্বীকারকারী কাফের। মান্নতের রোযা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ "তারা যেন তাদের মান্নত পূর্ণ করে।" হিদায়া গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ আয়াতটি عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ ঐ খাস করা কিছু মান্নত হচ্ছে- গুনাহের মান্নত, পবিত্রতা, রোগীর সেবা এবং জানাযা নামাযের মান্নত। সুতরাং এসব মান্নত আবশ্যকীয় নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى الصَّوْمِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ مُوَضِّحًا

১নং প্রশ্ন : রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? এবং রোযা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও?

উত্তর : রোযার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা : صَوْم বা রোযার এর আভিধানিক অর্থ : اَلْإِمْسَاكُ الْمُطْلَقُ, শরী'অতের পরিভাষায় صَوْم বলা হয়- هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوْبِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎ "রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযার প্রকারভেদ : রোযা মোট তিন প্রকার (১) ফরয রোযা, যদি তা কাযা হয়ে যায়, তবে তার উপর তা কাযা করাও ফরয। (২) ওয়াজিব রোযা। যেমন- মান্নত ও কাফফারার রোযা। যেমন- কোনো ব্যক্তি মান্নত করল, যদি আমার এ কাজটি হয়ে যায়, তবে আমি ৩টি রোযা রাখব। তা আবার দু প্রকার ১। নির্দিষ্ট ২। অনির্দিষ্ট। ৩। নফল রোযা। যেমন আইয়ামে বীয, আশুরা ইত্যাদির রোযা।

www.pathagar.com

اَقُوْلُ الْمَنْذُوْرُ إِذَا كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ كَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذٰلِكَ فَلُزُوْمُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَكُوْنُ قَطْعِىَّ الثُّبُوْتِ وَإِنْ كَانَ سَنَدُ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيًّا وَهُوَ الْعَامُ الْمَخْصُوْصُ الْبَعْضُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فَرْضًا وَكَذَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ لِاَنَّ ثُبُوْتَهُ بِنَصٍّ قَطْعِىٍّ مُؤَيَّدٍ بِالْإِجْمَاعِ فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ إِنَّ الْمَنْذُوْرَ وَاجِبٌ يُمْكِنُ اَنَّهُ اَرَادَ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضَ كَمَا قَالَ فِىْ اِفْتِتَاحِ كِتَابِ الصَّوْمِ اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ ، وَاجِبٌ وَنَفْلٌ

وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى لَا عِنْدَهَا فِى الْاَصَحِّ اِعْلَمْ اَنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِىَّ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوْبِ فَالْمُرَادُ بِالضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى مُنْتَصِفُهُ ثُمَّ لَا بُدَّ اَنْ تَكُوْنَ النِّيَّةُ مَوْجُوْدَةً فِىْ اَكْثَرِ النَّهَارِ فَيُشْتَرَطُ اَنْ تَكُوْنَ قَبْلَ الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ اَىْ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِىِّ وَفِىْ مُخْتَصَرِ الْقُدُوْرِىِّ إِلَى الزَّوَالِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ ـ

সহজ তরজমা

তাই ওয়াজিব হল, [শারেহ রহ. বলেন,] আমি বলি মান্নতকৃত বিষয় যখন عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ থেকে হবে, যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ।তখন এর আবশ্যকতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটি قَطْعِىُّ الثُّبُوْتِ হবে। যদিও ইজমার সনদ ظَنِّى হয়। তা হল عَامٌ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ তাই ফরয [আবশ্যক] হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনরূপ কাফফারার রোযা। কেননা, তা نَصٌّ قَطْعِىٌّ দ্বারা প্রমাণিত, যা ইজমা দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। অতএব, হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন- মান্নত [পূর্ণ করা] ওয়াজিব। সম্ভাবনা আছে যে, তিনি ওয়াজিব দ্বারা ফরয উদ্দেশ্য করেছেন। যেরূপ তিনি সাওম অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। সাওম দু প্রকার-১. ওয়াজিব ২. নফল।

রমযানের রোযা এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়ত রাত থেকে বড় চাশত পর্যন্ত। বিশুদ্ধ মতে, হুবহু বড় চাশত নয়। জেনে রেখো যে, শরী'অতে দিন বলা হয়- সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে। সুতরাং اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى দ্বারা ঐ সময়ের অর্ধাংশ উদ্দেশ্য। অতঃপর দিনের অধিকাংশ সময়ে নিয়ত পাওয়া যাওয়া জরুরি, তাই اَلضَّحْوَةُ الْكُبْرٰى এর পূর্বেই নিয়ত পাওয়া যাওয়া শর্ত। জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এমন নিয়তের সাথে [রোযা রাখ] যা শরিয়তের অর্ধ দিবসের পূর্বে হয়। মুখ-তাসার কুদূরীতে উল্লেখ আছে যে, যাওয়াল (زَوَال) পর্যন্ত নিয়ত করবে, কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرٰى لَا غَيْرُهَا فِى الْأَصَحِّ

اَلسُّوَالُ : أَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ حَقَّ الْإِيْضَاحِ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ

প্রশ্ন : ইমামগণের ইখতেলাফ বর্ণনাসহ উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর?

উত্তর : قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ الخ :

রোযার নিয়ত করার সময় : ফরয ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়্যত করার সময় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আহনাফ বলেন, ফরয রোযা ও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়্যত রাত্র থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দলীল : রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রাতে রোযার নিয়ত করেনি, তার রোযাই হলোনা। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর যৌক্তিক দলীল হল, যদি রাতে নিয়ত না করা হয়, তবে সুবহে সাদিকের পর زوال এর পূর্বে যখনই নিয়ত করা হোক, নিয়ত করার আগের দিনের অংশটুকু নিয়ত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, যার দ্বারা রোযা مُتَجَزِّى হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ রোযা تَجَزِّى কে কবুল করে না। পক্ষান্তরে নফল রোযা تَجَزِّى কে কবুল করে, তাই নফল রোযার ক্ষেত্রে দ্বিপহরের পূর্বে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

আহনাফের দলীল :

হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস–

إِنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ اسْلَم أَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ

অর্থাৎ : রাসূলুল্লাহ সা. আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি কিছু পানাহার করেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি পানাহার করে নি, সেও যেন রোযা রাখে. অর্থাৎ রোযা রাখার নিয়ত করে। কেননা এ দিনটি হল আশুরার দিন। এ ঘটনাটি তখনকার, যখন আশুরার রোযা ফরয ছিল এবং রমযানের রোযা ফরয হওয়ার দ্বারা তা এদিকে চলে এসেছে। অর্থাৎ যেহেতু সে রোযাটি ছিল ফরয রোযা, আর তখন রাসূলুল্লাহ সা. দিনে এর নিয়ত করার নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রমযানের রোযার নিয়ত ও দিনে করা যাবে।

www.pathagar.com

وَبِنِيَّةِ مُطْلَقَةٍ اَوْ بِنِيَّةِ نَفْلٍ وَاَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ مَرَضٍ اَوْ سَفَرٍ بَلْ عَمَّا نَوٰى وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ نَوَاهُ اَىْ اَدَاءُ رَمَضَانَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِى الْمَرَضِ اَوِ السَّفَرِ فَاِنَّهٗ يَقَعُ عَنْ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ وَاِذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَنَوٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا اٰخَرَ يَقَعُ عَنْ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَافِرًا اَوْ مُقِيْمًا صَحِيْحًا اَوْ مَرِيْضًا وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ هٰذَا وَيَصِحُّ اَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ الشَّرْعِىِّ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ سَفَرٍ اَوْ مَرَضٍ وَكَذَا النَّفْلُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ اِلَّا فِى الْاَخِيْرِ اَىْ حُكْمُ النَّفْلِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ حُكْمُ اَدَاءِ رَمَضَانَ اِلَّا فِى الْاَخِيْرِ وَهُوَ الْوَاجِبُ الْاٰخَرُ **وَالنَّفْلُ بِنِيَّتِهٖ وَبِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهٗ وَشُرِطَ لِلْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ التَّبْيِيْتُ وَالتَّعْيِيْنُ** اَلْمُرَادُ بِالتَّبْيِيْتِ اَنْ يَنْوِىَ مِنَ اللَّيْلِ –

সহজ তরজমা

মুতলাক রোযার নিয়তে কিংবা নফল রোযার নিয়তে কিংবা রমজানের আদায় অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়তে [রোযার নিয়ত রাখা সহীহ।] কিন্তু অসুস্থতা কিংবা সফরকালে [ঐ সব নিয়তে রমজানের রোযা সহীহ নয়]; বরং যে রোযার নিয়ত করবে তা-ই আদায় হবে। নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়তে সহীহ হবে। অর্থাৎ রমজানের আদা রোযা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়ত করার দ্বারা সহীহ হয়। কিন্তু অসুস্থতা কিংবা সফরকালে সহীহ হয় না। কেননা, তখন ঐ ওয়াজিব থেকেই হবে, যার নিয়ত করবে। যদি কেউ নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মান্নত করে এবং সেদিন অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে, তবে দ্বিতীয় ওয়াজিব রোযাটিই আদায় হবে। চাই সেই মান্নতকারী মুসাফির হোক কিংবা মুকীম হোক, সুস্থ হোক কিংবা অসুস্থ হোক। মুখতাসারুল বিকায়ার ইবারত হল- وَيَصِحُّ اَدَاءُ رَمَضَانَ الخ অর্থাৎ রমজানের আদা রোযা শরী'অতের অর্ধ দিবসের পূর্বে নিয়ত করার দ্বারা সহীহ হয়। নফল রোযা, মুতলাক রোযা কিংবা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়তেও [রমজানের রোযা] সহীহ, কিন্তু সফর কিংবা অসুস্থতার কালে অনুরূপ নফল এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার। কিন্তু নফল এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার হুকুম আদা রোযার হুকুমের মতো। কিন্তু নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে ওয়াজিব রোযার নিয়ত করার দ্বারা অন্য ওয়াজিব রোযাটিই আদায় হয়। **দ্বিপ্রহরের (زوال) পূর্বে নফল রোযা নফল রোযার কিংবা মুতলাক রোযার নিয়ত করার দ্বারা সহীহ। দ্বিপ্রহরের পরে নয়। কাযা, কাফফারা এবং মুতলাক মান্নতের রোযার জন্য শর্ত হল, রাতে নিয়ত করা এবং নির্ধারণ করা।** تَبْيِيْت দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাতে নিয়ত করা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَىُّ صَوْمٍ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَاَىُّ صَوْمٍ لَابُدَّلَهُ مِنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ

৩নং প্রশ্ন : কোন্ রোযা মুতলাক নিয়ত দ্বারা সহীহ? আর কোন্ কোন্ রোযাতে নির্দিষ্ট নিয়ত করা জরুরী?

উত্তর : রমযানের আদা রোযাকে যদি মুতলাক রোযা, নফল রোযা কিংবা অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে রাখে তবে রমযানের রোযাই পালিত হবে। তবে যদি সফর কিংবা অসুস্থতার কালে অন্য রোযার নিয়ত করে, তবে ঐ রোযাই পালিত হবে, সে যেই রোযার নিয়ত করেছে। কেননা, রমযানে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে যদি نَذْر مُعَيَّن এর ক্ষেত্রে অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে, তবে যে রোযার নিয়ত করবে তাই আদায় হবে। কেননা, এখানে উভয়টিই ওয়াজিব। আর ওয়াজিব কে ওয়াজিব দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। তাছাড়া নফল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করতে পারবে, কাযা, কাফফারা ও মুতলাক মান্নতের রোযার নিয়ত রাতে করতে হবে এবং রাতেই একে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, যেদিন উক্ত রোযাগুলো রাখছে, সেদিনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয় এবং বান্দার পক্ষ থেকেও নির্ধারিত নয়। তাই সেদিন সে যে কোনো রোযা রাখতে পারে। ফলতঃ একে রাতেই নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে।

وَاِنْ غُمَّ لَيْلَةُ الشَّكِّ اَىْ لَيْلَةُ الثَّلٰثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ **لَا يُصَامُ اِلَّا نَفْلًا وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبٍ اٰخَرَ كُرِهَ وَيَقَعُ عَنْهُ فِى الْاَصَحِّ** اَىْ يَقَعُ عَنِ الْوَاجِبِ الْاٰخَرِ فِى الْاَصَحِّ وَقِيْلَ يَقَعُ تَطَوُّعًا لِاَنَّ غَيْرَهُ مَنْهِىٌّ عَنْهُ فَلَا يَتَأَدّٰى بِهِ الْوَاجِبُ **اِنْ لَمْ يَظْهَرْ رَمَضَانِيَّتُهُ وَاِلَّا فَعَنْهُ** اَىْ عَنْ رَمَضَانَ فَاِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَتَأَدّٰى بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ **وَالتَّنَفُّلُ فِيْهِ** اَىْ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ **اَحَبُّ اِجْمَاعًا اِنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ وَاِلَّا يَصُوْمُ الْخَوَاصُّ** كَالْمُفْتِىْ وَالْقَاضِىْ **وَيُفْطِرُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَا صَوْمَ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَلَا وَكُرِهَ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ** اَىْ لَوْ نَوٰى اِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَاَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ **فَاِنْ ظَهَرَ رَمَضَانِيَّتُهُ كَانَ عَنْهُ** لِوُجُوْدِ مُطْلَقِ النِّيَّةِ **وَاِلَّا فَنَفْلٌ فِيْهِمَا** اَىْ فِيْمَا قَالَ وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَفِيْمَا قَالَ وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ اَمَّا فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى فَلِاَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِى الْوَاجِبِ الْاٰخَرِ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ فَبَقِىَ مُطْلَقُ النِّيَّةِ فَيَقَعُ عَنِ النَّفْلِ وَفِى الثَّانِيَةِ لِوُجُوْدِ مُطْلَقِ النِّيَّةِ اَيْضًا ـ

সহজ তরজমা

যদি সংশয়ের রাত আবরণযুক্ত হয় অর্থাৎ শা'বানের ত্রিশতম রাত তবে রোযা রাখতে হবে না। হ্যাঁ, নফল রোযা রাখতে পারে। যদি সেদিন অন্য কোনো ওয়াজিব রোযা রাখে ,তবে তা মাকরূহ হবে এবং বিশুদ্ধ অভিমত হল, সেই ওয়াজিব রোযাই পালিত হবে। কেউ কেউ বলেন, সেটি নফল হিসেবে পালিত হবে। কেননা, অন্য রোযা সেদিন নিষিদ্ধ। অতএব, এর দ্বারা ওয়াজিব আদায় হবে না, যদি

www.pathagar.com

সেদিনের রমযানিয়্যাত [রমাযান হওয়া] প্রকাশ না পায়। অন্যথায় রমযানের রোযাই আদায় হবে। কেননা, রমযানের রোযা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়তেও আদায় হয়। সংশয় দিবসে যদি নফল রোযা রাখা কারো অভ্যাসের অনুযায়ী হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা মোস্তাহাব। অন্যথায় বিশেষ ব্যক্তিবর্গ রোযা রাখবে। যেমন– মুফতি ও বিচারকগণ। এবং ঐ সকল বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত যারা রোযা রাখছে, তারা দ্বিপ্রহরের পর রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। যদি এভাবে নিয়ত করে যে, যদি আগামীকালে রমাযান হয়, তবে এ রমাযানের রোযাই রাখছি, অন্যথায় নয়, তা হলে তার এ রোযা হবে না। আর যদি এভাবে নিয়ত করে যে, যদি আগামীকাল রমাযান হয়, তবে সেই রমাযানের রোযা রাখছি; অন্যথায় অন্য ওয়াজিব কিংবা নফল রোযা রাখছি– তবে তা হবে মাকরূহ। সুতরাং যদি রমযানিয়্যাত প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে রমাযানের রোযাই পালিত হবে মুতলাক নিয়ত বিদ্যমান থাকার দরুন; অন্যথায় উভয় সুরতেই নফল হবে। অর্থাৎ যে সুরতে وَاِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ বলা হয়েছে এবং যে সুরতে وَاِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ বলা হয়েছে। প্রথম সুরত নফল হবে এ কারণে যে, সে অন্য ওয়াজিব রোযা সম্পর্কে সংশয়ের মাঝে ছিল, তাই ঐ ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না। এখন বাকি রয়ে গেছে মুতলাক নিয়ত। তাই নফল রোযা আদায় হবে। দ্বিতীয় সূরতেও মুতলাক নিয়ত পাওয়া যাওয়ার কারণে নফল রোযা আদায় হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ الرَّابِعُ : مَا الْمُرَادُ بِلَيْلَةِ الشَّكِّ وَمَاحُكْمُ صَوْمِ النَّفْلِ فِىْ يَوْمِ الشَّكِّ؟

৪নং প্রশ্ন : সংশয়ের দিন দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এবং সংশয়ের দিন নফল রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তর : يَوْمُ الشَّكِّ (সংশয়ের দিবস) শাবান মাসের ৩০ তারিখ যদি বৃষ্টি বাদল কিংবা অধিক ধূলাবালির কারণে চাঁদ দেখা না যায় এবং সন্দেহ হয় যে, এটি রমাযানের প্রথম রাত, না শাবান মাসের ৩০ তম রাত একেই يَوْمُ الشَّكِّ বলে।

يَوْمُ الشَّكِّ এর হুকুম : يَوْمُ الشَّكِّ এ নফল রোযা ব্যতীত অন্য রোযা রাখা যাবে না, এতে রামাযানের রোযার নিয়ত করবেনা এবং অন্য কোনো নফল রোযারও নিয়ত করবে না। এতে রামযানের রোযার নিয়ত করা মাকরূহ তাহরীমী। অনুরূপ অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত করাও মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–ঃ

لَاتَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ سَحَابٌ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ وَلَاتَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا

অর্থাৎ তোমরা রমাযানের পূর্বে রোযা রেখো না, বরং চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ভাঙ্গবে। তোমাদের চাঁদের মাঝে যদি বৃষ্টি বাদল প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, তবে তোমরা (শাবান মাসের) ৩০ দিন পূর্ণ করবে। (রমযান) মাসকে রোযা রাখার দ্বারা ইসতিকবাল করো না। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন : لَايُصَامُ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ اَنَّهٗ مِنْ رَمَضَانَ اِلَّا تَطَوُّعًا

অর্থাৎ যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে. তা রমযান কিনা, সেদিন নফল ছাড়া অন্য কোনো রোযা রাখা যাবে না।

www.pathagar.com

وَمَنْ رَأى هِلَالَ صَوْمٍ اَوْ فِطْرٍ وَحْدَهُ يصوم وَاِنْ رُدَّ قَوْلُهُ وَاِنْ اَفْطَرَ قَضٰى ذَكَرَ الْقَضَاءَ فَقَطْ لِبَيَانِ اَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ **وَقُبِلَ بِلَا دَعْوٰى وَلَفْظِ اَشْهَدُ لِلصَّوْمِ مَعَ غَيْمٍ خَبَرُ فَرْدٍ بِشَرْطِ اَنَّهُ عَدْلٌ وَلَوْ قِنًّا اَوِ امْرَأَةً اَوْ مَحْدُوْدًا فِىْ قَذْفٍ تَائِبًا وَشُرِطَ لِلْفِطْرِ رَجُلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَمَرْأَتَانِ وَلَفْظُ اَشْهَدُ لَا الدَّعْوٰى وَبِلَا غَيْمٍ شُرِطَ جَمْعٌ عَظِيْمٌ فِيْهِمَا اَلْجَمْعُ الْعَظِيْمُ** جَمْعٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ وَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِعَدَمِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكِذْبِ **وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلٰثِيْنَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ وَبِقَوْلِ عَدْلٍ لَا** اَىْ اِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ بِهِلَالِ رَمَضَانَ وَفِى السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَصَامُوْا ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا **لَا يَحِلُّ الْفِطْرُ** لِاَنَّ الْفِطْرَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ وَاحِدٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَاِنَّ الْفِطْرَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ بِتَبْعِيَّةِ الصَّوْمِ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا **وَالْاَضْحٰى كَالْفِطْرِ** اَىْ فِى الْاَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ -

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি রোযা কিংবা ঈদুল ফিতরের চাঁদ একা দেখেছে সে রোযা রাখবে। যদিও তার কথাকে প্রত্যাখান করা হয়। যদি সে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তা কাযা করবে। গ্রন্থকার শুধু কাযার কথা উল্লেখ করেছেন, যেন ضِمْنًا এ কথাও বর্ণনা করা হয়ে যায় যে, এর কোন কাফফারা নেই। এতে ইমাম শাফেয়ী রহ. দ্বিমত পোষণ করেন। বর্ষার দিনে কোন দাবিদাওয়া ও اَشْهَدُ শব্দ ছাড়া রমাযানের চাঁদ দেখা সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। শর্ত হল, তাকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হতে হবে। যদিও সে গোলাম হয় কিংবা মহিলা হয় কিংবা مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ এর তাওবাকারী হয়। ঈদুল ফিতরের চাঁদ সম্পর্কে দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষী দেওয়া এবং اَشْهَدُ শব্দ শর্ত। দাবিদাওয়া করা শর্ত নয়। বর্ষা ব্যতীত অন্য দিবসে [রোযা ও ঈদুল ফিতর] উভয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় জামা'আতের দেখা শর্ত। বড় জামাত বলতে এমন জামাত উদ্দেশ্য, যাদের সংবাদ দ্বারা একিন [নিশ্চিত হওয়া] হাসিল হয় এবং [তাদের আধিক্যের কারণে] বিবেক তাদেরকে মিথ্যুক বলতেও একমত নয়। ৩০ রোযা পূর্ণ করার পর দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয; এক ব্যক্তির কথায় নয়। অর্থাৎ যদি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, এমতাবস্থায় আকাশে মেঘ থাকে, তবে লোকেরা ৩০রোযা পূর্ণ করবে। তাদের জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নয়। কেননা, এক ব্যক্তির কথা দ্বারা রোযা ভেঙ্গে ফেলা প্রমাণিত নয়। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট রোযার তাবে হয়ে اِفْطَار [রোযা ভেঙ্গে ফেলা]- ও প্রমাণিত হয়। অনেক জিনিসই ضِمْنًا প্রমাণিত হয়। কিন্তু قَصْدًا প্রমাণিত হয় না। উল্লিখিত আহকামের ক্ষেত্রে ঈদুল আযহার চাঁদ ঈদুল ফিতরের ন্যায়।

www.pathagar.com

بَابُ مُوجِبِ الْاِفْسَادِ

بِفَتْحِ الْجِيْمِ مَا يُوْجِبُهُ الْاِفْسَادُ كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَنْ جَامَعَ اَوْ جُوْمِعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ غِذَاءً اَوْ دَوَاءً عَمَدًا اَوِ احْتَجَمَ فَظَنَّ اَنَّهُ فَطَّرَهُ فَاَكَلَ عَمَدًا قَضٰى وَكَفَّرَ كَالْمُظَاهِرِ اَىْ كَفَّارَتُهُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهُوَ اَىِ التَّكْفِيْرُ بِاِفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ لَاغَيْرُ اَىْ بِاِفْسَادِ اَدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَمَدًا وَاِنْ اَفْطَرَ خَطَاً وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ فَاَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا اِذَا مَضْمَضَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِىْ حَلْقِهِ اَوْ مُكْرَهًا اَوِ احْتَقَنَ اَوِ اسْتَعَطَ اَىْ صَبَّ الدَّوَاءَ فِى الْاَنْفِ فَوَصَلَ اِلٰى قَصْبَةِ الْاَنْفِ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهِ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ اٰمَّةً فَوَصَلَ اِلٰى جَوْفِهِ اَوْ دِمَاغِهِ اَلْجَائِفَةُ اَلْجِرَاحَةُ الَّتِىْ بَلَغَتِ الْجَوْفَ وَالْاٰمَّةُ اَلشَّجَّةُ الَّتِىْ بَلَغَتْ اُمَّ الدِّمَاغِ اَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً اَوِ اسْتَقَاءَ مِلْءَ فَمِهِ اَوْ تَسَحَّرَ اَوْ اَفْطَرَ بِظَنِّهِ لَيْلًا وَهُوَ يَوْمٌ اَوْ اَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ اَنَّهُ فَطَّرَهُ فَاَكَلَ عَمَدًا اَوْ جُوْمِعَتْ نَائِمَةً اَوْ لَمْ يَنْوِ فِىْ رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا اَوْ اَصْبَحَ غَيْرَنَا وٍلِلصَّوْمِ فَاَكَلَ قَضٰى فَقَطْ ـ

পরিচ্ছেদ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

مُوْجِب শব্দের جيم বর্ণে যবরযুক্ত। অর্থ– ঐ জিনিস যাকে اِفْسَاد [রোযা ভঙ্গ] ওয়াজিব করে। যেমন– কাযা, কাফফারা। যে ব্যক্তি রোযাবস্থায় সহবাস করেছে, কিংবা سَبِيْلَيْن -এর যে কোনো একটিতে সঙ্গম করা হয়েছে, কিংবা স্বেচ্ছায় খেয়েছে কিংবা পান করেছে-প্রাণ বাঁচানোর জন্য হোক কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক; কিংবা সিঙ্গা লাগিয়েছে এবং ধারণা করেছে যে, এর কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে, তাই স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেলেছে, তবে কাযা করবে এবং যিহারকারীর ন্যায় কাফফারা দেবে। অর্থাৎ এর কাফফারা যিহারের কাফফারার মত। রমজানের রোযা ভেঙ্গে ফেলার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হয়; অন্য কোন কারণে নয়। অর্থাৎ রমাযানের রোযা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা। যদি ভুলক্রমে রোযা ভেঙ্গে ফেলে– তা এভাবে যে, তার রোযার কথা স্মরণ আছে, কিন্তু অনিচ্ছায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। যেমন– কুলি করার সময় [বে-খেয়ালে] পানি গলার ভিতরে চলে গেছে; কিংবা জোরপূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়েছে কিংবা হুকনা করেছে [অর্থাৎ পিছনের রাস্তা দিয়ে ঔষধ ভিতরে পৌঁছিয়েছে] কিংবা সউত (سَعُوْط) করেছে, অর্থাৎ নাকে ঔষধ ঢেলেছে আর তা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিংবা কর্ণে ঔষধের ফোঁটা ফেলেছে কিংবা জায়েফা বা আম্মা-এর উপর ঔষধ দিয়েছে, আর তা তার পেট কিংবা দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। جَائِفَة ঐ জখম যা পেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং اٰمَّة মাথার ঐ জখম যা মগয পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিংবা কঙ্কর গিলে ফেলেছে কিংবা মুখ ভরে বমি এসেছে কিংবা রাত মনে করে সাহরী খেয়েছে কিংবা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে অথচ তা দিনে, কিংবা ভুলে খানা খেয়ে ফেলেছে এবং মনে করেছে যে,তার রোযা

ভেঙ্গে গেছে- তাই স্বেচ্ছায় খানা খেয়ে ফেলেছে; কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়েছে; কিংবা পূর্ণ রমজানে রোযার নিয়ত করেনি- রোযারও না, রোযা ভাঙ্গারও না কিংবা নিয়ত ছাড়া সকাল হয়ে গেছে, তাই সে খানা খেয়ে ফেলেছে- তবে এ সমস্ত সুরতে শুধু রোযা কাযা করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَنْ جَامَعَ اَوْ جُوْمِعَ الخ

اَلسُّوَالُ : مَتٰى يَجِبُ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَتُهُ؟

৫নং প্রশ্ন : কোন কোন সুরতে রোযার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব?

উত্তর : কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার সুরত নিম্নরূপ। (১) সহবাস কারী। (২) সামনের কিংবা পিছনের যে কোনো রাস্তা দিয়ে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে। (৩) স্বেচ্ছায় খেয়েছে যে, চাই তা জীবন ধারণের জন্য কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক। (৪) স্বেচ্ছায় যে পান করেছে, চাই জীবন ধারণের জন্য হোক কিংবা ঔষধ হিসেবে হোক। (৫) যে শিঙ্গা লাগানোর পর মনে করেছে যে, তার রোযা ভেঙ্গে গেছে, তাই স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেলেছে। উল্লেখ্য যে, একমাত্র রমাযানের আদা রোযাই ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব, অন্য কোনো রোযার কাফফারা আসেনা। যেমন- নফল, ওয়াজিব রোযা কিংবা রমযানের কাযা রোযা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেলার দ্বারা কাফফারা আসেনা।

اَلسُّوَالُ : مَتٰى يَجِبُ الْقَضَاءُ فَقَطْ؟

৬নং প্রশ্ন : কোন কোন সুরতে শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব?

উত্তর : গ্রন্থকার- وَاِنْ اَفْطَرَ خَطَاءً থেকে শুরু করে فَاَكَلَ قَضٰى فَقَطْ পর্যন্ত ইবারতে ঐ সমস্ত সুরতের বর্ণনাই উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা নয়। সুরতগুলো নিম্নরূপ। যদি ভুলক্রমে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তা এভাবে যে, তার রোযার কথা স্মরণ আছে, কিন্তু অনিচ্ছায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। যেমন- কুলি করার সময় (বেখেয়ালে) পানি গলার ভিতরে চলে গেছে, কিংবা জোরপূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়েছে কিংবা হুকনা করেছে, (অর্থাৎ পিছনের রাস্তা দিয়ে ঔষধ ভিতরে পৌছিয়েছে।) কিংবা সাউত (سَعُوْط) করেছে, অর্থাৎ নাকে ঔষধ ঢেলেছে আর তা হাড় পর্যন্ত পৌছে গেছে কিংবা কর্ণে ঔষধের ফোটা ফেলেছে কিংবা জায়েযফা বা এর উপর ঔষধ দিয়েছে, আর তা তার পেটে কিংবা দেমাগ পর্যন্ত পৌছে গেছে। جَائِفَه ঐ জখম যা মগজ পর্যন্ত পৌছে গেছে। কিংবা কঙ্কর গিলে ফেলেছে কিংবা মুখভরে বমি এসেছে কিংবা রাত মনে করে সাহরী খেয়েছে কিংবা রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে অথচ তা দিনে কিংবা ভুলে খানা খেয়েছে এবং মনে করেছে যে, তার রোযা ভেঙ্গে গেছে তাই স্বেচ্ছায় খানা খেয়ে ফেলেছে, কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়েছে, কিংবা পূর্ণ রমযানে রোযার নিয়ত করেনি রোযারও না রোযা ভঙ্গেরও না, কিংবা নিয়ত ছাড়া সকাল হয়ে গেছে, তাই সে খানা খেয়ে ফেলেছে তবে এ সমস্ত সুরতে শুধু রোযা কাযা করবে।

www.pathagar.com

وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا اَىْ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِلصَّوْمِ اَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ نَظَرَ فَاَنْزَلَ اَوِ ادَّهَنَ اَوِ اكْتَحَلَ اَوِ اغْتَابَ اَوْ غَلَبَهُ الْقَىْءُ اَوْ تَقَيَّأَ قَلِيْلًا اَوْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَوْ صَبَّ فِىْ اِحْلِيْلِهِ دُهْنٌ اَوْ فِىْ اُذُنِهِ مَاءٌ اَوْ دَخَلَ غُبَارٌ اَوْ دُخَانٌ اَوْ ذُبَابٌ فِىْ حَلْقِهٖ لَمْ يُفْطِرْ .

وَالْمَطَرُ وَالثَّلْجُ يُفْسِدَانِ فِى الْاَصَحِّ وَلَوْ وَطِئَ مَيْتَةً اَوْ بَهِيْمَةً اَوْ فِىْ غَيْرِ فَرْجٍ وَهُوَ التَّفْخِيْذُ اَوْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ اِنْ اَنْزَلَ قَضٰى وَاِلَّا فَلَا وَلَوْ اَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ اَسْنَانِهٖ مِثْلَ حِمَّصَةٍ قَضٰى فَقَطْ وَفِىْ اَقَلَّ مِنْهَا لَا اِلَّا اِذَا اَخْرَجَهٗ وَاَخَذَهٗ بِيَدِهٖ ثُمَّ اَكَلَ التَّقْيِيْدُ بِالْاَخْذِ بِالْيَدِ وَقَعَ اِتِّفَاقًا وَلَوْ بَدَأَ بِاَكْلِ سِمْسِمَةٍ فَسَدَ اِلَّا اِذَا مَضَغَ فَاِنَّهٗ يَتَلَاشٰى فِىْ فَمِهٖ بِالْمَضْغِ وَقَىْءٌ كَثِيْرٌ عَادَ اَوْ اُعِيْدَ يُفْسِدُ لَا الْقَلِيْلُ فِى الْحَالَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُفْسِدُ بِاِعَادَةِ الْقَلِيْلِ لَا عَوْدُ الْكَثِيْرِ اِذَا عَادَ الْقَىْءُ فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ الْكَثْرَةُ اَىْ مِلْءُ الْفَمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ الصُّنْعُ اَىِ الْاِعَادَةُ فَفِىْ اِعَادَةِ الْكَثِيْرِ يُفْسِدُ اِتِّفَاقًا وَفِىْ عَوْدِ الْقَلِيْلِ لَا يُفْسِدُ اِتِّفَاقًا وَفِىْ اِعَادَةِ الْقَلِيْلِ لَا يُفْسِدُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَفِىْ عَوْدِ الْكَثِيْرِ يُفْسِدُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ

সহজ তরজমা

যদি ভুলে খেয়ে ফেলা কিংবা পান করে ফেলে কিংবা সহবাস করে ফেলে– অর্থাৎ এ অবস্থায় যে, রোযার কথা তার মনে নেই কিংবা ঘুমে স্বপ্নদোষ হয়েছে কিংবা [কামনার সাথে কোন মহিলাকে] দেখেছে, তাই ইনযাল [বীর্যপাত] হয়ে গেছে, কিংবা তেল লাগিয়েছে কিংবা সুরমা লাগিয়েছে; কিংবা গিবত করেছে; অনেক বমি হয়েছে কিংবা স্বেচ্ছায় সামান্য বমি করেছে, কিংবা জানাবাতের অবস্থায় সকাল করেছে কিংবা লিঙ্গের মাথায় তেল প্রবাহিত করেছে, কিংবা কানে পানি দিয়েছে; কিংবা ধুলে-াবালি বা ধোঁয়া বা মাছি তার কণ্ঠদেশে প্রবেশ করেছে, তবে এ সমস্ত সুরতে রোযা ভাঙ্গবে না।

[গলদেশে] বৃষ্টি [পানি] ও বরফ প্রবেশ করার কারণে বিশুদ্ধ মতে, রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদি মৃত নারী কিংবা চতুষ্পদ জন্তু কিংবা যোনি ভিন্ন রাস্তায় [দুই রানে] সহবাস করে কিংবা চুমু খায় কিংবা [স্ত্রীকে] স্পর্শ করে- তখন তার انزال হয়, তবে রোযা কাযা করবে। আর যদি চানাবুট থেকে ছোট হয়, তবে কাযাও করতে হবে না। কিন্তু যদি চানাবুট থেকে ছোট গোশতের টুকরা মুখ থেকে বের করে হাতে নিয়ে আবার খায় [তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে]। হাতে নেওয়ার শর্তটি ইত্তিফাকী (اِتِّفَاقِىْ)। যদি তিল খাওয়া শুরু করে, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যখন শুধু চাবাবে [গিলবে না, তখন রোযা ভাঙ্গবে না]। কেননা, তা চাবানোর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অধিক বমি যদি পেটে ফিরে যায় কিংবা ফিরিয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। উভয় অবস্থায় সামান্য বমি দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে স্বল্প বমিকে পেটে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে, তবে ফিরে যাওয়ার দ্বারা ভাঙ্গবে না। বমি যখন পেটে ফিরে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট অধিক বমি ধর্তব্য। অর্থাৎ মুখ ভরে হওয়া। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট নিজের কাজ [তথা ফিরানো] ধর্তব্য। সুতরাং অধিক বমি ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভেঙ্গে যাবে, আর স্বল্প বমি ফিরে যাওয়া দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভাঙ্গবে না। স্বল্প বমিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা ইমাম আবূ ইউসূফ রহ এর নিকট রোযা ভাঙ্গবে না, পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর নিকট ভেঙ্গে যাবে। আর অধিক বমি ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট রোযা ভেঙ্গে যাবে, পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে ভাঙ্গবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا الخ

اَلسُّؤَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

৭নং প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : যেসব সুরতে রোযা ভাঙ্গবে না : গ্রন্থকার وَلَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا اَوْ ذُبَابٌ فِى حَلْقِهٖ لَمْ يُفْطِرْ পর্যন্ত ইবারতে রোযা না ভাঙ্গার সুরতগুলো বর্ণনা করেছেন। ভুলে পানাহারের কারণে যদিও কিয়াস বলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু কিয়াসকে বর্জন করা হয়েছে। অনুরূপ সহবাসও। কেননা সহবাস হল খাওয়া ও পান করার মতোই। ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়ার সুরতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কোন মহিলার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর দ্বারা اِنْزَال হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তৈল এবং সুরমা লাগানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। গিবত করার দ্বারাও রোযা ভাঙ্গবে না। বমি করার কারণেও রোযা ভঙ্গ হয় না। জানাবাত অবস্থায় সকাল করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। লিঙ্গে তেল ঢালার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। কানে পানি ঢালার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। ধুলোবালি, ধোঁয়া ও মাছি গলায় অনিচ্ছায় প্রবেশ করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

www.pathagar.com

وَكُرِهَ لَهُ الذَّوْقُ وَمَضْغُ شَيْءٍ لِإِطْعَامِ الصَّبِيِّ ضَرُوْرَةٌ وَالْقُبْلَةُ اِنْ لَمْ يَأْمَنْ لَا الْكُحْلُ وَدُهْنُ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكُ وَلَوْ عَشِيًّا اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ اِذْ عِنْدَهُ يُكْرَهُ عَشِيًّا لِاَنَّهُ يُزِيْلُ الْخُلُوْفَ **وَشَيْخٌ فَانٍ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَالْفِطْرَةِ وَيَقْضِيْ اِنْ قَدَرَ وَحَامِلٌ اَوْ مُرْضِعٌ خَافَتْ عَلٰى نَفْسِهَا اَوْ وَلَدِهَا اَوْ مَرِيْضٌ خَافَ زِيَادَةَ مَرَضِهِ اَوِ الْمُسَافِرُ اَفْطَرُوْا وَقَضَوْا بِلَا فِدْيَةٍ** قِيْلَ حِلُّ الْاِفْطَارِ مُخْتَصٌّ بِمُرْضِعَةٍ اَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْاِرْضَاعِ وَلَا يَحِلُّ لِلْوَالِدَةِ اِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِرْضَاعُ اَقُوْلُ لَوْ كَانَ حِلُّ الْاِفْطَارِ بِنَاءً عَلٰى وُجُوْبِ الْاِرْضَاعِ فَعَقْدُ الْاِجَارَةِ لَوْ كَانَ قَبْلَ رَمَضَانَ يَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ لٰكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ رَمَضَانَ بَلْ تُوْجِرُ نَفْسَهَا فِيْ رَمَضَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَحِلَّ لَهَا الْاِفْطَارُ اِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْاِجَارَةُ اِلَّا اِذَا دَعَتِ الضَّرُوْرَةُ اِلَيْهَا اَمَّا الْوَالِدَةُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ اِلَّا اِذَا تَعَيَّنَتْ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الْاِرْضَاعُ فَيَحِلُّ لَهَا الْاِفْطَارُ ـ

সহজ তরজমা

কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা এবং চাবানো রোযাদারের জন্য মাকরূহ। তবে বাচ্চাকে খাওয়ানোর প্রয়োজনে চাবানো মাকরূহ নয়। ইনযাল এর ভয় ইত্যাদি থেকে নিরাপদ না হওয়ার সুরতে চুমু খাওয়া মাকরূহ। সুরমা লাগানো, গোঁফে তেল ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা- যদিও তা দিনের শেষাংশে হয়, মাকরূহ নয়। এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অভিমত থেকে বিরত থেকেছেন। কেননা, তাঁর নিকট বিকেলে মিসওয়াক করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। কেননা, মিসওয়াক মুখের গন্ধকে দূর করে দেয়। **অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ লোক, যিনি রোযা রাখতে অক্ষম, তিনি রোযা রাখবেন না। প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাইয়ে দেবে। সদকাতুল ফিতরের ন্যায়। যদি শক্তি ফিরে পায়, তবে কাযা করবে। যেসব গর্ভবতী মহিলা কিংবা ধাত্রী মহিলা বাচ্চার প্রাণনাশের আশঙ্কা করে, তারা রোযা রাখবে না এবং ফিদিয়া দেওয়া ব্যতীত তা শুধু কাযা করবে।** বলা হয়, রোযা না রাখা বৈধ হওয়ার বিষয়টি ঐ ধাত্রী মহিলার সাথে সম্পৃক্ত, যে পয়সার বিনিময়ে দুধ পান করায়। মায়ের জন্য রোযা না রাখা বৈধ নয়। কেননা, মায়ের উপর বাচ্চাকে দুধ পান করানো ওয়াজিব নয়। [শারেহ রহ. বলেন,] আমি বলি, যদি রোযা না রাখার বৈধতা দুধপান করানোর আবশ্যকতার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে ইজারা (اِجَارَه) এর চুক্তি যদি রমাযানের পূর্বে হয়, তবে রোযা না রাখা বৈধ হবে । পক্ষান্তরে যদি রমাযানের পূর্বে ইজারার চুক্তি না হয়; বরং ধাত্রী মহিলা রমযান মাসে নিজেকে ইজারায় দিয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত এটাই যে, তার জন্য রোযা না রাখা হালাল না হওয়া। কেননা, তার উপর ইজারা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যখন প্রয়োজনের কারণে ইজারার দিকে যায়, মায়ের জন্য রোযা না রাখা হালাল নয়। কিন্তু যদি মা দুধ পান করানোর জন্য [বাপের পক্ষ থেকে] নির্ধারিত হন, তখন তার উপর দুধ পান করানো ওয়াজিব হবে এবং তার জন্য রোযা না রাখাও বৈধ হবে।

www.pathagar.com

وَصَوْمُ مُسَافِرٍ لَا يَضُرُّهُ أَحَبُّ وَلَا قَضَاءَ إِنْ مَاتَ فِىْ سَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ اَىْ لَاتَجِبُ الْفِدْيَةُ وَإِنْ صَحَّ أَوْ أَقَامَ ثُمَّ مَاتَ فَدَى عَنْهُ وَلِيُّهُ بِقَدْرِ مَا فَاتَ عَنْهُ إِنْ عَاشَ بَعْدَهُ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِمَا اَىْ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَاتَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَقَامَ بَعْدَ رَمَضَانَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ صَحَّ بَعْدَ رَمَضَانَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ فِدْيَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَشُرِطَ لَهَا الْإِيْصَاءُ وَيَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلٰوةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ هُوَ الصَّحِيْحُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ فِدْيَةُ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَفِدْيَةِ صَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيَقْضِىْ رَمَضَانَ وَصْلًا وَفَصْلًا فَإِنْ جَاءَ آخَرُ صَامَهُ ثُمَّ قَضَى الْأَوَّلَ بِلَا فِدْيَةٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ تَجِبُ الْفِدْيَةُ وَلَا يَصُوْمُ وَلَا يُصَلِّىْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَلْزَمُ صَوْمُ نَفْلٍ شَرَعَ فِيْهِ أَدَاءً وَقَضَاءً اَىْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ فَإِنْ أَفْسَدَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا فِى الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ وَهِىَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ عِيْدُ الْفِطْرِ وَعِيْدُ الْأَضْحٰى مَعَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَلَا يُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ فِىْ رِوَايَةٍ اَىْ إِذَا شَرَعَ فِىْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَا يَجُوْزُ لَهُ الْإِفْطَارُ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهُ إِبْطَالُ الْعَمَلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى يَجُوْزُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ خَلَفُهُ ـ

সহজ তরজমা

যে মুসাফিরকে রোযা কোন ক্ষতি করে না, তার জন্য রোযা রাখা অধিক উত্তম। যদি সফরে কিংবা অসুস্থতার মাঝে সে মারা যায়, তবে এর কাযা অবশ্যক নয়। অর্থাৎ এর ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় কিংবা মুসাফির মুকীম হয়, অতঃপর মারা যায়, তবে অলী তার পক্ষ থেকে ঐ সব দিনের ফিদিয়া দেবে যে ক'দিনের রোযা কাযা হয়েছে। যদি সুস্থ কিংবা মুকীম হওয়ার পর সে একদিন বেঁচে থাকে। অন্যথায় যে ক'দিন সুস্থ ছিল কিংবা ইকামত করছিল সে ক'দিনের ফিদিয়া দেবে। কেননা, যখন [যেমন] দশ দিনের কাযা হয়েছে এবং রমাযানের পর পাঁচ দিন ইকামত করেছে, অতঃপর মারা গেছে; কিংবা রমাযানের পর পাঁচ দিন সুস্থ ছিল, অতঃপর মারা গেছে, তবে তার উপর পাঁচ রোযার ফিদিয়া ওয়াজিব।

ফিদিয়ার জন্য অসিয়ত করা শর্ত। আর অসিয়ত মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে সহীহ্। প্রত্যেক নামাযের ফিদিয়া একদিনের রোযার ফিদিয়ার মত। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কারো নিকট পূর্ণ একদিনের নামাযের ফিদিয়া একদিনের রোযার ফিদিয়ার মত। রমাযানের কাযা রোযা وَصْلًا [একসঙ্গে সবগুলো] কিংবা فَصْلًا [ভেঙ্গে ভেঙ্গে] রাখা জায়েয। যদি দ্বিতীয় রমাযান চলে আসে, তবে সেই রমাযানের রোযাই রাখবে। অতঃপর প্রথম রমাযানের রোযার কাযা করবে। এর কোন ফিদিয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেঈ রহ. এর নিকট ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। মৃত ব্যক্তির অলী মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না এবং নামাযও পড়বে না। যে নফল রোযা পালন করতে শুরু করেছে তা أَدَاءً এবং قَضَاءً পূর্ণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ঐ রোযা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব। কিন্তু নিষিদ্ধ দিনগুলোতে [পালন করতে শুরু করা রোযা ভেঙ্গে ফেলার

www.pathagar.com

দ্বারা এর কাযা তার উপর ওয়াজিব নয়]। নিষিদ্ধ দিবস পাঁচটি ঈদুল ফিতর, আযহা এবং ঈদুল আযহার পর তিনদিন। **এক বর্ণনানুযায়ী ওজর ব্যতীত নফল রোযা ভাঙ্গবে না।** অর্থাৎ যখন নফল রোযা পালন করা শুরু করবে, তখন তার জন্য ওযর ব্যতীত ঐ নফল রোযাটি ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই। কেননা, এতে اِبْطَالُ الْعَمَلِ [তথা আমল বাতিলকরণ] হচ্ছে। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী [ওজর ব্যতীতও] নফল রোয ভাঙ্গা জায়েয। কেননা, এর স্থলাভিষিক্ত কাযা রয়ে গেছে।

وَيُبَاحُ بِعُذْرِ ضِيَافَةٍ هٰذَا الْحُكْمُ يُشْمِلُ مُضِيْفَ وَالضَّيْفَ **وَيُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ صَبِيٌّ بَلَغَ وَكَافِرٌ اَسْلَمَ وَحَائِضٌ طَهُرَتْ وَمُسَافِرٌ قَدِمَ وَلَايَقْضِى الْاَوَّلَانِ يَوْمَهُمَا وَاِنْ اَكَلَا فِيْهِ بَعْدَ النِّيَّةِ** اَىْ اِذَا حَدَثَ هٰذِهِ الْاُمُوْرُ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ يَجِبُ اِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِحُرْمَةِ رَمَضَانَ لٰكِنْ لَا قَضَاءَ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِىْ بَلَغَ وَالْكَافِرِ الَّذِىْ اَسْلَمَ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَّةِ فِىْ اَوَّلِ الْيَوْمِ فَلَمْ يَجِبُ الْاَدَاءُ فَلَايَجِبُ الْقَضَاءُ وَاِنْ كَانَ الْبُلُوْغُ وَالْاِسْلَامُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ فَنَوَيَا الصَّوْمَ ثُمَّ اَكَلَا ـ

সহজ তরজমা

মেহমানদারির জন্য [নফল] রোযা ভাঙ্গা মুবাহ। এ হুকুম মেজবান ও মেহমান উভয়কে শামিল রাখবে। দিনের বাকি অংশ [পানাহার ও সহবাস থেকে] বিরত থাকবে, যখন বাচ্চা রমাযান দিবসে বালেগ হয়, কাফের মুসলমান হয়, হায়েযা পবিত্র হয় এবং মুসাফির নিজের বাসস্থানে পৌঁছে। প্রথম দুই ব্যক্তি তাদের রোযাকে কাযা করবে যদিও তাতে নিয়ত করার পর কিছু খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ যখন এসব বিষয় রমাযান দিবসে সংঘটিত হবে, তখন রমাযান মাসের মর্যাদার কারণে দিনের বাকি অংশে [পানাহার ও সহবাস থেকে] বিরত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু ঐ বালক যে বালেগ হয়েছে। এবং ঐ কাফের যে মুসলমান হয়েছে দিনের প্রথম অংশে তারা রোযা রাখার মুকাল্লাফ হয়নি বলে তাদের উপর তা কাযা করা ওয়াজিব নয়। যদিও তাদের বালেগ হওয়া ও ইসলাম গ্রহণ করা অর্ধ দিবসের পূর্বে হয় এবং তারা রোযার নিয়ত করে থাকে, অতঃপর খেয়ে থাকে।

نَوَى الْمُسَافِرُ الْفِطْرَ ثُمَّ قَدِمَ فَنَوَى الصَّوْمَ فِىْ وَقْتِهَا صَحَّ وَفِىْ رَمَضَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمِيْرُ فِىْ وَقْتِهَا يَرْجِعُ اِلَى النِّيَّةِ وَفِىْ صَحَّ يَرْجِعُ اِلَى الصَّوْمِ **كَمَا يَجِبُ الْاِتْمَامُ عَلٰى مُقِيْمٍ سَافَرَ فِىْ يَوْمٍ مِنْهُ لٰكِنْ لَوْ اَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِمَا** اَىْ فِىْ قُدُوْمِ الْمُسَافِرِ وَسَفَرِ الْمُقِيْمِ **وَقَضٰى اَيَّامًا اُغْمِىَ عَلَيْهِ فِيْهَا اِلَّا يَوْمًا حَدَثَ فِيْهِ اَوْ فِىْ لَيْلَتِهِ** لِاَنَّهٗ اِذَا اُغْمِىَ اَيَّامًا لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ النِّيَّةُ فِيْمَا عَدَا الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَاَمَّا الْيَوْمُ الْاَوَّلُ فَالظَّاهِرُ اَنَّهٗ قَدْ نَوَى الصَّوْمَ فِيْهِ اَقُوْلُ هٰذَا اِذَا لَمْ يُنْكِرْ اَنَّهٗ نَوٰى اَمْ لَا اَمَّا اِذَا عُلِمَ اَنَّهٗ نَوٰى فَلَا شَكَّ فِى الصِّحَّةِ وَاِنْ عُلِمَ اَنَّهٗ لَمْ يَنْوِ فَلَا شَكَّ فِىْ عَدَمِ الصِّحَّةِ

www.pathagar.com

সহজ তরজমা

মুসাফির রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছে, অতঃপর বাসস্থানে পৌঁছে গেছে এবং [রোযা ভাঙ্গার] নিয়তের সময় রোযা রাখার নিয়ত করে ফেলেছে, তবে তার রোযা সহীহ হবে। যদি রমাযান মসে এমন হয়, তবে এ দিনের রোযা তার উপর ওয়াজিব। এ ইবারতে وَقْتُهَا এর যমীর নিয়ত (نِيَّةٌ) এর দিকে এবং صَحَّ এর ضَمِيْر - صَوْم এর দিকে ফিরেছে। যেমনটি এমন মুকীমের উপর রোযা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যে রমজানের কোন একদিনে সফর [শুরু] করেছে। কিন্তু যদি সে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে উভয় সুরতে কাফফারা নেই। অর্থাৎ মুসাফির বাসস্থানে পৌঁছা এবং মুকীম সফর করার ক্ষেত্রে। যতদিন বেহুশ [অচেতন] থাকবে, ততদিনের রোযা কাযা করবে, কিন্তু ঐ দিনের রোযা কাযা করবে না- যেদিনে কিংবা রাতে অচেতনের ঘটনা ঘটেছে। কেননা, যখন কিছুদিন বেহুশ থেকেছে, তন্মধ্যে প্রথম দিন ব্যতীত নিয়ত পাওয়া যায়নি। আর প্রথম দিনের ব্যাপারে তো স্পষ্ট হল- সে ওই দিনের রোযার নিয়ত করেছিল। [শারেহ রহ. বলেন,] আমি বলি এটি তখন, যখন তার স্মরণ না থাকবে যে, সে নিয়ত করেছিল কিনা? কিন্তু যখন জানা থাকবে যে, সে নিয়ত করেছিল, তবে নিঃসন্দেহে রোযা সহীহ। আর যদি জানা থাকে যে, সে নিয়ত করেনি, তবে রোযা সহীহ না হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

وَلَوْ جُنَّ كُلَّهُ لَمْ يَقْضِ وَاِنْ اَفَاقَ بَعْضَهُ قَضٰى مَا مَضٰى سَوَاءٌ بَلَغَ مَجْنُوْنًا اَوْ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فِىْ **ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ** اَلْجُنُوْنُ اِذَا اسْتَغْرَقَ شَهْرَ رَمَضَانَ سَقَطَ الصَّوْمُ وَاِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا فَرْقَ فِىْ هٰذَا بَيْنَ مَا اِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا اَوْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ اِذَا بَلَغَ مَجْنُوْنًا لَايَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَ اَنَّهُ لَايَكُوْنُ مُسْتَغْرِقًا فَاِنَّ الْجُنُوْنَ اِذَا اتَّصَلَ بِالصِّبَا لَمْ يَجِبُ الصَّوْمُ فَهٰذَا الْجُنُوْنُ يَكُوْنُ مَانِعًا فَيَكْفِىْ لِلْمَنْعِ الْجُنُوْنُ الضَّعِيْفُ وَهُوَ غَيْرُ الْمُسْتَغْرِقِ اَمَّا اِذَا جُنَّ الْبَالِغُ فَاِنَّهُ رَافِعٌ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ جُنُوْنًا قَوِيًّا وَهُوَ الْمُسْتَغْرِقُ **نَذْرٌ بِصَوْمِ يَوْمَىِ الْعِيْدِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَوْ بِصَوْمِ السَّنَةِ صَحَّ وَاَفْطَرَ هٰذِهِ الْاَيَّامَ وَقَضَاهَا وَلَا عَهْدَةَ اِنْ صَامَهَا** فَرَّقُوْا بَيْنَ النَّذْرِ وَالشُّرُوْعِ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ لِاَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيَلْزَمُ بِالنَّذْرِ اِذْ لَا مَعْصِيَةَ فِى النَّذْرِ **ثُمَّ اِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَوْ نَوَى النَّذْرَ لَا غَيْرُ اَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ يَمِيْنًا كَانَ نَذْرًا فَقَطْ ـ**

সহজ তরজমা

যদি পূর্ণ রমাযান পাগল থাকে, তবে [কোন রোযা] কাযা করতে হবে না। রমাযানের কিছু অংশে যদি হুশ ফিরে পায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করবে। চাই পাগল অবস্থায় বালেগ হোক

www.pathagar.com

<u>কিংবা সুস্থাবস্থায় বালেগ হয়ে পাগল হোক জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী।</u> পাগলামি যখন পূর্ণ রমাযানকে ঢেকে নেবে, তখন রোযা রহিত হয়ে যায়। আর যদি পূর্ণ রমযানকে ঢেকে না নেয়, তবে রহিত হয় না; বরং তার উপর কাযা ওয়াজিব হয়। এতে কোনরূপ পার্থক্য নেই যে, পাগল অবস্থায় বালেগ হওয়া কিংবা সুস্থাবস্থায় বালেগ হয়ে অতঃপর পাগল হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট যখন পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তখন তার উপর রোযা ওয়াজিব নয়। যদি পাগলামি পূর্ণ রমাযানকে ঢেকে না নেয়। কেননা, যখন বালক বয়সে পাগল হয়, তখন তার উপর রোযা ওয়াজিব হয় না। অতএব, তার এ পাগলামি প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং বারণ করার জন্য যঈফ [দুর্বল] পাগলামি যথেষ্ট। আর তা হল, পূর্ণ রমাযানকে পাগলামি ঢেকে না নেওয়া। কিন্তু যখন বালেগ ব্যক্তি পাগল হয়, তখন এ পাগলামি নফল রোযার রহিতকারী। তাই মজবুত جُنُوْن [পাগলামি] হওয়া জরুরি। তা হল পূর্ণ, রমাযানকে পাগলামি ঢেকে নেওয়া।

<u>কেউ দুই ঈদ এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনে রোযা রাখার মান্নত করেছে, কিংবা পুরা বছর রাখার জন্য মান্নত করেছে, তবে তার এ মান্নত সহীহ এবং এসব দিবসে সে রোযা রাখবে না; বরং কাযা করবে। আর যদি এসব দিবসে রোযা রেখে ফেলে, তবে তার জিম্মা রহিত হয়ে যাবে।</u> ফুকাহায়ে কেরাম মান্নত এবং এসব দিবসে রোযা শুরু করার মাঝে পার্থক্য করেন যে, এসব দিবসে রোযা শুরু করার দ্বারা রোযা আবশ্যক হয় না। কেননা, এটি একটি গুনাহ। আর মান্নত করার দ্বারা আবশ্যক হয়। কারণ, শুধু মান্নতের মাঝে গুনাহ নেই। <u>অতঃপর যদি কোন জিনিসের নিয়ত না করেন; কিংবা মান্নতের নিয়ত করে- অন্য কিছুর নয়; কিংবা মান্নতের নিয়ত করার সাথে সাথে এটারও নিয়ত করেছ যে, এটি কসম নয়, তবে এ উভয় সুরতে শুধু মান্নতই হবে।</u>

وَاِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَنَوٰى اَنْ لَا يَكُوْنَ نَذْرًا كَانَ يَمِيْنًا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ اِنْ اَفْطَرَ وَاِنْ نَوَاهُمَا اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ اَيْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْفِي النَّذْرَ **كَانَ نَذْرًا وَيَمِيْنًا** حَتّٰى لَوْ اَفْطَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِيْنِ **وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رح نَذْرٌ فِي الْاَوَّلِ وَيَمِيْنٌ فِي الثَّانِيْ** اَلْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ مَا اِذَا نَوَاهُمَا وَبِالثَّانِيْ مَا اِذَا نَوَى الْيَمِيْنَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاَقْسَامَ سِتَّةٌ مَا اِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَوْ نَوٰى كِلَيْهِمَا اَوْ نَوَى النَّذْرَ بِلَا نَفْيِ الْيَمِيْنِ اَوْ مَعَ نَفْيِهٖ اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ بِلَا نَفْيِ النَّذْرِ اَوْ مَعَ نَفْيِهٖ فَفِي الْهِدَايَةِ جَعَلَ الْيَمِيْنَ مَعْنًى مَجَازِيًّا وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْيَمِيْنِ اَنَّ النَّذْرَ اِيْجَابُ الْمُبَاحِ فَيَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ ضِدِّهٖ وَتَحْرِيْمُ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِلٰى قَوْلِهٖ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ فَاِذَا كَانَ الْيَمِيْنُ مَعْنًى مَجَازِيًّا يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ ـ

সহজ তরজমা

যদি কসমের নিয়ত করে এবং এর সাথে সাথে এও নিয়ত করেছে যে, যদি মান্নত না হয়, তবে কসম হবে। যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর কসমের কাফফারা আসবে। যদি উভয়টির নিয়ত করে কিংবা মান্নতকে বাদ দেওয়া ব্যতীত কসমের নিয়ত করেছে, তবে মান্নত ও কসম উভয়টি হবে। এমনকি যদি সে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর মান্নতের জন্য কাযা এবং কসমের জন্য কাফফারা ওয়াজিব হয়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট প্রথম সুরতে মান্নত এবং দ্বিতীয় সুরতে কসম হবে। প্রথম সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সুরত- যার মাঝে মান্নত ও কসম উভয়টির নিয়ত করেছিল। আর দ্বিতীয় সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সুরত যার মাঝে কসমের নিয়ত করেছিল।

জেনে রাখা ভাল যে, এখানে [মোট] ৬ প্রকার–১. যখন কোনো জিনিসের নিয়ত করেনি, ২. মান্নত ও কসম উভয়টির নিয়ত করেছে, ৩. কসমকে নফি করা ব্যতীত মান্নতের নিয়ত করেছে ৪. কসমকে নফি করার সাথে সাথে মান্নতের নিয়ত করেছে, ৫. মান্নতকে নফি করা ব্যতীত কসমের নিয়ত করেছে, ৬. মান্নতকে নফি করার সাথে সাথে কসমের নিয়ত করেছে। হিদায়া গ্রন্থে يَمِيْن [কসম]-কে مَعْنٰى مَجَازِىْ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কসম ও মান্নতের মাঝে সম্পর্ক হল, মান্নত মুবাহ জিনিসকে ওয়াজিব করে দেয়। তাই তা তার বিপরীত বিষয়কে হারাম করাকে বুঝাবে। আর কসম হল, হালালকে হারাম করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন -

لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার নিমিত্তে তা নিজের জন্য কেন হারাম করেছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" অতএব যখন يَمِيْن - مَعْنٰى مَجَازِىْ তে হবে তখন এর উপর মন্তব্য আসে যে, এর দ্বারা حَقِيْقَة ও مَجَاز একত্রিত করা আবশ্যক হয়।

فَلِدَفْعِ هٰذَا قِيْلَ فِىْ كُتُبِ اُصُوْلِنَا لَيْسَ الْيَمِيْنُ مَعْنًى مَجَازِيًّا بَلْ هٰذَا الْكَلَامُ نَذْرٌ بِصِيْغَتِهٖ يَمِيْنٌ بِمُوْجَبِهٖ وَالْمُرَادُ بِالْمُوْجَبِ اللَّازِمُ كَمَا اَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيْبِ شِرَاءٌ بِصِيْغَتِهٖ اِعْتَاقٌ بِمُوْجَبِهٖ فَيَخْطُرُ بِبَالِىْ اَنَّ الْيَمِيْنَ لَوْ كَانَتْ مُوْجَبَةً لَثَبَتَ بِلَانِيَّةٍ كَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ بَلْ هِىَ مَعْنًى مَجَازِىٌّ فَالْجَوَابُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِى الْاِرَادَةِ لَايَجُوْزُ وَهٰهُنَا لَيْسَ كَذٰلِكَ فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يَثْبُتُ بِاِرَادَتِهٖ بَلْ بِصِيْغَتِهٖ فَاِنَّ صِيْغَتَهٗ اِنْشَاءٌ لِلنَّذْرِ فَيَثْبُتُ النَّذْرُ سَوَاءٌ اَرَادَ اَوْ لَمْ يُرِدْ مَا لَمْ يَنْوِ اَنَّهٗ لَيْسَ بِنَذْرٍ اَمَّا اِذَا نَوٰى اَنَّهٗ لَيْسَ بِنَذْرٍ يُصَدَّقُ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ هٰذَا اَمْرٌ لَا مَدْخَلَ فِيْهِ لِقَضَاءِ الْقَاضِىْ وَالْمَعْنٰى

www.pathagar.com

الْمَجَازِيُّ يَثْبُتُ بِإِرَادَتِهِ فَلَاجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِرَادَةِ وَتَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتَّةِ فِي شَوَّالٍ بَعْدَ عَنِ الْكَرَاهَةِ وَالتَّشَبُّهِ بِالنَّصَارٰى ـ

সহজ তরজমা

উক্ত মন্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য আমাদের উসূলের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয় যে, يَمِيْن রূপক অর্থে নয় বরং এই কালাম সীগার দিক থেকে نَذْر [মান্নত] এবং مُوْجَب এর দিক থেকে يَمِيْن তার مُوْجَب দ্বারা উদ্দেশ্য হল لَازِم। যেমন- নিকটাত্মীয় কোন গোলামকে ক্রয় করা -সীগাহ [ভাষা]-এর দিক থেকে شِرَاء কিন্তু مُوْجَب এর দিক থেকে তা اِعْتَاق [স্বাধীনতা] শারেহ রহ. বলেন] আমার অন্তরে এটা জাগছে যে, يَمِيْن যদি مُوْجَب হয়, তবে অবশ্যই তা নিয়ত ব্যতীত প্রমাণিত হবে। যেমনটি নিকটাত্মীয় গোলাম ক্রয় করার ক্ষেত্রে হয় [যে, নিয়ত ব্যতীতই আজাদ হয় যায়]; বরং এটি مَعْنَى مَجَازِى, তখন حَقِيْقَة এবং مَجَاز জামায়েত হওয়ার উত্তর হল حَقِيْقَة এবং مَجَاز জমায়েত হওয়া اراده এর ক্ষেত্রে নাজায়েজ, আর এখানে এমনটি নয়। কেননা, মান্নত তার ইরাদায় সাবেত হয়নি; বরং তার ভাষায় সাবেত হয়েছে। কারণ, তার [ভাষ্যে তার] সীগাহ মান্নতের জন্য اِنْشَاء অতএব, মান্নত সাবেত হয়ে যাবে। চাই সে اِرَادَه করুক কিংবা না করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ত না করবে যে, এটা মান্নত নয়।

কিন্তু যখন এ নিয়ত করবে যে, এটা মান্নত নয়; তখন فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللهِ সত্যায়ন করা হবে। কেননা, এটি এমন একটি বিষয় যার মধ্যে কাজির ফয়সালার কোনো দখল নেই। مَعْنَى مَجَازِى তার اراده এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সুতরাং اِرَادَه এর মধ্যে উভয়টি জমায়েত হতে পারে না। শাওয়াল মাসের ৬ রোযার মাঝে পৃথক করা মাকরূহ এবং নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য থেকে অনেক দূরে।

www.pathagar.com

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ لُبْثُ صَائِمٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ بِنِيَّةٍ وَاَقَلُّهُ يَوْمٌ فَيَقْضِىْ مَنْ قَطَعَهُ فِيْهِ اَىْ اِذَا شَرَعَ فِى الْاِعْتِكَافِ فَقَطَعَهُ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح فَاِنَّ اَقَلَّهُ سَاعَةٌ عِنْدَهُ وَقَدْ حَصَلَتْ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِجُمُعَةٍ وَقْتَ الزَّوَالِ وَمَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهُ عَنْهُ فَوَقْتًا يُدْرِكُهَا وَيُصَلِّى السُّنَنَ عَلَى الْخِلَافِ وَهُوَ اَنْ يُصَلِّىَ قَبْلَهَا اَرْبَعًا وَفِىْ رِوَايَةٍ سِتًّا رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةً وَاَرْبَعًا سُنَّةً وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَسِتًّا عِنْدَهُمَا وَلَا يَفْسُدُ بِمُكْثِهٖ اَكْثَرَ مِنْهُ فَلَوْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ وَيَاْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنَامُ وَيَبِيْعُ وَيَشْتَرِىْ فِيْهِ بِلَا اِحْضَارِ مَبِيْعٍ لَا غَيْرُهُ اَىْ لَا يَفْعَلُ غَيْرُ الْمُعْتَكِفِ هٰذِهِ الْاَفْعَالَ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا يَصْمُتُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيُبْطِلُهُ الْوَطْئُ وَلَوْ لَيْلًا اَوْ نَاسِيًا وَ وَطْيُهُ فِىْ غَيْرِ فَرْجٍ اَوْ قُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ اِنْ اَنْزَلَ وَاِلَّا فَلَا وَاِنْ حَرُمَ وَالْمَرْاَةُ تَعْتَكِفُ فِىْ بَيْتِهَا نَذْرُ اِعْتِكَافِ اَيَّامٍ لَزِمَهُ بِلَيَالِيْهَا وَلَاءً بِلَا شَرْطِهٖ وَفِىْ يَوْمَيْنِ بِلَيْلَتِهِمَا وَصَحَّ نِيَّةُ النَّهَارِ خَاصَّةً ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

ই'তিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তা হল, রোজাদার ই'তিকাফের নিয়তে এমন মসজিদে অবস্থান করা - যাতে জামাতে নামায হয়। এর সর্বনিম্ন মুদ্দত হল, একদিন [একরাত] অতএব, যদি একদিনের মধ্যে কেউ ই'তিকাফ ভেঙ্গে দেয়, সে তা কাজা করবে। অর্থাৎ যখন ই'তিকাফ শুরু করেছে তবে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার উপর তা কাযা করা ওয়াজিব। এতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা, তাঁর নিকট ই'তিকাফের সর্বনিম্ন মুদ্দত হল এক ঘন্টা। আর অবশ্যই তার এক ঘন্টা হাসিল হয়ে গেছে। ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য [বের হতে পারবে] কিংবা দ্বিপ্রহরের সময় জুমার জন্য [বের হতে পারবে]। যার ঘর জামে মসজিদ থেকে দূরে তবে ঐ সময় যাবে যে, সেখানে পৌছে ইখতিলাফের ভিত্তিতে সুন্নত নামাজগুলো আদায় করে জামা'আতে শরিক হতে পারে। সুন্নত পড়ার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ হল, জুমু'আর পূর্বে চার রাকাত পড়বে- এক বর্ণনানুযায়ী ৬ রাকাত পড়বে- দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং ৪ রাকাত সুন্নত। জুমু'আর পরে ইমাম আবূ হানীফা এর নিকট ৪ রাকাত এবং সাহেবাইন রহ. এর নিকট ৬ রাকাত পড়বে।

এর চেয়ে বেশি অবস্থান করার দ্বারা ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। যদি কোন ওযর ব্যতীত মুহূর্তের জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে আসে, তবে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। ই'তিকাফকারী মসজিদেই পানাহার করবে, ঘুমাবে এবং পণ্য উপস্থিত করা ব্যতীত বেচাকেনা করতে পারবে। যে ই'তিকাফ

www.pathagar.com

করে না সে নয়। অর্থাৎ ই'তিকাফকারী নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে এসব কাজ করবে না। ই'তিকাফকারী চুপ থাকবে না, ভালো কথা ছাড়াও আবার কথা বলবে না। স্ত্রীসহবাস ই'তিকাফকে বাতিল করে দেয়। চাই তা রাতে হোক কিংবা ভুলে হোক। যোনি ব্যতীত অন্য রাস্তায় সহবাস কিংবা চুমু খাওয়া কিংবা [স্ত্রীকে] স্পর্শ করার দ্বারা যদি انزال হয়ে যায়, [তবে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে]; অন্যথায় বতিল হবে না। যদিও এমনটি করা হারাম। মহিলারা স্বীয় ঘরেই ই'তিকাফ করবে। যে ব্যক্তি কয়েক দিন ই'তিকাফ করার মান্নত করে, তবে রাতসহ ঐ সব দিবসগুলো ধারাবাহিকভাবে আবশ্যক। তবে এতে ধারাবাহিকতার শর্ত নেই। দুদিনের মান্নতে রাতসহ ওয়াজিব হবে। আর খাস করে দিনের নিয়ত করা সহীহ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْاِعْتِكَافِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَمَا وَقْتُهُ وَ حُكْمُهُ ؟

৮নং প্রশ্ন : اِعْتِكَاف এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? অতঃপর اِعْتِكَاف এর সময় ও হুকুম বর্ণনা কর?

উত্তর : اِعْتِكَاف শব্দের বিশ্লেষণ : اِعْتِكَاف শব্দটি بَاب اِفْتِعَال এর মাসদার এটি عَكَف মাদ্দাহ থেকে নির্গত। عَكَف হল متعدى (সংক্রমিত) এবং عُكُوف হল لازم (অসংক্রমিত)

শরীয়তের পরিভাষায় – هُوَ لَبْثُ صَائِمٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ بِنِيَّتِهِ অর্থাৎ ইতিকাফের নিয়তে রোযাদার ব্যক্তি জামাত হয় এমন মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

ই'তিকাফ করার সময় :

ই'তিকাফের সময় কাল হল রমযানের শেষ দশদিন। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে–

قَالَتْ عَائِشَةُ رضـ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اِلٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অর্থাৎ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন থেকে মদীনায় তাশরীফ নিলেন, তখন থেকে ওফাত পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।

ই'তিকাফের হুকুম :

هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। দলীল পূর্বোল্লিখিত হাদীস।

৯নং প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. সর্বদা ই'তিকাফের আমল করেছেন। এর দ্বারা তো ই'তিকাফ ওয়াজিব হওয়ার কথা, সুন্নত নয়।

উত্তর : এর জবাব হল, রাসূলুল্লাহ সা. যে জিনিসকে ওয়াজিব নির্ধারণ করতে চাইতেন তা সর্বদা করতেন, সর্বদা করার পার তা করার নির্দেশ দিতেন এবং তা বর্জন করতে বারণ করতেন। সুতরাং যদি রমযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ ওয়াজিব হত, তবে তিনি তা করার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং ছেড়ে দিলে অসন্তোষ জ্ঞাপন করতেন। অথচ তিনি এমনটি করেন নি।

www.pathagar.com

كِتَابُ الْحَجِّ

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَجَّ فَرِيْضَةٌ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ لٰكِنْ اَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الْوُجُوْبِ وَاَرَادَ بِهِ الْفَرِيْضَةَ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ صَحِيْحٍ بَصِيْرٍ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَضْلًا عَمَّا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهِ مَعَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ وَالزَّوْجُ اَوِ الْمَحْرَمُ لِلْمَرْاَةِ اِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ سَفَرٍ فِى الْعُمْرِ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَعَلَى التَّرَاخِىْ وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَاخِّرِيْنَ اَنَّ هٰذَا الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا مَبْنِىٌّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ لِلْفَوْرِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا وَهٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ لَايُوْجِبُ الْفَوْرَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَهُمَا ـ

সহজ তরজমা

অধ্যায় : হজ্ব

জেনে রেখ যে, হজ্বব্রত পালন করা ফরয, তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে। কিন্তু বিকায়া গ্রন্থকার হজ্বের ব্যাপারে 'ওয়াজিব 'শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তার দ্বারা ফরয উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন- তিনি বলেন, হজ্ব ওয়াজিব [ফরয] প্রত্যেক স্বাধীন, মুসলমান, মুকাল্লাফ [শরিয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য], সুস্থ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপর; যার নিজের প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে। তৎসঙ্গে যাতায়াতের পথও নিরাপদ হতে হবে। মহিলার জন্য স্বামী অথবা অপর কোনো মুহাররাম ব্যক্তি [যেমন-পিতা, ভাই ছেলে প্রমুখ] সঙ্গে থাকতে হবে, যদি মহিলার বাড়ি এবং মক্কার মধ্যকার দূরত্ব সফরের পথ [৪৮ মাইল বা ততোধিক] হয়। আর হজ্ব জীবনে একবার তাৎক্ষণিকভাবে ফরয। তা ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে তাৎক্ষণিকভাবে ফরয নয়; বরং বিলম্বের অবকাশ রয়েছে। কোনো কোনো মুতাআখখিরীন ধারণা করেছেন যে, সাহেবাইনের মধ্যকার উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তি এ কথার উপর যে, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.- এর নিকট আমরে মূতলাক [সাধারণ আজ্ঞা] তাৎক্ষণিভাবে পালনীয়, আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নিকট আমরে মুতলাক তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, সাহেবাইনের নিকট আমরে মুতলাক [সাধারণ আজ্ঞা] ঐকমত্যে তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْحَجِّ لُغَةً وَشَرْعًا وَكَمْ قِسْمًا لَهُ وَمَا هِيَ وَمَا الْاَفْضَلُ مِنْهَا؟

১০নং প্রশ্ন : হজ্বের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কি? এবং হজ্ব কত প্রকার ও কি কি? এবং তন্মধ্যে কোনটি উত্তম?

উত্তর : হজ্বের অর্থ : اَلْحَجُّ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়, যথা–

١. اَلْحَجُّ (بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ) ٢. اَلْحَجُّ (بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ)

এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা।

পারিভাষিক অর্থ : اَلْحَجُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ অর্থাৎ : নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পন্থায়, নির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারত করাকে হজ্ব বলা হয়।

হজ্ব তিন প্রকার যথা :

১। ইফরাদ, ২। কিরান, ৩। হজ্বে তামাত্তু।

উত্তম হজ্ব কোনটি :

হজ্বের প্রকার সমূহের মধ্যে উত্তমতার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে।

১। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে হজ্বে কিরান উত্তম।

২। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে হজ্বে ইফরাদ সর্বোত্তম, তারপর তামাত্তু, তারপর হজ্বে কিরান।

৩। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে হজ্বে তামাত্তু 'সর্বোত্তম, অতঃপর হজ্ব ইফরাদ, অতঃপর হজ্বে কিরান।

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْحَجِّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَعَلٰى مَنْ يَجِبُ الْحَجُّ؟

১১নং প্রশ্ন : হজ্বের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? হজ্ব কার উপর ফরয?

উত্তর : اَلْحَجُّ এর আভিধানিক অর্থ, ইচ্ছা করা, সংকল্প করা,

পারিভাষিক অর্থ : اَلْحَجُّ هُوَ زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ অর্থাৎ : নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পন্থায়, নির্দিষ্ট স্থানের জিয়ারত করাকে হজ্ব বলা হয়।

হজ্ব প্রত্যেক স্বাধীন, মুসলমান, মুকাল্লাফ (শরী'অতের বিধান প্রয়োগযোগ্য) সুস্থ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ফরয, যার নিজের প্রয়োজনের ও হজ্বের সফর হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের খরচের অতিরিক্ত খাদ্য ও সফরের প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ شَرَائِطَ فَرْضِ الْحَجِّ

১২নং প্রশ্ন : হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ কর।

উত্তর : হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী অপরিহার্য।

১। حُرٌّ – স্বাধীন হওয়া, ২। مُسْلِم (মুসলমান হওয়া)।

৩। مُكَلَّف (প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্থির মস্তিষ্ক হওয়া)

৪। صَحِيْح (সুস্থ হওয়া)

৫। بَصِيْر (দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া)।

www.pathagar.com

৬। কয়েদি না হওয়া।

৭। زَادٌ وَرَاحِلَةٌ (পথ খরচের পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া)।

৮। أَمْنُ الطَّرِيْقِ (হজ্বে যাওয়ার পথ নিরাপদ হওয়া)।

৯। اَلزَّوْجُ اَوِ الْمَحْرَمُ (স্বামী বা মুহাররাম হওয়া)।

১০। ইদ্দত অবস্থায় না হওয়া।

اَلسُّؤَالُ : اُذْكُرْ اِخْتِلَافَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْ وُجُوْبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ بَيَانِ ثَمَرَةِ الْاِخْتِلَافِ

প্রশ্ন : তাৎক্ষণিকভাবে হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ– মত পার্থক্যের ভিত্তিসহ উল্লেখ কর।

উত্তর : কারো উপর এ বছর হজ্ব ফরয হল এখন সে কি এ বছরই হজ্ব পালন করবে, না ইচ্ছা করলে পরের বছর করতে পারবে? এর উত্তরে ইমামগণ দু'ভাগ হয়ে গেছেন,

(১) ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ও তার মত সমর্থনকারীদের অভিমত হল, হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ যে বছর হজ্ব ফরয হবে সেই বছরই হজ্ব আদায় করতে হবে। কারণ– (১) বিলম্ব করলে পরের বছর সে বেঁচে নাও থাকতে পারে। (২) অথবা তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (৩) অথবা হজ্ব পালনে কোনো বাঁধা দেখা দিতে পারে যার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে এবং এজন্য সে গুনাহগার হবে। তা ছাড়া পরবর্তীতে হজ্ব করার অর্থ হজ্বের ادا নয়, কাযা করা। আর ইচ্ছে করে ফরয হজ্বকে এভাবে فوت করা বৈধ নয়। কাজেই হজ্ব তাৎক্ষণিক ভাবে আদায় করা আবশ্যক।

(১) ইমাম মুহাম্মদ ও তাঁর মতানুসারীদের অভিমত হল, হজ্ব বিলম্বে আদায়সহ ফরয। এ কথার অর্থ হল, কারো উপর যদি এ বছর হজ্ব ফরয হয়, তাহলে সে ইচ্ছে করলে তাৎক্ষণিকভাবে এ বছরই হজ্ব পালন করবে কিংবা ইচ্ছা করলে পরের যে কোনো মৌসুমে সুবিধা মতো তা পালন করলেও চলবে। কাজেই হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় ফরয নয়, বরং বিলম্বে পালনীয় ফরয। দলীল হল, রাসূলুল্লাহ সা. এর কর্ম জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হজ্ব ফরয হয়েছে ষষ্ঠ হিজরী মতান্তরে নবম হিজরীতে, অথচ মহানবী সা. তা আদায় করেছেন দশম হিজরীতে। হজ্ব যদি তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় ফরয হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সা. আদৌ দেরী করতেন না। কাজেই হজ্ব বিলম্বে পালনীয় ফরয এবং তা যে কোনো বছর পালন করলেই আদায় হয়ে যাবে।

اِنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا مَبْنِيٌّ

কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের ধারণা হল, সাহেবাইনের মত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে أَمْر مُطْلَق এর বিধান তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বের জন্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মতপার্থক্য থাকা। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে, أَمْر مُطْلَق তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়ার জন্য আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে أَمْر مُطْلَق বিলম্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য আর أَمْر بِالْحَجِّ যেহেতু أَمْر مُطْلَق তাই ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে ফরয, আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হজ্ব বিলম্বে ফরয। অতএব أَمْر مُطْلَق এর ব্যাপারে মত পার্থক্যের কারণে أَمْر بِالْحَجِّ এর ব্যাপারেও মত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার ধারণাটি ভুল।

قَوْلُهُ : أَمْرٌ مُطْلَقٌ : উসূলুল ফিক্বহ এর পরিভাষায় مُطْلَق এর বিপরীত হচ্ছে مُقَيَّد কাজেই مُطْلَق অর্থ শর্তহীন। أَمْر مُطْلَق অর্থ হল শর্তহীন আজ্ঞা, আদেশ। যেমন– আল্লাহর বাণী–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

এখানে– اَتِمُّوْا ফে'লটি আমরে মুতলাক। কতিপয় মুতাআখখিরীন ফুকাহা মনে করেন, এ أَمْر مُطْلَق নিয়েই

www.pathagar.com

সাহেবাইন রহ. এর মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছে। তাদের মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. মনে করেন, اَمْر مُطْلَق এ শর্ত (শর্তহীন আজ্ঞা) اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ এ কথার উপর দলীল এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. মনে করেন, اَمْر مُطْلَق (শর্তহীন আজ্ঞা) اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِيْ একথার উপর দলীল। এটা ছিল সাহেবাইন সম্পর্কে মুতাআখখিরীন ওলামার ধারণা, যা শরহে বেকায়া প্রণেতা এ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন যে, وَهٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يُوْجِبُ الْفَوْرَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ "তাদের এ কথা বিশুদ্ধ নয়, কারণ امر مطلق কোনো কিছুকে তাৎক্ষণিক পালনীয় ফরয করে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. উভয়ই একমত।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرِ الْوَقْتَ لِفَرْضِيَّةِ الْحَجِّ

প্রশ্ন : হজ্ব ফরয হওয়ার সময় উল্লেখ কর।

উত্তর : হজ্ব ফরয হওয়ার সময় সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন, যেমন–

(১) কতিপয় আলেমের মতে হিজরতের পূর্বেই হজ্ব ফরয হয়েছে। তবে সুযোগ–সুবিধা না থাকার কারণে মহানবী সা. ও সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের পূর্বে হজ্ব পালন করতে পারেন নি।

(২) হযরত ওয়াকেদীর মতে, হজ্ব ৫ম হিজরীতে ফরয হয়েছে। তিনি দলীল পেশ করেন যে, হযরত যিমাম ইবনে ছা'লাবা ৫ম হিজরীতে নবী করীম সা. এর দরবারে হাজির হয়ে হজ্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন এতে প্রমাণিত হয় যে, হজ্ব ৫ম হিজরীতে ফরয হয়েছে।

(৩) আল্লামা রাফেয়ী রহ. বলেন : হজ্ব ষষ্ঠ হিজরীতে ফরয হয়েছে।

(৪) কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন: হজ্ব ৭ম হিজরীতে ফরয হয়েছে।

(৫) আল্লামা মাহেদীর মতে হজ্ব ৮ম হিজরীতে ফরয হয়েছে।

(৬) ইমামুল হারামাইনের মতে, হজ্ব ৯ম হিজরীতে ফরয হয়েছে।

www.pathagar.com

فَمَسْأَلَةُ الْحَجِّ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح وُجُوْبُهُ بِالْفَوْرِ اِحْتِرَازًا عَنِ الْفَوْتِ حَتّٰى اِذَا اَتٰى بِهٖ بَعْدَ الْعَامِ الْاَوَّلِ كَانَ اَدَاءً عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح وُجُوْبُهُ عَلَى التَّرَاخِيْ بِشَرْطِ اَنْ لَا يَفُوْتَ حَتّٰى لَوْ لَمْ يُؤَدِّ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ وَاَدّٰى فِي الثَّانِيْ وَالثَّالِثِ يَكُوْنُ اَدَاءً اِتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ وَمَاتَ يَكُوْنُ اٰثِمًا اِتِّفَاقًا اَمَّا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رح فَظَاهِرٌ وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح فَلِاَنَّهُ فَاتَ عَنِ الْعَامِ الْاَوَّلِ وَعَدَمُ فَوْتِهٖ فِي الْعُمُرِ مَشْكُوْكٌ فَيَكُوْنُ اٰثِمًا مَوْقُوْفًا فَاِنْ اَدّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ يَرْتَفِعُ الْاِثْمُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رح لَا يَرْتَفِعُ الْاِثْمُ لِلتَّاخِيْرِ فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ اِنَّهُ اِنْ اَدَّاهُ بَعْدَ الْعَامِ الْاَوَّلِ يَأْثَمُ بِالتَّاخِيْرِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.

সহজ তরজমা

সুতরাং হজ্বের মাসআলাটি একটি স্বতন্ত্র মাসআলা। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব এজন্য যেন হজ্ব অনাদায় থেকে না যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হজ্ব পালন না করে যদি পরবর্তী কোনো বৎসর পালন করে, তাহলে তাঁর মতে কাযা হবে না; বরং আদা হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে অনাদায়ী থেকে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে পালন করাতে কোনো বাধা নেই। এমনকি যদি প্রথম বৎসর আদায় না করে থাকে বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর আদায় করে, তবে সকলের ঐকমত্যে আদায় হয়ে যাবে। প্রথম বৎসর আদায় না করে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে সে গুনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে গুনাহগার হওয়া সুস্পষ্ট। [কেননা, তাঁর মতে হজ্ব বিলম্বের অবকাশ ব্যতীত তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয।] কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট গুনাহগার এজন্য হবে যে, হজ্ব প্রথম বৎসর হতেই আদায়বিহীন রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সারা জীবনে যে ফাওত হবে না। এ কথা নিঃসন্দেহ নয়। এজন্য সাময়িকভাবে গুনাহগার হবে। আর পরে যদি আদায় করে দেয়, তাহলে হজ্ব তো আদায়.হয়ে যাবেই, বিলম্বের গুনাহও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দূরীভূত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.- এর মতে বিলম্বের গুনাহ দূরীভূত হবে না। এখন উভয় ইমামের মধ্যে মতবিরোধের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, প্রথম বৎসরের পরে যদি আদায় করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে গুনাহগার হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি ইমামগণের অভিমতসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ

এখানে কতিপয় মুতাআখখিরীনের ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে, কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের ধারণা এই যে, اَمْرٌ مُطْلَقٌ দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বের অবকাশের সাথে ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের

www.pathagar.com

মতভেদ রয়েছে বিধায় সাহেবাইনের মধ্যে– أَمْر بِالْحَجّ এর ব্যাপারেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। কাজেই ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে হজ্ব وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِيْ কিন্তু কোনো কোনো মুতাআখখিরীনের এরূপ ধারণা বৈধ নয়। কেননা, সাহেবাইনের সর্বসম্মত মতে أَمْر مُطْلَق এর وَاجِب সাথে সাথে وَاجِب হওয়ার জন্য নয়। অতএব হজ্বব্রত আদায়ের বিষয়টির নির্ভর أَمْر مُطْلَق عَلَى الْفَوْرِ হওয়ার জন্য নয়, বরং তা একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক মাসআলা, বাকি ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এ জন্য হজ্বকে وَاجِب عَلَى الْفَوْرِ বলেছেন, যেন হজ্ব জীবনে আদায় বিহীন থেকে না যায়।

قَوْلُهٗ : اِحْتِرَازٌ عَنِ الْفَوْتِ : এখানে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. হজ্ব তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন مُكَلَّف ব্যক্তি হজ্ব অনাদায় হতে বেঁচে থাকার জন্য। কারণ হজ্ব করা বিলম্বে ওয়াজিব হলে হজ্বের দায়িত্ব আরোপিত ব্যক্তি বিলম্বে হজ্ব করা যাবে। এ ভেবে হজ্বব্রত পালনে অলসতা করবে। বস্তুত পরের বছর সে বেঁচে থাকবে কিনা বা সুস্থতা ও হজ্বের শর্তাবলী তার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা এর নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং পরের বছরের অপেক্ষায় থাকা অনুচিত।

قَوْلُهٗ : يَكُوْنُ اَدَاءً اِتِّفَاقًا

قَوْلُهٗ : فَيَكُوْنُ اِثْمًا مَوْقُوْفًا

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুইটির বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهٗ : يَكُوْنُ اَدَاءً اِتِّفَاقًا

যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে সে যদি হজ্ব ফরয হওয়ার বছর আদায় না করে পরবর্তীতে হজ্ব আদায় করে, তাহলে হজ্ব পালনে দেরি করার কারণে সে ব্যক্তি ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে গুনাহগার হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে গুনাহগার হবে না। তবে উভয় ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, তার পরে আদায় করার কারণে তা কাযা হবে না বরং আদায়ই হবে। ব্যাখ্যাকারের উক্তি اتفاقا দ্বারা উভয়ের এ ঐক্যমতই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ : فَيَكُوْنُ اِثْمًا مَوْقُوْفًا : হজ্বের ফরয আরোপিত ব্যক্তি ফরয হওয়ার বছর হজ্ব আদায় না করে যদি বিলম্ব করে এবং হজ্ব আদায় ব্যতীতই মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে গুনাহগার হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে তার গুনাহগার হওয়ার প্রকাশ্য ব্যাপার। কারণ, ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে যেখানে হজ্বের ব্যাপারে বিলম্ব বৈধ নয়, সে ক্ষেত্রে ফওত বা বাদ যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে গুনাহগার এজন্য যে, হজ্ব যদিও বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু আদায় বিহীন থেকে না যাওয়া শর্ত। এখানে বিলম্বের দ্বারা আদায় বিহীন রয়ে গেছে, তাই সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

قَوْلُهٗ : فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ اَنَّهٗ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রথম বছর বলতে ঐ বছর বুঝায় যাতে হজ্ব ফরয হয়েছে। তখন যদি কেউ প্রথম বছর হজ্ব পালন না করে, বরং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বছর হজ্ব পালন করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে তা اداء হবে، قضاء

www.pathagar.com

হবে না। এজন্য যে, হজ্বের সময়ের মধ্যে অবকাশ রয়েছে। সারা জীবনে একবার হজ্ব পালন করার বিধানের ব্যাখ্যা এই যে, বিলম্বে করলে অপরাধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হজ্বব্রত বিলম্বে পালন করলেও গুনাহগার হবে না, যদি পরে হজ্বব্রত পালন করে থাকে। হ্যাঁ পরেও যদি হজ্বব্রত পালন না করে এবং হজ্ব আদায় বিহীন রয়ে যায়, তাহলে ফরয আদায় না করার দরুন সে গুনাহগার হবে। এমর্মে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর প্রমাণ এই যে, নবী করীম সা. এর উপর নবম হিজরীতে অথবা মতান্তরে ষষ্ঠ হিজরীতে হজ্ব ফরয হয়েছিল, কিন্তু তিনি বিলম্ব করে দশম হিজরীতে হজ্বব্রত আদায় করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হজ্ব বিলম্বে পালন করা জায়েয আছে, নতুবা মহানবী সা. হজ্বব্রত পালনে বিলম্ব করতেন না।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : (১) مَحْرَم : এমন ব্যক্তি যার সাথে মহিলার বিবাহ হারাম যেমন– ছেলে, ভাই, পিতা, চাচা প্রমুখ।

(২) مَسِيْرَةُ سَفَر : তিনদিন তিন রাতের পথ। আমাদের দেশীয় হিসাব মতে, ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব পথ।

(৩) اَلْمُتَأَخِّرِيْن : ইমাম আবূ হানীফা রহ, এর ফিকহ্ সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ ও তাদের সমসাময়িক অন্যান্য ফিকহবিদগণকে مُتَقَدِّمِيْن বলা হয়। তাঁরা হলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইমাম যুফার রহ. ও তাদের অন্যান্য সমসাময়িকগন, আর তাদের পরবর্তীগণকে مُتَأَخِّرِيْنَ বলা হয়।

(৪) اَلْاَمْرُ الْمُطْلَقُ : اَمَر مُطْلَق ঐ আমর বা আজ্ঞাসূচক ক্রিয়াকে বলা হয় যা কোনো সময়ের সাথে নির্ধারিত নয় এবং তাতে وُجُوْب বা عَدَم وُجُوْب বুঝায় এমন কোনো قَرِيْنَه বা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

(৫) صَاحِبَيْن : ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. কে একত্রে صَاحِبَيْن বলা হয়।

www.pathagar.com

فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعُتِقَ فَمَضٰى لَمْ يُؤَدِّ فَرْضَهُ فَلَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ إِحْرَامَهُ لِلْفَرْضِ ثُمَّ وَقَفَ جَازَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّ إِحْرَامَ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَإِحْرَامُ الْعَبْدِ لَازِمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ عَنْهُ بِالشُّرُوْعِ فِيْ غَيْرِهِ وَفَرْضُهُ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ وَاجِبُهُ وُقُوْفُ جَمْعٍ وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَطَوَافُ الصَّدْرِ لِلْآفَاقِيِّ وَالْحَلْقُ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَآدَابٌ وَأَشْهُرُهُ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَكُرِهَ إِحْرَامُهُ لَهُ قَبْلَهَا وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَهِيَ طَوَافٌ وَسَعْيٌ وَلَا وُقُوْفَ لَهَا وَجَازَتْ فِيْ كُلِّ السَّنَةِ وَكُرِهَتْ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَرْبَعَةٍ بَعْدَهَا ـ

সহজ তরজমা

আর যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় বালেগ হয়, অথবা গোলাম ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় স্বাধীন হয় এবং হজ্জের আরকান [কার্যক্রম] আদায় করে এমতাবস্থায় তার হজ্জের ফরয আদায় হবে না। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যদি ইহরাম অবস্থায় বালেগ হওয়ার পর ফরয হজ্জের জন্য পুনঃ ইহরাম বাঁধে এবং তারপর আরাফায় অবস্থান করে তবে তার ফরয হজের জন্য তা বৈধ হবে। আর গোলামের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এরূপ করায় গোলামের পক্ষ হতে ফরয হজ্ব আদায় হবে না। কেননা, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের উপর তার আযোগ্যতার কারণে ইহরাম আবশ্যক ছিল না। কিন্তু গোলামের ইহরাম আবশ্যক ছিল এবং তার বাঁধা ইহরাম আবশ্যকীয় হিসেবেই হয়েছে। সুতরাং গোলামের জন্য তা সম্ভব নয় যে, সে অন্য কাজ আরম্ভ করার মাধ্যমে পূর্বের ইহরাম হতে বের হয়ে যাবে। হজ্জের ফরয হচ্ছে- ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান করা এবং তাওয়াফে যিয়ারত করা। হজের ওয়াজিব হচ্ছে– জাম' তথা মুযদালিফায় অবস্থান করা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো, পাথর নিক্ষেপ করা, মক্কার বাইরের মানুষের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়কালীন তাওয়াফ এবং ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথা মুণ্ডানো। এ সমস্ত ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অপরাপর সমদয় কাজ সুন্নত ও মুস্তাহাব। হজ্জের মাস হল শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহজের প্রথম দশদিন। এ মাসসমূহের পূর্বে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। ওমরা হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর তা হল, তাওয়াফ এবং সায়ী অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ায় দৌড়ানো। ওমরার জন্য আরাফায় অবস্থান নেই। বছরের যে-কোনো দিন তা আদায় করা বৈধ, তবে আরাফায় অবস্থানের দিন এবং এর পরে চার দিন (উমরা করা) মাকরূহ।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَلَوْ اَحْرَمَ صَبِيٌّ فَبَلَغَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং ক্রীতদাসের হজ্বের হুকুম তথা তাদের উপর হজ্ব ফরয না হওয়ার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা, তারা হজ্ব করলে নফল হজ্ব আদায় হবে, ফরয হজ্ব আদায় হবে না। কেননা তাদের মধ্যে ফরয হওয়ার যোগ্যতা নেই, তবে হজ্ব পালন করার যোগ্যতা অবশ্যই আছে। তাই বালেগ হওয়ার বা আজাদ হওয়ার পর শর্তানুসারে হজ্ব ফরয হলে পুনরায় হজ্ব আদায় করতে হবে। নাবালেগ অথবা গোলাম যদি হজ্বের ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় বালেগ হয় বা গোলাম আজাদ হয় এবং একই ইহরামে হজ্বের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে তবে তা ফরয হজ্ব হবে না। কেননা, তারা নফল হজ্বের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, কিন্তু নাবালেগ যদি বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নফল হজ্বের ইহরাম ভঙ্গ করে ফরয হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম বাঁধে অবশ্যই তা ফরয হজ্ব হবে। কিন্তু শর্ত হল, তা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে হতে হবে। কারণ আরাফায় অবস্থান হলো হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন। কিন্তু গোলাম মুহরিম অবস্থায় আজাদ হয়ে সে ইহরাম ভঙ্গ করে ফরয হজ্বের ইহরাম বাঁধতে পারে না। কারণ সে মুকাল্লাফ, তাই তার ইহরাম আবশ্যক। এ ইহরাম ভঙ্গ করে অন্য কোনো ইহরাম তার জন্য বৈধ হবে না।

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرْ اَرْكَانَ الْحَجِّ وَ وَاجِبَهُ

প্রশ্ন : হজ্বের রোকন সমূহ এবং ওয়াজিব উল্লেখ কর।

উত্তর : হজ্বের রোকন : হজ্বের ফরয তিনটি যথা– (১) ইহরাম বাঁধা (২) আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং (৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা। প্রথমোক্ত ফরযগুলো হল শর্ত এবং অবশিষ্ট দুটি ফরয।

وَ وَاجِبُهُ وُقُوْفُ الخ : হজ্বের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা– (১) মুযদালিফায় অবস্থান করা। (২) সাফা–মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার দৌড়ানো।

(৩) মিনায় নির্দিষ্ট এক স্থানে জিলহজ্বের ১০ তারিখে সাতটি পাথর এবং ১১ ও ১২ তারিখে প্রতিদিন একুশটি করে পাথর নিক্ষেপ করা।

(৪) বহিরাগতদের জন্য অর্থাৎ মক্কার বাহির হতে আগত লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর করা।

(৫) ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথার চুল মুণ্ডাতে বা কাঁটতে হবে।

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ اَشْهُرَ الْحَجِّ

প্রশ্ন : হজ্বের মাসগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : হজ্বের মাসসমূহকে নির্ধারিত মাস বলা হয়েছে। আর মাসসমূহ হল, (১) শাওয়াল (২) জিলকাদ, (৩) জিলহাজ্বের প্রথম দশ দিন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ الخ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : (১) **اِثْمٌ مَوْقُوْفٌ** : এমন অপরাধকে বলা হয় যার অস্তিত্ব অন্য কোনো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন– এখানে কোনো ব্যক্তি যদি যে বছর তার জিম্মায় হজ্ব ফরয হয়েছে সে বছর হজ্ব না করে, তবে সে اِثْمٌ مَوْقُوْفٌ

www.pathagar.com

সম্পন্ন করল অর্থাৎ যদি পরবর্তী কোনো বছর হজ্জব্রত আদায় করে, তাহলে তার গুনাহ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যদি পরে সে হজ্ব পালন না করে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে গুনাহগার হয়ে মৃত্যুবরণ করল। তার অপরাধী হওয়া তার কোনো কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই এ অপরাধকে- اِثْم مَوْقُوْف বলা হয়।

(২) اِحْرَام : অভিধানে اِحْرَام অর্থ হারাম করা, নিষিদ্ধ করা। আর পরিভাষায় ইহরাম বলে অন্তর সহকারে তালবিয়া অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোনো দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে হজ্বের নিয়ত করা। কেননা, হজ্জব্রত পালনকারী যখন হজ্ব অথবা উমরার অথবা উভয়ের দৃঢ় নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার উপর নির্দিষ্ট কিছু মুবাহ ও হালাল বিষয় ইহরামের দরুন হারাম হয়ে যায়। এজন্য একে ইহরাম বলা হয়। আর রূপক অর্থে সে দুটি চাদরকে ইহরাম বলা হয়, যা ইহরাম অবস্থায় হাজীগণ পরিধান করে থাকেন।

(৩) عَدَمُ الْاَهْلِيَّةِ : এর দ্বারা এখানে غَيْر مُكَلَّف হওয়াকে বুঝানো হয়েছে কেননা, مُكَلَّف হওয়ার জন্য عَاقِل، بَالِغ، مُسْلِم، হওয়া অপরিহার্য আর এখানে صَبِىٌّ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় সে مُكَلَّف নয় বলে তাকে عَدَمُ الْاَهْلِيَّةِ বলা হয়েছে।

(৪) وُقُوْف عَرَفَه : আরাফাহ এমন এক স্থানের নাম যা মক্কা শরীফ হতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। আরাফায় وُقُوْف এর অর্থ হল জিলহজ্ব মাসের নবম তারিখে আরাফাহ নামক স্থানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা। আরাফায় এ অবস্থান হজ্বের সর্ববৃহৎ অঙ্গ বা রোকন।

(৫) طَوَاف زِيَارَت : এর দ্বারা ঐ তাওয়াফকে বুঝায় যা যিলহজ্ব মাসের দশ, এগারো ও বারো তারিখের কোনো এক তারিখে করা হয়।

(৬) وُقُوْف جَمْع : এখানে جَمْع শব্দের অর্থ مُزْدَلِفَه আর وُقُوْف جَمْع দ্বারা মুযদালিফায় অবস্থান করাকে বুঝানো হয়েছে। আর মুযদালিফাটি আরাফাহ এবং মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম এখানে হাজীগণ আরাফাহ হতে ফেরার পথে অবস্থান করেন। এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

(৭) صَفَا وَ مَرْوَه : এটা বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটবর্তী দুটি পাহাড়ের নাম। হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ান।

(৮) مِنٰى : মিনা তা মক্কা হতে তিন মাইল পূর্বে একটি পল্লীর নাম, যেখানে কুরবানি করা হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়। এ স্থানটি হেরেমের অন্তর্ভুক্ত।

(৯) رَمْى جِمَار : মিনার এক নির্দিষ্ট স্থানে জিলহজ্বের ১০ তারিখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। তারপর এগারো এবং বারো তারিখের প্রতিদিনে তিনটি নির্দিষ্ট স্থানে একুশটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

(১০) طَوَاف صَدَر : হজ্বের কার্যাদি হতে অবসর হওয়ার পর বাড়ির দিকে ফেরার সময় শেষবার তাওয়াফ করার নাম তাওয়াফে সদর। মক্কাবাসীর জন্য এ তাওয়াফ করার দায়িত্ব নেই। কেননা, তারা হজ্জব্রত পালন শেষ করার পর প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্ন নেই।

(১১) اٰفَاقِى : তা বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝায় যারা মক্কার বাইরের লোক, তাদের উপর তওয়াফে সদর ওয়াজিব।

(১২) عُمْرَه : ইহরাম বেঁধে তওয়াফ করা এবং সায়ী করা, তারপর হলক অথবা কসরের মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা, আরাফার দিন এবং তার পরের চার দিন ব্যতীত বছরের যে কোনো সময় উমরা করা বৈধ। উমরার জন্য হজ্বের ন্যায়। وُقُوْف مِنٰى ، وُقُوْف عَرَفَه এবং رَمْى جِمَار ইত্যাদি কিছুই নেই।

www.pathagar.com

وَمِيقَاتُ الْمَدَنِيِّ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَالْعِرَاقِيِّ ذَاتُ عِرْقٍ وَالشَّامِيِّ جُحْفَةٌ وَالنَّجْدِيِّ قَرْنٌ وَالْيَمَنِيِّ يَلَمْلَمُ وَحَرُمَ تَاخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا لِمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ لَا التَّقْدِيمُ وَحَلَّ لِأَهْلِ دَاخِلِهَا دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ اَىْ مَنْ هُوَ دَاخِلُ الْمَوَاقِيتِ لٰكِنَّهُ خَارِجُ مَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ اَىْ خَارِجُ الْحَرَمِ وَلِمَنْ سَكَنَ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ لِاَنَّ الْحَجَّ فِى عَرَفَاتٍ وَهِىَ فِى الْحِلِّ فَاِحْرَامُهُ مِنَ الْحَرَمِ وَالْعُمْرَةِ فِى الْحَرَمِ فَاِحْرَامُهُ مِنَ الْحِلِّ لِيَتَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ.

সহজ তরজমা

মদিনাবাসী তথা মদিনার দিক হতে আগমনকারী লোকদের ইহরামের মীকাত যুলহুলাইফা নামক স্থান, ইরাকবাসীদের জন্য যাতে ইরাক, শাম দেশীয়দের বর্তমান সিরিয়াবাসীদের জন্য মীকাতও জুহফা, নজদবাসীদের মীকাত করন, আর ইয়েমেনবাসীদের জন্য মীকাত ইয়ালামলাম। [তা ছাড়া সামুদ্রিক পথে যারা হজ্ব করতে যায় তাদের জন্যও মীকাত ইয়ালামলাম। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করে তার জন্য ইহরামবিহীন অবস্থায় এ স্থানসমূহ অতিক্রম করা হারাম। তবে এ স্থানে পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা হারাম নয় [বরং তা বৈধ]। মীকাতের অভ্যন্তরে অথচ মক্কার বাইরে যারা বসবাস করে তাদের জন্য ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ। তাদের ইহরামের জন্য মীকাত হল হিল। অর্থাৎ যারা মীকাতের অভ্যন্তরে অথচ মক্কা শরীফের বাইরে বাস করে তাদের মীকাত হল হিল তথা হেরেমের বাহির। আর যে ব্যক্তি মক্কার অভ্যন্তরে বসবাস করে তার হজ্বের ইহরামের মীকাত হল হেরেম এবং ওমরার ব্যাপারে হিল। এ কারণে যে, হজ্ব আরাফায় হয়ে থাকে। আর সে আরাফাহ এলাকা হিল এ অবস্থিত। সুতরাং তার হজের ইহরাম হেরেমে হতে হবে, আর উমরা হবে হেরেমের মধ্যে। সুতরাং তার উমরার ইহরাম হিল-এ হবে, যাতে তার এক প্রকার ভ্রমণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى الْمِيقَاتِ وَكَمْ مِيقَاتًا لِلْحَجِّ وَ مَاهِىَ؟

প্রশ্ন : মীকাত অর্থ কি? এবং হজ্বের মীকাত কয়টি ও কি? কি?

উত্তর : মীকাত ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয় যেখানে পৌছে মক্কায় প্রবেশ ইচ্ছুকগণ ইহরাম বাঁধে। হজ্বের মীকাত মোট পাঁচটি যা মহানবী সা. হতে সহীহ বুখারী, মুসলিম, ও সুনানের কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে। যথা–

(১) **ذُوالْحُلَيْفَةِ** : এটি মদিনাবাসীদের মীকাত এবং ঐ সকল লোকের জন্যও মীকাত, যারা মদীনার পথে মক্কা মুকাররমায় আসেন। এটি মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে প্রায় আট নয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

(২) **ذَاتُ عِرْقٍ** : এটি ইরাক এবং ইরাকের পথে আগত লোকদের মীকাত। তা মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কারো মতে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৩) **جُحْفَةٌ** : এটি সিরিয়ার দিক থেকে আগমনকারী লোকদের মীকাত। মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় একশত আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

www.pathagar.com

(৪) قَرْن : মক্কা মুকাররমা থেকে পূর্ব দিকে পথের উপর এক পর্বতময় স্থান, যা মক্কা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তা নজদবাসীদের মীকাত এবং ঐসব লোকের মীকাত যারা এ পথে আসেন।

(৫) يَلَمْلَم : মক্কা থেকে দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ইয়ামেন থেকে এসেছে এমন পথের উপর একটি পাহাড়ি স্থান, যা মক্কা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত।

এটি ইয়ামেন এবং এ পথে আগমনকারী লোকদের মীকাত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকের মীকাত এটাই।

قَوْلُهُ : حَرُمَ تَاخِيْرُ الْاِحْرَامِ عَنْهَا

قَوْلُهُ : وَحَلَّ لِاَهْلِ دَاخِلِهَا الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলা দুইটির বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : حَرُمَ تَاخِيْرُ الْاِحْرَامِ عَنْهَا :

মক্কার বাইরের অধিবাসীগণের ইহরামের জন্য মীকাতই শেষ সীমানা। এর আগে মক্কার বাইরের অধিবাসীগণের ইহরামবিহীন অবস্থায় অগ্রসর হওয়া হারাম। অবশ্য যদি কেউ মীকাত পর্যন্ত পৌছার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে অসুবিধার কিছুই নেই, বরং তা উত্তম।

قَوْلُهُ : وَحَلَّ لِاَهْلِ دَاخِلِهَا الخ : মীকাতের ভিতরে অথচ মক্কার বাইরের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে। তাদের ইহরামের স্থান হল হিল্ল ও হেরেম বহির্ভূক্ত এলাকা। মক্কাবাসীদের উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হিল পর্যন্ত পৌছতে হবে। তবে হজ্বের জন্য তারা হেরেমের সীমানায় ইহরাম বাঁধতে পারবে। এর কারণ এই যে, হজ্ব আরাফায় হয় এবং আরাফাহ হিল-এ অবস্থিত, যেখানে ইহরাম না বেঁধে থাকা যায়। তাই মক্কাবাসীগণ ওমরার জন্য হিল এ গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। কেননা, উমরা হেরেমেই হয়। আর উমরা হল তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো। রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রাযি. এবং অপরাপর সাহাবীগণকে এরকম শিক্ষা দান করেছেন।

قَوْلُهُ : وَلِمَنْ سَكَنَ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধে তাহলে সে মক্কাতেই ইহরাম বাঁধবে। আর তাদের মক্কাতে ইহরাম বাধার কারণ এই যে, হজ্ব আরাফায় হয়। কেননা আরাফায় অবস্থান হজ্বের বৃহৎ রোকন, আর আরাফাহ হিলে অবস্থিত। এজন্য হেরেমে ইহরাম বাঁধার মধ্যে এক প্রকারের সফর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মক্কাবাসী যদি উমরার ইহরাম বাঁধে, তাহলে হিলে গিয়ে বাঁধবে। কেননা, তাতে হিলে পর্যন্ত যাওয়া দ্বারা একটি সফর প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা, উমরা হেরেমেই হয় যেহেতু উমরা বলতে বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ এবং সাফা–মারওয়ার মধ্যে সায়ীকে বুঝায়, আর এসব কাজের স্থান হল হেরেম। কেননা মহানবী সা. উমমুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবীদেরকে উমরা করার এ নিয়মই শিক্ষা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

اَلسُّوَالُ : مَا حُكْمُ مُرُوْرِ الْمِيْقَاتِ بِغَيْرِ الْاِحْرَامِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ؟

প্রশ্ন : মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার সময় ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম কি?

উত্তর : পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার সময় ইহরাম বাঁধা ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১। **ইমাম শাফিঈ রহ. এর অভিমত :** ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে যে ব্যক্তি হজ্ব এবং উমরা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করবে তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা বৈধ হবে না। আর যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরা আদায় ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ হবে।

ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলীল :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (بخاري)

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, উল্লিখিত মীকাত ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসী এবং তাদেরকেব্যতীত যারা ঐ সকল পথে হজ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন তদের জন্য। (বুখারী)

২। **হানাফী, হাম্বলী ও মালিকীদের অভিমত :**

ইমাম আবূ হানীফা রহ. সাহেবাইন রহ. ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে কোনো অবস্থাতেই اِحْرَام ব্যতীত مِيْقَات অতিক্রম করা জায়েয হবে না। চাই সে হজ্ব ও উমরা আদায় করার নিয়ত করুক বা না করুক। মক্কাভূমির সম্মানার্থে মীকাত অতিক্রম করার সময় অবশ্যই ইহরাম বাঁধতে হবে।

তাদের দলীল হল :

(١) رَوٰى ابْنُ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجَاوِزُ الْمِيْقَاتَ اِلَّا بِاِحْرَامٍ

অর্থাৎ "হযরত ইবনে শায়বাহ তার কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন তোমরা ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে না।

(٢) رُوِىَ عَنِ ابْنِ الشَّعْثَاءِ اَنَّهٗ رَاٰى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

অর্থাৎ " হযরত আবূ শাছা রহ. হতে বর্ণিত তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রমকারীকে ফিরিয়ে দিতে দেখেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) (ইমাম শাফিঈ রহ. এর দলীলের উত্তর)

مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ এটা রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা নয় বরং সাহাবীর বর্ধিত অংশ। অতএব তা مَوْقُوْف যা مَرْفُوْع এর মুকাবেলায় حُجَّة হতে পারে না।

www.pathagar.com

وَمَنْ شَاءَ اِحْرَامَهُ تَوَضَّأَ وَغُسْلُهُ اَحَبُّ وَلَبِسَ اِزَارًا وَرِدَاءً طَاهِرَيْنِ وَتَطَيَّبَ وَصَلّٰى شُفْعًا وَقَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ثُمَّ لَبّٰى يَنْوِىْ بِهَا الْحَجَّ وَهِىَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا وَاِنْ زَادَ جَازَ وَاِذَا لَبّٰى نَاوِيًا فَقَدْ اَحْرَمَ فَيَتَّقِى الرَّفَثَ وَالْفُسُوْقَ وَالْجِدَالَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ اَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ اَوْ ذِكْرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ ـ

فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اَنْشَدَ قَوْلَهُ شِعْرٌ وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسًا + اِنْ يَّصْدُقَ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسًا ـ قِيْلَ لَهُ اَتَرْفُثُ وَاَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ اِنَّمَا الرَّفَثُ مَا خُوْطِبَ بِهِ النِّسَاءُ وَالضَّمِيْرُ فِىْ هُنَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِبِلِ وَالْهَمِيْسُ صَوْتُ نَعْلِ اَخْفَافِهَا وَاللَّمِيْسُ اِسْمُ جَارِيَةٍ وَالْمَعْنٰى نَفْعَلُ بِهَا مَا نُرِيْدُ اِنْ يَصْدُقِ الْفَالُ وَالْفُسُوْقُ هِىَ الْمَعَاصِىْ وَالْجِدَالُ اَنْ يُّجَادِلَ رَفِيْقَهُ وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَاخِيْرِهِ ـ

সহজ তরজমা

ইহরাম বাঁধার নিয়ম হল, যে ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে সে [প্রথমে] ওযু করবে, (তার জন্য) গোসল করা উত্তম এবং পবিত্র সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সুগন্ধি লাগাবে এবং দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। সে ব্যক্তি যদি শুধু হজ্ব করার ইচ্ছা রাখে, তবে এ দোয়া পাঠ করবে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ "হে আল্লাহ! আমি হজ্ব করার সঙ্কল্প করছি। অতএব তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার তরফ থেকে তা কবুল করুন।" অতঃপর হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া এই- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ তালবিয়া এর চেয়ে হ্রাস করবে না, তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করা হয় তা বৈধ হবে। নিয়ত সহকারে তালবিয়া পাঠের পর সে মুহরিম হয়ে গেল। সুতরাং এখন স্ত্রীসহবাস, পাপাচার, কামাচার, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বা মারামারি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবে। আর রফাছ হল সহবাস অথবা অশ্লীল কথাবার্তা কিংবা মহিলাদের উপস্থিতিতে সহবাসের কথাবার্তা বলাবলি করা।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি আবৃত্তি বরলেন- وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا الخ "উট আমাদেরকে নিয়ে সহজে দ্রুতগতিতে চলল [যার ফলে আমরা তাড়াতাড়ি শান্তি ও নিরাপদে নিজ বাড়ি পর্যন্ত পৌছার আশা পোষণ করি] যদি এ ফাল সঠিক হয়, তা হলে আমরা লামিসের সাথে সহবাস করব।" এ কথার উপর কেউ তাঁকে বলল, আপনি ইহরাম অবস্থায় রফাছ তথা অশ্লীল কথা বলছেন? এর উত্তরে তিনি বললেন, রফাছ তো নারীদের সম্বোধন করে অশ্লীল কথা বলা। আলোচ্য কবিতায় هُنَّ যমীর اِبِل- এর দিকে ধাবিত হয়েছে। আর هَمِيْس অর্থ- উটের পায়ের নালের [জুতার] আওয়াজ। لَمِيْس [হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর] দাসীর নাম। পূর্ণ কবিতার অর্থ হল, যদি ফাল বা অনুমান সঠিক হয়,

www.pathagar.com

তাহলে আমরা লামীস দাসীর সাথে তা-ই করব যা আমরা করার ইচ্ছা করি। আর فُسُوق অর্থ- পাপের কাজ করা। جِدَال অর্থ- সাথিদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা। কেউ কেউ বলেন, হজ্বের সময় আগে কিংবা পরে নির্ধারণ করার ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করাই জিদাল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَمَنْ شَاءَ اِحْرَامَهُ تَوَضَّأَ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হল–

(১) যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বাঁধতে চায় তাকে প্রথমত অযু করে নিতে হবে। তবে তার জন্য গোসল করে নেওয়া উত্তম। আর এ গোসল পারিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার জন্য। কেননা, পবিত্রতা তো অযু দ্বারা অর্জিত হয়েছে। হ্যাঁ, যদি কারো উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে তা আলাদা ব্যাপার।

(২) তারপর সে লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করবে, যা নতুন বা ধৌত করা এবং পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আর যদি কেউ উল্লিখিত দুটির স্থলে একটির উপর নির্ভর করে অথবা দুটির বেশী পরিধান করে, তাও জায়েয। তবে সর্বাবস্থায় কাপড় সেলাইবিহীন হতে হবে।

(৩) অত:পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেছেন।

(৫) অতঃপর যদি শুধু হজ্বের ইচ্ছা করে তাহলে এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো দোয়া পাঠ করবে।

(৬) অতঃপর হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পাঠ করবে। لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ

اَلسُّوَالُ : كَمْ قِسْمًا لِلْمُحْرِمِ وَمَنْ اَفْضَلُ مِنْهُمْ؟

প্রশ্ন : মুহরিম কত প্রকার এবং কি কি? এবং তাদের মধ্যে উত্তম কে?

উত্তর : মুহরিম চার প্রকার (১) শুধু উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী। (২) শুধু হজ্বে ইফরাদ আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধান করা। (৩) হজ্বে কেরান অর্থাৎ উমরা ও হজ্ব একত্রে পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী। (৪) হজ্বে তামাত্তু তথা প্রথমে উমরা ও পরবর্তীতে হজ্বের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারী।

উত্তম ইহরাম পরিধানকারী কে?

আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, যেহেতু হজ্বে কিরান উত্তম, তাই হজ্বে কিরানের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধানকারীই সবচেয়ে উত্তম। আর ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে হজ্বে ইফরাদ উত্তম, তাই তার মতে হজ্বে ইফরাদের জন্য ইহরাম পরিধানকারী সবচেয়ে উত্তম। আর ইমাম আহমদ রহ. এর মতে হজ্বে তামাত্তু উত্তম বিধায় তামাত্তু এর জন্য ইহরাম পরিধানকারী সবচেয়ে উত্তম।

قَوْلُهُ : فَيَتَّقِى الرَّفَثَ الخ

اَلسُّوَالُ : اُذْكُرِ الْاَفْعَالَ الْمَمْنُوْعَةَ فِىْ حَالَةِ الْاِحْرَامِ

প্রশ্ন : ইহরাম অবস্থায় কি কি কার্যাবলি নিষিদ্ধ তা উল্লেখ কর।

www.pathagar.com

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ–

(১) যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া বা যৌন সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা করা। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথেও এ ধরনের কথা বার্তায় আনন্দ উপভোগ করা নিষিদ্ধ।

(২) লড়াই, ঝগড়া, গালমন্দ করা ও কর্কশ ভাষায় কথা বলা, যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ الخ

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি তার হজ্বের নিয়ত করেছে. সে رَفَثْ– (সহবাস) فُسُوق (পাপকর্ম) ও جِدَال (ঝগড়া বিবাদ) থেকে বিরত থাকবে।

(৩) আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ করা।

(৪) বন্য পশু শিকার করা এবং শিকারের কাজে সহযোগিতা করা।

(৫) সেলাইকৃত জামা পরিধান করা।

(৬) রঙ্গিন ও সুগন্ধিযুক্ত রঙ্গে রঞ্জিত জামা পরিধান করা। মেয়েরা রেশমি ও রঙ্গিন জামা পরিধান করতে পারে।

(৭) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকা, মেয়েরা মাথার চুল ঢেকে রাখবে।

(৮) মাথা ও দাঁড়ি সাবান প্রভৃতি দিয়ে ধৌত করা।

(৯) শরীরের কোনো স্থানের চুল কামানো বা উঠানো।

(১০) নখ কাটা বা পাথর প্রভৃতিতে ঘষে সাফ করা।

(১১) সুগন্ধি ব্যবহার করা।

(১২) তৈল ব্যবহার করা।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্মোক্ত পরিভাষাগুলির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : (১) تَلْبِيَة : তাহলো– لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ الخ

(২) اِزَار : ঐ জামাকে বলা হয় যা নাভি হতে নিম্নদেহে পরিধান করা হয়।

(৩) رِدَاء : ঐ কাপড়কে বলা হয় যা দেহের উপরিভাগে জড়ানো হয়।

(৪) اَلْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ : ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, মীকাত হতে কেবল হজ্বের ইহরাম বাঁধে, উমরার নয়।

قَوْلُهٗ : فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اَنْشَدَ قَوْلَهٗ شِعْرًا وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسًا اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيْسًا.

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ الشَّرْحِ ثُمَّ اُكْتُبْ مَعْنَى الشِّعْرِ

প্রশ্ন : ইবারতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পূর্বক কবিতাটির অর্থ লিখ।

উত্তর : আলোচ্য কবিতার বিশ্লেষণ হচ্ছে, উট আমাদেরকে নিয়ে সহজে এবং দ্রুত গতিতে চলে, যাতে আমরা নিরাপদে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছার আশা রাখি। উটের গতির প্রতি আমার ধারণা যদি বাস্তবে রূপ লাভ করে তথা ফাল সঠিক হয় তাহলে আমরা লামীসের সথে সহবাস করব। উটের চলার সময় তার পায়ের আওয়াজকে লামীস বলে, যখন উট সহজ তথা মধ্যম গতিতে চলে। এখানে اِنْ يَصْدُقْ এর اِنْ অব্যয়টি – شَرْطِيَة আর يَصْدُقْ পদটি শর্ত। يَصْدُقْ পদের ফায়েল তথা কর্তা হল طَيْر যার অর্থ ফাল। এর হল جَزَا. نَنِكْ উল্লেখ্য যে نَنِكْ টি مضارع متكلم এর সীগাহ। বলা হয়– نَاكَ الْمَرْاَةَ অর্থাৎ যে মহিলার সাথে সহবাস করে সুখ উপভোগ করেছে।

কবিতার সারমর্ম ও অর্থ হচ্ছে : উট আমাদের নরম গতির সাথে নিয়ে চলছে যাতে আমরা উটের এ গতিকে সুলক্ষণ এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছার মাধ্যম ধারণা করছি।

لَمِيْس : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর দাসীর নাম।

قَوْلُهٗ : اِنَّمَا الرَّفَثُ مَا خُوْطِبَ

رَفَث শব্দের বিশ্লেষণ : মহিলাদের সম্মুখে যদি সহবাস সম্পর্কীয় কথাবার্তা বলা হয়, তাহলে তা رَفَث হবে। আর যদি মহিলাদের অনুপস্থিতে সহবাস সম্পর্কীয় কথাবার্তা বলা হয়, তা رَفَث বা অশ্লীলতা হবে না। কেননা, মহিলাদের অনুপস্থিতে এরূপ আলোচনা করা সহবাসের আহবায়ক হবে না। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. মহিলা তথা তাঁর দাসী লামীসার অনুপস্থিতিতে সহবাস সম্পর্কীয় কবিতা পড়ায় তা رَفَث বা অশ্লীলতা হয়নি।

قَوْلُهٗ : وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ تَقْدِيْمِ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে جدال এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুশরিকগণ হজ্বকে জিলহজ মাসের পূর্বে অথবা পরে নিয়ে যেত। এর কারণ হচ্ছে, নিষিদ্ধ মাস চারটি, (১) রজব (২) জিলক্বাদ (৩) জিলহজ (৪) মহররম। এসব মাসে যুদ্ধ করা হারাম এবং মুশরিকগণ এসব মাসের সম্মান করত এবং এতে যুদ্ধবিগ্রহ হতে বিরত থাকত আর এ মাসগুলো পরস্পর কয়েক মাস হওয়ার করণে যে, তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা–ফাসাদ হতে বিরত থাকতে হত, তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠল। এতে এক বছর তারা মহররমকে সফর সাব্যস্ত করত এবং বলত যে, এ বছরে জিলহজ মাসের পরে সফর চলে এসেছে, আর মহররম মাসকে পরে নিয়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করে এরশাদ করেন-

اِنَّمَا النَّسِيْئُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ الآيَه

অবশেষে দশম হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ সা. এর হজ্জাতুল বিদা এর যুগে মুশরিকদের তথা কথিত হিসাব চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاَلْفَاظَ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও।

১। اَخْفَاف– এটা خُفٌّ এর বহুবচন। অর্থ মোজা এখানে উটের পায়ে যে জুতা পরানো হয় তা বুঝানো হয়েছে।

২। اَلْفَال– এর অর্থ লক্ষণ। এখানে কোথাও বা কোনো কাজে যাত্রাকালে কোনো অবস্থার উপর পরবর্তী সফলতা ও নিষ্ফলতার অনুমানকে 'ফাল' বলা হয়।

৩। هَمِيْس– উট হাটার সময় পায়ের পদধ্বনিকে হামীস বলা হয়, যদি উট মধ্যম গতিতে চলে।

www.pathagar.com

وَقَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ لَا الْبَحْرِ وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَالتَّطَيُّبُ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَسَتْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَغَسْلُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِالْخِطْمِيِّ وَقَصُّهَا وَحَلْقُ رَأْسِهِ وَشَعْرِ بَدَنِهِ وَلُبْسُ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَخُفَّيْنِ وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَالَهُ طِيبٌ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ طِيبِهِ لَا الْإِسْتِحْمَامُ وَالْإِسْتِظْلَالُ بِبَيْتٍ وَمَحْمِلٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِي وَعَلَى الْعَكْسِ الْهَوْدَجُ الْكَبِيرُ وَشَدُّ هِمْيَانٍ فِي وَسَطِهِ يَعْنِي الْهِمْيَانَ مَعَ أَنَّهُ مَخِيطٌ لَابَأْسَ بِشَدِّهِ عَلَى حِقْوِهِ وَأَكْثَرَ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا أَوْ أَسْحَرَ -

সহজ তরজমা

স্থলজ প্রাণী শিকার করা হতে বিরত থাকবে। অবশ্য জলজ প্রাণী শিকার করতে পারবে। আরও বিরত থাকবে শিকার কোন দিক গিয়েছে, কোন দিকে পাওয়া যাবে, তার পথ শিকারিকে দেখিয়ে দেওয়া হতে। [ইহরামের অবস্থায়] সুগন্ধি লাগানো, নখ কাটা, চেহারা এবং মাথা ঢেকে রাখা, চুল দাড়ি খিতমী [এক জাতীয় সুগন্ধি ঘাস যা সাবানের কাজ দেয়] দিয়ে ধৌত করা, দাড়ি কাটা, দেহের এবং মাথার চুল কাটা বা মুড়ানো, জামা-পায়জামা, কালো পাগড়ি টুপি এবং মোজা পরিধান করা। সুগন্ধিযুক্ত জিনিস দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করা, এসব হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অবশ্য ধৌত করার পর যদি সুগন্ধি চলে যায়, তখন সে কাপড় পরিধান করা জায়েয আছে। গোসলখানায় প্রবেশ, ঘর অথবা উটের হাওদার ছায়ায় আশ্রয় নিতে বাঁধা নেই। আর محمل শব্দের প্রথম মীমে যবর এবং দ্বিতীয় মীমে যের হবে। আর এর বিপরীত [অর্থাৎ প্রথম মীমে যের এবং দ্বিতীয় মীমে যবর] অর্থ- বড় হাওদা [যা মানুষ উটের পিঠে বসার জন্য তৈরি করে] কোমরে [টাকার] থলে বেঁধে রাখতেও বাঁধা নেই, যদিও তা সেলাইযুক্ত হয়। যখন নামায আদায় করবে কিংবা কোন উচ্চস্থানে চড়বে বা নিম্নে অবতরণ করবে অথবা কোনো কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করবে বা সকালে জাগ্রত হবে, তখন অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : قَتْلُ الصَّيْدِ الْبَرِّ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে স্থলভাগের প্রাণী শিকারের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইহরামের অবস্থায় স্থলজপ্রাণী যেমন- হরিণ, বন্য গরু, পাখি ইত্যাদি শিকার করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ- لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ এখানে ইহরামের অবস্থার কথা বলা হয়েছে । তবে ইহরাম অবস্থায় জলজ প্রাণী যেমন- মাছ শিকার করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَالْإِشَارَةُ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা নিষেধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় শিকারের দিকে ইঙ্গিত করাও জায়েয নেই। ইঙ্গিত এরূপ হতে পারে যে, এমন এক ব্যক্তি যে নিজে মুহরিম নয় এবং শিকার অনুসন্ধান করছে সে শিকার দেখেনি, তবে মুহরিম ব্যক্তি তা দেখিয়ে বলে যে, ঐ যে, শিকার। শিকার উপস্থিত নেই, মুহরিম ব্যক্তি শিকারের পদচিহ্ন দেখাবে, না পদচিহ্ন দেখানো হল শিকারের প্রতি দিক নির্দেশ করা। হযরত আবূ কাতাদা রাযি. হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি ১টি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সঙ্গী -সাথিগণ মুহরিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা কি শিকারের দিকে ইশারা করেছিলে? তোমরা কি এই শিকারে শিকারির কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলে? তারা সকলেই উত্তর দিলেন, জীনা, আমরা কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতা করিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তা হতে ভক্ষণ করতে পার। তাই প্রতীয়মান হয়যে, মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি শিকার করলে মুহরিম ব্যক্তি তা খেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে মুহরিম সেই শিকারে শিকারির কোনো রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : (১) مَحْمِل – উটের পিঠে বসার পর গদি বা কাঠের ঝুল কিংবা হাওদা।

(২) اَلْخِطْمِى : এক জাতীয় সুগন্ধি ঘাস, যা কাপড় পরিষ্কার করার ব্যাপারে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(৩) قُمْبَان : সেলাই করা থলে। বর্তমানে যে দোয়াল পরিধান করা যাতে টাকা রাখা হয়।

www.pathagar.com

وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَحِينَ رَأَى الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَالصَّلٰوةِ وَاسْتَلَمَهُ اَىْ تَنَاوَلَهُ بِالْيَدِ اَوْ بِالْقُبْلَةِ اَوْ مَسَحَهُ بِالْكَفِّ مِنَ السَّلِمَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهِىَ الْحَجَرُ اِنْ قَدَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ اَىْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُؤْذِىَ مُسْلِمًا وَيُزَاحِمَهُ **وَاِلَّا يَمَسُّ شَيْئًا فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ وَاِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اِسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَسُنَّ لِلْاٰفَاقِىْ وَاَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيَبْتَدِئُ مِمَّا يَلِى الْبَابَ۔**

সহজ তরজমা

আর যখন [হজ্বব্রত পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি] মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন মসজিদে হারাম হতে আরম্ভ করবে। অর্থাৎ প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। আর যখন কা'বা ঘর দেখবে তখন তাকবীর ও তাহলীল তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ বলবে। অতঃপর হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে নিয়ে তাকবীর ও তাহলীল বলবে এবং নামাযের মতো দুই হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম তথা সম্মান প্রদর্শন করবে তথা হাতে স্পর্শ করবে অথবা চুম্বন করবে অথবা হাত দ্বারা মাসেহ করবে। اِسْتَلَمَ এর س টি -এ যবরবিশিষ্ট। ل -এ যেরবিশিষ্ট سَلِمَةٌ শব্দ হতে নির্গত, অর্থ-পাথর। আর এ হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম তথা সম্মান প্রদর্শন তখন করবে যখন কাউকে তথা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া ও বেশি ভিড় করা ব্যতীত করতে সক্ষম হবে। নতুবা কোন কিছুকে হাতে নিয়ে তা দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করবে। আর যদি এতদুভয় [হাতে স্পর্শ বা লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা] অসম্ভব হয়, তাহলে কেবল তাকে (হাজরে আসওয়াদকে] সামনে করে তাকবীর ও তাহলীল বলবে, আল্লাহর প্রশংসা করবে, রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং তাওয়াফে কুদূম করবে। এ তাওয়াফে কুদূম বহিরাগতদের জন্য সুন্নত। তাওয়াফ নিজের ডান দিক কাবা ঘরের দরজা হতে শুরু করবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে সামনে করলে কাবা ঘরের দরজা তার ডান দিকে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَالصَّلٰوةِ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ الخ : এখানে কোন কোন জায়গায় হস্ত উত্তোলন করবে তার কথা বলা হয়েছে। হাজরে আসওয়াদের তাকবীর ও তাহলীল সহকারে হুবহু যে ভাবে উভয় হাত কান পর্যন্ত (মতান্তরে কাঁধ পর্যন্ত) উঠাবে, যে ভাবে নামাযের তাকবীরে তাহরীমার জন্য উঠাতে হয়। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন সাত স্থানে হাত উঠাতে হয়। যথা–

১। নামায শুরু করার সময়।

২। বিতর নামাযে দোয়া কুনুতের তাকবীরের সময়।

৩। দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার সময়।

www.pathagar.com

৪। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়।

৫। সাফা ও মারওয়ায়।

৬। আরাফাহ ও মুযদালিফায়।

৭। মিনায় এবং উভয় জামরায় (কঙ্কর নিক্ষেপ করার স্থান) ইমাম আবূ জাফর তাহাবী রহ. শরহে মা'আনিল আছার গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ১। اَلْحَجَر : ঐ পাথরকে বলে, যা কাবা শরীফের মুলতাযামের নিকটবর্তী কোণের খুঁটির মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। যার প্রতি اِسْتِلَام অপরিহার্য। এ পাথরটি বেহেশত হতে সংগৃহীত।

২। اِسْتِلَام : অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা। অপরাপর লোকের ভিড়ের কারণে স্পর্শ বা চুম্বন করতে অক্ষম হলে অন্তত তার প্রতি হাত উঠিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করাও اِسْتِلَام এর অন্তর্ভুক্ত।

৩। اَلْاٰفَاقِى : মক্কা শরীফের বাইর হতে যারা মক্কায় আসেন, তাদেরকে اٰفَاقِى বলা হয়।

৪। اَلْمُلْتَزَم : কাবা গৃহের কোণে সংরক্ষিত হজরে আসওয়াদ ও কাবা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে- اَلْمُلْتَزَم বলা হয়।

اَلضَّمِيْرُ فِىْ يَمِيْنِهٖ يَرْجِعُ اِلَى الطَّائِفِ فَالطَّائِفُ الْمُسْتَقْبِلُ لِلْحَجَرِ يَكُوْنُ يَمِيْنُهٗ اِلٰى جَانِبِ الْبَابِ فَيَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ ذَاهِبًا اِلٰى هٰذَا الْجَانِبِ وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ اَىْ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ اِلَى الْبَابِ **جَاعِلًا رِدَائَهٗ تَحْتَ اِبْطِهِ الْيُمْنٰى مُلْقِيًا طَرْفَهٗ عَلٰى كَتِفِهِ الْيُسْرٰى** وَفِى الْمُخْتَصَرِ قُلْتُ مُضْطَبِعًا وَمَعْنَى الْاِضْطِبَاعِ هٰذَا **وَرَاءَ الْحَطِيْمِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ** اَلْحَطِيْمُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَطْمِ وَهُوَ الْكَسْرُ وَهُوَ مَوْضِعٌ فِيْهِ الْمِيْزَابُ سُمِّىَ بِهٰذَا لِاَنَّهٗ حُطِمَ مِنَ الْبَيْتِ اَىْ كُسِرَ۔

رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَذَرَتْ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَكَّةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهَا وَاَدْخَلَهَا الْحَطِيْمَ وَقَالَ صَلِّىْ هٰهُنَا فَاِنَّ الْحَطِيْمَ مِنَ الْبَيْتِ اِلَّا اَنَّ قَوْمَكِ قَدْ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ فَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ۔

সহজ তরজমা

يَمِيْنُهٗ এর ضَمِيْر তাওয়াফকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং তাওয়াফকারী হাজরে আসওয়াদকে সামনে করলে বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা তার ডান পার্শ্বে থাকবে। অতএব হাজরে আসওয়াদ হতে দরজার দিকে যাবে, তা হলো মুলতাযাম অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ এবং দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। আর, তওয়াফ এ অবস্থায় করবে যে, **সে তার চাদরকে ডান বগলের নীচে নিয়ে তার মাথাকে বাম কাঁধের উপর রাখবে।** শারেহ রহ. বলেন, আমি এটাকে মুখতাসারে বিকায়ার মধ্যে مُضْطَبِعًا বলেছি। আর اَلْاِضْطِبَاع অর্থ তা-ই। **হাতীমের বাহির হতে সাতবার তওয়াফ করবে।** حَطِيْم শব্দ حَطْم হতে নির্গত। এর অর্থ- চূর্ণবিচূর্ণ করা, কেটে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা। হাতীম ঐ স্থান যার মধ্যে মীযাব আছে। ঐ স্থানের নাম হাতীম এজন্য রাখা হয়েছে যে, তা বায়তুল্লাহ শরীফের অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাকে পৃথক রাখা হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি মান্নত করেছিলেন যে, আল্লাহ যদি রাসূলুল্লাহ এর হাতে মক্কা বিজয় দান করেন, তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রাযি. এর হাত ধরে হাতীমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন, [তোমার মান্নতের] নামায এখানে আদায় কর। কেননা, হাতীম বাইতুল্লাহরই অংশবিশেষ। আসল কথা হচ্ছে -[এর নির্মাণের সময়] তোমার জাতির টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই এ অংশটুকুকে তারা বায়তুল্লাহর বাহিরে রেখেছিল।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَلْحَطِيْمُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَطْمِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর?

উত্তর : এখানে সম্মানিত ব্যাখ্যাকার, 'হাতীম" এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন- اَلْحَطِيْمُ শব্দটি- اَلْحَطْم মাসদার থেকে নির্গত। আর حَطْم এর অর্থ হচ্ছে, ভেঙ্গে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই, اَلْحَطِيْم শব্দটি এখানে مَوْضُوْع مَحْطُوْم তথা ভাঙ্গা অঞ্চল হিসেবে গণ্য। ব্যাখ্যাকারের মতে,এটা এমন স্থান যাতে বৃষ্টি হলে কাবার ছাদ থেকে পানি পড়ে। বলা বাহুল্য, হযরত ইবরাহীম আ. কাবা ঘরকে যে ভিত্তির উপর নির্মাণ করে ছিলেন মক্কার কুরাইশগণ তা ৫৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে পুনরায় সংস্কারের লক্ষ্যে ভেঙ্গে ফেলে, কিন্তু অর্থাভাবে তারা কাবা ঘরকে পূর্ব ভিত্তির উপর নির্মণ করতে না পেরে ছোট করে নির্মাণ করে। ফলে কাবা ঘরের কিছু অংশ দেয়ালের বাহিরে থেকে যায়। এ অংশটিকেও কাবার অংশ বলে তা চারদিক থেকে চিহ্নিত করে রাখা হয়। এ চিহ্নিত অংশের নাম হাতীম। যেহেতু কাবার দেয়াল ভেঙ্গে তা করা হয়েছে, তাই এটাকে اَلْحَطِيْم বলা হয়। অবশ্য শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সা. কাবা ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় ইবরাহিমী ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করার ইচ্ছে পোষণ করলেও তার পক্ষে এ কাজ করা হয়ে উঠেনি।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ؟

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর : ১। اِضْطِبَاع : ইহরামের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে কাঁধে রাখার নাম ইযতিবা।

২। حَطِيْم : বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর পার্শ্বে বায়তুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ জমি বেষ্টিত, তাকে হাতীম বলা হয়। এ হাতীম কাবা শরীফের অংশ, যা হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির অভ্যন্তরে ছিল। পরে এ অংশকে কা'বা হতে পৃথক করা হয়েছে।

৩। شَوْط : হজরে আসওয়াদ হতে তওয়াফ আরম্ভ করে কাবা শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত পুনরায় হাজরে আসওয়াদে পৌছার নাম شَوْط এরূপ সাত চক্কর দেওয়াকে سَبْعَةَ اَشْوَاط বলা হয়।

৪। اَلْمِيْزَاب : বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদ হতে পানি অবতরণের স্থানের নাম মীযাব।

قَوْلُهُ : رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَذَرَتْ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ حَقَّ الشَّرْحِ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا نَذَرَتْ الخ : এখানে বায়তুল্লাহ শরীফের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সমার্থক শব্দে বর্ণিত আছে যে, খতীবে মক্কা ও মক্কার মসজিদের পেশ ইমাম আব্দুল করীম ইবনে মুজীবুদ্দীন রহ. তার নিজের রচিত- اِعْلَامُ الْاَعْلَامِ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ কিতাবে লিখেছেন যে, সর্ব প্রথম ফেরেশতাগন আল্লাহর আদেশে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন। এ বায়তুল্লাহ সপ্তম আসমানে অবস্থিত বায়তুল মামূরের সোজা নীচে নির্মিত হয়। আদিকাল হতে ফেরেশতাগন বায়তুল মামূরের তওয়াফ করতেন। যুগ যুগান্তরে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে গেল তারপর হযরত আদম আ. তা পুনরায় নির্মাণ করেন। এর পূর্বে ও পশ্চিমে

www.pathagar.com

দুটি দরজা রেখে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে ঘর ও ভেঙ্গে যায় এবং বিভিন্ন লোক এর পুন:নির্মাণ ও মেরামত করে। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে এক দুর্ঘটনায় এর একাংশ জ্বলে যায়। তখন মক্কাবাসীরা তা পুন:নির্মাণের মনোভাব স্থির করল যে, এ কাজে হালাল টাকা খরচ করা হবে। অত:পর নির্মাণ কাজ শুরু হল এবং পূর্বের দরজা দুটির পরিবর্তে ১টি দরজা রাখা হল। এক দরজা রাখার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তারা যাকে এ ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবেন শুধু সেই প্রবেশ করতে পারবে। এ ব্যবস্থার জন্য এক দরজা সহায়ক। অত:পর ঘর নির্মাণের কাজে জমাকৃত টাকা প্রায় শেষ হয়ে, যাওয়ায় পুরাতন ঘরের যে মাপের উপর তার ঘর করার পরিকল্পনা করেছিল তা পরিবর্তন করতে হল, ফলে ছয় গজের মতো জায়গা পুরাতন কাবা হতে বাদ রেখে ঘর নির্মাণ করল। এ ছয় গজ জায়গাকেই হাতীমে কাবা বলে, যা পৃথক থাকার একমাত্র কারণ এটাই। আর তাই রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রাযি. কে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, যদি কুরাইশদের ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি কাবা ঘরকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভিত্তি মোতাবেক নির্মাণ করতাম এবং রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে بِنَاءِ اِبْرَاهِيْمِى মোতাবেক এ ঘর নির্মাণ করব। কিন্তু তিনি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ফিতনা ফ্যাসাদ দমনের ব্যস্ততার দরুন কা'বা ঘরের পূর্ববতী আকার রক্ষার দায়িত্ব পালিত হয়নি। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর যুগে তিনি তার খালা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাযি. এর নিকট রাসূলুল্লাহ সা. এর কা'বা ঘর সম্পর্কীয় হাদীস শুনে কা'বা ঘর পুন:নির্মাণের আকাঙ্খা করলেন। তাই তিনি কা'বা ঘর ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তি মোতাবেক পুন:নির্মাণ করলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর নির্মান ভেঙ্গে পুনরায় কুরাইশদের মোতাবেক কাবা ঘর নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি বায়তুল্লাহ তার নির্মিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

www.pathagar.com

وَلَوْ لَا حِدْثَانُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَنَقَضْتُ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ وَاَظْهَرْتُ قَوَاعِدَ الْخَلِيْلِ وَاَدْخَلْتُ الْحَطِيْمَ فِى الْبَيْتِ وَاَلْصَقْتُ الْعَتَبَةَ عَلَى الْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَلَئِنْ عِشْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَ فْعَلَنَّ ذٰلِكَ فَلَمْ يَعِشْ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِذٰلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ حَتّٰى كَانَ زَمَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضـ وَكَانَ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْهَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ وَاَظْهَرَ قَوَاعِدَ الْخَلِيْلِ وَبَنَى الْبَيْتَ عَلٰى قَوَاعِدِ الْخَلِيْلِ بِمَحْضَرٍ مِّنَ النَّاسِ وَاَدْخَلَ الْحَطِيْمَ فِى الْبَيْتِ

সহজ তরজমা

যদি তোমার জাতির যুগ জাহিলিয়াত যুগের নিকটবর্তী না হতো , তবে নিশ্চয়ই আমি (বর্তমান) কা'বা ঘর ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ. এর ভিত্তির উপর পুনঃ নির্মাণ করতাম এবং হাতীমকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। এতদ্ব্যতীত বায়তুল্লাহর চৌকাঠ ঘাটির সমান রাখতাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা রাখতাম। যদি আগামী বছর পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই এ রকম করব। কিন্তু তিনি পরবর্তী বছর জীবিত ছিলেন না। খোলাফায়ে রাশেদীন এ কাজের জন্য সময়ই পাননি। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি. এর যুগ আসল। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. এর নিকট এ হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনিই (রাসূলুল্লাহ সা. এর আকাঙ্ক্ষিত) সে কাজ করলেন- হযরত ইবরাহীম আ.এর ভিত্তি খুঁজে বের করলেন এবং জনগণের সামনেই বায়তুল্লাহকে হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করলেন, আর হাতীমকে বায়তুল্লাহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ عَدَدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

প্রশ্ন : প্রথম হতে আজ পর্যন্ত কা'বা শরীফ কতবার নির্মান করা হয়েছে ? এবং কে কে নির্মান করেছে ?

উত্তর : তাফসীরে জালালাইন শরীফের বর্ণনা মতে প্রথম হতে আজ পর্যন্ত কা'বা শরীফ দশবার নির্মান করা হয়েছে যেমন–

(১) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ফেরেশতাগন কা'বা ঘর প্রথম নির্মাণ করেন। (২) আদম আ. ও তদীয় সন্তানগন। (৩) হযরত ইবরাহীম আ.। (৪) আমালেকা গোত্র। (৫) যুরহাম গোত্র। (৬) কুসাই ইবনে কিলাব। (৭) কুরাইশগন। (৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি.। (৯) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। (১০) ১৪০ হিজরীতে তুরস্কের বাদশাহ চতুর্থ মুরাদ।

জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো বর্ণনা মতে কা'বা শরীফ দু'বার নির্মাণ করা হয়েছে এবং নয়বার সংস্কার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

فَلَمَّا قُتِلَ كَرِهَ الْحَجَّاجُ اَنْ يَكُوْنَ بِنَاءُ الْبَيْتِ عَلٰى مَافَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنَقَضَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ وَاَعَادَهُ عَلٰى مَاكَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْحَطِيْمُ مِنَ الْبَيْتِ يُطَافُ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ حَتّٰى لَوْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ لَا يَجُوْزُ لٰكِنْ اِنِ اسْتَقْبَلَ الْمُصَلِّى الْحَطِيْمَ وَحْدَهُ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ فَرْضِيَّةَ التَّوَجُّهِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتَادّٰى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اِحْتِيَاطًا وَالْاِحْتِيَاطُ فِى الطَّوَافِ اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ

সহজ তরজমা

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি. শহীদ হন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ তা অপছন্দ করল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি. যেভাবে বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেছেন, সেভাবেই থাকুক। তাই সে তাকে আবার ভেঙ্গে সেভাবে নির্মাণ করে দিল যেভাবে জাহিলিয়া যুগে ছিল। হাতীম যখন বায়তুল্লাহর অংশ বলে সাব্যস্ত হল, তখন হাতীমের বাহির হতে তওয়াফ করতে হবে। কেউ হাতীম এবং বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না। [যদিও হাতীম কাবারই অংশ] নামাযের সময় যদি কেউ শুধু হাতীমকে সামনে রেখে নামায আদায় করে, তাহলে নামায হবে না। কারণ, কুরআন মাজীদে আল্লাহর ঘর সামনে রেখে নামায আদায় করা ফরয করা হয়েছে। সুতরাং সতর্কতাবশত খবরে ওয়াহেদরূপে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বস্তু দ্বারা সে ফরয পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং হাতীমসহ তওয়াফ করার মধ্যেই সতর্কতা নিহিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : حَتّٰى لَوْ دَخَلَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ ثُمَّ بَيِّنِ الْاِعْتِرَاضَ وَالْجَوَابَ عَنْهُ

প্রশ্ন : ইবারতের ব্যাখ্যা করার পর এখানে উহ্য প্রশ্নটি উল্লেখ পূর্বক এর উত্তর দাও।

উত্তর : قَوْلُهُ : حَتّٰى لَوْ دَخَلَ الخ : এখানে হাতীম কা'বা শরীফের অংশ হওয়ার দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো তাওয়াফকারী হাতীম এবং কা'বা শরীফের মাঝখান দিয়ে তওয়াফের উদ্দেশে প্রবেশ করে, তখন তার তওয়াফ হবে না। কেননা কুরআন মাজিদে রয়েছে– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অর্থাৎ তাদের পুরাতন বায়তুল্লাহ তথা হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা উচিত। আর হাতীম পুরাতন বায়তুল্লাহরই অংশ। কাজেই হাতীমকে তওয়াফের সময় বায়তুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত রাখা একান্ত কর্ত্যব্য, নতুবা তওয়াফ আদায় হবে না।

قَوْلُهُ : لٰكِنْ اِنِ اسْتَقْبَلَ : এখানে ১টি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন :– হাতীম যখন কা'বা শরীফের অংশ তখন সে দিক হয়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না কেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, কা'বা শরীফের দিক হয়ে নামায পড়া অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। বরং তা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত, যা যন্নী বা সন্দেহজনক। সুতরাং যখন হাতীম কা'বা শরীফের অংশ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নি, তখন সতর্কতা হচ্ছে, শুধু হাতীমের দিক হয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। অতএব হাতীম নামাযের জন্য বায়তুল্লাহর বাহিরে, আর তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত।

www.pathagar.com

وَرَمَلَ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ فَقَطْ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ وَهُوَ اَنْ يَمْشِىْ سَرِيْعًا وَيَهُزُّ فِىْ مَشْيِهٖ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَذٰلِكَ مَعَ الْاِضْطِبَاعِ وَكَانَ سَبَبُهٗ اِظْهَارُ الْجَلَادَةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ قَالُوْا اَضْنَاهُمْ حُمّٰى يَثْرِبَ ثُمَّ بَقِىَ الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهٗ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَاذُكِرَ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَهُوَ حَسَنٌ وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ ثُمَّ صَلّٰى شُفْعًا يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ اُسْبُوْعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ اَوْ غَيْرِهٖ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَادَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَخَرَجَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا بِمَا شَاءَ ثُمَّ مَشٰى نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمَيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ وَصَعِدَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهٗ عَلَى الصَّفَا يَفْعَلُ هٰكَذَا سَبْعًا ـ

সহজ তরজমা

আর তওয়াফে শুধু প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। প্রতি চক্কর হাজরে আসওয়াদ হতে ঘুরে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসাকে রমল বলে। রমল অর্থ- এমন দ্রুত চলা যার মধ্যে উভয় কাঁধ এমনভাবে নাড়াচাড়া করে যেভাবে দু'দলের মধ্যে মোকাবিলাকারী মোকাবিলা করে থাকে। আর এ রমল ইযতিবার সাথে হতে হবে। রমলের উদ্দেশ্য হল মুশরিকীনদের দৃষ্টিতে যেন নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ পায়। কারণ, তারা বলত যে, মুসলমানদেরকে ইয়াসরিবের জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে এবং এর পরেও এ রমলের কারণ বিদূরিত হওয়া সত্ত্বেও রমলের বিধান বিদ্যমান রয়ে গিয়েছে। আর যখনই তওয়াফ কালে হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছে, তখনই তা [ইসতিলাম] করবে, যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং রোকনে ইয়ামানীর ইসতিলাম করবে। তা মোস্তাহাব। আর হাজরে আসওয়াদের ইসতিলামের সাথে তওয়াফ সমাপ্ত করবে। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমীতে অথবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে আদায় করা ওয়াজিব। নামায হতে ফিরে (অবসর হয়ে) হাজরে আসওয়াদের ইসতিলাম করবে। তারপর মাসজিদে হারাম হতে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে এবং নবী করীম এর উপর দরুদ পাঠ করবে। আর উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করবে এবং দোয়ায় মনের আবেগ ব্যক্ত করবে। তারপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে এরূপে যে, মীলাইনে আখযারাইনের [উভয় নীলাকৃত খামের] মাঝখানে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করবে। আর সাফা পাহাড়ের উপর যা (তাকবীর, তাহলীল, দরুদ, দু'আ) করেছে তা মারওয়া পাহাড়ের উপরও করবে, এভাবে সাতবার করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ১। **صَفَا** : এটা কা'বা শরীফের দক্ষিণে আবূ কুবাইস পাহাড়ের নিকট ১টি ক্ষুদ্র পাহাড়, যে স্থান হতে সা'য়ী শুরু করা হয়।

২। **مَرْوَه** : এটা একটি ছোট্ট পাহাড়, সাফা হতে সা'য়ীর জন্য গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়।

৩। **اَلْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ** : সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থানের দু'দিকে দু'টি নীল নিদর্শন ও স্তম্ভ রয়েছে। এ উভয় স্তম্ভকে مِيْلَيْن اَخْضَرَيْن বলা হয়। সা'য়ীর সময় এ স্থানটি দ্রুত গতিতে অতিক্রম করতে হয়।

৪। **مَقَام اِبْرَاهِيْم** : এটা ১টি বেহেশতী পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আ. বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণ করেছেন। তা মাতাফের পূর্ব দিকে মিম্বর ও জমজমের মধ্যবর্তী একটি জালিদার গুম্বুজে রক্ষিত আছে, তাতে হযরত ইবরাহীম আ. এর পদ চিহ্নও রয়েছে।

৫। **طَوَاف** : বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকে বিশেষ নিয়মে চক্কর দেওয়াকে তওয়াফ বলা হয়। হাতীম এ চক্করের অভ্যন্তরে থাকতে হবে। কারণ, তা কাবারই ১টি অংশ।

৬। **سَعِى** : সাফা ও মারওয়ার মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার চক্কর দেওয়াকে সা'য়ী বলা হয়।

৭। **رُكْن يَمَانِى** : বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনকে রোকনে ইয়ামানী বলে। কারণ, তা ইয়ামেনের দিকে অবস্থিত।

৮। **رُكْن عِرَاقِى** : বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পূর্ব দিককে রোকনে ইরাকী বলে। কারণ, তা ইরাকের দিকে অবস্থিত।

৯। **رُكْن شَامِى** : বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর-পশ্চিম দিককে রোকনে শামী বলে। কেননা, তা শামের দিকে অবস্থিত।

১০। **هَلَّلَ** : অর্থাৎ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা।

১১। **كَبَّرَ** : অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা।

www.pathagar.com

وَيَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ اَيِ السَّعْيَ مِنَ الصَّفَا اِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ ثُمَّ مِنَ الْمَرْوَةِ اِلَى الصَّفَا شَوْطٌ اٰخَرُ فَيَكُوْنُ بِدَايَةُ السَّعْيِ مِنَ الصَّفَا وَخَتْمُهُ وَهُوَ السَّابِعُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِىِّ اَلسَّعْىُ مِنَ الصَّفَا اِلَى الْمَرْوَةِ ثُمَّ مِنْهَا اِلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَاحِدٌ فَيَكُوْنُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَيَقَعُ الْخَتْمُ عَلَى الصَّفَا وَالصَّحِيْحُ هُوَ الْاَوَّلُ ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا مَا شَاءَ وَخَطَبَ الْاِمَامُ سَابِعَ ذِى الْحِجَّةِ وَعَلَّمَ فِيْهَا الْمَنَاسِكَ وَهِىَ الْخُرُوْجُ اِلَى مِنًى وَالصَّلٰوةُ وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَاتٍ وَالْاِفَاضَةُ ثُمَّ التَّاسِعَ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ الْحَادِىَ عَشَرَ بِمِنًى يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ثُمَّ خَرَجَ غَدَاةَ التَّرْوِيَةِ وَهِىَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ يَرْوُوْنَ الْاِبِلَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ اِلَى مِنًى

وَمَكَثَ فِيْهَا اِلَى فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ مِنْهَا اِلَى عَرَفَاتٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْهُ خَطَبَ الْاِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَّمَ فِيْهَا الْمَنَاسِكَ وَهِىَ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ وَرَمْىُ الْجِمَارِ وَالنَّحْرُ وَالْحَلْقُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَصَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ اَىْ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَشُرِطَ الْاِمَامُ وَالْاِحْرَامُ فِيْهِمَا فَلَا يَجُوْزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِىْ اَحَدِهِمَا وَلَا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ اَحْرَمَ اِلَّا فِىْ وَقْتِهٖ ـ

সহজ তরজমা

সা'য়ী সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়ায় শেষ করবে। অর্থাৎ সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এক প্রদক্ষিণ এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ। এভাবেই সাত প্রদক্ষিণ সাফা হতে আরম্ভ করে মারওয়ায় শেষ হবে। ইমাম ত্বাহাবী রহ. এর রেওয়ায়েত মোতাবেক সা'য়ী সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত এবং মারওয়া হতে সাফা পর্যন্ত এক প্রদক্ষিণ। এ রেওয়ায়েত মোতাবেক সা'য়ী চৌদ্দ প্রদক্ষিণ হয় এবং সাফা হতে আরম্ভ করে সাফাতেই শেষ হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতই বিশুদ্ধ। অতঃপর মক্কা শরীফে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করবে, এবং যতবার ইচ্ছা বায়তুল্লাহ শরীফের নফল তওয়াফ করবে। জিলহজ্জের সাত তারিখে ইমাম খুতবা দেবেন, যার মধ্যে তিনি হজ্জের আহকামের শিক্ষা দেবেন। হজ্বের আহকাম বলতে বুঝায় মিনার দিকে বের হওয়া, নামায আদায় আরাফায় অবস্থান এবং তথা হতে ফিরে আসা। অতঃপর ইমাম নয় তারিখে আরাফায় এবং এগারো তারিখে মিনায় খুতবা দেবেন। আর উভয় খুতবার মধ্যে একদিনের পার্থক্য করবেন। অতঃপর তারবিয়ার দিন ফজরের নামাযের পর বের হবে। তারবিয়ার দিন বলতে জিলহজ্জের আট তারিখকে বুঝায়। এ তারিখকে তারবিয়ার দিন এজন্য বলা হয় যে, আরবের লোকেরা এ তারিখে উটকে পানি পান করানোর জন্য মিনার দিকে নিয়ে যেত।

মিনায় আরাফার দিনের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। ফজরের পর আরাফার দিকে গমন করবে। আরাফায় বতনে ওরনা ছাড়া সবটাই অবস্থানের স্থান। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে ইমাম জুমু'আর

www.pathagar.com

ন্যায় দুটি খুতবা দান করবেন। এ খুতবায় মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের নিয়ম-কানুন) শিক্ষাদান করবেন। আর 'মানাসিক' হল আরাফাহ এবং মুযদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানি করা, মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফে যিয়ারত। জনসাধারণকে সাথে নিয়ে (জামা'আত সহকারে) যোহরের সময় যোহর এবং আসরের নামায এক আজান এবং দুই ইকামত সহকারে আদায় করবে। جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ এর জন্য ইমামের সাথে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করা এবং ইহরামের অবস্থায় থাকা শর্ত। সুতরাং যে যোহর কিংবা আসরে মুনফারিদ হবে তার জন্য আসরের নামায যোহরের সময় জায়েয হবে না। যে যোহরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করার পর ইহরাম বেঁধেছে, সে ব্যক্তির আসরের নামাযও আসরের সময় ব্যতীত জায়েয হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : يَبْدَأُ بِالصَّفَا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে সা'য়ী সাফা হতে শুরু করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সা'য়ী সাফা হতে শুরু করতে হয়। কেননা– রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা যেখান থেকে শুরু করেছেন, তোমরাও সেখান থেকে শুরু কর। অতএব দেখা গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাফা হতে শুরু করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ তাই আমাদের জন্যও সে হুকুম যে, সাফা হতে সা'য়ী শুরু করতে হবে।

قَوْلُهُ : وَالصَّحِيْحُ الْاَوَّلُ : আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার 'সায়ী' সংক্রান্ত দু'টি বর্ণনার মধ্য হতে একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বর্ণনা দুটি নিম্ন রুপ–

১। এক বর্ণনা মতে, সাফা পর্বত থেকে সা'য়ী শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছলেই এক চক্কর হবে। এভাবে সাত চক্কর দৌড়ালে মারওয়া পর্বতে সা'য়ী শেষ হবে।

২। তাহাবী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সাফা পর্বত থেকে দৌড় শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত এসে পুনরায় সাফা পর্যন্ত দৌড়ালে এক চক্কর বিবেচিত হবে। এ হিসেবে সা'য়ী সমাপ্ত হবে সাফা পর্বতের উপর। ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ. এর ভাষায় প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধ।

www.pathagar.com

هٰذَا اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَايَجُوْزُ الْعَصْرُ وَاِنَّمَا خُصَّ الْعَصْرُ بِهٰذَا الْحُكْمِ لِاَنَّ الظُّهْرَ جَائِزٌ لِوُقُوْعِهٖ فِيْ وَقْتِهٖ اَمَّا الْعَصْرُ فَلَا يَجُوْزُ قَبْلَ الْوَقْتِ اِلَّا بِشَرْطِ الْجَمَاعَةِ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَكَوْنِهٖ مُحْرِمًا فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّلٰوتَيْنِ **ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ وَوَقَفَ الْاِمَامُ عَلٰى نَاقَتِهٖ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا وَدَعَا بِجُهْدٍ وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَوَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهٗ بِقُرْبِهٖ مُسْتَقْبِلِيْنَ سَامِعِيْنَ مَقُوْلَهٗ وَاِذَا غَرَبَتْ اَتٰى مُزْدَلِفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا وَادِىْ مُحَسِّرٍ وَنَزَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحَ وَصَلَّى الْعِشَائَيْنِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ** هٰهُنَا جُمِعَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِيْ وَقْتِ الْعِشَاءِ

وَاَعَادَ مَغْرِبًا مَنْ اَدَّاهُ فِى الطَّرِيْقِ اَوْ بِعَرَفَاتٍ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لَا بَعْدَهٗ فَاِنَّهٗ اِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَيَجِبُ الْاِعَادَةُ مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ فَاِنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِاِدْرَاكِ فَضِيْلَةِ الْجَمْعِ وَذَا اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاِذَا فَاتَ اِمْكَانُ الْجَمْعِ سَقَطَ الْقَضَاءُ لِاَنَّهٗ اِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ فَاَمَّا اِنْ وَجَبَ قَضَاءُ فَضِيْلَةِ الْجَمْعِ وَذَا لَا يُمْكِنُ اِذْ لَا مِثْلَ وَاِنْ وَجَبَ قَضَاءُ نَفْسِ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدَّاهَا فِى الْوَقْتِ فَكَيْفَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا ـ

সহজ তরজমা

তা (اِلَّافِيْ وَقْتِهٖ) কে فَلَايَجُوْزُ الْعَصْرُ উক্তি হতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে। আর জায়েয না হওয়ার হুকুমের সাথে আসরকে এজন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। যে যোহর তার নিজস্ব ওয়াক্তে হওয়ার দরুন জায়েয হবে; কিন্তু আসর তার ওয়াক্তের পূর্বে জায়েয হবে না। তবে এ শর্তের সাথে জায়েয হবে যে, যোহর ও আসর উভয় নামায জামাতের সাথে আদায় করবে এবং মুসল্লির যোহর ও আসর উভয় নামায ইহরামের সাথে হবে। অতঃপর ইমাম সুন্নত গোসল করে মাওকেফের দিকে যাবেন এবং জাবালে রহমতের নিকট স্বীয় উটের উপর কেবলামুখি হয়ে অবস্থান করবেন এবং কান্নাকাটি সহকারে দোয়া করবেন। আর হজ্বের আহকামের তালিম দেবেন। লোকজন তাঁর পিছনে কেবলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের কথাবার্তা শুনবে। আর হজ্বের আহকামের তালিম দিবেন। লোকজন তাঁর পিছনে কেবলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমামের কথাবার্তা শুনবে। আর যখন সূর্য অস্ত যাবে, তখন হাজীগণ মুযদালিফায় পৌঁছবে। মুযদালিফার وَادِىْ مُحَسِّر ব্যতীত পূর্ণ এলাকা مَوْقِف (অবস্থানস্থল) এবং যাবালে কুযাহ-এর নিকটে অবতরণ করবে। তথায় মাগরিব ও এশা উভয় নামাযকে এক আজান ও এক ইকামতে আদায় করবে। এখানে মাগরিব ও এশার নামায এশার ওয়াক্তে একত্রিত করে আদায় করবে।

আর যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায রাস্তায় অথবা আরাফায় আদায় করে, তার ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে মাগরিবের নামায পুনরায় আদায় করতে হবে, ফজরের সময়ের পরে নয়। কেননা মাগরিবের নামায যদি এশার সময়ের পূর্বে আদায় করে, তাহলে তা তরফাইন (ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ

www.pathagar.com

রহ.)-এর মতে জায়েয হবে না। সুতরাং ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে মাগরিব পুনরায় পড়া ওয়াজিব। কেননা, রাস্তায় বা আরাফায় মাগরিব আদায় করা নাজায়েয হওয়ার বিধান একত্রিকরণের ফজিলত অর্জনের জন্য। আর একত্রিকরণের ফজিলত ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। অতএব, যখন একত্রিকরণের সুযোগ চলে গেল, তখন কাযার হুকুম রহিত হয়ে গেল। কেননা, কাযা ওয়াজিব হলে হয়তো দু নামায একত্রে আদায় করার ফজিলতের কাযা ওয়াজিব হবে, অথচ তা সম্ভব নয়। এর কোন বিকল্প নেই। নতুবা শুধু নামাযের কাযা ওয়াজিব হবে, অথচ সে সময় মতো নামায আদায় করেছে; অতএব কাযা ওয়াজিব কিরূপে হবে?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاَعَادَ مَغْرِبًا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهُ وَاَعَادَ مَغْرِبًا الخ : এখানে মুযদালিফায় পৌছার পূর্বে মাগরিব বা এশার নামায আদায় করার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ মুযদালিফায় পৌছার পূর্বেই রাস্তায় কিংবা আরাফায় মাগরিবের নামায আদায় করে নেয়, সে রাত্রেই ফজরের সময়ের আগেই মাগরিবের নামায তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, তার জন্য সে রাত্রের এশার সময় মাগরিবের নামায নির্ধারিত এবং মুযদালিফায় হওয়াও বাঞ্চনীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফাহ হতে মুযদালিফা গমন পথে এক ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মাগরিবের নামায আরও অগ্রসর হয়ে মুযদালিফায় আদায় করতে হবে। এতে প্রতীয়মান হলো যে, মুযদালিফায় পৌছার আগে যদি কেউ এশার নামায ও আদায় করে, তবে তাকে সে নামাযও পুনরায় আদায় করতে হবে। তা তরফাইন ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. এর মতে যেহেতু সে এশার সময়ে এশার নামায আদায় করেছে সুতরাং তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। অবশ্য সুন্নতের বিপরীত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ وَدَعَا وَهُوَ وَاجِبٌ لَا رُكْنٌ وَاِذَا اَسْفَرَ اَتَى بِمِنًى وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ سَبْعًا خَذْفًا وَكَبَّرَ بِكُلٍّ وَقَطَعَ تَلْبِيَتَهُ بِاَوَّلِهَا ثُمَّ ذَبَحَ اِنْ شَاءَ ثُمَّ قَصَّرَ وَحَلْقُهُ اَفْضَلُ وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَةً بِلَا رَمَلٍ وَسَعْىٍ اِنْ كَانَ سَعَى قَبْلُ وَاِلَّا فَمَعَهَا

وَاَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ فِيْهِ اَفْضَلُ اَىْ فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَاِنْ اَخَّرَهُ عَنْهَا كُرِهَ اَىْ عَنْ اَيَّامِ النَّحْرِ وَوَجَبَ دَمٌ ثُمَّ اَتَى بِمِنًى وَبَعْدَ زَوَالِ ثَانِى النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ يَبْدَأُ بِمَا يَلِى الْمَسْجِدَ اَىْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بِمَا يَلِيْهِ ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ وَوَقَفَ بَعْدَ رَمْىٍ بَعْدَهُ رَمْىٌ فَقَطْ اَىْ يَقِفُ بَعْدَ الرَّمْىِ الْاَوَّلِ وَبَعْدَ الثَّانِىْ لَا بَعْدَ الثَّالِثِ وَلَا بَعْدَ رَمْىِ يَوْمِ النَّحْرِ وَدَعَا ثُمَّ غَدًا كَذٰلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذٰلِكَ اِنْ مَكَثَ وَهُوَ اَحَبُّ وَاِنْ قَدَّمَ الرَّمْىَ فِيْهِ اَىْ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوْعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ـ

সহজ তরজমা

আর ফযরের নামায (غلس) অন্ধকারে পড়বে, তারপর অবস্থান করত দোয়া করবে। মুযদালিফার এ অবস্থান ওয়াজিব; রোকন নয়। অতঃপর যখন اسفار তথা আলোকিত হবে, তখন মিনার দিকে আসবে এবং بطن وادى হতে জামরায়ে আকবার মধ্যে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলবে। প্রথমবারে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করা ছেড়ে দেবে। তারপর ইচ্ছা করলে ইহরাম ভঙ্গের পূর্বেই জবাই তথা কুরবানি করতে পারবে। অতঃপর মাথার চুল কাঁটবে, তবে মাথা মুণ্ডানোই উত্তম। এভাবে (ইহরাম ভঙ্গের পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে) স্ত্রীসহবাস ব্যতীত সব কিছুই তার জন্য হালাল হবে। অতঃপর কুরবানির দিনসমূহের মধ্যে কোন একদিন সাতবার তথা সাত চক্কর তাওয়াফে যিয়ারত করবে, যার মধ্যে রমল ও সায়ী থাকবে না, যদি প্রথমে তথা তাওয়াফে কুদুমের সাথে সায়ী করে থাকে। আর যদি তাওয়াফে কুদুমে সায়ী না করে থাকে, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের সাথে সায়ী করবে।

তাওয়াফে যিয়ারতের প্রথম ওয়াক্ত কুরবানির তারিখের সুবহে সাদেক হতে আরম্ভ হয়। এ তাওয়াফে যিয়ারত কুরবানির তারিখেই করা উত্তম। এ তাওয়াফের পর স্ত্রী সহবাস হালাল হয়ে যায়। তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্বিত করা অর্থাৎ কুরবানির তারিখসমূহের পরে করা মাকরূহ। এতে দম ওয়াজিব হয়। অতঃপর আবার মিনায় আগমন করবে এবং কুরবানির দ্বিতীয় তারিখে অর্ধ দিনের পর জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর নিক্ষেপ করা সে জামরা হতে আরম্ভ করবে যা মসজিদে খাইফের সংলগ্ন। তারপর এর সংলগ্ন জামরায় নিক্ষেপ করবে। সর্বশেষে জামারায়ে আকাবায় নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেক কঙ্করের সাথে তাকবীর বলবে। যে

www.pathagar.com

কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করা আছে সে কঙ্কর নিক্ষেপের পর বিলম্ব করবে। অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয় নিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করবে; তৃতীয় এবং দশম তারিখের নিক্ষেপের পরে নয়। আর দোয়া করবে। পরদিনও সে রকম করবে এবং এরপর দিনও সে রকম করবে। যদি মিনায় অবস্থান করে এটা মুস্তাহাব। যদি চতুর্থ দিনে অর্ধ দিনের আগেই কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তবে দুরস্ত হবে। চতুর্থ দিনের সুবহে সাদিকের পূর্বে প্রস্থান করাও জায়েয আছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَرَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الخ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ طَرِيْقَةَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ

প্রশ্ন : কঙ্কর নিক্ষেপের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : মিনায় পৌঁছে জামরায়ে আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে এবং প্রথম কঙ্কর নিক্ষপ করার সময়েই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। জিলহজের দশ তারিখে শুধু এক জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে পরের দু'দিন তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর بَطْنِ وَادِى এর দিকে নিক্ষেপ করবে। বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে, হযরত রাসূলুল্লাহ সা. হতে অনুরূপ প্রমাণিত হয়েছে। আর যদি بَطْنِ وَادِى এর দিক ব্যতিত অন্য কোনো দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাও জায়েয হবে। সাতটি কঙ্করকে এক এক করে নিক্ষেপ করবে। যদি সাতটি কঙ্কর এক মুঠে নিক্ষেপ করে তা এক কঙ্কর নিক্ষেপের স্থলে সাব্যস্ত হবে।

اَلسُّوَالُ : كَمْ جَمَرَاتٍ فِى الْحَجِّ وَمَا هِىَ؟

প্রশ্ন : হজ্বের মধ্যে কয়টি জামরাহ এবং কি কি?

উত্তর : হজ্বের মধ্যে جَمَرَات মোট ৩টি (১) جَمْرَةُ اُوْلٰى বা প্রথম জামরাহ। একে جَمْرَة صُغْرٰى ও বলা হয়।

২। جَمْرَة ثَانِيَة বা দ্বিতীয় জামরাহ। একে جَمْرَة وُسْطٰى বলা হয়।

৩। جَمْرَة ثَالِثَه বা তৃতীয় জামরাহ একে جَمْرَة كُبْرٰى বা جَمْرَة عَقَبَه ও বলা হয়। জিলহজের ১০ তারিখ শুধু جَمْرَة عَقَبَه তে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। ১১ ও ১২ তারিখে তিনটি جَمْرَه এর প্রত্যেকটিতে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

www.pathagar.com

اَلنَّفَرُ خُرُوْجُ الْحَاجِّ مِنْ مِنًى لَا بَعْدَهُ فَاِنَّهُ اِنْ تَوَقَّفَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَمْيُ الْجِمَارِ وَجَازَ الرَّمْيُ رَاكِبًا وَفِي الْاَوَّلَيْنِ مَاشِيًا اَحَبُّ لَا الْعَقَبَةُ اَلْاَوَّلَانِ مَا يَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ مَا يَلِيْهِ وَلَوْ قَدَّمَ ثِقْلَهُ اِلٰى مَكَّةَ وَاَقَامَ بِمِنًى لِلرَّمْيِ كُرِهَ وَاِذَا نَفَرَ اِلٰى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ لِلصَّدْرِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ وَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ

সহজ তরজমা

নফর শব্দের অর্থ- হাজীদের মিনা হতে বের হওয়া। ফজর উদিত হওয়ার পর মিনা হতে প্রত্যাবর্তন জায়েয নেই। কেননা,যদি সে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে, তবে তার উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয, তবে প্রথম জামরায় পায়ে হেঁটে কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব, জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ নয়। প্রথম দুই জামরার অর্থ ঐ সকল জামরাহ যা মসজিদে খায়ফের সংলগ্ন। অতঃপর যা তার সংলগ্ন। আর যদি মাল-আসবাব মাক্কায় পৌঁছে, তখন وَادِىْ مُحَصَّبْ এ অবতরণ করবে। তারপর রমল ও সায়ী ব্যতীত সাত চক্কর তাওয়াফে সদর করবে। এ তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে মক্কাবাসীদের জন্য নয়। অতঃপর জমজমের পানি পান করবে এবং কা'বা শরীফের চৌকাঠ চুম্বন করবে এবং স্বীয় চেহারা ও বুক মুলতাযামে লাগাবে। আর মুলতাযাম হাজ্‌রে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে বলে।

وَتَشَبَّثَ بِالْاَسْتَارِ سَاعَةً وَدَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِيْ وَيَرْجِعُ قَهْقَرٰى حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَسْقُطُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ اِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِتَرْكِ السُّنَّةِ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا اِلٰى طُلُوْعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ اَوْ اِجْتَازَ نَائِمًا اَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ اَوْ اَهَلَّ عَنْهُ رَفِيْقُهُ بِهِ اَوْ جَهِلَ اَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ وَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِيْهَا فَاتَ حَجُّهُ فَطَافَ وَسَعٰى وَتَحَلَّلَ وَقَضٰى مِنْ قَابِلٍ هٰذَا لِمَنْ اَحْرَمَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْحَجَّ وَالْمَرْاَةُ كَالرَّجُلِ لٰكِنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَاْسَهَا بَلْ وَجْهَهَا وَلَوْ اَسْدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ وَجَافَتْهُ عَنْهُ صَحَّ وَلَا تُلَبِّيْ جَهْرًا وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيْطَ وَلَا تَقْرُبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ -

সহজ তরজমা

বায়তুল্লাহ শরীফের গিলাফ কিছুক্ষণ ধরে রাখবে এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্রন্দন করতে করতে দোয়া করবে এবং পিছপা হয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবে। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করার আগে আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছে, তার জন্য তাওয়াফে কুদূম নেই। এ তাওয়াফে কুদূম না করার কারণে তার উপর কোনো প্রকারের দম ইত্যাদি

www.pathagar.com

কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ, (তাওয়াফে কুদূম সুন্নত আর) সুন্নত ছেড়ে দিলে কিছুই ওয়াজিব হয় না। যে ব্যক্তি আরাফার দিন দুপুরের পর হতে কুরবানির দিন সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত আরাফার ময়দানে মাত্র কিছুক্ষণ ছিল বা ঘুমন্ত অবস্থায় (সওয়ারিতে করে) আরাফার ময়দানের উপর দিয়ে চলে গেল বা তখন সে অজ্ঞান ছিল বা তার পক্ষ হতে তার সঙ্গী ইহরাম বেঁধেছে, কিংবা সে জানেনি যে, তা আরাফাহ, তবে তার হজ্ব দুরস্ত হবে। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেনি তার হজ্ব হয়নি। সুতরাং সে তওয়াফ এবং সা'য়ী করে হালাল হয়ে যাবে এবং আগামী বৎসর কাযা করবে। তা সে ব্যক্তির জন্য যে ইহরাম বেঁধে পায় নি। হজ্বের বেলায় নারী-পুরুষ সমান। অবশ্য নারী মাথা খোলা রাখবে না; বরং চেহারা খোলা রাখবে, তবে কোনো পর্দা যদি চেহারার সাথে না লাগিয়ে পৃথক ঝুলিয়ে নেয়, তবে সিদ্ধ হবে। নারী উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না, (সা'য়ী করার সময়) মীলাইন আখযারাইনে দৌড়াবে না, (ইহরাম খুলার সময়) মাথা মুন্ডাবে না; বরং চুল (কিছু পরিমাণ) খাটো করবে এবং সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করবে। ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদের নিকটে যাবে না।

وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ نُسُكًا اِلَّا الطَّوَافَ فَاِنَّهٗ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوْزُ لِلْحَائِضِ دُخُوْلُهٗ وَهُوَ بَعْدَ رُكْنَيْهِ يَسْقُطُ طَوَافَ الصَّدْرِ اَيِ الْحَيْضُ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ يُسْقِطُ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاِحْرَامَ قَدْ يَكُوْنُ بِسَوْقِ الْهَدْيِ فَاَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَهٗ فَقَالَ مَنْ قَلَّدَ بُدْنَةَ نَفْلٍ اَوْ نَذْرٍ اَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ اَوْ نَحْوِهٖ كَالدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ فِى السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوْ بَعَثَ بِهَا لِمُتْعَةٍ اَىْ بَعَثَ بِالْبُدْنَةِ لِلتَّمَتُّعِ

সহজ তরজমা

মহিলাদের হায়েয হজ্বের আহকাম পালনে বাঁধা দেয় না, তবে তাওয়াফ করাকে বাঁধা দেয়। কেননা, তওয়াফ মসজিদে হয়। আর হায়েযসম্পন্ন মহিলাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর হজ্বের দুই রোকনের পর হায়েয তাওয়াফে সদরকে রহিত করে দেয়। অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয তাওয়াফে বিদাকে রহিত করে দেয়। জেনে রেখ যে, ইহরাম কখনো হাদী প্রেরণ করার দ্বারা হয়। অতঃপর গ্রন্থকার রহ. এখানে হাদী প্রেরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, যে ব্যক্তি নফল কুরবানির জন্তুর গলায় অথবা মানতের কুরবানির জন্তুর গলায় অথবা শিকারের কাফফারার জন্তু ইত্যাদির গলায় হার পরাল, যেমন- গত বৎসরের কোন অপরাধের দরুন ওয়াজিব হওয়া দমের গলায় হার পরাল। হার পরানোর সময় হজ্বের নিয়ত করল কিংবা তামাত্তু'র উদ্দেশ্যে জানোয়ার প্রেরণ করল।

www.pathagar.com

وَتَوَجَّهَ مَعَهَا بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ فَقَدْ اَحْرَمَ اَلْمُرَادُ بِالتَّقْلِيْدِ اَنْ يَرْبِطَ قِلَادَةً عَلٰى عُنُقِ الْبَدَنَةِ فَيَصِيْرُ بِهٖ مُحْرِمًا كَمَا بِالتَّلْبِيَةِ **وَلَوْ اَشْعَرَهَا** اَىْ شَقَّ سَنَامَهَا لِيُعْلَمَ اَنَّهَا هَدْىٌ **اَوْ جَلَّلَهَا** اَىْ اَلْقَى الْجُلَّ عَلٰى ظَهْرِهَا **اَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا وَكَذَا لَوْ بَعَثَ بَدَنَةً وَتَوَجَّهَ حَتّٰى يَلْحَقَهَا** اَىْ اِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ مَعَ الْبَدَنَةِ وَلَمْ يَسُقْهَا بَلْ بَعَثَهَا لَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا حَتّٰى يَلْحَقَهَا فَاِذَا لَحِقَهَا يَصِيْرُ مُحْرِمًا **وَالْبُدْنُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ** هٰذَا عِنْدَنَا وَاَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِىْ فَالْبُدْنَةُ مِنَ الْاِبِلِ فَقَطْ

সহজ তরজমা

<u>আর ইহরামের নিয়তে তার সাথে রওয়ানা দিল, তবে সে মুহরিম হয়ে গেল।</u> তাকলীদ অর্থ- জন্তুর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া। এভাবে মালা পরিয়ে দিলেও ইহরাম হয়ে যায়, যেমন, তালবিয়া দ্বারা হয়। <u>আর যদি বুদনার ইশ'আর করে</u> অর্থাৎ কুরবানির জন্তুর উটের পিঠে এমন চিহ্ন দেয়, যাতে বুঝা যায় যে, তা হাদী বা কুরবানির জন্তু <u>কিংবা</u> (কুরবানির জন্তুর হিসেবে) চিহ্নস্বরূপ তার পিঠের উপর <u>ছালা বিছিয়ে নেয় বা ঝুলিয়ে দেয় অথবা ছাগলের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, তবে সে মুহরিম হবে না। অনুরূপভাবে জন্তু পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পরে রওয়ানা হয়ে জন্তুর সাথে গিয়ে মিলিত হলেও সে মুহরিম হবে না।</u> অর্থাৎ বুদনা প্রেরণ করার সময় নিজে এর সাথে রওয়ানা হয় নি এবং নিজে তাড়িয়ে নেয়নি বরং অপর কারো মারফত তা পাঠিয়েছে, তবে নিজে যতক্ষণ না দ্রুত বেগে চলে তার সাথে মিলিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহরিম হবে না; মিলিত হলে অবশ্য মুহরিম হবে। <u>আর বুদনা উট এবং গরু দ্বারা দুরস্ত হয়।</u> তা ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতে; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বুদনা শুধু উট দ্বারাই হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى الْاِشْعَارِ وَ مَا حُكْمُهٗ؟

প্রশ্ন : اِشْعَار এর অর্থ কি এবং তার হুকুম কি?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম পূর্ব কালে আরবরা উটের কুঁজ বর্শা বা তরবারীর আঘাতে চিরে রক্তাক্ত করে ছেড়ে দিত। এরুপ উট দেখলেই লোকেরা বুঝতে পারত যে, এটা কুরবানির উট। ইসলামের প্রথম দিকেও তা প্রচলিত ছিল। আরবিতে এরুপ কাজকে اِشْعَار (ইশআর) বলে। রাসূলুল্লাহ সা. নিজেও বিদায় হজ্বের সময় এরুপ ইশআর করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে একাজ অনেকটা নিষ্ঠুর বিধায় এরুপ আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. তাকলীদের অনুমোদন প্রমাণ করেন। তাই اِشْعَار করা অপেক্ষা তাকলীদ করাই উত্তম।

وَ الْبُدْنُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ هٰذَا عِنْدَنَا

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনা সহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهٗ : هٰذَا عِنْدَنَا : ব্যাখ্যাকার ওবায়দুল্লাহ মাসউদ রহ. عِنْدَنَا বলে عِنْدَ الْاَحْنَافِ উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ তিনি স্বয়ং হানাফী ছিলেন এবং বিকায়া প্রণেতা ও তার দাদা হানাফী মাযহাবের নীতির ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচণা করেছেন। তাই তিনি عِنْدَ الْاَحْنَافِ না বলে عِنْدَنَا বলেছেন। তিনি বলেন, হানাফী মাযহাবে বুদনা (بُدْنَة) বলতে উট এবং গরুকে বুঝায়। যদিও শাফেঈ মাযহাবে بُدْنَة বলতে শুধু উটকে মনে করা হয়।

www.pathagar.com

بَابُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ مُطْلَقًا اَىْ اَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَهُوَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيْقَاتِ مَعًا اَلْاِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَقُوْلُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ اَىْ بَعْدَ الشَّفْعِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ مُرِيْدًا لِلْاِحْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ وَطَافَ لِلْعُمْرَةِ سَبْعَةً يَرْمُلُ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ وَيَسْعٰى بِلَا حَلْقٍ ثُمَّ يَحُجُّ كَمَا مَرَّ فَاِنْ اَتٰى بِطَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ لَهُمَا كُرِهَ اَىْ يَطُوْفُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا سَبْعَةً لِلْعُمْرَةِ وَسَبْعَةً لِطَوَافِ الْقُدُوْمِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَسْعٰى لَهُمَا وَاِنَّمَا كُرِهَ لِاَنَّهٗ اَخَّرَ سَعْىَ الْعُمْرَةِ وَقَدَّمَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَذَبَحَ لِلْقِرَانِ بَعْدَ رَمْىِ يَوْمِ النَّحْرِ وَاِنْ عَجَزَ صَامَ ثَلٰثَةً اٰخِرُهَا عَرَفَةُ وَسَبْعَةً بَعْدَ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةٍ اَيْنَ شَاءَ اَىْ بَعْدَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَاِنْ فَاتَتِ الثَّلٰثَةُ تَعَيَّنَ الدَّمُ فَاِنْ وَقَفَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ بَطَلَتْ اَىِ الْعُمْرَةُ وَقُضِيَتْ وَوَجَبَ دَمُ الرَّفْضِ وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ ـ

হজ্জে কিরান ও তামাত্তু'

সাধারণত হজ্জে কিরান উত্তম অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু' এবং হজ্জে ইফরাদ হতে উত্তম। আর হজ্জে কিরান হচ্ছে- মীকাত হতে হজ্ব এবং উমরার নিয়তে উভয়ের জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধা। اِهْلَال হল উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা। [এর নিয়ম হল,] নামাযের পরে বলবে তথা সে ইহরামের উদ্দেশ্য দুই রাকাত নামায আদায় করার পর এ দোয়া পাঠ করবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ [অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি হজ্ব এবং উমরার নিয়ত করেছি, আপনি আমার জন্য উভয়কে সহজ করে দিন এবং উভয়টিকে আমার পক্ষ হতে কবুল করুন।] আর উমরার জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। হলক করা ব্যতীত সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করবে। তারপর বর্ণিত নিয়মে হজ্ব করবে। অতঃপর যদি উভয়ের জন্য একত্রে দুই তাওয়াফ এবং দুই সায়ী করে, তবে তা মাকরূহ হবে অর্থাৎ সাত চক্কর উমরার জন্য, আর সাত চক্কর হজ্বের তাওয়াফে কুদূমের জন্য; মোট ১৪ চক্কর একসাথে করা এরপর অনুরূপ হজ্ব এবং উমরার জন্য দুই সায়ী একত্রে করা মাকরূহ। এরূপ করা মাকরূহ এ জন্য যে, সে উমরার সায়ীকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং তাওয়াফে কুদূমকে এগিয়ে নিয়েছে। যেমন- কিরান হজ্বকারীর জন্য এরূপ করা মাকরূহ। আর কুরবানির দিনের কঙ্কর নিক্ষেপের পর হজ্জে কিরানের জন্য যবাই করবে। আর যদি যবাই করতে অক্ষম হয়, তাহলে তিনটি রোযা এমনভাবে রাখবে যাতে শেষ রোযা আরাফার দিনে হয়, আর সাতটি রোযা হজের তথা আইয়ামে তাশরীকের পর যেখানে ইচ্ছা রাখবে। অতঃপর যদি তিনটি রোযা ভঙ্গ হয়, তাহলে দম নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যদি উমরার পূর্বে আরাফায় অবস্থান করল, তাহলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তা কাযা করতে হবে। তখন دَمُ رَفْض তথা উমরা ছেড়ে দেওয়ার দম ওয়াজিব হবে এবং কিরানের দম রহিত হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ مِنَ الْحَجِّ؟ بَيِّنْ

প্রশ্ন : তামাত্তু ও কিরান কাকে বলে এবং এ দুই প্রকার হজ্জের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কিরান এবং তামাত্তু এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরুপ–

اَلتَّمَتُّعُ এর পরিচয় : تَمَتُّع শব্দটি বাবে تَفَعُّل এর মাসদার, এটা مَتع থেকে নি:সৃত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– উপকারলাভ করা বা ফায়দা হাসিল করা।

শরী'অতের পরিভাষায় : هُوَ اَنْ يَنْوِىَ الْعُمْرَةَ اَوَّلاً ثُمَّ يَنْوِىَ لِلْحَجِّ فِى يَوْمِ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ تَحْلِيْلِ عَنِ الْعُمْرَةِ অর্থাৎ প্রথমত উমরার নিয়্যত করে উমরার কাজগুলো সম্পাদন করে يَوْمُ التَّلْبِيَةِ এর মাঝেই আবার হজ্ব আদায়ের নিয়তে ইহরাম বাঁধা। এভাবে উমরার পর ভিন্ন ইহরামের হজ্ব করাকে তামাত্তু বলে।

اَلْقِرَانُ এর পরিচয় : قِرَان শব্দটি قِتَال এর ওযনে مُفَاعَلَة এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ اَلْجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ। অর্থাৎ একটা বস্তুর সাথে অন্য একটা বস্তু মিলিত ও একত্রিত করা। মিলিত হওয়া ও সাথি হওয়া।

শরী'অতের পরিভাষায় : اَلْقِرَانُ اَنْ يَهِلَّ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ مِنَ الْمِيْقَاتِ مَعًا অর্থাৎ হজ্ব ও উমরা একই ইহরামে সম্পাদন করাকে কিরান বলে। হজ্বে কিরান ও তামাত্তু এর মধ্যে পার্থক্য হল : হজ্ব এবং উমরা উভয়ের জন্য মীকাত হতে একসাথে ইহরাম বেধে মক্কায় প্রবেশ করত প্রথমে উমরা করবে, তারপর ইহরাম না ভেঙ্গে উক্ত ইহরামের দ্বারা হজ্ব করবে, একে হজ্বে কিরান বলে আর.হজ্ব ও ওমরা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক ইহরাম বেঁধে। উভয়কে পালন করলে তাকে হজ্বে তামাত্তু বলে।

اَلسُّوَالُ : عَرِّفِ الْاِصْطِلَاحَاتِ التَّالِيَةَ

প্রশ্ন : নিম্মোক্ত পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ১। **اَلْقِرَانُ** : শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বিষয়কে একত্রিত করা। শরী'অতের পরিভাষায় মীকাত হতে একই সাথে হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধাকে কিরান বলা হয়।

২। **اَلشَّفْعُ** : অর্থ জোড়া, যা اَلْوِتْرُ এর বিপরীত। এখানে ইহরামের দুই রাকাত নামাযকে বুঝানো হয়েছে।

৩। **اَلرَّمَلُ** : তওয়াফকারী তার উভয় কাঁধ বীরের ন্যায় হেলিয়ে দ্রুত চলাকে রমল বলে।

৪। **اَلتَّمَتُّعُ** : تَمَتُّع শব্দের আভিধানিক অর্থ হল উপকৃত হওয়া বা ফায়দা অর্জন করা। শরী'অতের পরিভাষায়, প্রথমে উমরা, অত:পর হজ্বের নিয়ত করাকে তামাত্তু বলে।

قَوْلُهُ : وَذَبَحَ لِلْقِرَانِ بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : পূর্ববর্তী ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে হজ্বে কিরান পালনকারীর জন্য কুরবানির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্ব ও উমরা উভয়ের জন্য ছাগল দুম্বা, গরু অথবা উট কুরবানির দিন তথা জিলহজ্বের দশ তারিখে কুরবানী করবে। অথবা কুরবানী করতে অক্ষম হলে ১০টি রোযা রাখবে। যেহেতু একই সফরে আল্লাহ তা'আলা হজ্ব এবং উমরা দু'টি ইবাদত পালনের সুযোগ দিয়েছেন। তাই শুকরিয়া হিসেবে কুরবানী ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিরান হজ্ব করবে তার প্রথমই চিন্তা করা উচিত যে, সে কুরবানী করতে পারবে কি না? যদি কুরবানী করতে সক্ষম হয়, কুরবানী করবে। আর যদি সে কুরবানী করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে হজ্বের দিন সমূহের মধ্যে তিনটি রোযা এভাবে রাখবে, যাতে শেষ রোযা আরাফার দিন হয় তথা জিযহজ্বের ৭,৮ ও ৯ তারিখে রোযা রাখবে। তিন রোযার শেষটি আরাফার দিন হওয়া মুস্তাহাব। তবে এ তারীখের পূর্ব হতেও একত্রিত ভাবে বা পৃথকভাবে রোযা রাখা জায়েয আছে। কিন্তু কুরবানীর দিন রোযা রাখতে পারবে না।

www.pathagar.com

وَالتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْمِيقَاتِ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَطُوْفُ وَيَسْعٰى وَيَحْلِقُ اَوْ يَقْصُرَ وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِىْ اَوَّلِ طَوَافِهٖ اَىْ فِىْ اَوَّلِ طَوَافِهٖ لِلْعُمْرَةِ **ثُمَّ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ اَفْضَلُ وَحَجَّ كَالْمُفْرِدِ** اِلَّا اَنَّهٗ يَرْمُلُ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَسْعٰى بَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ اَوَّلُ طَوَافِهٖ لِلْحَجِّ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ لِاَنَّهٗ قَدْ سَعٰى مَرَّةً وَلَوْ كَانَ هٰذَا الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ مَا اَحْرَمَ لِلْحَجِّ طَافَ وَسَعٰى قَبْلَ اَنْ يَرُوْحَ اِلٰى مِنًى لَمْ يَرْمُلْ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعٰى بَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ قَدْ اَتٰى بِذٰلِكَ مَرَّةً

وَذَبَحَ وَلَمْ تَنُبِ الْاُضْحِيَةُ عَنْهُ وَاِنْ عَجَزَ صَامَ كَالْقِرَانِ وَجَازَ صَوْمُ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ اِحْرَامِهَا لَا قَبْلَهٗ وَتَاخِيْرُهٗ اَحَبُّ اِعْلَمْ اَنَّ اَشْهُرَ الْحَجِّ وَقْتٌ لِصَوْمِ الثَّلٰثَةِ لٰكِنْ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ الْاِحْرَامُ وَكَذَا فِى الْقِرَانِ لٰكِنَّ التَّاخِيْرَ اَفْضَلُ وَهُوَ اَنْ يَصُوْمَ ثَلٰثَةً مُتَتَابِعَةً اٰخِرُهَا عَرَفَةَ

وَاِنْ شَاءَ السَّوْقَ وَهُوَ اَفْضَلُ اِحْرِمْ وَسَاقَ هَدْيَهٗ وَهُوَ اَوْلٰى مِنْ قَوْدِهٖ وَقَلَّدَ الْبُدْنَةَ وَهُوَ اَوْلٰى مِنَ التَّجْلِيْلِ اَىِ التَّجْلِيْلُ جَائِزٌ لٰكِنَّ التَّقْلِيْدَ اَوْلٰى مِنْهُ وَلَا يَدُلُّ هٰذَا عَلٰى اَنَّهٗ يَصِيْرُ بِالتَّجْلِيْلِ مُحْرِمًا فَاِنَّهٗ قَدْ مَرَّ قُبَيْلَ هٰذَا الْبَابِ اَنَّهٗ لَا يَصِيْرُ بِالتَّجْلِيْلِ مُحْرِمًا بَلْ لَابُدَّ مِنَ التَّلْبِيَةِ اَوْ فِعْلٍ يَقُوْمُ مَقَامَهَا وَهُوَ التَّقْلِيْدُ ـ

সহজ তরজমা

হজ্জে তামাত্তু হজ্জে ইফরাদ হতে উত্তম। আর হজ্জে তামাত্তু' এই যে, হজ্জের মাসে মীকাত হতে উমরার ইহরাম বেঁধে তওয়াফ ও সায়ী করবে এবং হলক অথবা কসর করবে। আর উমরার প্রথম তওয়াফেই তালবিয়া ছেড়ে দেবে। অতঃপর তালবিয়ার দিন হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। তবে তালবিয়ার দিনের পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম এবং ইফরাদ হজ্বকারীর ন্যায় হজ্ব করবে। তবে তামাত্তু হজ্বকারী তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে রমল করবে অতঃপর সায়ী করবে। কেননা, তা হজ্বের জন্য প্রথম তাওয়াফ; কিন্তু মুফরিদ তার ব্যতিক্রম অর্থাৎ সে সায়ী করবে না। কেননা, মুফরিদ একবার সা'য়ী করে। যদি হজ্জে তামাত্তুকারী হজ্বের ইহরাম বেঁধে মিনার দিকে গমনের পূর্বে তাওয়াফ ও সায়ী করে নেয়, তবে তাওয়াফে যিয়ারতের সময় রমল করবে না এবং এরপর সায়ীও করবে না। কেননা, সে একবার রমল ও সা'য়ী করেছে।

আর সে পশু যবাই করবে। তার কুরবানি জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হবে না। আর যখন যবাই হতে অক্ষম হয়, তখন কিরান হজ্বের ন্যায় রোযা রাখবে। যখন তিন দিনের রোযা ইহরামের পরে জায়েয হবে; ইহরামের পূর্বে হবে না এবং বিলম্বে রোযা রাখা মুস্তাহাব। জেনে রেখ যে, তিন রোযার সময় হল,

www.pathagar.com

হজ্বের মাস, তবে সবব প্রতিষ্ঠিত হবার পর। আর সবব হলো ইহরাম। অনুরূপভাবে কিরানেও, তবে বিলম্ব করা উত্তম। তা এভাবে যে, পরস্পর তিনটি রোযা এভাবে রাখবে যে, তৃতীয় রোযা আরাফার দিন তথা জিলহজ্বের নবম তারিখে হবে। **আর যদি سَوْقٌ অর্থাৎ পশু পাঠানোর ইচ্ছা করে, যা উত্তম, তা হলো ইহরাম বেঁধে তার হাদীকে ধাওয়া করবে। তবে ধাওয়া করা টেনে নেওয়া হতে উত্তম। আর বুদনা অর্থাৎ পশুর গলায় মালা পরাবে। আর এটা ছালা ঝুলানো হতে উত্তম** অর্থাৎ ছালা ঝুলানো জায়েজ, তবে মালা পরানো তা হতে উত্তম। তা এ কথা বুঝায় না যে, ছালা ঝুলানো দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে। এজন্য যে, এ পরিচ্ছেদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে যে, হাদীসে ছালা পরানো দ্বারা ব্যক্তি মুহরিম হবে না ; বরং তালবিয়া বা এমন কোনো কাজ আবশ্যক যা তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত। আর তালবিয়ার স্থলাভিষিক্ত কাজ হলো মালা পরানো।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : بَيِّنْ طَرِيْقَةَ التَّمَتُّعِ مِنَ الْحَجِّ؟

প্রশ্ন : হজ্বে তামাত্তু এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : হজ্বে তামাত্তু আদায়ের পদ্ধতি দু'টি। প্রথমত কুরবানীর পশু বিহীন, দ্বিতীয়ত কুরবানীর পশু সহ। অর্থাৎ সে যদি ইচ্ছা করে, তবে ইহরামের সাথে হাদীও সঙ্গে হাঁকিয়ে আনবে তাই সর্বোত্তম ইহরাম। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. 'হজ্বাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্বের সময় হাদী সঙ্গে এনেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ وَهُوَ شَقُّ سَنَامِهَا مِنَ الْأَيْسَرِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ اَيِ الْاَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَاِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ طَعَنَ فِيْ جَانِبِ الْيَسَارِ قَصْدًا وَفِيْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ اِتِّفَاقًا وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ اِنَّمَا كَرِهَ هٰذَا الصُّنْعَ لِاَنَّهُ مُثْلَةٌ وَاِنَّمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يَمْتَنِعُوْنَ عَنْ تَعَرُّضِهٖ اِلَّا بِهٰذَا وَقِيْلَ اِنَّمَا كَرِهَ اِشْعَارَ اَهْلِ زَمَانِهٖ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِيْهِ حَتّٰى يَخَافَ مِنْهُ السِّرَايَةَ وَقِيْلَ اِنَّمَا كَرِهَ اِيْثَارَهُ عَلَى التَّقْلِيْدِ .

সহজ তরজমা

<u>আর اِشْعَار করা মাকরূহ اِشْعَار বলা হয়, উটের চুটের বাম পার্শ্বে ফেঁড়ে দেওয়া। তা-ই সঠিক পন্থার নিকবর্তী।</u> কেননা, মহানবী সা. ইচ্ছাকৃতভাবে উটের ঝুঁটির বাম পার্শ্ব ফেঁড়েছেন। আর ঝুঁটির ডান পার্শ্ব আকস্মিকভাবে ফেঁড়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. اِشْعَار কে এজন্য মাকরূহ মনে করছেন যে, তা এক প্রকার বিকৃতিকরণ। তবে মহানবী সা. اِشْعَار এজন্য করেছেন যে, এরূপ করা ব্যতীত মুশরিকগণ কুরবানির পশুর উপর আক্রমণ করা হতে বিরত হতো না। কতিপয় ফিকহবিদ বলেছেন, ইমাম সাহেব নিজের যুগের اِشْعَار কে মাকরূহ বলতেন কেননা তৎকালীন লোকেরা ইশআরের মধ্যে বাড়াবাড়ি করত। এমনকি ক্ষত ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা হত। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম সাহেব মালা পরানোর উপর اِشْعَار কে প্রাধান্য দেওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

قَوْلُهُ : وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ وَ هُوَ شَقُّ سَنَامِهَا الخ

اَلسُّؤَالُ : مَا مَعْنَى الْإِشْعَارِ وَ مَا حُكْمُهُ ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؟

প্রশ্ন : اِشْعَار এর অর্থ কি? এবং তার বিধান কি? এবং এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে কি মতভেদ?

উত্তর : اِشْعَار এর আভিধানিক অর্থ اِعْلَام তথা কোনো প্রাণীর রক্ত যবাই কিংবা অন্য কোনো নিয়মে প্রবাহিত করা। শরী'অতের পরিভাষায়, হাদীর জানোয়ার প্রমান করানোর জন্য উটের ঝুঁটির ডান বা বাম দিক হতে রক্ত প্রবাহিত করাকে اِشْعَار বলা হয়। ইহরামের সময় اِشْعَار এর প্রচলন ছিল, যেমন রাসূলুল্লাহ সা. যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধার সময় ইশআর করেন। আলেমদের ঐক্যমতে ইশআর মুস্তাহাব কারো কারো মতে সুন্নত। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর মতে ইশআর মাকরুহ। কেননা তাতে পশুর কষ্ট হয় এবং তা অঙ্গ বিকৃতিকরণের শামিল।

www.pathagar.com

وَاعْتَمَرَ وَلاَ يَتَحَلَّلُ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْعُمْرَةِ وَهٰذَا عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْيِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَوْقِ الْهَدْيِ يَتَحَلَّلُ مِنْ اِحْرَامِ الْعُمْرَةِ كَمَا مَرَّ **ثُمَّ اَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ** اَىْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ اَفْضَلُ **وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّ مِنْ اِحْرَامَيْهِ وَالْمَكِّيُّ يُفْرِدُ فَقَطْ** اَىْ لاَ قِرَانَ لَهُ وَلاَ تَمَتُّعَ **وَمَنِ اعْتَمَرَ بِلاَ سَوْقٍ ثُمَّ عَادَ اِلَى بَلَدِهِ فَقَدْ اَلَمَّ وَمَعَ سَوْقٍ تَمَتَّعَ** اِعْلَمْ اَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّرَفُّقُ بِاَدَاءِ النُّسُكَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَلُمَّ بِاَهْلِهِ اِلْمَامًا صَحِيْحًا بَيْنَهُمَا فَالَّذِىْ اعْتَمَرَ بِلاَ سَوْقِ الْهَدْيِ لَمَّا عَادَ اِلَى بَلَدِهِ صَحَّ اِلْمَامُهُ فَبَطَلَ تَمَتُّعُهُ فَقَوْلُهُ فَقَدْ اَلَمَّ ذِكْرُ الْمَلْزُوْمِ وَقَصْدُ اللاَّزِمِ وَهُوَ بُطْلاَنُ التَّمَتُّعِ اَمَّا اِذَا سَاقَ الْهَدْىَ لاَ يَكُوْنُ اِلْمَامُهُ صَحِيْحًا لِاَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لَهُ التَّحَلُّلُ فَيَكُوْنُ عَوْدُهُ وَاجِبًا فَلاَ يَكُوْنُ اِلْمَامُهُ صَحِيْحًا فَاِذَا عَادَ وَاَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَاِنْ طَافَ لَهَا اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةٍ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَاَتَمَّهَا فِيْهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَ وَلَوْ طَافَ اَرْبَعَةً هُنَا لاَ اَىْ لَوْ طَافَ اَرْبَعَةً قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ لاَ يَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا

সহজ তরজমা

আর উমরা করবে, উমরা হতে হালাল হবে না এ হুকুম হাদী ধাওয়া করার সময়। কিন্তু যখন হাদী ধাওয়াকরণ ব্যতীত তামাত্তু' হয়, তখন উমরার ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। **অতঃপর হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধবে যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে** অর্থাৎ তালবিয়ার দিন। তবে এর পূর্বে হালাল হওয়া উত্তম **আর কুরবানীর দিন মাথা মুণ্ডাবে এবং উভয় ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। মক্কাবাসীগণ শুধু ইফরাদ হজ্ব করবে** অর্থাৎ মক্কাবাসীদের জন্য কিরান ও তামাত্তু' কোনোটিই নেই। **আর যে ব্যক্তি হাদী ধাওয়া করা ব্যতীত উমরার ইহরাম বাঁধবে তারপর সে বাড়িতে ফিরে গেছে, সে অপরাধ করেছে। আর যদি হাদী ধাওয়াকরণের সাথে ইহরাম বাঁধে, তাহলে সে তামাত্তু' করল।** তুমি জেনে রেখ! তামাত্তু'-এর অর্থ হল– এক সফরে দুটি সহীহ নুসুক আদায় করার সাথে লাভবান হওয়া; এ শর্তের সাথে যে উভয় নুসুকের মধ্যে যেন পরিবারের সাথে প্রকৃত ইলমাম তথা সাক্ষাৎ না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরবানির পশু সঙ্গে না নিয়ে উমরার ইহরাম বাঁধল এবং যখন সে তার বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন তার ইলমাম সহীহ হল আর তার তামাত্তু' বাতিল হল। এখানে فَقَدْ اَلَمَّ উক্তিকে مَلْزُوْم হিসেবে উল্লেখ করে لاَزِم [বাতিল হওয়া] উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর লাযেম হল তামাত্তু' বাতিল হওয়া। কিন্তু যখন হাদী চালিয়ে ইহরাম বাঁধল, তখন ইলমাম সহীহ হবে না। কেননা, তার জন্য হালাল হওয়া জায়েয নেই। সুতরাং তার জন্য মক্কায় ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। অতএব তার ইলমাম সহীহ হবে না। তারপর যখন সে মক্কায় ফিরে গিয়ে হজ্বের ইহরাম বেঁধেছে, তখন সে তামাত্তু' হজ্বকারী হবে। অতঃপর যদি হজ্বের মাসের পূর্বে উমরার জন্য ৪ চক্করের কম তওয়াফ করল এবং হজ্বের মাসে তওয়াফকে পরিপূর্ণ করল এবং হজ্ব করল, তখন সে তামাত্তুকারী হল। আর যদি সেখানে ৪ চক্কর তওয়াফ করল, তখন সে তামাত্তু' হজ্বকারী হবে না। অর্থ্যাৎ যদি সে হজ্বের মাসের পূর্বে ৪ বার তওয়াফ করল, তখন সে তামাত্তু'কারী হবে না।

www.pathagar.com

كُوْفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِيْهَا اَىْ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ **وَسَكَنَ بِمَكَّةَ اَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ** لِاَنَّ السَّفَرَ الْاَوَّلَ لَمْ يَنْتَهِ بِرُجُوْعِهِ اِلَى بَصْرَةَ فَصَارَ كَاَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمِيْقَاتِ **وَلَوْ اَفْسَدَهَا وَرَجَعَ عَنِ الْبَصْرَةِ وَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا** لِاَنَّ حُكْمَ السَّفَرِ الْاَوَّلِ لَمَّا بَقِىَ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْبَصْرَةِ فَصَارَ كَاَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا تَمَتُّعَ لِلسَّاكِنِ بِمَكَّةَ **اِلَّا اِذَا اَلَمَّ بِاَهْلِهِ ثُمَّ اَتَى بِهِمَا** لِاَنَّهُ لَمَّا اَلَمَّ بِاَهْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَاَتَى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ كَانَ هٰذَا اِنْشَاءُ سَفَرٍ لِاِنْتِهَاءِ السَّفَرِ الْاَوَّلِ بِالْاِلْمَامِ فَاجْتَمَعَ نُسُكَانِ . فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ فَيَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا **وَاَىٌّ اَفْسَدَ اَتَمَّهُ بِلَا دَمٍ** اَىْ مَنِ اعْتَمَرَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَاَيُّهُمَا اَفْسَدَ مَضَى فِيْهِ لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ مِنْ عُهْدَةِ الْاِحْرَامِ اِلَّا بِالْاَفْعَالِ وَسَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ لِاَنَّهُ لَمْ يَتَرَفَّقْ بِاَدَاءِ النُّسُكَيْنِ الصَّحِيْحَيْنِ فِىْ سَفَرٍ وَاحِدٍ .

সহজ তরজমা

যেমন: জনৈক কুফাবাসী হজ্জের মাসসমূহের ইহরাম বাঁধল, এরপর উমরা করে হালাল হয়ে গেল, এরপর মক্কায় অথবা বসরায় গিয়ে অবস্থান করল এবং [সময় মত] **হজ্জ করল, তবে সে তামাত্তু'কারী হবে।** কারণ, বসরা গমন করার কারণে তার প্রথম সফর শেষ হয়নি সে যেন মীকাতের বাহিরে যায় নি **কিন্তু যদি উমরা ভঙ্গ করে** [বসরায় গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করে এবং] **আবার বসরা হতে আগমন করে উমরার কাযা করে এবং হজ্জ করে, তাহলে সে তামাত্তু'কারী হবে না।** কারণ, বসরা গমন করার কারণে যেহেতু তার প্রথম সফর বাতিল হয়নি, তবে সে যেন মক্কার বাইরে যায়নি, অথচ মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' নেই। **অবশ্য সে যদি পরিবারের সাথে ইলমাম করে এবং পরে উমরা ও হজ্জ করে,** [তবে তামাত্তু'কারী হবে]। কেননা, সে যখন তার পরিবারের সাথে ইলমাম করেছে এবং দেশ হতে মক্কার দিকে গমন করেছে এবং হজ্জ ও ওমরা করেছে,তখন তা তার জন্য নতুন সফর হল। কেননা, ইলমামের কারণে তার প্রথম সফর সমাপ্ত হয়েছে, এখন আবার এক সফরে দুই নুসুক জমা হয়েছে। অতএব, সে তামাত্তু'কারী বলে গণ্য হবে। **হজ্জ ও উমরার মধ্যে যেটাই বাতিল করবে, তাকে দমবিহীন পূর্ণ করবে।** অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের মাসে উমরা করল এবং সে বছরই হজ্জ করল, এ দুটি হতে যেটাই [কোনো কারণে] ভঙ্গ হয়, তার অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করে যাবে। কারণ, অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করা ব্যতিরেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তামাত্তু এর দম ওয়াজিব হবে না। কারণ, একই সফরে দুটি সহীহ নুসুক আদায় করে নি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحْ اِلْمَامَ صَحِيْحًا وَغَيْرَ صَحِيْحٍ؟

প্রশ্ন : اِلْمَام صَحِيْح এবং اِلْمَام غَيْر صَحِيْح এর বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : اِلْمَام صَحِيْح এর স্বরূপ : তামাত্তুকারী যদি কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে না দেয় এবং উমরা থেকে হালাল হয়ে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যায়, তবে এটাকে اِلْمَام صَحِيْح বলে এর দ্বারা তামাত্তু বাতিল হয় এবং উক্ত হজ্জ ইফরাদ হিসেবে গণ্য হয়।

اِلْمَام غَيْر صَحِيْح এর স্বরূপ : তামাত্তুকারী যদি উমরার সময় কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নেয় এবং উমরা শেষ করে পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হয়, তবে এটাকে اِلْمَام غَيْر صَحِيْح বলে। কারণ সে তখনও মুহরিম থাকে। এর দ্বারা তামাত্তু নষ্ট হয় না।

www.pathagar.com

بَابُ الْجِنَايَاتِ

إِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا أَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ أَوِ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ أَيِ اسْتَعْمَلَ الدُّهْنَ فِي عُضْوٍ ثُمَّ الْإِدْهَانُ إِنْ كَانَ بِزَيْتٍ خَالِصٍ أَوْ بِخَلٍّ خَالِصٍ يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) إِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي الشَّعْرِ يَجِبُ الدَّمُ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا الدُّهْنُ الْمُتَطَيِّبُ كَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَنَحْوِهِ فَيَجِبُ الدَّمُ اِتِّفَاقًا لِلتَّطَيُّبِ ـ

أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا أَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ مَحَاجِمَهُ أَوْ إِحْدَى إِبْطَيْهِ أَوْ عَانَتَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ جُنُبًا أَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا أَوْ أَفَاضَ عَنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ أَيْ تَرَكَ ثَلْثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ أَيْ إِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : [হজ্বের ব্যাপারে] নিষিদ্ধ কার্যাবলি

মুহরিম [ইহরামকারী] যদি পূর্ণ একটি অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় বা মাথায় খিযাব অথবা মেহেদি লাগায় অথবা যাইতুনের তেল লাগায় তথা পূর্ণ একটি অঙ্গে তেল মালিশ করে। আবার তেল যদি খাঁটি যাইতুনের অথবা খাঁটি তিলের হয়, তবে ইমাম অবূ হানীফা রহ.-এর মতে তেল যদি চুলে লাগানো হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে সদকা ওয়াজিব হবে এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে তেল যদি চুলে লাগানো হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য চুল ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে লাগালে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সুবাসযুক্ত বনফসজ ইত্যাদি ধরনের তেল লাগালে সুবাসের কারণে সকলের মতেই দম ওয়াজিব হবে।

অথবা সেলাই করা কাপড় পরিধান করে বা পূর্ণ একদিন মাথা ঢেকে রাখে, বা মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মুন্ডিয়ে, কিংবা শিঙ্গা লাগাবার জায়গা মুন্ডিয়ে, অথবা দু বগলের এক বগল মুন্ডিয়ে, বা নাভির নীচের পশম মুন্ডিয়ে, বা ঘাড়ের পশম মুন্ডিয়ে, বা একই স্থানে বসে দু হাতের নখ কেঁটে, কিংবা দু পায়ের নখ কেঁটে, অথবা এক হাত এবং এক পায়ের নখ কেটে, কিংবা [গোসল ওয়াজিব ছিল অথচ] গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায়ই তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর করল, অথবা অজুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করল, কিংবা ইমামের আগেই আরাফাহ হতে প্রস্থান করল, অথবা ফরয সাত তওয়াফের [তাওয়াফে যিয়ারতের] কিছু অংশ ছেড়ে দেয় অর্থাৎ তিন প্রদক্ষিণ বা

www.pathagar.com

তার কম তাওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দেয়, [তাহলে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে] আর যদি সে তিনের অধিক সংখ্যক তওয়াফ ছেড়ে দেয়, তাহলে সে ছেড়ে দেওয়া তওয়াফসমূহ পূর্ণ করা পর্যন্ত মুহরিম থেকে যাবে। অর্থ্যাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের ৪টি তওয়াফ কিংবা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ছেড়ে দেয়, তাহলে ছেড়ে দেওয়া তওয়াফ পূর্ণ করা পর্যন্ত সে মুহরিম থাকবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَابُ الْجِنَايَاتِ

قَوْلُهٗ : يَجِبُ الدَّمُ

اَلسُّؤَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : قَوْلُهٗ : يَجِبُ الدَّمُ : মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি يَجِبُ الدَّمُ পূর্ববর্তী ১টি শর্তের জাযা হয়েছে। শর্তের মধ্যে মুসান্নিফ রহ. ৩টি جِنَايَة এর কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে সংশ্লিষ্ট মুহরিমের উপর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১টি পশু যবাই করা ওয়াজিব হয়। জিনায়াত ৩টি হল–

১। মুহরিম যদি তার কোনো পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি লাগায়।

২। মেহেদি দ্বারা যদি মাথার চুল রঙ্গিন করে।

৩। খাটি যাইতুন বা খাঁটি তিলের তেল যদি পূর্ণ ১টি অঙ্গে ব্যবহার করে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, ঐ ব্যক্তির উপর ১টি পশু যবাই করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন, সদকা ও ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ রহ. ব্যাখ্যা মূলক মন্তব্য করে বলেন, তেল যদি সে তার চুলে ব্যবহার করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু চুল ছাড়া সে যদি অন্য যে কোনো অঙ্গে তৈল ব্যবহার করে। তাতে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। প্রকাশ থাকে যে, সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করলে সকলের ঐক্যমতে দম ওয়াজিব হবে। কারণ, সুগন্ধি ব্যবহারে যে দম ওয়াজিব হয়, এতে কারো দ্বিমত নেই।

প্রশ্ন : যাইতুন ও তিলের তেল ব্যবহার করার বিধান বর্ণনা কর।

উত্তর : যাইতুন ও তিলের তৈল ব্যবহার করার বিধান : কোনো মুহরিম যদি খাঁটি যায়তুনের তৈল বা খাঁটি তিলের তৈল ব্যবহার করে, তবে উভয়ের প্রকৃতিতেই সুগন্ধ রয়েছে বিধায় ইমাম সাহেবের মতে দম ওয়াজিব হবে। এজন্য এর সাথে বনফসজ ও গোলাপ মিশিয়ে সুবাসিত তেল তৈরী করা হয়। যদি যায়তুন ও তিলের সাথে অন্য সুগন্ধি নাও মিশানো হয়, তথাপি এগুলোতে এক প্রকার ঘ্রাণ থাকায় এদের ব্যবহারে মলিনতা দূর হয় এবং চুলের সজীবতা বাড়ে, অন্য কোনো তেলে এগুলো নেই।

সাহেবাইন রহ. এর মতে এ সকল জিনিস ব্যবহারে দম ওয়াজিব হয় না, বরং সদকা ওয়াজিব হয়। কেননা, এগুলো সুগন্ধি নয়, যদিও সুগন্ধির মৌলিক জিনিস হোক না কেন। ইমাম শাফেঈ রহ. এর মতে, এ তেল চুল ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গে লাগালে কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি জাতীয় তেল ব্যবহারে অবশ্যই দম ওয়াজিব হবে। যদিও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হোক না কেন। অনুরূপ ভাবে এগুলো চুলে লাগালেও দম ওয়াজিব হবে। কেননা, তা দ্বারা চুলের পরিচর্যা বাড়ে এবং মলিনতা দূরীভূত হয়।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : اَوْلَبِسَ مَخِيْطًا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে সেলাইকৃত জামা পরিধান করা এবং মাথা ঢেকে রাখার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কোনো মুহরিম তার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী সেলাই করা কাপড় পরিধান করে, তাহলে তার দম ওয়াজিব হবে। তবে আস্তিনে হাত না ঢুকিয়ে সেলাইকৃত জামা যদি কাঁধের উপর রাখে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিত তাও মাকরূহ। তেমনিভাবে যদি পূর্ণ একদিন বা একরাত বা অর্ধদিন বা অর্ধরাত্র মাথা ঢেকে রাখে, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর মাথা ঢাকা টুপি দ্বারা হোক বা অন্য কোনো সেলাই বিহীন কাপড় দ্বারা হোক একই হুকুম হবে। অর্থাৎ দম দেওয়া ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : উল্লেখ্য যে, একই মজলিসে যদি দু'হাত বা দু পায়ের নখ অথবা এক হাতের বা এক পায়ের নখ কর্তন করে, তবে দম ওয়াজিব হবে। আর উল্লিখিত নখ কর্তন করার মজলিস বিভিন্ন হলেও একই হুকুম হবে। তবে এক মজলিসে এক হাতের নখ কর্তন করার পর কাফফারা আদায় করে দেওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার, তা ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত। শায়খাইনের মতে হাত-পা চারটির নখ চার মজলিসে কাঁটলে, চারটি দম ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ أَوِ السَّعْيَ أَوِ الْوُقُوْفَ بِجَمْعٍ أَوِ الرَّمْيَ كُلَّهُ أَوْ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوِ الرَّمْيَ الْأَوَّلَ أَوْ أَكْثَرَهُ وَهُوَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ حَلَقَ فِيْ حِلٍّ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّ الْحَلْقَ إِخْتَصَّ بِمِنًى وَهُوَ مِنَ الْحَرَمِ لَا فِيْ مُعْتَمِرٍ رَجَعَ مِنْ حِلٍّ ثُمَّ قَصَّرَ أَيْ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ مِنَ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ وَقَصَّرَ لَاشَيْئَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا خُصَّ بِالْمُعْتَمِرِ لِأَنَّ الْحَاجَّ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ أَنْزَلَ أَوْلَا إِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ قَبَّلَ لَيْسَ مَعْطُوْفًا عَلٰى قَوْلِهِ ثُمَّ قَصَّرَ بَلْ هُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ أَوْ حَلَقَ فِيْ حِلٍّ ـ

সহজ তরজমা

অথবা তাওয়াফে সদর ছেড়ে দিল, বা তাওয়াফে সদরের চার চক্কর ছেড়ে দিল, বা সায়ী ছেড়ে দিল, বা মুযদালিফায় অবস্থান ছেড়ে দিল, বা পূর্ণ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা একদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, বা তার অধিকাংশ ছেড়ে দিল। আর জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপকে প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ বলে, যা কুরবানির দিন করা হয়। অথবা হিল–এর মধ্যে হজ্ব বা উমরার ইহরাম হতে হালাল হওয়ার জন্য হলক করল। কেননা, হলক মিনার সাথে নির্ধারিত, আর মিনা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। ঐ উমরাকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে না, যিনি হিল হতে ফিরে এসে হেরেমে চুল কাটিয়েছেন। অর্থাৎ যদি উমরাকারী উমরার কাজ হতে অবসর হয়ে হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেম হতে বের হয়। অতঃপর হিল হতে হেরেম ফিরে এসে হলক বা কসর করে, তখন তার উপর [দম বা সদকা] কিছুই ওয়াজিব হবে না। দম ওয়াজিব হওয়ার সাথে উমরাকারীকে এজন্য খাস করা হয়েছে যে, হাজী যদি হালাল হওয়ার পূর্বে হেরেম হতে বের হয়ে যায় এবং পরে হেরেমের দিকে ফিরে আসে, তখন তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অথবা [দম ওয়াজিব হবে] আসক্তির সাথে স্ত্রীকে চুম্বন করলে বা স্পর্শ করলে, বীর্যপাত হোক বা না হোক। জেনে রেখ যে, গ্রন্থকারের উক্তি أَوْقَبَّلَ তা ثُمَّ قَصَّرَ এর উপর আতফ হয়নি, বরং أَوْ حَلَقَ فِيْ حِلٍّ এর উপর আতফ হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে তওয়াফে সদর, সায়ী ও মুযদালিফায় অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়া এবং হিল অঞ্চলে হলক করার বিধান সংবলিত ৫টি জিনায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হল।

১। তাওয়াফে সদর ছেড়ে দেওয়া : তাওয়াফে সদরকে বিদা' বা বিদায়ী তওয়াফও বালা হয়। এ প্রকার তওয়াফ মক্কার বাইরের হাজীদের জন্য ওয়াজিব। কোনো হাজী যদি এ তওয়াফ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, কিংবা ৭ চক্করের

মাঝে ৪ চক্কর ত্যাগ করে, তবে তার উপর ১টি দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে যদি ৪ চক্করের কম যেমন– ৩ বা দু' এক চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। ফলে তার উপর কোনো দম ওয়াজিব হবে না।

২। **সা'য়ী ত্যাগ করা :** সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী জায়গায় ৭ বার দৌড়ানোকে সা'য়ী বলে। সা'য়ী করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি সায়ী ত্যাগ করে, তবে তার উপর ১টি দম ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ ২ কিংবা ৩ চক্কর ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে না। তবে এটা অনুচিত।

৩। **মুযদালিফায় অবস্থান ত্যাগ করা :** মুসান্নিফ রহ. اَلْوُقُوْفُ بِجَمْعٍ দ্বারা اَلْوُقُوْفُ بِمُزْدَلِفَه বুঝিয়েছেন। যেহেতু হাজীগন মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায جَمْع করে অর্থাৎ একত্রে এক আযানে আদায় করে, তাই মুযদালিফাকে جَمْع বলা হয়েছে। এটা করা ওয়াজিব। ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে।

৪। **কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়া :** হাজীদের জন্য ১০জিলহজ্ব জামরায়ে আকাবায় ৭ ও ১১ তারিখে ৩ জামরায় ৭টি করে ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন – (ক) সম্পূর্ণ রুপে ত্যাগ করা। (খ) যে কোনো একদিনের কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করা। (গ) প্রথম দিন তথা ১০ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ ত্যাগ করা। তবে 'হিদায়া' প্রণেতার মতে ১০ তারিখের পরে যদি কেউ জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ ত্যাগ করে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কারণ, ২১ টির মধ্যে কেবল ৭টি ত্যাগ করেছে। কাজেই তার উপর সদকা আবশ্যক হবে। কিন্তু প্রথম দিন যেহুতু ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, তাই এদিন ৩টির বেশি ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

৫। **হিল অঞ্চলে হলক করা :** প্রকাশ থাকে যে, হেরেম এর সীমানার বাহিরের সংলগ্ন এলাকাকে হিল বলা হয়। এখানে হিল অঞ্চল বলে মূলত 'হেরেম শরীফের বাহিরের অঞ্চল বুঝানো উদ্দেশ্য। উমরাকারী হোক কিংবা হজ্ব পালনকারী, নিয়ম হলো হেরেমের অভ্যন্তরে 'মিনা নামক স্থানে হলক তথা মাথার চুল কামানো, এখন তাদের কেউ যদি এর মধ্যে হলক বা কসর করে, তবে তার উপর ১টি দম ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

اَوْ اَخَّرَ الْحَلْقَ اَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ اَيَّامِ النَّحْرِ اَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلٰى اٰخَرَ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ اَوْ نَحَرَ الْقَارِنُ قَبْلَ الرَّمْيِ اَوِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَعَلَيْهِ دَمٌ هٰذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُهُ اِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا

فَيَجِبُ دَمَانِ عَلٰى قَارِنٍ اِنْ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ دَمٌ لِلْحَلْقِ قَبْلَ اَوَانِهِ وَدَمٌ لِتَاخِيْرِ الذَّبْحِ عَنِ الْحَلْقِ وَعِنْدَهُمَا دَمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْاَوَّلُ فَقَطُ وَاِنْ تَطَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ اَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ اَوْ لَبِسَ مَخِيْطًا اَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ اَوْ حَلَقَ اَقَلَّ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهِ اَوْ قَصَّ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَظْفَارٍ اَوْ خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً اَوْ طَافَ لِلْقُدُوْمِ اَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا اَوْ تَرَكَ ثَلٰثَةً مِنْ سَبْعِ الصَّدْرِ اَوْ اِحْدٰى جِمَارِ الثَّلٰثِ وَهِيَ مَا يَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ اَوْ مَا يَلِيْهِ اَوِ الْعَقَبَةَ فِيْ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ اَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ـ

সহজ তরজমা

অথবা হলক বা তাওয়াফে যিয়ারতকে কুরবানির দিন হতে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা এক নুসুককে অন্য নুসুকের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন– কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে হলক করা, কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কিরান অথবা তামাত্তু' হজ্বকারীর কুরবানি করা, অথবা যবাইয়ের পূর্বে হলক করা ইত্যাদি অবস্থায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তা جَوَاب شَرْط আর শর্ত হল তাঁর উক্তি اِنْ تَطَيَّبَ مُحْرِمٌ عُضْوًا

অতঃপর কিরান হজ্বকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে, যদি সে জানোয়ার যবাই করার পূর্বে হলক করে। একটি দম সময়ের পূর্বে হলক করানোর কারণে, আর দ্বিতীয় দম যবাইকে হলক হতে পিছিয়ে দেওয়ার কারণে। আর সাহেবাইনের নিকট শুধু দম ওয়াজিব হবে, তা প্রথম দম। আর যদি এক অঙ্গ হতে কমের মধ্যে সুগন্ধি লাগানো হয়, বা একদিনের কম মাথা ঢেকে রাখল, বা একদিনের কম সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করল, বা মাথার এক-চতুর্থাংশের কম হলক করল, অথবা পাঁচ নখের কম কাঁটল, অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে পাঁচ নখ কাটল, অথবা অজুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদুম বা তাওয়াফে সদর করল, অথবা তাওয়াফে সদরের সাত চক্করের তিন চক্কর ছেড়ে দিল, অথবা তিন জামরার এক জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, যা মসজিদে খাইফের নিকটবর্তী বা তার নিকটবর্তী, অথবা কুরবানির দিনের পর কোনো দিন জামরায়ে আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দিল, অথবা অন্য কারো মাথা মুন্ডাল, তাহলে এ সকল অবস্থায় অর্ধ সা' গম সদকা করবে।

www.pathagar.com

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ دَمٌ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ

প্রশ্ন : ওলামাদের মতভেদ সহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সকল جِنَايَة এর হুকুম প্রসঙ্গে :

অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম হতে এ পর্যন্ত যত প্রকারের জিনায়াতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, মুহরিম অবস্থায় যদি সর্বপ্রকার জিনায়াতের যে কোনো একটি অপরাধ করে, তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তাকে ক্ষতি পূরণের জন্য ১টি বকরী বা দুম্বা যবাই করতে হবে। তবে একটি বকরী বা দুম্বা কুরবানীর মোকাবিলায় একটি উটের এক সপ্তমাংশ দেওয়া জায়েয কি না? এ ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্র বিশারদগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তা বৈধ। اَللُّبَاب গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে جِنَايَة ইচ্ছাকৃত করুক অথবা ভুল বশত করুক, প্রথমবার করুক বা দ্বিতীয়বার করুক, স্মরণ থাকা অবস্থায় করুক বা স্মরণ না থাকা অবস্থায় করুক, জেনে করুর অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় করুক বেঁহুশ অবস্থায় করুক অথবা হুঁশে করুক, অভাব অবস্থায় করুক অথবা সচ্ছল অবস্থ্য় করুক, নিজে করুক অথবা নির্দেশে অন্য কেউ করুক, এ সকল অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। جِنَايَة প্রকাশিত হলেই دَم ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَعِنْدَهُمَا دَمٌ وَاحِدٌ الخ

اَلسُّوَالُ : فَصِّلِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে হজ্বের নুসুক পূর্বপার করার বিধানের ব্যাপারে মতানৈত্য বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সাহেবাইনের মতে শুধু تَقْدِيْم তথা পূর্বে নেওয়ার উপর দম ওয়াজিব হবে। হিদায়ার মুসান্নিফ এবং তার অনুসারীগণ ও এ অর্থ করেছেন। কিন্তু এ অর্থটি ঠিক নয়, বরং সহীহ ভাবার্থ এই যে, ইমাম সাহেবের নিকট পূর্বাপর করার মধ্যে ও শুধু ১টি দম ওয়াজিব হবে, আর দ্বিতীয় দম কিরান বা তামাত্তু হজ্বের কারণে পূর্বেই ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই উভয়টি جِنَايَة এর দম নয়, বরং ১টি দম جِنَايَة এর আর ১টি দম শোকরের। আর সাহেবাইনের মতে যেহেতু কোনো কিছুর পূর্বাপর হওয়ার কারণে ইবাদত ওয়াজিব হয় না। এজন্য তাদের নিকট শুধু একটি দম অর্থাৎ কিরান হজ্বের দম অথবা শোকরের দম দায়িত্বে আসবে।

قَوْلُهُ : وَاِنْ تَطَيَّبَ اَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে মুসান্নিফ রহ. এমন সব জিনায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন যার কোনটিতে জড়িয়ে পড়লে মুহরিমকে অর্ধ সা অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম বা তার সম মূল্যের অর্থ সদকা করা আবশ্যক হবে। তবে দম ওয়াজিব হবে না। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, হজ্বের কোনো ওয়াজিব কাজ যদি ছুটে যায় তবেই কেবল দম ওয়াজিব হয়, আর সুন্নত কাজ ছুটে গেলে কিংবা ওয়াজিব কাজ ত্রুটি পূর্ণ ভাবে আদায় করলে সদকা ওয়াজিব হয়। বলাই বাহুল্য, এরুপ মাসআলায় কোনো কোনো ইমামের দ্বিমত থাকতেই পারে।

www.pathagar.com

১। কোনো অঙ্গের তুলনা মূলক কম জায়গা জুড়ে সুগন্ধি লাগাবে। যেমন– কেউ হাতের তালুতে একটু সুগন্ধি লাগাল। হাত বলতে আমরা আঙ্গুলি থেকে কনুই পর্যন্ত আবশ্যক বুঝি। এটা একটি অঙ্গ। আর তালু এর এক চতুর্থাংশের সমান। এমতাবস্থায় তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে।

২। ১ দিনের চেয়ে কম সময় ধরে মাথা ঢেকে রাখলে কিংবা সেলাই করা কাপড় পরে থাকলে সদকা ওয়াজিব হবে। যেমন – কেউ ৪ঘন্টা মাথা ঢেকে রাখল, কিংবা এ পরিমাণ সময় সেলাইকৃত কাপড় পরে থাকল।

৩। মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মুণ্ডালে সদকা ওয়াজিব হবে।

৫। ৫ আঙ্গুলের চেয়ে কম তথা ১,২,৩ কিংবা ৪ আঙ্গুলের নখ কাঁটলে সদকা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে কেউ যদি ভিন্ন হাত পায়ের বিক্ষিপ্ত ৫ আঙ্গুলের নখ কাঁটে। যেমন– কেউ ডান হাতের ২টি, বাম হাতের ১টি ও দু'পা থেকে ১টি করে মোট ৫টি নখ কাটল, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। বিক্ষিপ্তভাবে যদি ৫টির নখ কাটে, তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

৬। কোন মুহরিম অজুবিহীন তওয়াফে কুদুম কিংবা তওয়াফে সদর করলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে অজুসহই তওয়াফ করল, তবে তওয়াফে সদর এর ৭ চক্করের মাঝে ৩টি বা তিনের কম তওয়াফ ছেড়ে দিলে তার উপরও সদকা ওয়াজিব হবে।

৭। কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য ৩টি জামারাহ রয়েছে। ১টি মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে, আরেকটি এরই সংলগ্ন, অন্যটি দ্বিতীয়টির পরবর্তীতে অবস্থিত, যাকে জামারায়ে আকাবাহ, বলে। ১০ তরিখে কেবল জামরায়ে আকাবায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। কাজেই ১০ তারিখের পূর্ণ রমী ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু ১১ কিংবা ১২ তারিখে কেউ যদি যে কোনো ১টি জামরায় রমী ত্যাগ করে, তবে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। কারণ, ১০ তারিখের পরে প্রতি দিন ৩ জামরায় ৭টি করে মোট ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়, এর মাঝে কোনো এক জামরায় ৭টি কঙ্কর ত্যাগ করলেও অর্ধেকের বেশী আদায় হয়, যার দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয়ে যায়। ওয়াজিব যেহেতু নষ্ট হয়না, তাই দম ওয়াজিব হবে না।

৭। কোনো মুহরিম অন্য কারো মাথার চুল মুণ্ডিয়ে দিলে তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। চাই মুণ্ডিত ব্যক্তি মুহরিম হোক বা গাইরে মুহরিম হোক।

www.pathagar.com

وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ اَىْ تَطَيَّبَ عُضْوًا أَوْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهٖ ذَبَحَ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلٰثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ صَامَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَ وَطِئَهٗ وَلَوْ نَاسِيًا قَبْلَ وُقُوْفِ فَرْضٍ يُفْسِدُ حَجَّهٗ وَيَمْضِىْ وَيَذْبَحُ وَيَقْضِىْ وَلَمْ يَفْتَرِقَا اَىْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا فِىْ قَضَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ وَعِنْدَ مَالِكٍ (رح) يُفَارِقُهَا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا وَعِنْدَ زُفَرٍ (رحـ) إِذَا أَحْرَمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) إِذَا بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِىْ وَاقَعَهَا فِيْهِ ـ

সহজ তরজমা

যদি কোনো ওযরের কারণে দেহের এক পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় অথবা মাথার এক-চতুর্থাংশ মুন্ডায়, তাহলে যবাই করবে অথবা তিন সা' খাদ্য ছয় মিসকিনের মধ্যে সদকা করবে, অথবা তিনদিন রোযা রাখবে। আর আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করা হজ্বকে নষ্ট করে দেবে, যদিও ভুলবশত সহবাস করুক না কেন। এমতাবস্থায় হজ্বের কাজ পালন করে যাবে এবং যবাই করবে। আর পরে হজ্বের কাযা করবে এবং কাযার সময় উভয়ে পৃথক হবে না। অর্থাৎ তার উপর নষ্ট হওয়া হজ্বের কাযা করার স্বীয় স্ত্রী হতে পৃথক থাকা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক রহ.–এর মতে, যখন স্বামী-স্ত্রী হজ্বের কাযা করার জন্য ঘর হতে বের হবে, তখন স্বামী স্ত্রী হতে পৃথক থাকবে। ইমাম যুফার রহ.–এর মতে, যখন স্বামী-স্ত্রী হজ্বের কাযার জন্য ইহরাম বাঁধে, তখন তারা পৃথক হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে ঐ স্থানে পৌঁছে স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে যেখানে পূর্বে [গতবার] স্ত্রীসহবাস করেছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ وَحَلَقَ بِعُذْرٍ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : উক্ত ইবারতে বিশেষ কোনো ওজরের কারণে সুগন্ধি ব্যাবহার ও মাথা মুণ্ডানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যদি বিশষ কোনো ওজরের কারণে পূর্ণ এক অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় অথবা মাথার এক চতুর্থাংশ মুণ্ডায়, যেমন– মাথায় বেশি উকুন হলে বা মাথাব্যাথা করলে বা জখম হলে বা ফোঁড়া হলে অথবা জ্বর হলে অর্থাৎ কোনো মুহরিম যদি এমন ধরনের কোনো ওজর বশত সুগন্ধি লাগায় বা মাথা মুণ্ডায়, তবে এর ক্ষতি পূরণ হিসেবে তিনটি কাজের যে কোনো ১টি কাজ করতেই হবে। যেমন– একটি জন্তু যবাই করতে হবে বা তিন সা. অর্থাৎ দশ সের গমের খাদ্য ছয়জন মিসকিনের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, অথবা তিনটি রোযা রাখবে। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِنْ رَأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

www.pathagar.com

অর্থাৎ "হাদী যথাস্থানে পৌছার পূর্বে তোমরা হলক করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা তার মাথায় কোনো অসুবিধা আছে (যাতে সে সুগন্ধি লাগায় বা মাথা মুণ্ডায়) তখন সে ফিদিয়া হিসেবে রোযা রাখবে, অথবা সদকা করবে, অথবা কুরবানী করবে। এ আয়াত হযরত কা'ব ইবনে আজরা রাযি. এর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তার মাথায় অধিক পরিমাণে উকুন হল, এবং তার কষ্ট হচ্ছিল। এটি হুদায়বিয়ার বছরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে মাথা হলক করার অনুমতি দিলেন এবং তাকে এখতিয়ার দিলেন যে, চাইলে তিনি একটি বকরি যবাই করেন বা ছয়জন মিককিনকে খাবার দেবেন। প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধসা হবে। অথবা তিনি তিনটি রোযা রাখবেন। সিহাহ্ সিত্তাহ প্রণেতাগণ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে যদি কেউ ওজর ব্যতিত ইচ্ছাকৃত কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তবে খাবার দেওয়া বা রোযা রাখা ওয়াজিব হবে না। বরং তার উপর দম অথবা সদকা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ : وَلَمْ يَفْتَرِقَا الخ

اَلسُّوَالُ : عَنْ اَيِّ سُوَالٍ اَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟ عَلَيْكَ اِيْرَادُ السُّوَالِ اَوَّلاً ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. এই ইবারত দ্বারা কি উত্তর দিয়েছেন? এবং প্রশ্নটি কি?

উত্তর : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, পূর্বের বছর স্বামী-স্ত্রী সহবাস করার কারণে যে হজ্বকে নষ্ট করে দিয়েছে, এ বছর তা কাযার সময় স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকা কর্তব্য, যাতে তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী সহবাসের ঘটনা পূণরায় না ঘটে?

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তাদের পরস্পরে পৃথক হতে হবেনা, এজন্য যে, পূর্বের বছর তাদের হজ্ব নষ্ট হওয়ার কারণে তারা এমনিতেই সতর্ক থাকবে। ইমাম মালেক রহ. এর মতে যখন তারা হজ্বের জন্য ঘর হতে বের হয় তখন হতে পৃথক থাকা আবশ্যক বলে ব্যক্ত করেন। ইমাম যুফার রহ. ও স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাদের ইহরামের সময় পৃথক হওয়া আবশ্যক তার পূর্বে নয়। ইমাম শাফেঈ রহ. এর অভিমত এই যে, তারা পূর্বের বছর যে স্থানে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল, সে স্থানে পৌছে উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে, তার পূর্বে নয়। কিন্তু তা ইমাম শাফেঈ রহ. এর পূর্ব অভিমত। পরে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

وَبَعْدَ وُقُوفِهِ لَمْ يُفْسِدْ وَتَجِبُ بُدْنَةٌ وَبَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ ، وَفِىْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ اَرْبَعَةُ اَشْوَاطٍ مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضٰى وَذَبَحَ وَقَضٰى وَبَعْدَ اَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ تُفْسِدْ اَىْ وَطْئُهُ فِىْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ مُفْسِدٌ لِلْعُمْرَةِ فَيَجِبُ الْمَضْىُ فِيْهَا وَالذَّبْحُ وَالْقَضَاءُ وَبَعْدَ اَرْبَعَةِ اَشْوَاطٍ يَجِبُ بِهِ الذَّبْحُ وَلَا تُفْسِدُ بِهِ الْعُمْرَةُ فَاِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا اَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ بَدْءًا اَوْعَوْدًا اَىْ سَوَاءٌ كَانَ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَوْ لَا سَهْوًا اَوْ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَوْ سَبُعًا اَىْ وَلَوْ كَانَ الصَّيْدُ سَبُعًا اَوْ مُسْتَانِسًا اَوْ حَمَامٌ مُسَرْوَلًا اَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ اِلَى اَكْلِهِ وَجَزَاؤُهُ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ فِىْ مَقْتَلِهِ اَوْ اَقْرَبِ مَكَانٍ مِنْهُ اَىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ فِىْ مَقْتَلِهِ يُقَوَّمُ فِىْ اَقْرَبِ مَكَانٍ مِنْ مَقْتَلِهِ تَكُوْنُ لَهُ فِيْهِ قِيْمَةٌ ـ

সহজ তরজমা

আর আরাফায় অবস্থানের পরে সহবাস করলে হজ্ব নষ্ট হবে না, কিন্তু উট কুরবানি ওয়াজিব হবে। হলকের পর তাওয়াফে সদরের পূর্বে সহবাস করলে বকরি ওয়াজিব হবে। উমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফ করার পূর্বে সহবাস করলে উমরা ফাসেদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি উমরার অবশিষ্ট কাজ পালন করবে এবং যবাই করবে, পরবর্তী বছর উমরার কাযা করবে। আর উমরার তওয়াফের চার চক্করের পরে সহবাস করার দ্বারা উমরা বিনষ্ট হবে না। অর্থাৎ উমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফের চার চক্করের পরে সহবাস করার দ্বারা উমরা বিনষ্ট হবে না। অর্থ্যাৎ উমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করলে তা উমরাকে বিনষ্ট করে দেবে। অতঃপর উমরার বাকি কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং যবাই করা ও পরে কাযা করা ওয়াজিব হবে। আর চার চক্কর তওয়াফের পরে সহবাস করলে যবাই ওয়াজিব হবে, তবে উমরা বিনষ্ট হবে না। অতঃপর মুহরিম যদি শিকারকে মেরে ফেলে অথবা শিকারিকে শিকারের সন্ধান অবগত করিয়ে দেয়; চাই তা প্রথমবার হোক বা দ্বিতীয়বার হোক, ভুলবশত হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, সর্বাবস্থায় তার প্রতিকার ওয়াজিব হবে। যদিও শিকার বন্য হোক বা গৃহপালিত হোক বা পায়ে পালকবিশিষ্ট কবুতর হোক অথবা মুহরিম তা খাওয়ার ব্যাপারে বাধ্য হোক, তাহলে তার বিনিময় তা হবে, যা দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তার যবাইকৃত স্থানে বা তার নিকটবর্তী স্থানের মূল্য নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ তার যবাই করার স্থানে যদি তার মূল্য না থাকে, তাহলে তার নিকটবর্তী এমন স্থানের মূল্য নির্ধারন হবে যেখানে তার মূল্য আছে।

www.pathagar.com

لَكِنْ فِى السَّبُعِ لَا يَزِيْدُ عَلٰى شَاةٍ ثُمَّ لَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ بِهٖ هَدْيًا وَيَذْبَحُهُ بِمَكَّةَ اَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ عَلٰى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لَا اَقَلَّ مِنْهُ اَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِيْنٍ يَوْمًا وَاِنْ فَضُلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِيْنٍ تَصَدَّقَ بِهٖ اَوْ صَامَ يَوْمًا هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِىِّ (رحـ) فَاِنْ كَانَ لِلصَّيْدِ مِثْلٌ صُوْرَةً يَجِبُ ذٰلِكَ

সহজ তরজমা

কিন্তু বন্য হিংস্র পশুর جزاء একটি বকরির দামের অধিক ধরা হবে না। অতঃপর মুহরিমের এখতিয়ার রয়েছে যে, এর দামে একটি হাদী ক্রয় করে তাকে মক্কা শরীফে যবাই করবে। অথবা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মিসকিনের মধ্যে এভাবে সাদকা করবে যে, প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা' করে দেবে, অথবা পূর্ণ এক সা' খেজুর বা যব সদকা করবে, তার কম যেন না হয়। অথবা প্রত্যেক মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখবে। আর যদি খাদ্যদ্রব্যের কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সদকা করে দেবে বা একদিন রোযা রাখবে। এটা শায়খাইনের অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী রহ.-এর মতে যদি শিকারের আকৃতিগত তুল্য থাকে, তাহলে তা ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : ثُمَّ لَهُ اَنْ يَشْتَرِىَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনা সহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : দু'জন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণের পর তাদের দায়িত্ব শেষ। এবার মুহরিম নিজে জাযা আদায় করবে। এক্ষেত্রে কতগুলো বিকল্প কার্য সম্পাদন করে জাযা অধিকার তার থাকবে। যেমন–

১। স্থিরকৃত মূল্যের বিনিময়ে মুহরিম কুরবানির পশু ক্রয় করে মক্কায় গিয়ে তা যবাই করবে।

২। অথবা, বিকল্প হিসেবে সেই মূল্য মানের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে। যেমন– গম, খেজুর, যব ইত্যাদি। এসব খরিদ করে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তির মাঝে নিম্ন বর্ণিত পরিমাণে দান করে দেবে। গম হলে মাথা পিছু পৌনে ২সের খেজুর বা যব হলে সাড়ে ৩ সের। নতুবা সম–পরিমাণ টাকা প্রদান করবে।

৩। কিংবা বিকল্প হিসেবে রোযা রাখবে। আর রোযা রাখার নিয়ম হল, একজন মিসকিনকে প্রদেয় খাদ্যের বিপরীতে একটি করে রোযা রাখবে। যেমন– শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য দ্বারা ৮সের গম কেনা যায়। বিধি মোতাবেক প্রত্যেক মিসকিনকে পৌনে ২সের করে দিলে চার জনকে ৭সের দেওয়ার পর আরো ১ সের উদ্বৃত্ত থেকে যায়। কাজেই মুহরিম যদি রোযা রাখতে চায়, তবে তাকে ৫টি রোযা রাখতে হবে। ৪জন মিসকিনের খাদ্যের বিপরীতে ৪টি আর উদ্বৃত ১ সেরের জন্য ১টি। উল্লেখ্য উদ্বৃত্ত খাদ্য যদি সে দান করে দেয়, তাহলে সে ১টি রোযা থেকে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ সে ৪টি রোযা রাখবে।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ : মুহরিম কর্তৃক শিকারকৃত প্রাণীর জাযা (বদলা) প্রদানের যে পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হল এর প্রবক্তা হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, মুহরিম কর্তৃক বধকৃত প্রাণীর সমআকৃতির প্রাণী পাওয়া গেলে ঐ তুল্য প্রাণী জাযা হিসেবে প্রদান করতে হবে, নতুবা জাযা আদায় হবে না। যেমন– কেউ হরিণ শিকার করল তার কর্তব্য হবে জাযা হিসেবে গরু কুরবানী করা। সে যদি হরিণের মূল্য বা সম মূল্যের খাদ্য সদকা করে দেয়, তাদের মতে তা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ : وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগনের মতভেদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَاَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الخ : এখানে যন্তু শিকারের বিনিময় প্রদানের ব্যাপারে ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনা করা হয়েছে–

১। শিকারী মুহরিম হলে শিকারের যে মূল্য ওয়াজিব হবে, যা শিকারের স্থানে ছিল। এটাই শায়খাইনের অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ রহ. এর মতে, শিকারের আকৃতির সমান প্রতিদান দিতে হবে, হুবহু তার দাম দেওয়া অত্যাবশ্যক নয়।

২। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে মুহরিমকে এখতিয়ার দিতে হবে যে, সে কুরবানীর পশু ক্রয় করার বা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবার সামর্থ থাকলেও রোযা রাখতে পারে। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. কসমের কাফফারার উপর কিয়াস করে আর্থিক সামর্থ থাকলে রোযা রাখা জায়েয হবে না বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

৩। খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিকারের মূল্য হতে কম না হয়। তবে ইমাম শাফেঈ রহ. এর মতে এর সমান অন্য কোনো পশু যা সচরাচর পাওয়া যায় তার মূল্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪। রোযা রাখলে প্রতি মিসকিনের খাবার তথা অর্ধ'সা এর জন্য ১টি রোযা রাখবে। ইমাম শাফেঈ রহ. এর মতে, প্রতি মুদের জন্য এক একটি রোযা রাখবে। প্রতি মুদ আটষট্টি তোলা এবং প্রতি সা' এ একশত পঁয়ত্রিশ তোলা। ইরাকিদের মতে দু' রতলে এক মুদ হয়, আর হেজাযীদের মতে ১,৭৫ রতলে এক মুদ হয়।

৫। দুজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি নিহত জানোয়ারের দাম স্থির করবে। তখন মুহরিমকে এখতিয়ার দেওয়া হবে যে, সে স্থিরকৃত দামে কুরবানীর পশু ক্রয় করে যবাই করবে, অথবা তার দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনকে খাওয়াবে, অথবা রোযা রাখবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক যখন মূল্য স্থির করবে তখন তাই আদায় করা বাঞ্চনীয় হবে।

www.pathagar.com

فَفِى الظَّبْيِ وَالضَّبُعِ شَاةٌ وَفِى الْاَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِى الْيَرْبُوْعِ جَفْرَةٌ وَفِى النَّعَامَةِ بُدْنَةٌ وَفِى الْحِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَفِى الْحَمَامِ شَاةٌ وَالْمُتَمَسَّكُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالٰى ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ فَمُحَمَّدٌ (رحـ) وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يَحْمِلَانِ الْمِثْلَ عَلَى الْمِثْلِ صُوْرَةً بِدَلِيْلِ تَفْسِيْرِ الْمِثْلِ بِالنَّعَمِ

সহজ তরজমা

অতএব হরিণ ও গুই সাপের শিকারের জন্য একটি বকরি, খরগোশের জন্য এক বছর বয়সের একটি বকরির বাচ্চা, বন্য ইঁদুরের জন্য চার মাসের বকরির বাচ্চা, উটপাখির জন্য একটি উট, বন্য গাধার জন্য একটি গরু, কবুতরের জন্য একটি বকরি। এ প্রসঙ্গে দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ..... لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ الخ অর্থ্যাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ [কোনো মুহরিম] ইচ্ছাকৃতভাবে শিকারকে হত্যা করে, তবে এর বদলা হল, যে জন্তু হত্যা করেছে তার সদৃশ একটি জীব। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোক তা স্থির করবে। এ সদৃশ প্রাণী কুরবানির পশুস্বরূপ মক্কায় পাঠাবে বা তার কাফ্‌ফারাস্বরূপ মিসকিনদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে বা তার পরিবর্তে রোযা রাখবে: যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করে। এখানে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী রহ. 'মিছাল' শব্দকে আকৃতিগত মিছাল-এর উপর প্রয়োগ করেছেন। কেননা, কুরআন মাজীদে مِثْل এর তাফসীর نَعَم দ্বারা করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَفِى الظَّبْيِ الخ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুসান্নিফ রহ. এখানে শিকারকৃত কোনো প্রকার প্রাণীর বিপরীতে কোনো প্রাণী জাযা বা বদলা হিসেবে প্রদান করতে হবে তার ১টি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছেন। যেমন–

১। হরিণ কিংবা দ্বব (গুইসাপ) এর জাযা হবে ১টি বকরি।

২। খরগোশের জাযা হবে, একটি এক বছর বয়সী বকরির বাচ্চা।

৩। ইঁদুরের জাযা হবে একটি ৪মাস বয়সী বকরীর বাচ্চা।

৪। উটপাখির জাযা হবে একটি উট।

৫। বন্য গাধার জাযা হবে একটি গরু।

৬। একটি কবুতরের জাযা হবে একটি বকরী।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতানুসারে মুহরিম ব্যক্তি বর্ণিত পন্থায় শিকারের জাযা বা বদলা আদায় করবে। এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করলে যথেষ্ট হবে না।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : يَحْمِلَانِ الْمِثْلَ عَلَى الْمِثْلِ صُوْرَةً الخ

اَلسُّوَالُ : مَا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ؟

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ রহ. এর কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : এখানে মুসান্নিফ রহ. সূরা আনআমে- فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ আয়াতের مِثْلُ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেঈ রহ. এর তাফসীর উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে مِثْلُ দ্বারা অনুরূপ আকৃতির প্রাণী উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ضَبُعٌ (এক প্রকার বন্য প্রাণী) এর জাযা হিসেবে একটি ভেড়া, হরিনের জাযা হিসেবে একটি বকরি, খরগোশের জাযা হিসেবে একটি এক বছরের কিছু কম বয়সী বকরি এবং ইঁদুরের জাযা হিসেবে ৪ মাস বয়সী একটি বকরির বাচ্চা দিয়েছেন। হযরত উমর ও হযরত ওসমান রাযি. এর বরাত দিয়ে ইমাম মালেক রহ. তার মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, তাঁরা উট পাখির বদলে একটি উট দেওয়ার কথা বলতেন, একটি ضَبُعٌ এর বদলে ভেড়া দেওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এ মর্মে হযরত জাবের রাযি. এর বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন দাড়ায় একেকটি শিকারের বিপরীতে এক এক রকম প্রাণী নির্ধারিনের ভিত্তিটা কি? আকৃতিগত مِثْلُ থাকার কারণে? না মূল্যের দিক থেকে অনুরূপ হওয়ার কারণে?

উত্তর : এর উত্তরে ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেঈ রহ. বলেন, এটা করা হয়েছে مِثْلُ صُوْرَةً তথা আকৃতিগত ভাবে অনুরূপ হওয়ার কারণে। কিন্তু ইমাম আযম রহ. বলেন, শিকারকৃত প্রাণীর মূল্যের বিনিময়ে যদি এরূপ সম আকৃতির পশু ক্রয় করা যায়, তাহলে তাদের দাবি মানতে কোনো বাঁধা নেই। কিন্তু দাম কাছাকাছি না হলে তাদের মত গ্রহণ যোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَلْمِثْلُ فِى الضَّمَانَاتِ لَمْ يُعْهَدْ فِى الشَّرْعِ اِلاَّ وَاَنْ يُرَادَ بِهِ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَمَعْنًى فِى الْمِثْلِيَّاتِ اَوْ مَعْنًى وَهُوَ الْقِيْمَةُ فِىْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ اَمَّا الْبَقَرَةُ فَلَمْ تُعْهَدْ مِثْلُ حِمَارِ الْوَحْشِ وَكَذَا الْبُدْنَةُ لِلنَّعَامَةِ وَكَذَا الْبَوَاقِىْ فَقَوْلُهُ مِنَ النَّعَمِ اَىْ كَائِنٍ مِنَ النَّعَمِ فَالْمَعْنٰى اَنَّ الْوَاجِبَ جَزَاءٌ مُمَاثِلٌ لِمَا قَتَلَهُ وَهُوَ الْقِيْمَةُ كَائِنٌ مِنَ النَّعَمِ بِاَنْ يَشْتَرِىْ بِتِلْكَ الْقِيْمَةِ بَعْضَ النَّعَمِ ثُمَّ قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يُؤَيِّدُ هٰذَا الْمَعْنٰى فَاِنَّ التَّقْوِيْمَ يَحْتَاجُ اِلَى رَأْىِ الْعُدُوْلِ وَلَوْلاَ التَّقْوِيْمُ اَوَّلاً كَيْفَ يَثْبُتُ الْاِخْتِيَارُ بَيْنَ النَّعَمِ وَالْكَفَّارَةِ وَالصِّيَامِ وَاَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيْرٌ مِنَ النَّعَمِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ وَالشَّافِعِىِّ رحـ يَجِبُ مَا يَجِبُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَوَّلاً فَيُحْمَلُ الْمِثْلُ عَلَى الْقِيْمَةِ وَلاَ دَلاَلَةَ لِلْاٰيَةِ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى ـ

সহজ তরজমা

আর আমরা বলি যে, শরী'অতে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার তুল্য পাওয়া যায়নি। তবে مِثْل বা তুল্য দ্বারা তুলনাপূর্ণ বস্তুর আকৃতিগত ও মূল্যগত তুলনা বুঝায়। আর তুলনাবিহীন বস্তুর মধ্যে রূপক তুল্য তথা তুল্য বুঝানো হয়। কিন্তু গাভী বন্য গাধার তুল্য হয় না। অনুরূপ উট উটপাখির তুল্য হয় না। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েরও একই বিধান। অতএব আল্লাহ তা'আলার বাণী– مِنَ النَّعَم তথা كَائِن مِنَ النَّعَم অর্থ্যাৎ এরূপ جَزَاء ওয়াজিব হওয়া যা হত্যাকৃত শিকারের অনুরূপ হবে। আর তা হল হত্যাকৃত পশুর মূল্য এভাবে যে, তার মূল্য দ্বারা কোনো পশু ক্রয় করা যাবে এবং يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ উপরিউক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে। যেহেতু মূল্য স্থির করা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হবে। আর প্রথমে যদি মূল্য সিদ্ধান্ত না হয়, তাহলে পশু, কাফ্ফারা ও রোযার মধ্যে কিভাবে এখতিয়ার [অধিকার] সাব্যস্ত হবে। আর তাও সে শিকারকৃত পশুর সমতুল্য না থাকে, তখন ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতেও তা-ই ওয়াজিব হবে, যা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে প্রথম হতে ওয়াজিব। সুতরাং مِثْل শব্দ দ্বারা মূল্যই বুঝানো হবে, তবে আয়াত ও অর্থ বুঝায় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ اَلْمِثْلُ فِى الضَّمَانَاتِ الخ

اَلسُّوَالُ : كَمْ قِسْمًا لِلضَّمَانَاتِ فِى الشَّرْعِ؟ وَ مَا الْمُرَادُ بِالْمِثْلِ هٰهُنَا وَمَا الْاِخْتِلاَفُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟

প্রশ্ন : শরী'অতে ক্ষতিপূরণ কত প্রকার ও কি কি? اَلْمِثْل শব্দ দ্বারা এখানে কি উদ্দেশ্য এবং তাতে ইমামদের কি মতবিরোধ রয়েছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণ দু'প্রকার। যেমন–

১। مِثْلُ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ বা বস্তুর সমজাতীয় বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ। তা ঐ সমস্ত বস্তুর মধ্যে সম্ভব, যার সমজাতীয় বস্তু পাওয়া যায়। যথা– পরিমাপযোগ্য বস্তু সামগ্রী, আর কাছাকাছি আকৃতিগত বস্তু এবং পরিমাপের যোগ্য গননীয় বস্তু।

২। ذَوَاتُ الْقِيَمِ বা মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা। এ ক্ষতিপূরণ মূল্য যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। প্রাণী মূল্যযোগ্য বস্তুর অর্ন্তগত। সুতরাং প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে مِثْل (সাদৃশ্য) দ্বারা আকৃতিগত সাদৃশ্য গ্রহণ করা শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই। অথচ তার অনুরুপ ও পাওয়া যায় না।

مِثْل দ্বারা উদ্দেশ্য ও ইমামদের মতবিরোধ :

হানাফী আলেমগন مِثْل দ্বারা مِثْلُ الْقِيْمَةِ অর্থ করেন। তাঁদের এরুপ ব্যাখ্যার সমর্থনে তারা দুটি যুক্তি পেশ করেছেন। যেমন–

১। আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ "অর্থাৎ– নিহত পশুর ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ন লোক সিদ্ধান্ত নেবে। مِثْل দ্বারা যে, مِثْل مَعْنَوِى তথা মূল্য উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার বাণী তাই যোরালোভাবে প্রমাণিত করে। কারণ, কোনো কিছুর সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য ন্যায়পরায়ণ লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া প্রাণীর অনুরুপ প্রাণী নির্ধারনের জন্য ন্যায় পরায়ণ লোকের আবশ্যক তা নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিহত প্রাণীর জাযা নির্ধারনের জন্য দুজন ব্যক্তির আবশ্যকতার শর্ত আরোপ করেছেন। কজেই مِثْل দ্বারা مِثْل صُوْرِىْ উদ্দেশ্য নয়, বরং مِثْل مَعْنَوِى তথা মূল্য উদ্দেশ্য।

২। আয়াতে জাযা আদায়ের ক্ষেত্রে মুহরিমকে ৩টি বিষয়ে এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

(ক) পশুর বদলে পশু যবাই করবে।

(খ) তা না হলে কাফফারা স্বরুপ মিসকিনেদের খাদ্য দান করবে।

(গ) নতুবা একজন মিসকিনের খাদ্যের বিপরীতে একটি করে রোযা রাখবে।

www.pathagar.com

وَيَجِبُ بِجَرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ مَانَقَصَ ، وَبِنَتْفِ رِيْشِهِ ، وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَكَسْرِهِ وَخُرُوْجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ وَذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ ، وَقَطْعِ حَشِيْشِهِ ، وَشَجَرِهِ غَيْرَ مَمْلُوْكٍ وَلَا مُنْبَتٍ قِيْمَتُهُ إِلَّا مَا جَفَّ ، اَىْ يَجِبُ بِنَتْفِ رِيْشِهِ إِلٰى اٰخِرِهِ قِيْمَتُهُ ، فَفِى نَتْفِ الرِّيْشِ وَقَطْعِ الْقَوَائِمِ يَجِبُ قِيْمَةُ الصَّيْدِ لِإِخْرَاجِهِ عَنْ حَيِّزِ الْاِمْتِنَاعِ وَفِىْ كَسْرِ الْبَيْضِ تَجِبُ قِيْمَةُ الْبَيْضِ وَفِىْ كَسْرِهِ مَعَ خُرُوْجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ تَجِبُ قِيْمَةُ الْفَرْخِ حَيًّا ، وَفِى الْحَلْبِ قِيْمَةُ اللَّبَنِ

قَوْلُهُ وَلَا مُنْبَتٌ اَىْ لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ بَلْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَحِيْنَئِذٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوْكًا فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ إِلَّا مَا جَفَّ وَإِنْ كَانَ مَمْلُوْكًا وَقَدْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ مَعَ وُجُوْبِ تِلْكَ الْقِيْمَةِ قِيْمَةٌ اُخْرٰى لِلْمَالِكِ سَوَاءٌ جَفَّ اَوْ لَا وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ حَتّٰى لَوْ كَانَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَلَا شَيْءَ فِيْهِ سَوَاءٌ اَنْبَتَهُ اِنْسَانٌ اَوْ لَا لِاَنَّ كَوْنَهُ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ اُقِيْمَ مَقَامَ الْاِنْبَاتِ تَيْسِيْرًا لِاَنَّ مُرَاعَاتَهُ فِىْ كُلِّ شَجَرَةٍ مُتَعَذِّرَةٌ فَاِذَا اُقِيْمَ مَقَامَ الْاِنْبَاتِ وَالْاِنْبَاتُ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُرْمَةُ الْحَرَمِ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً فَاِنْ اَنْبَتَهُ اِنْسَانٌ فَلَا شَيْءَ فِيْهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاِنْ لَمْ يُنْبِتْهُ اِنْسَانٌ فَفِيْهِ الْقِيْمَةُ فَعُلِمَ مِنْ هٰذَا اَنَّ الْاَقْسَامَ اَرْبَعَةٌ وَلَا قِيْمَةَ اِلَّا فِىْ قِسْمٍ وَاحِدٍ ـ

সহজ তরজমা

আর শিকারকে আঘাত করার কারণে এবং তার পশম উঠানোর কারণে, আর তার অঙ্গ কাটার কারণে ঐ পরিমাণ মূল্যের জিনিস ওয়াজিব হবে, যে পরিমাণ তার মূল্য হতে কমেছে। আর শিকারের পালক উপড়ালে, তার পা কেটে ফেললে, ডিম ভাঙ্গলে এবং ভাঙ্গা ডিম হতে মৃত বাচ্চা বের হয়ে আসলে এবং ইহরামবিহীন ব্যক্তি হেরেমের শিকার যবাই করলে, আর শিকারের দুধ দোহন করলে। হেরেমের মালিকানাবিহীন এবং রোপণবিহীন ঘাস এবং গাছ কাটার কারণে এর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে যে ঘাস শুকিয়ে গেছে তা কর্তন করলে কিছুই দেওয়া ওয়াজিব হবে না, অর্থাৎ এর পালক উপড়ানো হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত [বর্ণিত] কাজের দ্বারা এদের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব। অতঃপর পালক উপড়ালে এবং পা কেঁটে ফেললে তার মূল্য প্রদান করা এজন্য ওয়াজি হবে যে, এমতাবস্থায় প্রাণীটি আত্মরক্ষার সক্ষমতা হতে বের হয়ে পড়ে। আর ডিম ভাঙ্গলে ডিমের মুল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে এবং ডিম ভাঙ্গলে আর তা থেকে মৃত বাচ্চা বের হলে জীবিত বাচ্চার মূল্য প্রদান করা

www.pathagar.com

ওয়াজিব হবে। শিকারের দুধ দোহন করলে দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে। গ্রন্থকারের উক্তি وَلَا مُنْبَتٌ এর অর্থ হল, এমন ঘাস যা কোনো মানুষ রোপণ করেনি। আর একে কেউ রোপণ করেনি; বরং তা নিজে নিজেই গজিয়েছে। তখন যদি তা কারো মালিকানাধীন না হয়, তবে কর্তনকারীর উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তা শুকিয়ে যায়, তখন এর জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা মালিকানাধীন হয় আর মালিক ছাড়া অন্য কেউ তা কাটে, তা হলে ইহরাম অবস্থায় কাঁটার কারণে মূল্য ছাড়াও অন্য একটি মূল্য মালিককে দেওয়ার জন্য ওয়াজিব হবে। তা শুকিয়ে থাকুক বা না থাকুক।

গ্রন্থকার রহ. বলেন, আমরা বলেছি যে, لَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَلَمْ يُنْبِتْهُ اَحَدٌ এমনকি যদি এমন হয় যে, সম্ভবত মানুষ তা রোপণ করে থাকে, তবে তা কর্তন করলে কোনো কিছু এর উপর ওয়াজিব হবে না। চাই কোনো মানুষ তা রোপণ করুক বা না করুক। কেননা, স্বভাবত মানুষ রোপণ করে থাকে এমন হওয়াকে রোপণকৃত হওয়ার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে। গাছ রোপণকৃত হওয়া না হওয়া নির্ণয়ের ব্যাপার সহজ হওয়ার জন্য। কেননা, প্রত্যেক গাছের ব্যাপারে রোপণকৃত হওয়া না হওয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। অতঃপর [মানুষ রোপণ করে এমন হওয়া] বপন করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে, যা মালিকানা প্রতিষ্ঠার কারণ। সুতরাং এর সাথে হেরেমের সম্মান প্রদর্শন সম্পৃক্ত হয়নি। আর যদি এমন হয় যে, মানুষ স্বভাবত তা বপন করে না, যদি কেউ এমন গাছ রোপণ করে, তবে তা কর্তনকারীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, আমরা পূর্বেই এরূপ উল্লেখ করেছি। আর যদি এরূপ হয় যে, কোনো মানুষ একে রোপণ করনি, তবে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। তাতে বুঝা গেছে যে, আলোচ্য বিষয়টি চার ভাগে বিভক্ত এবং শুধু এক প্রকারেরই মূল্য ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : ذَبْحُ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَامِ الخ

اَلسُّؤَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুহরিমের জন্য হেরেমের ভিতরে-বাইরে কোথায় ও শিকার করা জায়েয নেই। আর হেরেমের ভিতরের শিকার ইহরাম বিহীন ব্যক্তির জন্যও জায়েয নেই, তবে তার জন্য হেরেমের বাহিরে শিকার করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, হেরেমের সম্মান রক্ষার্থে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। এখানে শিকারকে তাড়াতেও পারবে না, এমনকি কোনো খুনী ব্যক্তিও সেখানে আশ্রয় নিলে তাকেও গ্রেফতার করতে পারবে না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, আলোচনা হচ্ছে মুহরিম ব্যক্তির জিনায়াত নিয়ে অথচ বলা হচ্ছে মুহরিম নয় এমন ব্যক্তির জিনায়াতের কথা, কারণ কি? এর উত্তর হল, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা সর্বত্র নিষিদ্ধ হলেও হালাল ব্যক্তির জন্য সর্বত্র নিষিদ্ধ নয়। কাজেই যার জন্য শিকার করা কিংবা তা যবাই করা হালাল সেও যদি হেরেম শরীফে শিকার হত্যা বা যবাই করে তার উপর ক্ষতি পূরণ আবশ্যক হয়। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি এরূপ কাজ করলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে সর্বাগ্রে।

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. ذَبْحُ الْحَلَالِ বলে মূলত ১টি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো- হেরেম শরীফের সীমানায় শিকার করা, শিকার বা কোনো কিছু হত্যা বা যবাই করা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই নিষিদ্ধ,

www.pathagar.com

অথচ মুসান্নিফ রহ. ذَبْحُ الْمُحْرِمِ বলে এরূপ নিষিদ্ধ কাজকে কেবল মুহরিমের সাথে খাস করে দিয়েছেন। কাজেই কোনো হালাল ব্যক্তি যদি এরূপ কিছু করে, তবে তার হুকুম কি হবে?

উত্তর : এরূপ সম্ভাব্য প্রশ্নের আশাঙ্কায় মুসান্নিফ রহ. ذَبْحُ الْمُحْرِمِ না বলে ذَبْحُ الْحَلَالِ বলেছেন। ফলে ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ : اَلْاَقْسَامُ الْاَرْبَعَةُ

اَلسُّوَالُ : مَا الْمُرَادُ بِالْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ؟

প্রশ্ন : اَقْسَامُ اَرْبَعَة দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : اَقْسَامُ اَرْبَعَة আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হেরেম শরীফের গাছ চার প্রকার যেমন–

১। এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় এবং এ কর্তিত গাছটিও কেউ রোপণ করেছে। যেমন– ফলের গাছ ইত্যাদি।

২। এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয়, কিন্তু এ কর্তিত গাছটি কেউ রোপণ করে নি।

৩। এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় না। কিন্তু একে কেউ শখ করে রোপণ করেছে, যেমন– কোনো কাঁটার গাছ।

৪। এমন গাছ যা সাধারণত লাগানো হয় না, কিন্তু একে কেউ শখ করেও রোপণ করে নি বরং এমনিতেই জন্মেছে। উল্লিখিত চার প্রকারের গাছের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের গাছ যদি কেউ কর্তন করে তবে এর জরিমানা দিতে হবে। অবশিষ্ট তিন প্রকারের গাছ কাঁটলে জরিমানা হিসেবে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

وَعُلِمَ اَيْضًا اَنَّ التَّقْيِيْدَ بِعَدَمِ الْاِنْبَاتِ ذُكِرَ لِاِفَادَةِ نَفْيِ الْحُكْمِ ، عَمَّا عَدَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا لٰكِنَّ التَّقْيِيْدَ بِعَدَمِ الْمَمْلُوْكِيَّةِ لَمْ يُذْكَرْ لِاِفَادَةِ هٰذَا الْمَعْنٰى اِذْ فِىْ صُوْرَةِ وُجُوْبِ الْقِيْمَةِ ، لَوْ كَانَ مَمْلُوْكًا فَتِلْكَ الْقِيْمَةُ وَاجِبَةٌ مَعَ اَنَّهٗ تَجِبُ قِيْمَةٌ اُخْرٰى بَلْ لِيُفِيْدَ اَنَّ هٰذَا الضَّمَانَ وَاجِبٌ لَا غَيْرُ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ ـ

وَلَا صَوْمَ فِى الْاَرْبَعَةِ اَىْ لَا صَوْمَ فِىْ ذَبْحِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَحَلْبِهٖ وَقَطْعِ حَشِيْشِهٖ وَشَجَرِهٖ **وَلَا يُرْعَى الْحَشِيْشُ وَلَا يُقْطَعُ اِلَّا الْاِذْخِرُ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ اَوْ جَرَادَةٍ صَدَقَةٌ وَاِنْ قَلَّتْ وَلَا شَىْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَاَةٍ وَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَفَارَةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْرٍ وَبَعُوْضٍ وَبُرْغُوْثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَسَبُعٍ صَائِلٍ وَلَهٗ ذَبْحُ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ وَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ الْاَهْلِىِّ وَاَكْلُ مَاصَادَهٗ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهٗ بِلَا دَلَالَةِ مُحْرِمٍ اَوْ اَمْرِهٖ بِهٖ ـ**

সহজ তরজমা

আর এটাও বুঝা গেছে যে, রোপণ না করার শর্তটি আরোপ করা হয়েছে অপর সকল প্রকার হতে হুকুমটি প্রত্যাহারের কথা বুঝানোর জন্য। তা মালিকানাবিহীন হওয়ার শর্ত- এ অর্থ বুঝানোর জন্য নয়।

www.pathagar.com

যেহেতু মূল্য ওয়াজিব হওয়ার অবস্থায় যদি তা মালিকানাধীন হয়, তখন ঐ মূল্য ওয়াজিব হওয়ার সাথে সাথে অপর একটি মূল্যও মালিকের ক্ষতিপূরণ বাবদ ওয়াজিব হবে; বরং মালিকানাবিহীন হওয়ার শর্ত এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এ জরিমানাটি হেরেম শরীফের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকার ফলেই ওয়াজিব হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়।

[এখানে উপরিউক্ত চারটি মাসআলার উপর আলোচনা করা হল,] চারটি মাসআলায় রোযা দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। অর্থাৎ ১. হেরেমের শিকার যবাই করলে, ২. সে শিকারের দুধ দোহন করলে, ৩. হেরেমের ঘাস কাটালে এবং হেরেমের গাছ কাটলে রোযা দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। হেরেমের মাসে কোন পশু চরানো যাবে না, কাটাও যাবে না। কিন্তু ইযখির ঘাস কর্তন করা যাবে। উকুন এবং ফড়িং মারলে অল্প পরিমাণ হলেও সদকা করতে হবে। কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ, ইঁদুর পাগলা কুকুর, মশা, বিচ্ছু [এক জাতীয় ছোট আকারের বিষাক্ত পোকা], আটালি [এক জাতীয় পোকা যা সাধারণত গরুকে বেশি ধরে। এগুলোর কামড় বড় শক্ত একবার কামড় দিলে সহজে ছাড়ে না], কচ্ছপ, আক্রমণকারী জন্তু ইত্যাদি হত্যা করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। মুহরিমের জন্য বকরি, গরু উট, মুরগি, পালিত হাঁস যবাই করা বৈধ। আর হালাল ব্যক্তির শিকার করা ও যবাই করা, প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা বৈধ, তবে শর্ত হল– কোনো মুহরিম এর দিকে ইঙ্গিত করতে পারবে না। আর তা শিকার করার আদেশও করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا صَوْمَ فِى الْاَرْبَعَةِ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَلَا صَوْمَ فِى الْاَرْبَعَةِ

চারটি মাসআলায় রোযা দ্বারা প্রতিকার না হওয়ার বিবরণ : বর্ণিত চারটি মাসআলায় রোযা দ্বারা বদল করা চলে না। হেরেম শরীফের শিকার যবাই করলে এর মূল্য ওয়াজিব হবে। এখন তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে যে, সে ইচ্ছা করলে এর মূল্য দিয়ে মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে কিংবা একটি জন্তু ক্রয় করে যবাই করবে। কিন্তু রোযা রেখে এর বদল করা যাবে না। কেননা এখানে তা দণ্ড স্বরূপ বদল করতে হবে। কাফফারা স্বরূপ নয়। এখানে স্থানের সম্মানে বদল করতে হবে। তাছাড়া অপরাপর ক্ষেত্রে যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা কাজের ক্ষতিপূরণ ছিল। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট তিনটি মাসআলাও ঠিক একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ اَرْسَلَهُ وَرَدَّ بَيْعَهُ اِنْ بَقِىَ اَىْ رَدَّ الْبَيْعَ الَّذِىْ اَتَى بِهِ بَعْدَ دُخُوْلِهِ فِى الْحَرَمِ اِنْ بَقِىَ الصَّيْدُ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ **وَاِلَّا جَزٰى كَبَيْعِ الْمُحْرِمِ صَيْدَهُ** اَىْ رَدَّ بَيْعَهُ اِنْ بَقِىَ وَاِلَّا جَزٰى سَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ مُحْرِمٍ اَوْ حَلَالٍ **لَا صَيْدًا فِىْ بَيْتِهِ اَوْ فِىْ قَفَصٍ مَعَهُ اِنْ اَحْرَمَ** اَىْ اِنْ اَحْرَمَ وَفِىْ بَيْتِهِ اَوْ قَفَصِهِ صَيْدٌ لَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهُ لِاَنَّ الْاِحْرَامَ لَايُنَافِىْ مَالِكِيَّةَ الصَّيْدِ وَمُحَافَظَتَهُ بِخِلَافِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَاِنَّ الصَّيْدَ صَارَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَيَجِبُ تَرْكُ

التَّعَرُّضِ لَهُ وَمَنْ اَرْسَلَ صَيْدًا فِيْ يَدِ مُحْرِمٍ اٰخَرَ اِنْ اَخَذَهُ حَلَالًا ضَمِنَ وَاِلَّا فَلَا فَاِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدَ مِثْلِهِ فَكُلٌّ يَجْزِيْ وَرَجَعَ اٰخِذُهُ عَلٰى قَاتِلِهِ ـ

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি শিকার নিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করবে, সে শিকার ছেড়ে দেবে। আর তার ক্রয়-বিক্রয় রহিত করে দেবে, যদি শিকার বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ হেরেমে প্রবেশ করার পর সে যে শিকার বিক্রয় করেছে, সে শিকার যদি ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে, তা হলে বিক্রয় বাতিল করে দেবে। আর যদি শিকার ক্রেতার হাতে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এর প্রতিদান দেবে। যেমন- মুহরিম তার শিকারকে বিক্রয়ের অবস্থায় অর্থাৎ মুহরিম তার বিক্রয় বাতিল করবে যদি তা ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে, নতুবা এর প্রতিদান দেবে। চাই সে শিকার অপর মুহরিমের নিকট বিক্রি করুক বা হালাল ব্যক্তির নিকট বিক্রি করুক। তবে ঐ শিকার ছেড়ে দিতে হবে না; যা তার ঘরে বা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ আছে। অর্থাৎ যদি সে এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধে যে, তার ঘরে বা পিঞ্জিরায় শিকার আছে তবে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, ইহরাম মুহরিমের শিকারের মালিক হওয়ার বা শিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম যে ব্যক্তি শিকার সঙ্গে নিয়ে হেরেমে প্রবেশ করেছে। কেননা, তখন তা হেরেমের শিকার বলে গণ্য হবে। সুতরাং শিকারের ব্যাপারে পদক্ষেপ হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো মুহরিম অপর মুহরিমের হাত হতে শিকার নিয়ে ছেড়ে দেয় এবং সে মুহরিম যদি ইহরামের পূর্বে শিকার করে থাকে, তাহলে সে উক্ত শিকারের জরিমানা দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আর যদি কোনো মুহরিম অন্য কোনো মুহরিমের শিকারেকে হত্যা করে, তাহলে উভয়ের উপর প্রতিদান আবশ্যক হবে এবং শিকারি হত্যাকারীর নিকট হতে প্রতিদান ফেরত নেবে।

وَمَا بِهِ دَمٌ عَلَى الْمُفْرِدِ فَعَلَى الْقَارِنِ بِهِ دَمَانِ ، دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ اِلَّا بِجَوَازِ الْوَقْتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ اَلْمُرَادُ بِالْوَقْتِ اَلْمِيْقَاتُ لِاَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ اِحْرَامٌ وَاحِدٌ وَيُثَنّٰى جَزَاءُ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمَانِ وَاتَّحَدَ لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ حَلَالَانِ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ وَجَزَاءُ صَيْدِ الْحَرَمِ جَزَاءُ الْمَحَلِّ ، وَالْمَحَلُّ وَاحِدٌ بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اَوْ شَرَاهُ بَطَلَ وَلَوْ ذَبَحَهُ حَرُمَ وَلَوْ اَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ قِيْمَةَ مَا اَكَلَ لَا مُحْرِمٌ لَمْ يَذْبَحْهُ اَيْ لَوْ اَكَلَ مُحْرِمٌ اٰخَرُ لَمْ يَغْرَمْ ـ

সহজ তরজমা

যে অপরাধের কারণে ইফরাদ হাজকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, সে অপরাধের কারণে কিরান হজ্বকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। একটি দম তার হজ্বের জন্য আর অপর দম উমরার জন্য, কিন্তু ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার কারণে কিরান হজ্বকারীর উপরেও একটি মাত্র দম ওয়াজিব হয়। গ্রন্থকার اَلْوَقْتَ দ্বারা মীকাত অর্থ করেছেন। কেননা, কিরান হজ্বকারীর উপর মীকাত অতিক্রমকালে একটি ইহরামই ওয়াজিব হবে। সুতরাং একটি দমই ওয়াজিব হবে। আর যে শিকারকে দুজন মুহরিম হত্যা করেছে তার দুটি প্রতিদান ওয়াজিব হবে এবং যদি হেরেমের একটি

শিকারকে দুজন ইহরামবিহীন ব্যক্তি হত্যা করে, তবে একটি প্রতিদান ওয়াজিব হবে। কেননা, মুহরিমের হত্যা করার অবস্থায় কাজের প্রতিদান দেবে। আর কাজ বিভিন্ন হওয়ার কারণে প্রতিদানও বিভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে হেরেমের শিকারের বিনিময় মূলত স্থানের সম্মানহানির বিনিময়। আর স্থান একটিই, তাই বিনিময়ও একটিই হবে। কোন মুহরিম একটি শিকার বিক্রয় করল কিংবা ক্রয় করল তখন এ বেচাকেনা বাতিল হবে। আর যদি মুহরিম শিকারকে যবাই করে, তবে তা সকলের জন্য হারাম হবে। আর যদি মুহরিম তা ভক্ষণ করে, তাহলে খাওয়ার পরিমাণের মূল্য জরিমানা দিতে হবে। তবে সেই মুহরিম নয়; যে তা যবাই করেনি। অর্থাৎ যবাইকারী মুহরিম ব্যতীত যদি অন্য কোন মুহরিম তা ভক্ষণ করে, তাহলে তাকে তার জরিমানা দিতে হবে না।

وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ أُخْرِجَتْ مِنَ الْحَرَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا اَيِ الظَّبْيَةَ وَالْوَلَدَ **وَاِنْ اَدّٰى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَجْزِهْ اٰفَاقِيٌّ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ** اَىْ مِيْقَاتَهُ **ثُمَّ اَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ** وَاِنَّمَا قَالَ يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيْقَاتِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اَحْرَمَ لَا اِحْتِيَاجَ اِلٰى هٰذَا الْقَيْدِ فَاِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ اَيْضًا ـ

সহজ তরজমা

হেরেম হতে বহিষ্কৃত হরিণী বাচ্চা প্রসব করল। অতঃপর হরিণী ও বাচ্চা উভয়ই মারা গেল। তখন উভয়েরই জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর যদি হরিণীর বিনিময় আদায় করার পর তা বাচ্চা প্রসব করে, তখন এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। বহিরাগত ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা আদায়ের নিয়ত করে মীকাত অতিক্রম করল। অতঃপর ইহরাম বাঁধল, তখন তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সে মীকাতের দিকে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধে। [তখন তাঁর দম দিতে হবে না।] গ্রন্থকার يُرِيْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যদি হজ্ব বা উমরার কোনটিরই নিয়ত না করে এবং মীকাত অতিক্রম করে, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। গ্রন্থকার বলেন, ثُمَّ اَحْرَمَ- এর শর্তারোপের আবশ্যকতা নেই। কেননা, যদি সে ইহরাম না বেঁধে থাকে, তাহলেও তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

فَحَقُّ الْكَلَامِ اَنْ يَقُوْلَ جَاوَزَ وَقْتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ ، يُمْكِنُ اَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِاَنَّهُ اِنَّمَا ذَكَرَ قَوْلَهُ ثُمَّ اَحْرَمَ لِيُعْلَمَ اَنَّ هٰذَا الدَّمَ لَايَسْقُطُ بِهٰذَا الْاِحْرَامِ ، بِخِلَافِ مَا اِذَا عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ فَاَحْرَمَ فَاِنَّهُ يَسْقُطُ الدَّمُ حِيْنَئِذٍ ، لِاَنَّهُ تَدَارَكَ حَقَّ الْمِيْقَاتِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ مَعْنَاهُ اِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَعَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ فَاَحْرَمَ فَاِنَّهُ يَسْقُطُ الدَّمُ اِتِّفَاقًا **اَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِىْ نُسُكٍ وَلَبّٰى سَقَطَ دَمُهُ وَاِلَّا فَلَا** اَىْ اِنْ اَحْرَمَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَشْرَعَ فِىْ نُسُكٍ مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ، فَاِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ عِنْدَهُ ،

www.pathagar.com

وَاِنَّمَا قَالَ لَمْ يَشْرَعْ فِىْ نُسُكٍ حَتّٰى لَوْ اَحْرَمَ وَشَرَعَ فِىْ نُسُكٍ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِيْقَاتِ مُلَبِّيًا لَا يَسْقُطُ الدَّمُ اِجْمَاعًا ـ

সহজ তরজমা

অতঃপর বাক্যের চাহিদা হচ্ছে- মীকাত অতিক্রম করলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর সম্ভবত গ্রন্থকারের পক্ষ হতে এর উত্তর দেওয়া যাবে যে, গ্রন্থকার ثُمَّ اَحْرَمَ এর অবগতির জন্য বলেছেন যে, দম এ ইহরাম দ্বারা রহিত হবেনা। তা ঐ মাসআলার বিপরীত যে, যখন সে মীকাতের দিকে ফিরল এবং ইহরাম বাঁধল। কেননা, তখন দম রহিত হয়ে যাবে। যেহেতু সে মীকাতের অধিকার আদায় করছে। তারপর গ্রন্থকারের উক্তি فَاِنْ عَادَ فَاَحْرَمَ - এর অর্থ হল যদি সে মীকাত হতে ইহরাম না বাঁধে, অতঃপর মীকাতের দিকে ফিরে এবং ইহরাম বাঁধে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে দম রহিত হয়ে যাবে। **অথবা ইহরাম বেঁধে ঐ অবস্থার দিকে ফিরে, যে অবস্থায় ইহরামের কাজ আরম্ভ করেনি এবং তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার দম রহিত হয়ে যাবে, নতুবা নয়।** অর্থাৎ মীকাত হতে অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে, অতঃপর তালবিয়ার পর ইহরামের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে মীকাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আমাদের [হানাফীদের] মতে দম রহিত হয়ে যাবে। তাতে ইমাম যুফার রহ. এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর মতে দম রহিত হবে না। এখানে গ্রন্থকার لَمْ يَشْرَعْ فِىْ نُسُكٍ এজন্য বলেছেন যে, যদি ইহরাম বেঁধে হজ্বের অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ করে, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে মীকাতের দিকে ফিরে আসে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে দম রহিত হবে না।

وَاِنَّمَا قَالَ وَلَبّٰى اِحْتِرَازًا عَنْ قَوْلِهِمَا فَاِنَّ الْعَوْدَ اِلَى الْمِيْقَاتِ مُحْرِمًا كَافٍ لِسُقُوْطِ الدَّمِ عِنْدَهُمَا وَاَمَّا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَلَابُدَّ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا **كَمَكِّيٍّ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٍ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهٖ وَخَرَجَا مِنَ الْحَرَمِ وَاَحْرَمَا** تَشْبِيْهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِىْ لُزُوْمِ الدَّمِ فَاِنَّ اِحْرَامَ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ وَالْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَاَتٰى بِالْعُمْرَةِ صَارَ مَكِّيًّا وَاِحْرَامُهٗ مِنَ الْحَرَمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيْقَاتِ بِلَا اِحْرَامٍ ـ

সহজ তরজমা

আর গ্রন্থকার لَبّٰى এজন্য বলেছেন, যাতে সাহেবাইনের মত ভিন্নতর হওয়া প্রতিভাত হয়। কেননা, তাঁদের নিকট ইহরাম বেঁধে মীকাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা দম রহিতকরণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তালবিয়া পাঠপূর্বক প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। গ্রন্থকার বলেন, **যেমন- কোনো মক্কাবাসী হজ্বের সংকল্প করল, আর একজন তামাত্তু'কারী যে উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাপন করল; তারা উভয়েই হেরেম হতে বের হল এবং ইহরাম বাঁধল।** তা উপরে বর্ণিত মাসআলার সঙ্গে দম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাদৃশ্যমূলক। কেননা,মক্কাবাসীর ইহরাম হেরেম হতে আরম্ভ হয়, তামাত্তু'কারী মক্কা শরীফে প্রবেশ করে উমরা আদায় করার ফলে সেও মক্কাবাসীর অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

হল। এখন তার ইহরামও হেরেম হতে শুরু হবে। সুতরাং ইহরাম ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তাদের উভয়ের উপর দম প্রদান ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : كَافٍ لِسُقُوطِ الدَّمِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার পর দম রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে, দম রহিত হওয়ার জন্য ইহরামের মীকাতে ফিরে যাওয়াই যথেষ্ট। কেননা, এটা তার করণীয় ছিল না যে, মীকাতে ফিরে যাওয়ার সময় সে মুহরিম হবে। তা অবশ্য করণীয় ছিল না যে, মীকাত পার হওয়ার সময়ই ইহরাম বাঁধবে। কেননা, সে মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম অবস্থায় মীকাত পার হয়ে যায়, অথচ তালবিয়া পাঠ করেনি, তবে তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. এর মতে, তখন ইহরামের অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে করতে মীকাতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ, সে যখন হালাল অবস্থায় মীকাতে গমন করেছিল তখন তার উপর ইহরাম ও তালবিয়া আবশ্যক ছিল। এখন যদি অতিক্রম করে তা পরিহার করে, অতঃপর ইহরাম বেঁধে ফিরে আসে এবং তালবিয়া পাঠ করে, তাহলে ওয়াজিব কার্যসমূহ আদায় করার কারণে দম বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তালবিয়া পাঠ না করে, তাহলে তার উপর যা ওয়াজিব ছিল, তা আদায় করেনি বলে গণ্য হবে। কাজেই তালবিয়া পাঠ না করা পর্যন্ত দম রহিত হবে না।

فَاِنْ دَخَلَ كُوْفِيٌّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ فَلَهُ دُخُوْلُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ كَالْبُسْتَانِى بُسْتَانُ بَنِىْ عَامِرٍ مَوْضِعٌ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ خَارِجَ الْحَرَمِ فَاِذَا دَخَلَهُ لِحَاجَةٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِحْرَامُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ وَاجِبِ التَّعْظِيْمِ فَاِذَا دَخَلَهُ اِلْتَحَقَ بِاَهْلِهِ وَيَجُوْزُ لِاَهْلِهِ دُخُوْلُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ لٰكِنْ اِنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ اَىْ جَمِيْعُ الْحِلِّ اَلَّذِىْ بَيْنَ الْبُسْتَانِ وَالْحَرَمِ كَالْبُسْتَانِى **وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا** اَىْ لَا شَيْئَ عَلَى الْبُسْتَانِىِّ وَعَلٰى مَنْ دَخَلَهُ **اِنْ اَحْرَمَا مِنَ الْحِلِّ وَوَقَفَا بِعَرَفَةَ** لِاَنَّهُمَا اَحْرَمَا مِنْ مِيْقَاتِهِمَا ـ

সহজ তরজমা

যদি কূফাবাসী এক ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বনী আমেরের বাগানে প্রবেশ করে, তখন তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। আর তখন তার মীকাত হল সে বাগান, যেরূপ সেই বাগানবাসীদের মীকাত হল বাগান। বনূ আমিরের বাগান হেরেমের বাইরে মীকাতের ভিতরে একটি স্থান। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে সে বাগানে প্রবেশ করে, তখন তার ইহরাম ওয়াজিব নয়। কেননা, সে বাগান সম্মানের আবশ্যক স্থান নয়। সুতরাং সে বাগানে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, সে উক্ত বাগানের অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট হয়ে গেল। আর বাগানবাসীদের জন্য ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ বৈধ। কিন্তু যখন হজ্বের ইচ্ছা করে, তখন তার মীকাত হবে সে বাগান অর্থাৎ হিল- এর সম্পূর্ণ এলাকা যা বাগান এবং

www.pathagar.com

হেরেমের মধ্যে অবস্থিত, যেমন বাগানবাসী। আর যে ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করল, **যদি তারা উভয়ে হিল হতে ইহরাম বাঁধল এবং আরাফায় অবস্থান করল, তখন তাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।** কেননা, তারা উভয়ই স্বীয় মীকাত হতে ইহরাম বেঁধেছে।

وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إِحْرَامٍ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ ـ وَصَحَّ مِنْهُ لَوْ حَجَّ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذٰلِكَ لَا بَعْدَهُ جَاوَزَ وَقْتَهُ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَفْسَدَهَا مَضَى ـ وَقَضَى وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِتَرْكِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيقَاتِ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ **مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ شَوْطًا فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ** اَلدَّمُ لِأَجْلِ الرَّفْضِ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِأَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ وَإِنَّمَا قَالَ طَافَ شَوْطًا لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْفُضُ إِحْرَامَ الْحَجِّ اِتِّفَاقًا **فَلَوْ أَتَمَّهُمَا صَحَّ وَذَبَحَ** لِأَنَّهُ أَتَى بِأَفْعَالِهِمَا لٰكِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يُحَقِّقُ الْمَشْرُوعِيَّةَ لٰكِنَّهُ يَجِبُ دَمٌ لِلنُّقْصَانِ ـ

সহজ তরজমা

আর যে ব্যক্তি ইহরামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করে, তার উপর হজ্ব বা উমরা ওয়াজিব হবে। তবে সে যদি সেই বছর তার ফরয হজ্ব পালন করে থাকে, তবে এ হজ্ব দ্বারা ঐ হজ্ব রহিত হয়ে যাবে, যা ইহরামবিহীন মক্কায় প্রবেশ করার কারণে ওয়াজিব হয়েছিল। এ বছরের পরে হলে চলবে না। কেউ ইহারমবিহীন মীকাত পার হয়ে গিয়ে উমরার ইহরাম বাঁধে এবং উমরা ভঙ্গ করে, তবে উমরার কার্যাবলী পালন করে যাবে এবং এ উমরার কাযা করবে। কিন্তু মীকাতে ইহরাম বাঁধেনি বলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা, উমরার কাযা করার সময় মীকাত হতে ইহরাম বাঁধার কারণে এমন হয়েছে যে, সে যেন মীকাতের হক আদায় করে দিল। **একজন মক্কাবাসী নিজের উমরার জন্য এক চক্কার তওয়াফ করল, অতঃপর হজ্বের ইহরাম বাঁধল, তখন হজ্বের ইহরাম ভঙ্গ করবে। তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং এক হজ্ব ও এক উমরা ওয়াজিব হবে।** ইহরাম ভঙ্গের জন্য দম ওয়াজিব হবে। হজ্ব ও উমরা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, সে হজ্ব ছেড়ে দিয়েছে। তা ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে। আর সাহেবাইনের মতে উমরা ছেড়ে দিবে। গ্রন্থকারের طَافَ شَوْطًا বলার কারণ হচ্ছে- যদি চার চক্কর তাওয়াফ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে হজ্বের ইহরাম ভঙ্গ করবে। **সে যদি হজ্ব এবং উমরা উভয়টি করে, তাহলে বৈধ হবে এবং পশু যবাই করবে।** কেননা, দুটি নুসুক একই সফরে আদায় করেছে; কিন্তু তা নিষিদ্ধ نَهْيٌ عَنْ أَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ কাজ করার অনুমোদন করে, কিন্তু ক্ষতির কারণে দম প্রদান ওয়াজিব হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ شَوْطًا الخ

اَلسُّوَالُ : أَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

www.pathagar.com

উত্তর : কোনো মক্কাবাসী উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে এক চক্কর কিংবা তিন চক্কর তাওয়াফ করে হজ্বের নিয়তে আবার ইহরাম বাঁধল, এমতাবস্থায় তার উমরা পালনের বিধান কি হবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, তার কর্তব্য হবে হজ্বের ইহরাম ত্যাগ করে উমরার কাজ চালিয়ে যাওয়া।। কারণ সে মক্কাবাসী হিসেবে দুটি নুসুক একই সাথে পালন করা নিষিদ্ধ। ফলে হজ্ব কিংবা উমরা দু'টোর যে কোনো একটি তাকে ছাড়তে হবে। আর সে যেহেতু উমরার কাজ শুরু করেছে সেহেতু তা শেষ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। কাজেই তার কর্তব্য হবে হজ্বের ইহরাম ছেড়ে দিয়ে উমরার কাজ সমাপ্ত করা এরূপে কার্য সম্পাদন করতে হলে তার উপর দুটি কাজ আবশ্যক হবে। যথা– (১) হজ্বের ইহরাম ভঙ্গের কারণে ১টি কুরবানীর পশু যবাই করা। (২) হজ্ব ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরবর্তী বছর হজ্ব পালন করা।

সাহেবাইনের মতে ঐ মক্কাবাসীর কর্তব্য হবে উমরা ত্যাগ করা এবং হজ্বের কার্যাবলি সম্পাদন করা। কারণ, সে মাত্র তওয়াফ করেছে। আর ১, ২, বা ৩ তওয়াফ করাতে উমরা আবশ্যক হয় না। হ্যাঁ, ঐ মক্কাবাসী যদি উমরার জন্য ৪ চক্কর তওয়াফ করার পর হজ্বের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার কর্তব্য হবে হজ্বের ইহরাম ত্যাগ করা এবং উমরা পূর্ণ করা। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِاٰخَرَ فَاِنْ حَلَقَ لِلْاَوَّلِ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ بِلَا دَمٍ وَاِلَّا فَمَعَ دَمٍ قَصَّرَ اَوْ لَا اَىْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ ثُمَّ اَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ اُخْرٰى فِى الْعَامِ الْقَابِلِ فَاِنْ حَلَقَ لِلْاَوَّلِ قَبْلَ هٰذَا الْاِحْرَامِ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ بِلَا دَمٍ وَاِنْ لَمْ يَحْلِقْ لَزِمَهُ الْاٰخَرُ مَعَ دَمٍ **وَمَنْ اَتٰى بِعُمْرَةٍ اِلَّا الْحَلَقَ فَاَحْرَمَ بِاُخْرٰى ذَبَحَ** لِاَنَّهٗ جَمَعَ بَيْنَ اِحْرَامَىِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ فَلَزِمَهُ الدَّمُ **اٰفَاقِىٌّ اَحْرَمَ بِهٖ ثُمَّ بِهَا لَزِمَاهُ** لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوْعٌ لِلْاٰفَاقِىِّ كَالْقِرَانِ ـ

সহজ তরজমা

যে ব্যক্তি হজ্বের ইহরাম বাঁধল এবং হজ্ব করল, অতঃপর কুরবানির দিন অপর এক হজ্বের ইহরাম বাঁধল, তবে যদি প্রথম হজ্বের ইহরাম ভঙ্গ করার জন্য মাথা মুণ্ডায়, তাহলে দমবিহীন দ্বিতীয় হজ্ব ওয়াজিব হবে, অন্যথায় দমসহ ওয়াজিব হবে। চুল খাঁটো করেছে বা করায়নি। অর্থাৎ কেউ হজ্বের ইহরাম বেঁধে হজ্ব করল, অতঃপর আগামী বছর হজ্ব করার জন্য কুরবানির দিন ইহরাম বাঁধল, তবে আগামী বছরের হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে সে যদি মাথা মুড়িয়ে থাকে, তা হলে আগামী বছরের হজ্ব দমবিহীন ওয়াজিব হবে। সে মাথা না মুড়ালে আগামী বছর দমসহ হজ্ব ওয়াজিব হবে। **যদি কেউ উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে, কিন্তু মাথা মুণ্ডানোর আগে দ্বিতীয় উমরার ইহরাম বাঁধে, তবে পশু যবাই করতে হবে।** কেননা, সে দুই উমরার ইহরাম একত্র করেছে, অথচ এ রকম করা মাকরূহ তাহরীমী। সুতরাং দম ওয়াজিব হবে। **বহিরাগত ব্যক্তি হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধে আবার উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে, তবে উভয়টিই ওয়াজিব হবে।** কেননা বহিরাগতের জন্য উভয়ই একত্র করা জায়েয আছে, যেমন- হজ্জে কিরান।

وَتَبْطُلُ هِىَ بِالْوُقُوْفِ قَبْلَ اَفْعَالِهَا لَا بِالتَّوَجُّهِ اَىْ بِالتَّوَجُّهِ اِلٰى عَرَفَاتٍ **فَاِنْ طَافَ لَهٗ ثُمَّ اَحْرَمَ بِهَا فَمَضٰى عَلَيْهِمَا ذَبَحَ** لِاَنَّهٗ اَتٰى بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلٰى اَفْعَالِ الْحَجِّ **وَنُدِبَ رَفْضُهَا فَاِنْ**

رَفَضَ قَضٰى وَاَرَاقَ وَاِنْ حَجَّ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَوْ فِىْ ثَلٰثَةٍ تَلِيْهِ لَزِمَتْهُ وَرُفِضَتْ وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ وَاِنَّمَا لَزِمَتْهُ لِاَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ صَحِيْحٌ **وَاِنْ مَضٰى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ فَائِتِ الْحَجِّ اَهَلَّ بِهٖ اَوْ بِهَا رَفَضَ وَقَضٰى وَذَبَحَ** اَىْ فَائِتُ الْحَجِّ اِذَا اَحْرَمَ بِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يَجِبُ اَنْ يَرْفِضَ الْاِحْرَامَ وَيَتَحَلَّلُ بِاَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِاَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ هٰذَا ثُمَّ يَقْضِىْ مَا اَحْرَمَ بِهٖ لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ وَيَذْبَحُ وَاِنَّمَا يَرْفِضُ اِحْرَامَ الْحَجِّ لِاَنَّهٗ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ اِحْرَامَيِ الْحَجِّ فَيَرْفِضُ الثَّانِىَ وَاِنَّمَا يَرْفِضُ اِحْرَامَ الْعُمْرَةِ لِاَنَّهٗ تَجِبُ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ لِفَوَاتِ الْحَجِّ فَيَصِيْرُ بِالْاِحْرَامِ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ فَيَرْفِضُ الثَّانِيَةَ وَاِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِلتَّحَلُّلِ قَبْلَ اَوَانِهٖ بِالرَّفْضِ۔

সহজ তরজমা

উমরার কার্যক্রম সম্পাদনের পূর্বে আরাফায় অবস্থান করলে উমরা বাতিল হয়ে যাবে, শুধু মনোযোগী হওয়ার দ্বারা নয়, অর্থাৎ আরাফার দিকে মনোযোগী হওয়ার দ্বারা উমরা বাতিল হবে না। আর হজ্বের জন্য তাওয়াফে কুদূম করে পরে উমরার ইহরাম বেঁধে উভয়টি সম্পন্ন করলে যবাই করতে হবে। কেননা, সে হজ্বের ইহরামের উপর উমরা পালন করেছে। এমতাবস্থায় তার উমরা ছেড়ে দেওয়া মোস্তাহাব। আর ছেড়ে দিলে ওমরা কাযা করবে এবং দম আদায় করবে। আর যদি হজ্ব সম্পন্ন করে এবং কুরবানির দিন বা এর পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে উমরার ইহরাম বাঁধে, তবে উমরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু উমরা ছেড়ে দেবে এবং দম সহকারে উমরা কাযা করবে। উমরা এজন্য ওয়াজিব হবে যে, হজ্ব ও উমরার ইহরাম একত্র করা জায়েয আছে। আর যদি উভয় অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পালন করে থাকে, তবে সহিহ হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। হজ্ব ফওতকারী অথচ সে হজ্ব ও ওমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তবে সে ছেড়ে দেবে এবং কাযা করবে এবং জবাই করবে অর্থাৎ হজ ফাওতকারী হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধলে তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব। আর উমরার কার্যাদি পালন করে হালাল হয়ে যাবে। কেননা, হজ্ব ফওতকারীর উপর উমরা ওয়াজিব। তারপর যার ইহরাম বেঁধে ছিল সেটির কাযা করবে, যেহেতু আরম্ভ করা সহিহ হয়েছে এবং জানোয়ার যবাই করবে। আর হজ্বের ইহরাম এজন্য ছেড়ে দেবে, যেহেতু সে হজ্বের দুই ইহরাম একত্রকারী হয়েছে, ফলে সে দ্বিতীয়টি ছেড়ে দেবে। আর উমরার ইহরাম এজন্য ছেড়ে দেবে যে, হজ্ব ফওত হওয়ার কারণে তার উপর একটি ওমরা ওয়াজিব হয়। অতঃপর দ্বিতীয় ইহরামের কারণে সে দুই ইহরাম একত্রকারী হয়ে যাবে, তাই দ্বিতীয়টি ছেড়ে দিবে। আর দম এজন্য ওয়াজিব হয় যে, ছেড়ে দেওয়ার কারণে হালাল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হালাল হয়েছে।

www.pathagar.com

بَابُ الْاِحْصَارِ

اِنْ اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ اَوْ مَرَضٍ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ وَعَيَّنَ يَوْمًا يُذْبَحُ فِيْهِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ـ

সহজ তরজমা

পরিচ্ছেদ : বাঁধা দেওয়া

মুহরিম যদি শত্রু কিংবা অসুস্থতার কারণে [মক্কা গমনে] বাঁধাপ্রাপ্ত হয়, তখন হজ্জে ইফরাদ আদায়কারী একটি দম, হজ্জে কিরান আদায়কারী দুটি দম মক্কায় প্রেরণ করবে। আর একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেবে, যেন সেদিন তা যবাই করা হয়। যদিও সেদিনটি কুরবানির দিনের পূর্বে। তা ইমাম হানীফা রহ. এর অভিমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْاِحْصَارِ لُغَةً وَ شَرْعًا؟

প্রশ্ন : اِحْصَار এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : اِحْصَار এর সংজ্ঞা : اِحْصَار শব্দটি حَصر ধাতু হতে নিষ্পন্ন, বাবে اِفْعَال এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– বাঁধা দেওয়া, নিষেধ করা, বিরত রাখা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরীঅতের পরিভাষায় : মুহরিম ব্যক্তি হজ্ব ও উমরা পালন করা থেকে বাঁধা প্রাপ্ত হওয়াকে اِحْصَار বলে।

قَوْلُهٗ : اِنْ اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ

প্রশ্ন : উলামায়ে কেরামের মতামত বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে মুহরিম অবরুদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। যদি মুহরিম কোনো শত্রু অথবা অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং হজ্ব করতে অক্ষম হয়ে যায়। এ অবরুদ্ধ ঐ অবস্থার সাথে নির্ধারিত যখন অবরুদ্ধকারী কাফির হয়। এ মতামত পোষণকারীদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– **وَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ** যখন ষষ্ঠ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ সা. তার সাথীদের নিয়ে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা হতে বের হন এবং মক্কার পথে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিরদের হাতে অবরুদ্ধ হন– উক্ত আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এ অবরুদ্ধতা কাফিরদের সাথে নির্ধারিত হবে। আমাদের হানাফীদের মতে ইহসার এর অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ প্রত্যেক ওই বিষয় যা হজ্বকে বাঁধা প্রদান করে চাই তা অসুস্থতার কারণে হোক বা শত্রুর কারণে হোক বা আর্থিক অভাবে বা অন্য কোনো কারণে হোক সবই ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। এ মতের স্বপক্ষে হাদীস প্রমাণ করে যে, যার কোনো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে বা সে লেংড়া হয়ে গেছে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর অন্য হজ্ব ওয়াজিব হবে।

اَلسُّوَالُ : مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمُ الْمَحْصُوْرُ؟ اُكْتُبْ مُفَصَّلًا؟

প্রশ্ন : অবরুদ্ধ মুহরিমের দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে লিখ।

www.pathagar.com

উত্তর : অবরুদ্ধ মুহরিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ- হজ্ব হতে কোনো মুহরিম যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে দেখতে হবে যে, সে কোন উদ্দেশে ইহরাম বেঁধেছিল- হজ্বের জন্য, না-কি উমরার জন্য? হজ্বে ইফরাদের জন্য, না-কি হজ্বে কিরানের জন্য? আর এটাও দেখতে হবে যে, কোন স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছে। কি হেরেমের বাইরে, না হেরেমের ভিতরে?

যদি ইফরাদ হজ্বকারী অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে সে উক্ত স্থান হতেই একটি দম মক্কার দিকে প্রেরণ করবে এবং একটি তারিখ নির্ধারণ করবে, যে তারিখে তা মক্কায় যবাই করা হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহ. এর নিকট এ তারিখটি কুরবানীর দিনের পূর্বেও হতে পারে।

অতএব মুহরিম সে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হলক করে হালাল হয়ে যাবে এব পরবর্তী বছর সে হজ্বের কাযা করবে। আর বাঁধা প্রাপ্ত বক্তি যদি কিরান হজ্বকারী হয়, তাহলে দুটি দম প্রেরণ করবে এবং উমরার ইহরামকারী হলে একটি প্রেরণ করবে। উপরিউক্ত হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে হেরেমের বাইরে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যদি হেরেমের অভ্যন্তরে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে যেখানে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে যবাই করে হালাল হয়ে যাবে।

وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَاِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِالْعُمْرَةِ فَكَذَا وَاِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِالْحَجِّ لَايَجُوْزُ الذَّبْحُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ **وَفِىْ حِلٍّ لَا وَبِذَبْحِهٖ يَحِلُّ قَبْلَ حَلْقٍ وَتَقْصِيْرٍ وَعَلَيْهِ اِنْ حَلَّ مِنْ حَجٍّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَمِنْ عُمْرَةٍ عُمْرَةٌ وَمِنْ قِرَانٍ حَجٌّ وَعُمْرَتَانِ وَاِذَا زَالَ اِحْصَارُهٗ وَاَمْكَنَهٗ اِدْرَاكُ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَمَعَ اَحَدِهِمَا فَقَطْ لَهٗ اَنْ يَحِلَّ** هٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ـ

সহজ তরজমা

কিন্তু সাহেবাইনের মতে, উমরা পালনকারী যদি অনরূপ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়, তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি হজ্ব পালনকারী বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে কুরবানির দিন ছাড়া পশু যবাই করা বৈধ হবে না। হিল্ল এর মধ্যে তার দম যবাই করা জায়েয নেই এবং এ যবাইয়ের মাধ্যমে হলক ও কসরের পূর্বেই মুহরিম হালাল হয়ে যাবে। যদি মুহরিম হজের ইহরাম হতে হালাল হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর একটি হজ্ব ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি কিরান হজ্ব হতে হালাল হয়, তাহলে একটি হজ্ব ও দু'টি ওমরা ওয়াজিব হবে। যদি তার অবরুদ্ধতার অবসান হয় এবং কুরবানি ও হজ্ব পাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাহলে মক্কার দিকে গমন করবে। তবে একটি পাওয়ার সম্ভাবনার অবস্থায় তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ, এটাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর অভিমত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاَمَّا عِنْدَهُمَا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে হাদী কুরবানীর দিনের পূর্বে যবাই করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। সাহেবাইনের মাযহাব অনুযায়ী উমরার হাদী কুরবানীর দিনের আগে যবাই করা বৈধ, কিন্তু হজ্বের হাদী কুরবানির দিনের আগে

www.pathagar.com

যবাই করা বৈধ নয়। কেননা, তা যেহেতু বিশেষ স্থানে যবাই করতে হবে। অতএব, নির্দিষ্ট তারিখের প্রয়োজন রয়েছে আর তা হল কুরবানির দিন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর যুক্তি হল, তা কাফফারার দম। সুতরাং তা কোনো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না, যেমন অন্যান্য কাফফারার দম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

اَلسُّؤَالُ : اُكْتُبْ حُكْمَ مَنْ عَجِزَ عَنِ الْحَجِّ

প্রশ্ন : বদলী হজ্বের হুকুম কি।?

উত্তর : উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্বের নিয়ম হচ্ছে, সকল ইবাদত দৈহিক এবং তার সাথে মালের সম্পৃক্ততাই নেই। যেমন– নামায, রোযা, ইত্যাদি। এগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ নয়। আর যে সকল ইবাদত শুধু মালী যথা– যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি, তাতে শর্তহীনভাবে প্রতিনিধিত্ব করা চলে। যেমন– হজ্ব। এক্ষেত্রে যদি মুকাল্লাফ নিজে অক্ষম হয়, তবে অপর কাউকে তার প্রতিনিধি বানিয়ে হজ্বে পাঠাতে পারে। তখন উক্ত হজ্ব প্রেরণকারীর হতে আদায় হবে। আর প্রতিনিধি ইহরাম বাঁধার সময় বলবে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ مِنْ جَانِبِ فُلَانٍ– হে আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ হতে হজ্বের নিয়ত করছি। অনুরূপ তালবিয়া পাঠেও বলবে لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ– অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে আমি হাজির। তাতে অক্ষম বক্তির হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, অক্ষম বক্তির এ অক্ষমতা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে। নতুবা তাকে পুনরায় হজ্ব করতে হবে।

فَاِنَّهٗ يُمْكِنُ اِدْرَاكُ الْحَجِّ بِدُوْنِ اِدْرَاكِ الْهَدْيِ اِذْ عِنْدَهٗ يَجُوْزُ الذَّبْحُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَاَمَّا عِنْدَهُمَا فَيُعْتَبَرُ اِدْرَاكُ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لِاَنَّ الذَّبْحَ لَايَجُوْزُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ فَكُلُّ مَنْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَدْرَكَ الْهَدْىَ **وَمَنْعُهٗ عَنْ رُكْنَيِ الْحَجِّ بِمَكَّةَ اِحْصَارٌ وَعَنْ اَحَدِهِمَا لَا وَمَنْ عَجِزَ فَاَحَجَّ صَحَّ وَيَقَعُ عَنْهُ اِنْ دَامَ عَجْزُهٗ اِلٰى مَوْتِهٖ وَنَوَى الْحَجَّ عَنْهُ وَمَنْ حَجَّ عَنْ اٰمِرَيْهِ وَقَعَ عَنْهُ وَضَمِنَ مَالَهُمَا وَلَا يَجْعَلُ عَنْ اَحَدِهِمَا وَلَهٗ ذٰلِكَ اِنْ حَجَّ عَنْ اَبَوَيْهِ** اَىْ مُتَبَرِّعٌ يَجْعَلُ ثَوَابَهٗ عَنْهُمَا **وَدَمُ الْاِحْصَارِ عَلَى الْاٰمِرِ وَفِىْ مَالِهٖ مَيِّتًا وَدَمُ الْقِرَانِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَاجِّ** اَىْ اِنْ اَمَرَ غَيْرَهٗ اَنْ يَقْرِنَ عَنْهُ فَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْمَأْمُوْرِ ۔

সহজ তরজমা

কারণ তাঁর নিকট কুরবানির পশু প্রাপ্তি ছাড়া হজ্ব প্রাপ্তি সম্ভব। কেননা, তাঁর মতে কুরবানির দিনের পূর্বে যবাই করা বৈধ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে হজ্ব ও কুরবানির পশু উভয়ই পেতে হবে। কেননা, তাঁদের মতে কুরবানির দিন ছাড়া যবাই করা জায়েয নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্ব পেল, সে কুরবানির পশুও পেল। আর মক্কা শরীফে মুহরিমকে হজ্বের দুই রোকন হতে বাধা দান করাই ইহসার। একটি মাত্র রোকন হতে বাধা দান করা ইহসার নয়। আর যে ব্যক্তি হজ্ব হতে অসমর্থ হয়ে গেছে এবং অন্যের দ্বারা হজ্ব করিয়েছে, তবে শুদ্ধ হবে। আর এ হজ্ব সে অক্ষমের পক্ষ হতে হবে– এ শর্তে যে, তার অক্ষমতা তার মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং প্রতিনিধি অক্ষমের পক্ষ হতে হজ্বের নিয়ত করে। আর যে ব্যক্তি দুই নির্দেশকারীর পক্ষ হতে হজ্ব করে সে হজ্ব তার পক্ষ হতে হবে এবং হজ্বকারী উভয়ের প্রদত্ত মালের জিম্মাদার হবে। আর এ হজ্ব একজনের জন্য নির্ধারণ করতে পারবে না। যদি সে ব্যক্তি নিজ

www.pathagar.com

পিতামাতার জন্য নফল হজ্ব করে তবে বৈধ হবে। অর্থাৎ নফল হিসেবে সে হজ্বের সাওয়াব নিজ পিতামাতার জন্য নির্ধারণ করতে পারে। **আর অপরাধের দম দায়িত্ব অর্পণকারীর উপর বর্তাবে। আর দায়িত্ব অর্পণকারীর মৃত্যুর পর তার মাল হতে দম প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কিরানের দম এবং অপরাধের দম হাজী তথা নির্দেশিত ব্যক্তির উপর** অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে কিরান হজ্ব করার হুকুম করে, তবে কিরানের দম আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَمَنْ حَجَّ عَنْ اٰمِرَيْهِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : দু'জন অক্ষম ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে একই ব্যক্তিকে যদিও হজ্বের প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং প্রতিনিধি যদি তাদের পক্ষে হজ্ব আদায় করে, তাহলে এ হজ্ব দুই ব্যক্তির কারো পক্ষে আদায় হবে না। অধিকন্তু এ হজ্ব প্রতিনিধির পক্ষে আদায় হবে। তবে প্রেরণকারীদ্বয় যে টাকা তাকে দিয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু প্রতিনিধি যদি এ হজ্বকে ঐ দুই জনের কোনো একজনের জন্য ধার্য করে, তা জায়েয হবে না। প্রতিনিধিত্ব মূলক হজ্ব যাকে বদলী হজ্ব বলে তার বেলায় এরূপ করা শরীয়তে বৈধ নয়।। হ্যাঁ, সে যদি তার মা–বাবার উভয়ের পক্ষে নিয়ত করে নফল হজ্ব পালন করে, তা জায়েয হবে এবং এর ছাওয়াব মা–বাবার নামে উৎসর্গ করা হবে। এরূপ হজ্ব মা-বাবা বলে কথা নয়, যে কোনো ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে করা যাবে।

قَوْلُهٗ : وَدَمُ الْقِرَانِ وَالْجِنَايَةِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرَحِ الْعِبَارَةَ مَعَ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামগণের মতভেদ বর্ণনাসহ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অপারগ বা অক্ষম ব্যক্তি যাকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে সে যদি অবরুদ্ধ হয়, তবে তাকে অবরুদ্ধতার কারণে যে কুরবানির পশু মক্কায় পাঠাতে হবে তা ঐ অক্ষম ব্যক্তির উপর বর্তাবে। সে মারা গেলে তার পরিত্যক্ত মাল হতে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা, কেউ কাউকে কোনো কাজে পাঠালে সে কাজে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সে বিঘ্ন কাঁটিয়ে দেওয়াও প্রেরকের উপর অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. মতানৈক্য করেছেন। জিনায়াতের দম তো প্রতিনিধির আপরাধের কারণে ওয়াাজিব হবে, এর জন্য প্রেরক দায়ী হবে কেন? আর কিরানের দম এজন্য ওয়াজিব হয় যে, প্রেরক তাকে হজ্বের জন্য পাঠিয়েছিল, সে এর সাথে উমরা যোগ করে দম আবশ্যক করেছে। অতএব তাও প্রতিনিধির উপর বর্তাবে। তবে বাঁধাপ্রাপ্তির দমের ক্ষেত্রে প্রতিনিধির কোনো ত্রুটি নেই, ফলে তা প্রেরণকারীর উপর বর্তাবে।

وَضَمِنَ النَّفَقَةَ اِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوْفِهٖ لَا بَعْدَهٗ فَاِنْ مَاتَ فِى الطَّرِيْقِ يُحَجُّ مِنْ مَنْزِلِ اٰمِرِهٖ بِثُلُثِ مَا بَقِىَ لَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ اَىْ اِذَا اَوْصٰى اَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَاَحَجُّوا عَنْهُ فَمَاتَ فِى الطَّرِيْقِ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يُحَجُّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَا بَقِىَ فَاِنَّ قِسْمَةَ الْوَصِىِّ وَعَزْلَهُ الْمَالَ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِالتَّسْلِيْمِ اِلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ عَيَّنَهُ الْمُوْصِىْ وَلَمْ يُسَلِّمْ اِلٰى ذٰلِكَ الْوَجْهِ لِاَنَّ ذٰلِكَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ

فَيُنْفَذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يُنْفَذُ مِنْ ثُلُثِ الْكُلِّ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اِنْ بَقِيَ شَيْئٌ مِمَّا دُفِعَ اِلَى الْاَوَّلِ يُحَجُّ بِهٖ وَاِنْ لَمْ يَبْقَ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ ـ

সহজ তরজমা

হজ্বের দায়িত্ব প্রদানকারীকে দায়িত্ব গ্রহণকারী খরচপত্র [যা সে পেয়েছে] ফেরত দিবে, যদি সে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করে। আরাফায় অবস্থানের পরে সহবাস করলে ফেরত দিতে হবে না। যদি হজ্বের জন্য প্রেরিত ব্যক্তি পথে মৃত্যুবরণ করে, তবে আদেশদাতার বাড়ি হতে আদেশদাতার অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে হজ্ব করাতে হবে। আদিষ্ট ব্যক্তি যেখানে মারা গেছে, সেখান হতে নয়। অর্থাৎ যখন কেউ তার পক্ষ হতে হজ্ব করার জন্য অসিয়ত করে, অতঃপর তার পরবর্তীগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ্ব করাবে। কেননা, ওয়ারিশ কর্তৃক মাল বণ্টন করা এবং মাল পৃথক করা ঠিক হবে না; তবে সে পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে অসিয়তকারী নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ তার পক্ষ হতে হজ্ব সম্পাদন করা অথচ সেভাবে ওয়ারিশগণ সম্পাদন করেনি। কেননা, প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, অতএব অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে মৃতের সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ হতে হজ্বের খরচ দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে প্রথমবারের হজ্বের খরচ হতে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা দ্বারা হজ্ব করাবে। আর যদি অবশিষ্ট কিছু না থাকে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَضَمِنَ النَّفَقَةَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ

প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সঙ্গম করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্বের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার হজ্ব নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আদেশকারী ব্যক্তি হজ্বের জন্য যে খরচ করেছে, তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির ভঙ্গ করা হজ্ব কাযা করা আর আদেশকারীর জন্য পুনঃহজ্ব করা ওয়াজিব হবে। আর যদি আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে খরচ ফিরিয়ে দিতে হবে না। কেননা আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব নষ্ট হবে না, বরং বুদনা কুরবানী করলে হজ্ব বৈধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ : فَمَاتَ فِى الطَّرِيْقِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ

প্রশ্ন : ইমামদের মতবিরোধ বর্ণনাসহ মাসলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে হজ্বের আদিষ্ট ব্যক্তি পথে মারা গেলে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তির হজ্বের জন্য আদিষ্ট ও প্রেরিত হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি পথে মারা যায় বা পথের মধ্যে তাকে প্রদত্ত মাল চুরি হয়ে যায়, তখন সে হজ্বের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহ. এর মতে

www.pathagar.com

প্রেরকের অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ হতে পুনঃহজ্ব করাতে হবে। আর পুন:হজ্ব প্রেরকের বাড়ি হতে প্রয়োজনীয় খরচাদি দিয়ে করাতে হবে। সাহেবাইনের মতে প্রেরিত ব্যক্তি যেখানে মারা গেছে বা যেখানে চুরি হয়েছে সেখান হতে পুনঃহজ্ব করালে চলবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা পুনঃহজ্ব করাবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, পথে মারা যাওয়ার সময় বা পথে চুরি হওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তা দ্বারা হজ্ব করাবে। আর যদি হাতে অবশিষ্ট কিছুই না থাকে, তা হলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

بَابُ الْهَدْيِ

اَلْهَدْيُ مِنْ اِبِلٍ وَغَنَمٍ وَبَقَرٍ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيْفُهٗ اَيِ الذَّهَابُ بِهٖ اِلٰى عَرَفَاتٍ وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ كَالتَّقْلِيْدِ **وَلَمْ يَجُزْ فِيْهِ اِلَّا جَائِزُ الْاُضْحِيَةِ وَجَازَ الْغَنَمُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا فِيْ طَوَافِ فَرْضٍ جُنُبًا وَ وَطْيِهٖ بَعْدَ الْوُقُوْفِ وَاَكَلَ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فَحَسْبُ وَتَعَيَّنَ يَوْمُ النَّحْرِ لِذَبْحِ الْاَخِيْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَتٰى شَاءَ كَمَا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ لِلْكُلِّ لَا فَقِيْرُهٗ لِصَدَقَتِهٖ** اَيْ لَا يَتَعَيَّنُ فَقِيْرُ الْحَرَمِ لِصَدَقَتِهٖ ـ

পরিচ্ছেদ : [হজ্বের কুরবানির পশু]

হাদী [হজ্বের ক্ষেত্রে প্রেরিত জন্তু] উট, বকরি ও গরু হলেই চলে, আর একে আরাফায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যক নয় অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, تَعْرِيْف এর অর্থ অবগতকরণ বা প্রচার। যেমন– তাকলীদ [গলায় হার পরানো] এর মাধ্যমে প্রচার করা। **হাদী [হজ্বের ক্ষেত্রে প্রেরিত পশু]-এর জন্য ঐসব পশু প্রেরণ করা বৈধ যা দ্বারা কুরবানি সিদ্ধ হয়। যে কোনো প্রকার দম প্রদান বকরি দ্বারা বৈধ, তবে অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে কিংবা আরাফায় অবস্থানের পর স্ত্রী সহবাস করলে, এ দু' অবস্থায় বকরি দ্বারা দম প্রদান সিদ্ধ হবে না; বরং গরু কিংবা উট যবাই করতে হবে। হাদী নফল হলে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে, [এমনিভাবে] তামাত্তু' ও কিরান হজ্বের হাদীর গোশত ভক্ষণ করা যাবে। হজ্বে তামাত্তু' ও হজ্বে কিরানের হাদী যবাই করার নির্দিষ্ট তারিখ হল কুরবানির দিন। এ দু'প্রকার হাদী ব্যতীত অন্যান্য হাদীর পশু যেদিন ইচ্ছা যবাই করতে পারে। সকল প্রকার হাদী যবাই করার নির্দিষ্ট স্থান হল হেরেম শরীফ। হেরেমের গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিরাই সদকার জন্য নির্দিষ্ট নয়।** অর্থাৎ হাদীর পশুর গোশত বণ্টনের ক্ষেত্রে কেবল হেরেমের ফকির ও দুঃস্থদের নির্দিষ্ট করলে চলবে না, সকল প্রকার দরিদ্র ও নিঃস্বকে দিতে হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلسُّوَالُ : مَا مَعْنَى الْهَدْيِ لُغَةً وَ شَرْعًا؟

প্রশ্ন : هَدْي শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : هَدْي শব্দের আভিধানিক অর্থ– উপঢৌকন, হাদিয়া, তোহফা, শরীআতের পরিভাষায় হাদী বলতে সে পশুকে বুঝায় যা হেরেম যেয়ারতকারী কুরবানীর জন্য সাথে করে নিয়ে যায় বা কোনো উপায়ে সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ تَعْرِيْفُهُ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে আরাফায় যাওয়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হাদী সঙ্গে নিয়ে আরাফার ময়দানে যাওয়া ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ তাকে আরাফায় নিয়ে গেল তা উত্তম হবে, এটাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেছেন। কারো কারো মতে تَعْرِيْف এর অর্থ– প্রচার করা। যেমন– হাদীর পশুর গলায় হার পরিয়ে প্রচার করা হয়।

قَوْلُهُ : وَتَعَيَّنَ يَوْمُ النَّحْرِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ

প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : قَوْلُهُ : وَتَعَيَّنَ يَوْمُ النَّحْرِ الخ : এখানে হজ্বে তামাত্তু ও হজ্বে কিরানের কুরবানীর সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। হজ্বে তামাত্তু এবং কিরানের কুরবানীর জন্য কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। কেননা তা নুসুকের কুরবানী হওয়ায় তা কুরবানীর অনুরূপেই হয়েছে এবং তার ছওয়াব নির্ধারিত দিনেই মিলবে। তবে এ দুটি দম ব্যতীত আর যত দম রয়েছে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কুরবানী করতে পারবে। তবে এতটুকু আবশ্যক যে, এদেরকে হেরেমের মধ্যে যবাই করতে হবে। কেননা, এ প্রাণীটি হেরেমে পৌছার পরে তা হাদী হবে।

وَتُصَدِّقُ بِجُلِّهٖ وَخِطَامِهٖ وَلَمْ يُعْطَ اَجْرَةُ الْجَزَّارِ مِنْهُ وَلَا يُرْكَبُ اِلَّا ضَرُوْرَةً وَلَا يُحْلَبُ لَبَنُهُ وَيَقْطَعُهُ بِنَضْحِ ضَرْعِهٖ بِمَاءٍ بَرْدٍ وَمَا عَطَبَ اَوْ تَعَيَّبَ بِفَاحِشٍ اَىْ ذَهَبَ اَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ ذَنَبِهٖ اَوْ اُذُنِهٖ اَوْ عَيْنِهٖ فَفِىْ وَاجِبِهٖ اَبْدَالُهُ وَالْمَعِيْبُ لَهُ وَفِىْ نَفْلِهٖ لَا شَىْءَ عَلَيْهِ ـ

সহজ তরজমা

হাদীর জন্তুর ঝুল এবং তার লাগাম সদকা করে দেবে। উক্ত হাদীর গোশত হতে কসাইয়ের মজুরি দেওয়া যাবে না, প্রয়োজন ব্যতীত তাতে আরোহণও করা যাবে না, এর দুধ দোহন করা যাবে না। তার স্তনে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়ে দুধ বন্ধ করিয়ে দিতে হবে। আর যে প্রাণী ধ্বংস প্রায় বা অধিক দোষযুক্ত হয়, অর্থাৎ লেজের এক-তৃতীয়াংশ কেটে গেছে বা কান কেটে গেছে বা চক্ষু চলে গেছে, তাহলে ওয়াজিব হাদীর ক্ষেত্রে তা বদলিয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং দোষী প্রাণীটি মালিকের জন্য হবে। আর নফল হাদীর ব্যাপারে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَلَا يُرْكَبُ اِلَّا ضَرُوْرَةً الخ

اَلسُّوَالُ : اِشْرَحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : وَلَا يُرْكَبُ اِلَّا ضَرُوْرَةً অর্থাৎ অতি প্রয়োজন ছাড়া বুদনার উপর আরোহণ করবে না। অবশ্য প্রয়োজনের কারণে আরোহণ করতে পারে। শায়খাইনের বর্ণনা মতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে বুদনা

www.pathagar.com

তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর উপর আরোহণ কর। সম্ভবত লোকটির পায়ে হেঁটে চলতে কষ্ট হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সা. তার কষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন, ফলে লোকটিকে সে রকম বলেন। লোকটি বলল, তা যে, বুদনা। রাসূলুল্লাহ সা. পুনরায় বলেন, সওয়ার হও; এটা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক বলেছেন।

وَنَحَرَ بُدْنَةَ النَّفْلِ اِنْ عَطِبَتْ فِى الطَّرِيْقِ وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهٖ صَفْحَةَ سَنَامِهَا لِيَاْكُلَ مِنْهُ الْفَقِيْرُ لَا الْغَنِىُّ وَاِنْ شَهِدُوْا بِوُقُوْفِهِمْ بَعْدَ وَقْتِهٖ لَاتُقْبَلُ اَىْ اِذَا وَقَفَ النَّاسُ وَشَهِدَ قَوْمٌ اَنَّهُمْ وَقَفُوْا بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِاَنَّ التَّدَارُكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ فِتْنَةٌ كَمَا اِذَا شَهِدُوْا عَشِيَّةَ يَوْمٍ يَعْتَقِدُ النَّاسُ اَنَّهٗ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِىْ لَيْلَةٍ يَصِيْرُ هٰذَا الْيَوْمُ بِاِعْتِبَارِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَاِنَّهٗ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِاَنَّ اِجْتِمَاعَ النَّاسِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مُتَعَذِّرٌ فَفِىْ قَبُوْلِ الشَّهَادَةِ وُقُوْعُ الْفِتْنَةِ۔

সহজ তরজমা

যদি নফল বুদনা রাস্তায় ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়, তখন এটাকে নহর করে তার রক্ত দ্বারা তার ক্ষুর রাঙ্গিয়ে দেবে এবং তার সে ক্ষুর ঝুঁটির এক পার্শ্বে মারবে, যাতে দরিদ্র ব্যক্তিরাই তা ভক্ষণ করে, ধনীরা না খায়। যদি একদল লোক অপর একদলের যথাসময়ের পরে আরাফায় অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ যখন লোকজন আরাফায় অবস্থান করতে থাকে, তখন এক সম্প্রদায় এসে সাক্ষ্য দিল যে, এরা আরাফার দিনের পরে আরাফায় অবস্থান করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, এখন এর প্রতিকার অসম্ভব এবং মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হবে। যেমন- এক সম্প্রদায় ঐ দিন সন্ধ্যায় যে দিনটি সম্পর্কে মানুষ তারবিয়ার দিন মনে করে- এমন এক রাতে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিল যে, সে হিসেবে বর্তমান দিনটি আরাফার দিবস হয়, তবে সে অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এ রাত্রেই সকলের আরাফায় জমায়েত হওয়া কষ্টসাধ্য। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা মাত্র।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَاِنْ شَهِدُوْا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ مُفَصَّلًا

প্রশ্ন : ইবারতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে সাক্ষ্য গ্রহণ করা না করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হচ্ছে। যদি একদল লোক এমন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আরাফার অবস্থান নির্দিষ্ট তারিখে হয়নি, তবে তাদের এ সাক্ষ অগ্রাহ্য হবে। কেননা এখন তা পূরণ করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় ইমাম যদি আরাফায় অবস্থান হয়নি বলে ঘোষণা প্রদান করেন, তবে হাজীদের মধ্যে বিরাট হট্টগোল সৃষ্টি হবে। হেদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন মরগেনানী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে একদল লোক বলল যে, আপনাদের এ অবস্থান ৯ তারিখে হয় নি; কুরবানীর দিনে হয়েছে, তা হলে তাদের অবস্থান বৈধ হবে। কেননা, এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। অবশ্য এ সাক্ষ্য যদি কুরবানীর দিনে না হয়ে আট তারিখে অবস্থান হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিত, তবে নয় তারিখে অবস্থান করা

যেত, ইমাম তখন আরাফায় অবস্থান সহীহ হয়নি বলে ঘোষণা করলে এর ব্যবস্থা করা যেত যে, নবম তারিখে পুনরায় অবস্থান করে তা পূরণ করা হবে। কিন্তু কুরবানীর দিন হলে তা অসম্ভব হবে। তাই ফকীহগণ বলেন, এমতাবস্থায় সাক্ষ্য গ্রহণ না করা ইমামের কর্তব্য, বরং সকলের হজ্ব পরিপূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করা তার দায়িত্ব। অন্যথায় একদল লোকের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে লক্ষ লক্ষ লোকের হজ্ব হয় নি বলে ঘোষণা করলে এক বিরাট ফিতনার সম্মুখিন হতে হবে এবং আগামী বছর সকলকে পুনরায় হজ্ব করার জন্য এ দুঃসহ কষ্ট দেওয়া কোনো মতেই উচিত হবে না।

وَقَبْلَ وَقْتِهِ قُبِلَتْ لَفْظُ الْهِدَايَةِ اِعْتِبَارًا بِمَا اِذَا وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَدْ كُتِبَ فِى الْحَوَاشِىْ شَهِدَ قَوْمٌ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اَقُوْلُ صُوْرَةُ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُشْكِلَةٌ لِاَنَّ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَكُوْنُ اِلَّا بِاَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ لَيْلَةَ كَذَا وَهُوَ لَيْلَةُ يَوْمِ الثَّلٰثِيْنَ بَلْ رُئِىَ لَيْلَةً بَعْدَهُ وَكَانَ شَهْرُ ذِى الْقَعْدَةِ تَامًّا وَمِثْلُ هٰذِهِ الشَّهَادَةِ لَا تُقْبَلُ لِاِحْتِمَالِ كَوْنِ ذِى الْقَعْدَةِ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَصُوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا ثُمَّ عَلِمُوْا بَعْدَ الْوُقُوْفِ اَنَّهُمْ غَلَطُوْا فِى الْحِسَابِ وَكَانَ الْوُقُوْفُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاِنْ عُلِمَ هٰذَا الْمَعْنٰى قَبْلَ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ فَالْاِمَامُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْوُقُوْفِ وَاِنْ عُلِمَ ذٰلِكَ فِىْ وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ فَبِنَاءً عَلَى الدَّلِيْلِ الْاَوَّلِ وَهُوَ تَعَذُّرُ اِمْكَانِ التَّدَارُكِ يَنْبَغِىْ اَنْ لَا يُعْتَبَرَ هٰذَا الْمَعْنٰى وَيُقَالُ قَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ وَاَمَّا بِنَاءً عَلَى الدَّلِيْلِ الثَّانِىْ وَهُوَ اَنَّ جَوَازَ الْمُقَدَّمِ لَا نَظِيْرَ لَهُ يَصِحُّ الْحَجُّ ـ

সহজ তরজমা

<u>আরাফায় অবস্থানের দিনের পূর্বে সাক্ষ্য দিলে উক্ত সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য হবে।</u> হিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য– اِعْتِبَارًا بِمَا اِذَا وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ [অর্থাৎ এ কথার উপর অনুমান করে যে, যখন তারা তারবিয়ার দিন আরাফায় অবস্থান করল]। আর হেদায়া গ্রন্থের পার্শ্বটীকায় লেখা আছে– شَهِدَ قَوْمٌ اَنَّ النَّاسَ وَقَفُوْا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ অর্থাৎ একদল লোক সাক্ষ্য প্রদান করল যে, হজ্ব আদায়কারীগণ তারবিয়ার দিনে আরাফায় অবস্থান করেছে। বিকায়ার ব্যাখ্যাকারী বলেন, এ মাসআলার প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন। কেননা, এ সাক্ষ্য গ্রহণ তখনই ঠিক হবে যখন জিলহজ্ব মাসের চাঁদ জিলকদ মাসের ত্রিশতম রাত্রিতে পরিদৃষ্ট হয়নি; বরং এর পরে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আর জিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনের হয়। আর এরূপ সাক্ষ্য জিলকদ মাস উনত্রিশ দিনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে গৃহীত হবে না। মাসআলার ধরন এরূপ হবে যে, হজ্ব আদায়কারী ব্যক্তিরা আরাফায় অবস্থান করেছে, অতঃপর অবস্থানের পরে জানতে পেরেছে যে, তারিখের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে এবং আরাফায় অবস্থানের দিন ৮ই জিলহজ্ব ছিল। যদি এ তথ্য [আরাফায় অবস্থানের নির্ধারিত] সময়ের পূর্বে এভাবে জানা যায় যে তা সংশোধন করা সম্ভবপর, তাহলে ইমাম হজ্ব আদায়কারীদেরকে আরাফায় অবস্থানের নির্দেশ দেবেন। আর যদি তা এমন সময় জানা যায়

www.pathagar.com

যে, এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর নয়, তাহলে প্রথম দলিলের উপর ভিত্তি করে [বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব] এ তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যাবে না। এমতাবস্থায় ঘোষণা করে দিতে হবে যে, সকল হজ্বকারীর হজ্ব পূর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলিল [নির্দিষ্ট সময়ে পালিত অনুষ্ঠান উক্ত সময়সীমার পূর্বে পালিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই]- এর ভিত্তিতে হজ্ব সিদ্ধ হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ مُشْكِلَةٌ الخ

اَلسُّوَالُ: اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে তারবিয়ার তারিখে অবস্থানের সম্ভাবনা ন্য হওয়ার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তারবিয়ার তারিখে অবস্থানের সম্ভাবনা না থাকার কারণ হচ্ছে তারা যখন জিলকদের ত্রিশ তারিখে চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অবস্থান করল, আর একদল লোক এসে সে তারিখকে জিলহজ্বের আট তারিখ বলে দিল, তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে। কেননা প্রতিয়মাণ হয় যে, তারা ত্রিশ তারিখের চাঁদ দেখে নি। কারণ তাদের এ হিসেবে জিলক্বদ মাস আটাশ তারিখে হয়। এখন এ সাক্ষ্য না-বাচকের উপর হবে। তাই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখান গ্রন্থকার এবং তার পূর্বেকার পার্শ্বটিকা লেখকদের বর্ণনা (তাদের সাক্ষ এমতাবস্থায় গ্রহণ করা যাবে) কিভাবে ধর্তব্য হবে?

আল্লামা ইবনে হুমাম ফতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন যে, যদি সে তারবিয়ার দিনকে আরাফার দিন ধারণা করে অবস্থান করে, তাহলে যে ব্যক্তি তার আট তারিখ হওয়ার সাক্ষ দেবে, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবেনা। আট তারিখ হওয়ার ধারণা এজন্য হয়েছে যে, জিলকদ মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনের হলেও আজ আট তারিখ হবে। আজ নবম তারিখের ধারণা এ হিসেবে হবে যে, জিলক্বদ মাস উনত্রিশ দিনের ছিল। সুতরাং এ সাক্ষ্য হ্যাঁ-বাচক ছিল বলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ : وَصُوْرَةُ الْمَسْئَلَةِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : এখানে বিভ্রান্তিজনক মাসআলার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের ধারণাকৃত একটি দিনকে নয় তারিখ মনে করে আরাফায় অবস্থান করেছে, অথচ পরে জানা গেল যে, তা নয় তারিখ ছিলনা, বরং আট তারিখ হিসাব করে নিশ্চিতভাবে বুঝা গেল যে, তা তারবিয়ার দিন। সুতরাং পরদিন ৯ তারিখ সে তারিখে পুনরায় আরাফায় অবস্থান সম্ভব। কিন্তু সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এরূপ করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ : وَهُوَ اَنَّ جَوَازَ الْمُقَدَّمِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে একটি সমস্যার নিরসণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ শরীঅতের এমন কোনো ইবাদত এরকম পাওয়া যায়না যা বিশেষ কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট এবং সময়েরে পূর্বে করা যায়। অবশ্য সময়ের পরে করা যেতে পারে যথা কাযা করা। এখানে একটি প্রশ্ন করা যায় যে, সময়ের আগে দিয়ে দিলেও আদায় হয়ে যায় এবং আরাফার দিন হাজীদের জন্য আসরের নামায জোহরের সময় পড়া। এসব মাসআলার উত্তর হচ্ছে, তা কিয়াস বহির্ভূত, ফলে এর উপর অন্য কিছু কিয়াস করা যাবে না।

www.pathagar.com

رَمٰى فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ لَا الْاُوْلٰى فَاِنْ رَمَى الْكُلَّ فَحَسَنٌ وَجَازَ الْاُوْلٰى وَحْدَهَا اَىْ اِنْ رَمٰى فِى الْيَوْمِ الثَّانِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى وَالثَّالِثَةِ وَلَمْ يَرْمِ الْاُوْلٰى فَعِنْدَ الْقَضَاءِ اِنْ رَمَى الْكُلَّ فَحَسَنٌ وَاِنْ قَضَى الْاُوْلٰى وَحْدَهَا **جَازَ نَذَرَ حَجًّا مَشْيًا مَشٰى حَتّٰى يَطُوْفَ الْفَرْضَ** اَىْ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ جَازَ لَهُ اَنْ يَرْكَبَ **اِشْتَرٰى جَارِيَةً مُحْرِمَةً بِالْاِذْنِ لَهُ اَنْ يُحَلِّلَهَا بِقَصِّ شَعْرٍ اَوْ بِقَلْمِ ظُفْرٍ ثُمَّ يُجَامِعُ وَهُوَ اَوْلٰى مِنْ اَنْ يُحَلِّلَ بِجِمَاعٍ** فَقَوْلُهُ بِالْاِذْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ مُحْرِمَةٌ اَىْ اَحْرَمَتْ بِاِذْنِ الْمَالِكِ حَتّٰى لَوْ اَحْرَمَتْ بِلَا اِذْنِهٖ فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ ـ

সহজ তরজমা

কেউ জিলহজ্বের এগারো তারিখের জামরায়ে উলা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সমাধান করল। অতঃপর কাযার সময় তিনটি জামরায়ই প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে, তবে তা উত্তম। আর যদি কেবলমাত্র প্রথম জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে, তাও বৈধ। অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন যদি মধ্যম ও তৃতীয় জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সমাপন করে এবং প্রথম জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য না করে থাকে, তাহলে কাযার সময় যদি সকল জামরার প্রস্তর নিক্ষেপণ কার্য সম্পন্ন করে, তবে উত্তম। আর যদি শুধুমাত্র প্রথমটির কাযা করে, তাও বৈধ। **কেউ পায়ে হেঁটে হজ্বব্রত পালন করবে বলে মান্নত করলে, সে তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত পদব্রজে গমন করবে।** অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর সওয়ারির উপর আরোহণ করা তার জন্য বৈধ। **কেউ যদি এমন একটি দাসী ক্রয় করে, যে তার মনিবের অনুমতিক্রমে ইহরাম বেঁধেছে, তা হলে ক্রেতার পক্ষে তার ইহরাম ভঙ্গ করানো বৈধ। তা এভাবে যে, তার কেশ কর্তন করবে, কিংবা নখ কেঁটে দেবে, অতঃপর তার সাথে সহবাস করবে। কেবলমাত্র সহবাস দ্বারা হালাল করার চেয়ে তা উত্তম।** বিকায়া গ্রন্থকারের উক্তি بِالْاِذْنِ তার অন্য উক্তি مُحْرِمَةٌ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ মনিবের অনুমতি নিয়ে ইহরাম বেঁধেছে। আর মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি ইহরাম বাঁধে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : رَمٰى فِى الْيَوْمِ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

প্রশ্ন : উল্লিখিত মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : ১০ জিলহজ্ব থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু হয়। এদিনে কেবল তৃতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। দ্বিতীয় দিন তথা ১১ জিলহজ্ব তারিখে তিনটি জামরাতেই ৯টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয় এবং শুধু ২য় ও ৩য় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে প্রথম জামরায় ৯টি কঙ্কর কাযা করতে হবে। কাযা করার সময় পালনকারী যদি পুনরায় তিনটি জামরাতে ২৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, তবে তাই উত্তম। তবে সে যেহেতু প্রথম জামরায় রমী ত্যাগ করেছে তাই প্রথম জামরায় রমী কাযা করলেই চলবে।

www.pathagar.com

قَوْلُهُ : وَجَازَ الْاُوْلٰى وَحْدَهَا الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এখানে বর্জন করা কঙ্কর নিক্ষেপের হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে। যদি কেউ প্রথম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে তার জন্য তা বৈধ হবে। কেননা, সে যা ছেড়ে দিয়েছে তা কাযা করা তার জন্য কর্তব্য। তা ছাড়া প্রত্যেক জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ করা একটি পৃথক ইবাদত, তাই ছেড়ে দেওয়া জামরার কাযা করতে অন্য জামরার কোনো ব্যাপার নেই।

قَوْلُهُ : اَنْ يُحَلِّلَ الخ

اَلسُّوَالُ : اَوْضِحِ الْمَسْئَلَةَ

প্রশ্ন : মাসআলাটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : কোনো দাসী তার মনিবের অনুমতিক্রমে ইহরাম বাঁধল পরে তাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করল, তখন ক্রেতার জন্য অধিকার আছে যে, দাসীর চুল বা নখ কাঁটানোর দ্বারা তার ইহরাম ভঙ্গ করাতে পারবে এবং ক্রেতা সঙ্গমের মাধ্যমে তার ইহরাম ভঙ্গ করানোর অধিকারও রাখে। তবে সঙ্গমের মাধ্যমে তার ইহরাম ভঙ্গ করানোর তুলনায় চুল, নখ কেঁটে ইহরাম ভঙ্গ করানো উত্তম। (كَذَا فِىْ عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ فِىْ حَلِّ شَرْحِ الْوِقَايَةِ)

قَوْلُهُ : فَلَا اِعْتِبَارَ لَهُ الخ

اَلسُّوَالُ : اَشْرِحِ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُوْرَةَ

প্রশ্ন : উল্লেখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : বিকায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন, দাসী যদি তার মনিবের অনুমতি সাপেক্ষে হজ্বের ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার ইহরাম গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই তাকে কেউ ক্রয় করলে নিয়মানুযায়ী চুল বা নখ কর্তন করে, তাকে ইহরাম থেকে হালাল করতে হবে। আর যদি মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে সে ইহরাম বেঁধে থাকে, তবে তার ইহরাম গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ দাসীর ব্যক্তি মালিকানা নেই। কাজেই এরূপ দাসী ক্রয় করলে তার ইহরাম ভাঙ্গার কোনো প্রয়োজন নেই। সরাসরি তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয হবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

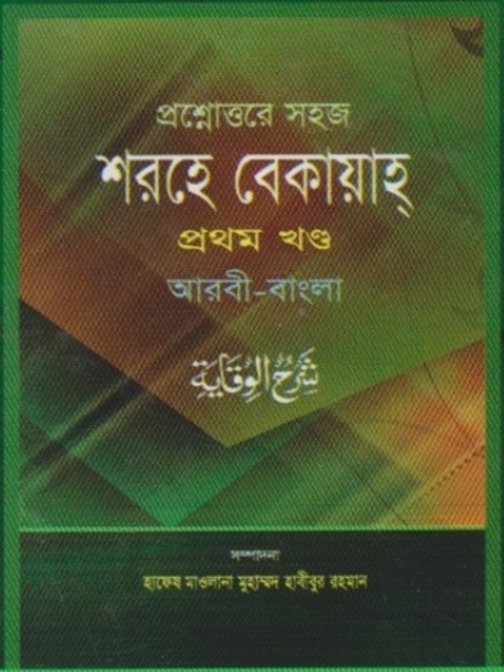
প্রশ্নোত্তরে সহজ
শরহে বেকায়াহ্
প্রথম খণ্ড
আরবী-বাংলা
شرح الوقاية
সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান